GOVERNMENT BILL

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1959

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1959.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1959, be taken into consideration.

Sir, under Article 266(3) of the Constitution of India no money out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law passed under Article 204. The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Act of 1958 and West Bengal Appropriation (No. 2) Act, 1958, authorised the payment and appropriation of certain sums from the consolidated fund of West Bengal towards defraying the charges which came and will come in the course of payment during the current year. During the present session the Assembly voted certain further grants for the purpose of the year 1958-59 under the provision of Article 203 read with Article 205 of the Constitution of India. The present Bill is accordingly being introduced under the provision of Article 204(1) of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the consolidated fund of West Bengal of the moneys required to make good the further grants which have been so voted by the Assembly and also to meet further expenditure charged on the consolidated fund of the State in accordance with the provisions of the Constitution. The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the State. The details of the proposed appropriation will appear from the Schedule to the Bill.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: Mr. Bankim Mukherjee will now speak. Is there any difficulty regarding the time-table today?

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর রেলেভেন্ট স্পীচ দেওয়া কত কঠিন—বিশেষ করে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্বন্ধে কোন কিছু বলা আরও কঠিন। কাজেই আমি সেদিক থেকে না গিয়ে ২-১টা মাত্র জিনিস উল্লেখ করছি। প্রথমে আমি এর আগে ২-১ বার এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে বলতে উঠে এই কথা বলেছিলাম যে, প্রত্যেক মিনিস্টার বা প্রত্যেক মিনিস্টেরিয়াল ডিপার্টমেন্ট, তাঁরা যে-সমস্ত স্কীম বা যা-কিছু করছেন বা করতে যাচ্ছেন বা কেন বাজেটে টাকা চাচ্ছেন, ওসম্বন্ধে যদি একটা লিখিত পুস্তিকা দেন তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝবার সুবিধা হয়। এবার যেমন মেডিক্যাল সম্বন্ধে হয়েছে। মেডিক্যালে তাঁরা আয়ুর্বেদ কলেজের জন্য কিছু গ্র্যান্ট করতে চাচ্ছেন, এবং খানিকটা রিসার্চের জন্য ফারদার টাকা চাচ্ছেন এটা ভাল কথা। আমাদের যদি বলা হয় যে, লাল বই যেটা সেটা হচ্ছে এক্সপ্লানেটরী। অবশ্য এটাতে লাল বই নেই, কিন্তু লাল বই যথেষ্ট এক্সপ্লানেটরী নয়। অর্থাৎ সেখানে প্লাস-মাইনাস করে বোঝান হয় যে, কেন বেশি অন্য বারের চেয়ে হয়েছে? অথচ ফিগার কেন এটাতে বেশি, কেন এটাতে কম, এইরকম কিছু বোঝান হয় না। কিন্তু আমি চাচ্ছি যে, আয়ুর্বেদ কলেজ হচ্ছে সেটার কি স্কীম বা রিসার্চের জন্য যে ব্যবস্থা হচ্ছে সেটারই কি স্কীম সেটাই আমাদের জানানো হোক, অর্থাৎ ডেসক্রিপশন আমরা কিছু চাচ্ছি। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি

এইরকমের জিনিস পাওয়া যায় তাহলে আমাদের বোঝার পক্ষে সুবিধা হয় এবং তাতে গ্রান্টের বৈধতা সম্পর্কে আমাদের মনেও কোন সন্দেহ থাকে না। এই দুটো জিনিসে যে গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা ভাল, কারণ স্কীমটাতে কোন আপত্তি নেই। এই কারণে আমি কয়েকবার বলেছি যে, এইসব দেওয়া হোক। অবশ্য এবছর লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ঐরকম পুস্তিকা যদিও প্রিন্টিং নয় তবুও সার্কুলেট করা হয়েছে। এইরকম বরাবর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় এবং তাতে আমাদের পক্ষে বোঝার খানিকটা সুবিধা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনারা সেগুলি পড়েন?

Sj. Bankim Mukherjee:

খানিকটা পড়ি; সবটা পড়া সম্ভব নয়। যিনি যে-বিষয়ে ইন্টারেস্টেড তিনি সেটা পড়েন। খাল, বিল, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁরা পড়েন, আমরাও কিছু কিছু তা পড়ি, কিন্তু যা লিটারেচার দেওয়া হয় তার সবটা পড়া কোন লোকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সবটা পড়েন না এটা আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারি, কেন না ঐগুলি পড়তে যা সময় লাগে তাতে সেগুলি পড়ে তাঁর পক্ষে আর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করার সময় থাকে না কিন্তু যিনি সে-বিষয়ে ইন্টারেস্টেড তিনি সেটা নিশ্চয়ই পড়েন। যাহোক আমি বলবো আপনারা যখন গ্রান্ট চান, তখন এটা ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রান্ট চাইবার সময় মন্ত্রী তাঁর সমস্ত জিনিস এক্সপ্লেন করবেন কিন্তু কি টাইম পান তাঁরা? ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ডিম্যান্ড এক্সপ্লেন করে যাওয়া অসম্ভব। ধরুন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে হয় ত পুলিশমন্ত্রী বলতে চান যে, গত বছর আমাদের ক্রাইমস প্রভৃতি এত কম হয়েছে, এত ক্রাইমস ডিটেকশন হয়েছে, পুলিশ ক্রাইমস ছাড়া অন্যান্য সোস্যাল ওয়ার্ক একে হেল্প করেছে ইত্যাদি কিন্তু এতগুলো জিনিস ঐ টাইমে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ এগুলো আমাদের জানা দরকার, পুলিশের এ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার। স্বরাজ পাবার আগে এটা সাম্রাজ্যবাদীদের একটা শাসনযন্ত্র হিসাবে ছিল, অতএব স্বরাজ পাবার পরে তাদের চারিত্রিক এবং প্রকৃতিগত কি পরিবর্তন ঘটেছে সেটা আমাদের জানা দরকার। এইজন্য আমার সাজেসশন ছিল এবং এখনও আছে—আমাদের দিল্লীর লোকসভায় এরকম করে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট থেকে বুকলেট দেয়, আমি এখানে সেটার উপর খুব জোর দিচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ একটা কথা হচ্ছে, এ-কথা আমরা বারবার বলেছি যে, বরাবর নিয়ম ছিল গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন যা হয় তার কিছুটা অংশ প্রত্যেকটা মেম্বার পান। আমি স্পীকার মহোদয়, আপনার শরাণপন্ন হচ্ছি যে, এখানে মেম্বারদের প্রিভিলেজ ক্ষুন্ন হচ্ছে—আমরা গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন সবটা পাওয়ার দাবী করতে পারি। আগে নিয়ম ছিল সমস্ত গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন সব মেম্বারকে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু ২৫ পার্সেন্ট, ২০ পার্সেন্ট কিংবা ১০ পার্সেন্ট যদি গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন দেওয়া হয় তাহলে ১০ জন মেম্বার মিলে সমস্ত পাব্লিকেশন পেতে পারেন।

[4-20—4-30 p.m.]

এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সময় তিনি বারেবারে বলছেন যে, গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন-এর একটা পোরশন, ১০ পার্সেন্ট প্রত্যেক পার্টি অর্থাৎ, আমাদের চয়েস-এর উপর ছেড়ে দেবেন—তাই আমি বলছি এটা মনে রাখবেন এবং ডাইরেক্সন সেইভাবে দেবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There should be no difficulty.

Sj. Bankim Mukherjee:

সেজন্য আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: So far as your party is concerned, I can send you fifty copies, so that you can distribute them among your members.

পয়েন্ট অফ অর্ডার উঠে তার উপর যে রুলিং যে রায় দেন সেই রায় সকলের শিরোধার্য হয়, সেই রায় ফাইনাল, তার উপর কোন এ্যাপিল চলে না। যদি কোন সভ্য স্পীকারের রায়ের বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন তাহলে তার কি অবস্থা হয়? তিনি আসনের অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। আজ স্পীকারের যে আদর্শ তা সাধারণ আদালতে বা বিচারালয়ের বিচারকের আদর্শের সংগে সমান। তাঁকে সকল রকম পক্ষপাতিত্বের উপর থাকতে হবে এবং তা থাকতে হলে কারও কাছে কোন অনুগ্রহ, কারও কোন বাধ্যবাধকতার মধ্যে তিনি থাকতে পারেন না; তা যদি তিনি আসেন এবং তার পরে যদি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তাহলে সেই অভিযোগ ব্যর্থ হয় না। এই প্রসংগে এই সভার সাধারণ সভ্যের সংগে স্পীকারের একটু তুলনা করা দরকার। কেননা আমি বলতে শুনেছি যে, একজন সভ্য যা পারে স্পীকারও তাই পারেন, তা নয়। রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস্ আক্টে কোন সভ্য সরকারী সাহায্যে যদি পরিপুষ্ট হন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেতে পারে। কিন্তু যদি কোন সভ্য সরকারী অর্থে পরিপুষ্ট কোন কোম্পানির ডিরেকটর হন তাহলে বলা আছে আইনে যে, তিনি যতক্ষণ না অফিস অফ প্রফিট হোল্ড করছেন ততক্ষণ তিনি ডিসকোয়ালিফাইড হবেন না। আর অফিস অফ প্রফিটের মানে কোম্পানির আইনে করে দিয়েছে যে, যিনি ডিরেকটর তিনি যদি ডিরেকটরের ফী হিসাবে রেম্যুনারেশন নেন তাহলে সেটা অফিস অফ প্রফিট হবে না কিন্তু এই আইন স্পীকারের বেলায় খাটে না। স্পীকার এত নিচে নেমে আসতে পারেন না। এই সভার সভ্যের ডিসকোয়ালি-ফিকেশনের জন্য যে আইন আছে সে আইন দেখিয়ে অভিযোগের বাইরে চলে যেতে পারেন না। স্পীকারের পজিশন অনেক রেসপন্সিবল একজন সাধারণ সভ্যের থেকে অনেক উচ্চে। তাঁর দায়িত্ব মহান, তাঁর কর্তব্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আজ আমি এখানে দেখাবার চেষ্টা করব যে, আমাদের স্পীকার তাঁর কর্তব্য করেন নি, তিনি মিনিস্টারদের সংগে হবনব করেন, তাঁদের কাছ থেকে নিজের জন্য না হলেও বন্ধুবান্ধবদের জন্য অনুগ্রহ নিয়েছেন যে অনুগ্রহ নেওয়া উচিত নয়।

(**Sj. Pramatharanjan Thakur:** মিথ্যা কথা।)

[2-40—2-50 p.m.]

আজ সেই অনুগ্রহ নেবার পর তিনি কিছুতেই পক্ষপাতিত্বশূন্য থাকতে পারেন না, তাই আজ তাঁর উপর আমার অভিযোগ। কেননা বিচারকের মত তিনি খালি সুবিচার করবেন তা নয়, তাঁর ব্যবহার থেকে এমন একটা জিনিস ফুটে ওঠা উচিত যে, লোকে যেন মনে করে যে তিনি সুবিচার করছেন। জজেদের বেলাও তাই—

They must not only do justice but they must seem to do justice.

সুতরাং আমি যদি প্রমাণ করতে পারি এখানে যে তিনি সরকারী অনুগ্রহ নিয়েছেন তাহলে আমি মনে করি যে আমার দায়িত্ব আমি এখানে ডিসচার্জ করে যাব। আমি পার্সোনাল কোন আক্রমণ করব না, আমি এমন একটি কথাও বলব না যা কাগজ দিয়ে, নথিপত্র দিয়ে আপনাদের সামনে প্রমাণ করতে না পারব। আপনারা ব্যথিত হচ্ছেন শ্রীশঙ্করনাথ ব্যানার্জির জন্য, আমিও তাঁর বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য কম দুঃখিত নই, বহুদিনের বন্ধু তিনি। কিন্তু আজ তিনি পথভ্রষ্ট, কর্তব্যচ্যুত। তিনি আজ এক দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। এই যে কোম্পানিটি ন্যাশনাল সুগার মিলস লিমিটেড, এর সংগে স্পীকারের যোগাযোগ হওয়ার জন্য স্পীকার কি অন্যায় করেছেন সেগুলি এখন আপনাদের কাছে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ন্যাশনাল সুগার মিলসের সৃষ্টি হল ৩-৮-৫৬ সালে। এর অথরাইজড ক্যাপিটাল ৫০ লক্ষ টাকা। ৫ লাখ ১০ টাকার একুইটি শেয়ার এবং ইসুড ক্যাপিটাল ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা—এই দশ টাকার একুইটি শেয়ার হিসাবে। এবং আর্টিকলস অফ এসোসিয়েশন এবং মেমোরান্ডায় সই করেছেন ৭ জন। ৭টি লোক নিয়ে কোম্পানির সৃষ্টি হল, তার একজন হচ্ছেন শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জি আর একজন কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। শর্ত ছিল আর্টিকলস্ অফ মেমোরান্ডামে যাঁরা সই করবেন তাঁরাই প্রথম ডিরেকটর হবেন। এঁরাই প্রথম ডিরেকটর

হয়েছেন। এবং এখনো পর্যন্ত পুনর্নির্বাচিত হয়ে কোম্পানির ডিরেক্টর আছেন। ৩-৮-৫৬ সালে এই কোম্পানির প্রসপেকটাস ফাইল হল। রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানির কাছ থেকে তার সার্টিফায়েড কপি আমি যোগাড় করেছি সেই প্রসপেকটাসে সই করেছেন শঙ্কর ব্যানার্জি, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, আরো কয়েকজন ডিরেক্টর, তাতে বলা হয়েছে যে, স্টেট গভর্নমেন্ট এই কোম্পানিকে ৫০ একর জমি দেবেন, স্টেট গভর্নমেন্ট এইরকম অর্ডার পাস করেছেন যে, ১০০ একর জমি এর ৩-৪ মাইলের মধ্যে একোয়ার করে নিয়ে নিজেরা আবার চাষ করবেন নিজেদের খরচে, এবং আক হলে সেই আক এই কোম্পানির কাছে বিক্রয় করা হবে। সরকার আরো ডিসিশন করেছেন যে তারা নিজের জায়গায় এই কোম্পানির কর্মচারীদের বসবাসের জন্য বাড়ী করে দেবেন সেই করতে সরকারের ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে—সেটা এই কোম্পানি জানিয়েছেন। স্টেট গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে এই কোম্পানিকে ২১ লক্ষ টাকা ক্যাপিট্যাল লোন দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। (জনৈক কংগ্রেস সদস্য ঃ ভুল কথা।) ভুল নয়, সবই ফ্যাক্ট। আমার সার্টিফায়েড কপি আছে এ করে ঢাকতে পারবেন না।

ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে অল্প পয়সায় কোম্পানিকে ইলেকট্রিসিটি দেবেন। এবং সেই ইলেকট্রিসিটির যে ব্যবস্থা করে দেবেন তার ক্যাপিটাল কস্ট হচ্ছে ১১ হাজার টাকা। তাও ইকুয়াল মান্থলি ইন্সটলমেন্টে দেওয়া হবে। আর এই প্রসপেকটাস থেকে বলছি—

It is expected to commence the first production of sugar from the end of 1957.

১৯৫৭ সালের শেষ থেকে প্রোডাকশন আরম্ভ হবে, আমার কাছে প্রসপেকটাসের সার্টিফায়েড কপি আছে পড়তে গেলে সময় লাগবে, তারপর এই কোম্পানি কাজ করতে আরম্ভ করল। সেজন্য কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট নিতে হয়, সেটা নেওয়ার আগে কোম্পানি কাজ করতে পারে না। কোম্পানি সার্টিফিকেট নিলে ১০-১০-৫৬ সেই সময় কোম্পানির যে ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট দিতে হয় তার কত টাকা আছে—কোম্পানির ব্যাঙ্কার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এটা বিড়লার ব্যাঙ্ক এবং তার চেয়ারম্যান জি ডি বিড়লা। ব্যাঙ্ক জানাবে যে ১৮,৩০৮ টাকা এই কোম্পানির ব্যাঙ্কে আছে। এই সার্টিফিকেট দিয়েছে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে। এই ১৮,৩০৮ টাকা দেখিয়ে স্যাংশন হল ২১ লক্ষ টাকা রিহ্যাবিলিটেশন লোন। এটা অমৃতবাজার পত্রিকার ৫-৩-৫৯ তারিখের রিভিউ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কীম যা বেরিয়েছে তাতেই দেখতে পাওয়া যাবে। ৪-৭-৫৭ তারিখে শঙ্করবাবু স্পীকার হলেন। কোম্পানির কাছ থেকে যা কিছু সুখসুবিধা পেয়ে আসছিলেন স্পীকার হবার আগেই, তার বেশি টাকা হয়েছে স্পীকার হবার পরেই। সেইজন্য কবে স্পীকার হলেন সেটা মনে রাখতে হবে। এই প্রশ্ন উঠতে পারে—তখন তিনি এম এল সি ছিলেন, স্পীকার ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্পীকার হবার পরেই বেশি কাজ হয়েছে। কোম্পানী একটা ব্যালেন্স শিট ফাইল করেছে, তাতে শঙ্করবাবু সই করেছেন। এতে প্রথম সইই শঙ্করবাবুর। এই কোম্পানির ব্যালেন্স শিট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই কোম্পানির শুরু থেকে ৫৫ সালের আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যালেন্স শিট। কিন্তু আসলে কাজ আরম্ভ করেছে ১০-১০-৫৬। সুতরাং কার্যত এটা আড়াই মাসের ব্যালেন্স শিট। এতে দেখা যাচ্ছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৫৫ টাকা এর পেইড আপ ক্যাপিট্যাল, আর কিছু ধার দেখিয়েছেন ডিপোজিট ফর শেয়ার আর ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৮৫ টাকা। আমি হিসাব করে দেখেছি তখন ৫।। লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হয়ে গেছে।

[2-50—3 p.m.]

কিন্তু সরকার যে ২১ লক্ষ টাকা দেবেন সেই টাকা থেকে শেয়ার বেচা ৫½ লক্ষ টাকার প্রায় অর্ধেক টাকা বের করে নিতে হবে দেনা দেখিয়ে। সেজন্য এই এ্যাকাউন্টের জাগলারী এখানে হল। পুরো ৫½ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়েছে—এ্যালটমেন্ট অফ শেয়ার্স আপ টু দ্যাট ডেট তার রিটার্ন ফাইল হয়েছে এবং আমি তার সার্টিফায়েড কপি নিয়ে এসেছি। এখানে দেখুন এই টাকার মধ্যে ও'রা দেখাচ্ছেন যে ২,৮৮,৭৮৫ টাকার শেয়ার বেচেছেন এবং বাকি টাকা শেয়ার ডিপোজিট ও এ্যাডভান্স খাতে ধার দেখিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁরা ফ্যাক্টরী বিল্ডিংএ ৪৪ হাজার ১৮৮

that there was no adequate arrangement for supply of water. The Company had expected to get water from the Mayurakshi Scheme but it was found that water was not going to be available from that source. So I wrote to the Government of India "You have put up a Mill here but there is no arrangement for water. So you would better arrange for sinking 8 inches tube-wells: otherwise the entire money will be lost". The Government of India is now taking up the matter and I expect 3 tube-wells will be sunk in the course of this year. This is the state of affairs. If any member has any doubt as to what is the present position of construction, how far the Mills has been erected, what machinery has arrived, I say that I shall make arrangements to take him down there. He can easily go there and satisfy himself that everything is above board, at least as far as I know. I am not Haridas Mundra and I hope Mr. Sankardas Banerji will be left alone. Of course, if I am unfortunate, I may be roped in. That is the correct position.

I repeat again that so far as the tradition of this House is concerned, nothing is more dear to me than the tradition of this House, the prestige of this House. It is perfectly true that Sj. Jyoti Basu came round to me when the Chairmanship of the Brick Board was offered, Rs.1,200 per month was the proposed remuneration. No sooner did I come to know that my name had been gazetted—I wrote to the Chief Minister a letter. Fortunately, I have got a copy of it. (Sj. SIDDHARTHA SHANKAR RAY: It was a good letter) "I had my doubts and hence I looked up and found that section 2 of the West Bengal Development Corporation (Amendment) Act, 1956, disqualifies a person from being a member of the Corporation if he has any financial interest in any of the scheme undertaken by the Corporation for execution whether he is a member of Parliament or of any State Legislature".

I will skip over a portion of the letter "It is quite clear that the opposition was given an assurance that no member of the Legislature would be associated with the Development Corporation. It cannot be doubted that the framers of the Act introduced this amendment with the object of keeping the members of the Legislature out of the Development Corporation. Any attempt to bring in the members of the Legislature through the back door is bound to be followed by unsavoury criticism in the Assembly which none of us would relish. It would be urged that a subterfuge has been taken recourse to for paying Rs.1,000 per month. Such criticism will not only undermine the prestige of the office of the Speaker which is cloathed with the highest traditions and which it is my primary duty to preserve but will also affect my personal reputation in the Assembly. It will also affect the position of the Corporation. In the interest of all concerned, I am requesting you to relieve me from the office of Chairman of the Board". (Sj. SIDDHARTHA SANKAR RAY: What is the date?) September, 1957. When Mr. Jyoti Basu in his familiar way addressed me saying "Dada", how can you be a Chairman. I told him "Jyoti, I have forestalled you. I have already written to the Government declining to accept the job". Do you think I am going to soil my reputation by accepting a pittance? I think if I like I can earn that money every day. (Sj. SIDDHARTHA SANKAR RAY: Resign from the Speakership here and now). That I will discuss with you outside. I won't tell you here what I told you or what you told me. Mr. Ray you are not a professional politician, nor am I. From that point of view, we are sailing in the same boat. We got into the Legislature, if possible, to bring in a good tone. Of course, you fired a double barrel gun—you got out and came in again; but I can understand your point of view—your reputation was at stake. You said, "Now, I must test if I have the confidence of my people behind me or not". You put it to acid test and you are back in the House. I do not think you are an useless addition; I say you are a welcome addition. I consider myself a very welcome addition.

Vol. XXII—No. 3.

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-second Session

(February-March, 1959)

(From 3rd February to 28th March, 1959)

The 13th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 23rd, 25th, 26th and 28th March, 1959

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY
Accn. No. 1022
Dated 20.9.63
Catalg. No. 32884/328
Price 15 (Rs 15.50)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

The trouble is neither you nor I can devote our time, all the time, as we want to, and we are not in a position to render the service which we wish to render. All I can say before this House is that my conduct in this matter has been thoroughly honourable. I have tried to serve this House without fear. If I have given rulings which are wrong, they were bona fide mistakes, but I have enjoyed the confidence of the majority of the honourable members of this House and I know this because of the personal relations which I have with members sitting over there, over there, and over there, including yourself. Mr. Ray Chowdhury, my clerk came three days ago with a cheque marked 595, drawer Sudhir Chandra Roy Choudhuri which I have not cashed yet; but you have instructed me hundreds of times professionally, I do not think you have one word to say against me. My professional integrity is unsullied and will continue to remain unsullied for ever.

That is all that I have got to say.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

माननीय ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন এবং তারাপদবাবুও বলেছেন যে, ২১ লক্ষ টাকা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিজে গিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ব্যবস্থা করে এসেছেন। স্পীকার মহাশয়ের একটু বলা উচিত ছিল, কেন না এ-সম্বন্ধে আর কোন আলোচনাই করতে চাইতাম না, যদি তিনি দাঁড়িয়ে এ-কথা বলতেন যে, ডাইরেক্টরী ছেড়ে দিয়ে গেলাম। তিনি এত নিঃস্বার্থপরায়ণ হয়ে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, আমি এটা ছেড়েছি, সেটা ছেড়েছি, কিন্তু আজ কি বাধা ছিল আমাদের অনুরোধে এই ডাইরেক্টরশিপ ছেড়ে দেওয়ার, তা তিনি পারলেন না। [হাস্য] এটা হাসির কথা নয়। তিনি যদি এখনও এসে বলেন যে, আমি ডাইরেক্টরশিপ ছেড়েছি তাহলে আমরা ভোট দেব না, মোশন উইথড্র করে নিয়ে চলে যাব। আজকে ভারতে হবে কোম্পানী, আমি বললাম ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার বেচেছে, উনি বললেন ১২ লক্ষ টাকা আর খরচ হয়ে গেছে নিজেদের পোষণ করতে, ৮ লক্ষ, যা কিছু দিয়ে কোম্পানী গড়ে উঠেছে, যা কিছু অস্তিত্ব কোম্পানীর সম্পত্তি—সমস্ত টাকা সরবরাহ করেছে আমাদের এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার—এটা একটা গভর্নমেন্ট স্পনসোর্ড ইনস্টিটিউশন ফর দি বেনিফিট অফ সার্টেন পার্সনস। কেন হবে? তারপর দেখুন, সিকিউরিটির কথা বললেন, সম্পত্তি কোথায়? যা কিছু সম্পত্তি সব সরকারের, জমি দিয়েছেন, বাড়ী দিয়েছেন, বাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন, মেশিনারী নিয়ে এসেছেন, তার আবার সিকিউরিটি কোথায়? এরা কিছু টাকা এনেছে, ৮-১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে বেরিয়ে চলে গেছে, আমি ৭ দিন আগে পর্যন্ত রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ-এ গিয়ে খোঁজ করে দেখে এসেছি, ১৯৫৭ সালের কোম্পানীর কোন ব্যালান্স-সীট ফাইল করতে দেখে আসি নি, আজ সেটা তৈরী করে নিয়ে এসেছেন যেটা এখানে দেখান হল।

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): I think I have made my position perfectly clear. If I have not made it clear. I will now make the position clear. If I continue as Speaker, I shall resign my Directorship straightaway.

[8—8-10 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

উনি এখানে এসে বলেছেন, ডাইরেক্টরশিপ ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি আর কথা বাড়াব না, এই মিলের ব্যাপার নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করতে পারব অন্যভাবে। সুতরাং আমি যে রেজলিউশন মুভ করেছি সেটা আমি উইথড্র করছি।

করা হবে, কিন্তু তাতেও "যদি" রয়েছে—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমালী বলছেন, যদি রিসোর্সেস পাওয়া যায়। আমি বলছি, "যদি" নয়, এটা পূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু এটার ভিতর ত্রুটি রয়ে গেছে। সমস্ত শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, শিক্ষাকে গোড়া থেকে সম্পূর্ণ করতে হলে ৬ থেকে ১৪ বছর অর্থাৎ ৮ বছরের শিক্ষা হওয়া উচিত, এবং এই শিক্ষার যা পাঠ্যক্রম এটা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে কোরে শিক্ষাটা একটা অরগ্যানিক কন্টিনিউইটি হতে পারে। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা কেন প্রাথমিক কমিশন দাবী করছি সেই কথাই বলছি। প্রাথমিক শিক্ষার যে গুরুত্ব জাতিগঠনের পক্ষে—তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনেক বার বলেছি। সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে কি দেখতে পাই? প্রাথমিক শিক্ষার কি উদ্দেশ্য, কি পরিপ্রেক্ষিতে, তার সম্বন্ধে সরকারের পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী নাই। সকলেই বলেছেন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশৃংখলা, অরাজকতা। শুধু তাই নয়। আমরা সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছি সরকারের বিরুদ্ধে যে ১৮৩৩ সালের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের একটা 'থিওরী' একটা খাড়া করা হয়েছে, একটা ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেশন থিওরী যে কাল্চার বা সংস্কৃতি উপর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে পড়বে নিচের জনসাধারণের উপর। সেই থিওরীর প্রেতাত্মা আজিও শিক্ষাদপ্তরের ঘাড়ে চেপে রয়েছে; আপনাদের মনে না থাকলেও কাজে তা রয়েছে।

The Hon'ble Harendra Nath Rai Chaudhury:

নিশ্চয়ই না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমাকে ইন্টারাপ্ট করবেন না; আপনি পরে বলবেন। সময় কম। সেই প্রেতাত্মার প্রমাণ আরও বাস্তবভাবে দেখি। সে-যুগে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম কিভাবে করেছেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলন্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যক্রম ছিল, সেটার উদ্দেশ্য ছিল ইম্পার্টিং ইনফরমেশন তার ভিত্তিতে কিউরিকুলাম কোরে সেই জিনিস এখানে করেছেন। তাতে যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে জীবন বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণভাবে দেশের পরিবেশ বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণভাবে জাতিগঠনের পক্ষে অনুপযোগী। কোনরকম "নমো, নমঃ" কোরে এটা নামে এ্যাকাডেমিক শিক্ষা হয়েছে; সেখানে কিউরিকুলাম ও ওভার-বার্ডেন্ড কিউরিকুলাম-এর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সরকার বলতে পারেন আমরা বেসিক এডুকেশনই প্রাথমিক শিক্ষা বলে ঘোষণা করেছি। কিন্তু আগের দিন ঘোষণা করেছেন তার প্যাটার্ন কি; বেসিক এডুকেশন এ্যাসেসমেন্ট কমিটি রিপোর্ট, সেখানে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বেসিক এডুকেশন এবং তার যে জিনিসগুলো সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষার জন্য তা মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে হবে এবং তার থাকবে কোরিলেশন উইথ লাইফ এ্যান্ড কোরিলেশন উইথ সোশ্যাল এনভাইরনমেন্ট, সেইটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ তারও কোন পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত নাই। বিভিন্ন রাজ্যে এ-সম্বন্ধে বিশৃংখলা হয়েছে। আজ ৬ মাস থেকে ১১ বছর যে শিক্ষার ব্যবস্থা, সে শিক্ষা খণ্ডিত শিক্ষা, সে শিক্ষা কি কোরে আবার ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত যাবে, তার সঙ্গে কি কোরে অরগেনিক কন্টিনিউইটি থাকবে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নাই। যে বুনিয়াদী প্রবর্তন করছেন, সে নামে বুনিয়াদী, এটার উচ্চ বুনিয়াদীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা কোরিলেশন নাই, কাজেই অভিযোগ পরিষ্কারভাবে করছি। সেজন্য দাবী করছি যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ভূমিকা—যা জাতি-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে যে শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা। প্রাথমিক শিক্ষার ধারা, তার উদ্দেশ্য এবং পরিপ্রেক্ষিত, তাকে রূপ দিতে হবে, এই নীতি ঘোষণা করতে হবে কিন্তু সেদিকে সরকার অগ্রসর হন নি।

আর একটা কথা। প্রাথমিক শিক্ষা সার্ভে করার কথা, ৪০ বছরের কথা। সম্প্রতি ভারত সরকার খণ্ডিত সার্ভে করেছেন, কিন্তু তার রিপোর্ট আজও পাই নি। শিক্ষা কমিশন হওয়া উচিত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। কিন্তু যেহেতু আমরা এই রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Departments of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAJUMDAR, Minister-in-charge of the Departments of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

*Member of the West Bengal Legislative Council.

DEPUTY MINISTERS

Sj. SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Departments of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Sj. TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. RAJANI KANTA PRAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Hom Department and Chief Government Whip.

Sj. NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

Sj. ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Deputy Minister for Police Branch of Home Department.

*Sj. ASHUTOSH GHOSH, Deputy Minister for the Department of Food, Relief and Supplies.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab MOHAMMAD SAYEED MIA, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. SANKAR NARAYAN SINGHA DEO, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. NISHAPATI MAJHI, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab MD. AFAQUE CHOWDHURY, Parliamentary Secretary for the Development Department

Sj. KAMALA KANTA HEMBRAM, Parliamentary Secretary for Development and Labour Department.

---

* Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker	..	.. The Hon'ble SANKARDAS BANERJI.
Deputy Speaker	..	.. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary	..	.. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.
Special Officer	..	.. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.
Deputy Secretary	..	.. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.B. (CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law
Assistant Secretary		.. Sj AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.
Registrar	..	.. Sj SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.
Legal Assistant	..	.. Sj BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.COM., B.L.
Editor of Debates	..	.. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(34) **Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]**
(35) **Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]**
(36) **Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]**
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Belighata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura.]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan.]
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

(71) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(72) Dhar, Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(73) Dhara, Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(74) Dhibar, Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(75) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(76) Digpati, Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(77) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(78) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(79) Dutta, Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(80) Elias Razi, Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) Fazlur Rahman, Janab S. M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) Ganguli, Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(83) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(84) Ghatak, Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(85) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(86) Ghose, Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(87) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(88) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(89) Ghosh, Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(90) Ghosh, Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(91) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(92) Ghosh Choudhury, Dr. Ranjit Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(93) Golam Soleman, Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(94) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(95) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(96) Gupta, Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(97) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(98) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(99) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(100) Haldar, Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(101) Halder, Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(102) Halder, Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(103) Hamal, Sj. Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

(104) Haneda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(105) Haneda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(106) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(107) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(108) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly.]
(109) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(110) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(111) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(112) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(113) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(114) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(115) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(116) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(117) Kar Mahapatra, Sj Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(118) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(119) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(120) Khan, Sj Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(121) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(122) Konar, Sj Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(123) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(124) Lahiri, Sj Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(125) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(126) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(129) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(132) Mahato, Sj Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(133) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(134) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(135) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(138) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]
(139) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]

(140) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(143) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(144) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(145) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(146) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(147) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(148) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(149) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(150) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(151) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(152) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(153) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(154) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(155) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(156) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(157) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(158) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(159) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(160) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(161) Mohammad Giasuddin, Janab. [Farakka—Murshidabad.]
(162) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(163) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(166) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(167) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(170) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(173) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(174) Mukherjee, Ram Lochan. [Chhatna—Bankura.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(211) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(212) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(213) Roy, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(215) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(216) Roy, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]
(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]
(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]

(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy, Sj. Siddhartha Sankar. [Bhowanipur—Calcutta.]
(226) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(227) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(228) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(229) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(230) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(231) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(232) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(233) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(234) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(235) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(237) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(238) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(239) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(240) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(241) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(242) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(243) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(245) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(246) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(247) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(248) Taher Hossain, Janab. [Hirapur—Burdwan.]
(249) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(250) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(251) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(252) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(253) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(254) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(255) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(256) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 13th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 210 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Fire incidents in Midnapore district

***111.** (Admitted question No. *1493.) Sj. **Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state whether Government keep any record of the fire incidents that take place in the district of Midnapore?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the number of such incidents in the said district in the year 1954-55, 1955-56, 1956-57 and 1957-58 (up to 28th February, 1958);

(*ii*) what is the reported amount of loss of property and life, if any, in the above years due to fire;

(*iii*) what is the amount of money Government had to spend towards relief and loan as a result of such fire incidents in the above years;

(*iv*) whether Government of West Bengal have any Fire Service station in that district to fight such fires; and

(*v*) if not, whether Government have any plan to establish a few such Fire Service stations, at least one in each subdivisional town and two in Kharagpur and Midnapore Towns?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Narayan Chobey:

আগুন লাগলে তার হিসাব গভর্নমেন্ট থেকে রাখা হয়?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: No record as such is kept. Of course, in some cases where people apply to the district authorities for assistance there is record of awarding such assistance.

Sj. Narayan Chobey:

এইরকম যে রেকর্ড আপনার কাছে আছে, সেটা দিতে পারেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes, we are informed that there is such a record.

Sj. Narayan Chobey:

সেই রেকর্ডে কি আছে বলবেন এখন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Number of families affected by incidents and granted free house-building grants and loans are as follows

1954-55		267
1955-56		590
1956-57		424
1957-58	..	602

Sj. Narayan Chobey:

আপনাদের কত টাকা লোন বা এড দিতে হয়েছে ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: In 1954-55 the grant was Rs' and the loan was Rs.38,825; in 1955-56 the grant was Rs.28,530 and the was Rs.36,795; in 1956-57 the grant was Rs.32,190 and the loan was Rs.12 and in 1957-58 the grant was Rs.35,345 and the loan was Rs.23,590.

Besides the above clothings and gratuitous relief have been given to deserving families.

Sj Saroj Roy:

আপনি যে হিসাব দিলেন তা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনার রিলিফ বা লোন ব হচ্ছে, কারণ আগুন লাগার ইন্সিডেন্টও অনেক বেশী বেড়েছে। এইরকম ক্ষেত্রে ঐ-জায়গায় কোন রকম ফায়ার সার্ভিস করবার প্রয়োজনীয়তা আপনি বোধ করছেন কি ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is difficult to provide for fire sei in all the villages. It is a very costly project.

Sj Saroj Roy:

আপনি গ্রামে এই ফায়ার সার্ভিস স্থাপন করার অনেক অসুবিধার কথা বললেন। অন্তত মফস্বল শহরগুলিতে আপনি এটা করতে পারেন কিনা ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We have as yet provided the services in industrial towns. We have not yet been able to provide for towns because the capital expense and the maintenance expense involvec very heavy. Moreover, wherever fire stations are started a taxation is started upon those godowns where combustible materials are stored. That involves a heavy sum. Unless and until the situation is extremely bad difficult to provide for fire stations everywhere.

Sj Saroj Roy:

পার্লামেন্টারী স্যার। আপনি বললেন—

unless and untill the situation is extremely bad

এবং আপনি গ্রামাঞ্চলের আগুন লাগা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিলেন, তা থেকে দেখা আগুন যেমন বেশি লেগেছে, খরচও বেশি হচ্ছে, রিলিফ দিতে হচ্ছে, লোন দিতে হচ্ছে। ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন-এর জন্য ফায়ার সার্ভিস-এর ব্যবস্থা রেখেছেন, কিন্তু, আগুন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনেই লাগে তা তো নয়। সুতরাং অন্যান্য স্থানেও ফায়ার সার্ভিসের ব করবার জন্য কোনরকম কন্সিডারেশন আছে কিনা ফর ফিউচার ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We are considering as to whether pumps can be provided somewhere in the villages, but it is rather very dif because in most of the villages the huts are thatched huts. Once fire ca them it is difficult to check its spread.

Sj Saroj Roy:

আপনি বলেছেন গ্রামাঞ্চলের কোথাও ফায়ার-এ পুড়ে যাওয়ার দরখাস্ত এলে পর, সেখানে লোন, রিলিফ, টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আপনি জানেন, গ্রামের সাধারণ লোক অত্যন্ত দরিদ্র, তারা যখন টাকা চায়, তখন তাদের জন্য যে লোন বা রিলিফ-এর ব্যবস্থা করা হয়, সেটা পেতে এক বছর, দেড় বছর দেরী হয় কেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Nobody will deny the necessity of fire service stations. It is all a question as to how far we can proceed with the resources that are at our disposal. There are lots of villages in every district.

Sj. Narayan Chobey:

প্রশ্ন তা নয়। উনি জিজ্ঞাসা করেছেন আপনাদের এড ও লোন দিতে এত দেরী হয় কেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is not my department which gives the loan, but it is the Relief Department.

Sj Saroj Roy:

আপনার ডিপার্টমেন্ট ছাড়া ব্যাপার হলেও, আপনি যখন জবাব দিলেন, লোন এবং রিলিফ-এর ব্যাপারে এত টাকা দিয়েছেন, তখন এটাও ত আপনার ডিপার্টমেন্টের দেখা উচিত যে, যাদের ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে যাওয়ার জন্য লোন বা রিলিফ যাই দেওয়া হোক না কেন, সেটা যাতে তারা তাড়াতাড়ি পায় তার ব্যবস্থা করা ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I do not dispute it. There is hardly any resource.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি গতকাল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, গভর্নমেন্টের ইন্টেনশন আছে টু এক্সটেন্ড ফায়ার সার্ভিস, এটা কোথায় করবেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We are considering the question of starting fire service station, say for instance, in Cooch Behar. We have plans to establish fire service stations in areas where there are godowns, where there are more combustible materials stored and all these considerations are taken into account.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি নিশ্চয়ই জানেন হোল্ মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট-এর কোথাও একটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই। আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনে করবেন ঠিক করেছেন, কিন্তু এটা একটা হেডকোয়ার্টার টাউন, এখানে অন্ততঃ একটা হওয়া উচিত, এটা আপনি বিবেচনা করেন কিনা ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is to provide district towns with fire service stations

Sj. Mihirlal Chatterjee:

গতকাল আমি যদি ঠিকমত আপনার কথা শুনে থাকি, আপনি বলেছিলেন সিউড়ী শহরে একটা ফায়ার ফাইটিং স্টেশন দু-মাসের মধ্যে করবেন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I will have to refer again.

Sj Saroj Roy:

আপনি যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনে করবেন বলেছেন, এবং এইটাই যখন আপনারা পলিসি নিয়েছেন যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনগুলি দেখবেন, তখন খড়গপুর ইজ নো ডাউট অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন। তা হলে সেখানে ফায়ার ফাইটিং স্টেশন স্থাপন করা হল না কেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: That is under consideration.

Collection of arrear taxes by the Garden Reach Municipality

***112.** (Admitted question No. *1745.) **Janab Shaikh Abdullah Farooquie:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact that Administration of Garden Reach Municipality has realised nearly 60 per cent. of the arrear taxes which were due from the tax-payers?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the exact amount in rupees thus collected from the tax-payers;

(*ii*) how this collected money has been spent; and

(*iii*) the share of expenditure on administration to total expenditure?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

[3-10—3-20 p.m.]

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि अगर वहां पर ६० परसेन्ट वसूल नहीं हुआ हैं, तो कितना परसेन्ट वसूल हुआ है?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

आपने पूछा हैं कि ६० परसेन्ट वसूल हुआ हैं, कि नहीं, मैंने कहा हैं नहीं।

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

वहां का टोटल कलेक्शन कितना हैं?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: You ask these questions specifically. I cannot gather all the materials.

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

अगर आप यह नहीं बता सकते है कि नये असेसमेन्ट से वहां का टोटल कलेक्शन बढ़ा हैं या घटा है, तो क्या वह बता सकते हैं कि अभी तक वहां पर जो कलेक्शन रोका गया हैं, उसका वजह क्या हो सकता हैं?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

मे समझता हुं कि जो असेसमेन्ट दुबारा हुआ हैं, उसका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

अभी जो नये असेसमेन्ट से वसूल हो रहा है, वह पहले से ज्यादा वसूल हो रहा है या पहले से कम?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

पहले से ज्यादा।

Mr. Speaker: How this question of assessment becomes relevant? Assessment is a very necessary thing, but I don't know how it is relevant here.

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

वहां के इलेक्शन के बारे में मिनिस्टर साहब ने कुछ भी नहीं बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

इसलिए कि वहां की हालत अच्छी नहीं है।

Janab Shaikh Abdullah Farooquie:

अच्छी हालत से क्या मतलब हो सकता है? वहां के सड़कों की न तो मरम्मत हो रही है और न तो वहां के स्कूल के लिए ही कुछ किया जा रहा है। इसी कारण से वहां की हालत बुरी हो रही है। क्या आपको मालूम है?

Mr. Speaker: Question disallowed. This is not cross-examination in the High Court that you follow on for hours.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

क्या मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि अपने जवाब में आपने लिखा है कि ६० परसेन्ट नहीं वसूल हो रहा है, तो कितना परसेन्ट वसूल हो रहा है?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

मैंने तो जवाब दे दिया है।

Mr. Speaker: He has already said that unless questions are put to him specifically, he cannot answer. Questions are framed in a fashion which is not correct.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: The specific question is there. If you kindly refer to question (b)(1) "the each amount in rupees thus collected from the tax-payers", the specific question is there.

Mr. Speaker: But look at (b) where it is said, "if the answer to (a) be in the affirmative". If it is not in the affirmative, no statement is to be given.

Brickfields in the district of 24-Parganas

*113. (Admitted question No. *1287.) **Sj. CHITTO BASU:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলায় ১৯৫০ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরে কতগুলি ইটখোলাকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল;

(খ) ঐ ইটখোলাগুলি যে-সব জমির উপর করা হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ কত;

(গ) ঐ আট বছরে ঐ-সমস্ত ইটখোলা হইতে বাৎসরিক কত টাকা লাইসেন্স ফী হিসাবে আদায় হইয়াছে;

(ঘ) কি কি শর্তে ইটখোলার লাইসেন্স দেওয়া হয়;

(ঙ) নির্দিষ্ট শর্তসমূহ অমান্য করিলে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নিয়ম আছে কি; এবং

(চ) ১৯৫০ সাল হইতে এ-পর্যন্ত কয়টি ইটখোলার মালিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Minister for Local Self-Government and P[illegible] (The Hon'ble Iswar Das Jalan:

(ক) হইতে (ঘ) এতৎসহ একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

(ঙ) হ্যাঁ।

(চ) ৫২-টি ক্ষেত্রে।

Statement referred to in reply to clauses (ক) to (ঘ) of *starred question No.* 113

চব্বিশপরগনা জেলায় ইং ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরে নিম্নলিখিত-সংখ্যক ইটখোলাকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে:

১৯৫০ সালে—১৫২-টি।
১৯৫১ সালে—১৬৬-টি।
১৯৫২ সালে—১৪০-টি।
১৯৫৩ সালে—১৫৭-টি।
১৯৫৪ সালে—১৭০-টি।
১৯৫৫ সালে—১২৩-টি।
১৯৫৬ সালে—১৪৮-টি।
১৯৫৭ সালে—৮১-টি।

এই-সকল ইটখোলা যে সব জমির উপর আছে, তাহার মোট পরিমাণ প্রায় ৩২৩ একর। গত আট বছরে সর্বসমেত ৬০,৬০৯ টাকা। ঐ-সমস্ত ইটখোলা হইতে লাইসেন্স ফী হিসাবে আদায় হইয়াছে। যে যে শর্তে ইটখোলার লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল:

(১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি, হেলথ্ অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড/মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-এর সন্তুষ্টিমত, ইটখোলা ও তৎসংলগ্ন স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যোপযোগী রাখিবে।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড/মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ইটখোলা ও তৎসংলগ্ন স্থানের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নির্দেশ সত্বর পালন করিবে।

(৩) লাইসেন্সের একখানি প্রতিলিপি সর্বদা ইটখোলা ও তৎসংলগ্ন প্রকাশ্যস্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত বন্দোবস্তগুলির জন্য দায়ী থাকিবে:

(ক) ইটখোলায় কর্মরত শ্রমিকদিগের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযোগ্য বাসস্থান ব্যবস্থা;

(খ) পান করিবার জন্য ও গৃহস্থালির কাজের জন্য নির্মল ও স্বাস্থ্যকর জলের ব্যবস্থা; ও

(গ) শ্রমিকদিগের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথাযোগ্য পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা।

(৫) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্স এক্তিয়ারভুক্ত স্থানে কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে বা থাকিতে দিতে পারিবে না।

Sj. Chitto Basu:

আপনি যে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যে বিবরণী দিলেন, এই ইটখোলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছাড়াও আরো অনেক ইটখোলা আছে, যেগুলির লাইসেন্স নেই, এ-কথা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমার কোন সংবাদ নেই।

Sj. Chitto Basu:

আপনি কি জানেন, অনেক ইটখোলার মালিক, তারা ইটের মাটি কাটবার জন্য যে ট্যাঙ্ক করে সেই ট্যাঙ্ক এত গভীর হয় যে তার পার্শ্বস্থ এলাকার মাটি ধ্বসে পড়ে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

কোন্ ইটখোলা কি অবস্থায় আছে তা না বললে আমি কিছু বলতে পারি না।

Sj. Chitto Basu:

এই ইটখোলার ট্যাঙ্ক কত গভীর হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে কোন আইন আছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

বিবরণীতে কতকগুলি বাই-লজ দিয়েছি।

Sj. Chitto Basu:

তাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ৫ ফুটের বেশি গভীর করা যায় না। কিন্তু ইটখোলার মালিকরা ৫ ফুটের বেশি গভীর করে এবং এই যে এরা আইনভঙ্গ করে এ-সংবাদ রাখেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আইনভঙ্গ করলে তার উপর মকর্দমা চলে।

Sj. Chitto Basu:

মুলাম্বীপের ইটখোলার মালিক সম্পর্কে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে পাঠালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড একটা রিপোর্ট করে পাঠিয়েছিল—

can only prosecute the owners of the brickfields for making excavation for purpose of earth much more than what is permissible under the laws.

সমস্ত প্রসিকিউশন করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যদি কোন বিশেষ কেস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হয় তাহলে ফাইল না আনলে বলতে পারি না কতগুলি কেস আছে এবং কতগুলি কেস সম্বন্ধে কি কি হয়েছে।

Sj. Chitto Basu:

১২টি ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কি কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

১২টি ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তার উত্তর পেয়েছেন।

Sj. Chitto Basu:

আইনভঙ্গ করার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি কি আছে?

Mr. Speaker: This is not a place where law examination is being held. and read the law.

Sj. Chitto Basu:

এক-একটা লাইসেন্স ফী ৬০,৬০১ টাকা পেয়েছে বলেছেন। একটা ইটখোলা ইউনিয়ন বোর্ডের কতগুলি লাইসেন্স দেবার অধিকার আছে, মিউনিসিপ্যাল এলেকায় লাইসেন্স ফী আদায় করার অধিকার আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

নোটিস দিতে হবে।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, জাঙ্গিয়াপাড়া ইউনিয়ন ইটখোলার আশেপাশে কৃষকদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

অভিযোগ অনেক পেয়িছি, কিন্তু কোন্ অভিযোগ?

Sj. Niranjan Sen Gupta:

এরকম কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা যে, ধানের জমির ভিতর দিয়ে বাস চালু হয়েছে, সেই অজুহাতে জমি কিনে নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

অভিযোগ অনেক পেয়েছি, কিন্তু অভিযোগ কোথাকার বলতে পারব না।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

সে অভিযোগ পেয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

অভিযোগ পেলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাই, তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করে রিপোর্ট দিয়ে দেন, তারপর যা-কিছু হয়।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

এই ইটখোলা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, সে নিয়ে বার-বার অভিযোগ করেছি। সাধারণ কৃষকদের যে অসুবিধা হয়, সে অসুবিধা দূর করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ইটের দরকার আছে, ইটখোলা হবেই, কোথায় হবে না হবে, অসুবিধা হবে না হবে, কেস বিচার করতে হবে, একটা বিশেষ কেস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে ফাইল নিয়ে আসতে পারতাম।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মন্ত্রিমহাশয়ের উত্তরে রয়েছে ১৯৫৭ সালে মাত্র ৮১টি হয়েছে, একেবারে ফিফ্‌টি পার সেন্ট ওয়ার্ক কমে গেল কেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

উত্তরে যা আছে তার বেশি আমি বলতে পারব না।

Sj Saroj Roy:

ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্টে একটা জিনিস আছে, যদি কোন ধানের জমি ইটখোলা করে নষ্ট করা হয়, তাহলে সে জমি কন্‌ফিস্‌কেট করতে পারেন—কোন ক্ষেত্রে।

Mr. Speaker: This question may be very important, but it has no bearing on this question. I do not think that is a pertinent question. I never disallow a question, if it has any bearing on the question replied to.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:
চব্বিশপরগনা জেলার মধ্যে বেহালা এবং টালিগঞ্জে কতগুলি ইটখোলা আছে মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:
ঐ-সমস্ত জায়গায় ৫ ফুটের জায়গায় কোথাও কোথাও ৩০-৪০ ফুট গভীর করে কাটা হচ্ছে, সে সংবাদ রাখেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: If you ask a specific question I shall reply.

Sj. Niranjan Sen Gupta:
(ঙ) প্রশ্ন—নির্দিষ্ট শর্তসমূহ অমান্য করিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নিয়ম আছে কি? এর উত্তরে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, হ্যাঁ, তাঁর কাছে জানতে চাই ম্যাক্সিমাম শাস্তির ব্যবস্থা কি আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:
ফাইন-টাইন হয়।

Sj. Niranjan Sen Gupta:
একজন ইটখোলার মালিকের ৩০ টাকা ফাইন দিলে কিছুই হয় না, অথচ কৃষকের সর্বনাশ হয়। অতএব কৃষকদের রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

[No reply.]

Improvement of Mallarpur-Maluti and Mallarpur-Turigram Roads, Birbhum district

*114. (Admitted question No. *902.) **Sj. GOBARDHAN DAS:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর বাজার হইতে মলুটী পর্যন্ত এবং মল্লারপুর হইতে তুরীগ্রাম পর্যন্ত জেলাবোর্ডের যে-দুইটি রাস্তা গিয়াছে, তাহা আজ ১০ বৎসর যাবৎ মেরামত করা হয় নাই এবং রাস্তা-দুইটি চলাচলের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) রাস্তা-দুইটির আশু উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(২) ঐ দুইটি রাস্তা পাকা করিবার কর্মসূচী দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Durgapada Das:

আপনি এ-সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেয়েছেন, সে রিপোর্ট কার কাছ থেকে পেয়েছেন তা বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছ থেকে।

Sj. Durgapada Das:

উত্তর যখন দিচ্ছেন সেল্ফ-গভর্নমেন্ট মিনিস্টার, তাহলে তিনি বলতে পারেন কি রাস্তার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জেলা বোর্ড ১০ বৎসরের মধ্যে রাস্তা মেরামত করতে পারে নাই। জেলা বোর্ড উত্তর দিতে পারে না, জবাব আমাকে দিতে হয়েছে।

Sj. Durgapada Das:

এই রাস্তা লাস্ট কবে মেরামত হয়েছিল এবং সে সময় রাস্তার কোন উন্নতি সাধন করা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

জেলা বোর্ড রাস্তার কোন উন্নতি সাধন করতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ মেরামত করতে পারে।

Sj. Narayan Chobey:

রাস্তাগুলি যখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের, তখন কেন সে রাস্তার উন্নতি-সাধন তারা করতে পারে না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডও আছে রোডও আছে, কিন্তু টাকা নাই।

Sj. Narayan Chobey:

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এ-দশা কবে থেকে হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যবে থেকে আপনি এখানে এসেছেন। [হাস্য]

Sj. Durgapada Das:

আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, ঐ রাস্তাগুলি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

পরিকল্পনা ত সবেরই আছে, কিন্তু টাকা কোথায়? এখন কথা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অনেকগুলি রোড গভর্নমেন্ট নিয়েছেন। আজ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এত টাকা নাই যে, রোড ভাল করে রিপেয়ার করবে। পি ডবলিউ ডি-রা শুধু সাধারণ রিপেয়ার করছে। কারণ, গভর্নমেন্টেরও ক্ষমতা নাই যে, সব রোড যেগুলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছিল, তা একসঙ্গে ভাল করে উন্নতি-সাধন করেন। সেইজন্য রিপেয়ার যা না করলে নয় তাই করা হচ্ছে। তাছাড়া নূতন রোডও কনস্ট্রাকশন করতে হয়। যেগুলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রোড নয়।

Adjournment Motion

Sj. Haridas Mitra:

স্যার, আমার অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশানটা এই—

"The business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., wanton lathi charge by the police on Thursday, the 12th March, 1959, at Ranaghat on the refugees of Nasra colony when they went to the Subdivisional Office to ask for trade loans resulting in serious injuries to a number of refugees, both men and women."

স্যার, আমি পরশু দিন মুর্শিদাবাদের উপর যে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন দিয়াছিলাম, তার উপর কালীবাবু আমাদের সামনে তাঁর সরকারের বক্তব্য রেখেছেন এবং কালকে পার্লামেন্টে এ-সম্বন্ধে নেহেরু তাঁর বক্তব্য রেখেছেন এবং আজও রাখবেন। কিন্তু ফারদার ডেভালাপমেন্ট কি হয়েছে সেটা আমরা পুলিশমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই। নেহেরুর বক্তৃতার পর দেশের মধ্যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্ন দেখা দিচ্ছে। আজ একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি মুর্শিদাবাদ থেকে, তাতে দেখছি ঐসব জায়গায় একটা ভীষণ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে একদিকে পাকিস্তান মিলিটারী লাইন ধরে সাজিয়েছে, আর আমাদের পুলিশকে সেখানে বর্ডারে অ্যাকসান নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখে পণ্ডিত নেহেরুকে ভাবতে হচ্ছে যে, পুলিশের বদলে সেখানে মিলিটারী রাখবেন কিনা? সেখানে ৩টা গ্রামের লোক এভাকুই করেছে এবং সেখানকার নাম্বার অফ পিউপুল ইনজিওর্ড হবার পরে ফারদার ডেভালাপমেন্ট কিছু হয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে ওঁর কাছ থেকে আমরা একটা বিবৃতি চাই।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Haridas Dey:

স্যার ঐসঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই যে, নদিয়া সীমান্তে ঐ একই অবস্থা দেখা দিচ্ছে। মেহেরপুর এবং করিমপুর থেকে লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চলে আসছে। মেহেরপুরে পাক ঘাঁটি স্থাপন হয়েছে এবং করিমপুরে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে সৈন্য, হেলিকাপ্টার ইত্যাদি নাবছে। এই বিষয়ের জন্য সেখানে কি স্টেপ নেওয়া হচ্ছে সেটা আমরা জানতে চাই?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কালকের অবস্থার পরে অবস্থার আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। কালকে সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে যে বিবৃতি দিয়েছি তারপর আর নূতন বিবৃতি দেবার সময় হয় নি।

Sj. Haridas Mitra:

কিন্তু মানুষ যে সেখানে নিরাপত্তা বোধ করছে না।

Sj. Haridas Dey:

স্যার, নদিয়ার কথা একটু বলতে বলুন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মেহেরপুরে যদি এইরকম ঘটনা হয়, তা হলে সেখানে অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো হবে।

Mr. Speaker: Perhaps he has no further information, but if there is any further information I expect the Police Minister will make it available to the House.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have got the information that the Magistrates of Murshidabad and Rajshahi are to meet at 4 o'clock this afternoon when they will discuss the question of cease-fire—whether they will fly white

flag on both sides—so that there is no question of failure of the Police to deal with the acts of trespass—though there may be some amount of adjustment. Meanwhile as you have seen, in the Centre Panditji has stated that he is considering the question as to whether other forces would be necessary to be sent.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: When did the Magistrate of Rajshahi contact?

Mr. Speaker: In his statement the Police Minister said that although the meeting had been arranged the Magistrate of Rajshahi did not turn up.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I wanted to know when did the Magistrate of Rajshahi contact the authorities here and come to the agreement about white flag?

Mr. Speaker: Dr. Roy has told you that the necessary meeting will take place at 4 o'clock this afternoon. If he has any further information, soon after 4 p.m. before the House breaks up I expect he will give it to you.

Sj. Somnath Lahiri:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি একটা গুরুতর ঘটনার প্রতি আপনার মারফত মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৫ই মার্চ তারিখে হাবড়া কল্যাণগড়ে শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পরে মৃতদেহের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিটা তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বাংলাদেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে লিখে রেখে গেছেন। সেই সামান্য কটা কথা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। (কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)।

তিনি লিখেছেন, জনসাধারণ বন্ধুগণের নিকট আবেদন—এতদ্দ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, আমার অসুখ হওয়ার দরুন আমি কোন কাজ করিয়া খাইতে পারি না...... ...

Mr. Speaker: He came to me and told me about that letter. I told him that he could just give a gist of the letter.

Sj. Bejoy Singh Nahar: Is that an adjournment motion?

Mr. Speaker: It is not an adjournment motion.

Sj. Somnath Lahiri:

স্যার, চিঠির মর্মার্থটা শুনলে মন্ত্রিসভা ধ্বংস হয়ে যাবে না। মর্মার্থটা হোল তিনি লিখেছেন যে তিনি কি আর সাহায্য পেতেন কিন্তু সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন টি বি রোগী—তাও তিনি সহ্য করেছিলেন কিন্তু ছেলেপিলেরা অনাহারে থেকে কাঁদতে থাকায় তিনি তা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছেন এবং তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর মৃত্যুর জন্য তাঁর পরিবারের কেউ দায়ী নয়; দায়ী হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। [কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে পুনরায় হট্টগোল।]

I am talking about the case of a death. So there should be no levity and interruptions from the other side. Let the Ministry exist here but the fact remains that the death of a man who has recently died was due to the failure of the Government to support a T.B. patient. Let the Government hear what the patient put down in black and white on the eve of his death.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Are you sure about the genuineness of this letter?

Sj. Somnath Lahiri: This letter is countersigned by someone who attended on his death bed. I have got the name and address and signature of the man. So I can testify to the truth of this letter and the signature.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার কথাটা হচ্ছে যে চিঠিটা শুনে আমাদের মন্ত্রিসভার লোকেরা অস্বস্তি বোধ করবেন তা আমি আশা করি না, আশঙ্কাও করি না কিন্তু মনে রাখবেন এইভাবে মানুষগুলো যে মরছে এবং তার জন্য যে আপনাদের দায়ী করে যাচ্ছে, তার ফল একদিন আপনাদের ভুগতেই হবে।

Supplementary Estimate for the year 1958-59

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to present under the provisions of Article 205 of the Constitution a Statement of the Supplementary Estimate of Expenditure for the year 1958-59.

The total amount covered by the present supplementary estimate is Rs.13,55,86,868 of which the voted items account for Rs.13,50,18,000 and the charged items for Rs.5,68,868.

Of the voted items the largest demand is under the head "54—Famine". The additional demand under this head is for Rs.5,38,20,000 which was found necessary for meeting the cost of large scale relief operations due to natural calamities. The next highest demand is for Rs.2,74,80,000 under the head "Loans and Advances by Statement". This is mainly required for advances to cultivators for relief of distress caused by natural calamities. The demand of Rs.1,23,86,000 under the head "82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account" is mainly due to larger provision for certain development schemes in the State Plan. The additional demand of Rs.1,03,13,000 under "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" is necessary for payment of larger amount of compensation for acquisition of lands in connection with Mayurakshi Reservoir Project and also on account of larger programme of work under the Kangsabati Reservoir Project.

[3-40—3-50 p.m.]

The additional demand of Rs.73,28,000 under the head "57—Miscellaneous —Contribution" is required mainly for payment of arrear subvention to the Calcutta Corporation on account of the dearness concession to their employees and grants to local bodies for various purposes. The additional demand of Rs.59,36,000 under the head "42—Co-operation" is required for the grant of subsidy to the West Bengal Provincial Co-operative Bank and the Co-operative Central Banks. The corresponding sum was received from the Government of India and was taken credit of on the receipt side. The additional demand of Rs.35,53,000 under the Head "37—Education" is mainly due to larger provision for certain development schemes. The reasons for excess demands in respect of each head have been clearly indicated in the booklet called "Supplementary Estimate" presented to the House. The Ministers in charge of different Departments will go into these in further detail as each demand is moved. The charged provisions amount to Rs.5,68,868 only under fourteen different heads, the reasons for which have also been given under each head in the "Supplementary Estimate".

With these words, Sir, I present the Supplementary Estimates for the year 1958-59.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Appropriation Bill, 1959

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation Bill, 1959.

[Secretary then read the title of the Bill.]

Point of order

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I rise on a point of order. I submit that this Bill cannot be introduced as it is *ultra vires* the provisions of Articles 202 and 204 of the Constitution. Article 202 provides for placing of the annual financial statement. In the financial statement of this year at the very beginning we see financial year 1959-60 has been mentioned, but it does not mention the point of time when the year begins. Article 203(1) provides for estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund, and Article 203(2) provides for estimates as relates to other expenditure to be submitted in the form of demands for grants. Our Constitution does not define a "financial year", but Article 367 provides that for the purpose of defining and for the purpose of interpreting this Constitution, "unless the context otherwise requires", the General Clauses Act shall be used. Now, under section 3(21) of the General Clauses Act a "financial year" has been defined as beginning with the "first day of April of a year". Then, section 3(66) of the General Clauses Act defines a year "to be reckoned according to the British calendar". This Appropriation Bill which follows the grants only states "Annual financial statement for the year 1959-60" and nothing else. Now in this Bill, what do we see? It does not give the beginning of the year. In the present Bill we see the year ending by the 31st day of March, 1960. In the Preamble as also in the long title it does not show the year beginning with the 1st of April, 1959. It does not give the definiion in accordance with the definition of the financial year in the General Clauses Act. It does not give the beginning of the year, but it gives the end of the year. So it is not in accordance with the grants which we have made, grants which have been passed by this Assembly for the financial year 1959-60 and not for the year which begins on the 1st of April, 1959. This is an important preliminary objection with regard to the financial year. Therefore, this Bill not having been drafted according to the spirit of the Constitution and according to the financial year, it should not be introduced. My second objection with regard to this Bill is this. You see in clause 2 of the Bill, line 2, "There may be paid and applied". In this Bill he seeks for payment and application of sums. Article 204 of the Constitution says only about appropriation and nothing about payment, nothing about application. Then in clause 2, line 6, these are the words, "Defraying the several charges which will come in course of payment". What are they defraying? Again look at Article 204(1)(a) and (b). (a) provides for grants and (b) provides for charges. The Constitution provides two forms of expenditure under Article 202(2). There you see (a) provides for charges which cannot be discussed and shall not be voted and (b) provides for requirement that is subject to the vote of the Assembly. Then in Article 204(1)(a) provides for grants and (b) provides for charges. This Bill only makes provision for several charges. It does not make any provision for the requirement. According to the Constitution kindly look to Article 202—there are two sorts of expenditure. One is a charged expenditure not subject to vote by the Assembly and another is grant which is required and that has been voted by this Assembly. Now, this Appropriation Bill ought to contain two things: Sums which are charged and sums which are required and voted by the Assembly. Now, clause 2 of the Bill has these words

only, "Defraying the several charges which will come in course of payment". So this Bill requires this sum of money only for the charges and not for the requirement. I say if after the word "charges", the word "requirement" had been there, it would have been in consonance with Article 202(2) and Article 204(1). By this Bill he means to say that he is appropriating the whole sum for the purpose of charges to be made during the year. But I say that the whole sum is required both for the purpose of charges and for the purpose of requirement. So this part is against the spirit and provision of Articles 202 and 204 of the Constitution. Therefore it should be reframed, redrafted and re-introduced.

Mr. Speaker: I would allow the Bill to proceed. If you want a written, ruling, I will give it.

Sj. Basanta Kumar Panda: Yes, Sir.

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1959, be taken into consideration by the Assembly.

Under Article 266(3) of the Constitution of India no money out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law passed under Article 204.

During the present session the Assembly voted certain grants in respect of the estimated expenditure for the financial year 1959-60 under the provision of Article 203 of the Constitution of India. The present Bill is accordingly being introduced under Article 204(1) of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal of the monies required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Assembly in respect of the estimated expenditure of the West Bengal Government for the financial year 1959-60. The amount included in the Bill on account of charged expenditure does not in any case exceed the amount shown in the statement previously laid before the House.

The Bill merely proposes to appropriate monies required to meet the expenditure charged on the consolidated fund and the grants already sanctioned by the House in respect of the estimated expenditure of the West Bengal Government for the financial year 1959-60. The Constitution accordingly provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the State.

The total amount proposed to be appropriated by this Bill for expenditure during the financial year 1959-60 is Rs.141 crores 72 lakhs 29 thousand and 1, the amount include Rs.22 crores 50 lakhs 68 thousand on account of charged expenditure. The details of the proposed Appropriation will appear from the schedule to the Bill.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Point of Information

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, on a point of information. In view of the discussions on Mr. Siddhartha Shankar Roy's objection at the beginning of the budget debates, on Consolidated account, there should be three Bills. But actually, we have only one Bill. Since you have the Appropriation Bill today, there cannot be separate Bills.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If you look at the Constitution, Article 204(1) says, "As soon as may be after the grants under Article 203

ave been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide r the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys equired to meet (a) the grants so made by the Assembly; and (b) the expenditure harged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case e amount shown in the Statement previously laid before the House or Houses".

Mr. Speaker: Article 204 is the only article dealing with the appropriation.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: It is for the Consolidated Fund, and not r the Public Debt Fund.

Mr. Speaker: Article 204(1) says: "As soon as may be after the grants nder Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund, etc."

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: It is for the Consolidated Fund only.

Mr. Speaker: No; everything is included. I shall give you another ruling n this point. Let us now proceed.

The West Bengal Appropriation Bill, 1959

Mr. Speaker: Sj. Samar Mukherjee will now speak.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল প্রায় সমস্ত বাজেট কভার করে। আমি আমার বক্তব্য প্রধানতঃ সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করব। সরকার তার বাজেট সম্পর্কে পলিসি ঘোষণা করতে যেয়ে গভর্নর এবং চীফ মিনিস্টার-এর বক্তব্যে বলেছেন য, তাঁরা যে-দেশে অর্থনীতি গড়ে তুলেছেন তাতে
'oundations of progress have been laid truly well and that the economy is eveloping steadily.

াই যে দাবি করেছেন Economy is developing steadily

টা কি বাস্তবতার সঙ্গে মিলে? আপনি জানেন, স্যার, কিছুদিন আগে পণ্ডিত নেহরু লেছিলেন, কলকাতা একটা মিছিলের শহর এবং আইনসভা খোলার সময় আপনি নিজেও জানেন মিছিলের পর মিছিল বার করে মিছিল আইনসভায় অভিযান করছে। তার মধ্যে ছাত্ররা আছে— াদের বেতন বাড়ানো হ'ল, কোন যৌক্তিকতা নাই বাড়াবার পক্ষে তবু বাড়ানো হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত মিছিল করে আন্দোলন করে সে বাড়ানো স্থগিত রইল। মিছিলে এসেছিল শিক্ষক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী, এই মিছিলে ছিল বাস্তুহারা, এই মিছিলে ছিল হাসপাতালের কর্মচারী অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত অংশের মানুষ মিছিল নিয়ে নিজ নিজ বাঁচবার দাবি নিয়ে অত্যন্ত প্রাথমিক দাবি আদায় করার জন্য তারা এসেছিল। এতেই বোঝা যায় দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ কতখানি তৈরি করেছেন, কতখানি অর্থনীতি স্টেডি গ্রো করেছে, সে রকম যদি করতো তাহলে কখনও সমস্ত স্তরের মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে আসত না, প্রাথমিক দাবিগুলি আদায়ের জন্য মিছিলের পর মিছিল করে আসত না। এ থেকেই বুঝা যায় দেশের মানুষ সরকারী নীতিতে কতখানি বিক্ষুব্ধ। গত পরশুদিন সুদূর গ্রাম থেকে কৃষকরা পর্যন্ত এসেছিল তাদের বক্তব্য কলকাতায় রাখতে যে, কিভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেনাম করে জোতদাররা জমির মালিকেরা তাদের নিজেদের দখলে রেখে দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলবো যে-কথা কয়েকদিন আগেও এই অ্যাসেমব্লীতে আলোচনা হয়েছিল স্টুডেন্ট হেল্থ হোম সম্পর্কে। এই স্টুডেন্ট হেল্থ হোম সম্পর্কে বিরোধীদলের নেতা জ্যোতিবাবু বর্তমান রাজ্যপালের দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের তা একটা তাঁর লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন।

[4—4-10 p.m.]

সেই স্টুডেন্ট হেল্থ হোম সম্বন্ধে কাল সন্ধ্যায় পত্রিকায় বেরিয়েছে ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী যারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত তাদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য চায়নায় পাঠানোর ব্যবস্থা বহুদিন ধরে এই সংগঠন করে, কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাবের ফলে তাদের পাসপোর্ট আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই, এবং তার ফলে শিলিগুড়ি কলেজের একটি ছাত্রী যিনি ঐ ২৩ জনের ভিতর একজন ছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন। এই স্টুডেন্টস্ হেল্থ হোম সম্বন্ধে এক গভর্নরের দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা জানলেন, কিন্তু আমি আর এক গভর্নরের চিঠি এখানে আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি আমাদের পূর্বতন গভর্নর এইচ সি মুখার্জি। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি থেকে আমি পড়ছি—

> Students' Health Home in Calcutta has already received maximum of their scheme and generous assistance from the international students' relief and international organisations formed by representatives of the students from several countries in 1950 the Students' Health Home has been rendering practical relief to the students needy irrespective of religious, political or racial differences Perhaps more than any other illness tuberculosis is one which calls for service of the social workers from the beginning to the end. I am very glad to learn that the students of Poland have shown a gesture to the boys who are being sent abroad for treatment. I send my very best wishes to the students of Poland and to other boys who will no doubt not only benefit by the treatment but will also prove as an instrument for forging the link of international friendship. I lastly send my sincere good wishes for their speed recovery.

এক গভর্নরের দৃষ্টিভঙ্গি আর এক গভর্নরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিরকম তফাৎ এই থেকে তা প্রতীয়মান হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সে প্রোগ্রেস করছে কিংবা ডিটোরিয়রেট করছে তা কতকগুলি মূল জিনিস বিবেচনা করলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে।

মানুষের বাঁচবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য। এই খাদ্যের ঘাটতির ১৯৫৬-৫৭ সালে পরিমাণ ছিল ৩৮০ হাজার টন। ৫৭-৫৮ সালে তার পরিমাণ ছিল ৭½ লক্ষ টন। আর এ-বৎসর এই ঘাটতির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হবে, আশঙ্কা করা যাচ্ছে প্রায় ৯ লক্ষ টনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। খাদ্যসমস্যা ছাড়া, যদি আমরা পশ্চিম বাংলার বেকারসমস্যার কথা চিন্তা করি তাহলে পশ্চিম বাংলার চিত্র কি? পশ্চিম বাংলার নূতন কর্মসংস্থান যা সৃষ্টি করা হবে বলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়াতে বলা হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। পরে ফাইনাল এস্টিমেটে যা করা হয় তাতে বলা হয়েছে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার [illegible] ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক চিত্র কি? এমপ্লয়মেন্ট সীকারের সংখ্যা আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে, এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার-এর যা ফিগার আগে ছিল, সে ফিগার ৫ বছর ধরে বেড়ে বেড়ে গভর্নমেন্টের হিসাবে বর্তমানে যারা এমপ্লয়মেন্ট সীকার, একেবারে আনএমপ্লয়েড যারা তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৮ লক্ষ। ৫৯-৬০ সালের ভিতর সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২০ লক্ষে। অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট যতই দ্রুতবেগে বাড়ছে খাদ্যসংকট ততই তীব্রতর আকার ধারণ করছে। এ ছাড়া ইন্ডাস্ট্রির অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। যদিও ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ডাঃ রায় বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে পশ্চিম বাংলায় যেসব ব্যবস্থা করবেন বলে বলেছেন তাতে এখানে প্রুনিং হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষণ কি দেখা যায়? বরং যেসব কলকারখানা এখানে রয়েছে তাতে ঠিক প্রুনিং না হলেও অনেক কল ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে, ইতিমধ্যে চটকল, সুতাকল এবং আরও বিবিধ কারখানায় লে-অফ হচ্ছে তার ফলে শ্রমের হার কমে যাচ্ছে এবং শিল্পে উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ কমেছে। তা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ইন্ডাস্ট্রীতে যেসমস্ত টার্গেট স্থির হয়েছিল সে টার্গেটের অবস্থা কোথায় চলে গিয়েছে! আগে কথা ছিল তিনটি স্পিনিং মিল করা হবে। তিনটের মধ্যে দুটোই ড্রপ হয়েছে, একটা স্পিনিং মিল হচ্ছে এবং তারও কল্যাণীতে জমি দখল করা ছাড়া আর কোন কাজ অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রীর ব্যাপারে স্পিনিং মিল যা হচ্ছে তার এই চিত্র।

স্মল ইন্ডাস্ট্রী সম্পর্কে এখানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আপনারা জানেন স্মল ইন্ডাস্ট্রী খাতে যেসমস্ত টাকা গভর্নমেন্ট ধার্য করেছিলেন সে টাকার অঙ্ক হবে ৭২ লক্ষ ৩৪ হাজার সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের জন্য ধার্য। ৪ বছরে খরচ হয়েছে ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার অর্থাৎ 39.7 per cent. in four years.

প্রোগ্রেস যা হবার কথা ছিল তা থেকে অনেক কম প্রোগ্রেস হয়েছে। তা ছাড়া পশ্চিম বাংলার গভর্নমেন্ট থেকে যেসমস্ত স্কীম নেওয়া হয়েছে ইন্ডাস্ট্রী সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মধ্যে ধরা ছিল ৬টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট হবে কল্যাণীতে, হাওড়ায়, মগড়ায়, শিলিগুড়িতে, শক্তিগড়ে এবং বারুইপুরে, তার কি প্রোগ্রেস হচ্ছে? কল্যাণীতে ৬টা ওয়ার্কশপ শেড হয়েছে কিন্তু কথা ছিল ৫০টা হবে। হাওড়ায় কিছুই হয় নাই। হাওড়া স্কীম ডেফার করে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়িতেও কিছু করা হয় নাই, শক্তিগড়ে কিছু করা হয় নাই, শুধু ঐ বারুইপুরে ২০টা ওয়ার্কশপ কন্ভারিং করা হয়েছে। এই হচ্ছে ৬টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট করবার যে সিদ্ধান্ত ছিল তার রেট অফ প্রোগ্রেস।

তারপরে বলা হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমের কথা। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে অরিজিন্যালি ঠিক ছিল। ১৪ হাজার টেনিমেন্টস্ করা হবে—সেটা রিডিউস করে করা হল ১০ হাজার। প্রোগ্রেস চলেছে up to March 1959 not more than 2054 tenements মাত্র দু' হাজার ৫৪টি টেনিমেন্টস্ এ পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে।

4-10—4-20 p.m.]

এই তো গেল ইন্ডাস্ট্রির কথা। এবার আমি ইরিগেশনের কথা বলব। ইরিগেশনের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের স্কীম ছিল ১২·৪৮ একর জমিতে মেজর এবং মিডিয়াম স্কীম করে ইরিগেশন বাড়ানো হবে। অথচ এখন তাঁরা বলছেন যে, ১০৭ লাখ একর জমিতে সেটা হয়ত করা হবে। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত হবে কিনা তাও তাঁরা বলতে পারেন না। তাছাড়া গ্রামে কৃষকরা জমি থেকে কিভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে, জমির কি বেনামী হস্তান্তর হচ্ছে সেসমস্ত বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে আইনে যেভাবে ফাঁক রাখা হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থই রক্ষা করা হবে। আমরা দেখছি যে, ১ লাখ ৭১ হাজার ৬৬৮টা বেনামী ট্রান্সফার কেস ইনস্টিটিউটেড হয়, কিন্তু কনভিকশান হয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৮০১টা ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আইনকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই জমির মালিকরা বেঁচে যাচ্ছে। এইভাবে মোট যা কেস ইনস্টিটিউটেড হয় তার মাত্র ৩ পারসেন্ট কেসের কনভিকশান হয়েছে। এইরকমভাবে আমরা দেখছি যে, বিভিন্নভাবে ভেস্টেড ইন্টারেস্টকে ডিফেন্ড করে, ফলে কি খাদ্যে, কি কর্মসংস্থানে, কি কৃষিব্যবস্থায়, কি শিল্পে সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা অধোগতি এসেছে। অথচ এটাকে স্বীকার না করে তাঁরা ফরমুলেট করেন যে foundation of progress has been laid—এবং পশ্চিম বাংলার economy developing steadily.

তারপর কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গভর্নমেন্ট বাজেট পরিকল্পনা করেন তার ২-১টা নমুনা শুধু আমি দিচ্ছি। এরমধ্যে একটা হচ্ছে বাজেটের ফাইন্যান্সিয়াল অপারেশন। বাজেট এস্টিমেট অফ ১৯৫৯-৬০ সাল থেকেই দেখা যায় যে, স্টেট ট্যাক্স রেভিনিউ ১৯৫৬-৫৭ সালের চেয়ে ৬ কোটি টাকা বেশি আদায় হবে। কিন্তু এই যে ৬ কোটি টাকা বাড়তি আদায়ের ভেতরে প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ হবে নন-ডেভালপমেন্টাল খাতে। অথচ এর সঙ্গে দেশের অর্থনীতির উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। এই খরচগুলো ডাইরেক্ট ডিমান্ড অন রেভিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব আদায় করবার জন্য বিল্ডিং, অফিসার ইত্যাদিতে খরচ হবে।

Debt Services, General Administration, Administration of Justice, Jails, Police, etc.

এ খরচ হবে। অর্থাৎ মেজর টাকা যা সাধারণ লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপিয়ে আদায় হচ্ছে সেটার মেজর পোর্শান ডেভালপমেন্টাল খাতে খরচ হচ্ছে না। তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে স্টেট ট্রেডিংএর কথাও একটু বলব। এখানে গভর্নমেন্ট এস্টিমেট করেছেন যে, আপ টু ১৯৫৯-৬০ ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা স্টেট ট্রেডিং বাবত আউটলে হবে। এই এত টাকা স্টেট ট্রেডিংএ খরচ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের লস দাঁড়াবে লক্ষ টাকা।

এবার আমি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্ল্যানিং সম্পর্কে বিশেষ করে থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চীফ মিনিস্টার তাঁর বাজেট

ভূতন্ত্র একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ২৫ পৃষ্ঠায় লেছেন যে, থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের অ্যাপ্রোচ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। সেই মতের কথা লতে গিয়ে তিনি বলেছেন, দেয়ার ইজ ওয়ান অপিনিয়ন—একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিজায়ারেবল কিভাবে প্ল্যান করা উচিত, আর একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ পসিবল। অর্থাৎ আমাদের রিসোর্সেস । আছে সেই রিসোর্সের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। এই মত ডাঃ রায় আমাদের চীফ মিনিস্টার বজ্রে হোল্ড করেন যে, আমাদের প্ল্যান বড় হওয়া উচিত নয়, সেটুকু রিসোর্সেস সেইমত প্ল্যান ওয়া উচিত। কিন্তু সেকেন্ড প্ল্যানের যখন ড্রাফট্ প্ল্যান ফ্রেম পাবলিশ হয়েছিল তখন সারা ারতবর্ষে একটা আলোচনার জোয়ার উঠে এবং বড় বড় ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট বং স্টেট গভর্নমেন্টের হাই প্লেসে যাঁদের অনেক লোক আছেন, সেই সমস্ত ভেস্টেড ইন্টারেস্টের ঙ্গে আমাদের চীফ মিনিস্টার একসঙ্গে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের যে প্রোগ্রেসিভ অ্যাসপেক্ট ছল অর্থাৎ হেভী ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড আপ করা, র‍্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের চেষ্টা করা তার বরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, একটা প্রচন্ড সংগ্রাম করেছিলেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের থার্ড ইয়ার ওভার হয়েছে, তাঁদের সেদিনের সেই লড়াই ার্থ হয় নি। আজ বহু ক্ষেত্রে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের অনেক জিনিস প্রুন্ড হয়েছে— বশেষ করে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের একটা মস্ত বড় লক্ষ্য ছিল যে

public sector shall go faster than the private sector.

কিন্তু অবস্থা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? পাবলিক সেকটরের ইম্পরট্যান্স ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে এবং পাবলিক সেকটরকে প্রথম দিকে যে ইম্পরট্যান্স দেয়া হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে দেখলাম য, টোটাল অ্যালকেশন ইন্ডাস্ট্রির খাতে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ছিল ১ হাজার ৯০ কোটি টাকা সেটা ভাগ করা হল—পাবলিক সেকটর ৫৫৯ ক্রোড়স, আর প্রাইভেট সেকটর ৫০৫ ক্রোড়স অর্থাৎ পুরোটা টাকার অ্যালটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় সমান দেয়া হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে, প্রাইভেট সেকটর তাহা চাপা দিয়া পুরো অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সে টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন, পাবলিক সেকটর তার থেকে ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে যেতে লাগলেন।

"Reserve Bank Governor, H. V. R. Iyengar, has recently said: All available information suggests that the organized private sector has invested in the first half of the Second Five-Year Plan itself almost as much as it was expected to invest for the whole Plan period."

পুরো প্ল্যান পিরিয়ডে যা ইনভেস্ট করার কথা ছিল এই কয় বৎসরে সেই টোটাল অ্যামাউন্টটা তারা ইনভেস্ট করেছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্ট্যাটিস্টিকস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে

Capital formation of private sector has steadily increased from an annual rate of less than 6 per cent. in 1955 to as much as 16·5 per cent. in 1957.

এবং এই প্রাইভেট সেকটর যে রেট অফ প্রফিট করেছে এই কয় বৎসরে ইন্ডিয়ান কংগ্রেসী শাসনে তার একটা ইন্ডেক্স দিচ্ছি—এটা

Monthly abstract of statistics, May-June, 1958, Government of India publication থেকে আমি পড়ছি।

Index of Industrial profits base 1939.

১৯৪৭-এ ইন্ডাস্ট্রীজে প্রফিট ছিল ১৯১·৬ পার্সেন্ট, ১৯৫১-এ ৩৯০·৫ পার্সেন্ট, ১৯৫৬-এ ৩২৬·৫ পার্সেন্ট। কটনএ ১৯৪৭-এ ছিল ৩১৭·৭ পার্সেন্ট, ১৯৫১-এ ৫৫১·১ পার্সেন্ট, ১৯৫০-এ ৫৬৮·৪ পার্সেন্ট। টি-এ ১৯৪৭-এ ছিল ২১৬·৩ পার্সেন্ট, ১৯৫১-এ কিছু কমে ১০০·৯ পার্সেন্ট হল এবং ১৯৫৩-এ সেটা দাঁড়ায় ৩৪৬·৬ পার্সেন্ট।

[4-20—4-30 p.m.]

টি-তে প্রফিট হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ২১৬·৩ পার্সেন্ট, ১৯৫১ সালে ১০৩·৯ পার্সেন্ট এবং ১৯৫৬ সালে ৩৪৬·৬ পার্সেন্ট।

সুগার-এ প্রফিট হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ১৭১·৫ পার্সেন্ট, ১৯৫১ সালে ৪২০·৮ পার্সেন্ট ও ১৯৫৬ সালে ৪৫৪·৫ পার্সেন্ট।

স্টীল-এ প্রফিট হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ৮৬·১ পার্সেন্ট, ১৯৫১ সালে ১৫৭·৭ পার্সেন্ট ও ১৯৫৬ সালে ২৭০·৩ পার্সেন্ট।

সিমেন্ট-এ প্রফিট হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ১৪২·৫ পার্সেন্ট, ১৯৫১ সালে ৪১৯·৭ পার্সেন্ট ও ১৯৫৬ সালে ৪০০·২ পার্সেন্ট

এই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, প্রাইভেট সেকটর এবং পাবলিক সেকটর-এর মধ্যে রিলেশন। আমার সময় হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আমি লাস্টলি শুধু আর একটা বিষয়ের কথা বলবো। সেটা হচ্ছে চায়নার সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের একটা তুলনা। চায়না এবং ইন্ডিয়ার ক্রপ কাল্টিভেশন সম্পর্কে কয়েকদিন আগে এখানে যে আলোচনা হয়, সেই আলোচনায় আমাদের ইরিগেশন মিনিস্টার অজয়বাবু বলেছিলেন হাইয়েস্ট টার্গেট তো জাপান, এবং এরজন্য সেখানে কোন সোসালিস্ট, সমাজ-ব্যবস্থার দরকার হয় নি। তেমনিভাবে আমাদের এখানে ফুড কাল্টিভেশন করে ফুড প্রোডাকশন এই সিস্টেমএর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়ান যায়, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু চায়নাকে মিনিমাইজ করা, ছোট করা আর ইন্ডিয়ার ফেলিওরকে ডিফেন্ড করার এই যে ঝোঁক, এটা খুব নিন্দনীয়। আমি এই কাল্টিভেশন সম্বন্ধে শুধু একটা কোটেশন আপনাদের সামনে পড়বো।

Dr. J. C. Ghose, who was a member of the Planning Commission, in his presidential address at the 5th Annual Conference of the Soil and Water Conservation Society of India, held at Lucknow in December, 1955, said after analysing the causes of the poor achievements of Indian agriculture, "It is no wonder, therefore, that our crop cultivation per acre is the lowest in the world. China's agriculture provides more food per capita from 275 million acres of land for 6 hundred million people than Indian agriculture does for 38 crores of people from 350 million acres of land."

অর্থাৎ ইন্ডিয়ার ল্যান্ড হ'ল বেশি, পপুলেশন কম, আর চায়নার ল্যান্ড কম, পপুলেশন বেশি। অবুও আজকে চায়না তার দেশের সমস্ত লোককে ফিড করছে এবং চায়না রাইস এক্সপোর্টিং কান্ট্রি হিসাবে টার্ন করেছে উইদিন নাইন ইয়ার্স। চায়না থেকে ফুড ক্রাইসিস বরাবরের মত মিটে গিয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ পিপলস্ কম্যুন তৈরি করে, মানুষের ফ্রি খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। অথচ দেখা যায় চায়নার জমি অনেক কম কিন্তু ফুড প্রোডাকসন অনেক বেশি। আমাদের এখানে জমি অনেক বেশি চায়নার তুলনায়। কিন্তু তার প্রোডাকশন বাড়ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। চায়না ইরিগেশনে ১৯৪৯-৫৮, এই কয়েক বছরের মধ্যে ২১ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে ৬৯ পার্সেন্ট হয়েছে। আর আমাদের এখানে ১৬ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে ২১ পার্সেন্ট হয়েছে। এবং এক বৎসরে চায়নাতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩৭ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে ৬৯ পার্সেন্ট হয়েছে। অনেক পার্সেন্টেজ বেড়েছে। সুতরাং আমাদের চায়নার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যেভাবে তারা ফসল বাড়িয়েছে সেইভাবে আমাদের ফসল বাড়ান উচিত।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল গভর্নমেন্টকে আনতেই হবে। যদিও সংবিধানের ২০৩ ধারা অনুযায়ী গ্রান্টস্ পাস করা হয়েছে, সংবিধানের ২৬৬(৩) উপধারা অনুযায়ী কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাক্ট ছাড়া টাকা ব্যয় করা যাবে না এবং সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আসবে ২০৪(১) উপধারা অনুসারে।

আমি আপ্রোপ্রিয়েশন-এর নীতিগুলি কি, সেটা খোঁজ করছিলাম। যথাযথভাবে কোন জায়গায় কোন নীতি অনুযায়ী আপ্রোপ্রিয়েশন হওয়া উচিত তা জানবার জন্য আমি কিছু পাবলিক ফাইনান্স লিটারেচার, কিছু পার্লামেন্টারী প্রসিডিংসএর বই খোঁজ করেছিলাম, কোথাও কিছু ফরমুলেশন পাওয়া যায় কিনা? দেখলাম মে'জ সিক্সটিন্থ এডিশনএ খুব সুন্দরভাবে তিনটা প্রিন্সিপল্ দেওয়া আছে। আমার বলবার উদ্দেশ্য হ'ল আজকে যে পশ্চিম বাংলা সরকার প্রতি বছর একশো কোটি টাকার উপর আপ্রোপ্রিয়েশন বিল দ্বারা খরচ করবার অধিকার নিচ্ছেন, সেই আপ্রোপ্রিয়েশন যথার্থ নীতি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা? আমি এই তিনটি প্রিন্সিপল্ এক এক করে দেখাচ্ছি। প্রথম প্রিন্সিপল্টা হ'ল—

(1) sum appropriated to a particular service cannot be spent on another service, (2) sum appropriated is a maximum sum, i.e., grants voted and

appropriation made by the legislature are not exceeded, (3) it is available in respect of charges which have arisen during one of the years to which the relevant Appropriation Act relates.

এবং যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে, সেই উদ্বৃত্তকে সারেন্ডার করতে হবে। এবং সেখানে লেখা আছে—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই তিনটি মূল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই পশ্চিম বাংলা সরকার যথাযথভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনএর সংবিধানগত যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করছেন না এবং সেই উদ্দেশ্যের মূল নীতি ব্যাহত হচ্ছে যদিও দুটো চেক এখানে রয়েছে—একটা হ'ল লেজিসলেটিভ লেভেল-এ পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি, আর একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল-এ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল-এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। এর কারণ হ'ল, এই ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট যদিও এই দুটি এজেন্ট-এর কাছে দায়ী, কিন্তু ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট ব্রিটিশ ট্রেজারীর মত নন-এক্‌জিকিউটিভ নয়। ব্রিটিশ ট্রেজারী একটা নন-এক্‌জিকিউটিভ বডি, তাঁরা কন্ট্রোল করেন। কিন্তু আমাদের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট নন-এক্‌জিকিউটিভ নয়, এক্‌জিকিউটিভ বডি। ইট ইজ অ্যান এক্‌জিকিউটিভ বডি। এক দিক দিয়ে অ্যাকাউন্টিং করা তার কাজ আর এক দিক দিয়ে সে স্পেন্ড করে। তাহলে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং এই দুটো কাজই আমাদের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট করছেন, যার ফলে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর উপর নজর রাখা এবং সংবিধান অনুযায়ী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া আর একটা কথা হচ্ছে কেবিনেট গভর্নমেন্টের যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। র‍্যামসে মুর বলে গিয়েছেন যে, ব্রিটিশ প্র্যাক্‌টিস-এ ব্রিটিশ সেট আপ-এ যে কেবিনেট, সেখানে কেবিনেট ডিক্টেটরশিপ চলছে। তাদের কেবিনেট হচ্ছে মেজরিটি পার্টি কমিটির, সেই হেতু তাদের একটা ঝোঁক থাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর নীতিকে লঙ্ঘন করে এক হাতে টাকা আনা আর এক হাতে টাকা খরচ করা। এবং সেইজন্যই তাদের কাছে,

[4-30—4-40 p.m.]

তাঁরা ভাবেন যে আর্টিকেল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ তো রয়েছেই তাদের জন্য। যদি এক্সেস কখনও হয়, যদি সাপ্লিমেন্টারীর প্রশ্ন আসে, যদি অ্যাডিশনাল খরচের প্রশ্ন আসে তাহলে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ ধরার ফলে তাঁরা আবার সাপ্লিমেণ্টারী এস্টিমেট নিয়ে এই বিধান-সভার কাছে আসবেন। সুতরাং তাঁরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনটাকে দেখে থাকেন যার ফলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনএর মূল নীতি লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। মিস্টার স্পীকার, স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস-এর রিপোর্ট আমরা যা দেখতে পাই সেই রিপোর্ট থেকে আমাদের যে আশংকা অমূলক নয় তা আমরা বেশি করে বুঝতে পেরে থাকি এবং সেই রিপোর্টএ আমাদের মত আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হচ্ছে। আমি ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস-এর যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট থেকে বলবো, মিস্টার স্পীকার, স্যার, প্রতি বৎসরেই এক্সেস হয়েছে। যদিও এক্সেসের পরিমাণের তারতম্য রয়েছে, ১৯৫২-৫৩ সালে ২ কোটি—একবার ১২ কোটিও হয়েছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪ কোটি হয়েছে, তারপরে কিছুটা কমেছে, কিন্তু এক্সেস হয়েছে এবং এই এক্সেস তাঁরা নির্বিঘ্নে করেছেন কারণ তাঁরা জানেন যে ২০৫ ধারা অনুসারে তাঁরা এটা আবার মঞ্জুর করে নিতে পারবেন। কিন্তু মিস্টার স্পীকার, স্যার, যে তৃতীয় নং নীতির কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি সেই নীতিকে তাঁরা বার বার লঙ্ঘন করছেন এবং সেখানে তাঁরা সেটা সারেন্ডার করছেন না, সেভিংস যেখানে হচ্ছে, সেটা আবার তাঁরা রি-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছেন এবং রি-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে আবার বাজেটে উল্টো পাল্টা ব্যবস্থা করছেন। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরেই সেভিংস সারেন্ডার হচ্ছে না, এই ধরনের ঘটনা, এই ধরনের তথ্য তার মধ্যে আমরা পাচ্ছি। এ ছাড়া আননেসেসারী রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের এবং ইনজুডিসিয়াস রি-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এবং আনরেমিডিড ও আনক্সভার্ড এক্সেসও আমরা এই অ্যাপ্রো-প্রিয়েশন রিপোর্টে দেখেছি। এইভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হলে পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন সম্পর্কে যে নীতি রয়েছে সে নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে এ সম্পর্কে বেশি বলার প্রয়োজন নেই। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা কথা বলতে চাই, এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল-এ রিসিটস্ কেন আসবে। এই বিল-এর সিডিউল-এ গ্রান্ট নং ৪৫-এ যে রিকভারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে সেটা হল রিসিটস্ এবং সেই রিসিটস্‌টা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল-এ এসেছে। যদি সেটা এসে থাকে তাহলে অন্য রিসিটস্‌গুলি আসবে না কেন? যেমন ইরিগেশন, নেভিগেশন

এম্‌ব্যাঙ্কমেন্ট, ড্রেনেজ ওয়ার্কস্‌ (কমার্শিয়াল) সেটাও রিসিটস্‌। তাহলে সেইগুলি এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস্‌এ আসবে না কেন? একটা কথা আছে, যদি রিসিটস্‌ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস্‌-এর সংগে থাকে তাহলে সেই রিসিটস দিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর কিছুটা কাজ হতে পারে এবং সেই ধরনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বাজেট পেশ করা হয় সেখানকার অ্যাপ্রো-প্রিয়েশন বিল-এ তাঁরা এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই রিসিটস্‌ যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টস-এ জায়গা পায় তাহলে

85A—Capital outlay on scheme of Government trading.

এর সাথে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ কেন জায়গা পাবে না। শুধু একটা কেন জায়গা পাচ্ছে এটা আমি বুঝতে চাচ্ছি। এবং তা ছাড়া ১৭নং রিসিট ইরিগেশন, যে-কথা আগেও বলেছি সেটাই বা স্থান পাবে না কেন? এখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর ব্যালান্স-শীটটা কি, মিস্টার স্পীকার, স্যার, সে সম্বন্ধে ২-১টি কথা আলোচনা করতে চাই। প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ কোটি টাকার উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছেন। এটা করছেন পশ্চিমবঙ্গ জনসাধারণের উন্নতির জন্যে এবং শাসনের জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি আর এগ্রিকালচার এই দুইটি সেকটর-এর ভিতরে এগ্রিকালচারাল সেকটর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকটর-এর মধ্যে এগ্রিকালচারাল সেকটরএ যদিও বেশি লোক কাজ করছে সেই সেকটরটা দুর্বল। আমাদের এগ্রিকালচারাল সেকটর-এর উপর জনসংখ্যার ৫৭ পার্সেন্ট নির্ভরশীল, সেখান থেকে আয় করছে এবং এই এগ্রিকালচারাল সেকটরএ যারা রয়েছে তারা ইন্ডিজেনাস পপুলেশন এবং তাদের পার্সেন্টেজ অব ইনকাম, টোটাল ন্যাশনাল ইনকাম-এর ৩০ পার্সেন্ট। ওয়েস্ট বেংগলের ন্যাশনাল ইনকাম প্রায় ৭ শত কোটি টাকা হয়ত হবে। তার ৩০ পার্সেন্ট এগ্রিকালচারাল সেকটর থেকে আসছে যদিও ৫৭ পার্সেন্ট জনসংখ্যা সেখানে এনগেজড্‌ আছে।

এটা স্টেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর হিসাব, আমাদের হিসাব নয়। এবং সারা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি এগ্রিকালচারাল সেকটর থেকে ৪৫ পার্সেন্টএর উপর প্রায় ৫০ পার্সেন্ট আয় আসছে। ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনকামএর ৪৭ পার্সেন্টএর উপর আসছে। আর ইন্ডাস্ট্রি লার্জ স্কেল এবং স্মল স্কেলএ দুটো মিলিয়ে ১৫ পার্সেন্ট পপুলেশন এনগেজড্‌ এবং লার্জ স্কেলে ৫-৬ পার্সেন্টের বেশি নয়। লার্জ স্কেল এবং স্মল স্কেলে দুটো মিলিয়ে অবস্থাটা কি? লার্জ স্কেল থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমি যে রিপোর্ট থেকে পড়ছি তার নাম হল স্টেট ইনকাম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। রিপোর্টটা কিছু পুরাণো কিন্তু প্যাটার্ন আজও বদলায় নি। সেখানে দেখছি--

The share of indigenous population in the income earned by the big industry operating within the zone is very meagre.

এবং সেখানে আরও বলেছেন-

conditions in the trade banking insurance mining sectors are similar to the big industry

আরও বলা হচ্ছে

A large part of the income generated in the sector of the big industry, big trade, mining is not disposed of within the borders of the State.

এই হল বিগ ইন্ডাস্ট্রির কথা- যদিও বিগ ইন্ডাস্ট্রিতে সারা ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনকামের ৮ পার্সেন্ট পশ্চিমবঙ্গে জেনারেটেড হয়। পশ্চিমবঙ্গের পপুলেশন সংখ্যা সারা ভারতের ৭ পার্সেন্ট, পশ্চিমবঙ্গের এরিয়া সারা ভারতের ২.৬ পার্সেন্ট—এই ২.৬ পার্সেন্ট এরিয়াতে ৭ পার্সেন্ট পপুলেশন গাদাগাদি করে থেকে ৮ পার্সেন্ট ন্যাশনাল ইনকাম জেনারেটেড করছে এবং তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি ইন্ডিজেনাস পপুলেশন শেয়ার তাতে খুব সামান্য। এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে কি দেখতে পাচ্ছি? স্মল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকটর-এ যদিও লার্জ নাম্বার এমপ্লয়েড আছে কিন্তু সেখানে ইনকাম খুব কম। পশ্চিমবঙ্গের

15 per cent. National Income Big Industry

থেকে আসছে এবং পশ্চিমবঙ্গের

National Income-এর 4 to 5 per cent. small industry.

থেকে আসছে। সুতরাং স্মল ইন্ডাস্ট্রিতে বহু লোক কাজ করছে, অল্প আয় হচ্ছে বিগ ইন্ডাস্ট্রিতে, বহু আয়, যার অনেকটাই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সামান্য কিছু অংশ পাচ্ছে, উম্বৃত্ত ছিটেফোঁটা পাচ্ছে-এই হ'ল আমাদের স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, বিগ ইন্ডাস্ট্রি এবং এগ্রিকালচার সেকটর এই তিনটি সেকটরএর চেহারা। এর পর, মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি

এগ্রিকালচারএ আসি, এগ্রিকালচারএর সঙ্গে ফুডএর সম্পর্ক আছে। ফুডে কি দেখতে পাচ্ছি? মাদ্রাজ, যখন অন্ধ্র থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন মাদ্রাজ ওয়াজ এ ডেফিসিট স্টেট কিন্তু এই ক' বছরে ১৯৫৮-তে তারা ৪০ পার্সেন্ট প্রোডাকসন বাড়িয়ে শুধু সেল্ফ-সাফিসিয়েন্ট নয় সার্প্লাস স্টেট-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে যখন পার্টিশন হয় তখন ৩০ পার্সেন্ট ডেফিসিট ছিল, আজও ডেফিসিট হয়ে আছে সার্প্লাস তো দূরের কথা এখন ৯ লক্ষ টন খাদ্যে ডেফিসিট হয়ে রয়েছে। কারণ কি? কারণ হ'ল আমরা রিভার ভ্যালি প্রোজেক্ট-এ প্রচুর খরচ করেছি—১৪০ কোটি টাকার মত রিভার ভ্যালি প্রোজেক্টএ খরচ করেছি কিন্তু সেটা করে যতটুকু ইরিগেশনএর ব্যবস্থা করেছি সেটুকুও ব্যবহার করতে পাচ্ছি না। আর কি দেখতে পাচ্ছি? ৭১ পার্সেন্ট টু ৮০ পার্সেন্ট ক্রপ এরিয়ার ভিতর ৬০ পার্সেন্টই প্যাডি কাল্টিভেশনএ রয়েছে এবং তার ভিতর ৬৪ পার্সেন্ট আমন কাল্টিভেশনএ রয়েছে কাজেই ডাবল ক্রপিং ট্রেবল ক্রপিংএ আমরা ক্রপ প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে পারি নি যার ফলে আমাদের ফুড বাড়ে নি—২২ পার্সেন্ট ইরিগেটেড এরিয়া ১৯৫৪-৫৫-তে ১৫ পার্সেন্ট ডাবল ক্রপ এরিয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছি এই অবস্থা যদিও পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাই ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে ব্যাঙ্ক এ্যাডভান্স ফর রাইস এ্যান্ড প্যাডি পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল—৩,৫৭,০০,০০০ টাকা।

[4-40—4-55 p.m.]

১৯৫৮ সালের এপ্রিলে ব্যাঙ্ক এ্যাডভান্স বেশি হয়েছিল, মধ্যপ্রদেশে ৩·৩১ কোটি, মাদ্রাজে ২·৪০, অন্ধ্রে ৩·৫১ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৩·৫৭ কোটি। এতে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে দেখছি ফেমিন বাজেট স্ফীত হচ্ছে, ১৯৫৩-৫৮ সাল পর্যন্ত এই ৬ বছরে ২৫ কোটি টাকা ফেমিন বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরচ করেছেন। মনে হচ্ছে যেন ফেমিনের জন্যই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন। এবং এরজন্যই ফেমিন বাজেটে ২৫ কোটি টাকা খরচ এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ফর ফেমিন হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

ল্যান্ড সিস্টেমের পরিবর্তনের পরিণতিতে ডাইরেক্ট রিলেশন টিলারএর সঙ্গে ল্যান্ডএর হবে। কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি

It is a far cry from the tiller of the land.

সেখানে এই দুইয়ের মধ্যে ব্যারিয়ার বাড়ছে ছাড়া কমছে না। জমিদারী দখল আইন পাশ হয়েছে এবং চালুও হয়েছে কিন্তু সেখানে জমি অনেক বেনামীতে চলে গেছে। আরও মজার কথা—যেখানে জমি ভেস্ট করেছে সেই জমি থেকে টাকা বা ক্রপ শেয়ার জোতদাররা জোর কোরে আদায় কোরে নিচ্ছে। গত ৫ বছরের যে হিসাব দিয়েছেন বিমলবাবু, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ৬ লক্ষ একর জমি যা গভর্নমেন্টের হাতে আসবে তা কৃষকদের দিতে গেলে ২৫ বছর লাগবে। কারণ গত পাঁচ বছরে উদ্বৃত্ত জমির মাত্র শতকরা বিশ ভাগ সরকারের হাতে এসেছে। আর ডেভেলপমেন্টএর নামে মাথাপিছু ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়েছে ১৯৫১-৫২তে রুপিস নাইন ফোর এ্যানাস এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১·৫৬ হয়েছে সেকেন্ড ফাইন্যান্স কমিশন রিপোর্টে দেখা যায়। আবগারী ফার্স্ট প্ল্যানে ৬৭·৭০ কোটির মধ্যে ৪১·৬৫ কোটি টাকা দিয়েছে এবং সেকেন্ড প্ল্যানে সেটা বেড়ে হয়েছে ৮১·৩১ কোটি টাকা। এডিশনাল ট্যাক্সেশন ১৪ কোটি তোলার কথা ছিল, এখন বড়াই কোরে বলছেন ৫৩ কোটি টাকা তুলবেন। তার মানে ট্যাক্স বাড়বে তা সহজে বুঝতে পারেন। কাজেই ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার যদি বন্ধ না হয়—যেমন ডীপ সী ফিসিং, যেমন সল্ট লেক,—তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা পরিবর্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। "ডীপ সী ফিসিং সম্বন্ধে ইউনাইটেড নেশনএর ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচারএর অভিজ্ঞ এক্সপার্টএর চিঠি এসেছে নাইন্থ এবং ফোরটিন্থ সেপ্টেম্বর সেই এক্সপার্ট ডাঃ রায়কে লিখেছিলেন এবং আসল কারণ দেখিয়েছেন যে এই জাহাজগুলির স্কিপারেরা

incapable, lazy and cunning.

এবং স্কিপার্স না বদলালে হবে না, আর সারা বছর—

all round the year fishing.

না করলে এবং দূরে গিয়ে ডীপ সী-তে, ২৫ ফ্যাদমএ নয়, ২,০০০ ফ্যাদমে না গেলে হবে না। তাই আজকে জিজ্ঞাসা করছি আজকে থার্ড প্ল্যানএর কথায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন

"নো হল্ট" কিন্তু আজকে সেন্টার থেকে ৭·৬৪ কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্সের শেয়ার আসছে; আর ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার পি, ডি, সুব্রহ্মণ্যম পশ্চিম বাংলা থেকে ১৯৫৮ সালের জন্য ৬০ কোটি টাকা তুলে নিয়ে যাবেন বলেছেন। কাজেই "রিসোর্সেস" নাই একথা নয়, রিসোর্সেস আছে, কিন্তু রিসোর্সেস স্কোয়ান্ডার্ড হচ্ছে, সেই স্কোয়ান্ডার্ড হচ্ছে এগ্রিকালচার সেকটরে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকটরে। কোন সেকটরই অগ্রসর হচ্ছে না। এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনএর পরিণতি দেখে এই বিলের বিরোধিতা করছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার! কার কাছে বলব? আমেদ সাহেব আছেন, তিনি ঘুমুচ্ছেন। আর কেউ তো নেই. বলে কি হবে? স্যার! আমাদের পার্লামেন্টে এই নিয়ে স্পীকার মিনিস্টারদের সম্বন্ধে বলেছেন।

Mr. Speaker: I am glad that you have drawn my attention to it.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্যার! আপনি তো সব কথায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা "সাইট" করেন। এটা তো মোস্ট ইরেগুলার হচ্ছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Even the Chief Whip is not there.

Mr. Speaker: This is most irregular. I condemn this practice. I will stop the business of the House until the Ministers come. I am rising for five minutes.

[The House was then adjourned for five minutes.]

[After adjournment.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, প্রত্যেক বার বাজেটের পরে সংবিধান অনুসারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আমাদের সামনে আসে। আমরা বাজেটের আলোচনার সময় কাট মোশন দিই, কাট মোশন মুভ করে অনেক বিষয়ের আলোচনা করি কিন্তু সেসব বিষয়ে আমাদের সমালোচনার প্রতি কিছুই গ্রাহ্য করেন না, বা আমরা যেসমস্ত অভাব-অভিযোগ উপস্থিত করি সেসব বিষয়ে তাঁরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। তবুও বাজেট আলোচনাকালে বহু রকমের তথ্যাদি উপস্থিত করতে পারি, তবু আমি মনে করি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনএ কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করবার ও আলোচনা করবার আমাদের অধিকার আছে।

আমরা সকলেই জানি কলকাতা কর্পোরেশনে—সেখানকার কমিশনার যিনি ছিলেন—বি, কে, সেন, তাঁর বিরুদ্ধে একটা নো-কনফিডেন্স মোশন পাশ হয়েছে। ৩৮ জন কাউন্সিলার তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন বাকি সদস্যরা নিউট্রাল ছিলেন। তারপর তা নিয়ে কেস হয়। এবং বি, কে, সেনকে নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়। কিন্তু এই কলকাতা শহরের নাগরিকদের প্রতিনিধি-রূপে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ যে প্রস্তাব পাশ করেন, সেই প্রস্তাব অনুসারে বি, কে, সেনকে কর্পোরেশনের কমিশনাররূপে পুনরায় নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

Mr. Speaker: I have carefully looked up May's Parliamentary Practice on this point. If May's Parliamentary Practice is applicable, this is irrelevant.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমি পলিসি সম্বন্ধেই বলছি।

Mr. Speaker: That will be my ruling. The point is you all know about B. K. Basu's case—I need not dilate on that. He took his case before the Calcutta High Court and the High Court has given its own judgment. Whether

is right or wrong, the man takes his stand on the judgment and whatever consequence will follow, it follows. The Corporation is an independent statutory ody, not directly under this administration except for a very limited purpose. hat is my reading of the position.

আমি হাইকোর্টের জাজমেন্টের উপর কোন কথা বলছি না। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ মেড বাই দি গভর্নমেন্ট, কাজেই গভর্নমেন্টের পলিসির উপর আমি বলছি। যদিও জাজমেন্ট অনুসারে নিশ্চয় পুনর্নিয়োগ তিনি পেতে পারেন, কিন্তু কথা হচ্ছে যে কর্পোরেশন থেকে যার উপর নো কনফিডেন্স মোশন পাশ হয়েছে এবং দেশের নাগরিকদের যার এফিসিয়েন্সির উপর যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেখানে এইরকম একজন অ-নপপুলার লোককে সরকার কেন পুনর্নিয়োগ করেন তা বোঝা যায় না।

Mr. Speaker: The Corporation resolution was the subject-matter of a judicial determination. He was never removed.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলছি না। আমি এখানে কর্পোরেশন এবং রেট পেয়ারদের মতই বলছি।

Mr. Speaker: The question of appointment does not arise

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমি জানি কিন্তু তবুও আমি বলছি যে জনসাধারণের মতামতকে বিবেচনা করা আর বি, কে, সেনকে সরকারের নিয়োগ করা উচিত নয়। আমি বলছি যে যেখানে একজন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে আবার বি, কে, সেনকে কমিশনার হিসাবে কাজ করতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সেইটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker: Has a Chief Executive Officer been appointed? Is that his designation?

Sj. Hemanta Kumar Basu :

হাঁ।

Mr. Speaker : Though it was an Administrator.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে নাগরিকদের যা মত এবং কর্পোরেশনের নো-কনফিডেন্স মোশনের যে মত সে দিক থেকে বিবেচনা করে সরকারের আবার তাঁকে কাজ করতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তারপর কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা আগে সব বড় বড় লোকের ছেলেরা হতেন কিন্তু এখন সব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কাউন্সিলার হচ্ছেন। কাজেই সেদিক থেকে কর্পোরেশনের আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যাতে আমরা এম, এল, এ,-রা যেমন অ্যালাউন্স পাই সেইরকম কাউন্সিলাররা যাতে ঐরকম একটা কিছু পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

এরপর আমি হাওড়া হাসপাতালের একজন ভাল গাইনোকোলজিস্ট-এর কথা বলব। তিনি সেখানকার ভিজিটিং সার্জেন ছিলেন। সিলেকশন কমিটি তাঁকে রেকমেন্ড করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে একজন কংগ্রেসের তাবেদারকে কেন যে নিয়োগ করা হল তা বুঝতে পারা গেল না।

Mr. Speaker: I am reading a passage from May's Parliamentary Practice—at page 724—payments charged on the Consolidated Fund, the expense of actions at law, and alleged miscarriages of justice and the action of magistrates were held to be irrelevant in relation to an Appropriation Bill.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমি য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি সম্বন্ধে বলছি। পাবলিক হেল্থে সেখানে প্রথমে দ্যুটো ডিভিশন ছিল—একটা ইস্ট, একটা ওয়েস্ট—এখন সেটাকে ৯টা ডিভিশনে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ডিভিশনের কোন কাজ নেই। অর্থাৎ যেমন রিলিফ ডিভিশন, ডিজাইন ডিভিশন ইত্যাদি ডিভিশনের কোন কাজই নেই এইভাবে ডিভিশন ভাগ করার ব্যাপারে ৮ লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে গেছে। অল্পদিন হল আর ডবলিউ এস-কে দ্যুটো ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছে। প্যর্বে এই কাজ যারা স্যুপারভিশন করত তাদের সেই স্যুপারভিশনের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ পড়ছে। ৩৪৭টা টিউবওয়েল ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সংবাদপত্রে কোন নোটিশ না দিয়ে কন্ট্রাক্ট আহ্বান করা হয় এবং এই কন্ট্রাক্ট আহ্বান করার ক্ষেত্রে থার্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টরেরা কোন রকম প্রতিযোগিতা করবার স্যুযোগ পায় নি। টেন্ডার ওপেন করবার কোন তারিখ দেওয়া হয় নি এবং সেই টেন্ডার ওপেন করবার সময় কন্ট্রাক্টরেরা সেখানে হাজির থাকতে পারে নি, তাদের আহ্বান করা হয় নি। ১৬-২-৫৯ তারিখের টেন্ডার ১৯-২-৫৯ তারিখে এবং ১৭-২-৫৯ তারিখের টেন্ডার ২৪-২-৫৯ তারিখে খোলা হয়। টেন্ডারের ব্যাপারে এমনভাবে ম্যানিপ্যুলেশন করা হয়েছে যাতে ভাল লোক কন্ট্রাক্ট না পায়। থার্ড ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টরের রেট দেখলে ব্যুঝা যাবে যে সেকেন্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টরের রেট এবং থার্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টরের রেটের মধ্যে প্রতিটি টিউবওয়েলে সাইট ভাল হওয়া সত্ত্বেও ৮০-৮৫ টাকার তফাৎ। কাজেই ২২০টা টিউবওয়েল ৮০-৮৫ টাকা বেশি রেটে তাদের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় এবং ২২০টা টিউবওয়েল কয়েকটা কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে বিলি করা হয়। এর পর থার্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টরদের দিয়া অনেক কাজ করানো হয়েছে। ৩৪৭টা টিউবওয়েল ২৬ জন কন্ট্রাক্টরের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ৩১শে মার্চের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে কিন্তু ঐ তারিখের মধ্যে ½ ভাগ কাজও শেষ হবে না। এখানে একজন কন্ট্রাক্টরকে দ্যুটো ফার্মের পক্ষ থেকে দ্যুটো কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, দ্যুজন কন্ট্রাক্টরকে চারটা নামে কাজ দেওয়া হয়েছে। এন, বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানী এবং হাওড়া টিউবওয়েল এই দ্যুটো নামে বহ্যু কাজ দেওয়া হয়েছে। এ'রা ন্যুতন পাইপের পরিবর্তে ২০ হাজার ফ্যুট প্যুরাণো পাইপ দিয়েছেন।

Sj. Beni Chandra Dutt:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এক পক্ষাধিককাল যে বাজেট আলোচিত হয়ে গ্যহীত হয়েছে তার য়্যাপ্রোপ্রিয়েশনের জন্য যে বিলটা উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি প্রথমেই বলবো পশ্চিমবঙ্গের যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আমাদের গঠনম্যুলক ও উন্নয়ন-ম্যুলক কার্যের জন্য একটা স্যুষ্ঠ্যু নীতি গ্রহণ করার জন্য যে বায় বরাদ্দ করা হয়েছে তা যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা শীঘ্র উন্নতির পথে যেতে পারবো। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা মনে হয় যে পশ্চিম বাংলার নিজের যে সম্পত্তি আছে বা সামগ্রিকভাবে তার যে সম্পদ আছে—অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক বা তার বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি তার যদি আমরা প্যুর্ণ স্যুযোগ গ্রহণ করতে পারি তাহলে হয়ত আমরা আরো দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারি।

[5-5—5-15 p.m.]

একথা বলার তাৎপর্য এই যে আমাদের সংবিধানে যে ফেডেরাল নীতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার ফলে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগ্যুলি থেকে বিভিন্ন কর আদায় করে থাকেন এবং তা থেকে কিঞ্চিৎ প্রদেশকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু বণ্টন নীতি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পশ্চিম বাংলার স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। আমাদের উন্নতি এতে ব্যহত হচ্ছে। ইনকাম ট্যাক্সএর ক্ষেত্রে দেখতে পাই ১৯৫২ সালে যে ফাইনান্স কমিশন হয়েছিল তারা নির্দিষ্ট করেছিলেন প্রদেশের জন্য ৫৫ ভাগ থাকবে এবং সেই ৫৫ ভাগ সম্বন্ধে প্রদেশের ভিতর বণ্টন নীতি হয়েছিল ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আর ২০ ভাগ আদায়ের ভিত্তিতে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে যে কমিশন বসল তাতে কিছু রদবদল হল স্টেটএর ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ করলেন, কিন্তু বণ্টন নীতি হল ৯০ ভাগ জনসংখ্যার উপর আর ১০ ভাগ আদায়ের উপর। এর কার্যক্ষেত্রে ফল দেখলে দেখতে পাই প্রথম কমিশনের সময় বোম্বে পেয়েছিল ১৭.৫ পার্সেন্ট আর দ্বিতীয় কমিশনের সময় পেল ১৫.৯ পার্সেন্ট; ইউ পি প্রথম কমিশনে পেল ১৫.৭, দ্বিতীয় কমিশনে পেল ১৬.৩ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রথম কমিশনে পেল ১১.২ পার্সেন্ট, আর দ্বিতীয় কমিশনে পেল ১০.০৮। এতেই দেখা যাচ্ছে এই যে দ্বিতীয় কমিশন হল তারা যে বরাদ্দ করলেন সেটায় পশ্চিম বাংলার ভাগ কমে গেল, ইউ পি-র ভাগ বেড়ে

গেল। এমনিভাবে ইউনিয়ন একসাইজ ট্যাক্স কমিশন-এর ক্ষেত্রে প্রথম কমিশন নির্দিষ্ট করেছিলেন যা তার মধ্যে তামাক, দেশলাই আর ডালদা প্রভৃতি জিনিস ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় কমিশন যা করলেন তার ভিতরে আরও দিলেন চা, কফি, চিনি, কাগজ ইত্যাদি। এতে যেসমস্ত আয় হল কেন্দ্রীয় সরকার তার ভিতর সমস্ত ভাগ করে দিলেন যে সমস্ত প্রদেশের পপুলেশন বেসিস-এ এটা দেওয়া হোক, এর ফলে ইউ পি পেল প্রায় ১৬ পার্সেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল ৭·৫৯ পার্সেন্ট, বিহার ১০·৫ পার্সেন্ট। এ থেকে দেখা যায় যে, যে প্রদেশ বেশি টাকা দিচ্ছে তাকে খর্ব করে যে প্রদেশের লোকসংখ্যা বেশি, আয়তন বড় তাকে সেটা দেওয়া হচ্ছে। এটাকে সুস্থ নীতি কোনমতেই বলা যায় না। আমেরিকা—সেখানে ফেডেরাল সিস্টেম আছে সেখানে কোন উন্নত প্রদেশের কাছ থেকে কিছু নিয়ে অনুন্নত প্রদেশগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এখানে শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে সেই প্রদেশ উন্নত হোক বা না হোক বিচার না করে তার কাছ থেকে নিয়ে অন্যকে দেওয়া হচ্ছে। যদি উন্নতও হয় তাহলেও তাকে খর্ব করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। উন্নতি নির্ভর করে ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের কর্মক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধির উপর। যে প্রদেশে এসব নেই অন্য প্রদেশ থেকে এনে কিছুকাল দেওয়া হয়ত সঙ্গত কিন্তু চিরকাল তাদের এইভাবে স্পুন-ফেড করে রাখা চলে না। এখানে এই যে বৈষম্য যে একজন যে উন্নত তাকে খর্ব করে অন্য যে অনুন্নত তাকে উন্নত করবার চেষ্টা এটা বেশিদিন ধরে চললে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হয়। এই যে সাম্যের নামে বৈষম্যের সৃষ্টি এর বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আর একটা কমিশন তিন বছর পরে বসবে—সেখানে যদি আমাদের দাবী ঠিকভাবে না রাখতে পারি তাহলে আবার এই অবস্থায় পড়তে হবে। তথাকথিত সাম্যের দেশ রাশিয়া- এখানেও ফেডারেল নীতি চালু আছে, কিন্তু কাজাকীস্থান, আজারবাইজান প্রভৃতি এশিয়ার ভূখণ্ডের অনুন্নত দেশগুলিকে এখনও মস্কো সমানভাবে উন্নত করতে পারে নি। কাজেই পপুলেশন বেসিস-এ যে কর বণ্টনের ব্যবস্থা হয়েছে এটা বদলানর দরকার আছে এবং আমাদের এই দাবী এখন থেকে জোরদার করে না তুলে ধরলে পরে আমরা ঠকে যাব। কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিল্পনীতি আছে সেটা দেখলে আমরা দেখব পশ্চিম বাংলায় এক পাটজাত শিল্প ছাড়া আর তাঁদের বিশেষ কিছু নেই। এখানে দু-একটি তাঁতকল ছাড়া, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ছাড়া এখানে চলবার মত কোন কাপড়ের কল দেখি না। সরষের তেল বাংলাদেশ যতটা কনজিউম করে অন কোন প্রদেশ তা করে না, অথচ সেই বাংলাকে সরষের তেলের জন্য নির্ভর করতে হয় কানপুরের উপর চিরদিন পূর্বেও বাংলার যে কল ছিল তাতে এখানকার নয় মাসের খোরাক হ'ত, কিন্তু ধীরে ধীরে কানপুরে সরষের তেলের কল বেশি হ'ল, এখানে দিনে দিনে যা ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে সেন্টার-এর কাছ থেকে আমরা বিমাতৃসুলভ ব্যবহার পাচ্ছি এবং আমাদের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। তাই বলছি আমাদের সকল দাবী এখন থেকেই পেস করতে হবে।

বাজেট সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। বিরোধীপক্ষ এর মধ্যে বহু দুর্নীতির কথা বলেছেন এবং দুর্নীতির কথা বলতে বলতে কতকগুলি এমন অভিযোগ করলেন যেগুলি অমূলক এবং ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। একজন মাননীয় সদস্য সেদিন একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন কয়েকজন অফিসার কোথায় কোথায় নিজেদের গৃহ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের প্রত্যেকের একটা পৈত্রিক ভবন পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাকে সংস্কার করে তার সঙ্গে নিজের আয়ের কিছু দিয়ে তাকে হয়ত নোতন করে করা যায়। তিনি যেসমস্ত অফিসারের নাম করলেন তার মধ্যে শ্রীসত্যেন মুখার্জি ও শ্রীপঞ্চানন বাগচী এদের নামে শুনেছি, এরা যতদূর জানি ভালভাবে কাজ করে এসেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে ঐ ধরনের ইঙ্গিত করা খুব শোভন হয়েছে বলে মনে করি না। সুবোধবাবু আমাদের চীফ সেক্রেটারীর নামে এমন অভিযোগ করলেন যে একটা শিশুর পক্ষেও তা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে এইরকম একটা ইঙ্গিত

[5-15—5-25 p.m.]

করাটা খুব শোভন হয়েছে বলে মনে করি না। যে ব্যক্তির একটু সামান্য শিষ্টাচারবোধ আছে সে অপরের কথোপকথন হা, হু দেখলে একটু সরে দাঁড়ায় আর তিনি চীফ সেক্রেটারী সম্বন্ধে বললেন যে তিনি চৌর্যবৃত্তি করে অন্যের কথোপকথন নিজের কর্ণগোচরে নেন। এটা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। তারা হাজারবার এখানে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির কথা

বলুন, যদি সত্যিকারের তা হয় তাহলে আমাদের পূর্ণ সমর্থন তাতে আছে কিন্তু এইরূপ অলীক কল্পিত অভিযোগ যদি তাঁরা আনেন তাহলে তার একটা উল্টা প্রতিক্রিয়া হয়। যেসমস্ত অফিসারদের সম্বন্ধে একথা বলা হয় তারা হয়ত ভাববেন যে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেও যদি আমাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ হয় তাহলে আমাদের এত খাটবার কি দরকার? আর একটা ফল এই হতে পারে যে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর যাদের উদ্দেশ্যে এটা বলা হয় সেটা ঐ একদা পালে বাঘ পড়িয়াছিল-র মত তারা মনে করবেন যে এঁরা তো এরকম অলীক বলেই থাকে, অতএব সত্যি ঘটনা একটা পেলেও তারা এত সিরিয়াসলি নেবে না। এজন্য আমি বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বলব তারা এখানে কোন দুর্নীতির কথা বলতে গেলে তার তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মনে সন্তুষ্টি এনে তবে এখানে প্রকাশ করলে ভাল হয়। এতে কেউ মনে করবেন না যে আমি দুর্নীতিকে ছোট করে দেখছি বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। অন্ততপক্ষে একথা আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারি যে বিরোধী পক্ষের চেয়েও আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কম অভিযোগ করি নি। কিন্তু যখন দেখি দেশের চারিদিকে একটা দুর্নীতি এবং তার একটা ছায়া আমাদের সরকারী কর্মচারীদের উপরে এসে পড়েছে তখন বাস্তবিকই আমরা দুঃখিত হই, এবং এর কি উপায় সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করি। কিছুদিন পূর্বে হাওড়ায় শ্রীহুমায়ুন কবির এসে এক সভায় বেঙ্গল টুডে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যেভাবে আমরা উন্নতি করে চলেছি সেইসমস্ত কথা বলেন এবং সভার রীতি হিসাবে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই দেশে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট-এর সঙ্গে সঙ্গে যদি মরাল আপলিফ্‌টমেন্ট না হয় তাহলে শুধু ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট-এর দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই দুটি জিনিস পাশাপাশি না থাকলে কোন দেশই উন্নতি করতে পারে না। তবে আজকে যে দুর্নীতি আছে সেটায় তিনি বলেন Let us hope it is a passing phase.

কিন্তু এই সদিচ্ছা প্রকাশ করলেই দুর্নীতি কখনও নিবারিত হতে পারে না। আজকে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের উপরেই যখন এই কর্তৃত্বের ভার এসে পড়েছে তখন এই দুর্নীতি নিবারণ করার কথা আমাদেরই চিন্তা করতে হবে এবং এর একটা সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। আমি এই কথাই বলব যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য ২টি পথ আছে। একটি হল শিক্ষার দিক আরেকটি হল কড়া শাসনের দিক। শিক্ষার দিকে আজকে যদি আমরা দেশের ছাত্রদের স্কুলের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি তারা পরে যখন বড় হবে তখন তাদের একটা নৈতিক চরিত্রের গঠন হবে। আরেকটা কথা আছে যে বাঘ মানুষের রক্ত খায় সে মানুষের রক্ত না পেলে খুশি হয় না। যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের কখনও শিক্ষা দ্বারা ভাল করা যায় না। তাদের বেলায় চাই কড়া শাসন। কিন্তু আমাদের সংবিধানে যে আইন আছে, ইংরাজের কাছ থেকে নেওয়া, সে আইনের দ্বারা কখনও তাদের শাসন করা যাবে না।

[At this stage the Hon'ble Member having reached his time limit resumed his seat.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি মেজ পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস দেখিয়েছেন এবং আমাকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি সম্পর্কে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবার জন্য অনুরোধ করেছেন। বেণীবাবু আমাদের অনুরোধ করলেন, দুর্নীতির যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে কংক্রিট তথ্য টথ্য জেনে যেন তা পেস করি। বেণীবাবু কংগ্রেস পক্ষের বন্ধু, আমরা তার কথা ফেলতে পারি না সেজন্য আমি কয়েকটি ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতির কথা দ্বারা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি কোন্‌ ভিত্তির উপর চলে সেটা পেশ করছি। আনন্দের কথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এসেছিলেন—এখন তিনি আছেন কিনা জানি না। আমি প্রথমে বিমলবাবুর ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কেউ কিছু বলে না তাই সেটা নিয়ে আরম্ভ করছি, তারপরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশায়, তারপরে মুখ্যমন্ত্রী মশায় সম্বন্ধে বলবো। ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন-ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে যে অভিযোগ পেয়েছি তাতে ইর‍্যাটিক অ্যাসেসমেন্ট অব ভ্যালুয়েশন অব ল্যান্ড মারফৎ প্রচুর টাকা এদিক ওদিক হচ্ছে। আমি শুধু দুটো উদাহরণ দিচ্ছি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিস অ্যাট ক্যালকাটা শহীদনগর কলোনীতে, মৌজা ঢাকুরিয়া—সেখানে ৬২০ টাকা করে কাঠা দাম ধার্য করেন অথচ কালেকটর ২৪-পরগনা সেম

ক্লাস অব ল্যান্ড ৬০ টাকা করে কাঠা ধার্য করেন এবং এ দুটোই ১৯৪৬ সালের দাম। আবার দেখুন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিস, আলিপুর, বাপুজী কলোনী, মৌজা ঢাকুরিয়া এবং সালিমপুরে কারেন্ট মার্কেট রেট, ১৯৫৩, ২৫০ টাকা করে কাঠা ধরেছেন অথচ ক্যালকাটা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিস ল্যান্ড ভ্যালুয়েশন করেছেন সেই কলোনীতে ১৯৪৬ সালে ৫৮৪ টাকা আর ১৯৫৩ সালে ধরা হয়েছে ২৫০ টাকা। এ বিষয়ে সম্প্রতি সেক্রেটারী, আর আর ডিপার্টমেন্ট, এই যে ১৯৪৬ সালে দর ধরেছে ৫৮৪ টাকা—এ বিষয়ে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মেম্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ডি ও লেটার নম্বর ১৯৭২, ডেটেড ২৬-৬-৫০ তারিখে কিন্তু কোন অ্যাকশন নেওয়া হল না। এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন কেবিনেটএ যে, এটা অ্যান্টি-করাপশন সাব-কমিটিতে দিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বিমলবাবু, এক ভদ্রলোক অ্যাডিশনাল মেম্বার, বোর্ড অব রেভিনিউ, এই ভদ্রলোক রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার, এই কেসগুলি চেপে রেখেছেন। স্যার, বিমলবাবুর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার তার মনোভাব যা তাতে যেন তিনি এসব বিষয় কনাইভ করছেন। তা যদি না হতো তাহলে নিশ্চয়ই এ নিয়ে তিনি কিছু এনকোয়ারি করতেন। তারপর স্যার, নন্দন কলোনীতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার প্রায় ৮ লক্ষ টাকার একটা স্কীম করেন সেটা বেড়ে ১০ লক্ষ টাকা তারপরে ৩১ লক্ষ টাকা হল। অথচ বিমলবাবুর ওখানকার এই ডিপার্টমেন্টএর কোন অফিসার নোট দিয়েছেন যে এটা অ্যান্টি-করাপশনে পাঠান হোক কিন্তু সে নোট চেপে রাখা হয়।

এবার প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশায়কে বলি ডিরেকটর অব রিহ্যাবিলিটেশন অমল চ্যাটার্জি এখানে তিনি আসবার আগে ১½ লক্ষ টাকা মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বলা ঠিক হবে না, অপসারিত করেছেন through fishy dealings with contractors.
এ ব্যাপার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে যায় এবং তাকে তারা গিল্টি বলে। এখানে আসার আগে এই ভদ্রলোক ফুড ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। একে দোষী বলে গভর্নমেন্টের পারমিশন চাওয়া হল এরেস্টের জন্য কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাকে প্রোটেকশন দেওয়া হল এবং কেস চেপে দেবার

[5-25—5-50 p.m.]

চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রফুল্ল সেন মহাশয় নিজে পার্সন্যালি ইন্টারেস্টেড আছেন, এই কেস সম্বন্ধে, শম্ভু ব্যানার্জির সম্বন্ধে বলেছি কি রকম এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছে।

Proccedings pending against Subdivisional R.R.O.

সাবডিভিশনাল রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার বিনয় চক্রবর্তী তাঁর বিরুদ্ধে প্রসিডিংস বলছে, তাঁকে ডিস্ট্রিক্ট আর, আর, ও, করা হল; শ্রী এন, বি, মুখার্জি, এ্যাসিস্ট্যান্ট আর, ও, গুরুতর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে যার তদন্ত হচ্ছে তাঁকে আর, ও, করা হল তদন্ত চলা কালে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সকলের উপরে। সেদিন বিধানসভায় সুনীল দাস মহাশয় কোক্ ওভেন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে কতকগুলো জিনিস জানতে চাইলেন যে রৌরকেল্লায় ও ভিলাইএ ও দুর্গাপুরে যখন স্টীল প্ল্যান্ট হয়েছে তখন ঐ দুর্গাপুর কোক্ ওভেন প্ল্যান্টের প্রোডাক্ট যা হবে তার কি হবে? তাহলে সেটা বাজারে বিক্রী হওয়া সম্ভব হবে না। তখন তিনি বিধানসভায় বলেছিলেন যে তিন বছরের জন্য ঐ দুর্গাপুর কোক্ ওভেন প্ল্যান্টএর প্রোডাক্ট বিক্রীর সম্বন্ধে প্যাক্ট হয়ে আছে, অনেক পার্টি এপ্লিকেশন করেছিল তার মধ্য থেকে ৩-৪টা পার্টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ডীলিংস হয়েছে। স্যার! ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রিসিট হবে বলে দেখিয়েছেন, এবং তিন বছরে তাহলে প্রায় এই ৫ কোটি টাকায়-প্রোডাক্ট কোন্ কোন্ পার্টির সাথে চুক্তি করা হয়েছে তাদের নামগুলো জানতে চাই। এবং ঐ যে নেগোশিয়েশন হয়েছে ঐ নেগোশিয়েশন করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর অতি প্রিয় শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য নামের এক ভদ্রলোক। ঐ কয়েক কোটি টাকার চুক্তি যে করা হয়েছে তার জন্য কত মোটা অংশ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পকেটে গিয়েছে, কত কোরে কে তার ভাগ পাবে জানি না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি জানান তাহলে বাধিত হব।

তারপর স্টেডিয়ামএর ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলতে চাই। স্টেডিয়ামএর বহুবার বহু কথা হয়েছে। যাঁরা ক্রীড়ামোদী, খেলা দেখবার জন্য তাঁদের লাঞ্ছনার কথা—বিশেষ কোরে ফুটবল খেলার সময়—তা সবাই জানেন। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও বলা হয় যে খেলার মান উন্নয়নের জন্য তাঁরা নানা রকম চেষ্টা করছেন এবং সেজন্য সাহায্যও করবেন। কিন্তু সে বিষয়ে আন্তরিকতা কোথায়? বোম্বাইয়ে দুটো স্টেডিয়াম আছে, মাদ্রাজে এক স্টেডিয়াম আছে, দিল্লীতে ৪টা স্টেডিয়াম আছে, এমন কি অনুন্নত উড়িষ্যা প্রদেশেও একটা স্টেডিয়াম আর ছোট্ট যে কেরালা যাকে নিয়ে ও'রা প্রায়ই বিদ্রূপ কোরে থাকেন, সেই কেরালা রাজ্যেও রেকর্ড টাইমএর মধ্যে একটা স্টেডিয়াম হয়েছে। এমন কি ঢাকা—যে ঢাকায় পার্টিশনের আগে একটাও ছিল না—সেখানে পি, টি, আই, (রয়টার)-এর রিপোর্টে দেখছি সেখানে খেলা হচ্ছে ইন এ বিউটিফুল স্টেডিয়াম। স্যার! আজকে কি টাকা পাওয়া যায় না? টাকা পাওয়া যেত বা যায় যদি সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম চেষ্টা হত। আই, এফ, এ, সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন যে আই, এফ, এ, কত টাকা আয় হয় এবং কত টাকা তাঁরা খরচ করেন। ১০-১৫ বছরের টাকাটা বাঁচাতে পারলে ৬-৭ লাখ টাকা হতে পারে। আর ৩-৪ লাখ টাকা দিলে সেই টাকায় স্টেডিয়াম করা যেতে পারে, কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হচ্ছে আই, এফ, এ-র গভর্নিং বডির মেম্বর এবং স্পেশাল সেক্রেটারী এবং ক্লাব অথরিটি এবং হেডওয়ার্ড কোম্পানী। সুতরাং এদের জন্যই তা সম্ভব হয় না। অথচ পৃথিবীর কোথাও এরকম হয় না যে ক্লাবের খেলোয়াড়েরা খেলবে এবং পার্মানেন্টলি একটা কন্ট্রাক্টর ফার্ম—

They will reap the harvest.

এ জিনিস হতে পারে না। কি কারণে আজ গভর্নমেন্ট এই স্টেডিয়াম করবার জন্য এগিয়ে আসছেন না? কারণটা কি যে শতকরা ২০ ভাগ এমিউজমেন্ট ট্যাক্স হবে বলে হয় না? আজকে কেবল মেজর স্পোর্টসই ভারতবর্ষে হচ্ছে তা নয়, মাইনর স্পোর্টসও হচ্ছে বক্সিং, রেসলিং, বাসকেট বল, টেবল টেনিস—এসবও রয়েছে। কিন্তু এখানে যেরকম ট্যাক্স এরকম ট্যাক্স, বিহারে, মাদ্রাজে, বম্বেতে, কেরালাতেও নাই; সুতরাং আজকে আমার বক্তব্য এবং প্রস্তাব হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে ইমিডিয়েটলি ঐ গ্রীন স্ট্যান্ডগুলো নেওয়া হউক, এবং গভর্নমেন্ট বোর্ড করুন

With the representatives of sportsmen, Government legislators and public men.

আর মুখ্যমন্ত্রীকে বলব উনি এগিয়ে আসুন, এবং প্রয়োজন হয় উনি বেঁচে থাকতে থাকতে বিধান স্টেডিয়াম নাম কোরে একটা স্টেডিয়াম করতে এগিয়ে আসুন। তাহলেও যদি স্টেডিয়াম হয় ত তাও ভাল।

শেষে একটা কথা বলব। আমি মধ্য কলিকাতা থেকে নির্বাচিত হয়েছি। সেইজন্য কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব সম্বন্ধে বলতে চাই, সেখানে অলিম্পিক স্ট্যান্ডার্ডএ করার জন্য

50 metres track with a diving board fixed and spring

সেই রকম হওয়া প্রয়োজন। তাহলে বাংলাদেশে সাঁতারের এবং সাঁতারুর মান উন্নয়ন করা যেতে পারে, এবং তারজন্য স্যার! মাত্র ৫০ হাজার টাকা খরচ। সেটা উত্তরের দিকে কলেজ স্কোয়ারে হলে সমস্ত সাঁতারু সকলেই সেটা ইউজ করতে পারবেন। অবশ্য নর্থ ক্যালকাটায় হেদুয়ায় একটা আছে, কিন্তু সেটা ক্লাব প্রপার্টি, তাঁরা নিজেরা করেছেন। সেইজন্য আমি এই দাবী জানাব যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করলে আজকে বাংলাদেশের সাঁতারুদের মান উন্নয়ন করা যেতে পারে, এবং অন্য প্রদেশের সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হতে পারে। সেইজন্য এই প্রস্তাব করছি। এপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্বন্ধে বলি যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি যে কিরকম দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনাস্থা তা অন্য বক্তারা প্রমাণ করে দিলেন।

এই বলে আমি বিলের বিরোধিতা করছি।

[The House was then adjourned for fifteen minutes]

[After adjournment]

[5-50—6 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, য়্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলের কথা বলতে গেলে ল' অব য়্যাসোসিয়েশান বলে একটা কথা আছে সাইকোলজিতে, তাতে য়্যাপ্রোপ্রিয়েশানের সংগে মিস-য়্যাপ্রোপ্রিয়েশান কথাটা এসে পড়ে। আমি অবশ্য মিস-য়্যাপ্রোপ্রিয়েশান কথাটা বলছি না। কিন্তু য়্যাডমিনিস্ট্রেশানের পলিসি যেভাবে বটমলেস পিট-এ চলেছে তাতে কোথাকার টাকা কোথায় যে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। শুধু যে টাকা চলে যাচ্ছে তা নয়, তার পেছনে যে দৃষ্টিভংগী আছে সেই দৃষ্টিভংগী যে কতখানি গণতান্ত্রিক মতসম্মত সেটাই আপনার কাছে আমি তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই বলতে হয় যে, পশ্চিম বাংলা সরকার এবং প্রধানতঃ তার মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা ভালবাসেন না। স্বাধীনতা ভালবাসেন না বলতে অন্যদিক ধরবেন না অর্থাৎ "স্বাধীনতা পত্রিকা" তিনি ভালবাসেন না। ১৯৪৮ সালে তিনি এর অকালমৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে রায় বেরুবার পর তাঁকে এ-বিষয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন জ্যোতিবাবু স্বাধীনতার রোটার প্রেস যে আছে তার জন্য তথ্য নিতে গিয়েছিলেন, যে কোম্পানী প্রেস সেট আপ করবেন, কোথা থেকে টাকা হল ইত্যাদি সব বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে যা হচ্ছে তাতে আর গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। এই দুই মাস আগে যে বাড়ীতে স্বাধীনতার আফিস করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, বাড়ীর মালিকও বাড়ী দিতে রাজী হয়েছিলেন, সেই বাড়ীটা ছিল রিসিভারের হাতে। কোর্টে এই বাড়ীটা সম্বন্ধে খবর নিতে গেলে মালিক দেখে যে মুখ্যমন্ত্রী খবর পেয়ে আজ ৩ দিন পূর্বে যাতে সেটা স্বাধীনতার বাড়ী না হয় তার জন্য সেই বাড়ীটা রিকুইজিশান করার অর্ডার দিয়েছেন এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের নামে। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে সমস্ত তথ্য আমি বাজেটের সময় বলেছি। বাহু রাক্ত তেসা মন্ত্রী শনির হাত দিয়ে এডুকেশানের নামে যে কি কাজ হচ্ছে সে-সব আমি সেদিন বলেছিলাম। এই বাড়ীটা রিকুইজিশান করা হচ্ছে অর্থাৎ গৃহচ্যুত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাধীনতা পত্রিকার সংবাদ যে কতখানি গণতন্ত্রের সংগে মিল আছে সেটা আপনারাই বিচার করবেন। তাঁরা গণতান্ত্রিকসম্মত সমালোচনাই করেন। সমালোচনাকে টুটি টিপে মারার চেষ্টা জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালীতে মুসোলিনীর সময় হয়েছিল, কিন্তু আজ পশ্চিম বাংলায় তার আমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিউ দিল্লীতে যেখানে সোস্যালিজম-এর কথা বলা হয়, সেখানে করাপশান সম্বন্ধে বললে তার একটা এনকোয়ারী হয়, কিন্তু সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম বাংলায় যখন আসি তখন দেখি যে, মা কি ছিলেন আর মা কি হয়েছেন। কিন্তু এখানে দেখি যেখানে করাপসান হচ্ছে সেখানে তা ঢাকার নীতি অবলম্বিত হচ্ছে অর্থাৎ শ্রীরাধার ছিদ্র কলসীতে শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য হাত বোলাচ্ছেন। এইরকমভাবে কোন এনকোয়ারীর কথা বলতে গেলে তাঁরা চটে যান। স্বাধীনতা কাগজ সম্বন্ধে এই যে মনঃস্তত্ত্ব সেটা যে কতখানি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক সেটা আপনারাই বিচার করবেন। কারণ সমালোচনা যেখানে নির্ভীক সমালোচনা হয়, সেখানে তাকে কণ্ঠরোধ করবার জন্য যে জিনিস করা হয় সেটাকে গণতন্ত্রসম্মত বলতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা, আমি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলব। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কোন কথা আমি আগে বলি নি। এই মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে যে সমালোচনা হয়েছে তারপরে যে সেটারও কি অবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু কথা জানাতে চাই। এই বিভাগে যে কিরকমভাবে টাকা নষ্ট হচ্ছে তার খবর এবং মেডিক্যাল স্টোর সম্বন্ধে সেদিন সিদ্ধার্থবাবু বলেছিলেন, কিন্তু তারপরেও যে-সমস্ত খবর আমাদের কাছে আসছে সেই খবরগুলো আমি আপনার কাছে জানাতে চাই। এই খবর আমাদের খবর নয়, এই খবর দিচ্ছেন ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস, জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এটা October, 1958 letter, Memo. No. Accounts 97A—D—2—56|1. এবং লিখছেন সেক্রেটারী, বাঙ্গুর হসপিট্যাল, মিঃ জি, বি, সেনগুপ্তকে। সেখানে টাকা বেশ

ভালভাবেই তদ্রূপ হচ্ছে—অবশ্য এটা চিরকালই হয়ে আসছে এবং সকল জায়গাতেই হচ্ছে। তাঁর চিঠির কপি আমার কাছে আছে, কিন্তু সব পড়বার সময় নেই বলে দুটো জায়গার কথা পড়ে দিচ্ছি। একা জায়গায় আছে—

very unsatisfoctory state of affairs

এবং আর এক জায়গায় আছে—

A heavy loss of Government revenue was detected due to defalcation and otherwise during period 1st September, 1957, to 30th April, 1958. So the Secretary concerned cannot exonerate himself from the responsibilities for the loss of Government's money at Bangur Hospital. Accounts audited in September, 1957 pointed to serious irregularities but no action was taken. Issue of fresh receipt books freely and frequently to ward-masters for collection of hospital charges without satisfying that the previous receipt books had been exhausted and counterparts returned. The issue and use of more than one receipt book at a time provided scope for misappropriation of Government money. You did not ensure that the realisation made on the receipt books previously issued by you were fully credited to Government account. It would appear that you failed to perform the functions of the Secretary properly. You are requested to show cause why you shall not be held responsible for the same and disciplinary action as will be deemed necessary by this Directorate should not be taken against you. Reply to reach Directorate not later than 21st November, 1958.

আমি জিজ্ঞাসা করি এই সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে? এই তো গেল বাঙ্গুর হাসপাতালের অবস্থার কথা। এবার আমি গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল স্টোরসের কথা বলব। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস-এ মিহির মুখার্জি বলে একজন কর্মচারী আছেন, তাঁকে ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট ট্রান্সফার করবার অর্ডার দিয়েছিলেন এবং এ-বিষয়ে গভর্নমেন্ট অর্ডার হয়েছে ২৯শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু মাত্র পরশুদিন তাঁকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। যেখানে মন্ত্রিমহাশয় অর্ডার দিয়েছেন ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে। কি কারণে এ জিনিস হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই। এইরকম আরও ৩ জন ব্যক্তি আছেন, তাঁদের নাম হচ্ছে কুমুদ দাস, সুবোধ রায় এবং সুহাস ঘোষ এবং এই ৩ জন সম্বন্ধে এবার বলি। তাঁদের যখন ট্রান্সফার অর্ডার হয়েছে ইমিডিয়েটলি তাঁদের ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু এই মিহির মুখার্জীর ক্ষেত্রে কে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, কে পেট্রোনাইজ করছেন, তা একটু খবর নেবেন। শুধু তাই নয়, এই মিহির মুখার্জী ছিলেন ইউনিসেফের মিল্ক পাউডার ডিস্ট্রিবিউসনের চার্জে এবং পরশুদিনের খবর হচ্ছে, পরশুদিন পুলিশ র‍্যাকসন হয়েছে এই ইউনিসেফের মিল্ক পাউডার সম্বন্ধে মিহির মুখার্জী যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তারপর আমি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কথা বলি। মেডিক্যাল কলেজে দুটো মেয়ে অ্যাপ্লিকেসন করেন ভর্তি হবার জন্য, একজন জনকরাণী উপাধ্যায়, আর একজন হানা জেকব। এই দুজনই সিলেকসন কমিটির দ্বারা রিজেকটেড্ হয়েছিলেন এবং তাঁরা নীলরতন সরকারে অ্যাডমিশন পেয়েছিলেন, টাকাও জমা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের নাম রেজিস্টারেও উঠেছিল কিন্তু যেহেতু তাঁরা ব্লু-ব্লাড সেহেতু তাঁদের নীলরতনে পড়বার ইচ্ছা হল না, সেই মোটা থামওয়ালা মেডিক্যাল কলেজে তাঁদের যেতেই হবে। এই কারণে তাঁদের রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আনাগোনা আরম্ভ হল। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে স্পেশাল অর্ডার গেল মেডিক্যাল কলেজে দুটো অ্যাডিসানাল সিট ক্রিয়েট করার জন্য এবং অর্ডার গেল এই দুজনকে ভর্তি করা হোক। মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী রাইটার্স বিল্ডিংস-এ লিখে পাঠালেন এটা নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার কারণ রিজেকটেড ক্যান্ডিডেট ভর্তি হয় না, যদি কাউকে ভর্তি করা হয় তাহলে ওয়েটিং লিস্ট থেকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কথামত তাঁরা ভর্তি হলেন। এখানে কতগুলি বে-আইনী কাজ হয়েছে শুনুন। প্রথম জিনিস হচ্ছে রিজেকটেড ক্যান্ডিডেটদের ভর্তি করা হল; দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে তাঁরা নীলরতন সরকারে ভর্তি হয়েছিলেন, ভর্তি হবার পর অন্য কলেজে যেতে গেলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হয়; তৃতীয় জিনিস হচ্ছে সিট বাড়াতে গেলে ইউনিভার্সিটির পার্মিশন নিতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের যা কোটা তার উপর অ্যাডিসানাল সিট বাড়ানো হল কিন্তু তারজন্য ইউনিভার্সিটির পার্মিশন নেয়া হল না অথচ

এই গভর্নমেন্টই বলেন যে, তারা পলিসি নিয়ে সমস্ত কাজ করছেন, তার মধ্যে কলুষ নেই, কলঙ্ক নেই। আপনি জানেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ তাঁরা নিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, এই কলেজের উন্নতি করা হবে। সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেসন খারাপ ছিল, ম্যাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেসন ছিল কিন্তু যতদিন পর্যন্ত প্রাইভেট অ্যাডমিনিস্ট্রেসন ছিল ততদিন পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালী সেখানে কোন ধর্মঘট হয় নি কিন্তু যেখানেই গভর্নমেন্ট হাত দিয়েছেন সেখানেই এই জিনিস হয়েছে—মা-ঠাকরুন যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই সোনা ফলিয়েছেন। আপনি জানেন একমাস ধরে সেখানে ধর্মঘট হয়েছে, যে ধর্মঘট প্রাইভেট আমলে কোনদিন ছিল না। আমরা বলেছিলাম প্রপারলি, থরলি কমপ্লিট ন্যাশানালাইজেসন করা হোক কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা করেন নি। মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন পার ক্যাপিটা এক্সপেণ্ডিচার অব স্টুডেণ্ট ২৩৫ টাকার জায়গায় এক হাজার টাকা করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ১১ মাস হয়ে গেছে, কলেজ নেয়া হয়েছে, অ্যাডিসানাল ১৪ লক্ষ টাকা যে খরচ করবার কথা ছিল ফর দি ইম্প্রুভমেন্ট অব টিচিং সে জায়গায় কি উন্নতি হয়েছে? উন্নতির মধ্যে ইমারত্ তৈরী হয়েছে, কন্ট্রাক্টরের পেট ভরছে এবং দ্বিতীয় জিনিস হল যেখানে অফিসে বেশি লোক ছিল না, ৩ শো টাকা মাইনের একজন সেক্রেটারী সেখানে করেছেন। সেখানে ২২ বছরের পুরানো হেড্ অ্যাসিস্টেন্ট ১৭০ টাকায় বসে আছেন, তাঁর উপর একজন যুবককে সেক্রেটারী করে ৩-শো টাকায় বসিয়ে দিয়েছেন। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে এ-কথা জানেন যে, সেখানকার এমপ্লয়ীজরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছেন এবং সেটা যেহেতু ট্রাইবুনালে আছে সেহেতু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না কিন্তু আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই যে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ১৪ লক্ষ টাকা অ্যাডিসানাল খরচ করা হবে ছেলেদের উন্নতিকল্পে—পার ক্যাপিটা এক্সপেণ্ডিচার অব স্টুডেন্ট বাড়াবার জন্য সেটার ব্যাপারে এই ১১ মাসে কতদূর কি হয়েছে তার হিসাব চাই। তারপর সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের রিপোর্টে ৫৩৭ পাতায় লেখা আছে যে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট প্ল্যানিং কমিশনের কাছ থেকে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে হোল টাইম নন্ প্র্যাকটিজিং ইউনিট করবার জন্য ২ লক্ষ টাকা করে দেবেন বলেছিলেন কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট এত এফিসিয়েন্ট যে, এ-পর্যন্ত এই খবরটা কোন কলেজকে তাঁরা দেন নি এবং সেখানে কি করে শিক্ষকদের উন্নতি করতে পারা যায় নন্-প্র্যাকটিজিং করে তাঁদের মাইনে বাড়িয়ে তাঁরা যাতে সম্পূর্ণ সময়ে শিক্ষা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা কি করা যায় সে-সম্বন্ধে তাঁরা উদ্যোগী হন নি। কেবল ইমারত তৈরী করেছেন, স্কিমিং করেছেন, মেডিক্যাল স্টোর তৈরী করেছেন, যেখানে বটম্‌লেস পিট্ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা গলে গেছে।

[6—6-10 p.m.]

তারপর এই মেডিক্যাল স্টোরস অ্যানুয়েল এস্ট্যাবলিশমেন্ট- এখানে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়, অথচ আপনারা জানেন যে, সিদ্ধার্থবাবু জানিয়েছিলেন যে, লক্ষ লক্ষ টাকার মাল সেখানে অপচয় হচ্ছে এবং তার মধ্যে ৬০ হাজার টাকা ভ্যাক্‌সিন আছে তার ডেট এক্সপায়ার করেছে বলে নষ্ট হ'ল আবার নোতুন ভ্যাক্‌সিন সেখানে আনা হ'ল। ২৫ হাজার টাকা শুধু এইভাবে সেখানে নষ্ট হয়েছে। তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

Post-graduate Medical education was to be controlled under the direct supervision of the Calcutta University.

সেটা শিক্ষা দেওয়া হয় অথচ ২০ লক্ষ টাকা ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এর থেকে দিয়ে দিলেন অথচ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিনকে এ থেকে একটি পয়সাও মুখ্যমন্ত্রী দেন নি। সম্প্রতি শুনছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কিছু অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

তারপর শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখুন, বীরভূমে প্যাটেল নগরী বলে একটি গ্রাম্য-নগরী তৈরী হ'ল কম্যুনিটি প্রোজেক্ট-এর আওতায় এটা হ'ল, কিন্তু সেটা এখন ডিসার্টেড হয়ে পড়ে আছে, কেউ থাকে না। সেখানে একটি বেসিক ট্রেনিং কলেজ হ'ল, ৬০ জন ছাত্র আছে, একজন অধ্যাপক-কাম-প্রিন্সিপ্যাল আছেন, তিনি প্রিন্সিপ্যালের কাজ থেকে কেরানীর কাজ পর্যন্ত করছেন কারণ আর কোন অধ্যাপক সেখানে নেই, এমনকি কেরানী একজন তাও নেই।

বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার তিনি সেখানেও গিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতেন কারণ তাঁর আশা ছিল তিনি সেখানে প্রিন্সিপ্যাল হবেন রিটায়ার করে। এইভাবে শিক্ষার নামে সেখানে কি অরাজকতা চলছে তাই জানাতে চাই। ৪০ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল থেকে পাঠিয়েছিলেন কলেজিয়েট এডুকেশন-এর উন্নতির জন্য। তার মধ্যে খবর পেয়েছি এবং সেটা ইউনিভার্সিটির খুব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে পেয়েছি যে, একটি হিন্দু স্কুলের পাশে আর একটি বেকার ল্যাবরেটরি হয়েছে, কিন্তু যে-সমস্ত প্রাইভেট অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ আছে তাদের এই টাকা থেকে কি দেওয়া হয়েছে জানতে চাই।

পলিটিক্যাল ভিক্টিমাইজেশন-এর কথা আগেই বলেছি। শ্রীসাধনরঞ্জন মজুমদার স্পেশাল কেডার টিচার হবার ব্যাপারে ডিক্লারেশন ফর্ম-এ সই করেন নি বলে তাঁকে চাকুরী খোয়াতে হয়েছে। বর্ধমান রাজার প্রপার্টি কেনা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে, সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ার সেখানে গিয়েছিলেন, ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে তাঁর বাড়ী রিপেয়ার করতে। ইঞ্জিনীয়ার উপদেশ দিয়েছেন ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই বাড়ী রিপেয়ার না করে নোতুন বাড়ী করা ইকনমিক্যাল হবে।

জালান সাহেবের ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই। চন্দননগরে একটি ফেরি সার্ভিস হবার কথা ছিল। ১৯৫৩ সালে যাঁকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল তিনি একজন চন্দননগর মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি। ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখের মধ্যে ফেরি সার্ভিস চালু করতে হবে এবং না করতে পারলে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে ফাইন দিতে হবে এই কথা কন্ট্রাক্ট-এর টার্ম হিসাবে ছিল। ১৯-৩-৫৬-এ আমার বাজেট সেসনের বক্তৃতায় এটা বলেছিলাম; জালান সাহেব তখন বলেছিলেন আই অ্যাম নট এ্যাওয়ার অব দি এক্জাক্ট পজিসন। যখন কাট মোশন দিয়াছিলাম, তিনি বলেছিলেন আই উইল ল্ক ইনটু দি ম্যাটার। তারপর ২০শে অগাস্ট তারিখে কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম, সেখানে বলেছিলেন স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন ইত্যাদি। সবসুদ্ধ হিসাব করে দেখলাম সেখানে এই ক'বছরে ফাইন হওয়া উচিত ছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ২০০ টাকা, কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দেওয়া চলবে না, কারণ মণ্ডল কংগ্রেসের তিনি প্রেসিডেন্ট। আরও কি ব্যাপার চলে জালান সাহেবের ডিপার্টমেন্ট-এ তা বলি। ক্যালকাটা কর্পোরেশন-এর ওয়াটার অগমেন্টেশন স্কীম-এর জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কিছু টাকা দেওয়ার কথা ছিল এবং সেখানেতে চীফ ইঞ্জিনীয়ার রিপোর্ট দিয়েছেন এবং সেই রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কাছ থেকে আমরা এক পয়সাও পাই নি--নীল। কিন্তু সেই রিপোর্ট এর উপর রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ট্যাম্পার করে লেখা হয়েছে--
total sum of Rs. 20 lakhs and 50 thousand rupees was received during the year and is being sent to Calcutta Corporation.
সেই চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিশ্চয়ই এনকোয়ারি করেন নি ট্যাম্পারিং করেছে জালান সাহেবের ডিপার্টমেন্ট। এটা ফোরজারি এই চার্জ আমি করছি। এর জবাব আমি চাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, জেনারেল বাজেটে ডিমান্ড ফর গ্র্যান্টস-সমূহ পাস হবার পর এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এটা পাস হলে গভর্নমেন্ট বাজেটের টাকা খরচা করবার অধিকার পাবেন। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, যে টাকা খরচা করবার অধিকার গভর্নমেন্ট বৎসরে বৎসরে পান অধিকাংশ সময়ই সেই পরিমাণ টাকা গভর্নমেন্ট খরচ করতে পারেন না। আমাদের কাছে ১৯৫৭-৫৮ সালের কোন হিসাব এখনই নেই; কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালের খরচের যে হিসাব পেয়েছি তাতে দেখছি যে, ৪৩টি গ্র্যান্ট-এর মধ্যে ৪০টি গ্র্যান্ট-এ গভর্নমেন্ট মঞ্জুরীকৃত সব টাকা খরচ করতে পারেন নি। ১৯৫৬-৫৭ সালে দেখা যায় মোট যত টাকা বাজেটে মঞ্জুর করা হয়েছিল, তার মধ্যে ১৬·১ পার্সেন্ট খরচা না করা অবস্থায় পড়েছিল। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের খরচার হিসাব যদি দেখি তাহলে দেখব অনেক ডিপার্টমেন্টের বাজেট বাবত যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার অর্ধেক পরিমাণ টাকাই ডিপার্টমেন্ট খরচা করতে পারেন নি। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের ১৯৫৬-৫৭ সালে যে টাকা

বরাদ্দ ছিল তার ৫২·৪ পার্সেন্ট খরচা করতে পারে নি। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট ৪২·৬ পার্সেন্ট খরচা করতে পারে নি,—
Industry Department 49·3 p.c.; Cottage Industry Department 33·6 p.c.; Extra-ordinary charges, Food Department 32·2 p.c.; Public Health Department 31·9 p.c.; Agriculture Department 13 p.c.; Irrigation Department 11·9 p.c.
খরচা করতে পারেন নি। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ, তাঁরা বারাদ্দর অনুপাতে ভালই খরচা করেছেন, তবুও ১৩ পার্সেন্ট খরচা করতে পারেন নি। এই খরচা না করতে পারার প্রধান কারণ, সময়মত কাজ আরম্ভ না করা এবং স্লো প্রোগ্রেস অব ওয়ার্ক। কাজের মধ্যে গতির অভাব। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এক্সপ্যানসন-এর কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধান করা। কাজ যে সমস্ত হওয়ার কথা ছিল সে-সমস্ত এক্সপ্যানসন-এর কাজ ইমপ্লিমেন্টেড হয় নি। বাজেটে টাকা বরাদ্দ হওয়ার এই যদি পরিণতি হয়, তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাস হবার সময় আমরা সরকারকে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে সাবধান হতে বলব এবং আশা করি সরকার বাজেটিং-এর দক্ষতার একটা ভাল পরিচয় দেবেন। যে টাকা পাস হয় ডিপার্টমেন্টগুলি যেন সেই টাকা খরচ করতে পারে। মোট খরচ অন্ততঃ মোট বরাদ্দের কাছাকাছি যেন যেতে পারে। সাধারণতঃ আমরা দেখি কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট-এর সংগে জনসাধারণের দৈনন্দিন কল্যাণের খুব নিকট সম্পর্ক, যেমন জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, কুটীরশিল্প ইত্যাদি। এইসব বিভাগে বরাদ্দ-পরিমাণ টাকা ব্যয় হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ফিসারী ডিপার্টমেন্টকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই, কারণ, ফিসারী ডিপার্টমেন্ট-এর কাজের সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা এখানে হয়েছে।

[6-10—6-20 p.m.]

এ বৎসরও ফিসারী ডিপার্টমেন্টকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই। কেন না ফিসারী ডিপার্টমেন্ট-এর কাজের সম্বন্ধে অসন্তোষজনক অনেক সমালোচনা এই হাউস-এর মধ্যে হয়েছে। ডিপ সী ফিশিং প্রায় একরকম ব্যর্থ হতে চলেছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় মাছের জাহাজগুলি মাছ ধরতে যায় না, তার ফলে কলিকাতা শহরে মাছের সরবরাহ বরাবরই নৈরাশ্যজনক। মফঃস্বল অঞ্চলে ট্যাংক ফিসারী অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় চলেছে। ধীবররা সময়-কালে মাছের ডিম কিনতে পায় না, সময়-কালে টাকার সাহায্য পায় না। আমরা ফিসারী ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করবো, যে-পরিমাণ টাকা এবছর বরাদ্দ হয়েছে, সে টাকা যাতে সম্পূর্ণ এবং ভালভাবে খরচা হয় তার ব্যবস্থা যেন করেন। কৃষি বিভাগ যদিও অধিকাংশ টাকা গত বৎসর খরচা করেছে, কিন্তু যেভাবে খরচা হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। দেখা যায় যে, বৎসরের শেষের দিকেই টাকা খরচা হয় বেশী, বৎসরের সব সময় সমানভাবে টাকা খরচ হয় না। বিশেষ করে ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে নানা রকমের কলঙ্কজনক আলোচনা এই হাউসে বার বার হয়েছে, আমি সেই ফার্টিলাইজার-এর ব্যাপারে মন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষভাবে সতর্ক হতে অনুরোধ করি। কারণ, ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপারে বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম কলঙ্ক চলেছে। আমি কোন বিশেষ জেলার নাম উল্লেখ করতে চাই না। আমি বিশেষ সোর্স থেকে জেনেছি, যে-পরিমাণ ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিক্ট-এর জন্য অ্যালোটেড হয়, সেই ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিক্ট-এ খরচা হয় না। আমার কাছে বহু লোক রিপোর্ট করেছে, ফার্টিলাইজার-সংক্রান্ত দুর্নীতি সম্বন্ধে, পার্টিকুলারলি বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট যেখান থেকে আমি এসেছি, সেই ডিস্ট্রিক্ট-এ ফার্টিলাইজার-এর সদ্ব্যবহার হয় নি। ফার্টিলাইজার সৎভাবে বিলি না করে, যারা এজেন্ট, সাব-এজেন্ট আছে তারা অনেক কিছু লোপাট করে দিয়েছে। এমন কি ওয়াগনশুদ্ধ মাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে টি গার্ডেনে চালান করে দিয়েছে। আমি শুনেছি কৃষি ডিপার্টমেন্ট থেকে এই সম্বন্ধে এনকোয়ারি হচ্ছে। সামনের বৎসর এই ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপারে যাতে কোথাও কোনরকম কলঙ্ক না হয় তার জন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তত সতর্ক হতে অনুরোধ করি।

Sj. Bhabataran Chakravarty:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে সমর্থন জানিয়ে এই ব্যয়-বরাদ্দ খরচ করার নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি অবশ্য যা বলবো তা আমার জেলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে, যদিও তা সমগ্র প্রদেশের পক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে। আমার

স্থান আমার জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জমিদারী গ্রহণ আইন পাশ হবার ফলে আমাদের জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একেই এটা একটা দরিদ্রতম জেলা তার উপর আমাদের জেলার অবস্থা এমন যে, বহু লোকের মাত্র সাঁজা এবং খাজনাতে কিছু জমি জায়গা ছিল তা সমস্তই গিয়েছে। অনেকে সেই জমির আয়ের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন, অনেকে শিক্ষকতা, অফিসের চাকরী, কিছু শিল্প কাজ এবং জমির আয় এই দুই-এ কোনরকমে সংসার চালাতেন। সাঁজা চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে, অবশ্য আইন যখন এই হাউসে আলোচনা চলছিল, শেষ মুহূর্তেও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যে বিলটি ছিল, তা পরিবর্তন করে তাদের সংগত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার জন্য আমরা প্রধান মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তাদের সংগত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হলেও তাদের অনেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, তাঁদের যে আর্থিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, তাঁদের পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করে, তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি কয়েকটি সাজেসশন বা প্রস্তাব সরকারের কাছে রাখতে চাই। তাদের অবশ্য মেয়ের বিবাহ ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার, এককালীন বেশী টাকা দেবার—ব্যবস্থা এখনও আছে।

কিন্তু তারা যদি জমি খরিদ করতে চায় কিম্বা ছোটখাট ব্যবসা করতে চায়- করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে সে ব্যবস্থা যেন রুলস্-এ থাকে। রুলস যে-সমস্ত ফ্রেম করা হবে তার সম্বন্ধে এটাই বলতে চাই যে, ক্ষতিপূরণ যেভাবে আমাদের জেলায় দেওয়া হচ্ছে, রাজস্বমন্ত্রী যেভাবে দরদ দিয়ে কাজ করছেন তাতে ছোটখাট মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যেমন মেয়ে বিবাহের জন্য কিংবা অন্যান্য কাজ করবার জন্য যারা চেষ্টা করছে তাদের জন্য টাকা একসঙ্গে দেওয়া হয়। আমাদের জেলায় বহু শ্রমিক যুবক, প্রায় ৪ লক্ষের মত শ্রমিক যুবক, যাঁরা মধ্যবিত্ত, এখন তাঁদের কাজ দেওয়ার মত সঙ্গতি নাই। বিশেষ করে এই আইন পাশ হওয়ার পর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। টি, আর-এর মাধ্যমে হাজা-মজা পুকুর সংস্কার করা হচ্ছে, অনেক খাল বেঁধে কোন কোন এলেকায় জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো এগুলি স্থানীয় লোকে যদি চাঁদা দিয়ে, সিমেন্ট দিয়ে, পাকা গাঁথুনি করে স্থায়ী রূপ দিতে চায় সেই সমস্ত এলেকাকে বৃষ্টির উপর কেবলমাত্র নির্ভর করে থাকতে যাতে না হয়, সেদিকে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সমর্থন করতে গিয়ে আমি কলকাতা এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাই। কলকাতাকে ওয়াটার-সাপ্লাই, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ সম্বন্ধে কলকাতা কর্পোরেশনের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে জল-সরবরাহ ড্রেনেজের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এই সমস্ত যদি গভর্নমেন্ট নিজের হাতে না নেন তাহলে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আমরা আগে, যখন ছোট ছিলাম, সেই সময় ২।৩ তলায়ও জল পেতাম, এখন ১ তলায়ও জল পাওয়া যায় না এবং গঙ্গা-জল আনফিল্টার্ড ওয়াটার-এর ফ্লাশিং এর জল প্রায়ই থাকে না, এগুলি বিশেষ করে বস্তী অঞ্চলে জলের অত্যন্ত দুরবস্থা। বস্তীতে কলের জল যা সাপ্লাই হয় তাতে তাদের অনেক সময় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে জল নিতে হয়, এ-বিষয়ে গভর্নমেন্ট-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

তারপর কলকাতার আশেপাশে এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে, যেখানে ড্রেনগুলির যা অবস্থা; যেমন, ডুকেন্সাস রোড, ময়ুরভঞ্জ রোড, নারকেলডাঙ্গা রোড, কাশীপুর, বেলেঘাটা ইত্যাদি জায়গার ড্রেন দেখলে মনে হয় আমরা বুঝি আদিমকালে বাস করছি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমাল দিয়ে ছাড়া যাওয়া যায় না। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, বস্তীর সিল্টগুলি পুলের উপর রাস্তার উপর রেখে দেয়, রোদে শুকিয়ে তা উঁচু হয়ে থাকে। তার ফলে বর্ষার জলে সেই সিল্টগুলি ধুয়ে নর্দমায় যেয়ে পড়ে। এগুলি তাড়াতাড়ি পরিষ্কারের ব্যবস্থা যাতে হয়; আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ-এর ব্যবস্থা যদি হয়, তাহলে ঐ জায়গাগুলো ফুটপাথ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আমি এ-বিষয়ে গভর্নমেন্ট-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনে এপিডেমিক রোধ করবার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ভ্যাক্সিনেশন, ইনোকুলেশন-এর যে বন্দোবস্ত আছে তাতে লোকের খুব অভাব আছে। আমরা গত বছর

খিদিরপুরে বসন্ত রোগের সময়ে কর্পোরেশনের কাছে থেকে লোক চাইলে তারা দিতে পারে নি, গভর্নমেন্ট-এর কাছেও চেয়ে লোক পাই নি। কাজেই গভর্নমেন্ট-এর পক্ষে এই-সব বিষয়ে যাতে স্পেশাল স্টাফ রাখা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

[6-20—6-30 p.m.]

এবং আমার বক্তব্য যে কর্পোরেশনের এই-সব ডিপার্টমেন্টের উপর নির্ভর না কোরে গভর্নমেন্ট যাতে "টেক-ওভার" করতে পারেন তার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কলিকাতার খিদিরপুর, মোমিনপুর এলাকাগুলি আন-ডেভেলপ্‌ট রয়েছে। আমরা মফঃস্বলের অনেক ডেভেলপমেন্ট করছি। কিন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠের এই-সব এলাকার ডেভেলপমেন্ট হওয়া উচিত এবং মোমিনপুরে একটা গার্লস্‌ স্কুল হওয়া উচিত এবং ঐখানে একটা কলেজও হওয়া উচিত। ঐখানে কলেজ হলে বেহালা, খিদিরপুর, মোমিনপুর, আলিপুর, এলাকার মেয়েরাও উপকৃত হবে। এদিকে আমি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্যার, আর একটি বিষয়ের কথা বলতে চাই। কলিকাতার আদিগঙ্গা—টালির নালা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার নারী-পুরুষ গঙ্গাস্নান করে। আদিগঙ্গা যেভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে তাতে অল্পকালের মধ্যেই এটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এখান দিয়ে নানারকম পণ্য দ্রব্য গ্রামাঞ্চল থেকে আসে এবং নৌকাযোগে বহু জিনিস কলিকাতা থেকে সেই-সব অঞ্চলে যায়। এই গোটা টালির নালার পুনরুদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে আমি ইরিগেশন মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গভর্নমেন্ট মফঃস্বলের জন্য ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এবং সাবডিভিশন্যাল লাইব্রেরী করেছেন। কলিকাতায়ও এরকম বন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন। মোমিনপুর এলাকায় একটি ভাল লাইব্রেরীর একান্ত প্রয়োজন। এদিকে আমি এডুকেশন মিনিস্টার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে মোবাইল লাইব্রেরী এবং আবশ্যকীয় স্থানে ভাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

কো-অপারেশনের জন্য গভর্নমেন্ট ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং জনসাধারণকে কো-অপারেশন মাইন্ডেড করার জন্য চেষ্টা চলছে; এমন কি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও কো-অপারেটিভ মাইন্ডেড হওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে আপীল করছেন এবং কো-অপারেটিভ ফার্মিং গভর্নমেন্টের নূতন পলিসি হতে চলেছে। লোক কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে চায়, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, গভর্নমেন্টের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে রেজিস্ট্রি করতে হবে; সেখানেই বাধা পায়, সেখানে টাকা না দিলে রেজিস্ট্রেশন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপরে যে-সব কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, সে-সবগুলোয় অনেক গলদ আছে। কতকগুলো গলদ সম্বন্ধে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে বহু অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এদিকে কোন প্রতিকার হয় না। আমি কয়েকটার কথা বলি:—

নিউ ব্যারাকপুর কলোনি—এই কলোনিতে গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে বাস্তুহারাদের জন্য ওখানে বাস করবার ব্যবস্থা হয়েছে। গভর্নমেন্ট বহু লক্ষ টাকা খরচ করেছেন; সেখানে যারা বসেছিল তাদের সঙ্গে ওখানকার চেয়ারম্যান, যিনি আছেন, তাঁর সঙ্গে অনেকদিন ধরে মারামারি চলছে, তাঁরা বহুরকম অভিযোগ গভর্নমেন্টের কাছে করেছেন; কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের কাছেও করেছেন; কোন প্রতিকার আজও হয় নি। কিন্তু সেই চেয়ারম্যান পুলিশের সাহায্যে যারা বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের নানারকমভাবে ক্রিমিনাল কেসে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা নানারকমের ক্রিমিনাল কেসও হয়েছে, আমার কাছে লিস্টও আছে। তাতে—

Outraging modesty, cheating, assault, rape.

ইত্যাদি কেস করা হয়েছে ঐসব ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেকটা কেসে বিচার হয়ে তারা খালাস পেয়েছেন এবং একটা কেসে ম্যাজিস্ট্রেট উলটে তাঁর বিরুদ্ধে কেস করবার জন্য সুপারিশ করেছেন কিন্তু তা আজও হয় নি। সম্প্রতি কিছুদিন হল সায়েন্স কলেজের প্রফেসর ডাঃ এম, সি, মালাকারকে পুলিশের সহযোগিতায় ১০৭ ধারার আসামী করা হয়েছে।

আর একটা কথা। বহুবাজার কো-অপারেটিভ মাল্টি-পারপাস মিল্ক সোসাইটির এক্জিকিউটিভ অফিসার-এর বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ রয়েছে। এগুলির প্রতিকার না হলে যিনি কো-অপারেটিভের ডিরেক্টর আছেন উক্ত অফিসারটি তাঁর কাছে প্রশ্রয় পাচ্ছে। আমার মনে হয় ও ভদ্রলোকের সম্বন্ধে উপযুক্ত তদন্ত হয়ে তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে অন্য লোকের কাছে চার্জ দেওয়া উচিত।

[Here the member having reached his time limit resumed his seat.]

Dr. Binoy Kumar Chatterjee :

শ্রদ্ধেয় স্পীকার মহাশয়! যে সর্বাঙ্গসুন্দর বাজেট আমরা পাস করেছি, রীতি অনুসারে সেটা আজ সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে দুটো-একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই।

বাজেট ভালভাবে দেখলে দেখতে পাই যে, এডুকেসন খাতে সবচেয়ে বেশি টাকা ধরা হয়েছে। আমরা জানি যে, দেশে শিক্ষা যদি না দেওয়া হয়, দেশকে যদি শিক্ষিত না কোরে তুলি তাহলে কোনরকম উন্নতির দিকে এগুতে পারব না। তাই এডুকেসন খাতে সবচেয়ে বেশি টাকা ধরা হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই প্রতি গ্রামে প্রাইমারি এবং জুনিয়র হাইস্কুল যা করা হয়েছে তার সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার হবে। স্পীকার সাহেব' আপনি যদি কলিকাতা থেকে বাহিরের দিকে যান তাহলে দেখবেন দুধারে প্রাইমারি স্কুল কিরকম হয়েছে সেখানে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি লোক যাতে শিক্ষিত হতে পারে তার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাইস্কুল ও জুনিয়র হাইস্কুল যা হয়েছে তার সংখ্যা ৩,৫৯৫টা। তার মধ্যে আপগ্রেডেড হয়েছে ২০০ এর উপরে। আমরা ভোকেসনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি এবং প্রায় ২,৫০০ ছাত্রকে ট্রেনিং দিচ্ছি, এইসব ছেলে ভালভাবে ট্রেনিং নিলে ভবিষ্যতে আমাদের কাজ দিতে পারবে। তাতে আন্-এম্প্লয়েড কমে যাবে।

তা ছাড়া মেডিকেল খাতে আমরা যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি এবং মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট যাতে ভালভাবে চলে তার জন্য প্রচুর টাকা ধরেছি। বর্তমানে অনেক ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার করা হয়েছে এবং আসছে বছরও করা হবে। তার জন্য প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে বড় হাসপাতাল করা হয়েছে। আমাদের নদীয়া ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ সেন্টার যা করার কথা ছিল তার জন্য ১২ লক্ষ টাকা ধরা ছিল, বর্তমানে সেই টাকা ডিস্ট্রিক্ট হস্‌পিটাল-এর অনুপযুক্ত মনে কোরে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা যা নেওয়া হয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি যদি কার্যকরী হয় তাহলে নদীয়া জেলায় যে রিফিউজী প্রোগ্রাম হয়েছে, এই হস্‌পিটাল হলে তার পক্ষে অনেক উপকার হবে। আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, যাতে এই কাজ তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য যেন চেষ্টা করেন।

আর রাণাঘাট এ, জি, হাসপাতাল যে বিল্ডিং-এ অবস্থিত সেই বিল্ডিং-এর জন্য প্রায় ১,১০০ টাকা মাসে মাসে ভাড়া দিতে হয়। সেখানে একটা হাসপাতাল বাড়ী হওয়ার জন্য বহু দিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে এবং শুনছি ৭ লক্ষ টাকার মত টাকা স্যাংশন হয়ে রয়েছে। কয়েক বার জায়গা দেখে ঠিক করবার জন্য অফিসারও গিয়েছিলেন, তার কি যে হ'ল তা এখনও বলতে পারছি না। এই রাণাঘাটে এখন বহু রিফিউজী এসেছেন এবং লোক্যাল লোকও বহু রয়েছে। সেখানে ভাল হাসপাতাল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। আশা করি এই হাসপাতাল তাড়াতাড়ি হওয়ার পক্ষে মন্ত্রিমহাশয় বিশেষভাবে অবহিত হবেন।

আর একটা কথা—টি, বি, সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করেছেন তা খুব ভাল। তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আর একটা কথা বলছি যে, রাণাঘাট সাব্‌ডিভিশন্যাল টি, বি, এসোসিয়েশন-এর মারফত একটা টি, বি, হাসপাতাল তৈরী করা হয়েছে ১০টা বেড্-এর, আর ১৮টা বেড্ তৈরী হচ্ছে, সেই হাসপাতালটা গভর্নমেন্ট-এর পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য পেলে সেখানকার বহু রোগী উপকৃত হবে। এজন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আর একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। আজকে আমি নীলরতন মেডিকেল হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ছাত্রদের কাছে শুনলাম তাদের

ছাত্রাবাসগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং যে-কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া তাদের কতকগুলি দাবী আছে। মন্ত্রিমহাশয় যদি চেষ্টা করেন তাহলে দাবীগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। একটা ভাল ছাত্রাবাসের প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Durgapada Das:

স্পীকার মহোদয়! অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলকে উপলক্ষ্য করে সরকারের শাসন-নীতি এবং কার্যক্রমকে আর একবার ঝালাই করে দেখবার যে সুযোগ এসেছে সেই সুযোগ গ্রহণ করে আমি ২।১টা কথা বলতে চাই। আমি প্রধানতঃ যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের উর্ধ্ব বয়স সীমা সম্পর্কে এজ অফ সুপারয়্যানুয়েশান। সুপারয়্যানুয়েশান, রি-অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর এক্সটেনশান অফ সার্ভিস সম্পর্কে আমি প্রথমে বলে নিতে চাই। আমি বয়স-সীমা ৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বৎসর করার পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, রাইটার্স বিল্ডিংসটা হচ্ছে সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারদের একটা প্যারাডাইস। এই প্যারাডাইসের দরজা খুলে কেউ যদি একটা লিস্ট করেন তাহলে সেই লিস্ট ছোট হবে না। এই সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারদের সম্পর্কে উত্তর দেবার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এদের সকলের স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান আছে, সেই স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান থাকার জন্য কিছু সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসার রাখা হয়েছে যাতে শাসনকার্য ভালভাবে পরিচালিত হয়। আমি যে লিস্টের কথা বলছি, সেই সিভিল লিস্টের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখবেন সেখানে যতগুলো নাম তাতে তাদের সকলের খুব বড় একটা স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান আছে কিনা আমি বুঝতে পারলাম না তবে স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান বলতে যদি স্পেশ্যাল লাইকিং বলেন তাহলে আলাদা কথা। সেই স্পেশ্যাল লাইকিং যদি স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান হয় তাহলে আমরা জানি যে, শতকরা ৯০ জনের স্পেশ্যাল লাইকিং পাবার সুযোগ ঘটে না। এই-সমস্ত সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারদের ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক হচ্ছে মিলিটারী কিম্বা বাংলা দেশের বাহিরে চাকরী করতে তাঁদের নিচ্ছেন এবং নিয়ে বড় বড় কর্মকর্তার পদে এদের বসান হচ্ছে কিনা, এদের স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান যা আছে তা দিয়ে ভালভাবে ডিপার্টমেন্টকে চালান যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে-সমস্ত ডিপার্টমেন্টের ভার তরুন আই এ এস-দের হাতে দেওয়া হয়েছে সেই-সব ডিপার্টমেন্ট কি ভালভাবে চলছে না? নিশ্চয়ই ভালভাবে চলছে। আমি এরকম ২।৪ জন অফিসারের নাম করতে পারি, যাঁরা ডিপার্টমেন্টের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে আছেন অথচ তাঁরা এক্সপিরিয়েন্সড, সুপারয়্যানুয়েটেড লোক নন্। সুপারয়্যানুয়েটেড লোকের কার কি স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান আছে—স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্যন্ত এই গভর্নমেন্টের আন্ডারে কতজন সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারকে রি-অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা এক্সটেনসন অফ সার্ভিস দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে বুকলেটের মত করে একটা লিস্ট যদি সমস্ত মেম্বারের কাছে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে অন্ততঃ আর যাই-হোক না হোক, এ-পক্ষের বন্ধুদের মুখ বন্ধ করা যেত। তাঁরা যে গালভরা কথা বলেন, যে রাইটার্স বিল্ডিংসটা একটা প্যারাডাইজ ফর দি সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারস সেটা অন্ততঃ বলা বন্ধ হোত। আমি সেজন্য মুখ্য মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে নিবেদন করবো যে, কত সুপারয়্যানুয়েটেড লোককে রি-অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, তাঁদের কি কোয়ালিফিকেশান আছে, যে কোয়ালিফিকেশান না হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অচল হয়ে যাচ্ছিল, তার একটা লিস্ট যদি দিয়ে দেন তাহলে ভাল হয়। এই সমস্ত লোকের স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশান বলতে দেখতে পাচ্ছি যাঁরা তদ্বির করতে পারেন তাঁরা সুপারয়্যানুটেড হয়ে স্পেশ্যাল কোয়ালিফায়েড হয়ে যান, আর যাঁরা তদ্বির করতে পারেন না, তাঁরা স্পেশ্যাল কোয়ালিফায়েড হন না, তাঁরা ফালতু বলে গণ্য হন। তাঁদের বেলায় বলা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনাদের ৫৫ বছর হয়ে গেছে, আপনারা অকেজো হয়ে গেছেন, কত জোয়ান ছেলে আজকে পাস করে বসে আছে, সেই-সব ছেলেদের ত চাকরী দেয়া দরকার। তাদের কি করে আনবো যদি আপনাদের রি-অ্যাপয়েন্ট করি? তারপরেই আবার দেখি যাঁরা তদ্বির করতে পারেন এরকম ধরনের অকেজো লোক তাঁদের ৫৫ বছর পার হবার

পর তাঁরা রাতারাতি স্পেশ্যাল কোয়ালিফায়েড হয়ে যান–
Unavoidable for the interest of West Bengal Government.
এই অবস্থার শীঘ্র অবসান করুন। যদি সত্যিকারের কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে চান তাহলে গরীবদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের বয়স-সীমা ৫৫ থেকে ৬০ বছর করুন, এই আমার বক্তব্য।

Sj. Rama Shankar Prasad:

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में मैं सब से आवश्यक बात सदन के सामने उदाहरणस्वरूप रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सत्तार साहब जो हमारे लेबर डिपार्टमेन्ट के माननीय मंत्री हैं उन्होंने अपने ग्रान्ट के समर्थन में बहुत सी बातें अपने वक्तव्य में कही हैं। इन्होंने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि हमारे डिपार्टमेन्ट में किसी प्रकार की चोरी और बदमाशी की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इसी सदन के सामने उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि इनके वक्तव्य में वास्तविकता नहीं है। इसी बात के संबंध में इसी सदन के अन्दर माननीय सदस्य श्री देवेन सेन ने भी कहा था।

लेकिन मैं सबूत देकर बतलाना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेन्ट में किस तरह से भ्रष्टाचारिता है। हमारे जो डिपुटी चीफ इन्सपेक्टर हैं, जिनका नाम श्री बिभूति चटर्जी है, वे १८ मार्च १९४७ को डाइरेक्टर आफ राशनिंग के मार्फत काम करते थे। वहां उनको रिभर्ट कर दिया गया था। उन पर यह चार्ज लगाया गया था कि He is being reverted as his work was not found satisfactory. फिर भी कुछ पता नहीं कि ऐसे आदमी को कैसे चीफ इन्सपेक्टर के पद पर रखा गया है। इस आदमी को, जिसके नाम में अभियोग था, फिर भी उसे ऐसे जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया गया।

एक बिजनेस फर्म जो टी० बी० डी० सूर्य एण्ड कम्पनी है, जिसका कार्यालय ३५ए हजरा स्ट्रीट में है, उसके ऊपर गवर्नमेन्ट की ओर से केस किया गया था। लेकिन इसी व्यक्ति ने मालिक के साथ सांठ-गांठ करके चिट्ठी का ड्राफ्ट कर दिया। सर, इसकी चिट्ठी मेरे पास है। आवश्यक होने पर मैं दिखा सकता हूं। बिभूति बाबू ने जो पत्र ड्राफ्ट करके दिया था उसका परिणाम यह हुआ कि युक्त फर्म के मालिक को बहुत कम रुपया देना पड़ा और कम रुपये देकर उनको छुटकारा मिल गया। इस संबंध में मैं लेबर डिपार्टमेन्ट से अनुरोध करूंगा कि इसकी ओपेन इन्क्वायरी होनी चाहिए। मजदूरों की तरफ से, संगठनों की तरफ से और जनसाधारण की तरफ से यह मांग है कि इसकी जांच बहुत जल्द होनी चाहिए। दुःख की बात है कि आज तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया।

दूसरी बात मैं सिड्यूल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कहना चाहता हूं। इसकी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। मंत्री महोदय जो इस विभाग के अधिकारी हैं, केवल कागजी, कलम कार्यवाई कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि बिभूति बाबू जो इण्डस्ट्री और और और डिपार्टमेन्टों के मंत्री होते हुए सिड्यूल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राइब के भी मंत्री हैं। इनके ऊपर विशेष भार है जिसके कारण पूरा समय इस ओर नहीं दे सकते हैं। परिणाम यह हुआ है कि सिड्यूल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राइब आज भी उन्नति से वंचित हैं। उनके सुख और सुविधा की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

यहां पर इतने अधिक डिपुटी मिनिस्टर बना करके रखे गये हैं जिनके पीछे हजार-हजार रुपया खर्च होता है फिर भी इन लोगों का कोई काम नहीं है। इससे अच्छा तो यह होता कि किसी एक आदमी को पूरा भार देकर मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता तो वे अपने दायित्व को पूर्णरूप से सम्भाल पाते। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी एक को ही भारप्राप्त मंत्री बनाना चाहिए जिससे इतने अधिक डिपुटी मिनिस्टरों की आवश्यकता न रहे और कार्य भी सुचारु रूप से चलता रहे। मैं तो समझता हूं कि ट्रेजरी बेन्चों के सदस्य भी इस बात को मंजूर करेंगे। ायद भय से इस बात को कहना नहीं चाहते हैं। यही नहीं भय के कारण वे अपना ुंह इस संबंध में नहीं खोल पाते हैं। लेकिन यदि वे उचित समझते है तो उनको स बात को अपनी पार्टी के अन्दर अवश्य रखनी चाहिए।

१९५५ में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने शाप स्टेबलिशमेन्ट एक्ट के बारे में बंगाल गवर्नमेन्ट ो निर्देश दिया था। इस बारे में बंगाल गवर्नमेन्ट ने केवल आश्वासन ही दिया है रन्तु कोई काम नहीं किया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान ।

तीसरी बात जो बहुत ही आवश्यक है, जिसके बारे में हमने आगे भी उल्लेख किया था, वह है कालिंपोंग के संबंध में। मिर्जा साहब जानते हैं, क्योंकि वे वहां गये हुए थे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट वहां पर रेशम की खेती करना चाहती है। इसके लिए कालिंपोंग के किसानों की जमीनें ले रही है। २०, २५ आदमी जिनकी फेमिली ५० वर्षों से उस जगह पर रहती आ रही है, आज वे लोग वहां से उच्छेद कर दिए जा रहे हैं। आज उनको वहां से हटा करके सरकार उन्हें उनकी जमीन से बरखास्त कर रही है। मैंने इसके लिए पहले दरख्वास्त किया था। वहां के किसान सभा की ओर से बार-बार मांग की जा रही है कि इन किसानों की कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हो सका है। अभी तक इन किसानों का कोई प्रबंध न होने की वजह से वहां की जनता तबाही में पड़ी हुई है। मैं सरकार की दृष्टि इस ओर आकर्षित करता हूं।

उस दिन माननीय सिद्धार्थ राय ने रेडीमेड गार्मेन्ट पर जो सेल्स-टैक्स ....

(वक्ता का समय समाप्त होने के कारण वक्ता ने अपना आसन ग्रहण कर लिया।)

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Tarapada Chaudhuri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্পর্কে দু চারটে কথা বলতে চাই। বিধান সভায় প্রায়ই শুনা যায় যে, আমাদের স্টেট-এ ট্যাক্সেশন খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। আমি এটা স্বীকার করি যে, বোম্বের নীচেই আমাদের ট্যাক্সেশন-এর পরিমাণ; কিন্তু ১৯৫১-৫২ সাল থেকে যদি ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এই ট্যাক্সেশন দেখা যায় ফাইনান্স কমিশন রিপোর্টে তাহলে এটা প্রমাণিত হবে সত্যিকার আমরা কোন দিকে চলেছি। বোম্বেতে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত ৯·৫ টা ১৩·৫ পার ক্যাপিটা অর্থাৎ ৪ টাকা বেড়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এ ৯·৪ টা ১১·৩ অর্থাৎ ১·৯, পাঞ্জাবে ৬·৪ টা ৮·১ অর্থাৎ ১·৭, আসামে ৬·৪ থেকে ১১·৩ অর্থাৎ ৪ ৯, ইউ পি-তে ৪·৪ থেকে ৬·৬ অর্থাৎ ২·২ বেড়েছে। অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১·৯ বেড়েছে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত।

আমি এই বিতর্ক চলাকালে গত বছর এবং এ-বছর এ-সম্বন্ধে ভেবেছি এবং সত্যিকারের অবস্থাটা দেখবার জন্য রিপোর্ট অব দি ফাইনান্স কমিশন, ১৯৫৭ দেখি এবং সেখান থেকে এই অবস্থার কথা জেনেছি।

আর একটি জিনিস আমি আলোচনা করছি। সত্যিকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস-এ কত খরচা হয় এবং সোশ্যাল সার্ভিস-এ কত খরচা হয় এটা দেখা দরকার। সোশ্যাল সার্ভিসে টোটাল কত খরচা হয় এটা থেকে ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর পরিচয় মেলে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোন্ দিকে চলেছে তা বুঝা যায়। আমি বিচার করে দেখলাম ১৯৫১-৫২-তে ওয়েস্ট বেঙ্গল-এ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ খরচ পার ক্যাপিটা ৪·১ এবং সোশ্যাল সার্ভিস-এ খরচ হয়েছিল ৪·৪, ১৯৫২-৫৩-তে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ৪·১ আর সোশ্যাল সার্ভিস ৪·৪; অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ১৯৫৩-৫৪ খরচ ৪·৪; সোশ্যাল সার্ভিস ৫·৫; ১৯৫৪-৫৫-এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ৪;৪, সোশ্যাল সার্ভিস ৬; তারপর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, ১৯৫৫-৫৬ হল ৪·৭, টোটাল সোশ্যাল সার্ভিস ৭·৩; অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে ·৬ রুপি পার ক্যাপিটা ফ্রম ১৯৫১-৫২ টু ১৯৫৫-৫৬, কিন্তু সোশ্যাল সার্ভিস-এ আমাদের বেড়েছে ওই সময়ে ২·৯। এটা যদি আমরা অন্য রাজ্যের সংগে কম্পেয়ার করি তাহলে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে। অর্থাৎ বোম্বের খরচা হয়েছিল ৪·৮ অন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ইন ১৯৫৫-৫৬ এবং সোশ্যাল সার্ভিস-এ ৭·১। বাংলা আজ বোম্বের মত ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপ্‌ড না এবং আমাদের চেয়ে তাদের আয়ও বেশি, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোম্বের রেকর্ড-এর চেয়ে ভাল রেকর্ড করেছে। কাজেই আমি ফাইনান্স মিনিস্টারকে বলব তার কাজ ভালই হয়েছে। কিন্তু একটি কথা বলতে চাই তা এই যে, এখানে আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে অনেক অর্থ রংফুল ওয়েতে খরচ হয় এবং আবার অনেক টাকা ডিপার্টমেন্ট খরচ করতেও পারেন না। দুর্নীতি বহু ক্ষেত্রে বাসা বেঁধে আছে। এজন্যে আমাদের তাই এমন একটা দপ্তর করা উচিত যার সাহায্যে এই দুর্নীতি বা করাপশন বন্ধ করা যেতে পারে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মিঃ স্পীকার, স্যার, সময় আমার কম, তার মধ্যে আমি এখানে কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথমতঃ যে পলিসি আজ একজিকিউট করা হচ্ছে যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আপনারা কাজ করবার কিছুটা পদ্ধতি নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি কিছুই হ'ল না। ডাঃ রায় নিজের উদ্যোগে অনেক চেষ্টা করবার পর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কমিটি করলেন, কিন্তু একবারও তাকে ফাংশন করানর কোন চেষ্টা হয় নি। যে কমিটি হ'ল তার মাত্র একটি সিটিং হ'ল, তারপর কমিটির কি হ'ল, তার ফাংশন করবার কি হ'ল জানি না, এবং কেন যে এটা করা হ'ল, কি তার অবস্থা কিছুই জানতে পারলাম না। এই যদি পলিসি মেনটেন্ড হয় তাহলে টাকা ঠিকমত মঞ্জুর এবং ব্যয় হবে এটা কিরকম ব্যাপার? অজয়বাবু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, শিরীষ কাঠের বাক্স দুই বছরের বেশি টিঁকছে না। এই তো অবস্থা, অথচ সুন্দরবন উন্নয়নের ব্যাপারে কমিটি করলেন কিন্তু তার সংগে পরামর্শ করবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত বোধ করলেন না, কেন তার জবাব চাই। আপনারা যেটুকু যা ঠিক করেন তাও দেখছি কার্যকরী করেন না। এই নীতি বন্ধ করবার কি ব্যবস্থা করছেন তা জানতে চাই।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অজয়বাবু ইরিগেশন খাতের আলোচনার সময় বলেছিলেন আমাদের বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসুকে বিদ্রূপ করে যে তিনি ১১।১২ টাকা সেচ কর হিসাবে দাম বাঁধার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, বাংলা দেশের কোন এক্সপার্ট যদি সেচ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেন, সেগুলি সহানুভূতির সংগে বিবেচনা না করে, হঠাৎ যদি মন্ত্রিমহাশয় তাঁর এই মন্তব্যের উপর বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করেন, এবং যদি এই ধরনের পলিসি চলতে থাকে তাহলে উন্নয়নের কাজকর্ম কিভাবে কার্যকরী হবে তা বুঝতে পারি না। আমরা শুনেছি কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার, তাঁর যে প্রস্তাব ছিল ইরিগেশন টিউবওয়েল সম্পর্কে তা নিয়ে তিনি সেচমন্ত্রী মহাশয়ের সংগে দেখা করেন, এবং বিশেষ করে কয়েকটা পয়েন্টে তিনি সাজেসশন করেন। প্রথম হয় ইঞ্চি ডায়ামিটার দিয়ে যে পাইপ হয়, তার বদলে তিন ইঞ্চি ডায়ামিটারের

পাইপ ব্যবহার করবার সাজেসশন দিয়েছিলেন এবং তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন এতে মোট কত টাকা খরচ হতে পারে। সেখানে তিনি এটাও দেখান যে, ওঁদের হিসাব অনুযায়ী ৮ আনা করে ধরে পড়ছে ৩,৫০০ টাকা আর তাঁর সাজেসশন অনুযায়ী হ'ত ২,৫০০ টাকা, কেন না বোম্বে গভর্নমেন্ট ইরিগেশন পারপাস-এ যে টিউবওয়েল করেছেন, সেখানে এক পয়সা করে ইউনিট অব ইলেকট্রিসিটি চার্জ ধরেন আর আমাদের পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট সেই জায়গায় এক আনা করে পার ইউনিট ধরেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেচের জন্য যে ইঞ্জিন বা পাইপ প্রভৃতি অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রয়োজন তা বাইরে থেকে আনার খুব বেশি দরকার হয় না, কারণ সেগুলি আমাদের দেশেই পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এতে অনেক এক্সট্রা কস্ট বাঁচতে পারে। তাছাড়া ছয় ইঞ্চি ডায়মিটার পাইপের টিউবওয়েল যদি বসান হয় তাহলেপর সেখানে উনি তাঁর হিসাবের মধ্যে ধরেছেন যে, সেগুলি দেখাশুনার জন্য একজন এক্সপার্ট রাখতে হবে। অর্থাৎ সেখানে যদি কিছু ডিসঅর্ডার হয়ে যায় তাহলে সেটা চালু করবার জন্য একজন এক্সপার্ট থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায়, যদি তিন ইঞ্চি ডায়মিটারের টিউবওয়েল বসান হয়, তাহলে গ্রামের সাধারণ লোক, যাদের এ-সম্বন্ধে একটু জ্ঞান আছে, তারাই এটা চালু করতে পারবে। কাজেই এক্সপার্ট ধরে ক্যালকুলেট করে যে হিসাব উনি দিয়েছেন, সেই হিসাব আর কপিলবাবু যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় কপিলবাবুর প্রস্তাবে এক্সপার্ট কস্ট কম, এবং ইলেকট্রিসিটি কস্টও কম হতে পারে। এই ধরনের টিউবওয়েল বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে আছে এবং আরও করা সম্ভব। একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি হাতে-কলমে করে তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর প্রস্তাব মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে সেটা অচল হয়ে গেল। সেটাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখে, সেটা সিরিয়াসলি কার্যকরী হতে পারে কিনা দেখা উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কিছু না করে হঠাৎ উনি বলে দিলেন বিরোধী দলের নেতা ১০।১২ টাকা সেচ-কর বসাবার জন্য বলেছেন। কাজেই বলছিলাম যে, এটা ওঁর স্বভাব এবং ওঁর যা চরিত্র সেই অনুসারে উনি সব জিনিস চিন্তা করেন, কখনও সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করেন না। কাজেই পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি কোন মন্ত্রীর এই ধরনের নীতি ও মনোবৃত্তি হয় তাহলে কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না, এবং সেখানে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। আমার সময় কম, তা নাহলে এ সম্বন্ধে আমার কাছে যে-সমস্ত কাগজপত্র আছে তা থেকে পড়ে শোনাতে পারতাম। তারপর আমি বলছি মন্ত্রিমহাশয় এখানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমি কপিলবাবুর কাছে লিখেছিলাম, তিনি তার জবাবে যা লিখে পাঠিয়েছেন, আমি সেগুলি এখানে পড়তে পারতাম, কিন্তু সময় অভাবে তা হল না। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ওঁদের যে হিসাব তা ভুল এবং অসত্য। তিনি তাঁর জবাবে আমার কাছে বাংলা দেশের নদী-নালা যেগুলি আজ মজে যাচ্ছে, হেজে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন, সেগুলি ঠিকভাবে বিচার করে দেখা উচিত। কিন্তু তিনি যেভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন এবং যেভাবে পলিসি মেনটেন্ড করে চলেছেন তাতে কখনও মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এইগুলি ভাল করে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইরকম ধরনের অসত্য কথা আর কখনও বলবেন না।

[6-50—7 p.m.]

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, you will recall that at the time of discussion of Grant No. 17 Major Head 29—Police, two honourable members made certain statements adversely affecting the fair name of certain high police officers who could not defend themselves against such attacks. Those allegations referred to residential houses built by those officers and the obvious implication was that it was not possible for them to build houses by fair means. It was not possible for me to reply to those charges at the fag-end of the day as I had only a short time left and hence I said that I would look into the charges later on. I have since made enquiries into those charges and I am satisfied that the charges are unfounded. Our rules explicitly recognise the need for granting adequate loans to Government servants to enable them to build their residential houses. This is to ensure that Government servants do not get stranded with their families after retirement from service. Facilities for taking

loans from one's Provident Fund are also extended for the same purpose. Besides, there is a provision in the All-India Services Rules explicitly permitting the final withdrawal of the balance at one's Provident Fund for building a house by an All-India Service Officer who has only five years left before retirement.

Let us take the case of Shri Harisadhan Ghose Choudhury, a very senior officer of the Police Department, whose name was mentioned the other day. A certain Member said that he had built a palace at New Alipore where a gold image of Goddess Lakshmi had been installed. Shri Ghose Choudhury joined the Indian Police Service 30 years ago. He has about two years to retire. As Commissioner of Police, he had been drawing Rs.2,500 per month for 7 long years. He had also a balance in his Provident Fund. He took an advance from Government for building a one-storied house which has only three rooms. As for the honourable member's other point that a gold image of Goddess Lakshmi had been installed at the house, I have to say that I cannot but disappoint the honourable member. There is no such gold image at his house. I would request the honourable member to go to his house and see if there is any such image. Incidentally, the honourable member had said that Shri Ghose Choudhury has granted a revolver licence to a well-known industrialist after some money had been paid to his Gurudeb. This is absolutely without any foundation. What happened is this. About eight years ago the gentleman in question who held a licence for a prohibited-bore revolver granted by another State in India wanted to retain possession of the weapon in this State although Government had banned prohibited bore revolvers about that time. His prayer could not be allowed. Accordingly, he applied for an ordinary revolver in lieu of the prohibited bore revolver to be surrendered by him. This was recommended by the Deputy Commissioner. This was accordingly allowed, and quite reasonably so. No extra licence was issued. A licence for one kind of revolver was just substituted by another licence for an ordinary revolver.

Sir, Shri Upananda Mukherji's name was mentioned by one of the honourable members. It was said that he had built a house whose valuation was rupees two and a half lakhs and that he had let it out at a rent of Rs.1,150 per month. Shri Upananda Mukherji is also a very senior officer and has been drawing a very high salary for a long time. He has also his Provident Fund. Besides, he is childless and has very few obligations of a pecuniary nature. Is it impossible for him to build a house at the fag end of his service career? Besides, enquiries made by me go to show that the house would be worth about a lakh of rupees only. He got the money principally from the proceeds of sale of his old house, a loan of Rs.46,000 from Government and loans from Insurance Companies. A part of his house has bseen rented by a Central Government office for its officers and the rent being paid is Rs.620 only per month.

Shri Panchanan Ghosal's name was also mentioned. He is a Deputy Commissioner of Police in Calcutta. It was said that he owns a property worth about Rs.4 lakhs having a pagoda, a park, a tank, etc. It is surprising how fantastic and irresponsible allegations are made seriously damaging an officer's fair name and reputation. He had some ancestral property. After the abolition of the Zemindari system Shri Panchanan Ghosal got about 40 bighas of land in his share. Sometime ago his co-villagers and tenants approached him for making an allotment of 20 bighas of land to erect a Buddhist temple and a Shiva temple. They represented to him that they would raise funds to build also an orphanage, a school and a small charitable dispensary. Being hard pressed by them he agreed to donate the land for that charitable purpose. Sir, it is obvious that these facts have been confused and distorted into the story that Shri Ghosal has property worth about Rs.4 lakhs with a pagoda, a park, a tank, etc.

Sir, the house built by Shri Anil Kumar Mukherjee, a retired Deputy Commissioner of Police was also mentioned. As there were some allegations on an earlier occasion, Shri Mukherjee produced all his accounts before the Anti-Corruption Department who meticulously analysed the accounts from time to time, and eventually they were completely satisfied that there was no basis whatever for any such allegation.

Sir, the name of Shri Karali Bose was also mentioned in connection with a house. Long ago he had purchased a small plot from the Bengal Secretariat Co-operative Housing Society in the former Jodhpur Club land with Government's permission. Only recently he took Government's permission to obtain a loan of Rs.40,000 from a licensed money-lending concern with whom he had no official connection whatever. As required by the All-India Services Rules he submitted to Government an estimate of the cost of materials, etc., required in constructing the house and this was scrutinised and approved. Incidentally, he has hypothecated the land in question as security and also his life insurance policies. All this was done with the knowledge and permission of Government.

[7-7—10 p.m.]

Mention was also made of Shri C. S. Burman, a retired Deputy Commissioner of Police. I understand that he does not possess any house. He lives in a tenanted house. Reference was also made to the house of Shri Shib Chatterjee, a retired Deputy Commissioner and it was alleged that our Anti-Corruption Branch held enquiries about his affairs but the enquiries were stayed. No enquiries were ever made by Anti-Corruption Branch in this direction. As required by the All-India Services Rules, he furnished a statement to Government showing the details of the estimated cost of construction of his house. Mention was also made of Shri Ambica Bose, another retired officer. It has been ascertained that he had built a house on land purchased from the Bengal Secretariat Co-operative Housing Society. He was on deputation with the Central Government before his retirement and was with them for nearly six years. I have, however, been able to ascertain that for building a house he took an advance from his Provident Fund when he was on deputation with them and orders were passed by the Central Government in his case.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, in the course of debate on Appropriation Bill there have been charges made some of which have been replied to by my friend Sj. Kali Pada Mookerjee. Before I come to the subject-matter of the discussion, I would like to clear up one or two points which have been mentioned in the course of the debate. Dr. Hiren Chatterjee has said that I have stopped the house being utilised by the "Swadhinata". Sir, which department of Government had proposed and passed the Act recognising the Communist Party as the Opposition Party and for whose leader a salary was suggested? Sir, does it show that we are against the Communist Party. Sir, in this particular case what actually happened was that Sj. Jyoti Basu came and told me that he had difficulty about this house but as I was busy at the time I said that I would enquire into the matter. It was found that the Education Department had already requisitioned the house. I told Sj. Basu that I was very sorry that this has happened. This is the actual fact.

Sir, a great deal of criticism has been made about big colleges—particularly about 7 or 8 colleges—some of which had on their rolls more than 13,000 or 14,000 students—half of whom belong to Commerce. Dr. Desmukh was very keen upon helping the institutions and that fact had been placed before this House from time to time. It was found that one way of relieving the congestion was to separate the Commerce Department. The City College which has got a very big Commerce Department has got a separate building of its own near College Square. But the other 4 or 5 colleges, namely, the Surendra Nath

College, Vidyasagar College, Raja Manindra College, etc., they have got small units of Commerce Department—700 to 1,000. Dr. Desmukh proposed that they should be amalgamated together in an organisation preferably under the University Commerce Branch or under a combined committee consisting of Government representatives, University representatives and the representatives of Commerce College. If that be so, if we are prepared to get a house for that purpose, he was prepared to give us Rs.8 lakhs for the establishment of a Central Commercial College and that is the reason why this particular house was requisitioned by the Education Department because they wanted to give effect to this particular scheme.

Sir, a point has been raised by Sj. Jatindra Chandra Chakravorty. Sir, he cannot open his mouth without finding some motive somewhere. I made enquiries. Baidyanath Bhattacharji has not taken even one ounce of coke from the Coke Oven Plant. Sir, it is no use his throwing mud at people because they cannot defend themselves. I do deprecate this particular method of saying something against some body because others will not be affected—they do not know anything about it. As a matter of fact, by giving notification, we have received some tenders. We have not yet finalised. But there are some tenderers from different groups who are asking for getting coke at a particular rate.

Sir, I may mention another point. The other day, Mr Jyoti Basu said that his telephone was being tapped and I was surprised to find in the papers a statement that Mr. Bhupesh Gupta, the Communist leader, complained at Question Time at the Rajya Sabha that his telephone conversation was being tapped and tape-recorded. The Minister for Transport and Communications said that it was not for the purpose of the Communications Minister that they are tapped, but if at all any one's conversations are tapped, it is on the instructions of some other Ministry. Mr Gupta complained that his conversation over trunk telephones with Mr Jyoti Basu had been tape-recorded and a copy had been given to the West Bengal Chief Minister. This is absolutely without any foundation. I did not know anything about it—I only knew when I read that in the papers. There is no tape-record at all. Further it was said that I had told Mr. Basu that I knew about his conversation with Mr. Gupta. This is absolutely unfounded. I do not know why there are certain types of people who indulge in giving false information based upon false premises and with the object of giving a false impression.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Are you suggesting that our telephones are not tapped?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Then don't say this is false.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have said this that I object to the statement that a copy had been given to the West Bengal Chief Minister.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: My question was, are you denying——

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I refuse to give you any answer.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Our telephones are being tapped.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The other point that has been raised by my friend Mr. Jatin Chakravorty was about certain cases. As far as I am aware, Nandan Nagar case has been referred to the Anti-Corruption Department. About other cases, I cannot tell you anything now. I will make enquiries.

Now, Sir, I come to the main subject of our discussion today. It seems to me that there are some members who do not realise that this Appropriation

Bill does not contain any item on the Public Accounts section because we do not ask for any expenditure for that section. The Consolidated Fund does not contain the money that is provided for the Public Accounts section. Therefore, there should not be any confusion on that issue.

Another question that has been asked is, why is it that at page 4 we have included receipts from road and water transport schemes?

[7-10—7-15 p.m.]

I am surprised that this question has been raised today. Instead of saying that the income of that particular department is credited and the expenditure is credited in another establishment, which means that it would be inflated by them, we have put it in the form that we have and it has been done under the direction of the Auditor-General. Receipts from Water and Road Transport Schemes are put and then we ask for the working expenses. When the working expenses have been granted we spend the money and whatever money we earn goes to the receipt side. Figures would be inflated if we don't do that.

I do not want to say anything more. It seems to me that we are following the custom of the House of Commons as mentioned in May's Parliamentary Practice. In their case there is no vote for grants in the House. They are not discussed in the Parliament. They are discussed in the Committee of Supply and Committee of Ways and Means, and, therefore, when their discussion comes up in the House of Commons great latitude is given to the members to discuss these various points. Here every opportunity is given to the different members of the House to discuss and propose cuts in the grants. Various proposals are made, and after discussion we come to some decision. Having got to that decision we gather together all the decisions and put it in the form of an Appropriation Bill which is indicative of the combined wisdom of the various members of the Legislature after discussion on various items and voting on various items. Therefore, this Appropriation Bill need not be the occasion for again raising the same issues which you had raised when you were discussing the voting on different subjects.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation Bill, 1959, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1, 2 *and* 3

The question that clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1959, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday. Ther was a suggestion from the Chief Whip, Mr. Ganesh Ghose, if on Monday would *take questions for an hour in the usual way.*

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I don't mind.

The House was then adjourned at 7-15 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 16th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 16th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 197 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Supersession of Jalpaiguri Municipality

***115.** (Admitted question No. *1744.) **Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether on the 12th March, 1958, Jalpaiguri Municipality has been superseded by a notification of the Government;

(*b*) if so, the reasons for this supersession;

(*c*) whether Government received a representation from the Jalpaiguri Bar Association demanding the immediate withdrawal of the order of supersession; and

(*d*) if so, what action Government propose to take on the representation?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Yes.

(*b*) The reasons are given in Government Resolution No. 2204/M 1M-5/58, dated the 10th March, 1958, published in the *Calcutta Gazette, Extra-ordinary*, dated the 12th March, 1958, a copy of which is laid on the Library Table.

(*c*) Yes, from the Muktears' Bar Association.

(*d*) Government do not see any reason for withdrawing the order of supersession.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আপনি যে কারণ দিয়েছেন (বি)-তে, এ-ছাড়া কোন রাজনৈতিক কারণ আছে কি ঐ সুপারসেশন-এর ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি (বি)-এর জবাবে বলেছেন—

"Government do not see any reason for withdrawing the order of supersession".

এত অনেক দিনের জবাব। এখন আপনাদের এ্যাটিচুড কি এই সুপারসেশন রাখবার ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It all depends upon the improvements that are effected during the period of supersession.

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কোন টাইম দিতে পারেন না, কত দিনের মধ্যে এটা উইথড্র করবেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: For some time more.

Development of roads of Rampurhat Municipality

***116.** (Admitted question No. *1587.) **Sj. Gobardhan Das and Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) রামপুরহাট মিউনিসিপ্যাল এলাকার রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য কোন আবেদন করিয়াছেন কি;

(খ) করিয়া থাকিলে, সেই আবেদন সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা;

(গ) আবেদন মঞ্জুর না করিয়া থাকিলে, কি কারণে উহা মঞ্জুর করা হয় নাই;

(ঘ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যাল রাস্তা সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কত টাকা ব্যয় হইবার কথা আছে,

(ঙ) এ-পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও কোন্ কোন্ মিউনিসিপ্যালিটি কত করিয়া টাকা পাইয়াছেন,

(চ) মিউনিসিপ্যালিটিকে ঐ টাকা দেওয়ার কি বিশেষ কোনও শর্ত আছে, থাকিলে, তাহা কি; এবং

(ছ) রামপুরহাট মিউনিসিপ্যালিটিকে ঐ টাকা হইতে অর্থসাহায্যের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এবং (ছ) না।

(গ) মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাদের দেয় মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ দিতে অস্বীকার করায়।

(ঘ) সরকার কর্তৃক—১০৭·৩৫ লক্ষ টাকা।

(ঙ) ১৯৫৬-৫৭—৬·৬৫ লক্ষ টাকা; ১৯৫৭-৫৮—১০·১৭ লক্ষ টাকা (মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে দেয় অর্থ বাদে) কোন্ কোন্ মিউনিসিপ্যালিটি কত টাকা পাইয়াছেন তাহার একটি বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থিত করা হইল।

(চ) হ্যাঁ। সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যয়ের পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ বহন করিতে হইবে এবং রাস্তাগুলি সংস্কারের পর তাহা নিয়মিত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি খোঁজ নিয়েছেন যে, ওখানে রাস্তা খারাপ হয়েছে, অথচ কেন টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমি বলেছি যে, আমাদের কাছে টাকা নাই, আমরা এক-তৃতীয়াংশের বেশী দিতে পারব না।

Sj. Saroj Roy:

যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা খারাপ হচ্ছে, অথচ টাকার জন্য করতে পারছে না, সেখানে স্টেট গভর্নমেন্টের সাহায্য দিবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

গভর্নমেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ দেন, বাকি মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে হয়।

Sj. Saroj Roy:

ঐজন্য কোন লাম্প গ্রান্ট-এর ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না।

Bustee population in Calcutta

***117.** (Admitted question No. *941.) **Dr. Jnanendra Nath Majumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(a) what percentage of the people in Calcutta live in bustees;

(b) whether Government have collected statistics about the average income of the bustee-dwellers;

(c) if so, what is their average income;

(d) whether Government have ascertained the average number of dependants in each family, and

(e) if so what is the average number of dependants in each family?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan): (a) 20.3 per cent approximately.

(b) and (d) Yes.

(c) Rs.69 per month per earner approximately.

(e) 2.9 approximately.

Sj. Ananga Mohan Das:

বস্তীতে যে-সব লোক বাস করে সে লোক-সংখ্যা কত?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It will be about 5 lakhs.

Sj. Ganesh Ghosh: Does your answer to (c) include the persons who are unemployed too or simply indicates the number of persons who are in employment?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমার মনে হচ্ছে সব ইনক্লুডেড আছে। আর এ্যাভারেজ যেটা হচ্ছে সেটা—
Rs.69 is the average for all.

Mr. Speaker: Mr. Jalan, your answer is Rs 69 is the average. It includes the females also.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes, Rs 69 is the average per earner per month.

Sj. Ganesh Ghosh:

এরা এ্যাভারেজে কত রেন্ট দেন তার আন্দাজ দিতে পারেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There was a survey by the Statistical Department, once in 1948, and thereafter in 1956, and an approximate idea was obtained about the condition of the bustee-dwellers. The average rent which was being paid by them was also there. If my honourable friends want all the information I can place a copy of the report on the Library Table.

Mr. Speaker: I think that would be a very good idea.

Sj. Canesh Chosh:

আপনি যে এ্যানসার করেছেন সে কি এই রিপোর্টের ভিত্তিতে? তার পরে আর কোন চেঞ্জ হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

তার পরে আর কোন রিপোর্ট আসে নি। এখন আমরা ১৯৫৮-তে বস্তী সার্ভে করছি এখন আরম্ভ করা হয়েছে, প্রত্যেক বস্তীর—

detailed statistical survey is being done. It will take some time to get the details.

Sj. Canesh Chosh: Has it been started in North Calcatta area?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I cannot give you the details but I think it has been started

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Canesh Chosh: Has it started for collecting statistics.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It has been started. I cannot give detail.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সাধারণতঃ আমরা দেখে থাকি যে, যে-সমস্ত ফিগার দেওয়া হয় সে-সমস্ত রাউন্ড ফিগার দেওয়া হয়, যেমন এখানে দেখছি যে-

Rs 69 per month per earner...

Mr. Speaker: What I will suggest is this Since the Hon'ble Minister has kindly agreed to lay the report on the Library Table, you can hold out your question and read it up some other day.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যেরকম এ্যাকুরেসি দেখাচ্ছেন রাউন্ড ফিগার দিয়ে—৭০ নয়, ৭৫ নয়, ৬৯ নয়—তাহলে এই ফিগারগুলো কি দেওয়া হয়েছে টু ক্রিয়েট এ্যান ইম্প্রেশন যে টু দি পয়েন্ট সার্ভে হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি সেটাই দিচ্ছি, তারা ক্যালকুলেট করে ফিগার দিয়েছে সেটা ৬৯ টাকা হতে পারে, ৭০ টাকা হতে পারে।

Sj. Niranjan Sengupta:

এই সার্ভেটা কারা করেছিলেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Supposing the average income is per head, does it make any difference?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I think it should. The average income is per earner and not per head

Number of Bengalee workers in the different Rubber Works within Beliaghata area

***118.** (Admitted question No. *2014.) **Sj. Jagat Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) বেলিয়াঘাটা এলাকায় অবস্থিত সেন্ট্রাল রবার ওয়ার্কস, বিহার রবার ওয়ার্কস, হিন্দ রবার ওয়ার্কস, সাউথ-ইন্ডিয়া রবার ওয়ার্কস, কোহিনূর রবার ওয়ার্কস ও ওলিম্পিয়া রবার ওয়ার্কস-এর মাস্টার ডিপার্টমেন্টে শ্রমিকের সংখ্যা কত; এবং

(খ) ঐ শ্রমিকের ভিতর বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকের সংখ্যা কত?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় দৈনিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) সেন্ট্রাল রবার ওয়ার্কস—৫৯০।

(২) বিহার রবার ওয়ার্কস—৩৪১।

(৩) হিন্দ রবার ওয়ার্কস—৪০২।

(৪) সাউথ-ইন্ডিয়া রবার ওয়ার্কস—৩১০।

(৫) কোহিনূর রবার ওয়ার্কস—৪১৫।

(৬) ওলিম্পিয়া রবার ওয়ার্কস—৪১০।

(খ) জানা যায় নাই।

Sj. Jagat Bose:

আপনি "খ" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, জানা যায় নি, কিন্তু জানবার জন্য কোন প্রচেষ্টা করা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে এই-সমস্ত সংখ্যা নেওয়ার কোন স্কীম নেই, তবে সম্প্রতি আমরা ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস থেকে সংখ্যা সংগ্রহ করছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি কি জানেন যে, লেবার ডাইরেক্টোরেট-এর যে স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে বাঙালী, উড়িয়া, হিন্দী স্পিকিং এইরকম বেসিসে সংখ্যা রাখা হয় কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ্যাকুরেটলি এইরকম কোন সংখ্যা রাখা হয় না, সমস্ত সংখ্যা ফ্যাক্টরী চীফ ইন্সপেক্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এখানে আপনি কোন সংখ্যা দিতে পারছেন না, কিন্তু মেজরিটি বাঙালী না অবাঙালী তা কি জানেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ-সম্বন্ধে আমার জানা নেই।

Sj. Jagat Bose:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, এই-সমস্ত কারখানায় বাঙালী ভাষাভাষী শ্রমিক একজনও নেই?

Mr. Speaker: That question has already been answered.

Lay-off and retrenchment in I.G.N.R. Dockyard and Garden Reach Workshop Ltd., Metiabruz

***119.** (Admitted question No. *1328.) **Sj. Sunil Das:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether the Government are aware that large-scale lay-off and subsequent retrenchment are going on for some months past in the dockyard of I.G.N.R. & Co., Ltd., and the Garden Reach Workshops Ltd., both at Metiabruz?

(*b*) If the reply to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reasons for such lay-off and retrenchment in the two dockyards mentioned above;

(*ii*) what steps, if any, the Government have taken to prevent such lay-off and retrenchment;

(*iii*) whether a large number of Pakistani nationals are working in these two dockyards; and

(*iv*) whether such Pakistani nationals are being laid off or retrenched?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) Considerable fall in the volume of ship repairing work consequent on the completion of the Khulna Shipyard in Pakistan and fall in orders to the Companies as a result of decline in the pace of industrial development due to foreign exchange difficulties

(*ii*) Government set apace efforts to work out a solution of the problems through conciliation proceedings and in fact succeeded in persuading Messrs. I.G.N R. & Co., and the Dock Engineering Mazdoor Sabha representing the Company's workers to sign an agreement on 11th March, 1958, in terms of which all the 302 laid-off workers were allowed to resume work. Efforts at settlement are going on in respect of the affairs in Messrs. Garden Reach Workshops.

(*iii*) Yes, about 300 Pakistani nationals are working in these two dockyards.

(*iv*) Workers were laid off or retrenched category-wise and Pakistani nationals falling in any of those categories were laid off or retrenched, as the case may be. Messrs. Garden Reach Workshops Ltd recently retrenched 26 Pakistani nationals.

Sj. Sunil Das:

এটা তো পুরানো কথা, কিন্তু এখনকার অবস্থা কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কোন্ অবস্থার কথা জানতে চান?

Sj. Sunil Das:

পেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন—নাম্বার অফ সিপস কমল না বাড়ল, রিট্রেঞ্চমেন্ট, লে-অফ ইত্যাদিগুলির বর্তমান কি অবস্থা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আপাততঃ কোন রিট্রেঞ্চমেন্ট নেই।

Sj. Sunil Das:

অন্যগুলো সম্বন্ধে কি নাম্বার অফ সিপস কমল না বাড়ল?

The Hon'ble Abdus Sattar:

লেবার ডিপার্টমেন্ট এসব জানতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন লেবার আনরেস্ট হয়।

Sj. Sunil Das: Considerable fall in ship-repairing work—

এই সংবাদ কোথা থেকে পেলেন এবং লেবার ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত যদি না হয়ে থাকে তাহলে যেখান থেকে এ-খবর সংগ্রহ করেছেন সেখান থেকে আর সব খবর সংগ্রহ করেছেন কি সেটাই জানতে চাই ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রিট্রেঞ্চমেন্ট যখন হয়েছিল, তখন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কোম্পানী বলেছিল যে, পাকিস্তান দাবী করছে যে, সেখানে রিপেয়ারিং ওয়ার্ক করা হোক। কাজেই টোটাল ভল্যুম কমে গেছে বলে রিট্রেঞ্চমেন্ট হচ্ছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে পাকিস্তানী ন্যাশনালদের রিট্রেঞ্চমেন্ট এবং লে-অফ করা হচ্ছে বলে বলেছেন—তাদের কি রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট দেওয়া হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রিট্রেঞ্চমেন্ট করতে গেলে যা নিয়ম আছে তা পালন করা হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, তাদের রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রিট্রেঞ্চমেন্ট করতে গেলে যা করণীয় তা নিশ্চয়ই করা হয়েছে—দ্যাট ইজ দি রুল।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি বলেছেন পাকিস্তানী ন্যাশানালদের রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট ডেফিনিটলি দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: He cannot say precisely whether retrenchment benefit was given in these cases, but he assumes that what is provided under the rules has been done.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

ইউনিয়নের কাছ থেকে আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য এই সিপইয়ার্ডকে বজায় রাখা এবং কার্যকরী রাখা উচিত, সে-সম্পর্কে কোন মেমোরেন্ডাম পেয়েছিলেন কি ?

Mr. Speaker: What is precisely your question, I cannot follow.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই যে বলেছেন কন্‌সিডারেবল ফল ইন দি ভল্যুম অফ সিপ রিপেয়ারিং ওয়ার্ক ইত্যাদি —তাদের কাছ থেকে এরকম কোন মেমোরেন্ডাম পেয়েছিলেন কিনা, সাজেসসন আকারে যে কোলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য এই সিপইয়ার্ডের গুরুত্ব খুব বেড়ে গেছে, কাজেই সেখানে কাজকর্ম চালু রাখা দরকার এবং এ-সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা এই আমার জিজ্ঞাস্য।

Mr. Speaker: Mr. Sattar, was any memorandum sent to you?

The Hon'ble Abdus Sattar: I cannot say off-hand. I want notice.

Sj. Sunil Das:

আমি জিজ্ঞাসা করছি ভল্যুম অফ ওয়ার্ক বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আপাততঃ কিছু করা হয় নি।

Sj. Sunil Das:

যখন রিট্রেঞ্চমেন্ট হচ্ছিল, সেই সময় কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নোটিশ দিলে আমি উত্তর দিতে রাজী আছি।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, গতবার ডুয়ার্স এলাকায় আপনি যখন গিয়েছিলেন, তখন ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আপনার কাছে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছিল যে, প্ল্যান্টেশন লেবার এ্যাক্ট যাতে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মেমোরেন্ডাম অনেক সময় পাওয়া যায় কিন্তু মেমোরেন্ডাম-এর কোথায় কি আছে তা অফ-হ্যান্ড বলা সম্ভব নয়।

Implementation of West Bengal Plantation Labour Rules, 1956, for providing latrines and drains in tea gardens

***120.** (Admitted question No. *1269.) **Sj. Deven Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) whether rules 15 to 20 of the West Bengal Plantation Labour Rules, 1956, providing for latrine accommodation and for construction and maintenance of drains have been given effect to with regard to any garden;

(*b*) if so, the names of such gardens; and

(*c*) if not, the reasons for the same?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

(*c*) Implementation of the Plantation Labour Act was taken up according to a phased programme as per decision of the 5th session of the Industrial Committee on Plantations. Accordingly, rules 15 to 20 have not been enforced so far by the State Government. The question whether some of these rules should be enforced is, however, under consideration of the Government.

Sj. Deo Prakash Rai: In how many phases all these provisions of the Plantation Labour Act will be implemented?

The Hon'ble Abdus Sattar: Rules 15 to 20 have not been enforced.

Sj. Deo Prakash Rai: What are the rules that are to be implemented in the first phase?

The Hon'ble Abdus Sattar: That is not a specific question.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, the Hon'ble Labour Minister says here that according to a phased programme the provisions of the Act will be implemented. My supplementary to this is what are the sections that are going to be implemented during the first phase.

The Hon'ble Abdus Sattar: In the first phase some of the rules have been enforced. In the next phase some more will be implemented.

Sj. Deo Prakash Rai: What are those sections?

The Hon'ble Abdus Sattar: Some of the rules have been enforced. Rules 15 to 20 have not been enforced.

Sj. Deo Prakash Rai: What are the provisions?

Mr. Speaker: Some rules have been enforced save and except rules 15 to 20. Next question.

Number of industrial disputes sent to Tribunals for adjudication in 1956 and 1957

***121.** (Admitted question No. *1257.) **Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many cases of industrial disputes were sent to the Tribunals for adjudication by the West Bengal Government in the years 1956 and 1957;

(*b*) in how many cases awards have been given by the Tribunals during the same period;

(*c*) how many awards have been implemented by the employers;

(*d*) how many employers have been punished for non-implementation of Tribunal awards; and

(*e*) the nature of that punishment?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*)—

Tribunals

1956	...	373 + 12 Remand cases from Labour Appellate Tribunal.
1957	...	257 + 3 Remand cases from Labour Appellate Tribunal.

Labour Court

1957	...	193.

(*b*)	1956	...	481	Awards published in the *Calcutta Gazette*.
	1957	...	555	
(*c*)	1956	..	472	
	1957	...	540	
(*d*)	1956	...	1	(United Rubber Works).
	1957	...	Nil.	

(*e*) Managing Director, United Rubber Works, was fined Rs.80 for non-payment of awarded dues to an employee.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই যে ১৯৫৬ সালে ৩৭৩+১২=৩৮৫-টি কেস পাঠান হয়েছিল রেফারেন্স দিয়ে, তার মধ্যে কতগুলি কেস ছয় মাসের মধ্যে ডিসপোজড অফ হয়েছে এবং এক বছরের মধ্যেই বা কতগুলি কেস ডিসপোজড অফ হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar: I require notice.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই যে ২৫৭+৩+১৯৩, অর্থাৎ ৪৫৩-টি কেস ১৯৫৭ সালে রেফারেন্স দিয়ে পাঠান হয়েছিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল-এ এ্যাওয়ার্ডস-এর জন্য, তার মধ্যে কতগুলি কেস ছয় মাসের মধ্যে ডিসপোজড অফ হয়েছে এবং কতগুলি কেস এক বছরের মধ্যে ডিসপোজড অফ হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলতে পারেন?

The Hon'ble Abdus Sattar: I require notice.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আপনি (বি) ও (সি) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন ১৯৫৬ সালে ৪৮১টির এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল এবং ৪৭২টি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, তাহলে বাকি ৯টা কেসের কি হল?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আপনার প্রশ্নটা আর একবার দয়া করে বলুন।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

১৯৫৬ সালে ৪৮১টা কেসের এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল এবং ৪৭২টা ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, তাহলে এই যে ডিফারেন্স ৯টা কেস, সেই বাদবাকি ৯টি কেসের কি হ'ল?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর জন্য তাদের কেস চলছে। ১৯৫৬ সালের কেস, এখন বলা মুশকিল।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

বলতে পারেন কি এই যে ৯-টি কেস, তা বর্তমানে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কিনা, বা তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এগুলি ১৯৫৬ সালের কেস, এখন এ সম্বন্ধে আমার পক্ষে বলা মুশকিল। নোটিশ পেলে বলতে পারবো।

Mr. Speaker: It is really difficult to answer that off-hand.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

১৯৫৭ সালে ৫৫৫টি কেসের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৫৪০টি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে। তাহলে বাদবাকি ঐ ১৫টি কেসের কি হল? সেগুলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, কি হয় নি বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নোটিশ দিলে বলতে পারবো। তবে যতদূর জানি ঐ ১৫টি কেস পেন্ডিং অবস্থায় আছে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই রকম কোন খবর দিতে পারেন কিনা, এই যে ১৯৫৬ সালের ৯টি কেস রয়েছে, তার একটিও ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে?

Mr. Speaker: The Minister says that if he is given time he may answer.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সময় লাগবে না এবং নোটিশ চাওয়ারও প্রয়োজন হবে না। আপনি (ডি)টা দেখুন। ১৯৫৬ সালে মাত্র একটি মালিককে নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর জন্য পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আর ১৯৫৭ সালে কাউকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয় নি। আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে—কয়টা এ্যাপ্লিকেশন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর জন্য মুভ করা হয়েছিল ১৯৫৬-৫৭ সালে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

১৯৫৬-৫৭ সালে কতকগুলি প্রসিকিউশন করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল--

McLeod Co., Calcutta Dying & Cleaning Co., National Steel Box Manufacturing Ltd. non-implimention-এর জন্য। এবং তা ছাড়া এর মধ্যে আছে বিনোদ বিহারী নাগ ও গণেশ দত্ত, এদের ৩০ টাকা করে ফাইন করা হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে একজন মালিককে নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর জন্য প্রসিকিউট করা হয়েছে বললেন, কিন্তু তাঁর কাছে কতগুলি এ্যাপ্লিকেশন এসেছিল নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর জন্য ইউনিয়নের তরফ থেকে ? এবং তার কত পারসেন্টেজ প্রসিকিউটেড হয়েছে ?

Mr. Speaker: He will take note of your question.

Memorandum from Tea Garden Labour Unions of Dooars to the Labour Minister

***122.** (Admitted question No. *990.) **Sj. Mangru Bhagat:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) whether any memorandum was submitted by the Tea Garden Labour Unions in Dooars to the Labour Minister during his visit to that area in July last; and

(*b*) if so, what steps have been taken by Government to remedy the grievances contained therein?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Yes, from Dooars Cha Bagan Workers' Union.

(*b*) The representation was of a general nature and Government took note of the points mentioned therein. Appropriate action will be taken as soon as specific cases of complaint come to notice. In the meantime, administrative machinery is being strengthened for proper enforcement of the provisions of the Plantation Labour Act.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

यह तो २ वर्ष के बाद मिला है। स्पीकर, सर, जरा ध्यान दीजिएगा। दो वर्ष के बाद जवाब मिलता है। फिर भी मे मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई मेमोरण्डम दिया गया था? उसमें लिखा गया था कि प्लान्टर्स और पुलिस की तरफ से ट्रेड यूनियन के अधिकार पर हमला हुआ है? स्पष्ट करके बताइयेगा क्या वह लिखा गया था?

The Hon'ble Abdus Sattar:

सर, यह रीप्रजेन्टेशन जनरल नेचर का था। कोई स्पेसिफिक केस होने से बतला सकता हूँ।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मेमोरण्डम आपको मिला था ? अब तो दो वर्ष हो गया, कुछ बताइए तो ।

Mr. Speaker: The answer is that representation was of a general nature. किसी स्पेसिफिक केस का रीप्रजेन्टेशन नहीं था ।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

सर, प्लान्टर्स और पुलिस की तरफ से ट्रेड यूनियन के ऊपर हमला हुआ था । उसी के बारे में लिखा गया था ।

(No reply.)

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এটা ঠিক নয় কারণ যে ইউনিয়নএর কথা বলেছেন আমি সেই ইউনিয়নএর ভাইস-প্রেসিডেন্ট, that is affiliated to our central organisation U.T.U.C. আমার কাছে এর কপি রয়েছে। এটা মোটেই জেনারেল নেচারের নয়, কতকগুলি কংক্রিট কেস সেই মেমরেন্ডামএ দেওয়া হয়েছে। Here he has supplied wrong information and given a wrong reply

Mr. Speaker: That is the Minister's reply... .. .

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या सत्तार साहब मेमोरण्डम देखकर बतायेंगे ? मैं जानता हूं कि इसको आपने नहीं देखा है ।

The Hon'ble Abdus Sattar:

मेमोरण्डम तो है लेकिन वह बहुत लम्बा है । उसमें बहुत सी बातें है । कोई स्पेसिफिक केस हो तो हम बतायेंगे ।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এইগুলি একটা মেমরেন্ডামের মধ্যে ছিল এবং আর একটা মেমরেন্ডামএ অনেক কংক্রিট কেস আছে আমি সেই ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এই দুই বৎসর আগেকার জরুরী ব্যাপার, এত পরে উত্তর দেওয়া হচ্ছে বলে আমি আর সাপ্লিমেন্টারি করছি না।

(No reply.)

Infringement of provisions of Factory Act in the Rampuria Cotton Mills Ltd., Serampore

***123.** (Admitted question No. *996.) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) whether Government have received any report from the Factory Inspector's staff about infringement of the provisions of the Factory Act in the Rampuria Cotton Mills Ltd., Hooghly; and

(b) if not, what are the methods that are adopted by Government to detect such infringement on the part of any factory and also to see if the Factory Inspector's staff reports such infringement to Government promptly?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (a) No.

(b) Cases of infringement are always enquired into and appropriate action taken, as and when such cases are brought to the notice of Factory Inspectors or Government, or when the Factory Inspectors detect such infringements in course of their normal inspections.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: With reference to the last two words of the reply, viz., "normal inspector," does it mean inspection every three years.

The Hon'ble Abdus Sattar: Occasional. There is no such rule that every three years there will be inspection, but inspection is made as often as necessary.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: May I know the average time for such inspection?

The Hon'ble Abdus Sattar: Twice a year

Sj. Chitto Basu:

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কতজন ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর আমাদের ১৯ জন হলেও তার মধ্যে ৭ জনের স্যাংশন আছে, আর আছে ১০ জন।

Sj. Chitto Basu:

একথা কি সত্য যে অনেক সময় বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে অনেক ঘটনা রিপোর্ট হওয়া সত্ত্বেও ইন্সপেক্টর যথাসময়ে উপস্থিত হন না ?

Mr. Speaker: Will you kindly look at the heading of the question? You can put any question regarding the Rampuria Cotton Mills and I will allow it.

Implementation of Employees' Provident Fund Act in tea gardens

***124.** (Admitted question No. *1545.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) দার্জিলিং জেলার কতগুলি চা-বাগানে এম্প্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন কার্যকরী হইয়াছে এবং কতগুলি বাগানে হয় নাই;

(খ) যে-সব বাগানে হয় নাই, সেখানে না হওয়ার কারণ কি;

(গ) যে-সব বাগানে উক্ত আইন কার্যকরী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতগুলি বাগানের কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ও মালিকের দেয় টাকা সরকারের নিকট জমা দিয়াছে এবং কতগুলি দেয় নাই; এবং

(ঘ) যে-সব বাগানের কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা জমা দেয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আইন অনুসারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে কি?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) এম্‌প্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের আওতায় আসে এইরূপ সব বাগানেই; এইরূপ বাগানের সংখ্যা ১৪১।

(খ) আইনের আওতায় না আসা।

(গ) ২৩-টি ছাড়া বাকী সবগুলি বাগানের কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ও মালিকের দেয় টাকা সরকারের নিকট জমা দিয়াছে।

(ঘ) হ্যাঁ।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

आपने लिखा है कि २३ बगानों को छोड़ कर सभी बगानों के श्रमिकों और मालिकों ने रुपया जमा किया है। क्या मेहरबानी करके उन २३ बगानों का नाम बताइएगा?

The Hon'bel Abdus Sattar: I want notice.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

आपने "ख" प्रश्न के उत्तर में जो लिखा है उसको देखकर मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून में न आने का कारण क्या है?

The Hon'ble Abdus Sattar:

प्राभिडेण्ट फण्ड एक्ट में न आने का कारण यह है कि पूरा नम्बर नहीं है। उसके लिए ५० नम्बर होना जरूरी है। कम होने से कानून चालू नहीं हो सकता है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या आप बतायेंगे कि क्या कानूनी कार्यवाई हुई है?

আমার (ঘ)এর যে প্রশ্ন যেসব বাগানের কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা জমা দেয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আইন অনুসারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা। উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ।

The Hon'ble Abdus Sattar:

केस हुआ है। सरटिफिकेट जारी किए गये हैं।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

सर, मजदूर हिसाब नहीं जानते हैं। इस कारण मजदूरों के प्राभिडेण्ट फण्ड का जो रुपया रखा जाता है उसके हिसाब का कोई ज्ञान मजदूरों को नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके हिसाब का कोई कागज या कोई कार्ड उनको दिया जाता है कि इतना पैसा जमा है?

Mr. Speaker: Supposing some money is lying to the credit of a tea garden labourer, the question is, is any statement furnished to the labourer in question showing what is the amount lying to his credit?

The Hon'ble Abdus Sattar:

यह ऐक्ट चाय बगान में पहले ही चालू हुआ है। रीटायर करते समय वर्कर को बेनीफिट मिलता है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाय बगान के किसी वर्कर को इस तरह का कोई कार्ड दिया गया है?

The Hon'ble Abdus Sattar:

प्राभिडेन्ट फण्ड ऐक्ट तो अभी पहले ही चालू हुआ है।

Mr. Speaker: The question is simple. We all know what the Provident Fund Act is. The only point asked is, do you know if there is provision for supplying cards to the labourer where the amount, lying to the credit of the labourer is mentioned.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট এবং রেজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যা ব্যবস্থা করবার করছেন। উনি যে জবাবে হ্যাঁ বলেছেন রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

করা হয়, রাজ্যসরকারের অনুমতি ব্যতীত তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জারী করা হয় না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কতগুলি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অনেকগুলি কেসে করেছি, সংখ্যা আমার কাছে নাই।

Mr. Speaker: Next question.

Number of Works Committees in different factories in Calcutta

***125.** (Admitted question No. *1669.) **Sj. Jagat Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতায় কতগুলি কারখানাতে ওয়ার্কস কমিটি আছে; এবং

(খ) উক্ত ওয়ার্কস কমিটিগুলির মাধ্যমে কলিকাতায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কতগুলি শ্রমবিরোধের মীমাংসা হইয়াছে?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) কলিকাতাস্থ বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অদ্যাবধি ১৫১-টি ওয়ার্কস কমিটি সংগঠিত হইয়াছে।

(খ) এইপ্রকার কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Jagat Bose:

ওয়ার্কস কমিটি যে গঠন করা হয়েছে তাদের প্রসিডিংসএর কোন পরিসংখ্যান শ্রমবিভাগে রাখা হয় না, শ্রমবিরোধের মীমাংসা ওয়ার্কস কমিটির ভিতর দিয়ে না হওয়ার জন্যই কি রাখা হয় না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ওয়ার্কস কমিটি হচ্ছে অটোনমাস বডি, তারা কি করবে না করবে তার হিসেব নেবার ডিরেক্টরেটে থাকে না।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন ওয়ার্কস কমিটির মারফৎ কোন শ্রমবিরোধের মীমাংসা হয়েছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হতে পারে। তবে তার কোন পরিসংখ্যান আমরা রাখি না।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

ওয়ার্কস কমিটি সংক্রান্ত রিপোর্ট আপনাদের ডিরেক্টরেটে কি যায় একথা আপনি কি জানেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ওয়ার্কস কমিটির রিপোর্ট আমার দেখার দরকার হয় না।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

তাহলে আমরা ধরে নেব ওয়ার্কস কমিটির সঙ্গে সরকারের শ্রমবিভাগের কোন সম্পর্ক নেই ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আপনি কি ধরে নেবেন না নেবেন সে-কথা আমি কি করে বলব ?

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

ওয়ার্কস কমিটি সম্পর্কে যে নূতন রুলস তৈরি করা হয়েছে সেই রুলস সম্বন্ধে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে সেইটে বিবেচনা করে ওয়ার্কস কমিটিকে শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য আরো অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া উচিত একথা কি সরকার ভাবছেন ?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন কি করে ওঠে ?

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করছি ওয়ার্কস কমিটি কিজন্য করা হয়েছে ?

Mr. Speaker: Will you kindly read the heading of the question? I do not think that question arises.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার এইসব ওয়ার্কস কমিটির চার্জে আছেন এবং এই সকল ওয়ার্কস কমিটি পরিচালনার ভার তাঁর হাতে আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি জানি এগুলি গঠন করবার জন্য একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার আছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেই এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার কি দেখেন যে ওয়ার্কস কমিটি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ওয়ার্কস কমিটির রিপোর্ট যদি শ্রমদপ্তরে না আসে তাহলে যে নিয়ম আছে তা ভঙ্গ করা হয়, সুতরাং আপনি যে বলেছেন আপনাদের দপ্তরে কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না, এটা ঠিক নয় যদি এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের কাছে রিপোর্ট পাঠান না হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি স্টেপ নেন।

The Hon'ble Abdus Sattar:

এখানে যে প্রশ্নটা রয়েছে—উক্ত ওয়ার্কস কমিটিগুলির মাধ্যমে কত শ্রমবিরোধ মীমাংসা হইয়াছে তার উত্তরে আমি বলেছি এরকম কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, এ কিরকম জবাব হল ? আমি জিজ্ঞাসা করেছি রিপোর্টের কথা—

Mr. Speaker: His answer was the most pertinent answer. "Does the rule make it obligatory?" He says "No."

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি—যদি ওয়ার্কার্স কমিটির সর্বসম্মত ডিসিসান হয় তাহলে অন্ততপক্ষে সেটা চালু করতে বাধ্য থাকবে একথা তিনি জানেন কিনা ?

(No reply.)

Recognition of Registered Trade Unions by employers

***126.** (Admitted question No. *1612.) **Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) how many registered Trade Unions in Calcutta have been recognised by the employers concerned for bi-partite settlement and collective bargaining;

(b) how many registered Trade Unions in Calcutta have so far not been recognised by the employers; and

(c) what steps Government propose to take to ensure the recognition of Unions by the employers in the interest of industrial peace?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (a) and (b) No such statistics is kept by Government as there is no provision in the Indian Trade Unions Act, 1926, providing for recognition of Trade Unions by the employers.

(c) Does not arise.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

১৯২৬ সালের আইনে যেহেতু কোন প্রভিশান নাই সেইজন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রেকগনাইজড করা সম্ভব হচ্ছে না। মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি—নৈনিতালে যে সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্স হয়েছিল, ডিসিশন হয়েছিল যে ডিসিশনএ সরকার এক পার্টি, এমপ্লয়ার্স এক পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ম এক পার্টি ছিলেন এবং সেখানে একটা কোড অব ডিসিপ্লিন করা হয় ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি জানি সেখানে একটা প্রস্তাব হয়েছিল কনভেনসনরূপে তার দ্বারা বাধ্যতামূলক কিছু করা যেতে পারে না।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এর দ্বারা কি বুঝতে হবে—সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্সএ যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল বাংলা সরকার সে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, ঠিক তা নয়।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সেই কনভেনশনে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে কোন আইন আনবার চেষ্টা করেছেন কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, আমরা তা কিছু করি নি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সেই কনভেনশনে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তার ভিত্তিতে কোন আইন আনবেন কিনা জানাবেন কি?

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, if a convention comes into being as a result of an agreement then it has the force of law Therefore, no sooner a pucca agreement is there resulting in a convention no law is necessary.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ঐ যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল যে এগ্রিমেন্টে একথা ঠিক হয়েছিল যে, যদি কোন কারখানায় ইউনিয়ন থাকে, সে ইউনিয়নকে মালিকপক্ষ মেনে নেবে, সেখানে মালিকপক্ষ উপস্থিত ছিলেন, লেবার মিনিস্টার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ওয়ার্কার্সদের পক্ষ উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং এক পক্ষ না মানলে তার জন্য আইন করা হবে না কেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

একটা প্রস্তাব রেকমেন্ড করা হয়েছিল সবাই মিলে মেনে চলবেন। কিন্তু তার ফলে আইন করবার কোন অধিকার আমাদের নাই। Trade Union Act is a Central Act যদি কোন আইন করতে হয় পার্লামেন্টই করতে পারে। স্টেট লেজিসলেচারএর করবার কোন অধিকার নাই।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্স সম্পর্কে বাংলা সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব আছে কিনা?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি বলছেন সেন্ট্রাল এ্যাক্ট, কিন্তু নৈনিতাল লেবার কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেই কনফারেন্সে উনি ছিলেন, আমিও ছিলাম—সেই সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এ্যাক্ট বদলাবার জন্য এবং যে এ্যাক্ট আছে তাকে সংশোধন করবার জন্য যে একটা পরিকল্পনা করছেন সেই সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোন মতামত চাওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, আমরা এখনও কিছু পাই নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই মাসের ১৯এ তারিখে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারী লাল নন্দ যে একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকেছেন তা আপনারা জানেন কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি এখনও সে সংবাদ পাই নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই কনভেনশন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে একটা আপোষ আলোচনা হতে পারে তারজন্য কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারী লাল নন্দ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলিকে ১৯ তারিখে একটা সম্মেলনে ডেকেছেন, রাজ্যসরকারগুলির কাছেও চিঠি দিয়েছেন—আমি জিজ্ঞাসা করছি যে উনি একথা জানেন কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার কাছে এইরকম কোন চিঠি আসে নি।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Kharagpur Municipality

54. (Admitted question No. 1724.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) what is the date from which the Municipality of Kharagpur started functioning;

(*b*) what amount of money Government have granted to the said Municipality since its start either as grants or as loan up to the 15th March, 1958;

(*c*) what is the amount of money collected by the Municipality as tax or any other fee up to the 15th March, 1958; and

(*d*) what is the amount of money spent by the Municipality up to the 31st December, 1957, and what are the development works done by it?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) The 26th July, 1954.

(*b*) Grant—Rs.42,057.42 nP.

Loan—Rs.2,05,000.

(*c*) Rs.76,378.61 nP.

(*d*) Rs.2,76,284.38 nP.

The development works done by the Municipality are—the sinking and repair of wells, measures for sanitation and Public Health including acquisition of land for sweepers' quarters and trenching ground, purchase of refuse trailers, tractors, nightsoil tankers, etc., and repair of roads.

Incidence of silicosis and tuberculosis among workers of Refractory and Ceramic Works

55. (Admitted question No. 1070.) **Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) the incidence of silicosis and tuberculosis, respectively, among the workers employed at Refractory and Ceramic Works in the State of West Bengal;

(*b*) whether Government are aware that the Government of India have carried an investigation in this matter and made certain recommendations for the prevention of these diseases among the workers;

(*c*) if so, what are these recommendations;

(*d*) whether Government have decided to make a thorough enquiry into the health hazards to which workers of Refractory and Ceramic Works in this State are exposed; and

(*e*) if so, when the enquiry will be made and by whom?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Silicosis—15.75 per cent.

Tuberculosis—6.3 per cent.

(*b*) and (*d*) Yes.

(c) A statement is laid on the Library Table.

(e) Investigations into the health hazards of workers employed in dangerous operations in factories are being conducted by three Medical Inspectors and the Certifying Surgeon of Factories. These officers pay regular visits to the factories and examine the hazardous working conditions and the workers employed therein. They give the instructions on the prevention and curative aspects of the disease to the Management and also to the workers so that both the parties can take proper precautions in checking the disease.

Closure of Reliance Jute Mills, Bhatpara

56. (Admitted question No. 1127.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল বন্ধ করা হইয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, মালিকপক্ষ সরকারের সাথে বন্ধ করিবার আগে পরামর্শ করিয়াছিলেন কিনা;

(গ) না করিয়া থাকিলে, মালিকের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা;

(ঘ) রিলায়েন্স মিলের শ্রমিকদের সকলকে পার্শ্ববর্তী কাঁকিনাড়া মিলে অ্যাবজর্ব করা সম্পর্কিত ইউনিয়নগুলির যুক্ত প্রস্তাব সরকার পাইয়াছেন কিনা; এবং

(ঙ) পাইয়া থাকিলে, এ-সম্বন্ধে সরকার কিরূপ বিবেচনা করেন?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) মিল বন্ধের আগে পরস্পর আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল।

(গ) এবং (ঙ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) না।

Sj. Gopal Basu:

এই কোয়েশ্চেন পুরাণো, তাহলেও আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনার কি মনে আছে যে রিলায়েন্স জুট মিল যখন বন্ধ হয় তখন আপনার কাছে একটা চিঠি দিয়ে কি জানানো হয়েছিল যে, গত যুদ্ধের সময় রিলায়েন্স মিল বন্ধ হবার ফলে কাঁকিনাড়া মিলে সমস্ত লোককে নেওয়া হোক?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যখন রিলায়েন্স জুট মিল বন্ধ হয়, তখন বহু দিক থেকে বহু চিঠি এসেছিল তবে আমার পক্ষে স্পেসিফিক্যালি কোন চিঠির কথা মনে রাখা সম্ভবপর নয়।

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্ন ছিল "ইউনিয়নগুলির যুক্ত প্রস্তাব সরকার পাইয়াছেন কিনা এবং এ সম্বন্ধে আপনারা কিছু বিবেচনা করছেন কিনা" আপনি তার উত্তরে "কেটিগোরিক্যালি নো" বলছেন—কিন্তু এই রকম কি কোন চিঠি পান নি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই রকম যুক্ত সাক্ষরিত কোন প্রস্তাব ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে পাই নি।

Sj. Gopal Basu:

এই ব্যাপারে ইউনিয়নগুলির জয়েন্ট কনফারেন্সের প্রস্তাব আপনার কাছে রেখেছিল কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সব ক'টা ইউনিয়নের সাক্ষরিত কোন কিছুই পাওয়া যায় নি।

Sj. Gopal Basu:

রিলায়েন্স মিল কবে বন্ধ হয়েছিল সেই তারিখটা জানা আছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ডেটটা আমার জানা নেই, জানতে চাইলে জানাব।

Sj. Gopal Basu:

আপনি বলেছেন "মিল বন্ধের আগে পরস্পর আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল" মিল বন্ধের আগে তাঁরা কি সরকারকে সেটা জানিয়েছিলেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সরকার সেই মিল বন্ধের ঘটনা জেনেই আলোচনা করেছিলেন।

Sj. Gopal Basu:

সরকারকে মালিকরা জানিয়েছিলেন কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মালিকরা জানিয়েছিলেন কিনা সেটা স্পেসিফিক্যালি আমি বলতে পারছি না, তবে সরকার এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং যা কিছু করণীয় তা করেছিলেন।

Sj. Gopal Basu:

আমি পরিষ্কার প্রশ্ন করেছিলাম যে "মালিকপক্ষ সরকারের সাথে বন্ধ করিবার আগে পরামর্শ করিয়াছিলেন কিনা"—

No mills are closed down without consultation with Government.

The Hon'ble Abdus Sattar:

দু'রকমে মিল বন্ধ হয়—একটা হচ্ছে র‍্যাশনালাইজেশন, এক্ষেত্রে সরকারকে জানাতে হয়। আর একটা হচ্ছে মিস্ ম্যানেজমেন্ট য়্যান্ড ইকনমিক কন্ডিশন, এক্ষেত্রে সরকারকে জানাবার কোন দরকার হয় না।

Sj. Gopal Basu:

এটা কি র‍্যাশনালাইজেশনের জন্য বন্ধ হয়েছিল ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

লোকসানের জন্য বন্ধ হয়েছিল।

Mr. Speaker: If there is rationalisation, they are bound to consult the Government; not otherwise. This case comes under the heading "not otherwise."

Sj. Gopal Basu:

উনি বলেছিলেন—

No mills are closed down without prior consultation with Government.

The Hon'ble Abdus Sattar: That is for rationalisation?

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

স্যার, ৫৫নং কোয়েশ্চেনের উপর আমার প্রশ্ন ছিল। আপনি এত তাড়াতাড়ি পড়লেন যে আমি বুঝতে পারি নি।

Mr. Speaker:

কালকে কন্সিডার করবো, আজ আর নয়।

Number of persons registered in different Employment Exchanges

57. (Admitted question No. 764.) **Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) total number of persons on the live registers of various Employment Exchanges in West Bengal up to date; and

(*b*) how many of them are Engineers and Doctors?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) 178,187 (up to the 28th February, 1958).

(*b*) Engineers—72; Doctors—131 (up to the 28th February, 1958).

Sj. Ganesh Ghosh: Since this answer was drafted one year ago, are you in a position to give the latest figures?

The Hon'ble Abdus Sattar:

লেটেস্ট ফিগার্স হচ্ছে আপ টু ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ ইঞ্জিনিয়ার ৯১ জন এবং ডক্টর ১৪৫ জন।

Sj. Ganesh Ghosh:

এইসমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ফরেন কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার ক'জন আছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার কাছে তার ব্রেক আপ নেই।

Sj. Ganesh Ghosh:

এইসমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দুর্গাপুর কিম্বা আদার যেসমস্ত স্টীল প্ল্যান্ট হচ্ছে সেইসব জায়গায় এমপ্লয়মেন্ট দেবার কোন চেষ্টা স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে করা হয়েছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এদের ২৫ জনের প্লেসমেন্ট হয়েছে—এর থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে চেষ্টা করা হচ্ছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

বাকীগুলোর জন্য কি করা হচ্ছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ইঞ্জিনিয়ার যখন ডেকে পাঠায় আমরা তখন নাম পাঠিয়ে দিই।

Sj. Ganesh Ghosh:

এইসমস্ত ইঞ্জিনিয়ারেরা ন্যাচারালি আমাদের দেশের ভেতর ট্রেন্ড, কোয়ালিফায়েড। আমাদের যেসমস্ত প্রোজেক্ট হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে তাদের প্রোভাইড করার কোন চেষ্টা হয় না, চেয়ে পাঠালে তবে নাম পাঠানো হয়, এই কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এটাই হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নিয়ম।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, what usually happens is this. Sometimes, if they are retrenched they get other employment. So, they never bother the Government again.

Sj. Ganesh Ghosh: The fact is that so many qualified boys of West Bengal are rotting in the Employment Exchanges while foreign qualified engineers from foreign countries are being brought in. The State Government does not take any initiative to provide them with employment in any of the projects that they have undertaken. Isn't that Mr. Sattar?

The Hon'ble Abdus Sattar: No.

Sj. Ganesh Ghosh: What steps have the State Government taken to give them employment?

The Hon'ble Abdus Sattar: They always make honest attempts to find employment for them.

Mr. Speaker: Question time over.

[4—4-10 p.m.]

Presentation of the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and Finance Accounts for 1952-53 and Audit Reports thereon.

Chairman: (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): Sir, I beg to present the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and Finance Accounts for 1952-53 and Audit Reports thereon.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the Report of the Public Accounts Committee for the year 1952-53 be discussed.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: A date is already given.

Mr. Speaker: This is for your information—a date has already been given.

Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation, 1959-60.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to lay before the Assembly the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1959-60.

Laying of papers relating to the West Bengal State Electricity Board.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly the States of Estimated Capital and Revenue Receipts and Expenditure of the West Bengal State Electricity Board for the year 1959-60.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959, be taken into consideration.

Sir, the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, and other State Tax laws make it obligatory upon the associate to intimate any change in the ownership of the business by sale or succession or otherwise. In spite of these provisions the assesse does not generally keep the assessing officer informed of such changes in time with the result that it becomes difficult for the assessing officer to know precisely who is the real person who is owning a particular business at a particular time. It is on account of these practical difficulties that the Commercial Tax Directorate of West Bengal was so long issuing registration certificates and making assessments in the trade name of

a business rather than in the name of the proprietor of the concern. Certificates for the recovery of the arrears of taxes are also sometimes filed in such trade names. According to the tax laws as well as the Public Demands Recovery Act a dealer who is assessed to tax or is proceeded against for the purpose of recovery of taxes is required to be a person. Consequently assessments made in the trade name or certificates issued in the trade name were being challenged regarding their validity. The purpose of the present Bill is to safeguard revenue by rendering all such actions and proceedings free from objections.

With these words I commend my motion to the acceptance of the House.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1959.

Sir, this Bill has been brought for the purpose of augmenting the State revenue and plugging the loopholes by which the tax-dodgers escape payment of taxes. Therefore, though it is belated, I will welcome this Bill; but, Sir, the provisions in this Bill also are not sufficient for the purpose for which they are going to be enacted, because there will still remain some loopholes by which the tax-dodgers will escape. Therefore, my whole attempt should be to remedy these loopholes and do justice to this Bill and thereby augmenting the revenues of the State from the hands of the tax-dodgers. Sir, five Acts are going to be amended by the insertion of five new sections in these five distinct Acts which are for the purpose of State revenue. But, Sir, the expression "trade name" which has been named in the Bill has not been defined either in the present Bill or in the parent Acts, namely, the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act, 1941, Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, Bengal Raw Jute Taxation Act, 1941, West Bengal Sales Tax Act, 1954, and West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Arears Act, 1955. In none of these Acts, Sir, trade name has been defined. Also in the present Bill we do not see that the trade name has been defined. The object of this Bill is to safeguard revenue properly. We find that on some registration receipts some firms have been registered in the trade names and therefore the real owners, when they are sought, they are not found. When cases are filed under the Public Demands Recovery Act against these firms we find they have gone on liquidation and the State revenues suffer. In the Bengal Motor Spirits Sales Taxation Act, 1941 persons have been included; in the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941, there is no definition of trade name but dealer has been defined and dealer includes a person. In the Co-operative Societies or clubs the same thing is there. In the Bengal Raw Jute Taxation Act, 1941, persons who are in actual occupation of jute mills or persons who are in charge of the jute they are liable to tax. West Bengal Sales Tax Act does not define trade name. It simply defines "dealer" that is also the case in the Entry of Goods in Local Areas Act, 1955, where trade name has not been defined but dealer has been defined. "Person" has been defined in section 2(42) of the General Clauses Act but that definition is so wide that it includes any company, association, body of individuals who are incorporated or not. Therefore if we depend on that definition of persons that will not serve our purpose. An attempt has been made, namely, if tax is not available from company we can go behind the company to the shareholders. That is the import of the Bill. Therefore we are enacting something which we are not competent to enact because in List I, item 43, legislation with regard to trade, business and company are entirely in the domain of the Central Government. We have got no power to legislate. If we make this legislation whether it is public limited or private limited if the tax is not realised according to ordinary process by

the Public Demands Recovery Act we shall go behind the company and reach the shareholders. That we cannot do—this legislature cannot do that. Therefore I have attempted to insert this definition of "trade name", because behind the word "trade name" many companies, many firms may say that my company has got registration under this name and moreover they will say that trade name has not been defined anywhere. I have excluded the public limited company from its purview. Therefore my amendment would by adding the Explanation at the end of clause 2—trade name is a name by which any individual or body of individuals, association, firm or company not being a public company as defined in the Indian Companies Act, 1956, carries of business. Therefore, within the purview of the word trade name I have included all sorts of association, all persons, firms, etc., who carry on business.

[4-10—4-20 p.m.]

But from the purview of this I have attempted to exclude the public limited companies which are governed by the Indian Companies Act, 1956, and over which we have got no power to legislate. If this bit of legislation is passed, we shall have power to go behind the limited companies and reach their shareholders and make them liable. We have got no power of legislation in this respect in accordance with Seventh Schedule, List I, item 43, of the Constitution. Therefore, I would request the Hon'ble Chief Minister to accept this Explanation not for any other purpose but for the purpose of making this Act a perfect bit of legislation so that the tax-dodgers may not escape.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, I want a clarification. In the Statement of Objects and Reasons it has been pointed out—and I also heard the Chief Minister saying so—"Under the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, and certain other tax laws of the State and also the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913, action is required to be taken for matters connected with the purposes of those Acts including the issue of registration certificates and initiation of proceedings for the realisation of taxes and recovery of arrears of taxes in the name of a person or persons." The Chief Minister rightly pointed out that in the Public Demands Recovery Act also this difficulty exists, but there is no amendment with regard to that Act. The Acts which are sought to be amended are the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act, the Bengal Finance (Sales Tax) Act, the Bengal Raw Jute Taxation Act, the West Bengal Sales Tax Act and the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas Act. Will the Chief Minister please explain?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: First of all, let me answer Mr. Panda. He has suggested that trade names should be better defined by excluding those under the Companies Act. As he knows, the companies that are registered are persons under the Indian Companies Act. Therefore, when we are talking about trade names, the trade names will be the names of business concerns which are not covered by the Indian Companies Act.

As regards the point raised by Mr. Siddhartha Shankar Ray, we thought that the expression "Nothwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in respect of any business' would cover the question of the Public Demands Recovery Act. That Act need not be altered, at least so far as "trade name" is concerned. So, after section 7 of the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act and so on, the Bengal Finance (Sales Tax) Act, etc., we need not refer to the Public Demands Recovery Act.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: If you look at section 2(1) of the Bill—the suggested amendment—you will find that it has been stated "action may

be taken under this Act"—not under the Bengal Public Demands Recovery Act. I am only trying to solve the difficulty. "Action may be taken under this Act."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Don't you see the second sentence of sub-section (1) covers it—proceedings for the recovery of any such taxes or penalty may be commenced.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: For the purposes of this Act.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This Act covers the other Acts also.

Sj. Siddharha Shankar Ray: If any money is due under any particular Act and the officer concerned issues a certificate and sends it to the Public Demands Recovery Officer, then the Public Demands Recovery Officer has to start separate proceedings for the purpose of realising the amount and if there is a bar under the Public Demands Recovery Act, as pointed out in the Statement of Objects and Reasons, then the Public Demands Recovery Act has also to be suitably altered, otherwise this lacuna would exist.

Mr. Speaker: Action may be taken under this Act in any matter connected with the purposes of this Act including the realisation of taxes or penalty, and proceedings for the recovery of any such taxes or penalty may be commenced—under what law? Under the Public Demands Recovery Act.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Proceedings can also be commenced under the taxation ....

Mr. Speaker: I am pointing out that proceedings may be taken under any law which includes the Public Demands Recovery Act.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: We can make it clear by saying "and proceedings for the recovery of any such taxes or penalty may be commenced or continued under any law including the Bengal Public Demands Recovery Act."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My Law Department says that that is not necessary.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Statement of Objects and Reasons is wrong because the certificate-debtor mentioned by the Taxation Officer is not the certificate-debtor that is accepted by the Bengal Public Demands Recovery Act.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Tax (Amendment) Bill, 1959, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I beg to move that the West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I beg to introduce the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill].

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 24 Members; 19 Members from this House, namely:—

(1) Sj. Anandagopal Mukherjee,
(2) Sj Pijush Kanti Mukherjee,
(3) Sj. Santi Gopal Sen,
(4) Janab S. M. Fazlur Rahman,
(5) Sj. Shyamapada Bhattacharya,
(6) Sj Hangsadhwaj Dhara.
(7) Sja. Purabi Mukhopadhyay,
(8) Sj. Shyamadas Bhattacharya,
(9) Sj Haran Chandra Mondal,
(10) Sj. Basanta Kumar Panda,
(11) Sj Hemanta Kumar Bose,
(12) Sj Bankim Mukherjee,
(13) Sj. Harekrishna Konar,
(14) Sj. Subodh Banerjee,
(15) Dr. Satyendra Prasanna Chatterjee,
(16) Sj Durgapada Sinha,
(17) Sj. Khagendra Nath Banerjee,
(18) Sj. Ardhendu Sekhar Naskar, and
(19) the Minister-in-Charge of the Land and Land Revenue Department and 5 Members from the Council;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the 30th June, 1959;

that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committee will apply with such variations and modifications as the Speaker may make;

that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of Members to be appointed by the Council to the Joint Committee.

[4-20—4-30 p.m.]

Sir, I will not make a long speech in introducing this Bill but it is necessary to explain briefly some of the measures that are brought before the House. Sir, if you have gone carefully through the Bill, you will find that there are certain matters relating to procedure and there are certain matters relating to principle. Sir, I might at once say that there have been two very great changes in principle. When I visited some parts of Midnapore and Bankura I found that the small owners who are recipients of rent in kind —*sanja*—they are in extremely difficult condition and representations were made to me that at present the rate of compensation that is permissible to them is only causing hardship on them. Therefore, I discussed this question with representatives of many shades of opinion and it was thought desirable that instead of paying them off at the present rate it would be better if we could give them annuity for 20 years' annual income—the income that they are receiving at the moment—the income will be given to them for the next 20 years. That will perhaps increase the quantum of compensation a little but I think that is worthwhile. On the other hand, while we have done this for the small owners, there is a provision in the Act itself that compensation will have to be paid for the lands retained by the owners. Sir, I examined this provision very very carefully. To my mind there is no question of paying compensation for the retained lands, for if you examine the matter very closely you will find that the usufruct or the income from that land has not been taken away. What has actually been done has been to effect a change in status—an intermediary becomes a tenant.

Now, Sir, it would be a dangerous principle if for any change of status you have to pay compensation. Even, if I am correct, under the Constitution, loss of income or loss of property has to be compensated for, may be at market rate under certain circumstances, may be at a nominal rate, as settled by the Legislature. As this one comes under the purview of Article 31A, whatever that is, there is no question of paying compensation for any loss of status. Therefore, Sir, it is proposed that for the retained land, there would be no payment of compensation and just as a gesture of sympathy towards them, five years' rent,—five years beginning from the date of vesting—will not be collected. There are good administrative reasons for this proposal because in the absence of finalisation of Settlement Record, the *jamabandi* or rent assessment has not yet been fixed. Therefore when *jamabandi* is fixed, the rent will be accumulated for five years together with interest. Therefore, Sir, what in effect comes to is that we are paying them off with only five years' income. I think that is a progressive measure.

Then, I would like to indicate to this House certain other questions involving very great changes in principle. As all sections of the House know we are still discussing these measures with the Congress party and with other parties in this House. Therefore, I have deliberately refrained from bringing those measures and I hope to introduce them at the Select Committee stage. I think there would be important changes underlying the present Act in the Select Committee stage and I think that is better because in the Select Committee stage there might be freer and more frank discussions and more close exchange of view points.

Now, Sir, I would briefly refer to a few other features of this Bill. Now elaborate changes have been made in the procedure and arrangement for assessing compensation roll. Previously, the idea was that there would be a draft publication, objections would be invited and hearings would go on *ad infinitum* and there would be a lengthy procedure. That was permitted or perhaps justified at that time because when the Act was originally passed the new settlement records had not come in but as I have reported

to this House, the settlement records have now been finally published and they are available, and the changes that are sought to be made would affect roughly 10 per cent. of the records. Therefore, taking the total picture of West Bengal that is not a material variation. Therefore, the proposal is to treat the settlement record as draft roll and then invite objections. There has also been splitting up of camps. The idea underlying the changes is that in the majority of cases we have found out that the number of owners having lands in two or three districts can be counted on finger tips and it would be unfair to the smaller owners to withhold the compensation roll for these few owners. Therefore the law is proposed to give ratification to the administrative arrangements that have already been taken in hand. We have asked the officers to split the camps into three categories—A, B, and C. A camps will deal only with those cases, and that would be the majority of cases where the owner owns land only within the mouza or part of the notified area. Second group will deal with cases within the district and the rest would be referred to the third group of camps. In this way we want to finalise compensation in a quicker manner and make early payment to those who are smaller owners and those who do not own land in very many places. That is an important change

There is also another change, namely, at present the Act does not provide for any splitting up of the liabilities. For instance, the co-sharers—there are co-sharers of any property—if one sharer defaults in payment, the whole of the dues can be realised from one sharer. We have provided in the Amending Bill for the splitting up of dues. Section 24 of the parent Act laid down that the limited owners will not get any benefit whatsoever and the compensation when assessed would be deposited with the Collector and when the fullfledged owner comes in he will get the money. Now we have consulted our legal opinion and they have given the opinion that if the corpus cannot be touched at least the interest can be touched and interest can be paid to the limited owners. Therefore, in order to afford relief to widows and such other limited owners we have provided that though corpus cannot be paid at least the interest would be paid to the limited owners.

[4-30—4-40 p.m.]

Then, Sir, there is another very important question. As you know, there are many charitable trusts exclusively devoted for charitable purposes. But I have come across a very large number of cases where the whole of the property has not been bestowed and gifted for any charitable purpose. But a charge has been created against that property that such and such income should be given to some college or school or dispensary or some local institution and so on. I can quote from memory two cases. For instance, the Krishnanath College of Berhampore was a charge on the late Maharaja of Cossimbazar who, if I remember aright, used to get Rs.20,000. The property was a big one and the income was bigger. The whole income was not given to the Krishnanath College, but Rs.20,000 was given to the Krishnanath College. Now, Sir, the vagaries of law—as you know law is a tricky subject—do not allow us to treat these things as exclusively charitable because the whole income was not given away for charitable purposes. Now it is proposed that to the extent money was given to such charitable institutions, only to that extent and not more—remember this distinction very carefully—these charges will be made and the money will be paid to these institutions. Now we are facing terrible difficulty. As a matter of fact, one member of the Goswami family of Serampore, came to me in connection with a trust estate which runs an institution and said that there should be some payment to such institutions. I said, "Under

the present law I cannot meet this charge; therefore, you take the payment and you pay the institution". He said, "I cannot do it because if I take the payment, then my compensation goes down." So there is a deadlock. To meet these difficult cases and to help these schools and institutions and so on we are providing that so far as there is a charge we shall treat them as a charge and we shall make payment not to the owner, but to the school or college, whoever is the beneficiary. Now, we are again making another very important change, though administratively that change has already been made. As you know, section 40 lays down how Sanja tenancies are to be assessed. It has been laid down in that section that they should be commuted into money value and that should be the value of the Sanja tenancy. Now, as the honourable members specially coming from Midnapore and Birbhum know, the price of 3-4 mds. of paddy which might be half of the share of 6-7 mds. works out on an average rate of something like Rs.40 per acre in Bengal, whereas the cash rate correspondingly for the whole of Bengal is Rs.3.75. That is obviously a hardship. Therefore, my predecessor, Sj. Sankar Prosad Mitra, issued an executive order that though for the purpose of compensation calculation of income would be made according to the existing scale, viz., Rs.40, or whatever it is, per acre, realisation from the Sanja tenancy would be at the rate of Rs.9 per acre. Now our lawyers have pointed out that unless this executive order is ratified by law, there will be some difficulty later on and AGB might quite legitimately point out and say that you are entitled under the law to realize at the rate of Rs.40, but you are not realizing that and therefore there is a loss of public revenue. What has been done executively for the last three years is being sought to be given legal protection or rather legal sanction and we are proposing that though for the purpose of assessment of compensation the rate would be as at present, but the realization from the Sanja tenant would be Rs.9 per acre. I think that would materially help the Sanja tenants who are proverbially poor, as everybody knows in this House.

Sir, there are certain other minor changes, for instance, where there is a provision for appeal before the District Judge, we have included also the Additional District Judge, because sometimes District Judges in adequate numbers are not to be found. But these are not very material changes. I have already outlined to the House the main changes that are proposed in this measure, and I again remind the House that there are three or four important changes in principle which I hope to discuss in the Select Committee. I might anticipate one small criticism which might perhaps come from the members of Murshidabad and Birbhum. That is about the date from which this reduction to the Sanja tenants would be given effect to, because the order passed by Shri Shankar Prasad Mitra, the then Revenue Minister, was in about 1363, if I am correct. Therefore, high rents at the rate of Rs.40 were realised in 1362. To meet this contingency—if it is necessary at all—it is not necessary to have any legislative sanction because when the order would take effect, that is an executive order, and it can be extended to any period of time. What we are seeking in this Bill is to give legislative protection and sanction to the executive order that has already been given effect to, and according to which realisation is being made.

Sir, these are some of the important changes that I place before the House and I hope some more changes will be coming in the Select Committee. With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:*

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রায় ৬ বছরের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে এই বিলের থার্ড এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে এবং যে এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে তাও অত্যন্ত টেকনিক্যাল ধরনের কিন্তু বড় যে গলদগুলি থাকার দরুন এই এস্টেট এ্যাকুইজিশন অ্যাক্টএর যে মূল উদ্দেশ্য

সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে তাকে পরিবর্তন করার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। আজ বিশেষ করে নাগপুর অধিবেশনের ২ মাস পরে যে বিল আসছে সেখানে একটা কমপ্রিহেনসিভ বিলে না নিয়ে এসে মন্ত্রীমহাশয় বলছেন যে আমি জানি যে অনেকগুলি মৌলিক এবং গুরুতর বিষয়ে নীতিগতভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই বিল কে অবলম্বন করে সেটা কেমন করে সিলেক্ট কমিটির মারফত তিনি করবেন তা আমার ধারণার অতীত। কারণ এই বিল যেভাবে রচিত হচ্ছে তা কয়েকটা টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর। সমস্ত আইনটা দুইভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে এস্টেট এ্যাকুইজিশন য়্যাক্ট আর একটা হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস য়্যাক্ট। এই এস্টেট য়্যাকুইজিশন য়্যাক্টের উদ্দেশ্য প্রধানত নেগেটিভ। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকারের অবসানের কথা আমরা বলেছিলাম। সেই একচেটিয়া ফিউডাল ওনারশিপ ভাঙ্গার দিক থেকে এটা কতখানি কার্যকরী হল তার উপর সমস্ত নির্ভর করবে। অর্থাৎ জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করে সেই জমি যারা ভূমিহীন এবং নামমাত্র জমির মালিক তাদের ভেতরে কিভাবে বণ্টন করা যায় সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন এবং সেটাই হওয়া উচিত বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ আমরা জানি যে সে দিক থেকে কিছুই হয় নি। কিছুদিন আগে এটা আশা করা হয়েছিল যে, ৬ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে—এর আগে উনি বলেছিলেন যে প্রায় ৬১ হাজার, সেটা এখন বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২২ হাজার একর বলছেন কিন্তু এটা হলেও অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হল না। মনে রাখতে হবে যে যখন ৬ লক্ষ একর আশা করা হয়েছিল তখন তার একটা ভিত্তি ছিল, এমনি আশা করা হয় নি। সেই ভিত্তিটা হল এই যে ১৯৫১ সালের যে সেন্সাস রিপোর্ট, সেই সেন্সাস রিপোর্টে দেখা গিয়াছিল যে, ২৭ হাজার ৪ শো ৪৫টি এইরকম পরিবার আছেন যে পরিবারের ২৫ একরের বেশি জমি আছে। ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে ১৮৭০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত যে এ্যাকাউন্ট আছে সেই এ্যাকাউন্টটা একটু দেখবেন—আমি যতদূর জানি আজ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে এটাই একমাত্র প্রামাণ্য তথ্য এবং আমাদের আগে যিনি ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন স্বর্গীয় সত্যেন বসু, তাঁর কাছেও প্রশ্ন করে জেনেছিলাম যে ঐ ২৭ হাজার ৪ শো ৪৫টি পরিবারের প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমি আছে তাদের পজেসনে এবং সেদিক থেকে তাদের ২৫ একর করে রাখলে ৬ লক্ষ ৮০ হাজারের মত হবে সেটাকে ৬ লক্ষ করেছিলেন। এছাড়া ১৯৪৪ সাল থেকে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স আইন এখানে জারী হয়েছে—এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সাধারণতঃ ৭০-৭৫ বিঘা যাদের জমি তাদের উপর ধার্য হ'ত।

[4-40—4-50 p.m.]

এইজন্য অন্ততপক্ষে এই সরকারের যাদের ৭০।৭৫ একরের বেশি জমি আছে, তাদের নাম এবং জমির পরিমাণ জানা কিছু অসম্ভব ছিল না। এবং সেইজন্য তারা সেখানে বিটিং এ্যাবাউট দি বুস না করে তারা যে ডিস্প্লেসড এটা যদি আইনে রাখা যেত তাহলে মোটেই ডিস্ক্রিমিনেশন হ'ত না, যদি আইনে স্পষ্ট করে বলা হ'ত যে, যাদের ঐ ২৫ একরের বেশি জমি আছে, তাদেরই যে-কোন ট্রান্সফার ৫ই মে ১৯৫৩ সালের পরে হলেই সেটাকে প্রিজিউম করা হবে ম্যালা-ফাইড ট্রান্সফার হিসেবে, যদি না কন্ট্রারি ইজ প্রুভড। এই জিনিসই কেরালায় করা হয়েছে। এবং এটা ধরাও সুবিধা ছিল। সেখানে দেখিয়েছে যে, প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মত ম্যালা-ফাইডি কেস নিয়ে তারা দেখলেন ৪০ হাজার ছাড়া প্রায়ই ঠিক আছে। সেইজন্য বলছি, অল ইন্টারমিডিয়ারিজ ছোট থেকে বড় সবটাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এরা যদি তাদের দৃষ্টি যেমন ২৭ হাজারের ভিতরে ৭ হাজার বেছে নেন বড় বড় দেখে এবং কনসেন্ট্রেট করতেন, তাহলেই হ'ত। আমি জানি এমন কোম্পানি আছে যারা রাতারাতি ইনকাম ট্যাক্স-কে ফাঁকি দেবার জন্য তারা কোম্পানি বদলায় এবং সেইজন্য যখন কোন একটা কোম্পানি ঐরকমভাবে বেনামী করতে যায়, তখন স্টেট রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সেই সংবাদ চলে যায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে। এখানেও সেইরকম সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন। কেন রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সেইরকম একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় নি? যাতে এইরকম ধরনের যারা ২৫ একরের বেশি জমির মালিক তারা কোন হস্তান্তরিত করতে গেলে পরেই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর এস্টেটস এ্যাকুইজিসন অফিস-এ চলে যাবে। এবং তারা অন্ততপক্ষে একটা ইনজাংসন জারী করবার ক্ষমতা রাখতে পারেন। তারপরে ঐ ৫-এর(এ), তার একটা মস্ত বড় ফাঁক সেখানে ইনডিভিজুয়েল বেসিস-এ ধরা হয়েছে। আমরা এটা আলোচনার সময় বার বার

বলেছিলাম এবং নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, অন্ততপক্ষে ফ্যামিলি বেসিস-এ এ জিনিস হওয়া উচিত। সেখানে ডিফাইন করে দেওয়া যেত যে, একটা ফ্যামিলি তার ভিতর এত সংখ্যা থাকলে পরে এই পরিমাণ পাবে, তারপরে হয় ত প্রতি সংখ্যা বৃদ্ধি অনুযায়ী কিছু কিছু বাড়বে এবং লাস্ট সীমা করে দেওয়া হত যে, এর বেশি কেউ পাবে না। এইরকম প্রভিসন কেরালায় রাখা হয়েছে। সেইজন্য সেই দুটো প্রভিসন মন্ত্রিমহাশয়ের বিবেচনার জন্য পড়ে দিতে চাই। একটা ওদের এ্যাক্ট ৬১, সেখানে বলা হচ্ছে—

For the purpose of this Act—

(i) "ceiling area" of land shall be—

(a) in the case of a person or a family consisting of not more than five members, 15 acres of double crop nilam or its equivalent; and

(b) in the case of a family consisting of more than five members, 15 acres of double crop nilam or its equivalent increased by one acre of double crop nilam or its equivalent for each member in excess of five, so however, that the total extent of land shall not exceed 25 acres of double crop nilam or its equivalent;

এবারে ট্রান্সফারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force all voluntary transfers by way of sale or gift effected by persons having more land than the ceiling area after 18th December, 1957, shall be null and void.

এবং সেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে সিলিং-এর উপর বেস করে। এখন এখানে আমি একটা লক্ষ্য করেছি, যাতে বড় অংশকে স্কোপ দেবার জন্য লুপহোল রেখে দিয়েছেন, যাতে ছোট-মাঝারি-বড় মিলিয়ে কোন তালগোল পাকিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে ঠিক যাদের ধরা তাদের সুযোগ হয় না।

আমি এখানে লক্ষ্য করেছি, যাদের বড় অংশ আছে তাদের খানিকটা স্কোপ দেবার জন্য ঐ ছোট-বড়-মাঝারিকে মিশিয়ে এমন একটা তালগোল পাকিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে ছোট-বড়-মাঝারিদের মধ্যে নানা-রকম ডিসপিউট দেখা যায় ও সেখানে একটা অহেতুক বিরোধ সৃষ্টি করা হয়। আমি দেখেছি, যখন লেভি আইন হয়, তখন এইরকম হয়েছে, যারা ২৫।৩০ বিঘা জমির মালিক, তাদের বাজেয়াপ্তকে কিনে নিয়ে লেভি দিতে হয়েছে। আর যারা পাঁচ, ছয় হাজার বিঘা জমির মালিক, তাঁরা আইন জানেন, কাজেই হাইকোর্টে গিয়ে ইনজাংশন জারী করেছেন। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। আপনারা যখনই এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বড় মালিক, তাঁরা উকিলের বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করছেন লুপহোল খুঁজে বার করবার জন্য, এবং হাইকোর্ট পর্যন্ত যাচ্ছেন। কিন্তু যারা ছোট মালিক, তারা পয়সার অভাবে উকিল বাড়ী দৌড়াতে পারছেন না। কাজেই আপনারা আইন এনে তাদের মাঝে এইরকম একটা বিরোধ সৃষ্টি করছেন। যে জায়গায় আপনারা একটা সিলিং বাঁধছেন, সেখানে সেই সিলিং-এর উপরে এবং সিলিং-এর নিচে, এইরকম দুইভাবে যদি নেন, তাহলে সেখানে কোনরকমেই ডিস্ট্রিবিউশন যাস্টিসিয়েবল হতে পারে না, ল-এর দিক থেকে। কারণ, আপনি অলরেডি সেখানে ব্যবস্থা করেছেন যে, এটা একটা ক্যাটেগরি, আর ওটা আর একটা ক্যাটেগরি। সেদিক থেকে যদি স্পষ্ট করে বলা হত, যদি এইরকম ফ্যামিলি বেসিস-এ করা হত, তাহলে সেখানে অন্যরকম একটা প্রশ্ন উঠত। কেন না, আজকে ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় কারও কাছে অজানা নেই যে, প্রধানত কোথা থেকে, কি পদ্ধতিতে এই ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার হয়েছে এবং সিলিং-কে ফাঁকি দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে সকলেই জানেন যে, একটা পার্টিশন করা হয়েছে, সেটা বন্ধ করতে পারতেন। এটা সকলেই জানেন যে, অনেক সময় খুব ব্যাক ডেট-এর আমলনামা রেজিস্ট্রি করতে অসুবিধা হয় বলে আন-রেজিস্টার্ড আমলনামাগুলিকে জমিদাররা তাদের হাতে যে-সমস্ত চেক বা পুরান কাগজপত্র থাকে, তা দিয়ে ব্যাক ডেট-এ প্রজা বন্দোবস্ত দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন কথা হল, যদি কিছু করতে হয়

তাহলে তা সব-সময়ে আইনের ভাষা দিয়ে করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট সম্বন্ধে একটা কথা উঠেছিল যে, ইট ইজ ল-ইয়ারস' প্যারাডাইস। আজকে এ-কথা মনে রাখতেই হবে যে, আইনজ্ঞদের আইন উদ্ভাবন করার শক্তি যথেষ্ট আছে। সুতরাং আপনি যতই আইন করুন না কেন, তার কোন না কোন ফ্ল থাকবেই। সেই সক্রেটিস-এর আমল থেকে আরম্ভ করে আপনি দেখবেন যে, এত্রি স্টেটমেন্ট-এ একটা ফ্ল আছে এবং সেই ফ্ল-টা বার করাই হচ্ছে তাদের কাজ। সেইজন্য শুধু আইন দিয়ে সব-কিছু করা যায় না। চায়নার আইন আমি দেখেছি। আপনি জানেন যে, সেটা অত্যন্ত ছোট, মাত্র ৪০-টা আর্টিকেল তার মধ্যে আছে। এখানে একটা সিম্পল প্রশ্ন হচ্ছে যে, শুধু আইন নয়, গভর্নমেন্টের এ্যাটিচুড, ওঁদের যে মনোভাব, সেটা তাঁরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে চান, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এখানে নানারকম ক্লাসের এ্যাটিচুড আছে। এই যে বিলকে বারবার এ্যামেন্ড করবার জন্য থার্ড এ্যামেন্ডমেন্ট বিল এলো, আমি সেটা পরে দেখাবো—এখানে আপনারা যা এনেছেন তা ঐ বাঁধের সম্পর্ক ছাড়া এবং ঐ খাজনা ৯ টাকা ধার্য করা ছাড়া বাকি সবগুলি হচ্ছে কম্পেনসেশন-এর ব্যাপারেতে। ইন্টারমিডিয়ারি, যারা ছোট ছোট জমির মালিক, তাদের অনেক অসুবিধা আছে জানি। কিন্তু প্রধানত এ্যাটিচুড হচ্ছে এইগুলোকে বড় মনে করছেন, অথচ তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস আছে এবং যার জন্য আজ সব-কিছু ব্যর্থ হতে চলেছে, সেগুলো মোটেই গুরুত্ব পায় না বা তার জন্য কোনরকম চিন্তাধারা নেই। তার ফলে দাঁড়িয়েছে এই—রাষ্ট্র থেকে প্রতি স্টেটে একটা জিনিস হচ্ছে, যে আইনের বিচারেতে আপনি সেখানে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু সত্যিকার যারা জানে, যারা দোষীকে ধরিয়ে দিতে পারে, যারা সেই ঘটনার অনুসন্ধান দিতে পারে, তাদের সাহায্য আপনারা নিচ্ছেন না। আমরা জানি জমির ব্যাপারে দেবত্তরের প্রশ্ন উঠেছিল। যেখানে ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার-এর প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানে ট্রান্সফারার এবং ট্রান্সফারি, দুইজনেই নিযুক্ত আছেন। আমি জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরকম ট্রান্সফারার এবং ট্রান্সফারি, তাঁরা লেজ-তে আছেন এবং তাঁরা পরস্পর বেনামী করছেন। অনেকে যদিও বলেছেন যে, এও ত একটা ফরম অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যান্ড। কিন্তু এর দ্বারা কারা বেনিফিটেড হচ্ছে? টাকা দিয়ে যারা কিনতে পারে, সে-রকম ডিস্ট্রিবিউশন-এর ব্যবস্থা ত চিরকালই হচ্ছে, তার জন্য আপনার নূতন করে আইন করার প্রয়োজন ছিল না। কাজেই আজকে দেখছি যারা মাঝারী ধরনের মালিক, তারা হয় ত নিচ্ছেন। কিন্তু ছোট-ছোট মালিক, যাদের দরকার বেশি তারা কিছু পাচ্ছে না।

আপনারা জানেন, যে হিসাব রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার জমির উপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে ১৪ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৬॥ লক্ষ বর্গাদার এবং ৭ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, এদের কোন ভূমি নেই এবং প্রায় ২ লক্ষ ৪১ হাজার পরিবার, তাদের হচ্ছে শূন্য থেকে ১ একর পরিমাণ জমি এবং ২ লক্ষ ৯৩ হাজার পরিবারের ১ থেকে ২ একর জমি এবং প্রায় ৫॥ লক্ষ পরিবার, তাদের ২ একরের কম জমি আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৬॥ লক্ষ পরিবারের জন্য জমি দরকার। যদি সে জমি আপনারা দিতে না পারেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে কি করে ইনটেনসিভ-এ দেশের উৎপাদন বাড়তে পারে? আজকে সিলিং-এর ব্যাপার নিয়ে এই প্রশ্ন উঠেছে—যেখানে বাংলার ২৭ হাজার পরিবার, যাদের ২৫ বিঘার বেশি জমি আছে, তারা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে, ক্যাপিটালিস্টিক ফারমিং করে দেশের ভিতর উৎপাদন বেশি করতে পারে। তেমনি অন্যদিকে ঐ যে ১৬॥ লক্ষ কৃষি পরিবার, যারা রিয়েল টিলার্স অফ দি সয়েল, যারা দেশের মধ্যে সত্যিকারের উৎপাদন করেন, তারা যদি সকলে কিছু, কিছু জমি পেত, যে জমিকে তারা তাদের নিজের বলে মনে করতে পারত, তাহলে তারা নিজের গরজে দরদ দিয়ে সেই জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারত; এবং যার ফলে কৃষি-ব্যবস্থার একটা নূতন পরিবর্তন আসতে পারত। কিন্তু সেদিক থেকে কোন ব্যবস্থাই সরকার করেন নি।

[4-50—5 p.m.]

তাহলে একদিক থেকে যে ১৬ লক্ষ একরই হোক বা ১০।১২ লক্ষ একরই হোক, যা তারা পেতো তাতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে নিজের গরজে উৎপাদন করতে পারতো এবং অন্যদিক

থেকে তার ভিতর দিয়ে একটা নতুন ফোর্স সেখানে আনলিসড হোত যার দ্বারা তারা আজকে একটা কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে নতুন পরিবর্তন আনতে পারতো। সেইদিক থেকে এখানে তার কোন ব্যবস্থা নেই। এবং সেইদিক থেকে এখানে প্রশ্ন যে, এটা যে হঠাৎ হয়েছে তা নয়, ৫এ যে আনেন নি তা নয়, ৫এ এনেছেন সেখানে অত্যন্ত টেকনিক্যাল ব্যাপার, ঐ যে ৬ মাসের জায়গায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি জাজ-এর পর যা হয়েছে, তারপর এইরকম একটা জিনিস নিয়ে এসেছেন যেটা এই জায়গায় আছে—

> 'In sub-section (6) of section 5A of the said Act—after the words "within sixty days of such order" the words "or within sixty days from the date of appointment of the Special Judge, whichever is later," shall be inserted.'

অর্থাৎ এই যে ৫এ আনলেন, ৫এ-র যেখানে হাত দিলেন, সে জায়গায় হাত দিলেন তখন অন্য কিছু মনে হল না অথচ যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, প্লেয়ারিং যেটা অনেকেরই চক্ষু এড়িয়ে গিয়েছিল, যে ব্যবস্থা আছে সেগুলিতে আমি পরে আসছি, যেখানে আছে বোনা-ফাইড-এর ব্যাপারে সাব-সেক্সন (২) অফ সেক্সন ৫এ। তাতে--

> 'If after such enquiry the State Government finds that such transfer was not *bona fide*, it shall make an order to that effect and thereupon the transfer shall stand cancelled as from the date on which it was made or purported to have been made:
>
> Provided that, subject to such cancellation, nothing in this sub-section shall be deemed to affect any rights which the transferor or the transferee may otherwise have against each other.'

অথচ যেখানে ট্রান্সফারটা বোনা-ফাইড সেখানে পরিষ্কার করে দেওয়া আছে ৩নং সাব-সেক্সন-এ

> 'if any such land or any part thereof is retained by the transferee under the provisions of this Chapter, such land or such part thereof may be taken into account in calculating the land which may be retained by the transferor under this Chapter as if such land or such part thereof had never been transferred'

এখন এখানে হচ্ছে, যে ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার করলো তার একটা পিনাল প্রভিসন বলে কিছু নেই। যে ট্রান্সফারটা হল সেটা সিম্পলি সেই ট্রানজাকশনটা আপনি ক্যানসেল করলেন কিন্তু তার যে কোন পিনাল প্রভিসন সে জিনিসটা এখানে নেই। অথচ সেখানে যদি সেই ট্রান্সফারটা বোনা-ফাইডিও হয়, তাহলেও তার এই রিটেন্ড ল্যান্ড-এর ক্ষেত্রেতে তার সেখানে একটা ইনডাইরেক্টলি একটা পিনাল প্রভিসন হয়ে যাচ্ছে। এইজন্য এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যারা এ্যাকচুয়ালি ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার করছে, সেই ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার-এর ক্ষেত্রেতে সেইরকম সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার করার পথ সমস্ত দিক থেকে বন্ধ করার দিক থেকে যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাটা কোথাও নেই। এই চেষ্টার দিক থেকে এখানে কথা বারবার উঠেছে এবং সেখানে আপনারা কয়েকটি রিলেসন মেনসন করে দিয়েছেন কিন্তু সেই রিলেসন কখনও মেনসন করে শেষ করা যায় না। আপনি যে-কয়টি রিলেসন বলছেন, সেই কয়টি বাদ দিয়ে তারা ট্রান্সফার করতে পারে। সেখানে আমরা স্পষ্ট এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম—

'all relations either by birth or marriage.'

এই বলে যদি দেওয়া হোত তাহলে একটা ব্যাপক ফাঁক থাকতো এবং এনকোয়ারি করার একটা পথ থাকতো। তারপর হচ্ছে কি বাইরে থেকে কোন লোক, ঐ এলাকার, যারা জানে, তাদের সাক্ষি নেবার কিন্তু তাদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ করে দিচ্ছেন। যারা হেল্প করতে পারতো, যারা এ্যাকচুয়ালি এইসব ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার-এর ক্ষেত্রে এফেক্টিভলি হেল্প করতে পারতো, সেখানে আপনারা ওদের কথা শুনছেন না। ঐ আইনে যা আছে, লিগেল ওপিনিয়ন ঐ ট্রান্সফারর এবং ট্রান্সফারি-র কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনা হবে না। তা-ছাড়া সেখানে

নানারকম প্রশ্ন উঠেছে। সেখানে প্রশ্ন উঠেছে যে, একজন লোক, যখন আইনটা পাশ হল, সেটা ভেস্ট করবার আগেই যদি কোন লোক মারা গেল এবং তার মারা যাবার পর যদি তার ৪টি ছেলে থাকে তাহলে এইবার তারা বলবে যে, আমরা চারটি ছেলে ২৫, ২৫ করে ১০০ রাখবো এটা এ্যালাউড হবে কিনা। এইরকম ধরনের সব প্রশ্ন আসছে এবং সেগুলি কেন আসতে দেওয়া হয়। যেগুলি গোড়াতেই শেষ করে দেওয়া যেতে পারতো, সেইখানে একটা ডেডলাইন দিয়ে দেওয়া হল, সমস্ত জিনিস সিল করে দেওয়া হল এবং তখনই এইরকম আইন হতে গেলে পর আগে একটা প্রভিসন রাখা উচিত ছিল যে, অল সর্টস অফ এভিক্‌শন অন্ততঃপক্ষে টেম্পোরারি করার কোন স্কোপ থাকবে না। সেইজন্য এভিক্‌শন বন্ধ করে দিয়ে এই ট্রান্সফার যতরকমে হতে পারে তা বন্ধ করে দিয়ে তারপর আপনার নাম আছে, লিস্ট আছে তা এ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে নিয়ে এবং ঐ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে নিয়ে, তারপর আপনাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে এইগুলি ধরতে পারা যায়। কিন্তু সেইগুলি কিছুই করা হল না এবং না হয়ে আজকে অত্যন্ত টেকনিকাল নেচার-এর কতকগুলি জিনিস এনে, হয় ত তিনি বুঝছেন, তাঁর কনসান্স-এ বাধছে, কারণ জ্ঞানপাপী হলে তাঁর এই অবস্থা হয়, যার জন্য তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, অনেকগুলি জিনিস তিনি এখানে ডেলিবারেটলি আনেন নি। এবং সেজন্য তাঁকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অনেক মৌলিক বিষয় তিনি ইচ্ছা করে ডেলিবারেটলি আনেন নি। কেন আনেন নি? যদি ডেলিবারেটলি না এনে থাকেন, এই অভিজ্ঞতার পরও তাহলে সেটা মারাত্মক ব্যাপার। কারণ এ জিনিসটা মনে রাখতে হবে। যত দেরী হচ্ছে ততই এ জিনিসটা ধরা মুস্কিল হচ্ছে, আরও জটিল হচ্ছে, আরও কমপ্লিকেটেড হচ্ছে, যদিও ১৯৫৩ সালে বলা হয়েছিল আমরা তখন যা প্রস্তাব করেছিলাম, সে অনুযায়ী এফেক্টিভ মেজার যদি নেওয়া হত, সেখানে ম্যালা-ফাইডি ট্রান্সফার করার সুযোগ যদি না থাকত তাহলে পর যে জিনিস সল্ভ করা সম্ভব ছিল আজকে ৬ বছরের লং রোড দেওয়ার পর অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। এমন কি অনেক জিনিস বিশেষ করে সিভিল ল-ইয়ার-এর সঙ্গে পরামর্শ করে কোর্ট থেকে পর্যন্ত স্যাংশন করে নিয়েছে এবং রেকর্ড-এ পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, ফলে অনেক ম্যালা-ফাইডি একেবারে আইনের চোখে বোনা-ফাইডি হয়ে আছে, এমন কি কোর্ট-এর সিল পর্যন্ত রয়েছে। সুতরাং আরও বেশি যদি সময় যায়, তাহলে আরও বেশি মারাত্মক হয়ে যাবে, কারণ জিনিসটা অলরেডি ঢের বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে, কাজেই আরও যদি দেরী হয় তাহলে আরও খারাপ হবে। যদি বুঝা যেত যে, আইনের জন্য আটকে গেছে তাহলে তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স করতে পারেন। এটা সিলেক্ট কমিটি-তে যাচ্ছে, অন্ততঃ ৬।৭ মাস পরে নেকস্ট সেশন্‌-এর আগে আনতে পাচ্ছেন না, পাশ হতে সময় যাবে, যখন এত দেরী হবে তখন কেন এরকম একটা টেকনিকাল নেচার-এর বিল নিয়ে এসে তার উপর ভিত্তি করে কেমন করে কমপ্রিহেনসিভ এ্যামেন্ডমেন্ট এই ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট, করছেন এবং আমি শুধু বলবো পৃথক্‌ করলেই হবে না। আজকে দরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট, ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট, উভয়কে একত্রিত করে একটা কমপ্রিহেনসিভ এ্যামেন্ডমেন্ট আনা দরকার এবং সেদিক থেকে নিয়ে এলে পর নাগপুরে সেসনে যা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি এখানকার শাসক সম্প্রদায়, তারা অন্ততঃ কতকটা এগুতে চায় এবং কি স্টেপ নিতে চায় তা বুঝা যায় এবং কি তাদের কার্যকলাপ কিছুটা বুঝা যায়। এই যে টেকনিক্যাল নেচার—এর ভিতর বলবার বিশেষ কিছু নাই। সিলেক্ট কমিটির মেম্বারদের নূতন করে সমস্ত জিনিস লিখতে হবে, এর উপর ভিত্তি করে কেমন করে অন্যান্য বিষয়গুলি, অন্যান্য ধারা সম্পর্কে বিষয়গুলি এর ভিতর নিয়ে আসবে। সেজন্য এসবগুলি খুব চিন্তার বিষয়, সেজন্য প্রস্তাব হচ্ছে যে, সিলেক্ট কমিটি তৈরী হচ্ছে, সেখানে স্পষ্টভাবে প্রয়োজন হল এ্যাসেমব্লি রেজলিউশন করে কমপ্রিহেনসিভ এ্যামেন্ডমেন্ট সাজেস্ট করে দেওয়া—এ-যদি হয়, তাহলে সেই সিলেক্ট কমিটিতে কাজ হবে। নইলে পর শুধু সিলেক্ট কমিটি করে এগুনো যাবে না। এখানে আরও কয়েকটি সাজেসশন আছে, যেমন ধরুন, একেবারে এখানে খোলাখুলি না বলে এর ভেতর প্যাঁচ রাখা হয়েছে—

If in its opinion there are prima facie reasons for believing that such transfer was not bona fide.

এই ৫এ তার মানে সেখানে যারা ট্রান্সফার করল, সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ম্যালা-ফাইডি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তা না করে যদি স্পেসিফিকেশন রাখা হত, যেখানে আছে—

Government may after the date of vesting enquire into any case of transfer of any land by an intermediary having land more than the ceiling fixed.

তাহলে একটা ক্যাটিগরিতে পড়ে যায়। তাহলে পর সমস্ত কিছু ট্রান্সফার ম্যালা-ফাইডি, ইফ ইট প্রিজিউমড টু বি এবং আদারওয়াইজ প্রমাণ করার যদি ওনাস দেওয়া হত তাহলে অনেকটা করা হত এবং সেখানে আর একটা মেসিনারি কোন্‌গুলো এনকোয়ারিতে যাবে এবং প্রাইমা ফেসি কেস নয় বলে বাতিল হয়ে যাবে অন্ততঃপক্ষে সেই স্কোপটা এখানে বন্ধ।

দ্বিতীয়তঃ সেখানে যদি ফ্যামিলির ব্যাপার কিছু না করেন তাহলে পর কিছুতেই কিছু হবে না এবং সেখানে ফিক্স করে দিতে হবে, কারণ যেগুলি বল্লাম আনরেজিস্টারড আমলনামা ইত্যাদির বিষয়ও ঠিক করতে হবে।

[5—5-25 p.m.]

সেখানে তাদের বলা হচ্ছে রসিকতার মতন বর্গাদারদের কোন কাগজ থাকে না এ-কথা সকলেই জানেন। এ ব্যাপারে মৌখিক ভিন্ন কোনরকম কিছু পায় না। একটা জিনিস দেখেছি চায়নায়, সেখানে ল' খুব সিম্পল্‌। কতকগুলি প্রিন্সিপল্‌-এ ল এনানসিয়েটেড হয়েছে; ইমপ্লিমেন্টেশন প্রধানতঃ তাদের উপর নির্ভর করে। এখানে গভর্নমেন্টের ক্লাস ক্যারেক্টার আছে; তাদের মনোভাব, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। এ-সম্বন্ধে এক্স-প্রেসিডেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল কংগ্রেস কমিটি, তিনি মাঝে মাঝে সোশ্যাল জাস্টিস বোঝাতে যান—সেইরকম ব্যবস্থাও রয়েছে। তা ছাড়া, সেই এ্যাটিচুড ছাড়া তাঁরা প্রধানতঃ প্রত্যেক লেভেলে টেনান্ট এ্যাসোসিয়েট করার চেষ্টা করেছেন, কেন না এসেন্সিয়ালি এই জিনিস ক্ষমতা হাতে নেওয়ায় হয়েছিল, চায়নার মত জায়গায় সেখানে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সহযোগিতায় এবং তাদের সক্রিয় প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে এটা ইমপ্লিমেন্টেড করতে হয়। এখানে সে-কথা বলতে গেলে এ'দের গায়ে জ্বর আসে। তা না হলে আইনটা এমন ভাষায় লেখা হয়, কারও ক্ষমতা নাই যেভাবে লিখেছেন তাতে কোন না কোন ফ্ল পাওয়া যাবে। হাইকোর্টে যারা প্র্যাক্‌টিস করেন তাঁদের কাছে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এ্যামেন্ডমেন্টের পর এ্যামেন্ডমেন্ট এনে অনন্তকাল ধরে তা করতে হবে। তাই যেখানে মানুষের উপর এইরকম হচ্ছে সেখানে একটা—

definite attitude on the part of Government

নিতে হয়; সেখানে একটা এ্যাসোসিয়েশন অফ পিজেন্ট্রি করা হলে এবং তার ফলে—

those who are to gain or lose.

তা জানা দরকার। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়—

you want law from the monopolist feudal owner.

যার ফলে ধনীদের দ্বারা তারা দীর্ঘকাল শোষিত এবং নির্যাতিত হচ্ছে তারা উদ্বুদ্ধ হতে চেষ্টা করবে। তা না হলে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে আইনের তাৎপর্য বুঝবে না। তারা সহযোগিতা কিছুই দেবে না, এবং তারা কিছু করলে হুলুস্থুলু ব্যাপার হবে। ঐ বোড়ো বিলের ব্যাপারে ৫ দিন সেখানে তাদের ভিতর থেকে অনেক জিনিস জানতে পেরেছি, যে জিনিস কাটোয়ায় খুঁজে পাই নি। সেখানে ৫ দিন থেকে খবর পেলাম কে দিয়েছে, কার নামে কি করেছে, এ-খবর পেলাম—এ-সমস্ত জিনিস সেখানে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এইরকম ব্যাপার করলেই হয়, এ ত কেউ লুকিয়ে করতে পারে না বা সেভাবে করা যায় না। কেউ না কেউ তা জানতে পারবেই। আমি বেশি সময় নেব না, আমার প্রশ্ন যে, এই বিলটা টেকনিক্যাল নেচার-এর। বাঁধের ব্যাপারের প্রয়োজন নাই। সেখানে আজ ৯ টাকা করতে পেরেছেন। কিন্তু যেখানে ৩ টাকার মত একরে হ'ত, সেখানে ৯ টাকা দিচ্ছে। সেটা খুব জাস্টিস হচ্ছে না। তারপর সাঁজা প্রজা—তারা অত্যন্ত দরিদ্র প্রজা; সেদিক থেকে তাদের প্রতিও নজর দেওয়া উচিত। ৪০ টাকার তুলনায় ৯ টাকা আশীর্বাদ বলে নিচ্ছেন। কিন্তু অন দি পার ইট ইজ নট জাস্টিস।

রিপন্ন খাজনা আইনের অন্ততঃ সাবস্‌টেনসিয়াল রেন্ট রিডাকশন-এর দিক থেকে কিছুই া। অন্ততঃ নূতন খাজনা আইন চালু কোরে একটা মেজর সেকশন, যেটা পুওরার ান, তাদের সম্বন্ধে অনেকবার বলা হয়েছে যে, দু-একরের নিচে যার জমি তাকে যে না দিতে হবে না সেটা কি উড়ে গেল? আর লোয়ার সেকশন যাদের অন্ততঃ ৪।৫ করের পর্যন্ত জমি রয়েছে, তারা যাতে সাবস্‌টেনসিয়াল রেন্ট রিডাকশন পায় সেদিক থেকেও চেষ্টা করা উচিত। সেইজন্য আবার আমি বলছি, এইরকম পিসমিল-ভাবে এক-একটা প্রয়োজন অনুযায়ী দু-চারটে টেকনিক্যাল জিনিস আনলে হবে না।

দিস ইজ হাই টাইম, যখন আজকে স্বীকার করছেন যে রিফর্ম ও ল্যান্ড রেভিনিউ ব্যর্থ রেছে, তখন আজকে শ্রীনেহরু বাহিরে তরোয়াল ঘোরালেও হবে না। আসল কাজটা দেখতে বে। সেই কাজের দিক থেকে সময় এসেছে—

comprehension amendment both in Estates Acquisition Act and Land Reforms Act

ইটা নিয়ে আসেন তাহলেই তার উপর আলোচনা ভাল হতে পারবে। সেইরকম জিনিস সলেই কমিটিতে আনুন।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[*After adjournment*.]

[5-25—5-30 p.m.]

Personal explanation

Sj. Gokul Behari Das: Mr. Speaker, Sir, I rise on a personal explanation. I was absent from this House for a long time due to an attack of bronchitis. In my absence during the budget discussion certain allegations were made against me in connection with the Darakeswar riverway of Bankura. I may inform the House that since the construction of the bridge over the river Darakeswar and a temporary road linking Bishnupur. . . .

Mr. Speaker: Mr. Das, it is a personal explanation. You say that what has been attributed to you is incorrect.

Sj. Gokul Behari Das: Sir, it has been attributed that I have been realising tolls from the people in collusion with the District Magistrate. I deny the charge and say that the charge is unfounded. I may only add that last year certain gentlemen saw the Minister in charge and told him that the former roadway should be maintained because the vehicles had to make a detour of about 7 or 8 miles. The Minister in charge pleaded his inability to do this. Then, after consultation with the Minister a body was formed—that was a legal body presided over by the Ditrict Magistrate and having the Vice-Chairman of the District Board and Municipal Commissioners and others including me, as its members. That was an honorary body. That body constructed a road after taking a lease of a site in the river bed and those vehicles who used it voluntarily paid something. The surplus money was devoted for charitable purposes in the form of donations to Blood Bank, Ramkrishna Mission, etc.

The West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958.

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, আজ ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী জমিদারী বিলোপ আইনের নূতন সংশোধনী বল এনেছেন। এখানে গোড়ায় বলতে হয় যে, সারা দেশের মধ্যে জটিলতম সমস্যা হচ্ছে মি সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা দরকার ছিল, গোড়া

থেকে সে দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হয় নি। এর ফলে পিসমিল সমস্ত লেজিসলেশান করে যে-সমস্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাকে চাপা দেবার জন্য এই সমস্ত প্যালিয়েটিভ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, অর্থাৎ সমস্যাকে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা হয় নি। আমরা কিসের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে জমিদারী, জোতদারী প্রথার বিলোপ চেয়েছিলাম—নিঃসন্দেহে জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই, এই কারণে চেয়েছিলাম যে, বাংলা দেশের চাষীকে জমি দিতে হলে জমিদারী, জোতদারী প্রথার বিলোপ অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং সরকারের এইটাই এ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট, কিম্বা ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট ইত্যাদি যাই বলুন না কেন, এই দুটি আইনের মাধ্যমে চাষীর হাতে কতটুকু জমি গেছে সেই সমস্ত বিবেচনা করার দিন আজ এসেছে বলে আমি মনে করি। এ-বিষয়ে আমাদের যতটুকু বক্তব্য ছিল তা সরকারের থেকে গৃহীত হয় নি। প্রথমে জমিকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারেন, একটা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, আর একটা নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড। নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের কোন সীমা নেই, একজন লোক অসীম জমি রেখে দিতে পারে। এস্টেট এ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট ১৫ একরের কথা যা আছে সেটা একটা দিক, কিন্তু ল্যান্ড পার্টেনিং টু বিল্ডিং-এর কোন সীমা নেই। ল্যান্ড পার্টেনিং টু বিল্ডিং বলে সেই-সমস্ত জমির উপর এক-একটা করে ছোট ছোট ঘর করে দিলে সেই জমি আর গ্রহণ করা যাবে না। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে যতগুলি বাগান বাড়ী আছে সেগুলো। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, এই-সমস্ত বাগান বাড়ীগুলিতে রিফুজিরা দীর্ঘ-দিন ধরে বাস করে আসছে। আপনি এও জানেন যে, রাজস্ব বিভাগের অধীনে এ্যাকুইজিশান এ্যান্ড রিকুইজিশান সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য একটা বোর্ড আছে। সেই বোর্ডে এমনও আলোচনা হয়েছে যে, সরকার সেই জমিগুলো গ্রহণ করতে পারেন কিনা বা এইগুলি সিলিং-এর অধীনে আসে কিনা ? কিন্তু সে-সব জমি ঐ ল্যান্ড পার্টেনিং টু বিল্ডিং-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ল্যান্ড পার্টেনিং টু বিল্ডিং যদি হয় তাহলে সেই জমির কোন সীমা নেই যা তারা রাখতে পারবে। বাগান বাড়ী, ফিসারীর কথা ছেড়ে দিয়েও ১৫ একর যে নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড আছে সেগুলোরও কোন সীমা নেই। এইভাবে নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড বলে সমস্ত জমিকে কুক্ষিগত করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য আমার মনে হয় এদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। একটা জিনিস বোঝা দরকার যে, আমাদেব দেশে যেখানে এইরকম তীব্র বেকার সমস্যা, জমির ক্ষুধা যেখানে কৃষকদের, সেখানে মাল্টিপল সোর্স অফ ইনকাম-এর কথা চিন্তা করতে পারেন কিনা সেটা আমি ভেবে দেখতে বলি। সিঙ্গল সোর্স অফ ইনকাম যেখানে দেশের লোকের নেই সেখানে মাল্টিপল সোর্স অফ ইনকাম অধিকাংশ লোকের থাকবে কিনা এ-কথা বিবেচনা করার দরকার আছে। জমি যাকে বাই ম্যাটার অফ রাইট, নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড থাকবে বাই ম্যাটার অফ রাইট, ব্যবসা করবে বাই ম্যাটার অফ রাইট, চাকরী করবে বাই ম্যাটার অফ রাইট—এই ম্যাটার অফ রাইট পাবে কিছু লোক, আর সব লোক জমি পাবে না, কাজ পাবে না, কিছু পাবে না, এ জিনিস থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। সুতরাং কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করে এসব দিকে নজর দেওয়া দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে, নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড-এর কথা চিন্তা করতে হবে, কিন্তু এ-কথা কোথাও আছে বলে আমি দেখি না।

দ্বিতীয় কথা, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের কথা। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেখুন। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইজ বিং কভারড—অর্থাৎ আজকালকার দিনে কন্ট্রোলড হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টের দ্বারা। সেখানে কি বলেছে, না একজন রায়ৎ ৭৫ বিঘার বেশি জমি রাখতে পারবে না, সমস্ত বেনামী হয়ে গেল, ধরবার কি ব্যবস্থা হয়েছে ? ৫(এ)-তে চলে আসুন, ৫(এ)-তে বলেছেন কি, ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে ডেট অফ ভেস্টিং-এর মাঝখানে যা ট্রান্সফার হয়েছে সেগুলি ম্যালা-ফাইডি কি বোনা-ফাইডি সেটা বিবেচনা করার ক্ষমতা দেয়া আছে। ১৯৫২ সাল আর ১৯৬০ সাল, এই পিরিয়ডের মাঝখানে যদি ট্রান্সফার হয়ে থাকে তাহলে সেই ট্রান্সফারটাকে বিচার করবেন সেটা ম্যালা-ফাইডি কি বোনা-ফাইডি। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ম্যালা-ফাইডি তার কতকগুলি কন্ডিসন দেয়া আছে কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছে ? সমস্ত জমিগুলি ব্যাক-ডেটেড আমলানামা দিয়ে, ব্যাক-ডেটেড

আন-রেজিস্টার্ড দলিল দিয়ে, ট্রান্সফার দেখিয়ে দেয়া হয়েছে ১৯৫২ সালের অনেক আগে। ফলে সব ট্রান্সফার হয়ে গেল আমলানামার মারফত দিয়ে, আন-রেজিস্টার্ড দলিলের মারফত দিয়ে, এগুলি বিবেচনায় আসে না বেনাম কি স্বনাম—কারণ বেনাম কি স্বনাম বিবেচনায় আসে তখন, যখন ঐ পিরিয়ডের মধ্যে ট্রান্সফার দেখিয়ে দেয়া হয়। কাজেই আপনাদের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দিয়ে জমিদার-জোতদার বেরিয়ে চলে গেল, সমস্ত আমলানামা, আন-রেজিস্টার্ড দলিল, আন-রেজিস্টার্ড পার্টিসন দেখিয়ে শেষ করে দিয়ে গেল, ধরবেন কেমন করে? সাধারণ আইনের পথে যদি যান তাহলে তখন ধরতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। সত্যই যদি আপনারা ভূমি-সংস্কার করতে চান তাহলে জোতদার রাখবো, জমিদার রাখবো, চাষী রাখবো—এই নীতি ইনকম্প্যাটিবল। যদি চাষীর হাতে জমি দিতে হয় তাহলে জমিদারী-জোতদারী প্রথা মাস্ট এন্ড, এ শেষ না করলে অসম্ভব। সেখানে যদি আপনাদের একটু রূঢ়, কড়া হতে হয় তা হতে হবে দেশের লোকের স্বার্থে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কি করা দরকার? প্রথম কথা হচ্ছে, স্টেট বলে দিন আন-রেজিস্টার্ড আমলানামা

এবং আন-রেজিস্টার্ড দলিল—

will be considered as invalid.

ইনভ্যালিড সে-সমস্ত জিনিস। আমি জানি আমার প্রশ্নের প্রতি প্রশ্ন হতে পারে, মন্ত্রিমহাশয় হয়ত বলবেন বহু আন-রেজিস্টার্ড আমলানামা এবং আন-রেজিস্টার্ড দলিলের মাধ্যমে বা শক্তির জোরে বহু চাষী চাষ করছে, আমি জানি। সেজন্য একটা প্রোভাইসো সেখানে রাখতে বলি যে, সে-সব ক্ষেত্রে চাষী নিজে চাষ করছে ৫ বছর ধরে, সেই জায়গায় এই আন-রেজিস্টার্ড দলিল বা আন-রেজিস্টার্ড আমলানামা নাকচ করা হবে না। তাহলে কি কি হল? যে রিয়েল চাষী, এ্যাকচুয়াল টিলার অফ দি ল্যান্ড তাকে উচ্ছেদ করলাম না কিন্তু রাতারাতি যে লক্ষ লক্ষ বেনামে জমিদার গজিয়ে উঠলো সেটা বন্ধ করলাম, এ জিনিস করার দরকার আছে। আমি জানি না কনস্টিটিউশন পার্মিট করে কিনা, যদি পার্মিট না করে তাহলে আমি মনে করি সংবিধান বদলানো দরকার সংবিধানের জন্য দেশ নয়, দেশের জন্যই সংবিধান। কাজেই মানুষকে বাঁচাবার জন্য সংবিধান বদলাতে হবে। সংবিধান বহুবার বদলানো হয়েছে, প্রিভেন্টিভ ডিটেন্সন এ্যাক্ট করার জন্য যদি সংবিধান বদলানো যেতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে কেন বদলানো যেতে পারে না? কোন বার আছে কিনা জানি না (শ্রীযুত বসন্তকুমার পান্ডা: কোন বার নেই)। আমার বন্ধু পান্ডামহাশয় ল-ইয়ার; তিনি বলছেন কোন বার নেই, তাহলে এ জিনিস করা উচিত বলে আমি মনে করি। আন-রেজিস্টার্ড দলিল যদি এভাবে বন্ধ করতে পারেন তাহলে ধরতে পারবেন। দ্বিতীয় নম্বর, মিঃ স্পীকার, স্যার, মন্ত্রিমহাশয় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কথা বলেছেন। চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আগেকার জমিদাররা কিছু কিছু দিয়েছেন। আপনি জানেন যে, রাতারাতি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গড়ে উঠেছে।

[5-40—5-50 p.m.]

স্পীকার মহাশয়, সুন্দরবনে জমি নাই, সব দেবতার পেটে চলে গেল। দেবতা সব জমি খেয়ে ফেলেছেন। কোথা থেকে বিশালাক্ষী মা এলেন জানি না, গজিয়ে উঠল রাতারাতি ইউনিয়ন-এ ইউনিয়ন-এ হাজারে হাজারে। আর সমস্ত জমিদার-জোতদাররা সেবায়তমাত্র আন-রেজিস্টার্ড ডিড-এর দিয়ে সব দেবত্রে সম্পত্তি।

Mr. Speaker:

সুবোধবাবু, আপনার সংগে এক মত হতে পারলাম না। ৩৩ কোটি শিব মোটে আছে, দেবতার অভাব কি, আর এক কোটি এ্যাড করে দিন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে, থাকুন দেবতা মাথায় থাকুন, কিন্তু দেবতার নাম করে জোতদার এসে সমস্ত চাষীর জমি বেনাম করে ভোগ করবে এটা বন্ধ করা দরকার। এটাতে যদি রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট-এ আঘাত লাগে তাহলে লাগুক। সেখানে ঘাবড়ানোর দরকার নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন রাতারাতি দেখা গেল কি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এ্যান্ড ইনস্টিটিউশন গজিয়ে উঠল, সেগুলি চ্যারিটেবল ট্রাস্টও নয় ইনস্টিটিউশনও নয়, চাষীকে ঠকাবার জন্য নিজেদের

ভেস্টেড ইন্টারেস্ট এমন কায়দায় রেখে দিলাম, যা ধরার উপায় নেই। কি হবে তাদের দিকে— দেশে স্কুল হবে, হাসপাতাল হবে, এটা ভাল কথা। একদিন ছিল যখন এই দেশ শাসন করত বিদেশী। তখন প্রয়োজন ছিল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ দিয়ে এই-সব সংগঠন গড়ে তোলা। আজ আপনারা বলছেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজ এসব সরকারের কর্তব্য। প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন যদি না আসে, প্রাইভেট লোকে যদি স্কুল, কলেজকে নাই দাঁড় করায়, হাসপাতাল যদি না প্রতিষ্ঠা করে, বয়ে গেল। সরকার এগিয়ে এসে বলুক দেশের সরকার আমি, আমি এসব গড়ব। দেশের জনসাধারণের জন্য ঐ-যে জমি প্রাইভেট ট্রাস্ট এ্যান্ড চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন-এর নাম করে বেনাম করে রেখে দিয়েছে তা আমি ধরব এবং চাষীর মধ্যে তা আমি বিলিয়ে দেব। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই সাহস প্রত্যাশা করব। প্রগ্রেসিভ কথা তিনি বলেন এবং লেখেনও, মার্কসবাদ-এর উপর তিনি ভাল ভাল জিনিস লিখেছেন, তাঁর লেখা যখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন না, ঐ ভূমি সমস্যার উপর মডার্ন রিভিউ-তে কি সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল বেরিয়েছে। আমি আশা করব মন্ত্রিমহাশয় যা লিখেছেন, যা তিনি প্রফেস করেন তা তিনি প্র্যাক্টিস করুন। এবং সরকারের মধ্যে থেকে আইন নিয়ে আসুন সেইভাবে। তাতে এইরকম লাখ লাখ বিঘা জমি বেনাম যেখানে করেছে, জোর করে ধরে নিয়ে সেগুলি চাষীর মধ্যে বিলি করে দেওয়া হউক। এতে ট্রিমেন্ডাস রিভলিউশনারি এফেক্ট হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিস্টার স্পীকার, স্যার, ধারণা করতে পারেন, সরকারকে জমিদার-জোতদাররা আমল দেয় না। বি-ফরম দেয় নি, আমার সঙ্গে চলুন, মথুরাপুর থানার কথা বলছেন, সেখানে চাষী আন্দোলনের কথা বলেন--সেখানে আমি গর্বের সঙ্গে বলি হ্যাঁ, চাষী আন্দোলন করি এবং করব। কেন করব না যতদিন চাষী জমি না পাবে ততদিন আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে, দেশের স্বার্থে, দেশের লোকের স্বার্থে, সমস্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থে। একটা একটা করে দেখিয়ে দেব বি-ফরম সাবমিট করে নি, আজও তার হেফাজতে রয়েছে ৪,৫০০/৫ হাজার বিঘা, আমি একটা জায়গার নাম করছি আপনি এনকোয়ারি করে দেখবেন সূর্যপুর লাট-মথুরাপুর যান সেখানে একটা জোতদার নিজের হেফাজতে ৭,৫০০ হাজার বিঘা জমি রেখে দিয়েছে।

Mr. Speaker:

আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ওয়াকফগুলি কি হবে? দেবত্তর-এর উপর তো চটছেন?

Sj. Subodh Banerjee:

স্যার, আমি একটা খোলা কথা বলছি, ওয়াকফও আমি বুঝি না, দেবত্তরও আমি বুঝি না। সোজা কথা যেখানে যা থাক চাষীকে জমি দিতে হবে। যদি ওয়াকফ-এর নাম করে জমি বেনাম করে তাহলে নিশ্চয়ই জমি নিয়ে নিতে হবে। যে কথা বলছিলাম, যে বি-ফরম দেয় নি, হাজার হাজার বিঘা জমি কুক্ষিগত করে রেখেছেন। কিরকম ডিসপিউট, মালিক বলছে এগুলি আমার, সরকার বলছে আমার, চাষী বলছে আমি ধান কাকে দিই, মালিককে দিলে সরকার বলবে ও জমি ভেস্ট করে দিয়েছে, সরকারকে দিতে গেলে মালিক বলে ধান না দেবার জন্য তোমাকে উচ্ছেদ করব। এ একটা কেস নয়। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অসংখ্য কেস দিয়েছি। মন্ত্রিমহাশয় বলে দিন কি করবে চাষী, কোথায় যাবে? এ একটা নয়, বহু কেস আছে। এ একটা নয়, এইরকম বহু কেস আছে। আমি নিজে মন্ত্রিমহাশয়কে অসংখ্য কেস দিয়েছি। মন্ত্রিমহাশয় জানেন এই-সমস্ত কেসের ইনজাংশন আনা হয়েছে। কোথায় যাবে চাষী? কি করবে চাষী? একটা নয়, এইরকম বহু কেস আছে। মালিক বলে আমাকে ধান দাও, চাষী সেই ধান মালিককে দিতে প্রস্তুত। সরকার সেখানে চাষীকে বলে, না দিও না, জমি ভেস্টেড হয়েছে; যদি তুমি দাও তাহলে ডিসপিউট করে, তোমার নামে কেস করে, মামলা করে তোমাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করবো। অর্থাৎ "এগুলো বলে ভেড়ের ভেড়ে, আর পিছলে বলে নির্বংশের বেটা"। জমি ভেস্ট করে ভাগচাষী উচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়েছে। এ আইন কি? মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আগে যে কথা বলেছিলাম, এই বেনামী ট্রানজাকশন-কে রোধ করতে হলে স্ট্রিঞ্জেন্ট আইন করার প্রয়োজন। সিলেক্ট কমিটিতে দিয়ে অরিজিনাল আইনটা যদি

সংশোধন করে নিয়ে আসেন, তাহলে আমরা অভিনন্দন জানাবো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেইভাবে সংশোধন করে আইনটা আনবার প্রচেষ্টা সরকার থেকে করা হয় নি, সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত; এবং এটা আমরা বলতে বাধ্য যে, আপনারা বাস্তবিক বাংলা দেশের চাষীদের সমস্যাটা সমাধান করতে চান না।

দ্বিতীয় জিনিস, একজিকিউশন করতে অসুবিধা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন সেকশন (৫)-এ ভেস্ট করলেও সেকশন ১০(২)-তে পজেশন নেবার জন্য নোটিশ জারি করতে হয়। কিন্তু দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সেই নোটিশ জারি করা হয় নি। সুন্দরবন অঞ্চলে এইরকম হাজার কেস হয়েছে, যা এখনও হাইকোর্টে ঝুলছে। আমাদের দেশে চাষীদের এইরকম অবস্থায় রেখেছেন। এটা কি, কোন একটা পলিসি? এটা কি দূরদৃষ্টির অভাব নয়? আমাদের আইনে রয়েছে সেকশন ১০(২)-তে নোটিশ জারি করতে হবে, কিন্তু, নোটিশ জারি করা হল না; অথচ ভেস্ট হয়ে গেল। ভেস্ট হলেও আপনাকে পজেশন নিতে হবে সেকশন ১০(২)-এর মাধ্যমে। সেই সেকশন ১০(২)-তে নোটিশ জারি করা হয় নি, হাইকোর্টে কেস ঝুলছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় অরিজিনালি যিনি আইন করেছিলেন, আমাদের বন্ধু, তিনি আজ মুমূর্ষু অবস্থায়--ম্যান ওয়ার্কস নট উইথ দি ডেড, কিন্তু তবুও বলতে হয় তিনি ঠিক না বোঝার ফলে, এই অবস্থায় ফেলে, এই যে গণ্ডগোল গোড়া থেকে চলে আসছে, সেটাকে কি রেক্টিফাই করতে চান না? সেকশন ১০(২) ঠিকভাবে কাজে না লাগানর জন্য আমাদের দেশের চাষীরা মারা যাচ্ছে। তাদের কিভাবে প্রটেকশন দিতে পারেন তারজন্য আগে আইন হওয়া দরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, তা ছাড়া দেখা যায়, জমি ভেস্ট করতে গিয়েছে, কিন্তু সেটা করতে হলে বি-ফরম-এর দরকার; তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেল, কি হল? তারপর আরও কয়েকটা জিনিস আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই। ভাগচাষীদের সম্পর্কে সরকার নিজেই বলেছেন, তাদের জমি বেনামীতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিমহাশয় নিজে জানেন, এবং আমাদের চিঠিও দিয়েছেন, তারজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেবো। তিনি অন্ততঃ স্বীকার করেছেন, তাঁর মনের বাসনা—

that he wants to strengthen the section 5(A) of the Estates Acquisition Act

বেনামী ধরবার জন্য তিনি তাঁর বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাহলে প্রমাণ হল, এই চিঠি প্রমাণ করে, মন্ত্রিমহাশয়ের কথা প্রমাণ করে যে, সরকার আগে থেকেই জানতেন যে, বরাবরই এইরকম জমির গোলমাল চলে আসছে। এই যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমার জিজ্ঞাসা ঐ বেনামদার মালিক পারসোনাল কালটিভেশন-এর সুযোগ নিয়ে যে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, এটা আপনি বন্ধ করবেন না, কেন? অন্যের অধিকারের জমিকে বেনামী সম্পর্কে নিজের অধিকারে আনবার জন্য ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে এবং সে বলছে আমি এখানে পারসোনাল কালটিভেট করবো। ভূমি আইনের থার্ড চ্যাপ্টার, সেকশন (১৭)-এ বলছে—

personal cultivation includes cultivation by agricultural labour and hired labour.

অর্থাৎ মজুর দিয়ে চাষ করালেও পারসোনাল কালটিভেশন হয়। সুতরাং তিনি মজুর লাগালেন এবং আইনের সুযোগ নিয়ে ভাগচাষীকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন।

[6-50—6 p.m.]

মন্ত্রিমহাশয় স্বীকার করছেন এরা বেনামী মালিক। তাহলে আমার জিজ্ঞাসা কেন অন্ততঃ টেম্পোরারিলি এই উচ্ছেদ বন্ধ করবেন না? কি যুক্তি থাকতে পারে? আমি বলছি না যে এখনই মেনে নিন ভাগচাষীদের চাষী হিসাবে, ইট ইজ এ পয়েন্ট দ্যাট সুড বি ডিসকাসড, আমার মত যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলবো যে, এখনই ভাগচাষীদের চাষী বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমি ধরেই নিলাম যে, আমার বিরুদ্ধ পক্ষের কিছু বক্তব্য আছে, তাও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা যে, পার্মানেন্ট আইন করুন আর না করুন, ল্যান্ড রিফরমস এ্যাক্ট-এর থার্ড চ্যাপ্টারকে সংশোধন করুন আর না করুন, টেম্পোরারি প্রভিসন কেন আনবেন না, কেন বলবেন না যে, ৩ বৎসর হোক, ৪-৫ বৎসর হোক ভাগচাষীর উচ্ছেদ বন্ধ থাক্। যতদিন না বে-নামের কেসগুলি ফয়সালা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে

এবং সঙ্গতভাবে, ততদিন বে-নামী মালিককে আমি সুযোগ দেবো না ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করার। এ আইন কেন আসবে না? মন্ত্রিমহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করি, এই আইন কেন তিনি আনছেন না? তিনি নিজে যখন বলছেন বে-নামী হয়েছে, তিনি নিজে যখন বলছেন যে, বে-নামের সুযোগ নিয়ে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি কেন টেম্পোরারি প্রভিসন-এর আইন আনবেন না যে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ কর। এ-কথা এখানে বিবেচনা করার দরকার আছে। শুধু ল্যান্ড রিফরমস এ্যাক্ট-এ দিলে চলবে না, কারণ ল্যান্ড রিফরমস এ্যাক্ট ইজ এ পারমানেন্ট এ্যাক্ট, সেখানে আপনি কোন একটা সংজ্ঞাকে ২ বৎসর ৩ বৎসর এনফোরসড রাখবেন এ চলতে পারে না। এর জন্য একটা আলাদা আইন আনা দরকার এবং মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এনেছিও তা সাসপেনশন অফ এভিকশন অফ বরগাদারস, তাতে তিন বৎসরের জন্য আপনারা বন্ধ রাখুন যে, তিন বৎসরের মধ্যে আপনারা অন্ততঃ বে-নামী কেসগুলির ফয়শালা করে ফেলুন সুষ্ঠু এবং সঙ্গতভাবে, তারপর আপনারা যা করবেন করুন, এ-কথা বলার দরকার আছে। চতুর্থতঃ ভাগচাষী ছাড়া সাঁজা চাষী, বুনোচাষী, এদের কথা, মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ৯ টাকা করে একর প্রতি খাজনা। আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলা দেশের গড় বিঘা প্রতি খাজনা ১৸৵৹ থেকে ২ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং এও আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, যখন জমিদারী-প্রথা চালু ছিল তখন—

21 per cent. of the rent collected from the peasants used to be deposited with the Government as rent

চাষীদের কাছ থেকে যা খাজনা আদায় করা হোত তার মাত্র শতকরা ২১ ভাগ সরকার রাজস্ব হিসাবে পেতেন। আমি ধরে নিলাম যে, জমিদারদের খাজনা আদায় করতে যে-সমস্ত খরচা ছিল তারও শতকরা ২১ আমি সরকারকে দিলাম, তাহলে যে খাজনা ছিল তার অর্দ্ধেক সরকার নিঃসন্দেহে করে দিতে পারেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক টাকা যদি বিঘা-প্রতি খাজনা করেন তাহলে যথেষ্ট হয়ে যায়। তা কেন হচ্ছে না, তিন টাকা কেন? কেন বিঘা-প্রতি তিন টাকা? এবং শুধু তাই নয় এও দেখুন, সাঁজা চাষীর বেলা একরে ৯ টাকা আর ভাগচাষীর বেলায় একরে ১০ টাকা কেন? কেন ৯ টাকা নয়, কি যুক্তি আছে আমাকে বলুন, যাতে একরে এক টাকা চট করে বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সাঁজাগুলির কথা আমার স্মরণে আছে, কারণ এই সাঁজাগুলির ব্যাপারে আগে যিনি মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, তাঁর কাছে আমি রিপ্রেজেন্টেশন করেছিলাম এবং শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ মিত্র যে-কোন কারণেই হোক আমার সেই সাজেসশন মেনে নিয়েছিলেন যে এদের কাছ থেকে রেন্ট ইন ক্যাশ নেওয়া উচিত, রেন্ট ইন কাইন্ডস-এর বদলে এবং সেই জায়গাতে তাঁরা ৯ টাকা একরপ্রতি করেছিলেন। সেটা হল ১৩৬৩ সাল থেকে। কিন্তু ১৩৬২ সালে ঐ চাষীদের কাছ থেকে ৫ মণ বিঘা-প্রতি; ৪ মণ বিঘা-প্রতি, এবং কোন কোন জায়গায় আমি জানি বিঘা-প্রতি ৪০-৫০ টাকা খাজনা ধার্য করা হচ্ছে এবং তা আদায় করা হচ্ছে। ১৩৬২ সালে, আমি সুন্দরবনের একটা ইউনিয়ন-এর উদাহরণ দিচ্ছি, জয়নগর থানার জলাবেড়িয়া ইউনিয়নের ৩৬ টাকা থেকে ৫৬-৫৭ টাকা পর্যন্ত বিঘা-প্রতি আদায় করার চেষ্টা হচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয়কে বলবো যে, ঠিকই ঐ ৯ টাকা করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার হয়, এক্জিকিউটিভ অর্ডার হয়, তাহলে ১৩৬২ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ এই ৪।৫ বৎসর ধরে সেই এক্জিকিউটিভ অর্ডার কেন গেল না।

Mr. Speaker: Is this Bill going to the Select Committee?

Sj. Subodh Banerjee: Yes, Sir. Mr. Speaker, Sir.

ইয়েস, স্যার। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা সন্দেহ আছে তা আমি বলে রাখি। আমি জানি যে, এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছে এবং এও জানি যে, মন্ত্রিমহাশয় আমাকে সিলেক্ট কমিটিতে রেখেছেন এবং দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম যে ল্যান্ড-এর ব্যাপারেতে সিলেক্ট কমিটিতে আছি আমি, কিন্তু একটা জিনিস আমার বক্তব্য যে, অরিজিন্যাল বিল-এর মধ্যে যদি এ-সব কথাগুলি না থাকে, এই-সমস্ত সেকশনসগুলি যদি না ওপেন থাকে, তাহলে সেই সিলেক্ট কমিটিতে আমরা কতখানি কাজ করতে পারবো, সে-বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই [illegible]। বিবেচনা করার দরকার আছে।

সর্বশেষে আমি যে কথা বলবো, তা হ'ল ভূমি-সমস্যাকে কেন এরকমভাবে দেখবেন না—এ্যাগ্রেরিয়ান পলিসি কেবলমাত্র জমি দেওয়া নয় শুধু, এর সঙ্গে আরও সমস্ত জিনিস আছে—রুরাল ক্রেডিট-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন—রুরাল ক্রেডিট সিস্টেম ভেঙ্গে গেছে। বাড়ি সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ১ মণ ধান দিয়ে ৩½ মণ ধান আদায় করে। বর্ষার সময় চাষীকে ধার দেয় ১ মণ ধান, আর ফসল উঠলে ৪।৫ মাসের জন্য ৩½ মণ ধান নেয়। শ্রাবণ মাসে যখন জল পড়ে তখন ১ মণ ধানের দর ২৪ টাকা ধরে এবং তারপর ২৪ সিকি ৬ টাকা সুদ—৩০ টাকা দাঁড়াল এবং এই টাকা নূতন ফসল যখন উঠবে তখন তারা এই দাম ধানে দেয়। সরকারী হিসাবে মোটা ধানের দাম ১ টাকা, সেই হিসাবে ৩½ মণ ধান—১ মণ ধান শোধ করতে হচ্ছে। এই যে বাড়ি সিস্টেম সেটা বন্ধ করা উচিত।

কিন্তু আর একটা চিন্তা করতে হবে। বাড়ি সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেলে চাষীর চাষের জন্য যে ধান প্রয়োজন, সে ধান কোথায় পাবে, চাল কোথায় পাবে? সুতরাং নেগেটিভ এ্যাসপেক্ট দেখলে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ এ্যাসপেক্ট দূর করার ভিতর দিয়ে যে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হবে তা বুজাবার জন্য একটা পজিটিভ মেজার থাকা দরকার, সেটা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে নেটওয়ার্ক অফ ক্রেডিট ফেসিলিটিজ খুলে দেওয়া দরকার—কোথায় তার ব্যবস্থা? আপনি জানেন, স্যার, যখন ঋণসালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাম্য-ঋণদানকে ক্রিপল করার চেষ্টা হয়, তখন মর্টগেজ দেওয়া বন্ধ হল কিন্তু সাফকোবালার পথ খুলে গেল, সমস্ত জমি তখন সাফকোবালা করে বিক্রী করে দিল এবং যারা অচাষী তাদের হাতে গিয়ে জমি সঞ্চিত হল। কাজেই বাড়ি প্রথা বন্ধ করতে হবে কিন্তু তা করতে গিয়ে সেই ভ্যাকুয়ামকে পূর্ণ করার জন্য অন্য কোন পজিটিভ মেজার না নেন তাহলে ধান-চাল দেবার নাম করে তারই মাঝখান দিয়ে গিয়ে সমস্ত জমি গিয়ে অচাষীর হাতে সঞ্চিত হবে এবং তারা সিলিং ৭৫ বিঘাস্-এর আওতায় চান্স নেবে। সুতরাং আমি বলবো, গ্রামে গ্রামে নেটওয়ার্ক অফ ক্রেডিট ফেসিলিটিস খোলা দরকার এটাও ভূমি সমস্যার কথা এরকম একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল আনা দরকার। তাই আমি বললাম কেবলমাত্র মধ্যস্বত্ব বিলোপ নয়, চাষীর হাতে জমি দেওয়া, চাষীকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা, জলসেচের ব্যবস্থা,

moratorium of their own debts,

দরকার। এটা একটা দীর্ঘ-দিনের দাবী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এটা আমরা দাবী করেছি, লড়াই করেছি, তখন পুরাণো ঋণ যা আছে, সমস্ত মকুব করে দিতে হবে এই দাবী চাষীর দীর্ঘ-দিনের দাবী, এই সমস্ত জিনিসগুলো চিন্তা করে একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল যদি মন্ত্রিমহাশয় আনতে পাবেন, একটা ভাল পথে যাবেন তা না হলে পিসমিল লেজিসলেশন দিয়ে কাজ হবে না বরং সমস্যাগুলোর জটিলতা বাড়বে, সমাধান হবে না। এজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে আমি বলবো আপনি ইতিহাসে একটা নাম রেখে যান। বাংলা দেশের আমূল সমস্যার সংস্কার করুন। বিমলবাবু জমিদার বাড়ীর ছেলে, অন্ততঃ তিনি কাজ দিয়ে দেখিয়ে যান যে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট প্লে করছেন না, তিনি ফর দি পেজেন্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে যা হওয়া দরকার তিনি তা করেছেন এবং বাংলা দেশের চাষীর উন্নতির জন্য তিনি আইন করে দিয়েছেন, তবে চাষীরা তাঁকে স্মরণে রাখবেন। তা ছাড়া আর কি হবে? এরকম আইন কাগজপত্রেই থাকবে, চাষীরাও বুঝবে না এবং

It will be lawyer's paradise.

যেমন বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট হয়েছিল, কোন সমস্যার সমাধান হবে না এবং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I shall be very brief, because I am on the Select Committee. Our scope in the Select Committee is circumscribed because we discuss on the sections of the Bill and nothing else.

[6—6-10 p.m.]

Therefore at the Committee our power would not be unrestricted. But if we could suggest other remedies it would have been better. But this has not been done.

However, there are land problems in our country. They are complicated problems no doubt. Because our land system had cropped up in this country by two dozen Acts from 1892 upto 1930, upto the date of the Bengal Agricultural Debtors' Act and this land system has been here for over a century and a half. We are going to change that and this has been necessitated by the change of time. We propose to change that system only by two legislations, the Estates Acquisition Act and the Land Reforms Act. Therefore, at times there would be necessity for amendment of these Acts. One man cannot foresee all these things but the basic principles are to be kept in mind. The basic principle is that land has to be taken away from the non-cultivators and the holders of big lands and they should be distributed among the cultivators, the landless persons and the bargadars who are actually cultivating the land. Between the actual cultivator of the land and the State there should be no other profit sharer. That is the general principle.

Now to reach the general principle, the main obstacle is Section 5A of the Act for which an amendment is necessary. We are thankful to the Hon'ble Minister that he has tried to get the opinion of everybody to help him as to the amendment and we shall give our suggestions to him when we shall be sitting in the Committee.

The position is this: land has been kept by the big land-holders in the name of their family members, their officers, their servants and relations. They are to be pulled out whatever may be the legal way. Mr. Subodh Banerjee just now said that he was doubtful about taking away these lands. But I should say, Sir, that after the fourth amendment of the Constitution by which Article 31A was amended and 31B has been introduced, we have got enough power and perhaps there should be impediment to our taking away such lands. The defect of the Act is that 'family' has not been defined. I remember an Act which was passed before partition of Bengal which was brought by the Nazimuddin Ministry, namely, the Bengal Tenancy and Land Acquisition Act. There was a clause that each member of the family would get 5 bighas of land and the family would get one hundred bighas of land whichever was higher. Similar provision ought to be here in the present Act. But I see there is nothing like this here. So each member of the family can hold the highest quantity of land wihch has been provided under this Act. Therefore, if a family consists of 10 persons, they will be surely holding 250 acres of agricultural land and about 200 acres of non-agricultural land. This is a very great phenomenon which should be taken into consideration. Another thing is that valuable properties are still being enjoyed by the intermediaries. I would draw the attention of the Hon'ble Minister to one fact that by Section 5 of the Act provision has been made for taking away huts, bazars, ferries and other *sairati* interests. Section 6 being independent of section 5, the intermediaries are taking shelter under section 6 by which they are holding these lands as non-agricultural lands and they are holding them within their prescribed limit of 15 acres. But such properties are to vest in public, especially the *hats* and bazars should be the property of the State Government and to that extent section 5 should be made independent of section 6. Otherwise these useful public resources and the properties which ought to be vest in the Government, especially *hats*, bazars and fisheries, they remain in the hands of the intermediaries.

Another thing which I experienced with regard to certain intermediaries who are small—I am not speaking about the big intermediaries Sir, I am pleading for the small intermediaries. They are to pay to the Government their arrear rents, arrear revenues, arrear embankment tax or agricultural income tax. Section 7 deals with realisation of these taxes. And the State

Government at its option may adjust these dues against the compensation which may be awarded. Sir, these small intermediaries are at great trouble. I, therefore, suggest that these dues should not be realised till the final compensation roll is prepared when these should be adjustd against it.

I am thankful to the Hon'ble Minister, he has taken into consideration the problem of *sanja* system in Midnapore and Bankura districts but at the same time I would say that he has overlooked another problem which exists in the western parts of Midnapore and Bankura districts. This is about the service tenures. Under section 5 of the Act there is provision for these service tenures but the intermediaries have also created service tenures under them. These are called chakran lands. My submission is that these chakran-holders should be recognised as raiyats under the Government—Government should be their landlord.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Sj. Basanta Kumar Panda: I am thankful to the Hon'ble Minister. He says provision has been made for that. Now I would like to say something about partial trustees. I have come across hundreds of documents by which the trustees have been created and by way of remuneration these trustees or *sebayets* take the major portion of the income of the property. That ought to be stopped. These double documents should be treated in such a way that only that portion of the land which is given to the public and charitable institutions should remain and the portion enjoyed by the intermediaries should be taken over by the State.

Sir, about holding of land in the name of religious or charitable institutions, e.g., dispensaries, schools, wakfs, Hindu shrines, etc., I would say that these things have been made immune from the clutches of the Act by section 6(1)(i). As my friend Sj. Subodh Banerjee has suggested, if society requires and if necessity arises these lands should be taken over by the State for the purpose of distribution because the State is now in a position to maintain all the charitable institutions, schools, colleges, dispensaries, etc., which used to be run by the intermediaries. I, therefore, suggest that if necessity arises all such lands should be taken over by the State Government for the purpose of distribution.

One point was raised by you, Mr. Speaker, about the wakf estates. My submission is that we can even take over the wakf estates. In this connection I would refer to Article 25 of the Constitution. It says, "25. (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.". Then subarticle (2) says, "Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

(*a*) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;".

[6-10—6-20 p.m.]

Now I would say in Debottar or in Wakf they are free to protect their religion. But if they hold any property with regard to that,—that is the secular portion of those institutions,—we can make laws for social necessity and by section 6(1)(i) of the Estates Acquisition Act we have allowed the intermediaries to keep the lands for the time being. But if necessity arises, we can take them out of their clutches and we can deal with the property in any way we like.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার স্যার, সিলেক্ট কমিটির সামনে রেফার করা হবে বলে যে মোশান আমাদের সামনে আনা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সর্বপ্রথমে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এই কথা বলতে চাই যে, পশ্চিমবাংলায় ভূমি সমস্যায় সঠিক এবং সুষ্ঠু সমাধান করার একটা বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা শুধু যে আমরাই স্বীকার করি তা নয় কংগ্রেস পক্ষ থেকেও এর স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তবুও একটা সুষ্ঠু, সবল ও বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে আজকে তিনি কেন যে দৃঢ়তরভাবে অগ্রসর হচ্ছেন না সেটাই আজ আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন। স্যার, আজ যদি আপনি সংবাদপত্র দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতেও আছে যে নাগপুরে যে প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেছেন তাকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি আজ কৃষকের হাতে জমি দিতে হয় তাহলে বর্তমানে যে সামান্য সামান্য সংশোধন করার কথা তিনি এই বিলের মধ্য দিয়া প্রস্তাব করছেন তাতে এর মধ্য দিয়ে মূল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। পশ্চিমবাংলায় যে প্রকৃত ভূমিসমস্যা কি এসম্পর্কে আমাদের রাজস্ব বিভাগ যে অবগত নন একথা ঠিক নয়। তারা বাংলাদেশের কৃষকদের ক্ষুধা সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই জানেন এবং তাঁরা জানেন বলেই আমরা আশা করেছিলাম যে এই বিলের মধ্যে তার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হবে যার দ্বারা কৃষককুলের চিরদিনের সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে। ১৯৫৩ সালে যখন এই বিল রচিত হয়েছিল তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে সে-সময়ে রাজস্ব বিভাগ একটা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেখানে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার আবাদযোগ্য জমি আছে সেখানে তার ভেতরে ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর জমি আবাদ হবে এবং সেই জমিগুলোতে কিভাবে চাষাবাদ হচ্ছে সে সম্পর্কে একটা ছবি রেখে বলেছিলেন যে প্রায় ১৮ লক্ষ পরিবার যারা কালটিভেটিং ওনার তার ভেতরে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার পরিবার বর্গাদার এবং ৭ লক্ষ পরিবার ভাগচাষী। এই কথা বলতে গিয়ে এবং বাংলাদেশের জমির উচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁরা আর একটা যে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তাতে বলা হয়েছে

"The number of families holding land in excess of 26 acres is 40,000 That Bill will indicate the manner in which land will be distributed, and the terms and conditions under which the tenants will in future hold their land, the rent if any which will be payable by the tenants, the position of the bargadars in the new scheme, the manner in which the small tiller will get his finance for purpose of cultivation and the help that can be given to him for irrigating or manuring the land, the procedure to bring about co-operative agricultural organisation through which small holders can till the soil scientifically and effectively using modern contrivances to increase production and all such matters."

স্যার, আজ এই হাউসে অনেক বক্তাই বললেন যে, বাংলাদেশে এস্টেট অ্যাকুইজিশান অ্যাক্ট চালু হবার পরে প্রচুর পরিমাণ যে জমি সরকারে বর্তাবার কথা ছিল সেই জমি আজ আর সরকারের হাতে নেই এবং জমি গুলি আজ বেনামী হস্তান্তরিত হবার ফলে সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত জমি এসে আজ পৌঁছায় নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার পরিবারের ২৫-২৬ একরের ঊর্ধ্বে জমি ছিল—আমাদের রাজস্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এই ৪০ হাজার পরিবারের জমি সেই সময় কি পরিমাণ ছিল আর আজ কি পরিমাণ আছে সে সম্পর্কে কি তথ্য অনুসন্ধান করেছেন ? মিঃ স্পীকার, স্যার, এই পরিবার-গুলির জমির বর্তমান পরিস্থিতি যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে আমার মনে হয় একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে যে কিভাবে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি কি কি পরিমাণ জমি, কোন ধরনের জমি ২৫ একরের বাইরে রাখতে পারা যায় তার ভেতর একটা হচ্ছে ফলের বাগান ইত্যাদি করে তাঁরা রাখতে পারবেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার নির্বাচন কেন্দ্রে একটা বিশেষ জমিদার, প্রচুর পরিমাণ জমি তাঁর খাসে ছিল এবং সে জমি পতিত পড়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে পতিত জমি পড়ে আছে, চাষীর ভেতর সেই জমি বিতরণ করা হবে না কেন ? বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে বলা হল যে জমি পতিত পড়ে

নেই এবং পরে দেখতে পেলাম যে সেখানে নাকি ফলের বাগান হয়েছে। এভাবে জমিদার, জোতদারেরা ফলের বাগান দেখিয়ে, বাগান বাড়ী দেখিয়ে বিভিন্নভাবে প্রভূত পরিমাণে জমি চাষীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, উচ্ছেদের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলতে হয় যে গ্রামাঞ্চলে ফসল আদায়ের রসিদ দেওয়ার কোন প্রথা ছিল না। এখন জমিদার, জোতদার, মহাজনরা বলছেন যে তোমাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার নোটিশ দিচ্ছি এই কারণে যে গত ৩-৪ বছর ধরে তোমার ফসলের দেয় অংশ তুমি দাও নি এবং একথা গ্রামাঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই জানেন ফসলের প্রদত্ত অংশের বিনিময়ে বাংলা দেশের গ্রামে কোন কৃষক, বর্গাদার কৃষক রসিদ পায় নি। আজ তাদের সেই রসিদ না থাকার ফলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কাজেই সেই উচ্ছেদ বন্ধ করতে না পারলে, কৃষকদের, বর্গাদারদের জমি না দিতে পারলে এই আইন প্রণয়ন করবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে?

মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো সেটা সম্বন্ধে সুবোধবাবু খানিকটা বলে গেছেন। এই বিলের উত্তর দিতে গিয়ে তদানীন্তন যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল—তিনি বলেন . .. .

"We will also have to consider the measures which are to be taken to secure to the small uneconomic holders of land a sufficient subsidiary income. The present Bill has been framed as a clearing ground for securing all these objects in view".

[6-20—6-30 p.m.]

৫৩ সালের যেসমস্ত অবজেক্ট সেগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য ক্লিয়ারিং গ্রাউন্ড হিসেবে তিনি যে বিল আনয়ন করেছিলেন, আজ তথাকথিত প্রগতিশীল ভূমিরাজস্বমন্ত্রী তার একটা ব্যবস্থাও এই বিলের মধ্যে দিয়ে করতে পারছেন না। যে-কথা তিনি আজ বলবেন কয়েক বছর আগে তদানীন্তন রাজস্বমন্ত্রীও এই কথা বলেছিলেন। শুধুমাত্র এই আইনের মধ্যে দিয়ে ভূমি সংস্কার করা যাবে না, শুধুমাত্র এই আইনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে গ্রামের যে সমস্যা তার সমাধান করা যাবে না। এই কাজগুলি আমাদের করতে হবে। মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই আইনের মধ্য দিয়ে তার কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আরেকটা কথা বলি যদিও বা কিছু কিছু পরিমাণ জমি সরকারের হাতে এল তাও বর্তমানে যেভাবে বিলি বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তা আরও হতাশার ব্যাপার। বর্তমানে সরকারের হাতে যে জমি আছে তা বিতরণ করা হয় খাজনার সূত্রে এক বছরের জন্য। এবং এক বছর পরে যে চাষীকে এবার দেওয়া হল আবার পরের বার অন্য চাষীকে সেই জমি দেবার সম্ভাবনা থাকে তার ফলে এবার যে চাষী জমি পেল সেই জমিকে উন্নত করবার জন্য সেই জমির উৎপাদন বাড়াবার জন্য সেই জমিতে মূলধন নিয়োগ করবার জন্য সেই জমিতে সার প্রয়োগ করবার জন্য চাষীর উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। কাজেই আমার একটা প্রস্তাব হচ্ছে সরকারের হাতে যে জমি আছে যা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে এক বছরের অন্ততপক্ষে সেগুলিকে তিন বছরের জন্য বন্দোবস্ত করলেও সেই চাষী উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য উৎসাহ পাবে।

[At this stage the red light was lit.]

Mr. Speaker: Mr. Chitto Basu, there are three or four more speakers. I must send this Bill to the Select Committee. Sj. Saroj Roy will now speak.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের মধ্যে যে আইন সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম। বিশেষ করে যে যে বিষয় নিয়ে এই এ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে সেগুলির উপরই আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। প্রথমেই স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্স-এ মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন একটা কথা যে দ্যাট ইজ ফার বেটার সোস্যাল জাস্টিস। তিনি যে এ্যামেন্ডমেন্ট আনছেন

সেটা এইজন্য। আমরা বুঝতে পারলাম না এই বিলে কার জন্য বেটার সোস্যাল জাস্টিস করলেন। সোসাইটী এ্যাজ এ হোল বলতে গেলে সমাজের কিছু উন্নতি হল, কৃষকের উন্নতি হল এবং ল্যান্ড সম্পর্কিত কোন বিলে যদি সোসাল জাস্টিস-এর কথা বলা হয় তাহলে কৃষকদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক থাকা উচিত। যদিও এখানে তিনটি জিনিস নিয়ে তিনি এই বিল এনেছেন। প্রথমত, সুন্দরবন এলাকায় জমিদারী বাঁধ নিয়ে এতদিন যে প্রবলেমগুলি উঠত সেটাকে তিনি নিয়ে নিচ্ছেন। এইগুলি রিপেয়ার করার দিক থেকে সরকার একটা দায়িত্ব নিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ইন্টারমিডিয়ারিসদের। সেখানে তিনি তার বক্তৃতায় যে-কথা বললেন যেন এদের অনেকখানি সুবিধা করে দেওয়া হল। এতে যে দেখা গেল যে ৫ বছর তাদের খাজনা নেওয়া হবে না। আমাদের সেখানে বড় প্রশ্ন হল,

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কমপেনসেশন দেওয়া হবে না।

Sj. Soroj Roy:

কোন জমিতে যে জমি তাঁরা রিটেন করছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আগের এ্যাক্টএ দিয়েছিলেন পুরো টাকা।

Sj. Soroj Roy:

না না, যখন আপনি এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এলেন তখন আমরা বললাম এ্যামেন্ডমেন্টটা এইভাবে কেন? যারা ৭৫ বিঘা জমি রিটেন করল তাদের সেই জমির উপর আবার কমপেনসেশন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কোন জমি?

Sj. Soroj Roy:

৫ বছরের জমির খাজনা দেবার মানেই হল এক ধরনের সুবিধা দেওয়া।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: How?

Sj. Soroj Roy:

কারণ বিশেষ করে যারা বড় জমিদার ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে এটা লাগছে। মন্ত্রীমহাশয়ের মনে হয় ত এটা হতে পারে যেহেতু একদিন তাঁরা জমিদার ছিলেন, আজকে তাঁরা রায়ত হয়ে গেলেন। রায়ত হিসেবে যে জমিটা তাঁরা রিটেন করছেন তার সম্মানস্বরূপ তাঁদের ৫ বছরের খাজনা মকুব করে দিলেন। সেকেন্ড থিং হল স্মল ইন্টারমিডিয়ারিজ। তিনি এই স্মল ইন্টারমিডিয়ারিজদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথা বললেন যে, বাঁকুড়ায় এই রকম অনেক স্মল ইন্টারমিডিয়ারিজ আছেন যাঁরা সাঁজার মালিক ছিলেন, তাঁরা জানিয়েছেন ২০ বছর ধরে যদি কমপেনসেশন দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ভাল হয়, কারণ এককালীন দিলে সমস্ত খরচ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে এলাকার থাকি, সেখানকার খবর জানি যে সেখানকার বহু ছোট ছোট সাঁজার মালিকদের পক্ষ থেকে রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল যে এইসব ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়ারিজদের সংসার চালান অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পুরা টাকাটা পাচ্ছে। তাদের যে সামান্য আয় হয়, তাতে তারা সংসার চালাতে পারছে না। সুতরাং তাদের বাৎসরিক যে ডিমান্ড ছিল, সেই ডিমান্ডএর টাকাটা যদি দিয়ে দেন তাহলে তারা কোনপ্রকারে সংসার চালাতে পারে। অল্প অল্প করে টাকা না দিয়ে, একসঙ্গে টাকাটা দিলে তাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। মন্ত্রীমহাশয় এখানে যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন সেখানে এইভাবে লেখা উচিত ছিল স্মল ইন্টারমিডি-য়ারিজদের মধ্যে যারা ৩০ বৎসরের মধ্যে আস্তে আস্তে টাকাটা চায় লেট দেম গেট ইট। কিন্তু

যেসমস্ত ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়ারিজ, সাঁজা মালিক আছেন, তাঁরা যদি এককালীন টাকাটা চায়, তাহলে সেটা তাদের দেবার জন্য একটা প্রভিসন থাকুক। যেসমস্ত ছোট ছোট সাঁজা মালিক ছিল, তাদের উপরে বড় বড় জমিদাররা ছিল এবং তাদের সেই সমস্ত বাকীবকেয়া খাজনাগুলি ছিল। এতদিন পর্যন্ত একটা পুরাণ জিনিস চলছিল—তার পুরাতন খাজনার উপর সার্টিফিকেট জারী হচ্ছিল। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় এখানে একটা বেটার অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চেষ্টা করেছেন এবং তারজন্য আমাদের অ্যাস্যুরেন্স দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখছি এটা আগের চেয়ে আরও খারাপ হচ্ছে, বড় বড় জমিদাররা ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা পাচ্ছেন না, তবুও তাদের উপর নানা রকম আইন জারী করা হচ্ছে। উনি বলেছিলেন খাজনা আদায় সম্পর্কে একটা ভাল অ্যামেন্ডমেন্ট আনবেন। যদিও একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন, কিন্তু সেকশন (৮)এ একটা জিনিস রেখে দিলেন। সেখানে লিখছেন স্টেট গভর্নমেন্ট মে গ্রান্ট অর রিফিউজ সাচ্ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ ইট থিংকস্ ফিট। অর্থাৎ কোন ছোট মালিক যদি আজকে দরখাস্ত করে, পূর্বের যেসমস্ত বড় মালিক, তারা যেসমস্ত খাজনা পেত সেই খাজনার জন্য তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী করে তাদের ক্ষতিপূরণের সেই টাকাটা কেটে নেবার জন্য যদি তারা দরখাস্ত করে দাবী করে, তাহলে তবুও কি তাদের বলা দরকার যে গ্রান্ট অর মে রিফিউজ? আমার প্রশ্ন হল যে রিফিউজ কথাটা তুলে দিন, তাহলে যে উদ্দেশ্যে আপনি বলেছিলেন এই বিলটা এনেছেন, সেটা খানিকটা কার্যকরী হয়।

তারপর আমার তৃতীয় প্রশ্ন হল, সাঁজা খাজনা নেওয়া সম্পর্কে আপনি অনেক খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন। আপনি বললেন পূর্বে তাদের অনেক বেশি খাজনা দিতে হ'ত, বর্তমানে আমরা সেখানে মাত্র ৯ টাকা একরপ্রতি খাজনা করলাম। এখানে এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে যেটুকু আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনেছি, সেটা হচ্ছে ফিউডাল সিস্টেমএ ল্যান্ড বিতরণের যে ব্যবস্থা আছে, সেটা তাঁর মতে তুলে দেওয়া উচিত। তাহলে খাজনার প্রথা যেটা আইনের ভিতর রেখেছেন সেটা হল ফিউডাল সিস্টেমএর একটা বড় দিক, একেও তুলে দেওয়া উচিত। আমি বলবো আয়-কর করছেন তা করা হোক। কিন্তু যেমন ফসল উৎপন্ন হবে, তার উপর দৃষ্টি রেখে, সেই রকমভাবে যেন আয়-কর করা হয়। কিন্তু মেইন বিল বা মেইন অ্যাক্টএ সেই রকমভাবে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আমি সেইদিকে দৃষ্টি রেখে যখন অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছিলাম, তখন আশা করেছিলাম যে, অন্ততঃ এই খাজনা সম্বন্ধে একটা ফিক্স রেট ধার্য করে আয়-কর প্রথা চালু করবেন। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

[6-30—6-40 p.m.]

তারপর প্রশ্ন হল এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পাস যে বৎসর হল তখন থেকে যে খাজনা ৯ টাকা করে কৃষকের পাওয়া উচিত আমরা বারে বারে গভর্নমেন্টকে বলতে চেষ্টা করেছি যে ৯ টাকা করে যেখানে খাজনা আপনারা করছেন সেটাকে রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হোক। মন্ত্রীমহাশয় বারে বারে বলেছেন যে, যেখানে হাই কোর্ট আছে, অন্যান্য দপ্তর আছে, আইনের নানারকম মারপ্যাঁচ আছে, সেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এখানে একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, ২৮শে মার্চ ১৯৫৬ তারিখে আমরা বঙ্গীয় কৃষকসভা থেকে এই দাবী নিয়ে অর্থাৎ এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট যে বৎসর থেকে পাস হল সাঁজার খাজনা ৯ টাকা করে করা হোক এবং তদানীন্তন মন্ত্রী সত্যেন বসুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল, সেই সময় আলাপে তিনি পরিষ্কারভাবে এ-কথা বলেন নি, তখন তিনি বলেছিলেন যে, এক বিঘাতে এক মণ ধান অথবা ১০ টাকা কিন্তু এখনও কি হচ্ছে তা মন্ত্রীমহাশয়কে বারে বারে জানান হচ্ছে যে পুরাণো যেসব খাজনা বাকী ছিল তারজন্য আজকে তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী হচ্ছে সেদিক থেকেও একটা করা উচিত ছিল। মন্ত্রীমহাশয়কে গত বৎসর থেকে আমরা বলছি এবং এখানে যখন তিনি একটা অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন কিভাবে যাতে রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হয় যেহেতু একজন মন্ত্রী এক সময় বলেওছিলেন যে, এক মণ ধান বিঘাপ্রতি হোক, যেটা খবরের কাগজে আছে, কিন্তু সেটা সম্বন্ধেও আজো কিছু করা হয় নি। এইগুলিকে দেখলে একটা জিনিস চোখে ধরা পড়ে যে এখানে সোস্যাল জাস্টিস বলে একটা কথা আছে এবং তাঁর যে আউটলুক তাতে মনে হয় যে

তিনি মনে করেন যে গুটিকয়েক লোকের প্রতি যদি তিনি কিছু উপকার করলেন সেটাই বোধহয় তাঁর দিক থেকে সোস্যাল জাস্টিস কিন্তু সাধারণ কৃষকের দিকে তাকালে তার কোন সোস্যাল জাস্টিস নেই। সেটা যদি থাকতো তাহলে যেখানে তিনি ৯ টাকা করে একরে সাঁজার খাজনা করতে যাচ্ছেন সেটুকু করতে তিনি পারতেন যদি এখানে রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট তিনি দিতেন। কৃষকদেরও সেদিক থেকে কিছুটা ভাল হোত। তারপর যেটা হওয়া সবচেয়ে বেশি উচিত ছিল যেটা নিয়ে প্রত্যেক বন্ধু বললেন আমি সেটা নিয়ে মাত্র ২-১টা কথা বলতে চাই যে এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট আসবে, আমরা অন্তত জানি গত ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমরা জেনেছিলাম যে তিনি এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টএর উপরে অ্যামেন্ডমেন্ট আনছেন। আজকে বহু প্রবলেম রয়ে গিয়েছে তার উপরে তিনি অ্যামেন্ডমেন্ট আনেন নি। আমাদের আশা ছিল যে, বর্তমানে যেসমস্ত জমি হস্তান্তর নিয়ে গোলমাল হচ্ছে এবং আজকে বিভিন্ন জেলায় কৃষক আন্দোলন নানাভাবে হচ্ছে যার জন্য তারা যে যুক্তিসঙ্গত দাবী এনেছে তারজন্য তাদের উপর নানারকম অত্যাচার হচ্ছে। সেদিক থেকে আজকে তিনি কোন রকম চিন্তা করলেন না। তিনি যেসব কথা আমাদের জানিয়েছিলেন জমি হস্তান্তর সম্পর্কে আপনারা সেখানে দরখাস্ত করুন। কৃষকরা যেখানে দরখাস্ত করেছে সেখানে আমি একটা ঘটনা আপনার সামনে দিচ্ছি, সেটেলমেন্ট অফিস তমলুকে সেখানে কৃষককে বলা হচ্ছে যে তুমি এই যে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে, তুমি সেই মালিকদের নাম দাও, যার কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে তার কি রিলেশন তুমি সেটা জানাও তখন সেখানে কৃষক পরিষ্কার বলছে যে সেটেলমেন্ট রেকর্ড থেকে যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে তাকে সাক্ষী রেখে ত জমি হস্তান্তরিত হয় নি। এই সমস্ত জিনিস যখন তাদের সামনে আনা হয় এবং কৃষক যখন বলতে পারে না কি রিলেশন, কাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে তখন সেই সমস্ত কেস সেখানে গ্রহণ করা হচ্ছে না। মন্ত্রীমহাশয় এই সমস্ত জানেন, জানা সত্ত্বেও এত প্রবলেম, নানা দিকে আন্দোলন হচ্ছে, পুলিস পাঠাচ্ছেন, অত্যাচার হচ্ছে তারজন্য আজকে এই এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টএর যদি কোন বেটারমেন্ট করতে চাইতেন, কোন সোস্যাল জাস্টিস করতে চাইতেন তাহলে ফাইভ-এ-র অ্যামেন্ডমেন্ট আনাটাই ছিল আজকে প্রধান কাজ।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিলটি যখন সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছে, আমি ২-১টি প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথম হচ্ছে এভিকশনএর কথা। কয়েকটি ইম্পরটেন্ট চেঞ্জএর কথা বলেছেন, আমি জানি না এভিকশন বন্ধ করার কথা আছে কিনা। আমি মনে করি এটাকে প্রায়রিটি দিয়ে চিন্তা করা দরকার।

দ্বিতীয় নম্বর ৫-এ-র কথা অনুযায়ী যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে, যে অবজেকশনগুলো ফাইল করা হয়েছে এবং তার যে হিয়ারিং হচ্ছে সে অনুযায়ী ভাগচাষীর যে শেয়ার এবং অন্যান্য ব্যাপারের যে মামলা পেন্ডিং থাকবে টিল দি এনকোয়ারি এটার একটা ব্যবস্থা এর আগে হয়েছে। কিন্তু ঘটনা যেটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে এখন বেশি মালিক ভাগচাষ কোর্টে যাচ্ছে না, যারা বেনাম মালিক সরাসরি কোর্টে যাচ্ছে, মামলা করে ডিগ্রী করে, জাবী করে পুলিসের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে যাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করছে। এই কৌশল অবলম্বন করেছে সমস্ত মালিকশ্রেণী, এটাকে প্রথম খেয়াল রাখতে হবে। যেটুকু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে ফাইভ-এ ধারা অনুযায়ী হয়েছিল এই ভাগচাষীদের রক্ষা করার জন্য এবং বেনামদারকে ধরবার জন্য তাতে বেনামদাররা নূতন পথ ধরেছে এবং ধরে আক্রমণ শুরু করেছে। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে ভাগচাষীকে প্রোটেকশন দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, বর্তমানে যে অবস্থা হয়েছে সে অবস্থায় নূতন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে, সেই অবস্থাতে সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা না রেখে পুলিসের সাহায্যে বেনামদারদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। কৃষকদের উপর হামলা শুরু হয়েছে—এ জিনিসটা স্মরণ রাখতে হবে। গতকাল এরকম ঘটনার সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে যে কৃষকদের গুপ্তহত্যা শুরু হয়েছে। বেনামদার মালিকদের এমনভাবে সাহায্য করছেন যে তাদের সাহস এত বেড়ে গিয়েছে যে আমি কাল যে স্পেসিফিক ঘটনা দেব তা থেকে দেখতে পাবেন যে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের লাটদার এবং জোতদাররা গুপ্তহত্যা আরম্ভ করে দিয়েছে। বেনামদার মালিককে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছিল, যেসব

ভাগচাষী উচ্ছেদ হয়ে গেছে তাদের ডিউ শেয়ার পাবার যেটুকু বন্দোবস্ত হয়েছিল, বর্তমান অবস্থা উল্টো যাতে হচ্ছে। এদিকে নজর রেখে যদি ব্যবস্থা এখন অবলম্বন না করা হয় এবং এই বিলের ফাঁকের মধ্য দিয়ে যে কাজ হচ্ছে সেদিকে নজর রেখে চেষ্টা যদি না করা হয় তাহলে সর্বনাশ হবে। সেজন্যই দুটো পয়েন্ট স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সিলেক্ট কমিটিতে যাবার আগে।

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ঠিক আগে আমি মনে করি নি যে যে সংশোধনী বিল এসেছে এর উপর কিছু বলবো। কিন্তু ঘরে ঢুকেই শুনলাম যে, বিল এসেছে এবং আলোচনা হচ্ছে। আমি আজ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি ঘুরে কলকাতায় এসেছি এবং সেজন্য আমার মনে হল কিছু এ বিষয়ে বলবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ আমি একটা জিনিস বুঝতে পাচ্ছি না যে, শ্রীবিমল সিংহ বহুদিন ধরেই আমাদের কাছে বলছেন, অন্তত আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন এই যেসমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়েছে এগুলি সম্বন্ধে কি করা যায়, এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট সম্বন্ধেই বা কি ধরনের সংশোধনী আনা যায় যাতে করে সত্যিকারের ল্যান্ড রিফর্ম করতে পারি, ভূমিসংস্কার করতে পারি এ বিষয়ে তিনি বলছেন এবং চিন্তা করছেন। তারপর আমরা দেখছি নাগপুর কংগ্রেস সেসনে এ বিষয়ে প্রস্তাব পাস হল খুব বড় করে এবং পণ্ডিত নেহরুও দু-তিনটি বক্তৃতায় বলেছেন এবং শেষ বক্তৃতায় বলেছেন যে কংগ্রেসের ভিতর যদি ভাঙ্গন ধরে যদি অপোজিশনও হয় তাহলেও আমি যা বলেছি আমি সেটা কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর কিন্তু এইসব বলার পর, আমাদের এসেম্বলী যখন শেষ হতে যাচ্ছে একটা সিলেক্ট কমিটি করা হল, একটা থার্ড এ্যামেন্ডমেন্ট করা হল এবং এটা নিশ্চয় এবার আলোচনা হবে না, এটার আলোচনা হবে পরের অধিবেশনে, তার আগে হবে না এটা আমরা জানি।

[6-40—6-50 p.m.]

তাহলে এই যে নাগপুরের কথা বলা হচ্ছে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সর্বাঙ্গীণ আইন আনা হবে বলা হয়েছে, তারপরে, আমাদের এখানে যা অন্য জায়গায় করে নি সেটা ও'রা ৩-৪ বছর আগেই করেছেন—সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে জমির। সরকারের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, জনসাধারণেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে জমির কি হল না হল সে সম্বন্ধে। কাজ করে যে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। যে এমেন্ডমেন্ট আনা হবে পরবর্তীকালে ৫(এ) ধারা সম্বন্ধে, অন্যান্য যা যা রয়েছে আদায় বন্ধ করার ব্যাপারে, এবং জমি উদ্ধার করার ব্যাপারে সেগুলি করে আসবে? আমি অবশ্য প্রথমে ও'র বক্তৃতা শুনি নি। শেষ বক্তৃতা মন্ত্রীমহাশয় যা দিলেন তাতে আমি বুঝতে পারলাম না প্রোগ্রাম কি হবে এবং হলে পর কত দেরী হবে, সেটা আমি প্রথমে জানতে চাই ও'র কাছে। কোন প্রোগ্রাম যদি না থাকে তাহলে এর কোন মূল্য নাই। কেউ কেউ বলছেন এতে খারাপ হবে। আমি ধরে নিচ্ছি সবশুদ্ধ ভালই হবে। ধরুন নাগপুরে যা বলা হয়েছে তা হল, বিশেষ অধিকার দিলেন, ভূমি-সংস্কার হল, কৃষকরা জমির মালিক হল। কিন্তু এই যে বিবাদ লেগেছে কৃষক ও জোতদারদের মধ্যে এর সমাধান হল? হল না। তাহলে কি হল? এসব করার মূল্য কি? এখনো ২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে। আরো বড় করে একটা আইন আনুন ২-৩-৪ বছরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যে জিনিস গ্রামে গ্রামে ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে তার উপর ভিত্তি করে। নৈলে এই রকম কাগজে এত বড় বড় করে বেরুলো ভূমি-সংস্কারের কথা, কৃষকদের জমির মালিক হবার কথা, এবং এইজন্য দেড়শো কোটি লাগলেও খরচ করা হবে, কো-অপারেটিভ গড়ে তোলা হবে, পঞ্চায়েতের হাতে জমি দেওয়া হবে—এর সবগুলির সঙ্গে আমরা একমত না হতে পারি কিন্তু এত বড় বড় যেসব কথা হল তারপরে কি এই বিল আনলেন? এত চিন্তা করে? আমি তাই বলছি—এসব মিলিয়ে ফেলে একটা বড় বিল আনুন সিলেক্ট কমিটিতে তখন এক জায়গায় সকলে মিলে বিবেচনা করে দেখি কি করা যায়।

আমি শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম, জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম, ২৪-পরগনায়ও দেখেছি যে সবখানেই জমি নিয়ে দুটি ব্যাপার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে চলেছে সরকারের যা উদ্দেশ্য ছিল সেটাকে ব্যর্থ করবার, ব্যাহত করবার জন্য। একথা আমরা সকলেই জানি, কংগ্রেস এম, এল, এ-রা জানেন

এবং মন্ত্রীরাও জানেন। এ অবস্থায় ৩ বছর ধরে কিছুই করা হল না। এবং এমনভাবে একটা রিভিউ করা হয়েছে যাতে নাকি বলা হয়েছে শতকরা ৩ ভাগ বেআইনীভাবে করা হয়েছে আর সব ঠিক আছে !!

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

আপনার বাড়ীর সামনে চালের দোকানে যে বেশি করে চাল নেয় জানেন তার নাম বলছেন না কেন ?

Sj. Jyoti Basu:

এটা কি ব্যাপার, এ কেমন ঠাট্টা হচ্ছে ? এটাত বিদ্রুপের কথা নয়। আপনারাও বলেছেন এটা হওয়া উচিত নয়। আর ঐ ভদ্রলোক যা বলছেন তাতে হতে পারে উনি চান না। আমরা ধরে নিতে পারি ও'র উদ্দেশ্য আছে—মিঃ স্পীকার, আপনি ঐ ভদ্রলোককে বলুন আমার বক্তৃতায় বাধা না দিতে।

Mr. Speaker: You please go on

Sj. Jyoti Basu:

যাক, আমি ধরে নিলাম যে আপনাদের আদর্শটা ঠিকই আছে। সেইজন্য নাগপুরের কথা বলেছি, সেইজন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথা বলেছি--আর এসবে যা হয়ে গেছে আপনারা তার কিছুই করলেন না সরকার থেকে। জানছেন কিন্তু করছেন না " এখন কি হবে ? যেগুলি সরকার বলেছেন ভেস্টেড ল্যান্ডস, আমরা শুনেছি ৬০ হাজার একর ল্যান্ড আছে ভেস্টেড। সেই ৬০ হাজার একর আর এক লক্ষ বাইশ হাজার একর, তা যদি হয় তাহলে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান ও ২৪-পরগনায় কিছু কিছু জমি আছে ভেস্টেড ল্যান্ড। সেই ভেস্টেড ল্যান্ড নিয়ে গোলমাল আছে। ১০(২) ধারায় যে আনবার কথা ছিল, ভেস্টেড ল্যান্ড পজেশন নেবার আপনারা কিছুই করলেন না। কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু করেছেন, কিন্তু সব জায়গায় কেন করলেন না ? এ কার দোষ ? নিশ্চয়ই সরকারের দোষ। আপনাদের একটা উদ্দেশ্য সফল করলেন না। নিশ্চয়ই গোলমাল থেকে গেল গ্রামে, তারপর যে ল্যান্ড ভেস্টেড হয়েছে তার সম্বন্ধেও গোলমাল থেকে গেল। এইভাবে কৃষকদের সঙ্গে টেম্পোরারী ব্যবস্থা হবে এক বৎসরের জন্য তারজন্য বিমলবাবু বলেছেন গ্রামে গ্রামে নাকি ঢোল দেওয়া হয়েছে। তারপরে বড় বড় যারা জোতের মালিক এবং ছোট জোতদারও বলছেন - বিশেষ করে বড় যাঁরা তাঁরাই বলছেন—এ আমরা মানি নে। তারা যুবকদের বলবে ধান দিতে হবে আমাদের, আপনারা বলছেন ভেস্টেড ল্যান্ড, ওরা বলছে আমরা মানি না, ভেস্টেড ল্যান্ড নাই। এখন আমাদের কি করা ? কৃষকরা দল বেঁধে আমাদের কাছে এসে যে বলে ঢোল দিয়ে গিয়েছেন এক মাস আগে, আমরা কি করব ? ধান ত আমাদের লুট হবে। লুট করবার জন্য ওরা নিজেরা যাবে না, বড় বড় যারা, তাদের সব দল বল আমাদের কাছে আসে। জলপাইগুড়ির ফতে চাঁদ তার বহু জমি, সে বলছে আইনত করেছে। সেখানে মুশকিল লেগে গিয়েছে। সেখানে কি করবে কৃষকেরা ? কৃষকদের ধান রক্ষা করবার জন্য কিছুই করলেন না আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে। মন্ত্রীমহাশয় বললেন আমরা ত আইন করে দিয়েছি। কিন্তু কালিপদ বাবুর পুলিস গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের লাঠিপেটা করছে। আপনি ত কালিপদ বাবুর সঙ্গেই বসে আছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি কালিপদ বাবু এই আইনের ধারা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না যে কি অর্ডার করতে হবে এবং তাদের কি করতে হবে। এই ল্যান্ড রিফর্ম আইন যে ওঁরা করেছেন তাতে কি পুলিশকে বলে দেওয়া আছে কি করতে হবে ? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে কি বলে দেওয়া হয়েছে কি করতে হবে ? কোন্ আইনের কি ইন্টারপ্রিটেশন হবে তা কিছুই ঠিক করলেন না। যখন বিমলবাবু য়ুরোপে ছিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে একথা বলেছিলাম—তিনি বলেছিলেন—ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সার্কুলার দিয়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে সেই সার্কুলার ঠিক গিয়েছে কিনা। আপনারা গোড়া থেকে কৃষকদের যে সাহায্য করেছেন—বলদ দিয়ে, ঋণ দিয়ে নানাভাবে তাদের যে সাহায্য করেছেন, কিন্তু তারা আজ কিছুই পাবে না। বিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি—উনি বললেন ভেস্টেড ল্যান্ড তাতে ঐ জোতদারদের কোন অধিকার নাই। আমরা কৃষকদের সঙ্গে ব্যবস্থা

করব। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার এ আইন জানেন, তিনি সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন, হি পাইলটেড দি বিল

[6-50—7 p.m.]

আপনি যতই ভাল ভাল জিনিস এখানে করুন কিছুতেই তা হবে না। দ্বিতীয় কথা যেগুলি হস্তান্তরিত হয়েছে—এই তো দেখলেন এখানে যে মুহূর্তে একদিন আমাদের এ-দিক থেকে লিস্ট দিতে আরম্ভ করলেন যে এঁরা এঁরা সব হস্তান্তরিত করেছেন—অর্ধেন্দু বাবু আমাদের বন্ধু বসে আছেন এখানে, ওঁর নামটা করাতে উনি ঘরে ঢুকে এসে বললেন যে, হ্যাঁ হয়েছে বটে কিন্তু আইনসঙ্গতভাবে হয়েছে। কি মারাত্মক কথা দেখুন। এর কি উদ্দেশ্য ছিল যে অর্ধেন্দুবাবুর নামে জমি ট্রান্সফার হবে বা এই রকম কারোর নামে জমি ট্রান্সফার হবে—আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, কর্মচারীদের মধ্যে, যে ছেলের জন্ম হয় নি তার নামে জমি ট্রান্সফার হবে? আপনিও কখনও বলবেন না যে এই উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এটা হচ্ছিল যখন তখন আপনি কিছু করলেন না। আজকে পুনরুদ্ধারের কথা হয়েছে, ব্যাপারটা কত কঠিন হয়ে গেছে, আমি গিয়ে দেখে এলাম ঐসব জায়গায় গিয়ে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে এগুলো আমাদের দেখা দরকার—শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় তাহলে কৃষকদের আমরা কি বলব? আপনি এখানে এ্যামেন্ডমেন্ট করছেন, জুলাই মাস অবধি সময় নিচ্ছেন—এইসব জমিতে তার ধান উঠেছে, সে কি করবে? আমরা বলেছি যে ভাই, একমাত্র উপায় হচ্ছে যে ধান তোমরা ধরে রাখ—যদি কংগ্রেস সরকারের পুলিস, জোতদার এরা দল বেঁধে নিতে আসে ধান তোমরা দেবে না, জীবন চলে যাক, কিন্তু ধান দেবে না—এই কথা বলতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আর যদি অন্য কিছু বলার থাকে আপনারা বলে দিন আমরা সেই কথা বলব। আমি জানি না কি বলার আছে, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এই জিনিসটা করতে চাই। সেইজন্য আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি ভেস্টেড ল্যান্ডএর তো কথাই নেই, এই ধান তোমরা ছাড়বে না। অথচ আমরা দেখছি ম্যাজিস্ট্রেটরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গিয়ে জলপাইগুড়িতে গিয়ে—এমনি তাদের ম্যাজিস্ট্রেট জোটে না জলপাইগুড়ি শহরে, জলপাইগুড়ি কোর্টে, পাঠিয়ে দিচ্ছে গ্রামে, গ্রামে গিয়ে কোর্ট বসাবে কারণ জোতদারদের অসুবিধা হচ্ছে এখানে এসে কেস ফাইল করতে। কৃষকের জন্য তো এরকম কোনদিন শুনি নি এবং সেখানে অর্ডার হয়ে যাচ্ছে তার কাছে যে ধান পাবে তার অর্ধেক সীজ কর, অবশ্য অর্ডার এও আছে যে, অর্ধেক ধান সীজ করে জোতদারকে দেবে না—সেটা বিক্রি করে ট্রেজারীতে টাকা জমা দেবে। এইসব করে আজ সীজ করছে এবং অনেক জায়গায় পুলিসরা গিয়ে যা হয়, এতো জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সঙ্গে যাচ্ছে না হয়ত সবটাই সীজ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এইসব জিনিস হচ্ছে—তাহলে আপনার এ্যামেন্ডমেন্ট বিল এলে কি হবে যদি গ্রামে এ জিনিস হয়? আমি বলি, মন্ত্রীমহাশয়ের আর যদি কোন কাজ না থাকে, এই বিলটা হয়ে যাবার পর কাল, পরশু বা তার পরের দিন ফ্লাই করে চলে যান, যদি চান আমরা আপনার সঙ্গে যাবো। এই কি সময় নয় আপনার ওখানে যাবার? সেখানে হাজার হাজার কৃষকের ঘরে লুঠ করবার জন্য পুলিস ব্যবস্থা করছে, জোতদাররা ব্যবস্থা করছে। এই ত সময়, তারা তাহলে বুঝবে যে মন্ত্রী ছুটে এসেছেন আমাদের অবস্থাটা দেখবার জন্য। যদি কৃষকসভার পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকে বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিছু অন্যায় করা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অন দি স্পট বলবেন, আমরা কারেক্ট করে নেবার চেষ্টা করবো। আমরা জানি ২-৪টা অন্যায় হয়ত কোথাও হতে পারে, কিন্তু শতকরা ৯৯টা জায়গায় জোতদারেরা, পুলিসরা অন্যায়ভাবে জুলুম করছে, এইভাবে ধান তারা সীজ করছে, আপনাদের ভেস্টেড ল্যান্ডে এবং যে জমি অন্যায়ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে সেই জমি থেকে। আমরা দেখছি শিলিগুড়ি শহরে ৩-৬শো লাঠিধারী জোতদার এবং তাদের লোকেরা ডিমনস্ট্রেশন করছে—যেখানে আমাদের ৫-৬ হাজার ডিমনস্ট্রেশন হল—ওরা ৫-৬শো করল কিন্তু লাঠি হাতে করে, অবশ্য রাজনীতির দিক থেকে আমাদের পক্ষে ভালই হল, লোকে কংগ্রেসের চেহারাটা দেখলো সেখানে কারণ এদের লীডারশিপ দিচ্ছিল কংগ্রেস। কাজেই আমি বলছি এই যে জিনিসটা করছেন—তাহলে মন্ত্রী-মহাশয় এখানে একরকম বলছেন, আপনি এটা খোঁজ নিয়েছেন যে আপনাদের শিলিগুড়ি কংগ্রেস পার্টি, জলপাইগুড়ি কংগ্রেস পার্টির স্ট্যান্ড কি এ ব্যাপারে? কাজেই এখানে একরকম করবেন আর ওখানে পার্টি দিয়ে আর একরকম করাবেন? সেদিন খগেনবাবু বললেন ফতে চাঁদ, ও লোকটা

আবার কে? আমি ওসব চিনি না। নিশ্চয়ই চিনবেন, এত টাকা দেন চিনবেন না? ফতে চাঁদের ছেলেকে চেনেন? আমি খোঁজ নিয়েছি যে খগেনবাবু এরকম দাঁড়িয়ে বললেন, আর আমাদের রিপোর্ট এই ভদ্রলোক কংগ্রেসে চাঁদা দেয় ইত্যাদি এটা কি ব্যাপার? ও'রা বললেন খগেনবাবু তাঁকে চেনেন না এ হোতে পারে? তাঁর ছেলেও আছেন কংগ্রেসের ট্রেজারার নাকি ওখানকার (দি অনারেবল খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: চিনি না বলি নি, তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলেছি) আই য়্যাম সরী (কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)। খগেনবাবু ওখানকার লীডার, উনি মন্ত্রীও বটে, জলপাইগুড়ির কথা আমি বলছি কারণ ওখান থেকে আমি আসছি বলে—ওনার কি স্ট্যান্ড? যদি খগেনবাবুর মত লোক ওখানে দাঁড়িয়ে ফতে চাঁদকে ডেকে বলতেন বা তাঁর ছেলেকে যে নাকি কংগ্রেসের ট্রেজারার, তাঁকে ডেকে যদি বলতেন আমাদের আইনের এই হচ্ছে উদ্দেশ্য, তুমি এ জিনিস করতে পার না ইউ ক্যান নট গো টু কোর্ট এই ব্যাপারে তাহলে আমি বলি একদিনে সমস্ত ব্যবস্থা সেখানে হয়ে যেত, কোন গোলমাল হ'ত না কিন্তু সে জিনিস আপনারা করবেন না। আপনি এখানে আইন পাস করবেন, সুন্দর সুন্দর কথা বলবেন কিন্তু গ্রামে এই অত্যাচারের বন্যা আপনারা বইয়ে দেবেন—এইজন্য সমস্ত ল্যান্ড রিফর্মস আপনাদের বানচাল হয়েছে ১১ বছর ধরে। দিনের পর দিন বলছেন যে খাদ্য নেই, খাদ্যশস্য কম পড়ে যাচ্ছে। আমার মনে আছে কাগজে বেরিয়েছিল মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে নাগপুরে প্রস্তাব পাস হয়েছে, আমরা পশ্চিম বাংলায় সিলিং করে করে দিয়েছি। কি চমৎকার সিলিং করেছেন! আশা করি পণ্ডিত নেহরু তিনি এটাও বিচার করবেন যে সিলিং করলেই হয় না, সেই সিলিং করে কংগ্রেসের থেকে সেই সিলিং কি করে বানচাল করা যায় বেআইনী হস্তান্তর করে তার দৃষ্টান্ত আপনারা দেখিয়েছেন এবং আমি বলছিলাম যে এখানে আলোচনা করে লাভ কি আমাদের, কারণ আসল যিনি ব্যক্তি তিনি তো তাঁর সিটে নেই, জানি না ঘর থেকে তিনি শুনছেন কিনা, সেই ভদ্রলোককে রাজী করাতে পারবেন, কিছু করাতে পারবেন তাঁকে দিয়ে—কিছুই করাতে পারবেন না, কারণ সেই ভদ্রলোক হচ্ছেন ভেস্টেড ইন্টারেস্টদের প্রতিনিধি। তার দরদ হল যে কেউ টাকা দিয়েছিল, বলদ দিয়েছিল তারা ধান পাবে কিনা। কৈ কৃষকের জন্য তো এত দরদ দেখি নি। যাঁদের কৃষকের জন্য দরদ নাই তাঁরা ল্যান্ড রিফর্মস করবেন-এ জিনিস আমি কখনও বিশ্বাস করতে রাজী নই। সেজন্য আমি মনে করি এ্যামেন্ডমেন্ট যদি সত্যই করতে হয় তাহলে কৃষকের দিকে তাকান। এভাবে আমরা তেভাগা করেছিলাম, তেভাগা আইন আপনারা পাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমাদের সেখানে যে দাবী ছিল সে দাবী ন্যায্য দাবী ছিল কিন্তু আপনারা আমাদের বাধ্য করিয়েছিলেন ঐ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করবার জন্য। সেই সংগ্রাম আজকে আমরা করতে চাই না, আমরা এটা শান্তিপূর্ণভাবে করতে চাই। মন্ত্রীমহাশয়কে বলি আপনার দল বল নিয়ে টুরে যান, সঙ্গে নিয়ে চলুন আমাদের যেমন গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রবাবুর জন্য টুরে—চলুন গ্রামে গ্রামে টুরে যাই। আমি একথা বলছি কারণ আমাদের অনেক লইয়ার একথা বলছেন যে কাগজপত্র দিয়ে কিছুই প্রমাণ হবে না, যদি নূতন করে আইন পাস করেন জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তাহলে সাক্ষী আপনাকে কে দেবে? একমাত্র সাক্ষী হচ্ছে ঐ গ্রামে-গ্রামে যান সেখানে লোকের কাছ থেকে সাক্ষী নিন, তারাই বলে দেবে কার জমি ছিল, কে জমি পাবে এবং কার নামে জমি হস্তান্তর হয়েছে—তাহলে সত্যিকারের ল্যান্ড রিফর্মস হতে পারে তা না হলে কিছুই হবে না।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. Questions, as usual.

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 17th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 17th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 203 Members.

[3—3-10 p.m.]

[Supplementaries to held over Unstarred Question No. 55.]

55. **Dr. Jnanendra Nath Majumdar:**

উইথ রেফারেন্স টু (ই), মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কিনা এই যে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে তার টার্মস অফ রেফারেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজিজ বলে ধরা হবে কিনা এবং এরূপ কোন ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, কোন কম্পেনসেসন-এর ব্যবস্থা আছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই কমিটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-র ইনস্টান্সে হয়েছিল, তাদের রিকমেন্ডেসন্স বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট-এর কাছে পাঠান, কতগুলি স্টেট গভর্নমেন্ট জেনারেল অবজারভেসন করা হচ্ছে, এখনো তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে উক্ত সুপারিশ-সমূহ।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি সিলিকোসিস নামে এইরকম আরেকটা ডিজিজ বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মস-এ দেখা যায় ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মেডিক্যাল ইন্সপেক্টোরেট এগুলি ইন্সপেকসন করছেন ; এসব অকুপেশন্যাল ডিজিজ বন্ধ করা সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

এই অসুখের জন্য মাইনেসহ ছুটি দেওয়া হয় কিনা, এবং কাজ বন্ধ হলে কম্পেনসেসন দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ওয়ার্কমেনস কম্পেনসেসন অ্যাক্ট-এর কমিশনার এ-বিষয়ে বিচার করছেন।

Mr. Speaker: His point is that if a man is put out of action due to occupational disease, the rule as it stands—does it provide for compensation? If not, does the Government contemplate bringing in any such provision?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটা গভর্নমেন্ট-এর বিবেচনাধীন আছে—এইরকম কোন ঘটনা ঘটলে কম্পেনসেসান অফিসার বিচার করে কম্পেনসেসান দেন।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: In the engineering firms the incidence of silicosis is much so is the Hon'ble Minister thinking of enquiring into this matter?

[No reply.]

Mr. Speaker: I think the number of supplementaries must be limited. During the last few days I have been noticing that innumerable supplementaries are being put on every question. Well, that would mean that more questions would not be answered.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Because, Sir, the answers are vague. You said, Sir, in the Parliament they are not allowed to put more than 3 supplementaries over each question but there the answers are not vague.

Sj. Jagat Bose:

হ্যাজারডাস অকুপেসন বলে যেসব কাজের কথা এখানে এন্‌কোয়ারির টেবিল যা দেওয়া হয়েছে এবং রিপোর্ট-এ উল্লেখ আছে, সেগুলি ছাড়াও অন্য যেসব ব্যারাম হয়, সেগুলিও হ্যাজারডাস অকুপেসন-জনিত বলে গণ্য হবে কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাজারডাস কিনা ঘটনা দেখে ইন্সপেক্টর সেটা বলবেন। ঘটনাস্থলে ইন্সপেক্টর যান।

Mr. Speaker: I think the answer is sufficiently clear.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

যে এন্‌কোয়ারি হচ্ছে সেটা কমপ্লিট হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

১৯৫৬ সালে রিপোর্ট পাবলিসড হয়েছে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই রিপোর্ট প্লেস করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ছাপা রিপোর্ট আমাদের ডিপার্টমেন্ট-এ আছে, রিকমেণ্ডেসন লেইড অন দি লাইব্রেরি টেবল।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

কতগুলি জব আছে যেগুলি হ্যাজারডাস জব বলা হয়, এই-সমস্ত কাজের জন্য বিভিন্ন কোম্পানিতে স্পেশাল ডায়েট-এর ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে অনেক কোম্পানি তা বন্ধ করে দিয়েছে সেই সংবাদ রাখেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই সংবাদ আমার কাছে নাই, কেউ দিলে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

N.E.S. Blocks in Bhagawanpur and Khejuri police-stations, Midnapore district

*127. (Admitted question No. *1244.) Sj. **Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state the expenditure incurred in the N.E.S. Blocks in (*a*) Bhagawanpur and (*b*) Khejuri in the district of Midnapore in the years 1954-55, 1955-56, 1956-57 and 1957-58 under the heads—

(*i*) salary of staff;

(*ii*) construction of buildings of officers and quarters of the staff; and

(*iii*) actual development works?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to starred question No. 127

Items of expenditure.	Expenditure incurred in— Khejuri Block.			
	1954-55.	1955-56.	1956-57.	1957-58.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(*i*) Salary of staff ..	..	10;327	48,850	55,259
(*ii*) Construction of buildings of officers and quarters of the staff.	..	..	..	..
(*iii*) Actual development works ..	..	7,810	83,505	59,092

Items of expenditure.	Expenditure incurred in— Bhagawanpur Block.			
	1954-55.	1955-56.	1956-57.	1957-58.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(*i*) Salary of staff ..	..	16,096	55,849	54,973
(*ii*) Construction of buildings of officers and quarters of the staff.	..	..	..	..
(*iii*) Actual development works ..	..	15,201	43,685	64,146

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই স্টেটমেন্ট-এ দেখছি, খেজুরী ব্লকে ১৯৫৬-৫৭ সালে স্যালারি অফ স্টাফ বলে খরচ হয়েছিল ৪৮,৮৫০ টাকা, এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা প্রায় ৭ হাজার ৫ শো টাকার মত বেড়েছে। অথচ অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস-এর জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে ৮৩,৫০৫ টাকা ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫৯,০৯২ টাকা ব্যয় হয়ে যাবার কারণ কি? এখানে দেখা যাচ্ছে কাজ কমেছে কিন্তু স্যালারি অফ স্টাফ বেড়েছে। এর মানে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এর উত্তর দিতে গেলে এই কথা বলতে হয়, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে যে-সমস্ত কর্মচারী দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে আর যে-সমস্ত কাজ করা হয়, তার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। টাকার সঙ্গে রেসিও রেখে কাজের মাপ করা এখানে চলে না। গ্রামসেবক অথবা এগ্রিকালচারাল এক্সটেন্সন অফিসার বা ভেটারিনারি অ্যাসিস্টান্ট এখানে দেওয়া হয়েছে এবং আগেকার দিনে যেখানে শুধু একজন দারোগা থাকত বা সার্কল ইন্সপেক্টর থাকত; আজ সেখানে কতকগুলি গ্রামসেবককে নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা বিভিন্ন গ্রামের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। কাজেই হয় ত সেখানে অনেকগুলি কাজে তাঁরা যোগদান করতে পারেন নি, বা হয় ত তাঁদের অনেকগুলি কাজ এর সঙ্গে যোগ করা হয় নি। তার কারণ এই ব্লকের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে। সুতরাং তাঁরা কাজে যোগদান না করাতে স্টাফ-এর মাইনের টাকাটা কম ছিল, এখন সেটা বেড়েছে। কারণ কাজের অঙ্ক নির্ভর করে কতটা তাঁরা কাজে এগিয়ে গিয়েছে এবং কতটা কাজ করা হয় নি। এবং যে টাকাটা সমাজ-উন্নয়ন কাজেতে ব্যয় করা হয়, সেই টাকাটা এর মধ্যে ধরা আছে। সুতরাং এর দ্বারা ঠিক কতটা কাজ হয়েছে তা বলা যেতে পারে না।

Sj. Jatindra Chandra C[illegible]ty:

এই যে গ্রামসেবক, সমাজ-সেবকদের কথা মন্ত্রীমহাশয় বললেন...........

Mr. Speaker: If you really wanted an answer, you should have pursued the previous answer. You will find that 30 per cent. less work has been done.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার পয়েন্টটা টেনে দিচ্ছি, তাহলে কনক্লুসন-টা বার করতে সুবিধা হবে। এই যে গ্রাম-সেবক ও সমাজ-সেবকদের কথা উনি বললেন, এরা কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Chitto Basu:

এই যে স্যালারি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হ'ল, এর জন্য কি কোন সমাজ-সেবক বা ব্লক স্টাফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিংবা তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে?

Mr. Speaker: I think that question has been answered.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি এই যে কনস্ট্রাকসন অফ বিল্ডিংস-এর কথা বলেছেন, এতে কোন খরচ হয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখনও পর্যন্ত হয় নি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ঠিক উল্টো দিক দেখছি। ভগবানপুর ব্লকে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫৫,৪৫৯ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং প্রায় ঐরূপই টাকা খরচ হয়েছে ১৯৫৭-৫৮ সালে। কিন্তু কাজের পরিচয় দেখছি সেই ব্লকে ১৯৫৬-৫৭ সালে যে কাজ হয়েছিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক-এ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ছয় হাজার টাকা বেশি হয়েছে। এই দুই ব্লকের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমার মনে হয়, আমি পূর্বে যে উত্তর দিয়েছিলাম তাতেই কভার করে। তার কারণ আমাদের ফুল কোটা অফ স্টাফ রাখতে হয়। কোন জায়গায় একজন, দুজন লোক এলো বা এলো না, তাতে ৫০০।৮০০ টাকা বেশি খরচ হতে পারে। কিন্তু সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা জনগণের [illegible] যুক্ত। যদি কোন জায়গায় বেশি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে জনসাধারণ, সেখানে বেশি খরচ হবে। অতএব টাকার অঙ্কের সঙ্গে আর সরকারী [illegible] বেতন নিয়ে যদি একটা রেসিও করেন, তাহলে তাতে চলে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

একই ডিস্ট্রিক্ট-এ এন ই এস ব্লক-এর জন্য অ্যালোটেড মানি ফর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, মোর অর লেস সমান নয় কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কাজ এক হলেও সব জায়গায়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে সেখানকার মানুষের স্কিম তৈরী করবার উপর নির্ভর করে এবং আমাদের যে টাকা কন্ট্রিবিউসন করবেন, তার উপর আমাদের দেয় টাকাটা নির্ভর করে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

আমি এই প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করতে চাচ্ছি। ভগবানপুরে অ্যালটমেন্ট ৫০ পারসেন্ট বেড়েছে অথচ স্টাফ স্যালারি কিছু কম হয়েছে। আপনি বলেছেন, এর মধ্যে কোন রিলেশনশিপ নেই। তাহলে আমি এটা ধরে নিতে পারি কি যে, ওয়ার্ক লোড অফ দি একজিস্টিং স্টাফ ৫০ পারসেন্ট বাড়িয়ে ইকনমি করা হয়েছে?

Mr. Speaker: That was his first answer. His later answer was that due to a multiplicity of reasons including the question of contribution, such a disparity can arise.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Does it mean increase of work-load on the existing staff?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এক্জিস্টিং ওয়ার্ক-লোড-এর কথা নয়। সমাজ-উন্নয়ন কাজের যে নীতি সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষ হয় ত ঠিক করলো গ্রামে একটা টিউবওয়েল করবে, রাস্তা করবে, ইত্যাদির জন্য একটা স্কিম দেবে, এবং তাদের স্কিম দেবার সংগে একটা লোকাল কন্ট্রিবিউসন দেবে। সেটা যদি পাশ হয়, তাহলে তখন সরকারের যে দেয় টাকা সেটা দেওয়া হয়। অতএব আমাদের ব্লক ডেভেলপমেন্ট-এর [illegible] ওয়ার্ক-লোড বাড়ান বা কমানর সংগে কোন সম্পর্ক নেই।

Mr. Speaker: Question 128 will be held over because the Chief Minister feels that the answer is not up to date. He will give an up-to-date answer. He says he will give it tomorrow or the day after.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: When giving the answer will he take into consideration two other things—what is being done about the by-products, naphthalene and sulphuric acid, and what about the 60 per cent. of the gas which is being wasted prior to the arrangements being made to bring it to Calcutta?

Sj. Sunil Das: He may come with full answers and may not ask for notice with regard to some questions.

Brick Manufacturing Scheme at Durgapur

*129. (Admitted question No. *621.) **Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) the total number of bricks manufactured so far under the Brick Manufacturing Scheme at Durgapur;

(*b*) the cost per thousand of such bricks;

(*c*) the market price of bricks of the same quality in the vicinity of Durgapur and in Calcutta;

(*d*) the losses, if any, incurred so far; and

(*e*) whether Government have any proposal to abandon the Scheme?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) 25,494,512 up to 30th April, 1958.

(*b*) Rs.38.50 nP. per thousand nos.

(*c*) Rs.55.00 to Rs.60.00 per thousand nos. at Durgapur and Rs.60.00 to Rs.65.00 per thousand nos. at Calcutta.

(*d*) Nil.

(*e*) No.

Instead of the answer reading up to 30th April, 1958, I will give figures up to 28th February, 1959. (*a*) The total number of bricks manufactured up to 28th February, 1959, is 34,182,238; (*b*) Rs.38.50 nP. per thousand nos.; (*c*) Rs.55 to Rs.60 per thousand nos. at Durgapur and Rs.60 to Rs.65 per thousand nos. at Calcutta; (*d*) Nil; (*e*) No.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই যে ব্রিকস দুর্গাপুরে হয়, সেটা ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রয় করলে, তার কস্ট অফ প্রোডাকসন কত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রাইভেট ব্রিকস্ ওনার্স-দের কস্ট অফ প্রোডাকসন বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

Sj. Narayan Chobey:

আপনাদের ত কোন লস হয় নি বললেন। কিন্তু কোন গেইন হয়েছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

গেইন একটু হচ্ছে, তবে কত ব্রিক বিক্রয় করে ঠিক কত গেইন হয়েছে তার হিসাব আমার কাছে নেই।

Sj. Somnath Lahiri:

আপনি যে মার্কেট প্রাইস দিয়েছেন, সেই মার্কেট প্রাইস-এ আপনারা বিক্রয় করছেন, না, তার চেয়ে কম দামে বিক্রয় করা হচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ফার্স্ট-ক্লাস ব্রিকস্ বিক্রয় করা হয়েছে ৪৫ টাকা পার থাউজেন্ড, সেকেন্ড ক্লাস ইট বিক্রয় করা হয়েছে ৪৩ টাকা পার থাউজেন্ড এবং সি গ্রেড ব্রিকস্ বিক্রয় করা হয়েছে ৪১ টাকায়।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Is making of profit a part of the scheme?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

If it is a scheme এবং তাতে করে যদি কিছু প্রফিট হয় তাতে আপত্তি নেই।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Has any profit been made?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I will give you the figure.

আমাদের আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে, এ্যাপারট ফ্রম ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর। আর ইট বিক্রি করেছি ১ কোটি ৯০ লক্ষ, তাতে পেয়েছি ৭ লক্ষর কাছাকাছি। আরো ১ কোটি ৩১ লক্ষ ইট রয়েছে, সেটা হিসাব করলে দেখা যাবে যে, কিছু প্রফিট হচ্ছে।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Up to this moment the money that has been spent has not been received by the sale of bricks. Is that correct?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখনও ১ কোটি ৩১ লক্ষ ইট রয়েছে।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: When were they manufactured?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Up to date.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: How long these bricks were kept in stock?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

It is a process তবে ২৮-২-৫৯-এর ফিগার বলতে পারি।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: What is the daily sale? Have you any rough idea?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: The scheme was started in November, 1956, and today is only March, 1959. I cannot give the figure.

তবে ইয়ারলি সেল বলতে পারি না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই ব্রিক ম্যানুফ্যাকচার স্কিম কতদিন চালু থাকবে?

The Hon'ble Dr. Bidhar Chandra Roy:

যতদিন এমপ্লয়মেন্ট চালু থাকবে।

Mr. Speaker: Bricks are being manufactured for supply to various Government departments and this will go on.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I made enquiries in Belur and other places and I came to know that 80 per cent. of the employees are non-Bengalees and this is the one way by which we can get the Bengalee boys accustomed to burning bricks and do machinery works.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: We are not saying that the scheme is bad. But we are trying to find out details.

Dr. Narayan Chandra Ray: Is there demand for the bricks by the people in the locality or these are only sold to Government?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: We have sold to Durgapore

আমাদের যে ইট তৈরী হচ্ছে তা সমস্তই যদি আমাদের প্রয়োজনে লেগে যায় তাহলে বাইরে বিক্রি করা আর সম্ভব হয় না।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Do I take it that the Hon'ble Minister's answer is that the entire stock is being sold to Government agency? And the price that has been fixed Rs.38.50 is the price fixed between Government seller and the Government buyer?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: It is not the selling price. That is the cost for manufacturing the bricks.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: At what price do you sell?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: At Rs.45, Rs.43 and Rs.41.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Do you think you will get the price from an outsider?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As soon as the second Durgapur Coke Oven Plant is sanctioned, we shall use all the bricks that are produced here.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কত বাঙ্গালী ছেলে এই কাজে নিযুক্ত আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৭৪৬ জন লোক কাজ করছে, তার মধ্যে ৩৯ জন হচ্ছে নন্‌-বেংগলী।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এদের দৈনিক আয় কত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তাদের ১·৭০ নয়া পয়সা, ও ১·৫০ নয়া পয়সা সাধারণ রোজগার। এবং ফায়ারম্যান ৩ টাকার উপর পায়, ফায়ার-মিস্ত্রি ২ টাকার উপর পায়।

Sj. Amarendra Nath Basu:

কলকাতার যে ফার্স্ট ক্লাশ ব্রিক আর আপনাদের দুর্গাপুরের ফার্স্ট ক্লাশ কি এক?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্র্যাক্টিক্যালি একই, আপনি কি গেছলেন সেখানে?

Sj. Amarendra Nath Basu:

হ্যাঁ, আমি সেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মিত্র-কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন 'না'। হুগলী কোতরংএ যেসব জিনিস হতে পারে আমাদের এসব তা নয়, আমাদের ফার্স্ট ক্লাশ আলাদা। আমি তা দেখছি কলকাতার বাজারে যা চলে তা মনে হয় না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The comparative price is the price of the bricks as manufactured in that locality, not Calcutta locality.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রীমহাশয়, একটু আগে বললেন লস না প্রফিট সেটা হিসাব করেন নি—কাজেই ব্যাপার হল লস হয় নি—ইট এত খরচ পড়ছে, বাজার দরে বিক্রী করছে, কাজেই এই ক'বছরের হিসাব প্রফিট কত, লস কত এর হিসাব নাই কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রফিট হচ্ছে। সমস্ত বিক্রী হওয়ার আগে বলা সম্ভব নয় কত প্রফিট হচ্ছে। তবে যা বিক্রী হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত যা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পড়ল তার চেয়ে বেশি হয়েছে, বেশি টাকা পেয়েছি।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

এর আগে বললেন ৭৪০ জন বাঙ্গালী, আমি সে জায়গায় জিজ্ঞাসা করছি সেটা কি ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স সমেত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার সমেত; সিজন যখন পুরো লাগে ২,০২৮ জন কাজ করেছে কিন্তু আজকে কাজ করছে ৭৪০ জন, তার মধ্যে ২৯ জন মাত্র নন-বেঙ্গলী।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স কত জন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা বলতে পারি না।

Sj. Sunil Das:

মন্ত্রীমহাশয় কি বলতে পারেন ট্রেইনি সুপারভাইজার যে স্কীম রয়েছে তাদের কত করে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Sj. Sunil Das:

এটা কি ঠিক যে, তাদের যে বেতন দেওয়া হয় সেটাতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় চীফ মিনিস্টার যখন গেছলেন তখন তাঁকে সে সম্বন্ধে বলেছিলেন এবং চীফ মিনিস্টার কি বলেছিলেন এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবো?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার কাছে আসে নি।

Sea fish caught by trawlers [illegible] unsold in Howrah [illegible] fish market

***130.** (Admitted question No. *1274.) **Sj. Gangadhar Naskar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that about 130 maunds of miscellaneous sea fish, part of the catch of a Government trawler, lay practically unsold in the wholesale fish market at Howrah till noon on the 7th February, 1958;

(*b*) if so, the reasons therefor;

(*c*) whether as a result of the delay in the disposal of the catch, Government had to suffer any loss; and

(*d*) what steps, if any, Government propose to take to recover the amount of loss and from whom?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) No.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

Sj. Saroj Roy: 7th February, 1958, Howrah market.

এ কোন মাছ কি এসেছিল ? আপনি বলেছেন—No.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: On 10th January, 1958, about 180 maunds of sea fish were sent to Howrah for sale through aratdars. As 300 extra baskets of fish arrived in the market in the morning train there was dearth of buyers in the early hours of the day. The entire quantity of fish was sold subsequently That is the answer that I can give.

Water scarcity in Entally Housing Estate

***131.** (Admitted question No. *2067.) **Sj. Rama Shankar Prasad:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact that there is acute scarcity of water in Entally Housing Estate?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government have taken any action in this regard; and

(*ii*) if not, whether Government consider the desirability of taking immediate steps to augment the supply of water in the Estate?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad: Is it a fact that Government took steps to augment water-supply in the Entally Housing Estate last year?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Yes.

Sj. Rama Shankar Prasad: What were the steps taken?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Government have made arrangements for supplying water to the Housing Estate at Entally through tube-wells. There has not been any scarcity of water in the said Estate in June 1958. If there was shortage in the supply of water in the above Estate, it was due to fall of static level inside the suction pump in the prevailing high temperature during last year. The difficulty has since been removed by sinking in deep tube-wells in the Estate.

Construction of school buildings, roads, bunds and wells under Development Programme in Nayagram, Sankrail and Jhargram police-stations

*132. (Admitted question No. *1975.) **Sj. Jagatpati Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলায় নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, শাঁকরেল ও ঝাড়গ্রাম থানায় Development Scheme-এ কোন্ স্থানে স্কুলগৃহ, পথ, বাঁধ ও কূয়া নির্মাণ করা হইয়াছে?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

একটি বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

Supply of electricity in Jhalda area, Purulia

*133. (Admitted question No. *1636.) **Sj. Satya Kinkar Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ঝালদা লৌহ ও লাক্ষাশিল্পের একটি বিখ্যাত স্থান এবং ঝালদার পাঁচ মাইল দূর দিয়া ডি ভি সি-র ইলেকট্রিক তার চলিয়া গিয়াছে,

(২) ঝালদায় এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় নাই, এবং

(৩) সেখানকার জনসাধারণ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঝালদার উক্ত শিল্প-দুইটির উন্নতির জন্য ও স্থানীয় কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য ঝালদায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা, এবং

(২) সরকার কি অবিলম্বে ঝালদায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

(ক) এবং (খ) (১) হ্যাঁ।

(২) ঝালদায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যে ইহা কার্যকরী হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ সম্পর্কে বলে দিতে পারি যে, ঝালদা পর্যন্ত শীঘ্র যে লাইন যাবে তা আশা করা যায় না। তবে জয়পুর পর্যন্ত ৩৩ কে, ভি, নিয়ে যেতে পারব; তার ব্যবস্থা সম্প্রতি হচ্ছে। যদি ডিজেল ইঞ্জিন পুরুলিয়া-পোর্সন-এ যায়; এবং রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে; সেখানে

যদি ডি, ভি, সি,র উচ্চ শক্তির বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ঝালদা-তুলীন পর্যন্ত পরবর্তী কালে নিয়ে যাওয়া যাবে। বর্তমান কালে জয়পুর পর্যন্ত নিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

এই পরিকল্পনা কবে গ্রহণ করা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এর আগে অনেক দিন এ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ডি, ভি, সি-র সেটা বাংলার বাহিরে আছে। তাঁরা ১১—৩৩ কে, ভি, তুলে দেবার ব্যাপারে এখনও রাজী নন। তবে এ-বিষয়ে লেখাপড়া চল্‌ছে, যাতে সেখান থেকে আর একটু বিদ্যুৎ শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারেন।

Sj. Siddhartha Shankar Ray:

আপনি বলেছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এটা কার্যকরী হতে পারবে বলে আশা করা যায়, এখনও কি সেই আশা করেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এখন আশা একটু বেড়েছে। যেটা বললাম, ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে রেলের ১৩২ কে, ভি, এই চাইছি। আর ট্যাপ করা যায় না, এক্সপেন্সিভ হবে। আর লোড সাফিসিয়েন্ট হবে না। কিন্তু রেলওয়ের ইলেকট্রিফিকেশন হলে পর তখন করা যাবে; আর পুরুলিয়ায় সেন্টার করব। পুরুলিয়ায় ডিজেল ইঞ্জিন করছি।

Sj. Sisir Kumar Das:

আশাটা আগে কত পার্সেন্ট ছিল, এখন সেটা বেড়ে কত পার্সেন্ট হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

পৃথিবীটা আশার উপর চল্‌ছে, কাজেই এই আশার পার্সেন্টেজ করতে পারব না।

Sj. Devendra Nath Mahato:

ঝালদা-তুলীন-এ একটা হাই টেনসন ইলেকট্রিক লাইন গিয়েছে। সেখানে সাব-স্টেশন করবার পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সাব-স্টেশন করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, তা হয় ত হবে। যদি ট্যাপ করা যায়, তাহলে সেটা আন-ইকনমিক হবে। সেজন্য সেটা করা হচ্ছে না।

Number of Typewriter factories in West Bengal

***134.** (Admitted question No. *1479.) **Dr. Jnanendra Nath Majumdar):** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) এই রাজ্যে কতগুলি typewriter-এর কারখানা আছে;

(খ) কতগুলি ভারতবাসীর অথবা ভারতবাসীদ্বারা পরিচালিত;

(গ) ভারতবাসী মালিকানার কারখানাগুলির নাম কি;

(ঘ) বিদেশী মালিকানার কারখানাগুলির নাম কি; এবং

(ঙ) প্রতিটি কারখানায় ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে কত উৎপাদন হইয়াছিল?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) দুইটি।

(খ) একটি।

(গ) B.I.L. Engineering Works.

(ঘ) Remington Rand of India Ltd.

			1956.	1957.
(ঙ)	B.I.L. Engineering Works	..	936	988
	Remington Rand of India Ltd.	..	15,625	15,116

Sj. [illegible] Bhattacharjee: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the number of factories belonging to Messrs. Remington Rand of India Ltd. is 2 and not 1, as stated by him?

The Hon'ble Abdus Sattar: One.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: But my information is that they have two factories. We have got our Union there.

The Hon'ble Abdus Sattar: You can supply the information to us.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

১৯৫৮ সালের ফিগার কি দেবেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

১৯৫৮ সালের ফিগার নাই।

Sj. Bijay Singh Nahar:

এই কারখানাগুলোর এসেম্বলিং হয় না, পার্টস তৈয়ার হয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রেমিংটন র‍্যান্ড-এ শতকরা প্রায় ৬৭-টা অংশ এখানে তৈরী হয়।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is the Hon'ble Minister aware that this Company follows the practice of recruiting workmen through Contractors, and that this Company never takes recourse to recruitment through the Employment Exchange?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have got no such information.

Representation from the people of Nadia for a spinning mill

***135.** (Admitted question No. *1513.) **Sj. Haridas Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার তন্তুশিল্পীদের "তাঁত-বোনা সুতা" পাওয়ার যে অসুবিধা আছে, তাহা দূর করিবার জন্য উক্ত থানায় একটি spinning mill স্থাপন করার কোন গণ-দরখাস্ত সরকার পাইয়াছেন কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উক্ত থানায় spinning mill স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(২) থাকিলে, তাহা কতদিনে কার্যকরী হইবে?

The Minister for Commerce and I[illegible] (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

(ক) হ্যাঁ, সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

(খ) (১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে, সূতা পেতে অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেটা অনেক দিন ধরেই জানা আছে। কিন্তু এখন ৫০,০০০ স্পিন্ডেল কল্যাণীতে হচ্ছে; এবং যন্ত্রপাতি কেনার অর্ডার গিয়েছে। সুতরাং নদীয়া জেলার ভিতর কল্যাণীতে হ'লে শুধু নদীয়া জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলায় এবং সারা বাংলায় তা পাবে।

Sj. Jagannath Majumdar:

ইতিপূর্বে তাহেরপুর বা ফুলিয়ায় সূতাকল কারখানা করার পরিকল্পনা ছিল কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

হ্যাঁ ছিল; কিন্তু পরে দেখা গেল সেরকম তাদের অর্থের সঙ্গতি ছিল না; লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সেজন্য পরে ওখান থেকে তাদের প্রচেষ্টা বাহির করে আনা হয়েছে।

Sj. Jagannath Majumdar:

কল্যাণীতে যে কারখানা হবে সেটা গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কারখানা। তাহেরপুরে সেরকম গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কারখানা করবার প্রচেষ্টা ছিল না কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কারণ সেখানে যে স্যাংশন ছিল, সে সময় টাকু ভাগ হয়েছিল ৭৫-টা, ৫০-টা ঐখানে করেছে, অন্য জায়গায় ২৫-টা যেতে পারবে।

Sj. Ajit Kumar Ganguly:

শান্তিপুরে তাঁতের কাজ চলে বেশী; কাজেই তার নিকটে সূতা তৈরী হ'লে সুবিধা হ'ত; সেখানে না করে কল্যাণীতে করার কারণ কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কয়েক মাইল তফাতে সূতা সরবরাহে গোলমাল হয় না। বর্তমানে আমাদের একেবারে দক্ষিণ ভারত থেকে আনতে হয়; তাতে খরচ বেশী পড়ে, ফ্রেট বেশী পড়ে, এবং সূতার দাম বেশী হয়। নদীয়া জেলারই ভিতর শান্তিপুর এবং কল্যাণী, এবং ব্যবধান খুব কম, সেজন্য অসুবিধা হবে না; এমন কি ২৪-পরগণা বা কলিকাতায় তাঁত বসালেও সেখানে সরবরাহ করা যেতে পারে।

Sj. J[illegible] Majumdar:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, বহু দিনের পরিকল্পিত তাহেরপুরে সূতাকল প্রস্তুত না হওয়ার জন্য ওখানকার অধিবাসীদের ভিতর মনোবেদনা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মনোবেদনার পরিমাপ আমার কাছে নেই, তবে সকলেই চায় নিজের এরিয়ায় হলে-পর ভাল হয়।

Sj. Haridas Dey:

শান্তিপুরে সূতার প্রয়োজন বেশী। সেখানে না করে কল্যাণীতে কেন করা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধানে করা হয়েছে; অনেকে আবার বলছেন নবদ্বীপে কেন করা হল না?

Sj. J[illegible] Majumdar:

নবদ্বীপ, শান্তিপুর এইরকম জায়গায় বহু-সহস্র তন্তুবায় আছে বলে তাহেরপুরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। মন্ত্রীমহাশয় সেই স্থান কেন নির্বাচন করেছিলেন সে-সম্বন্ধে বলবেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

তাহেরপুরে প্রধানতঃ রেফিউজী বেশী বলে সেখানেই সেটা শান্তিপুর, নবদ্বীপের কাছে চলে যায়। কয়েক শো মাইলের ব্যবধান টাকুর কল থেকে যদি তন্তুবায়দের বাসস্থান দূরে হয় তাতে কিছু আসে যায় না।

Beldanga Sugar Mill

***136.** (Admitted question No. *1550.) **Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানায় একটি চিনির কল বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি;

(গ) ইহার ফলে কত (১) স্থায়ী এবং (২) অস্থায়ী শ্রমিক বেকার হইয়াছেন;

(ঘ) সরকার কোনও অনুসন্ধান করিয়াছেন কি, মিলটি বন্ধ থাকাকালীন উহার সমুদয় যন্ত্রপাতির কোনও ক্ষতি হইয়াছে কিনা কিংবা যন্ত্রপাতির অংশসমূহ হারাইয়াছে কিংবা চুরি হইয়াছে কিনা;

(ঙ) অনুসন্ধান করিয়া থাকিলে, তাহার ফলাফল কি; এবং

(চ) ঐ মিলটিকে চালু করিবার সরকারের আশু কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ১৯৪৭ সনে কোম্পানীর জনৈক উত্তমর্ণের (creditor) আবেদন অনুসারে হাইকোর্ট হইতে মিলটিকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

(গ) বিশেষ তথ্য দেওয়া সম্ভবপর নহে, তবে গড়পড়তা দৈনিক ২৬০ জন শ্রমিক।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) ১৯৫৪ সনে সরকার দুইজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বেলডাঙ্গা চিনির কলের যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করাইয়াছিলেন। তাহা হইতে দেখা গিয়াছিল যে, কোন কোন যন্ত্রপাতির অংশসমূহ হারাইয়াছে। তাহার পর ৪ বৎসর অতীত হইয়াছে এতদিনে আরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

(চ) না।

[3-40—3-50 p.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা আপনার প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল সেই সময়কার উত্তর। তারপরে এই যন্ত্রপাতির অনেক অংশ খারাপ হয়েছিল বলে দুঃখ ছিল এবং অনেক বৎসরের চেষ্টার ফলে এই কলটাকে

পুনরুজ্জীবিত করা গেল না। তারপরে আপনারা জানেন যে, হাইকোর্ট থেকে লিকুইডেটার এটা বিক্রী করবার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বর্তমানে আমরা বলছি যে বোম্বে এবং ইউ পি থেকে ক্রেতা এসেছেন, এ'রা সেই কলের যেগুলি ব্যবহারযোগ্য জিনিস আছে সেগুলি কিনে নেবেন।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is the Hon'ble Minister aware that one gentleman who lives in Calcutta offered Rs.77 lakhs in order to purchase the mill and he wanted a sum of Rs.23 lakhs from the Government of West Bengal which facility was not extended to him on the plea that only to co-operative societies such advances can be made?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Later on it so happened, but at first there were some merchants from Bombay who came here and enquired of the Government whether there was any possibility of running the mill here. We all agreed, rather we went forward and wanted to help them in every way, so that they could run the Beldanga Sugar Mill, but later on they refused to come, because they said they did not want to purchase litigation and that is why they backed out. There was no other offer made to this Government.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is the Hon'ble Minister conversant with the fact that the Bombay merchant had offered only Rs.21 lakhs for the machinery minus building and land?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: We made enquiries. First there were some people who said that by spending 10 lakhs they would be able to run it but later on from Delhi other experts came and they said that 27 lakhs would be necessary and moreover some more parts would be necessary. But ultimately nobody came afterwards.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is the Hon'ble Minister in a position to say with regard to the information that was forwarded to the Government of India by two experts that the mill was in a running condition?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: They said that it could be done by using some more parts but later on some more parts were necessary as they were rusty.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is it a fact that the Government of West Bengal took advice from a European firm which did not have the idea of purchasing the mill?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I am not aware of it. Three sets of advice were given—one from Agra and Delhi, another gentleman from Bombay and there were others.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is it a fact that the employment potential of that particular mill mentioned in the answer was to the extent of 15,000.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, the position is this: We could not stay the hand of the liquidator. He advertised and we waited to see whether we could not start it on a co-operative basis in which event a sum of Rs.10 lakhs would be sufficient.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is it a fact that a particular businessman advanced Rs.1,50,000 as a result of the order from the High Court for sale.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: We do not know—it is not known to us.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is it a fact that the Second Five-Year Plan envisages the establishment of 5 sugar mills in West Bengal but the Government of West Bengal does not contemplate any further establishment of sugar mill?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: That is a sad commentary on our efforts. If you want information on the point I can give: 5 mills were sanctioned for Bengal but only one party, namely, Howrah District *Sarkara Samabaya* wanted a loan on co-operative basis. They tried to raise fund but they were unsuccessful. There was another Habra-Baigachi, All India Sugar Mill—they also got the sanction. Up to now they have raised 1 lakh 65 thousand but the sanction is still there. They have constructed a small shed and filled up a tank and now they have come forward to get loan from the Relief and Rehabilitation Department. They had some negotiation with the Department.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Is the Hon'ble Minister aware of the fact that the Government....

Mr. Speaker: Please confine your supplementaries to the Beldanga Sugar Mill.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Yes, Sir, I am confining myself to the Beldanga Sugar Mill, but the answers of the Hon'ble Minister are giving rise to further questions.

Mr. Spesaker: I do not know who was responsible for traversing to Howrah.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: He wanted to know how many units were contemplated and I was just giving him facts about those units.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: I am really sorry that the Hon'ble Minister traversed from the Assembly House to the Howrah district. Is the Hon'ble Minister aware of the fact that the Government of West Bengal is determined to encourage a co-operative society in the Beldanga area so that the Beldanga Sugar Mill may be taken over by that society? If so, is the Government aware of the fact that such co-operative society will never be able to raise even a few thousands of rupees in the foreseeable future?

Mr. Speaker: The idea is to sell it to a Bombay firm So, the question of a co-operative society cannot arise.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: The Government of West Bengal can purchase the machineries.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

উনি বলেছেন, কিছু কিছু মেসিনারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল বেলডাঙ্গার, সেইগুলি রিপেয়ার করার জন্য কত টাকা খরচ হতে পারত এই হিসাব নেওয়া হয়েছে কিনা ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যে-কয়টা মতামত পাওয়া গিয়েছিল তার ভিতর একজন বলেছিলেন ২২।২৩ লক্ষ টাকা, আরেকজন ৩৩।৩৪ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে, ইফ নট মোর।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

কারা মত দিয়েছিলেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যাঁরা এক্সপার্ট এসেছিলেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

তাঁরা কারা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I think I can give you some information. One gentleman I think Mr. Mitra from the U.P. Government was asked by us to come and assess the value of the machinery.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: But even today the machineries have been found to be quite all right. So, we must elicit facts about this matter.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I think I can throw some light on this matter. The gentleman who was trying to purchase from the High Court sale—I think his name was some Agarwalla—was prepared to put in Rs.5 lakhs and he was also prepared to give us Rs.12 lakhs on the basis that if the property was bought by him and Rs.5 lakhs was invested in it, the property would be worth Rs.32 lakhs. It was a complicated business and we did not want to go into it. Then we enquired from the Government of India as to the possibility of our getting foreign exchange for the purpose of extending the plant. The Government of India's definite view was that India was now almost self-sufficient —if not more than self-sufficient—in respect of sugar and it would be difficult for this particular area to have a successful sugar plant because there is another sugar factory very close to it which also draws upon the sugarcane in the neighbourhood. The Government of West Bengal was very much interested to have molasses and bagasse—I have said this several times in this House—because we are finding it increasingly difficult to get molasses either from Bihar or from U.P. which used to supply us molasses for the manufacture of our spirit. At first, they used to supply us molasses at 6 annas or 8 annas per maund. Then they raised the price to Rs.1-4 per maund. Recently—about two years ago—they told us that they would not be able to supply it.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

চিটে-গুড়ের কথা জানতে চাই নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am giving you the background.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

আমি খবর নিয়ে দেখেছি, বেলডাঙ্গার মেসিনগুলি যে-অবস্থায় ছিল তাতে বিশেষ কিছু খরচ না করেই চালু হতে পারত, এবং বাইরে থেকে একটা-দুটো নয়, আরো পার্টি এসেছিল যারা ভাল দামে কিনে নিতে চায়। যাইহোক, আমি জানতে চাচ্ছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-এর তরফ থেকে কোন রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কিনা, কি কি মেশিনারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং খারাপ মেশিনারীগুলি এখানে মেরামত করা যায় কিনা, এবং সেগুলি রিপ্লেস করতে হলে কত টাকা খরচ হত?

Mr. Speaker: If you know the figures, give them. If you don't know the figures, leave them alone. We all know about this mill. It was subjected to two debentures. I was surprised to find that it has been stated that it is lying idle only for four years; I thought it was much longer If the Minister knows the figures, let him give them.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: For giving you further particulars I want notice.

Mr. Speaker: This question is held over.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: What was the opinion of Mr. Bhargava of the India Government? Let him say this.

Mr. Speaker: You put that question tomorrow.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: He will take time to answer it.

Mr. Speaker: To that you cannot object.

Division of 24-Parganas district into two separate ones

***137.** (Admitted question No. *1588.) **Sj. Rajkrishna Mondal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any proposal of Government to partition the district of 24-Parganas; and

(*b*) if so, whether Jogeshganja Union within Hasnabad police-station is being taken out of Hasnabad police-station and Basirhat subdivision?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (*a*) Yes, but it has been kept in abeyance for the present on account of heavy financial costs involved, but the following interim measures have been taken:

(*i*) one extra Additional District Magistrate has been posted;

(*ii*) one extra Additional Superintendent of Police has been posted, in consideration of the requirements when the district would be split up into two districts;

(*iii*) four Special Circles at Patharpratima, Lyalganj, Sandeshkhali and Joynagar have been permanently retained; and

(*iv*) proposal to create two new police-stations at Namkhana and Patharpratima, which are to be carved out of the existing police-stations of Kakdwip and Mathurapur, is under active consideration.

(*b*) Does not arise.

I would like to add this to the answer. Since the above question was replied to there has been some progress, and it has been decided to refer the matter to a very senior officer for consideration of the following points, namely,—

(1) considering the requirements for establishing subdivisional headquarters;

(2) contacting various departments, viz., Education, Public Health, Agriculture, Fisheries, Works and Buildings, Roads, Development Department, Co-operation and others;

(3) calculating the cost of the project based on the requirements of the phased scheme; and

(4) Co-ordinating the activities of the various departments and giving the scheme a practical shape.

This scheme is being phased and a programme is being drawn up.

Mr. Speaker: Question time over.

Point of Information

[4—4-10 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহোদয়, আমার দু-একটা কথা আছে। শুক্রবারের দিন এখানে আলোচনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না -বাইরে ছিলাম। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে কি বলেছিলেন ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী আমাকে পরে বলেছেন কমু্যনিস্ট পার্টি একটা বাড়ী 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য নিয়েছিল, গভর্নমেন্ট সেই বাড়ী রিকুইজিসন করে নিয়েছিল, সরকার নাকি কমু্যনিস্ট পার্টিকে রিকগনাইজ করেছে ইত্যাদি অনেকগুলি অবান্তর কথা বলেছেন। এই ধরনের কথাবার্তা ঠিক কতটা কি বলেছেন আমি জানি না। আপনার অনুমতি চাইছি, সেই স্পীচ-টা যেন আমাকে দেওয়া হয় নতুবা আপনার উপর অবথা রিফ্লেকশন আসতে পারে।

Mr. Speaker:

স্পীচ আপনাকে আমি দিয়ে দেব।

As I understood him say "I have never been anti-Communist or hostile to the Communist Party."

Sj. Jyoti Basu:

তিনি নাকি বলেছেন, তিনি রিকগনিশান দিয়েছিলেন। কিন্তু রিকগনিশান দিয়েছিলেন আপনি, তিনি তো নয়। যাইহোক, স্পীচ দেখে নিয়ে পরে এ-সম্পর্কে আরও বলব। দ্বিতীয় কথা, রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে এখানে একরকম কথা হয়, তারপর বিষয়টি পার্লিয়ামেন্ট-এ যখন যায় তখন আর একরকম উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভায় মিঃ খান্নাকে ১৩ই মার্চ প্রশ্ন করেন

"Whether his attention has been drawn to the statement made by the Minister of State for Rehabilitation, West Bengal, on the floor of the Legislative Assembly of the State last month to the effect that he has recently communicated to the Centre some rehabilitation schemes of the estimated cost of Rs.5 crores. If so, what are these schemes?

তার উত্তরে শ্রীখান্না বলেছেন

Yes, according to the report published in the Amrita Bazar Patrika, Calcutta, dated 25th February, 1959, the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh, State Minister, is reported to have stated that in addition to 17 medium industrial schemes already sanctioned, some more schemes involving a total expenditure of about Rs.5 crores and having a total employment potential of 27,000 persons have been sent to the Government of India for sanction

শ্রীখান্না তাঁর জবাবে আরও বলেছেন—

except a few no industrial schemes covering such large expenditure are pending in the Ministry of Rehabilitation. On the 27th February, 1959, a communication was addressed to the State Government to ascertain as to when were these schemes sent to the Ministry. No reply has yet been received."

তারপরে আরও অনেক কথা আছে, তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমার মোট কথা, পাঁচ কোটি টাকার স্কীম এবং ২৭ হাজার লোক সেখানে চাকুরী পাবে, ওঁরা বলছেন, সেখানে তার মিনিস্টার কনসারনও বলছেন আমি কিছু জানি না এবং আমি ওঁদের কাছে কমিউনিকেশন পাঠিয়েছি জানবার জন্য। এটা যে একটা সাংঘাতিক কথা, স্পীকার মহোদয় নিশ্চয়ই বুঝেছেন। কেউ হয় ত কোথাও অসত্য বলছেন, সেটা আমাদের বুঝা দরকার নতুবা এখানে আলোচনা করার দরকার।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি বলছিলাম যে, আমার পাঁচ কোটি টাকার স্কীম যাতে ২৭ হাজার লোক এমপ্লয়মেন্ট পাবে। শ্রী জি. ডি. বিড়লাকে সভাপতি করে যে ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড তৈরী হয়েছে, তাঁর কাছে এই স্কীম পাঠিয়েছি। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এবং এই বোর্ড-এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকতে পারে। মিনিস্টার অফ রিহ্যাবিলিটেশন, শ্রীখান্নার কাছে নিশ্চয়ই পাঠান হয় নি, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে পাঁচ কোটি টাকার স্কীম যাতে ২৭ হাজার লোকের এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল আছে তা ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড-এর কাছে পাঠান হয়েছে।

Mr. Speaker: It has been sent not direct to the Government of India but to this body which has been formed.

Sj. Jyoti Basu:

সেই বডি তো এখানে। এখানকার যে স্কীম সেটা কি জি. ডি. বিড়লা-র কাছে হ্যান্ড-ওভার করা হয়েছে? আর তার সাথে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এরই বা কি সম্পর্ক আছে?

Mr. Speaker: It is an autonomous body.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড-এর কাছে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন মিনিস্ট্রি থেকে স্কীম পাঠান হয়েছে।

Sj. Jyoti Basu:

তাহলে ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এর কাছে পাঠান হয় নি ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না—ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড-এর কাছে আমাদের পুনর্বাসন মিনিস্ট্রি থেকে পাঁচ কোটি টাকার স্কীম যার এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল ২৭ হাজার লোক হবে তা পাঠান হয়েছে। সেটাই তরুণবাবু বলেছেন।

Sj. Jyoti Basu:

সেটা কি সেন্টার-এর মন্ত্রীমহাশয়ের জানবার দরকার নেই ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-এর স্কীম দেওয়ার কোন অধিকার আছে কিনা এই বিড়লা সাহেবকে। সেই স্কীম সম্পর্কে জি, ডি, বিড়লা কি করেন না করেন, আমাদের কাছে তিনি সে-বিষয়ে এ্যান্সারেবল নয়। বোর্ড কনস্টিটিউটেড হয়েছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বিড়লাকে খোসামোদ করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি হ'ল ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যে টাকা নিয়ে বোর্ড হয়েছে, সেটা রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন-এর জন্য দেওয়া হয়েছে।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি পাঁচ কোটি টাকার স্কীম পাঠিয়েছেন, বিড়লা সাহেব ইচ্ছা করলে তা ওয়েস্ট পেপার বাসকেট-এ ফেলে দিতে পারেন। আপনারা যদি না জানেন, কে ইট ফ্রম মি এই সংক্রান্ত কাগজগুলি শ্রীবিড়লা চাইলে স্ক্র্যাপ অফ পেপার বলে মনে করতে পারেন। ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড যখন তৈরী হয় আমাদের সংগে তখন কথা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কিছু স্কীম তৈরী করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড-কে দেবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It may be desirable for the Refugee Department to send a copy to Shri Meher Chand Khanna.

Mr. Speaker: I think the matter need not be pursued further. We have got the information that it was not sent to Government of India, it was sent to the Board. The Board may accept it or reject it.

Sj. Jyoti Basu:

যাই হোক, আমার শেষ কথা হচ্ছে যেটা আপার হাউস-এ আলোচনা হয়েছে দেখছিলাম তাহল আমাদের কাছে বারবার ইনসিসটেন্টলি, এই কথা আসছে যে, মুর্শিদাবাদ থেকে যে অংশ পাকিস্তানে গিয়েছে, সেখানে ৭২ হাজার পরিবারের মধ্যে ৩০ হাজার পরিবার মৎস্যজীবী এবং ওদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। কিছু রিলিফ পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তার বেশি কিছু করতে পারছেন না এবং শুনেছি একটা মস্ত সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি ইন দি বর্ডার রয়েছে এবং পুনর্বসতির কি হবে তাও আজ পর্যন্ত ঠিক হয় নি। আমি তাই জানতে চাইছি এই এলাকা পাকিস্তানের সংগে চুক্তি করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দিয়ে দিলেন, মুর্শিদাবাদের চর অঞ্চলের ২৭ বর্গমাইল চলে গেছে এবং এখন অকুপায়েড বাই পাকিস্তানি ট্রুপস। আমরা বলতে চাই যে, লোকগুলি অর্থাৎ ৭২ হাজার পরিবারভুক্ত লোকগুলি এদের সম্বন্ধে যখন এই এলাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-এর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এর সঙ্গে কোনরকম কথা হয়েছিল কিনা- এদের কি করা হবে, এরা যারা মৎস্যজীবী আছে তারা কিভাবে কাজকর্ম করবে ইত্যাদি নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছিল কিনা তারপর সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি যা আছে তা দূর করবার কি ব্যবস্থা হয়েছে

জানতে চাই। এজন্যে ইনফরমেশন চাইছি যে, মুখ্যমন্ত্রী জানাতে পারবেন যে, কি কথা হয়েছিল ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এর সঙ্গে, কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে টাকা-পয়সার ব্যাপারে। এদের খাদ্য দিতে পারবেন না, আশ্রয় দিতে পারছেন না, আবার বলবেন দণ্ডকারণ্যে চলে যাও, সেটা তো ঠিক কথা নয়। তাই জানতে চাই এদের পুনর্বাসন সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এর সঙ্গে কিরকম কথাবার্তা হয়েছিল।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: May I make a suggestion on the very vexed question? Every day practically in the morning when we read the paper, we find alarming reports of incidents happening across the border or on the border line. We get daily statements from the Police Minister or the Chief Minister to the effect that this has been done or that has not been done. Every thing cannot be placed before the House for various reasons. May I suggest in view of the seriousness of the matter and in view of the interest that has been shown by the members of this House that a secret session of the House may take place for one hour and the Chief Minister if he likes may place before the House as to what is the actual fact, what is the commitment of the Government of India and what action has been taken by the Bengal Government and what is the present situation so that we may know what is happening.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There are two requests made. With regard to the actual position, the latest information received yesterday is that the total number of fishermen who have been affected is not 72,000 men, but 3,100 families and all of them are not affected by the line put in by Bagge. Some were fishing near the Bhagirathi, the part which has nothing to do with the main Padma. That matter is being discussed. I have asked the District Magistrate to come tomorrow with maps and papers and figures of the total number of the affected people Meanwhile we have asked the District Magistrate to take steps to give them relief and we have written to the Government of India to take steps with regard to such people as may have been affected by the application of the Bagge Tribunal award We have asked the Government of India for clarification regarding the persons who were at one time in the area which has now gone over to Pakistan as to whether they will be regarded as refugees or not, because now they have come over to India. These matters are still pending discussion.

As regards the position regarding having a closed secret meeting, I would have been glad to have a secret meeting. My only difficulty is that nothing seems to remain secret in this Province of ours. My difficulty is that we are dealing with a foreign power. I will have to refer the matter to the Government of India to find out whether we can have a discussion on that point I may tell you further that we have applied to the Government of India in the Military Department and asked the Military to come to the aid of civil power so far as Murshidabad is concerned and they have agreed and I believe steps have been taken by the Military—mind you it is not really Martial Law—it is the Military coming to the aid of civil power whenever there is any great emergency and we feel that there have been certain amount of emergency and certain amount of fear which should be controlled, if necessary, by route marches and various other processes. The Government of India in the Military Department may take it up. I do not know whether we will be justified in having a closed meeting unless we get the permission of the Government of India.

Mr. Speaker: Mr. Chief Minister, the point is this. Regarding a secret meeting, I do not know whether it lies within the competence of the Government of India alone to decide the matter because we have a say in this matter as well. A secret meeting of the House, if it is to be held, will mean exclusion of the

Press, no recording of the speeches, exclusion of all strangers, and, even if we feel necessary, officers also except such officers as I think should be present. A secret meeting, if considered necessary, will have to be held under these conditions. I hope Dr. Roy will kindly bear this in mind.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will approach you in this behalf, if necessary.

Sj. Jyoti Basu: We are very grateful to you for stating this; but my question remains unanswered.

Mr. Speaker: Your question was, has there been a final decision regarding the rehabilitation of those who are now thrown out in the Murshidabad district.

Sj. Jyoti Basu: Not only final decision, but I was surprised that the India Government knowing it full well that they were going to hand over 27 square miles to Pakistan, and knowing it full well that hundreds and thousands of people would be put out of employment, have done nothing, nor anything has been done by the West Bengal Government, and no consultations have been made. So, my question is, whether there has been any consultation as to what would happen to these people when this part of the territory is handed over to Pakistan.

Mr. Speaker: The answer was that they are in touch with the Government of India. I think a quick decision is essential having regard to the seriousness of the situation.

Now, with regard to the Supplemenatry Estimates for 1958-59, a suggestion has come from some honourable members that all the speeches on all the cut motions may be made one after another, and then the speeches moving the grants and the voting will take place. I think this will save time of the House. I will suggest two hours for discussion and half an hour for voting I think that ought to be quite enough

Mr. Satyendra Narayan Majumdar will kindly begin.

Point of order

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee: On a point of order, Sir Grants have not been moved.

Mr. Speaker: I will request you to kindly look at the relevant rules.

Sj. Jyoti Basu: Sir, the point is what we are discussing?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have already placed the supplementary estimate three days ago before the House and I made a speech when I presented it to the house So the House has got the supplementary estimate before it.

Mr. Speaker: Therefore there will be general discussion Mr Mazumdar will now proceed with his speech.

General discussion on Supplementary Estimate for the year 1958-59

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আমাদের যা ধারণা তাতে মনে হয় কোন একটা আনফোরসিন ব্যাপারের জন্য খরচ করতে হয়েছে—সেইজন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়। পার্লামেন্টে বছরের শেষ দিক দিয়ে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়, এখানে সাধারণ বাজেট পাশ হবার পর-পরই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে। এখানে যে-সব জিনিস

তাঁরা বলেছেন তার প্রতিটি জিনিস আনফোরসিন নয়। এর প্রত্যেকটি জিনিস তাঁদের সাধারণ বাজেটেই আনা উচিত ছিল। যেমন, এডুকেশন-এ কতকগুলি ডেভেলপমেন্ট স্কীমস—কোন্‌টা সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্কীম থেকে এসেছে, কোন্‌টা স্টেট স্পনসর্ড, এ-সব এখানে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আনবার দরকার ছিল না, এর কি তাৎপর্য? গভর্নমেন্ট যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন তাতে আমাদের বিভ্রান্ত করছেন। বাজেটে আর একটা জিনিস, যেমন রিলিফের ব্যাপার। ন্যাচারাল কেলামিটিজ-এর জন্য যে রিলিফ দেওয়া হয় তার জন্য যে টাকা খরচ হয় তা তো কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে দেওয়া হয়, এটা তো সাধারণ বাজেটের মধ্যেই আনতে পারতেন, এখানে এনেছেন কেন? যাক, আমি টেক্‌নিক্যাল আলোচনার দিকে বেশি দূর যাব না, কেবল কয়েকটা মূল বিষয় তুলে ধরতে চাই।

আমরা দেখতে পাই রিলিফ বা এই ধরনের প্রত্যেক ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যে রীতি নিয়ে চলেছেন তাতে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। দুর্গতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে অনেকগুলি অঞ্চলে। যেমন, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় চিরস্থায়ী দুর্গতি, সেখানে রিলিফ বার বার দেওয়া হচ্ছে, তবু কবে বন্ধ হবে, এবং তারা কতটা অপ্রেসড হবে, তারপরে ঠিক করা হবে কবে কত রিলিফ দেবেন। এইরকম করে করে তাদের দুর্গতি যখন চরমে ওঠে তখন রিলিফ দেবার কোন মানে হয় না। মধ্যে থেকে সেই-সব দুর্গত এলেকায় যখন বার-বার বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল, ফলে তাদের দুরবস্থা চরমে উঠল এবং সেই দুরবস্থার প্রতিরোধ করবার যে ক্ষমতা, সে ক্ষমতা যখন একদম শেষ হয়ে গেল, তখন সেই-সমস্ত এলেকায় সরকারের নজর পড়ল কিন্তু তখন আর সে সমস্ত এলেকার লোকের নিজের পায়ে দাঁড়াবার আর ক্ষমতা নাই, তাই সেখানে প্রত্যেকটি লোকের নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতন যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা করবার মতন একটা সুপরিকল্পিত রিলিফের বন্দোবস্ত সেই এলেকার জন্য হওয়া উচিত। সরকারের এই যে মনোভাব, যে দুর্ঘটনা হয়ে যাবার অনেক পরে ধীরে সুস্থে সাহায্য দেবার যে মনোভাব তার বিরুদ্ধে আমরা সমালোচনা করছি। তারপর এই রিলিফের ব্যাপারে আর একটা জিনিস দেখা যায় যে-সমস্ত এলেকায় একটা ক্রনিক দুর্গতির ভাব রয়েছে, সেখানকার জন্য যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল, তা তাঁরা অবলম্বন করছেন না। অন্ততঃ বাজেটে দেখা যায়, ফসল সম্বন্ধে তাঁদের যে ফোরকাস্ট যে ভাল ফসল হবে বা হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তারপরেই বাস্তবে দেখা যায় ঘাটতি, এইরকম ধরনের ফোরকাস্টিং-এর যে মনোভাব সেটারও আমরা তীব্র নিন্দা করি।

তৃতীয়তঃ এই বাজেটে শিক্ষা-সংক্রান্ত খাতে কতকগুলি কারণে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। এখন যে কারণগুলির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, সেই জিনিসগুলি, সেই আইটেমগুলির উল্লেখ করে কতকগুলি জিনিস বলতে চাই। যেমন একটা কথা বে-সরকারী মাধ্যমিক স্কুল—

স্যার, মন্ত্রীরা কেউ শুনছেন না। তাহলে আমি কাদের সঙ্গে আলোচনা করছি? আমার তাহলে অরণ্যেই কি রোদন করা হচ্ছে!!

Mr. Speaker:

বলে যান, রেকর্ড ত হচ্ছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, আপনিও শুনছেন না, তাহলে বলব কাকে?

Mr. Speaker:

আমি শুনছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এখন শুনছেন। এখন মন্ত্রীরাও শুনছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় ত একটা জবাবও দেবেন। যে কথা বলছিলাম, মাধ্যমিক বে-সরকারী স্কুলের গ্রান্ট দেবার ব্যাপারে সরকার বার-বার তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতির কথাটা এখানে উল্লেখ করছি। মুখ্য

মন্ত্রীমহাশয়ের মাধ্যমিক শিক্ষকদের ডেপ্টেশনের সঙ্গে একটা আলোচনা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সরকারী কাগজপত্রে লিখিত আছে, সে সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদককে যে চিঠি ডাঃ রায়ের সেক্রেটারী শ্রী এস, কে, চ্যাটার্জী লিখেছেন, সেটার আমি এখানে অংশবিশেষ পড়ে দিচ্ছি।

"D.O. No. 1108.—With regard to the disbursement of payment to teachers in aided schools according to revised scale Government will place the necessary fund at the disposal of the Board as soon as the current year's budget is passed.

আবার আর এক জায়গায় বলেছেন—

Regarding the question of time of giving financial aid to institutions it is understood that the Board release 50 per cent. of the previous year's sanctioned grant early in the financial year another 25 per cent.—second instalment by December and the balance of the grant is released after the grant-in-aid and the audit report are obtained."

এই হচ্ছে তাঁদের প্রতিশ্রুতি। আজকে অবস্থা কি? দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪০টি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ৫৭-৫৮ সালের বরাদ্দ আজও পায় নাই। আর শেষ কিস্তি শতকরা ৮০টি স্কুল পায় নাই। এবং ৫৮-৫৯ সালের বরাদ্দের প্রথম কিস্তিও অনেক স্কুলই এ-পর্যন্ত পায় নাই। এর ফলে শিক্ষকদের অবস্থা কি হয়? মাসের পর মাস তাঁরা মাইনে পান না। সরকার বলছেন বাজেট পাশ হবার পরই বোর্ডের হাতে টাকা দেবেন। এবার শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা-দপ্তর কি বাজেট দেখেন নাই। কারণ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ এসেছে শিক্ষা বোর্ড তাদের নোটিশ পান নাই। বোর্ডের হাতে তাঁরা কিরকম উপযুক্ত অর্থ দেন তার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে বর্ধমান জেলার একটা ইনস্টিটিউশনকে স্কুল বোর্ডের ফাইনান্সিয়াল অফিসার গ্র্যান্ট বাবদ এবং শিক্ষকদের নূতন হারে মাইনে বাবদ ৭৮৫ টাকার একখানি চেক দেন ১লা নভেম্বর তারিখে। ঐ চেক তাঁরা ১৭ই নভেম্বর তারিখে বর্ধমান ট্রেজারীতে ভাঙাতে গেলেন, ট্রেজারী অফিসার বললেন—

no balance is available to meet the expenditure under the head Secondary Education Fund. Deficit grant

-এর টাকা ভাঙ্গাতে গিয়ে তাঁরা শুনলেন নো ব্যালান্স ইজ এ্যাভেলেবল। তারপর সেই চেক নিয়ে অনেক কিছু কাণ্ড-কারখানার পর নভেম্বরের শেষে কি ডিসেম্বরে তাঁরা আবার যখন সে চেক উপস্থিত করলেন, তখন টাকা পেলেন। এখন কল্পনা করুন, এতে শিক্ষকদের কি অবস্থাটা হয়। একবার কল্পনা করে দেখুন যেখানে অল গ্র্যান্টস-ই হচ্ছে ডেফিসিট গ্র্যান্ট সেখানেও সেই ডেফিসিট টাকা পেতে যদি এইরকমের ব্যাপার ঘটে তাহলে শিক্ষকদের সাহায্য করার মানে কি হয়? এই অল্প সময়ে এই গ্র্যান্ট সম্বন্ধে আরো বেশি আলোচনায় যাওয়ার আমার সুযোগ নেই। অনেক সময় খামখেয়ালীভাবে ডেফিসিট কম করে দেখান হয়। কোন্ স্কুলে ৫ হাজার টাকা ডেফিসিট ওঁরা বললেন—না, তিন হাজার টাকা। এ নিয়ে একটা বে-সরকারী প্রস্তাব এসেছে, সে সম্পর্কে আমি বলেছি, ওঁদের নিল গ্র্যান্ট বলে একটা প্রহসনের পদ্ধতি আছে। তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই, একটা স্কুল ডেফিসিট-এর হিসেব দেখিয়ে দেন, তারজন্য তারা গ্র্যান্ট অর্থাৎ সাহায্য পাবার উপযুক্ত। কিন্তু তা নিয়ে একটা প্রহসন করা হয়। ঐ-যে বিদ্যালয়ের হিসেবে ডেফিসিট লেখা আছে তারজন্য সেকেন্ডারী বোর্ডের ফাইনান্স অফিসার লিখছেন, তবাই আদর্শ বিদ্যালয়কে ১৯৫৭ সালের ৩রা জুন তারিখে গ্রান্ট ইন এইড অফ রুপিজ নিল ইজ স্যাংকসন্ড ফর টুয়েলভ মান্থস ফ্রম ফার্স্ট মার্চ এবং এই রুপিজ নিল-এর চেক পাঠালেন পয়সা খরচ করে আদর্শ বিদ্যালয়কে, তরাইকে ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দার্জিলিং অন দি ফলোয়িং কন্ডিসন—যে এ্যাকনলেজমেন্ট ঐ নিল রুপিজ-এর জন্য ফাইনান্সিয়াল অফিসারকে পয়সা খরচ করে পাঠাতে হবে!! তারপর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট-এ টাকা চাইলে যত শিক্ষক তাদের কোয়ালিটি অফ ট্রেনিং এবং কন্ডিসন অফ সার্ভিস-এর উন্নতি করতে হবে। আমি এখানে বলে রাখছি শিক্ষকদের বেতনের যে স্কেল বৃদ্ধি করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গলদ শিক্ষকদের যে পূর্ব অভিজ্ঞতা তা ধরা হয় নাই।

[4-30—4-40 p.m.]

এই নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, বহু ডেপুটেশন হয়েছে যে শিক্ষকদের পুরাণো অভিজ্ঞতা তাঁরা ধরেন নি। একটিমাত্র ইনক্রিমেন্ট দিয়াছেন। আমার কাছে চিঠিপত্র আছে, হরেনবাবু যদি বলেন আমি এনে দেব, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশন, আপনারা যা জবাব দিয়াছেন, যা প্রেসনোট দিয়েছেন ইত্যাদি সব। শিক্ষকদের একটিমাত্র ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাঁদের সার্ভিস হিসাব করে বেতনের স্কেল ঠিক করেছেন। এর ফলটা হচ্ছে এই যে বেশিরভাগ শিক্ষক যাঁদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের উপর অবিচার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাঁরা অবসর নেয়ার আগে কখনও ম্যাক্সিমামে আসবেন না। আর একটা কথা বলি ট্রেনিং সম্বন্ধে ট্রেনিং সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তারপর তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা লিখিতভাবে ঐ এস কে চ্যাটার্জি যাঁর কথা উল্লেখ করেছি, দিয়েছিলেন—তার থেকে আমি একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"All of them will be given opportunities of obtaining B.T. diploma within the next three years. Similarly, opportunity of training will be given to all existing untrained undergraduates below 50 years of age and with less than ten years' experience in the Government-sponsored Training College for Under-Graduates."

কথা হচ্ছে যেকটা শিক্ষণ শিক্ষার কলেজ আছে তাতে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে তার দ্বারা সমস্ত পাসড্ গ্রাজুয়েটদের ক'দিনের ভেতর বি টি ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন? তাতে অনেক বছর লাগবে কেননা যাঁরা শিক্ষক রয়েছেন তাঁরা যাবেন, যাঁরা শিক্ষক নন, তাঁরাও যাবেন। আপনারা বলেছিলেন যে ৩ বছরের ভেতর সমস্ত শিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন। আসলে যে জিনিস করা দরকার সেটা হচ্ছে এমার্জেন্সী ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা। সেটা কিভাবে করবেন তার বিস্তৃত আলোচনা এই অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট টীচারদের জন্য, যাঁরা ট্রেনি তাঁদের জন্য গভর্নমেন্ট-স্পোনসোর্ড ট্রেনিং কলেজ কোথায় ক'টা করবেন গভর্নমেন্ট এবং তারজন্য যে ব্যবস্থা করবেন তার কোন নির্দেশ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপর এর ভেতর আরো অনেক জিনিস রয়েছে তাঁরা বাজেট হয়ে যাবার পরে টাকা নিচ্ছেন। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে টাকা নিচ্ছেন অথচ শিক্ষকরা টাকা পাচ্ছেন না। তারপর আর একটা স্কীম শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূর করার জন্য যে স্কীম ছিল তাতে স্পেশাল কেডার শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন সেই স্কীমটা সেন্ট্রালি স্পোনসোর্ড স্কীম থেকে স্টেট গভর্নমেন্টের স্কীমে এসে যাচ্ছে। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি স্পেশাল কেডার শিক্ষক যাঁরা তাঁরা বোর্ড ক্যাটিগরীর শিক্ষকদের থেকে নিশ্চয়ই আলাদা কিন্তু দার্জিলিং জেলা স্কুল বোর্ড একজন স্পেশাল কেডার শিক্ষককে কতকগুলি ফর্ম সহি করতে বলে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন এই ফর্ম কোন সার্কুলার অনুযায়ী সহি করবো এবং সহি করলে আমার মাইনে কমে বোর্ড ক্যাটিগরীর শিক্ষকদের সমপর্যায়ে এসে যাবে। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ সীট দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এইভাবে কি আপনারা শিক্ষাবিস্তার করবেন বা শিক্ষিত বেকার সমসস্যার সমাধান করবেন? এ ব্যাপারটা অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী তদন্ত করতে দিয়েছেন তদন্ত করে আশা করি এই ব্যাপারটা আমাকে জানাবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে হচ্ছে কোচবিহারে স্টেট ট্রান্সপোর্টের যে কেন্দ্র আছে তার আওতায় অনেক ভাল রুট বাড়ানোর ব্যবস্থা করা আছে। একটা জিনিস আমি এখানে তুলে ধরতে চাই যে ওখানে কতকগুলি লাইন আছে যেমন কোচবিহার থেকে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, ফলাকাটা, মেখলীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় বাস চলাচল করে এবং এই পথে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় স্টেট বাসের হয় কিন্তু সেখান থেকে আমি অভিযোগ পেয়েছি যে যাত্রীদের যেভাবে সেখানে নেওয়া হয় তাতে বেসরকারী বাসের থেকে অবস্থা কিছুই ভাল নয়। সেখানে গাদাগাদি ঠেলাঠেলি করে যাত্রীদের যেতে হয় এবং এই গাদাগাদি ঠেলাঠেলিকে আইনসঙ্গত রূপ দেওয়ার জন্য বাসের ক্যাপাসিটি লিখে রাখা হয় কাল্পনিকভাবে যেখানে ৩২ জন লোক বসতে পারে সেখানে ক্যাপাসিটি লেখা হল ৬২ জনের। এইভাবে গাদাগাদি করে যেতে যাত্রীদের চূড়ান্ত কষ্ট হয়। আর একটা জিনিস আমি নিজের চোখে দেখেছি শিলিগুড়ি থেকে যে স্টেট বাস যায় কোচবিহার পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে যেতে অ্যালাউ করা হয়। কোলকাতায়

স্টেট বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা য়্যালাউ করা যেতে পারে কিন্তু ঐসমস্ত অঞ্চলে অসমতল রাস্তা, উঁচু নিচু রাস্তা, পাহাড়ী রাস্তা, সেখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া-আসা করলে যাত্রীদের অসুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি যে কোলকাতায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্মীদের যে চাকরির স্থায়িত্ব আছে বা তাদের যে সুযোগ-সুবিধা আছে কোচবিহারে যারা ঐ কেন্দ্রে নিযুক্ত তাদের সেই সুযোগগুলি দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[At this stage the speaker having reached time limit resumed his seat.]

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রতি বছর আমরা কিছু না কিছু আলোচনা করে থাকি এবং সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট যেভাবে আসে সেই সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি তা আমরা খুব স্পষ্ট করে এখানে ব্যক্ত করে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেমন প্রতি বছর আসে এবছরও তেমনি সমস্ত নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট আনা হয়েছে। এই সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেটের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি ২-১টা কথা বলতে চাই। এবার দেখুন যে বছর সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট আনা হয়েছে ১৯৫৮ সালের ৭২ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছিল বাজেট এস্টিমেটে, রিভাইজড্‌এ ৮০ কোটি টাকা এবং তার উপর আবার সাপ্লিমেন্টারী আনা হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। কিন্তু এর ফল কি দাঁড়াল? বাজেটের সঙ্গে রিভাইজড-এর যে ব্যবধান সেটা হল শতকরা ১১ ভাগ, সাপ্লিমেন্টারীর সঙ্গে রিভাইজড-এর যে ব্যবধান সেটা হল শতকরা ১৬ ভাগ এবং বাজেট এস্টিমেটের সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারীর ব্যবধান যেটা সেটা হল প্রায় ৩০ পার্সেন্ট। আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালে কি ধরনের বাজেট করেছেন যে বাজেটে সাপ্লিমেন্টারীর সঙ্গে এস্টিমেটের তফাৎ হল শতকরা ৩০ ভাগ অর্থাৎ যেখানে শতকরা ২ ভাগ কি বড়জোর ৩ ভাগের ব্যবধান হওয়া উচিত ছিল সেখানে শতকরা ৩০ ভাগের ব্যবধান নিয়ে এসে হাজির করেছেন। ৪৮টা গ্রান্ট আমাদের রয়েছে, সেই ৪৮টা গ্রান্টের মধ্যে ৩২ টাতে একসেস হয়েছে এবং ৩২টাতে তিনি আবার সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট আনছেন। গত বছর, অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁদের ১৫ কোটি টাকা সাপ্লিমেন্টারী আনতে হয়েছিল ২৭টা হেডে। মিঃ স্পীকার, স্যার, তাহলে সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট আনা হল সংবিধানের ২০৫(১) ধারা অনুযায়ী। সংবিধানের ২০৫(১) ধারার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সংবিধানের ২০৪, ২০৩ ধারাকে লঙ্ঘন করবার জন্য। এই যদি হয় তাহলে এইসমস্ত প্রহসনের কি প্রয়োজন? আমার মনে হয় এ যেন ঠিক কাজীর বিচারের মতন বলুন যে আমাদের টাকার দরকার এবং তারপর আবার পরের বছর এসে বলবেন আমাদের ১০/১৫/২০ কোটি টাকা বেশি খরচ হয়ে গেছে বলে আমাদের আরও ২০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এখন বাজেট এস্টিমেটের যদি কোন হিসাব না রাখা যায় তাহলে এইরকম প্রহসনের কোন প্রয়োজন নেই। মিঃ স্পীকার, স্যার, সেজন্য পাবলিক য়্যাকাউন্টস কমিটি প্রতিবার কশাঘাত করেও এ বিষয়ে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, অন্যান্য কোন ডিপার্টমেন্টকে সচেতন করতে পারেন নি।

[4-40—4-50 p.m.]

তারপরে মিস্টার স্পীকার স্যার, বাজেটে বিভিন্ন যেসমস্ত হেডে সাপ্লিমেন্টারী আনা হয়েছে তার ভেতরে কতকগুলি হেড দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবছরই সেইসমস্ত হেডে সাপ্লিমেন্টারী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের একটা সংশয় হল এই যে, অর্থমন্ত্রী মনে করেন যে এস্টিমেটের সময় যদি তিনি সবটা ব্যয়ের অঙ্ক বাজেটে দেখান তাহলে বাজেট খুব স্ফীত দেখাবে যার ফলে তখন বিধান সভায় একটা ঝড় উঠবে, প্রতিবাদ উঠবে। তার থেকে তিনি আড়াল করবার জন্য হয় ত টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন স্তরে এই এস্টিমেটটাকে আনছেন। ধরুন পুলিস বাজেট ও জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রতিবছরই বাড়ছে। তারপরে বাজেটে যেটা আনছেন রিভাইজডএ তার থেকে বাড়ছে এবং সাপ্লিমেন্টারীতে তার থেকে আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য এর কারণ দুরকম হতে পারে—হয় বাজেট সম্বন্ধে ওদের এলিমেন্টারী মৌলিক বা প্রাথমিক জ্ঞান টুকু পর্যন্ত নেই তা না হলে এরা জ্ঞানপাপী। সব জানেন- জানেন যে বাজেটের সময় যদি একসঙ্গে হাজির করা হয় তাহলে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ উঠবে বিরোধী পক্ষ থেকে এবং বাইরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে।

সুতরাং টুকরো টুকরো করে আনলে কোন অসুবিধা হবে না। ৫৭-৫৮ সালের এবং ৫৮-৫৯ সালের এস্টিমেট যদি ৫৯-৬০ সালে আনা হয় তাহলে অনেকে ভুলে যাবে। আবার একসেস থাকবে। এটা পরে বলা যাবে। এইভাবে বাজেট আনার কি স্বার্থকতা আছে এবং এই ধরনের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আর কাট মোশনস্ আমাদের অনেকগুলি রয়েছে। যখন মন্ত্রীমহাশয়রা মুভ করবেন তখন বিভিন্ন কাট মোশনের উপর আমি বলব। শুধু এখানে আমি একটি দুটি কাট মোশন সম্বন্ধে বলতে চাই, যেটা আমাদের মাননীয় সদস্য সত্যেন বাবু বলেছেন। এটা আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে সেকেন্ডারী এডুকেশনএর যে দুটো খাতে উনি সাপ্লিমেন্টারী এনেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল এই যে ট্রেনিং ফেসিলিটিস বাড়িয়েছেন, ৫টা একজিসটিং কলেজএর উপরে আরও কিছু বাড়িয়েছেন, কিন্তু আমাদের ট্রেইন্ড টিচারএর সংখ্যাটা কি? মাননীয় হীরেনবাবু তিনি এ সম্বন্ধে প্রতিবারই তথ্য উপস্থিত করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ৫৫-৫৬ সালে ট্রেইন্ড টিচারদের যে হিসেব আছে বম্বেতে ৭৩·৮, মাদ্রাজে ৮৯ ৮, পাঞ্জাবে ৭৭·৮, ইউ পি-তে ৬৬·৫ আর পশ্চিমবঙ্গে ২৬:৪। এই হল হিসেব। আর কেরালায় ৮৫ পার্সেন্ট উপরে প্রায় ৯২ হবে। আর অন্ধ্রতে ৮৫ পার্সেন্ট। আর আমি কাট মোশনের সময় বলব। মোটামুটি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে কাঠামো সম্বন্ধে আমার যা বলবার ছিল তাই আমি এখন বললাম।

Sj. Chitto Basu:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য আমাদের সামনে যে ১৩॥ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী করবার জন্য উত্থাপিত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রথমত এই কথা আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে বলতে চাই। যেসমস্ত হেডেতে তিনি আগাম টাকা পেয়েছেন সেইসমস্ত হেডের কি প্রয়োজনীয়তা, সেইসমস্ত সমস্যাগুলি বাংলা দেশের সামনে ছিল কিনা যখন বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং বাজেট প্রণয়ন করবার আগে যখন রাজ্যপালের ভাষণ আমাদের সামনে ছিল যেই ভাষণের মধ্য দিয়ে এবং তাকে সমালোচনা করবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গোটা সমস্যার কথা আমরা উপস্থাপিত করতে পেরেছিলাম। মিস্টার স্পীকার, স্যার, অত্যন্ত দুঃখের কথা, সেই সময়তে বাংলাদেশের সামনে যেসমস্ত সমস্যা-গুলি অত্যন্ত বড় করে দেখা দিয়েছিল সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের সরকার যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল সেই গুরুত্ব দেন নি বলে আজ এই ধরনের টাকা দাবী করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন। যেমন আমাদের দেশে তৎকালীন খাদ্য পরিস্থিতি কি গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে, কি পরিমাণ রিলিফের প্রয়োজন হতে পারে, এবং আমাদের কৃষক সমাজকে রক্ষা করতে গেলে পরে তাদের কি পরিমাণ ঋণ দেবার প্রয়োজন হতে পারে, গ্রামাঞ্চলে গ্রামীন শিল্পীদের কি ধরনের ঋণ দেবার প্রয়োজন হতে পারে, এ সম্পর্কে আমাদের সরকার মোটেই সচেতন ছিলেন না। শুধু তাই নয় স্যার, এ-কথা আমাদের সরকারও স্বীকার করেন গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সম্পর্কে যে আমাদের গ্রামীন যে পরিমাণ ঋণ দরকার হয় তার ভিতরে শতকরা মাত্র ৭ কিম্বা ৮ ভাগ সরবরাহ করা সম্ভব হয়, ঐ সমবায় সমিতিগুলির মারফত এবং সরকারের এজেন্সি মারফত। আর বাদ বাকী যে ঋণ কৃষকদের প্রয়োজন তা তাদের গ্রহণ করতে হয় মহাজন অথবা গ্রামীন ধনীদের কাছ থেকে। স্যার, আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে, সমবায় খাতে নতুন করে মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি, সেই সমবায় খাতে সমবায়গুলির মধ্যে দিয়ে শতকরা ৩ ভাগের বেশি ঐ ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। অথচ গ্রামাঞ্চলের কৃষকের উন্নতি সাধন করতে গেলে, কৃষির উৎপাদন বাড়াতে গেলে, এই খাতে যে বেশি বরাদ্দের দরকার সেকথা সরকার চিন্তা করেন না। এইভাবে আমরা দেখাতে পারি যেসমস্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারের বেশি পরিমাণে দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল, যেসমস্ত সমস্যা সম্পর্কে সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন ছিল সেইসমস্ত সমস্যা সম্পর্কে সরকার মোটেই অবহিত নন। এবং তার ফলে আমরা কি দেখি যখন সমস্যা দিনের পর দিন তীব্র হতে তীব্রতর আকার ধারণ করে, যখন বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলন করতে হয় তখন তারা কিছু কিছু টাকা ব্যয় করবার চেষ্টা করেন। যেমন গতবার আমরা দেখেছি কৃষি ঋণ আদায় করবার জন্য যখন বার বার আন্দোলন হয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ৯০ লক্ষ টাকা একবার দিলাম আবার বললেন ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলাম। এবং এইভাবে করার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে কৃষকদের কাছে সাহায্যটা পৌঁছায় না। এবং তার

ফলে গ্রামাঞ্চলে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী কর্মচারী আছেন, ব্যুরোক্রেসি আছে, তার মধ্যে দিয়ে এই সুযোগগুলি পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই স্যার, মন্ত্রীমহাশয় যখন সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করছেন তখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে বাংলাদেশে সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে, তার পূর্ণ অবয়বরূপ সম্পর্কে আমাদের সরকারের কোন ধারণা আছে বলে আমি মনে করি না। আর কোন ধারণা না থাকার দরুন আবার নতুন করে এইসমস্ত টাকা চাওয়া হয়। স্যার, কাট মোশনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গ্রান্টে যে ধরনের কথাগুলি আছে, সে আমি পরে বলব। যে-কথা সুনীলবাবু বলেছেন বাজেট এস্টিমেট, তারপরে রিভাইজড় বাজেট এবং তারপরে সাপ্লিমেন্টারী, এইভাবে আনবার যে একটা নীতি এ নীতি আমাদের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব যেন পরবর্তী আর্থিক বছরে যেন সামগ্রিকভাবে সমস্যা বিবেচনা করে যাতে আমরা পূর্ণাবয়ব বাজেট রচনা করতে পারি। যাতে বাজেট এস্টিমেট এবং রিভাইজড় বাজেটের পার্থক্য কমে যায় এবং তারপরে যেন সাপ্লিমেন্টারী বাজেট প্রয়োজন না হয়। এই বলে এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Satindra Nath Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য ধরা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা হচ্ছে ফেমিন খাতে। গত বৎসর যে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছিলাম, বাস্তবিক আমাদের খাদ্যের সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই সমস্যা অপনোদন করবার জন্য যে টাকা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরা হয়েছে সেটা বিশেষ কিছুই নয়। সেই টাকা যদি না ধরা হত এবং সেইভাবে যদি খরচ না করা হত তাহলে আমাদেব কি দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হত, সেটা বিবেচনা করা দরকার। সেইসমস্ত এমারজেন্সি অবস্থা মিট করবার জনাই আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনতে হয়েছে। এই বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে তাতে বেশির ভাগ হচ্ছে প্রথম গ্রান্ট নং ৩৬, মেজর হেড ৫৬—সেখানে ফেমিন খাতে ৫৩,৮২,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং পূর্বে এটা কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে এইরকম অবস্থায় আমাদের পড়তে হবে। সেই অবস্থায় পড়াতে আমাদের যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে হয়েছে, সেই ব্যয় বরাদ্দের টাকা আমাদের মঞ্জুর করা একান্ত কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য পালনের জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে। তারপর হচ্ছে কো-অপারেশন। এই কো-অপারেটিভ হেডে ৩৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এবং তারপর এডুকেশনএ ৩৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তারপর গ্রান্ট নং ৪৮—লোনস্ এ্যান্ড এ্যাডভান্সেস বাই স্টেট গভর্নমেন্ট, তাতে ধরা হয়েছে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তারপর গ্রান্ট নং ১১, ৮০এ—ক্যাপিট্যাল আউটলে। আউটলে অন মাল্টি-পার্পাস রিভার স্কীমস আউটসাইড দি রেভিনিউ এ্যাকাণ্ট—সেখানে কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। সেখানে অনেক টাকার দরকার, সেইসমস্ত টাকা যদি ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ধরতে হয়, তাহলে এই বাজেটে সেটা দেখান একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য এই বাজেট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। বাস্তবিক যেরকম অবস্থায় আমরা পড়েছিলাম, তারজন্যই এইসমস্ত খাতে টাকা ধরা হয়েছে, সেটা কোন অন্যায়ভাবে টাকা ধরা হয় নি। গত বৎসর আমরা যখন ফুল বাজেট ও ভোট অন এ্যাকাউন্ট পাস করেছিলাম তখন আমাদের যে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, তা ফোরসি করা যায় নি। বাজেট এস্টিমেট হয়ে যাবার পর এইরকম অবস্থা ঘটে। সুতরাং এই বাজেটে যেসমস্ত টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে সেটা খুব বেশি নয়, এবং সেটা খুব ন্যায্য, এটা আমাদের মঞ্জুর করা উচিত। আমাদের ফাইনান্স মিনিস্টার এই বাজেটে যে টাকা ধরেছেন সেটা আমার মতে ঠিক, এবং সকলের এটা মঞ্জুর করা উচিত। গ্রান্ট নং ৪৮—লোনস্ এ্যান্ড এ্যাডভান্সেস বাই স্টেট গভর্নমেন্ট—আমাদের এই দুর্ভিক্ষ খাতে এবং লোকে যে অবস্থায় পড়েছে তারজন্য ফেমিন রিলিফএ, টেস্ট রিলিফএ যেসমস্ত টাকা খরচ করতে হয়েছিল, এইভাবে মাঝে মাঝে টাকা বাড়ান দরকার হয়ে পড়েছিল; এবং সেইজন্যই ঐ বাড়ান টাকাটা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে দেখানো হয়েছে। গ্রান্ট নং ৩৮এ রুরাল হাউসিং স্কীম এর জন্য ১,২৩,৮৬,০০০ টাকা ধরা হয়েছে এবং অন্যান্য খাতে আদার ওয়ার্কসএর জন্য টাকা ধরা হয়েছিল। তাছাড়া কনস্ট্রাকশন অফ কোক ওভেন প্লান্ট, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়,

সেইজন্য টাকা ধরা হয়েছিল, এবং তার কি ফল হয়েছে তা আমরা সকলে দেখেছি। এটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে, ১৯৫৬ সালে আরম্ভ করে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়েছে। এইরকমভাবে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যদি এই টাকা ধরা না হত, তাহলে এত তাড়াতাড়ি এইরকম-ভাবে কাজ হত না। যাঁরা সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন তাঁরা সকলেই ঐ পরিকল্পনার কাজ এত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হতে চলেছে দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং এইসমস্ত টাকা যা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরা হয়েছে, তা অন্যায়ভাবে খরচ করা হয় নি। সেই টাকা আমাদের এই এস্টিমেটএ যদি ধরা না হত, তাহলে এত তাড়াতাড়ি এই কাজ সম্পন্ন হতে পারতো না। সুতরাং এই যে ব্যয় বরাদ্দ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা দরকার। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সম্পর্কে হাউসের এ সাইডের মেম্বরগণ ও ও-সাইডের মেম্বরগণ অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন একবার এস্টিমেট হয়ে যাবার পর আবার রিভাইজড্ এটিএমেটএ এত টাকা ধরা হল কেন? গত বছরের এস্টিমেটএ যেটা ধরা হয় নি, এ বছরের রিভাইজড্ এস্টিমেটএ কেন এত টাকা ধরা হল? এইসমস্ত প্রশ্ন এখানে আসে না। এবারকার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে এই টাকা ধরা অন্যায় হয়েছে বলা ঠিক হবে না। সুতরাং মাননীয় ফাইনান্স মিনিস্টার এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, last year, when the R.G. Kar Medical College Bill was brought to the Assembly, you may remember, I gave my unqualified support to the Bill in the third reading of it. Today, I am forced to regret it because during the discussion last year—I will just refresh the memory of the Chief Minister—there were certain promises made, and certain conditions described by him, and we expected that he would take measures quickly to ameliorate the general conditions there, but I am surprised that the demand for the R.G. Kar Medical College is given in the Supplementary Budget and not in the main budget. I will just read out a few sentences from the Chief Minister's speech referred to above. He said at that time—"At the present moment we spend something like Rs.54 lakhs for the Calcutta Medical College and Rs.35 lakhs for the N.R.S. Medical College. The expenditure in R.G Kar Medical College was much lower for two reasons—one was that the salary that was paid to the staff was of much lower order than the salary paid to Government servants. Secondly, many of the staff, even now, work on a honorary basis."

You remember, Sir, before R G Kar Medical College was taken over by Government there has never been strike situation. But within a year, a serious strike situation came up not only in that but in many other hospitals. What I want to say in this House is that recently the strike notice was withdrawn by the employees on the promise of the Chief Minister that by the 31st March he will come to some settlement with them by negotiation. But I want to bring to his notice that before the 31st March, his Directorate is already issuing orders sabotaging all possibilities of negotiation.

There was another reference by the Chief Minister where he said—"In the N.R.S. Medical College the average per capita expenditure is Rs.1,100 or something like that. In case of the Calcutta Medical College it is Rs.1,000. In case of the R.G. Kar Medical College it was only Rs.260 or Rs.300, and we are trying to raise it to Rs.1,000." I would ask him, up till now what has been done about it? He said this will need additional cost of Rs.14 lakhs. How much of this additional Rs.14 lakhs has been spent so far, or is being planned to be spent.

So far as educational matters are concerned, I would like to bring to your notice, if you have seen the lecture theatre of the R.G. Kar Medical College, you will see it is no lecture theatre, rather it is a circus gallery. There is so

much noise from outside that one can hardly hear the professor. No epidioscopic demonstration can take place, or slide projections can be demonstrated to the students. This is also the condition in the N.R.S. College. Accommodation for the students is absolutely terrible in the R.G. Kar Medical College Hospital and I don't see how with this paltry sum anything can be done towards amelioration of these conditions.

If this is what is going on, I want to object to the present Bill on this point of view that whatever little arrangement is made nothing will be possible to be done so far as all these things, which I have mentioned, are concerned. The little improvement that has been made there is increase of a few clerks and office staff. That has nothing to do with the efficiency or improvement in efficiency of the teaching of the students, nor has it got anything to do with the hospital and with serving the general public and the patients, and all that. There is no indication in this budget—this supplementary budget—there is nothing to show that these things are in the view of the Department.

One thing, I cannot understand, Rs.2 lakhs has been provided for "other contingencies". I wish they had given some hope to us by explaining these contingencies as to whether we can expect something in the matter of improvement of the condition of the employees or improvement in the teaching side of the institution or improving the equipments of the institution. You will be surprised to know that charts and models for teaching and demonstration that were originally taken in 1916 and ever since they have never been replenished. The museum is not functioning properly due to lack of Curator and also equipment. Sir, from this budget we do not get absolutely any idea as to whether these conditions are going to be attended to within a year or within any foreseeable future. For these reasons I consider that this budget is absolutely thoughtless and absolutely insufficient for the purpose of the R.G. Kar Medical College affairs.

Sir, these are my points of disagreement and I hope the Hon'ble Minister concerned and the Chief Minister will take these things into consideration.

[5—5-10 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটএ ক্রমবর্ধমান বনবিভাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য সরকারের আছে, আয় ব্যায়ের হিসাব আছে, কাজেই আমরাও কিছু বলছি। বনবিভাগের একটা সুবিধা হচ্ছে সেখানকার কর্মচারীরা বনে-জঙ্গলেই থাকে সুতরাং তাদের নিয়ে মাথা বিশেষ কেউ ঘামান না। যারা ঊর্ধ্বতন কর্মচারী তারা নিজেদের খুশিমত চলবার সুযোগ পান। জনপ্রবাদ উপরি দিয়ে। আমার কাছে কতকগুলি চিঠির ফটোস্টাট কপি আছে। একটা অফিসার লিখছেন আমার জন্য এ ডজন অফ এগস্ আর ওয়ান এ্যান্ড হাফ সিয়ার অফ মিল্কএর ব্যবস্থা করে রেখো। তারপর হরিণের মাংসটাংস তো পাওয়া যায়ই। এই গেল খাদ্যের দিক থেকে। পয়সা দিতে হয় না বলা চলে কারণ বাজেটে যখন ডিম ও দুধের হিসাব নেই তখন ধরে নিতে হবে যে পয়সা দেওয়া হয় না। আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা তাদের বৎসরে একটা করে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। অথচ তাদের ২৪ ঘণ্টা ডিউটি। আমার কাছে চিঠি আছে যে একটা ইউনিফর্ম সেলাই করে কেচে পরতে হয়। একটা ইউনিফর্ম ২৪ ঘণ্টা পরে থাকা সম্ভব নয় তবু পরতে হয় ২৪ ঘণ্টা কারণ বাবুর ছেলে ধরতে হয়, গিন্নী, মেয়েদের নানা রকম কাজ করতে হয়, কাজেই তাদের ২৪ ঘণ্টা ডিউটি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যখন বাংলা দেশ ভাগ হয় নি—সেই সময় যতগুলি গেজেটেড অফিসার ছিল তার তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন তিনজন কন্সারভেটর। আর আমাদের বনমহোৎসবের সব গাছগুলিই ছাগলে খেয়ে গিয়েছে বা গরুতে খেয়ে গিয়েছে

এবং এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাছেরও সেই অবস্থা। ছোটখাট কর্মচারী তারা যদি তার প্রতিবাদ করতে যায় তাহলে তাদের চাকরি খতম না হলেও অনারকমভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজন একটা ইউনিয়ন করেছিলেন এবং অন্যায়ের কিছু কিছু প্রতিবাদও করতেন। এই ইউনিয়নএর সেক্রেটারীকে ১৪ হাজার ফিট উপরে দার্জিলিংএ পাঠালেন।

Mr. Speaker: Mr. Bhattacharjee, you will excuse me. This is not a fit speech for a supplementary budget.

১৪ হাজার ফিট দার্জিলিং ? সেখানে ট্রান্সফার করলো কিরকম ?

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

দার্জিলিং শহরে নয়, বিবরণীটা শুনুন, জায়গাটার নাম হচ্ছে রাম্মম। তার স্থানীয় হাপানী আছে। সেখানে পুরো ৪৮ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে যেতে হয়, কুলি, গাড়ী কিছু নেই। এইরকম ট্রান্সফার করা হল। তার অপরাধ তিনি কিছু কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে আমি আগেও একবার বলেছিলাম কার গরু কে জাব দেয়। জাব খাবার লোক অনেক আছে কিন্তু দেবার লোক নাই। শালগাছ যা ছিল তা কেটে কেটে শেষ করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে যে 'স' মিল আছে তার কাঠ কেনা হয় বাজারের দরের ½ ভাগ দরে। রাস্তায় যেতে যেতে কংগ্রেস পক্ষীয় বন্ধুদের আলোচনা শুনতে শুনতে গেলাম যে শিলিগুড়ি স মিলএ কাঠ কেনা হয় ½ ভাগ দরে কিন্তু সেই দরে কাঠ কিনেও লাভ হয় না, সামান্য দু-চার শ' টাকা যা লাভ হয় তাতে খরচই কুলায় না। এ ধরনের ব্যাপার যে একটা শুধু তা নয়। রেলওয়ে স্লিপার্স সরবরাহ যা করা হয় তা কেনা হয় প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, বাইরে কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর সর্বশেষে ব্যাপার হল সার্বজনীন নেতাদের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সে টাকা খরচ না করে বাজেটে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা হয়। তার ফলে হয়েছে কি, জন্তুজানোয়ার যা ছিল সেইসমস্ত আগুনের তাপে মরে যায় কিংবা অন্যত্র সরে যায়, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ছেড়ে সব চলে যাচ্ছে হিমালয় অঞ্চলে। তারপর ঘরবাড়ী যা তৈরি হয়েছে, রেস্ট হাউস ইত্যাদি বিভিন্ন ঘরবাড়ী বনবিভাগের রিপেয়ারিং ইত্যাদিতে বছরে ৫-৬ হাজার টাকা খরচ হয়ে থাকে। এর যে হিসাব কার গরু কে জাব দেয়, হিসাব দেখবার লোক নাই, তোরফাই করবার লোক নাই। তারপর আলিপুরে সেন্ট্রাল সার্কেল খোলা হয়েছে কারণ এক ভদ্রলোকের শ্বশুরের শরীর অসুস্থ, তাঁকে তার সেবা করতে হবে তার সুবিধা হয় বলে আলিপুরের চারধারে সেন্ট্রাল সার্কেল খোলা হয়েছে। এ হেন অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত হয়েছে—উপায় কিছু নাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, a question has been raised as to what is the meaning of supplementary estimates. May I take the privilege of reading out the Constitution—Article 205? It says "The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, caused to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be."

It is under this provision of the Act that we have placed this demand of dditional supplementary estimate before the House. Supplementary Estimates, ccording to the Constitution, can be placed at any time, whenever the House is itting, not necessarily in March, whenever it is found that a certain item of

expenditure has arisen which was not contemplated when the Budget was originally framed or when it is found that the amount budgeted for is not sufficient. In drawing up the supplementary estimates it is true that they are placed before the House sometimes in March—as this year—and the estimates are prepared sometime in January or end of December.

[5-10—5-30 p.m.]

Usually what happens is that in the supplementary estimates the amounts that are provided for in the revised estimates naturally find their way. But actually in the supplementary estimates it is not the actual amount which has been spent over and above the provision under a particular demand that is shown, but it may be that under some other heads some saving might have taken place and the supplementary estimates show the amount of excess that has taken place. As I said before, when the supplementary estimates are prepared in November or December, soon after the ordinary budget estimates for the next year and the revised estimates for that year are prepared, sometimes it has happened that the departments, not appreciating fully the needs that may occur during the rest of the year, might have asked for extra supplementary grants which were found ultimately not to be necessary. Of course, this time we have tried to avoid that by making more careful scrutiny of the demands made by the different departments. It is also true that while we have met the present schemes of development with money received from the Government of India or when we meet the expenses of the Relief and Rehabilitation Department from the allotment made by the Government of India or when we have to meet any increased expenditure for relief work due to some natural calamity, all these cannot always be foreseen at the time when the budget is originally prepared or even if we knew that, this thing will happen, because there is a time-lag between the actual demand that we made to the Government of India and the actual time when the Government of India decided giving sanction. For instance, last year—1958-59—when the Planning Commission was discussing as to the amount of money that would be available to us from the Centre or the amount of money that we could spend on the different items of planned expenditure for the year 1958-59, they warned us that the total amount that they could provide for was Rs.29.71 crores when we had pressed for Rs.33 or 34 crores and ultimately, after six months of correspondence and arguments, they agreed to revise their previous allotment from Rs.29.71 crores to Rs.34.06 crores. We could not foresee that they would agree to alter their allotment. Naturally, when we got the other five crores, we had to provide for its expenditure and put it in the revised estimates or the supplementary estimates, as the case may be.

Then as regards loans and advances to various local bodies, the municipalities had applied to the Government of India for loans for the purpose of giving help to their menials and Class IV employees. The Government of India, in the middle of the last session, agreed to pay two-thirds provided the municipalities paid one-third. That information came to us so late that it could not possibly be put in the budget estimates for the year 1958-59.

I need not refer to the fact that money is often necessary for famine purposes and we can never make a forecast as to the amount that would be necessary for this purpose. Therefore, when we place the Supplementary Estimates every department has to find out what is the amount of money that had been brought in the budget for a particular item—they consider whether that money would be needed in the course of the year—and they have placed most of the schemes in the Supplementary Estimates. I cannot guarantee that every item that is put in the Supplementary Estimates and every rupee that is granted by the Legislature either in the original estimate or in the Supplementary Estimates will be

spent in the course of the year, but we try to follow a routine method by which we can meet the expenditure that is needed. That is all I need say at the present moment. This is the only comment that was made.

Dr. Birendra Kumar Chattopadhyay: As regards other contingencies of the R.G. Kar Medical College Hospital what are the other items included in 2 lakhs of other contingencies?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I suppose Dr. Ray will give that answer.

Mr. Speaker: The discussion is over. I will take up cut motions after recess. They will continue till 6 o'clock when the guillotine will fall.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

(After adjournment.)

[5-30—5-40.]

DEMAND FOR GRANT No. 1

Major Head: 4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.12,100 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty" during the current year.

The reason for asking for this grant is given in the book that has been circulated

Sj. Sunil Das:

আমি এটায় বেশি সময় নেব না। এ জিনিস এ হাউসে বার বার আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত রাজ্যসরকার কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। একদিকে বলছেন কো-অপারেটিভকে এনকারেজ করছি, আবার কো-অপারেটিভ ফার্মকে এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স থেকে রেহাই দেবেন না।

Mr. Speaker: The way you have put your cut motion shows that it relates to general policy and general policy cannot be discussed in a Supplementary Budget. It is out of order.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: At the present moment the rule is that if there is agricultural income-tax on a society, then you have to pay 40 naye paise to the rupee but any member of the society may not be liable to pay agricultural income-tax individually and he may get refund of the tax payable under section 48 of the Act. Government is still considering the question of granting suitable relief to the co-operative farming society. I acknowledge the force of the argument that while we want to develop co-operative farming we should not do anything which will prevent them from working in a co-operative fashion. We are considering it.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs.12,100 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 3

Major Head: 8—State Excise Duties

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.1,08,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year.

These are mostly ordinary additions to the establishment charges. We have also got to add the extra cost price of opium because the Government of India is prepared to give us a little more quantity, 5 maunds more, of opium during the year which may be necessary for us to purchase.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand be reduced by Rs.100. The motion was put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs.1,08,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 4

Major Head: 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I move that a sum of Rs.1,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" during the current year.

The explanation is very simple. We require a larger provision because of the increase in the railway freight that will be charged in connection with supply of stamps from the Controller of Stamps, Nasik, to the different treasuries and sub-treasuries in West Bengal which we did not know when the budget was originally framed. The extra expenditure is also due to the increase in the strength of the security staff in the Central Stamp Depot, from four to eight. We have also got to pay a larger amount as discount because we have provided for a larger receipt under the head "Stamps". We have also got larger indent of stamp this year from the Central Stamp Depot. For these reasons there is an extra expenditure.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs.1,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 5

Major Head: 10—Forest

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.4,59,000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

স্যার, আমার দু'টো কাট মোশন আছে, আমি এতে বেশি সময় নেব না।

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, both your cut motions are out of order. But you can speak generally on them.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, স্লিপার কেনার ব্যাপারে উত্তরবঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে—বিশেষ করে শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সে। এখানে অনেক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত কাঠের ব্যবসার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বনবিভাগ তাদের সঙ্গে যে আচরণ করছেন তাতে তাদের ব্যবসা উঠে যাবার মতন হয়েছে। প্রথম কথা, যে ভাল কাঠ আছে তার একটা অংশ বনবিভাগ তাদের জন্য কার্শিয়াং ডিভিশনে শতকরা ৫০ ভাগ রিজার্ভ করে রেখে দেন, আর বাকী ৫০ ভাগ বেসরকারী ব্যবসায়ীদের নীলাম ডাকা হয়। অথচ কার্শিয়াং ডিভিশনে শতকরা ৫০ ভাগ ভাল কাঠ রিজার্ভ করে রাখেন স্লিপারের জন্য। সেগুলি জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য আরও যে ডিভিশন আছে সেখান থেকে আনার ব্যবস্থা করলে এরা ভাল কাঠ পেতে পারেন। কিন্তু তা না পাবার জন্য তাদের ব্যবসা উঠে যাবার মত হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা স্যার, অনেকগুলি ঘটনা সম্পর্কে বনবিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল। বেসরকারী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের রায়তী চার্জ অনেক বেশি। বনবিভাগ সেখানে নিজেদের স মিলের জন্য যে কাঠ কেনে তার দামের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দামের অনেক তফাৎ আছে যার ফলে একটা বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে। তা ছাড়া বনের ভেতর যে নীলাম ডাকা হয় তাতে সেখান থেকে কাঠ আনার জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদি যেসব সুবিধার দরকার সে সুবিধাগুলি দেওয়া হয় না। যাই হোক, আমার দুটো কথার উনি জবাব দেবেন—একটা হচ্ছে স মিলের শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোর বেলায় কি করবেন এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বহুদিনের যে অভিযোগ জানান হয়েছে সে সম্বন্ধে কি করবেন ?

[5-40—5-50 p.m.]

Mr. Speaker: Mr Hasda, your cut motion is out of order but you may speak generally.

Sj. Turku Hasda:

অধ্যক্ষ মহাশয়, যে জায়গা থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি সে জায়গার দুটো থানায় বিরাট জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আমাদের আগে যে অধিকার ছিল এখন সেই অধিকার গভর্নমেন্ট দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে একটা স্মারকলিপি বিধানবাবুর কাছে ২½ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল তাতে আমাদের দাবী ছিল যে আমাদের লোকেরা আগে জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে যেত, এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর তা করতে দিচ্ছে না। যদি জঙ্গলে ঢুকতে হয় তাহলে একটা কার্ড করাতে হয় কিন্তু সেই কার্ড সময়মত পাওয়া যায় না আবার কার্ড করাতে গেলে কারো কারো কাছ থেকে ঘুষ, পয়সা নেওয়া হয়। আমাদের দাবী ছিল যে, যে ৪টা ইউনিয়ন বোর্ডে ২ বছর ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, লোকে সেখানে কাজ পায় না। এইসমস্ত ইউনিয়নে ভারকাটা, হেনজলু, চুরচু আর মাগরা—এখানে চাষ নেই, দুর্ভিক্ষ হয়েছে লোকে খাটুনী পায় না। এজন্য এখান থেকে লোক সরে পড়ছে—এই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সত্যেনবাবু যে-কথা বললেন, আমি তাঁকে বলছি যে, যে কাঠ আমরা বিক্রি করি সেটা নীলামে করি সিডিউল রেটে। আর এখন শিলিগুড়িতে লোকেদের আমরা কাঠ দিচ্ছি, সেখান থেকে তারা কাঠ নিয়ে আসছে। মাইনে সম্বন্ধে বলেছেন শিলিগুড়ি স মিলের ১।৶ আনা দর ছিল কিন্তু তাঁরা আমাদের কাছে লেখালেখি করাতে আমরা সেটা ১৸৶ আনা করে দিয়েছি। অপর স মিলে হয়ত দুটাকা দেয়, আমরা ১৸৶ দিই, কারণ আমাদের এখানে তারা বার মাসই কাজ পায়, কিন্তু অপর জায়গার স মিলে তারা কোন কোন সময় কাজ পায়, আর কোন কোন সময় বসে থাকে। ৫নং যে কাট মোশন আছে তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে, একজন লোক মাসে ৪ আনা করে দেয়, তাহলে আধ পয়সা করে রোজ হল তা দিয়ে তারা যতটা মাথায় বহন করতে পারে সেই পরিমাণ কাঠ নিয়ে আসে জ্বালাবার জন্য। কিন্তু এরকম যদি একটা নিয়ম না থাকে

তাহলে যেকেউ যথেচ্ছভাবে কাঠ নিয়ে যাবে, আমরা কিছুই জানতে পারবো না এবং তাতে আমাদের বনের ক্ষতি হবে। সেজন্য তার একটা হিসাব রাখার জন্য ওটা করা হয়েছে—৪ আনা মাসে অর্থাৎ আধ পয়সা রোজ। এতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs.4,59,000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year was then put and agreed to.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 11—Registration

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.1,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration" during the current year.

The particulars of the demand are mentioned in the book circulated. They relate to additional dearness allowance for extra muharrirs, local printing of certain registration forms, additional provision for the staff required in connection with the registration works of the transferred territories of Bihar.

The motion was then put and agreed to.

Major Heads: 18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure, etc.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.1,15,62,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" during the current year.

এই বইগুলিতে কারণগুলি দেওয়া আছে। দুটো হল ১৮ আর ৬৫(বি)তে হল মেন্টেনান্স এ্যান্ড রিপেয়ার আর ৮৮(এ)তে আছে কমপেনসেশন ফর বিহার। আর কংসাবতীতে কিছু কাজ করা গিয়েছে। আর অন্য সবগুলি আমি মনে করি অপ্রাসঙ্গিক।

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে একটি কথা বলব যে মেজর ইরিগেশন স্কীম নর্থ বেঙ্গলে একটাও নেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না। অথচ এমন তো নয় যে সেখানে ইরিগেশনএর দরকার নেই। সেখানে ইরিগেশন প্রবলেম রয়েছে এবং স্কীমও নেওয়া যেতে পারে যেমন সম্বলপুর স্কীম এই স্কীমগুলি ভাল করে পরীক্ষা করলে পরে এগুলি কার্যকরী হতে পারে। এই স্কীমগুলি দামোদর বা ময়ূরাক্ষীর মত এত বড় স্কীম নয়। এগুলি ছোট স্কীম এবং তা করা একান্ত প্রয়োজন তা কেন হয় না আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় উত্তরবঙ্গে এমন কিছু কাজ করা একান্ত দরকার ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত হয় নি। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব এগুলি যাতে একটু নজর দেন এবং কার্যকরী করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs.1,15,62,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" during the current year was then put and agreed to.

Major Head: 25—General Administration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.6,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year.

Mr. Speaker: All the cut motions are out of order.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: May I have just one information? During the last Bhowanipore election there were three persons who were found guilty of tampering with the electoral roll of 1,200 persons. May I know what action has been taken by the Government of West Bengal with regard to this? If it is found out to be correct, may I know what action have the Election Commissioner and the Government of West Bengal taken against it. I hope the Hon'ble Chief Minister will give information on this point.

Sj. Sunil Das:

মিস্টার স্পীকার স্যার জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে আদার ইলেকশন চার্জেস, প্রিপারেশন অফ ইলেকটোরাল রোল ইত্যাদি, ইত্যাদি কলকাতায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২০০ টাকায় নিয়েছেন। আমার বক্তব্য হল কলকাতায় ইলেকটোরাল রোল যেগুলি হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, তার ভিতরে ভুল রয়েছে এবং অমিশনও প্রচুর রয়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি জানেন স্যার, আমি রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি এবং রাসবিহারী কনস্টিটুয়েন্সীতে লেক মার্কেট একটা কলকাতার বড় বাজার, সেই লেক মার্কেটে গত সাধারণ নির্বাচনে ৩৫০ থেকে ৪০০ ভোটার ছিল এবং সেই ৩৫০ থেকে ৪০০ ভোটার বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ আমাকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু এবার রাসবিহারী কনস্টিটিউয়েন্সীর ইলেকটোরাল রোলটা আমি এনেছি তাতে দেখছি লেক মার্কেটের একটি ভোটারও নেই। ১০৪ রাসবিহারী এভিনিউ এই ঠিকানা। একটি ভোটারও সেখানে রেকর্ড করা হয় নি। এবং যার জন্য এখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ইলেকটোরাল রোল আমি শুধু একটি উদাহরণ দিলাম। এটা একজসটিভ নয় ইলাসট্রেটিভ। এই রকম প্রচুর ভুল রয়েছে। যেমন ধরুন আমার বাড়ীর ঠিকানাই ভুল দেওয়া আছে যখন হয়ত ভোট দিতে যাব তখন ভোট দিতে দেওয়া হবে না, আমার নাম কেটে দেবে। সুতরাং আমি মনে করি ইলেকটোরাল রোলএর সংশোধন হওয়া দরকার। আমি কাগজে দেখেছি একবারএপরের ইলেকটোরাল রোল সংশোধন করবার জন্য নাকি সরকার ব্যবস্থা করছেন এবং সেখানে বাড়ী বাড়ী যাওয়া হচ্ছে। আমার সাজেসন হল ইলেকটোরাল রোল কারেক্ট করা দরকার এবং আবার ওপেন করা দরকার। এবং জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে, পাবলিক বডির সাহায্য নিয়ে এবং পলিটিক্যাল পার্টির সাহায্য নিয়ে এবং যেখানে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সাহায্য নিয়ে এই ইলেকটোরাল রোল নতুন করে করা দরকার। যেমন এক জায়গায় করা হচ্ছে তেমনি অন্য জায়গায় করা হউক এই আমার বক্তব্য।

[5-50—6 p.m.]

Mr. Speaker: The responsibility for this rests with somebody else—the Election Commissioner in Delhi. What has this Government to do?

Sj. Sunil Das: But it is done under the auspices of this Government. This Government lends its officers and prepares the electoral roll. If it is a Central Government affair, what is the occasion for coming before us and asking for sanction for grant for this purpose? It is their responsibility.

তাহলে এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে এই গ্রান্ট আনতেন না।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলব। পাঁচশালা পরিকল্পনা দ্বিতীয়বার হল এবং তাতে দেখা যাচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্কীমেতে, প্রচার খাতেতে ক্রমশ খরচ বেড়ে চলেছে। এইখানে যে প্রচার বিভাগ আছে তার কাজটা কি? এটা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তারা যেসমস্ত পুস্তিকা ছাপেন সেগুলি মানুষে পড়ে কি পড়ে না, সে সম্বন্ধে তারা অনুসন্ধান করেছেন কি? কাগজের দোকানে বিক্রী হওয়া ছাড়া আর কোন উপযুক্ততা আছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি একটু অনুসন্ধান করবেন কি? তাছাড়া এই বিভাগের চেষ্টাতে কতকগুলি স্লাইড তোলা হয়েছিল, এবং কিছু পোস্টার ছাপান হয়েছিল কিন্তু সেটা কত জায়গাতে ছড়ান হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করবেন কি? আমি যা জানি তাতে সেগুলি দোকানে দোকানে বিক্রী হচ্ছে এবং স্লাইড যা তোলা হয়েছে সেগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় নি। প্রচারের নামে পয়সা অপব্যয় হচ্ছে। প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন তা জনসাধারণের হয়েছে কী? সেখানে দেখা যাবে উন্নয়ন কিছুই হয় নি। তারপর আর একটি বিষয় আছে সেটা হল ফোক এন্টারটেনমেন্ট স্কীম- সেখানে তো নাচগান হবার ব্যবস্থা করেন বটে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এর অবদান কি তাই জানতে চাইছি। ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্ত ব্যবস্থার কোন উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না। শুধু আমার কথা নয়, এ সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের যে রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের মে মাসে যেটা প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট--সেখানে বলা হয়েছে এই বীরভূমে মামুদ বাজারের যে পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনার দ্বারা জনসাধারণের কোন কাজ হয় নি। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন কাজ করেন, কিন্তু জনসাধারণের কোন সহযোগিতা নেন না, সেখানে কনট্রাক্টরদের দিয়ে কাজ করান হচ্ছে যার ফলে একটা দল উপদলের মানুষ আর কনট্রাকটররা বড়লোক হচ্ছেন। সরকারী টাকা এদের পেটে যাচ্ছে যেমন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের টাকা চলে গিয়ে থাকে। সুতরাং এইভাবে টাকা খরচ করে কিছু স্বজনপোষণ করা এবং কিছু কিছু পেটুয়া লোককে আর্থিক সহায়তা করা ছাড়া এতে জনসাধারণের কোন কল্যাণ হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানাতে চাই কিছুদিন আগে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করে কল্যাণীতে একটা কারখানা করা হয়েছিল ব্যাটারি, রেডিও ব্যাটারি ইত্যাদি তারা তৈরি করবে শুনেছিলাম। এই কোম্পানীর নাম হল ফ্লাস লাইট কোম্পানী। ব্যাটারি অভাবে সমস্ত রেডিও বন্ধ হয়ে আছে প্রত্যেকটি গ্রামে, কিন্তু কেন যে সেই ব্যাটারি কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল জানি না। এ নিয়ে ইতিপূর্বে এখানে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, তারপর সুকুমারবাবু এবং শ্রীপ্রতাপ মিত্র তাঁদের অবস্থা এখন কি তাই জানতে চাইছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I want to make one point clear about the conduct of elections. If you kindly look into the Constitution you will find that according to the Constitution "the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution, including the appointment of election tribunals for the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission)." Then it is also stated that "the Governor of a State shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1)." In this particular case we had been asked to provide for the revision of the electoral rolls, as you are aware, Sir, . .

[At this stage the guillotine fell and the Hon'ble Chief Minister resumed his seat.]

[6—6-10 p.m.]

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs.6,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, was then put and agreed to.

[Some honourable members rose to say that as there was more time the guillotine might have been delayed.]

Mr. Speaker: I can assure the honourable members that it was not my decision. It was agreed upon by the parties as to how long the discussion would take and when the guillotine would fall. I had consulted all the whips of the different parties. However, you will get full opportunity of a discussion during the discussion on the Appropriation Bill.

Major Head: 27—Administration of Justice.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs.2,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" during the current year.

The motion was then put and agreed to

Major Head: 28—Jails and Convict Settlements.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs 13,96,000 be granted for expenditure under Grant No 16, Major Head "28—Jails and Convict Settlements" during the current year.

The motion was then put and agreed to

Major Head: 29—Police.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 3,99,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 30—Ports and Pilotage.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 1,57,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 36—Scientific Departments.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.1,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 37—Education.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.35,53,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 38—Medical.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.6,39,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head, "38—Medical" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 42—Co-operation.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.59,36,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head, "42—Co-operation" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 43—Industries—Cinchona

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.4,66,000 be granted for expenditure under Grant No. 29, Major Head, "43—Industries—Cinchona" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Fire Services.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.4,54,300 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head, "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services.

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.22,32,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head, "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 50—Civil Works

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.16,23,700 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head, "50—Civil Works" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 54—Famine

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.5,38,20,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 56—Stationery and Printing

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.2,94,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 57—Miscellaneous—Contributions

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.73,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Heads: 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 1,27,36,900 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Project

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.6,00,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Project" during the current year.

The motion was then put and agreed to

Major Heads: XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.25,80,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Major Head: Loans and Advances by State Government

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs.2,74,80,000 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year.

The motion was then put and agreed to.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, we thought that we would discuss the grants up to 6-15 p.m. Our idea was that the guillotine would fall at 6-15 p.m. I consulted the Secretary also in this respect. There is yet so much time left and we have been debarred from discussion.

Mr. Speaker: I had already announced the time of the guillotine.

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি খুশিমত এ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন।

Mr. Speaker: If there is a grievance, I am sorry.

The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-10 p.m. till 3 p.m on Wednesday, the 18th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 18th March, 1959, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 214 members.

[**Further supplementary questions on starred question No. 136.**]

[3—3-10 p.m.]

***136.** Further supplementary questions:

Janab Mohammad Israil:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে, বেলডাঙ্গা চিনির কল চালাবার জন্য একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফর্মড হয়েছিল ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

হ্যাঁ, জানি।

Janab Mohammad Israil:

গভর্নমেন্ট কি এই কো-অপারেটিভ ফার্মকে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভের জন্য একটা স্কীম ড্রন আপ হয়েছিল। আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, করতে পারি কিনা। তারপর ভার্গব এন্ড সাহা, তাঁরা দেখে মত দিয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে। তারপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে তাঁরা একজন সুগার এক্সপার্ট মিঃ পিম্পুবাওকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর মতে সেখানে আর একটা মিল হতে পারে না এবং একটা মেশিনারী বাহির থেকে যদি আনতে হয় ছোটখাট মেশিনারী ও উপযুক্ত পরিমাণ ফরেন কারেন্সি পাওয়া যাবে না।

Janab Mohammad Israil:

যে এক্সপার্ট এসেছিলেন, তিনি কি বেলডাঙ্গার মিলে এসেছিলেন, না, এখানে বসেই রিপোর্ট লিখেছিলেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সে ব্যাপার জানি না, ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, এবং তিনি এসেছিলেন। ১৯৫৪ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, শ্রীযুক্ত ভার্গব এবং সাহা, তা আমরা পাই নি।

Janab Mohammad Israil:

পরে মিঃ পিম্পুরাও যে রিপোর্ট দিলেন, সেটা দিল্লীতে বসে দিলেন, না বেলডাঙ্গা দেখে দিলেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কোথায় বসে লিখেছিলেন তা জানি না।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

কি কারণে বেলডাঙ্গায় হতে পারে না, মিঃ রাও তা কি বলেছিলেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

তা জানি না। তবে মিঃ পিন্ডুরাও বলেছিলেন যে, বেলডাঙ্গা সুগার মিল-এর ওখানে প্রত্যেক বৎসর ২৬ লাখ মণ কেন তৈরী হয় না; অথচ সেখানে ৩৫ লাখ মণ দরকার হবে যদি ইকনমিক্যালি ফ্যাক্টরি চালাতে হয়। তিনি বলেছিলেন অন্ততঃ ৫ বছর লাগবে, যে লেভেল অফ প্রডাকশন আছে, তাকে বাড়িয়ে নিয়ে অপ্টিমাম লেভেল-এ পৌঁছিতে গেলে ৫ বছর লাগবে, এবং এতে ল্যান্ড ডাইভারসন করতে হবে। কিন্তু ফুড ইম্প্রুভমেন্ট টেনে নেওয়া চলবে না, কারণ ডবল ক্রপ ওখানে হয়—চাল আর মেস্তা, কাজেই সে জমিকে এখন নেওয়া যেতে পারে না। ফারদারমোর, লোকাল কাল্টিভেটরস যারা ঐরকম ডবল ক্রপ করছে, তাদের শুধু কেন প্রডাকশন-এর জন্য এন্থুজিয়াজম্ নাই এইগুলো জানিয়েছেন।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

আপনি কি জানেন ওখানকার জেলা-শাসক এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এর কাছে কত 'কেন' হয় তার রিপোর্ট চেয়েছিলেন, এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বলেন যে, দুটো মিল চালাবার মত প্রোডাকশন হয়?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমরা ত এই গভর্নমেন্ট থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে যদি টাকা-কড়ির বন্দোবস্ত না হয়, তাহলে আমাদের ত জোর রইল না।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

জেলা-শাসক যে মত দেন, আর ঐ যে রিপোর্ট এই দুটো রিপোর্ট প্রোডাকশন সম্বন্ধে যে কন্ট্রাডিক্টরী এটা কি জানেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিঃ পিন্ডুরাও-এর মত উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন। তারপরে বলবার কিছু নেই।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

ওখানকার লোকাল রিপোর্ট ত অন্য রকম।

Mr. Speaker: A large number of questions have been asked. As I am interested I would like to know what further questions are going to be asked.

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক কত প্রোডাকশন হয়, তার রিপোর্ট চেয়েছিলেন এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, কেন জেলার প্রোডাকশন দুটো মিল চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বলছি মিঃ রাও-এর রিপোর্টগুলি এর কন্ট্রাডিক্টরী কিনা?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আমরা এজন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্ট্রী করতে বলেছি। তারপরে আর কিছু বলতে পারি না।

Mr. Speaker: The point is I have gone through the question—

মিল এখানে করা যায় কিনা—

This is the question. The whole object of the question.

এখন আমরা ক্যাপাসিটি টু প্রোডাকশন, একারেজ আন্ডার কাল্টিভেশন, এইসব প্রশ্ন যদি করতে থাকি—

is the Minister expected to answer these questions?

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

আপনি সেদিন এটা হেল্ড ওভার রেখেছিলেন সমস্ত জেনে বলবেন ব'লে। রাও কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিলের ওখানে সাফিসিয়েন্ট কেন প্রোডাকশন হয় না; কিন্তু আমাদের জেলা-শাসক এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তাতে তাঁরা বলেছেন সাফিসিয়েন্ট কেন প্রোডাকশন হয়। তাহলে দুটো রিপোর্ট কন্ট্রাডিক্টরি হচ্ছে কিনা সেইটা জানতে চাইছি।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমরা চেষ্টা করেছিলাম। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে যে উত্তর পেয়েছি সেইটা আপনাদের কাছে রেখেছি।

Janab Mohammad Israil:

এই যে বেলডাঙ্গা কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছিল, তাতে কতগুলো কাল্টিভেটর অ্যাপ্লাই করেছিল জানেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

জানি না।

Janab Mohammad Israil:

এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে গভর্নমেন্ট কিছু সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন মিল চালাবার জন্য?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

গভর্নমেন্টের নিয়ম যে, টেন টাইমস পর্যন্ত দিতে পারেন, রেজিস্টার্ড হলে। ১০ লাখ টাকা তুললে ৩০।৪০ লাখ টাকা দিতে পারেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

প্রশ্ন করা হয়েছিল মিলগুলো চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? এর উত্তরে বলেছেন না। আমার প্রশ্ন এই যে, আপনাদের যে পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনাটা যে আপনারা বন্ধ করেছেন এটার কি কারণ এই যে এই মিল চালু না করলে ন্যাশনাল সুগার মিল যেটা এখন গড়ে উঠেছে, সেটার সুবিধা হবে, এবং সেজন্য পরিকল্পনা ত্যাগ করেছেন?

Mr. Speaker: Shall I declare this as an irrelevant question? But I won't as I am also interested in it.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ, সরকার থেকে চাওয়া হয়েছিল যাতে সেই মিল চালু থাকে। কিন্তু আইনঘটিত নানা জটিল ব্যাপার থাকায় সরকার পক্ষের তাতে অংশ গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি। বাহির থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কো-অপারেটিভ করে যদি এটা চালু করা যায় তার জন্য চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু হাইকোর্ট যে ডিক্রীর বন্দোবস্ত করেছিল সেটাকে রোখবার আমাদের ক্ষমতা নাই। সেখানে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী লোক আসতে আরম্ভ করে। অনেক সময় অপেক্ষা করা হ'ল। তারপরে বিড করার পরে দ্বিতীয় দল আসে এবং বিড করে, তৃতীয় দল আসে নি। বিড করে একজন কিনেছে। কাজ সরকার

কখনও নিজেরা চালু করতে চান না, কিন্তু এটা চালু করবার জন্য সরকার যেরকম সাহায্য করা উচিত তা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কারণ এখানকার সরকার ইন্টারেস্টেড যে কলটা এখানে চালু থাকে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কালকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এখানে চিনি কল এস্টাব্লিস করার স্কোপ আছে এবং তাতে আমাদের গুড়ের সমস্যার সমাধান হবে এবং আমাদের এখানকার বাঙালীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল............

[3-10—3-20. p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, you are making a mistake. He said. "The Government of India says we have got ample sugar but my interest is not sugar but molasses".

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

৪ আনার চিটেগুড় ১৲ দিয়ে পাটনা, বিহার থেকে আনতে হয়, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য; বাঙালীদের কর্মসংস্থানের জন্য এই চিনির কলটা কি আপনারা লিকুইডেটারের কাছ থেকে কিনতে পারেন না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমাদের কেনবার অবস্থা ছিল না, কারণ, আইনজ্ঞদের মতে এটা কেনা চলে না। এ ছাড়া গভর্নমেন্ট নিজে কল চালাবার পরিকল্পনা করেন নি।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, perhaps you have heard, there were two sets of debentures. One was held by Surajmul Nagarmul and the other was held by Tarachand Ghanashyamdas. The total claim was more than Rs.30 lakhs. It was in the hands of liquidator who was selling it. Government had no direct interest in it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং ভূপতিবাবু যখন কিছু দিন আগে বহরমপুরে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার বড় ব্যবসায়ীরা এই মিলটাকে কিনে নিয়ে চালাবার কথা বলেছিলেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bihadn Chandra Roy:

মনে নেই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এ-কথা সত্য কিনা যে, ঐ ন্যাশনাল সুগার মিল-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শ্রীমনীন্দ্র মিত্র, বার-বার মুখ্যমন্ত্রীর কানে গিয়ে লাগাচ্ছেন যে, এই মিল চালু করবার জন্য সরকার যেন কোন সাহায্য না করেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ-কথা একেবারে সত্য নয় এবং মনে হচ্ছে যে, চক্রবর্তী মহাশয় একটু ভুল করছেন। গভর্নমেন্টের দিক থেকে কথা হচ্ছে যে, যদি কেউ এটাকে কিনে চালাতে চান, তাহলে আমরা তাঁকে কো-অপারেশন করব। বম্বে, ইউ. পি, থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বলবেন যে, এখন

যে অবস্থায় আছে তাতে হাইকোর্ট থেকে কিনে নিতে হবে। অর্থাৎ সেখানে নালিশ হয়ে ডিক্রি হয়ে আছে এবং যাঁরা হাইকোর্টে বেচবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিগোসিয়েট করে তাঁরা নিশ্চয় নিতে পারতেন। এটা তো হাইকোর্টের ব্যাপার। অতএব, তিনি শুনে কি-সব কথা বলেন তার জবাব দেওয়াও সম্ভব নয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই অ্যাসেমব্লী হাউসে, মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে, রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ঐ শ্রীমনীন্দ্র মিত্র মহাশয় খাতাপত্র নিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এই মিল যাতে চালু না হয়—এ-কথা সত্য কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Róy:

এটা একেবারে সত্য নয়।

Starred questions (to which oral answers were given)

Division of 24-Parganas district into two separate ones

***137.** (Admitted question No. *1588.) **Sj. Rajkrishna Mondal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any proposal of Government to partition the district of 24-Parganas; and

(*b*) if so, whether Jogeshganja Union within Hasnabad police-station is being taken out of Hasnabad police-station and Basirhat subdivision?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (*a*) Yes, but it has been kept in abeyance for the present on account of heavy financial costs involved, but the following interim measures have been taken:

(*i*) one extra Additional District Magistrate has been posted;

(*ii*) one extra Additional Superintendent of Police has been posted, in consideration of the requirements when the district would be split up into two districts;

(*iii*) four Special Circles at Patharpratima, Lyalganj, Sandeshkhali and Joynagar have been permanently retained; and

(*iv*) proposal to create two new police-stations at Namkhana and Patharpratima, which are to be carved out of the existing police-stations of Kakdwip and Mathurapur, is under active consideration.

(*b*) Does not arise.

Sj. Chitto Basu:

আপনি বলেছেন হেভি ফাইনান্সিয়াল কস্টস ইনভল্ভড, সেই হেভি ফাইনান্সিয়াল কস্টটা কত তার একটা আন্দাজ আছে কি ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That is being worked out.

Sj. Chitto Basu:

যে দুটো জেলা পৃথক্‌ভাবে গঠিত হবে সেই দুটো জেলার এলাকা সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেন কি ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এ-সম্বন্ধে কোন সিম্ধান্ত গৃহীত হয় নি—এ ব্যাপারে একজন অত্যন্ত সিনিয়ার অফিসারকে ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁর সিম্ধান্তের পর গভর্নমেন্ট চূড়ান্ত সিম্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

Sj. Chitto Basu:

তাঁর সিম্ধান্ত গ্রহণের পরে জনসাধারণের সঙ্গে এ-সম্পর্কে পরামর্শ করা হবে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সেটা থিওরেটিক্যাল প্রশ্ন।

Sj. Chitto Basu:

আপনারা যে কতকগুলি ইন্টারিম অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, এগুলি করার কি প্রয়োজনীয়তা হয়েছিল?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এটা করতে গেলে ভবিষ্যতে এগুলি প্রয়োজন হবে। সেজন্য গোড়া থেকে এ-সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

Sj. Ramanuj Halder:

ডায়মন্ডহারবার মহকুমার জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে কিনা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সেটা আমার জানা নেই।

Sj. Ananga Mohan Das:

আর কোন জেলাকে ভাগ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

Mr. Speaker: Question disallowed. This question relates to 24-Parganas.

Sj. Ramanuj Halder:

সরকার কি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই এলাকাকে বিভাগ করছেন, না, জনসাধারণের দাবীক্রমে এটাকে বিভাগ করছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি না।

Sj. Haridas Dey:

২৪-পরগনার বনগাঁ সাবডিভিসনকে নদীয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তাও জানি না, আবার হরিণঘাটা ইত্যাদিকে ২৪-পরগনায় আনবার প্রস্তাব আছে কিনা তাও জানি না। এটা পরে গৃহীত হবে।

Sj. Haridas Dey:

আমি জিজ্ঞাসা করেছি বনগাঁকে নদীয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে কিনা?

Mr. Speaker: The point is partitioning 24-Parganas, that is to say, to cut it out and join the addition to some other district. The question is disallowed.

Sj. Ramanuj Halder:

জনসাধারণ এবং সরকারের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই, এ-কথা বললেন মন্ত্রীমহাশয়, এ-প্রস্তাব কোথা থেকে এলো?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এ-প্রস্তাব বহুদিন থেকে আছে, এমন কি, স্বাধীনতার পূর্বে এ-বিষয়ে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কথা উঠেছিল।

Sj. Ramanuj Halder:

কারা এই প্রস্তাব করেছিলেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

বহু লোকে।

Sj. Ramanuj Halder:

কিছুক্ষণ আগে মন্ত্রীমহাশয় উত্তরে বলেছেন যে, জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ বা তাঁদের নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে এ প্রস্তাব এসেছিল, না জনসাধারণের দাবীক্রমে এ প্রস্তাব এসেছিল? উনি বলেছেন বহু লোকে এই প্রস্তাব করেছিলেন।

Mr. Speaker:

বহু লোক মানে পাব্লিক।

Cost of living index and hill allowance at Darjeeling

***138.** (Admitted question No. *1925.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(ক) দার্জিলিং-এর জীবনযাত্রার মূল্যমান সম্বন্ধে সরকারের কোন পরিসংখ্যান আছে কিনা,

(খ) এই মূল্যমান পশ্চিমবংগের অন্যান্য জায়গার তুলনায় কিরূপ দাঁড়ায়;

(গ) ইংরেজ আমলে কি নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের জন্য হিল্ এলাউন্স বলবৎ ছিল;

(ঘ) দার্জিলিং-এ কর্মরত পশ্চিমবংগের নিম্নপদস্থ স্বল্পবিত্ত কর্মচারীদের এই হিল্ এলাউন্স বর্তমানে দেওয়া হয় কি;

(ঙ) যদি বর্তমানে ইহা না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার কারণ কি;

(চ) এ-সম্বন্ধে একটি এনকোয়ারী কমিটি বসিয়াছিল কি; এবং

(ছ) বসিয়া থাকিলে, তাঁহাদের এ-সম্বন্ধে অভিমত কি?

The Chief Minister and Minister for Finance (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক), (গ) এবং (ঘ) হ্যাঁ।

(খ) এই মূল্যমান বর্ধমান, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বহরমপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থানের মূল্যমান অপেক্ষা অধিক; কিন্তু কলিকাতা, হাওড়া, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানের মূল্যমান অপেক্ষা কম।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) ও (ছ) দার্জিলিং এনকোয়ারী কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সংগে এ-বিষয়টিও বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিল্ এলাউন্স দিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी ने हिल एलाउन्स कितना परसेन्ट देने की सिफारिश की थी ?

[3-20—3-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Government servants holding posts included in Schedule III of the West Bengal Services Rules 1950, or the posts of motor driver included in Schedule I of the said rules shall be entitled, while serving in Darjeeling district including Siliguri subdivision to draw compensatory allowance for expensiveness of living at the following rates:

10 per cent. of basic pay per month for persons in superior service.

Rs.2 per month for persons in inferior service.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

बृटिश गवर्नमेन्ट जब यहां थी तो वह हिल एलाउन्स २५ परसेन्ट देती थी, क्या मालूम है ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা মনে করি এটা সম্ভব।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या बृटिश गवर्नमेन्ट जो हिल एलाउन्स देती थी वह नहीं दिया जायगा ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As a matter of fact until the note that I just read out was published Darjeeling area was not getting any extra hill allowance. It is only in June 1958 that the notification was issued with effect from 1st April, 1958.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि कमेटी ने कितना परसेन्ट हिल एलाउन्स देने की सिफारिश की है ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I don't know. I want notice.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

দার্জিলিং এনকোয়ারী রিপোর্ট আজ পর্যন্ত পেলাম না। এই হিল্‌ অ্যালাউন্স-এর ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একটা বিস্তৃত স্টেটমেন্ট দেবেন, সেও আজ পর্যন্ত পেলাম না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

পাবলিশড হয়েছে, লাইব্রেরী টেবিল-এ দেওয়া হবে।

Mr. Speaker: The Chief Minister says he will have a copy of the report laid on the Library Table.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

আপনারা মূল্যমান সম্বন্ধে যে তদন্ত করেছেন সেই তদন্ত করার সময় এখানে কি কি প্রয়োজন সেটা চিন্তা করেছেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ্যাঁ, দেখা হয়েছে: বেড, ক্লোদিং, ফুয়েল, লাইট, হাউজিং ইত্যাদিতে ১৯৫৬-এ দার্জিলিং ছিল ৭০·৯৬ কমপেয়ার্ড টু ক্যালকাটা: ইন ১৯৫৫, ৮৩·৪, অ্যান্ড দেয়ারফোর অলসো আপটিল ১৯৫৮, সব বিবেচনা করে এনকোয়ারী কমিটি হিল অ্যালাউন্স দেবার সুপারিশ করেছিলেন।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, দার্জিলিংএ এমন সমস্ত জিনিসের দরকার হয় যা এখানে, কলকাতা, হাওড়া ইত্যাদি জায়গায় দরকার হয় না। জামা-কাপড় ইত্যাদি সেখানে যা দরকার হয়—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি এ্যাকচুয়াল ফিগার দিচ্ছি--

Cooch Behar 7.91; Jalpaiguri 7.93; Darjeeling 15 17. The average was on the basis of the various items that I have included and I have said about just now.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

ফুয়েল দুই রকম, যেমন, রান্নার কাজে একরকম, অন্যান্য কাজে অন্য রকম; তা ছাড়া গরম জামা-কাপড় সারা বৎসর দরকার হয়—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি পড়ে দিচ্ছি—

Calcutta 10, Darjeeling 15 17 so far as fuel is concerned. Howrah 7.63; Chinsura 7.10; Serampore 6.93, Balurghat 7.98; Asansol 6.76; Kalimpong 12·5, Darjeeling 15.17.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

রান্নার কাজ ছাড়াও ঘরে জ্বালানোর জন্য ফুয়েল দরকার হয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেটা ধরেছেন কিনা এই হিসাব থেকে বুঝতে পারছি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

রান্নার জন্য ওখানে যে ফুয়েল দরকার হয় এখানে, ক্যালকাটা-তেও তাই দরকার হয় - এটা তো এক্সট্রা কিছু নয়।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

সেখানে ঘরে আগুন জ্বালানোর জন্য চারকোল দরকার—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যাইহোক, পারিশ করা হয়েছে, দেখতে পারেন।

Mr. Speaker: He will look into the report.

দেখতে পাবেন—দেখাবার নয়, তাই—

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

মূল্যমান ধরার সময় কি মেথড নেওয়া হয়েছিল—২টা মেথড আছে, একটা স্ট্যান্ডার্ড বাজেট মেথড, আরেকটা ফ্যামিলি রিকোয়ারমেন্টস মেথড; দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। এখানে কোনটা ফলো করা হয়েছে এনকোয়ারী করতে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা ফ্যামিলি রিকোয়ারমেন্ট মেথড-এর উপর নির্ভর করি।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

আমার প্রশ্ন হল, ফ্যামিলি বাজেট নিয়েছেন, না, স্ট্যান্ডার্ড বাজেট মেথড নিয়েছেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার মনে হয়—
family budget. I will consider into the matter.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

यदि दार्जिलिंग से करसियांग और कालिपौंग से करसियांग या कालिपौंग से दार्जिलिंग किसी सरकारी कर्मचारी की बदली होती है तो क्या उन सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दिया जाता है ? मंत्री महोदय दया करके बतलाइएगा ।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: All over the Darjeeling district including Siliguri.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

दार्जिलिंग में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, यदि उनकी बदली दार्जिलिंग से कालिपौंग के लिए होती है, और यदि किसी सरकारी कर्मचारी की बदली कालिपौंग से दार्जिलिंग के लिए होती है, अथवा दार्जिलिंग से करसियांग के लिए बदली होती है, तो क्या उनको हिल एलाउन्स मिलता है ?

Mr. Speaker: Your question is this: a man who is transferred to Kalimpong from Darjeeling will he be entitled to a hill allowance?

Sj. Satyendra Narayan Majumdar: Sir, let me put the question, actually.

আমরা যে অভিযোগ পেয়েছি তা হচ্ছে দার্জিলিং-এ যে অ্যালাউন্স পায় কার্শিয়াং বদলী হলে তা পায় না।

এখন আমি তাহলে প্রশ্নটা করি। অ্যাকচুয়ালি অভিযোগ এসেছে দার্জিলিংএ যে-লোক অ্যালাউন্স পেয়েছে, সেই লোক যদি কার্সিয়ং-এ বদলি হয়ে আসে তাহলে সে আর সেই অ্যালাউন্স পায় না।

Mr. Speaker: It applies to the whole of Darjeeling. If it is given to employees posted at Siliguri then it also applies to those in Kurseong.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

সেটা উনি বলেছেন। কিন্তু এটার ক্লারিফিকেসন দরকার এইজন্য যে, ডিপার্টমেন্টালি কোন গোলমালে ঐরকম হয় কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যদি ইনডিভিজুয়াল কোন কেস থাকে, আমাকে জানালে আমি দেখব।

Expenditure on Tribal students in Malda district during 1956-57 and 1957-58

***139.** (Admitted question No.*1989.) **Sj. Matla Murmu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য book grant, stipends, boarding charges, etc.. বাবত কত টাকা খরচ হইয়াছে;

(খ) বর্তমান বৎসরে (১৯৫৮-৫৯) উক্ত খাতে উক্ত জেলায় কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে;

(গ) উক্ত জেলায় গাজোল হাই স্কুলে ১৯৫৬-৫৭ সালে কতজন আদিবাসী ছাত্র ছিল এবং উক্ত ছাত্রদের মধ্যে কয়জন ছাত্র উল্লিখিত সুযোগগুলি পাইয়াছিল; এবং

(ঘ) যাহারা ঐসব সুযোগ পায় নাই, তাহাদের না পাওয়ার কারণ কি?

The Minister for Tribal Welfare (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

(ক) এবং (খ) "ক" ও "খ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) এবং (ঘ) গাজোল হাই স্কুলের ৩৩ জন আদিবাসী ছাত্রের মধ্যে ৩০ জন ছাত্র উল্লিখিত সুযোগগুলি পাইয়াছিল। বাকী ৩ জন সাহায্যের জন্য আবেদন করে নাই।

Statement "ক" referred to in reply to clause (ক) of starred question No. 139

মালদহ জেলায় আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে কি বাবত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার তালিকা

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
(১) পুস্তকক্রয়ার্থে সাহায্য বাবত ...	৯১৮	১,০০০
(২) ছাত্রবেতন বাবত বৃত্তি খাতে ..	৮,১৫৪	৭,৭৪১
(৩ ছাত্রাবাসের ব্যয়নির্বাহ বাবত আর্থিক সাহায্য খাতে।	২,০০০	৪,৮০০
(৪) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাবত আর্থিক সাহায্য খাতে। ...		৬০
মোট .	১১,০৭২	১৩,৬০১

Statement "খ" referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 139

১৯৫৮-৫৯ সালে মালদহ জেলার জন্য পুস্তকক্রয়ার্থে সাহায্য খাতে ১,৬৪০ টাকা, ছাত্রবেতন বাবত বৃত্তি খাতে ১০,৬২০ টাকা, ছাত্রাবাসের ব্যয়নির্বাহ বাবত আর্থিক সাহায্য খাতে ৫,৪১০ টাকা এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাবত আর্থিক সাহায্য খাতে ১০০ টাকা বরাদ্দ করা আছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Ramanuj Halder:

(গ) এবং (ঘ)-এ বলেছেন গাজোল হাই স্কুলের ৩৩ জন আদিবাসী ছাত্রের মধ্যে ৩০ জন ছাত্র উল্লিখিত সুযোগগুলি পাইয়াছিল। বাকি ৩ জন সাহায্যের জন্য আবেদন করে নাই। আমার প্রশ্ন হল কি কারণে এই তিনজন আবেদন করে নি জানা আছে কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

না। জানা নেই।

Sj. Ramanuj Halder:

আমার একটা আবেদন আছে। আদিবাসীরা সব বিষয় জানেন না। সেইজন্য সেই বিষয়টা জানেন না বলেই সময় মত তাঁরা দরখাস্ত করতে পারেন নি। পুনরায় তাঁদের বিষয় বিবেচনা করা হবে কি?

(No reply.)

Tribal Welfare in Garbeta and Keshpur police-stations

***140.** (Admitted question No. 443.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) আদিবাসীদের উন্নতির কাজের জন্য গড়বেতা থানা ও কেশপুর থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য কত টাকা কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে;

(খ) ১৯৫৬-৫৭ সালে যে টাকা মেদিনীপুর জেলার আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বরাদ্দ ছিল, সে টাকা কি সমস্ত খরচ করা হইয়াছিল; এবং

(গ) খরচ করা হইয়া থাকিলে, কোন্ থানায় কত টাকা কোন্ কোন্ খাতে খরচ করা হইয়াছে?

The Minister for Tribal Welfare (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

(ক) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (ক) of starred question No 140

Name of the scheme	Allocation of fund during 1957-58.	
	Police-station Garbeta.	Police-station Kespur.
	Rs.	Rs
Education		
(1) Provision for free tuition to Tribal students of secondary schools.	5,877	324
(2) Boarding charges	539	..
(3) Book grants	185	..
(4) Construction of a Junior Basic School at Karia ..	4,000	..
Public Health		
(5) Water-supply	12,920	1,000
Agriculture and Animal Husbandry		
(6) Subsidised distribution of seeds	590	..
(7) Demonstration plots in cultivators' holdings ..	500	..
(8) Encouragement of homestead vegetable-*cum*-fruit gardening.	250	..
(9) Subsidised distribution of poultry birds	612	612
(10) Sheep rearing as a subsidiary means of livelihood ..	670	

Sj. Saroj Roy:

১৯৫৬-৫৭ সালে যে টাকাটা এ্যালট করা হয়েছিল, তার কি সব খরচ হয়েছে, না, কিছু খরচ হয় নি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এখানে থানাওয়ারী হিসাব করা হয় নি। কিন্তু জেলাওয়ারী বলতে পারি, ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৪৯০ টাকা দেওয়া হয়েছিল খরচের জন্য, তার মধ্যে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪৮ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হয় নি, বাকিটা সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছিল।

Sj. Saroj Roy:

আপনি এইমাত্র বললেন থানাওয়ারী হিসাব রাখা হয় না, কিন্তু আপনি যে স্টেটমেন্ট-এ জবাব দিয়েছেন, সেটা কি থানাওয়ারী বোঝায় না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সমস্ত থানায় দেওয়া হয় না। যতগুলি পাওয়া যায় সেটা দেওয়া হয়। থানাওয়ারী হিসাব রাখা হয় না।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি দেখুন (গ) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে- প্রশ্ন উঠে না। ইট মিনস তিনি এ্যাডমিট করছেন এটা থানাওয়ারী। কারণ, প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন্ কোন্ থানায়, কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং সমস্ত টাকা খরচ করা হয়েছিল কিনা? আই ওয়ান্ট ক্লারিফিকেসন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি স্যার, ক্লারিফিকেসন ত দিয়েছি। সমস্ত টাকাটা খরচ হয়েছিল, তা নয়। ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৪৯০ টাকার ভিতর ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪৮ টাকা খরচ হয়েছিল।

Sj. Saroj Roy:

এটা কি সত্য যে, টাকাটা খরচ করা হয় না, বিভিন্ন খাতে রয়ে যায়, সেই টাকাটা যাতে বহু দূরবর্তী স্থানের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস আদিবাসীরা পায়, তার জন্য সেখানকার বিশেষ, বিশেষ অফিসারদের কোন ডাইরেক্সন দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এই টাকাটা ধরা যেতে পারে যে, সমস্তটাই খরচ হয়েছে। কারণ এডুকেসন ব্যাপারে যত ছেলে এন্টিসিপেট করা হয়েছিল, শেষকালে তা হ'ল না, তারা আবেদন করল না। শিক্ষা খাতে এইরকম হ'ল, তেমনি অন্যান্য খাতেও যেটা আশা করে টাকা দেওয়া হয়, সেই কাজ পুরা হয় না বলে, খরচও সমস্তটা কাটা হয় না। এর জন্য সেখানে ট্রাইবাল অফিসার-রা আছেন এবং আপনাদের মত তাঁরা ইন্টারেস্ট নেন। কাজেই যতদূর সম্ভব এই টাকাটা খরচ করা হয়। কিন্তু নানারকম যা আশা করা হয়েছিল, যা এ্যান্টিসিপেট করা হয়েছিল তা হয় নি, যতগুলি এ্যাপ্লিকেসন আসবে আশা করা গিয়েছিল, তা আসে নি। এইভাবে খরচ কিছু কম পড়ে। কিন্তু ৩ লক্ষ ৮ হাজারের মধ্যে যদি ২৬ হাজার বাকি থাকে, তাহলে সেটা খুব বেশি নয়।

Sj. Saroj Roy:

আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি, সেইজন্য আমি এটা ক্লারিফাই করতে চাই। আদিবাসীদের জলের জন্য, বিশেষ করে তাদের ড্রিংকিং ওয়াটার-এর জন্য যে টাকা দরকার, তার জন্য একটা সেপারেট এ্যালটমেন্ট আছে। কিন্তু আমরা দেখছি, প্রতি বছর জলের জন্য বহু দরখাস্ত করা সত্ত্বেও ঐ টাকাটা খরচ করা হয় নি। এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

জলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার কিছু অংশ খরচ হয় নি, তার কারণ, একটা ৪০ ফুট খুঁড়ে জল পাওয়া গেল না, সেটা ইনকমপ্লিট হয়ে রয়ে গেল, হয় ত ৬০ ফুট যেতে হবে। এটা শুধু ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট-এর ব্যাপার নয়, এটা গভর্নমেন্টের হেলথ্ ডিপার্টমেন্টকেও কভার করে। আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে, অতিরিক্ত ট্রাইবাল, তবে এর পিছনে ব্যয় বেড়েই চলেছে। যতটুকু পারি ততটুকু আমরা দেখি।

Sj. Saroj Roy:

যেভাবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জবাব দিলেন, তা থেকে আমি এই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছি—অন্যান্য লোকের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, সরকারের হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেই-সমস্ত লোকেরা কিছু পারসেন্টেজ টাকা কন্ট্রিবিউশন হিসাবে দেয়। যেমন হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট আছে, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু আদিবাসীদের যে টাকা দেওয়া হয়, তাতে তাদের কোন কন্ট্রিবিউশন নেই। মাই কোয়েশ্চেন ইজ দিস। আদিবাসীদের কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হয় না বলে, কি, তাদের টাকা স্যাংশন হয় না?

Mr. Speaker:

ওর কোন জবাব নেই।

Allotment of crop loan for West Bengal by the Union Government

***141.** (Admitted question No. *1483.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*a*) what is the total allotment, if any, of crop loan for West Bengal by the Union Government through the Reserve Bank of India during the year 1957-58;

(*b*) amount distributed so far by the State Government;

(*c*) total number of persons benefited by this distribution in each district of West Bengal; and

(*d*) how many persons in each district applied for this loan?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy): (*a*) Rs.250 lakhs.

(*b*) Rs.115.17 lakhs.

(*c*) and (*d*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clauses (c) and (d) of starred question No. 141

Name of the district.	Number of persons benefited.	Number of persons applied for.
Darjeeling	1,853	2,350
Jalpaiguri	1,063	1,250
Cooch Behar	843	951
West Dinajpur	10,470	10,470
Malda	4,150	4,650
Murshidabad	7,658	7,658
Birbhum	12,400	12,400
Nadia	6,709	10,570
Burdwan	5,329	6,210
Bankura	5,741	5,741
Midnapore	10,461	10,461
24-Parganas	24,676	25,120
Hooghly	7,300	7,300
Howrah	3,188	3,188
Purulia	5,289	5,289
	107,130	113,608

Sj. Saroj Roy:

ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট থেকে ২৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হল, অথচ আপনি ক্রপ লোন হিসাবে ডিস্ট্রিবিউট করেছেন মাত্র ১১৫·১৭ লক্ষ টাকা। এত কম খরচ কেন করা হ'ল ?

Sj. Chittaranjan Roy:

তার কারণ,— The entire amount could not be distributed to the agriculturists as credit-worthiness of members and their past performances in respect of timely repayment of the previous loan had to be considered in advancing fresh loans.

Sj. Ramanuj Halder:

যে টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর থ্রু-তে বিলি করা হ'ল, এবং যে টাকাটা বাকি রইল, তার জন্য কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে কোন সুদ দিতে হয়েছিল এবং সেটা কারা বহন করল ?

Sj. Chittaranjan Roy:

যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, সেটা প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক প্রাইমারী সোসাইটি-কে দিয়ে দিয়েছে।

Mr. Speaker: Is your question this—were you called upon to pay interest on the entire amount?

Sj. Ramanuj Halder: Yes.

Sj. Chittaranjan Roy: Interest was paid by the Provincial Bank on the entire amount which it received from the Reserve Bank of India, but the interest on the amounts which was allotted to the primary societies of agriculturists was being paid by the agriculturists.

Sj. Ramanuj Halder: What was the total amount of interest for that particular amount?

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Chittaranjan Roy:

১৯৫৭-৫৮-এর ইন্টারেস্ট-এর রুল লেখা আছে, রুলস হ্যাভ বিন পাবলিশড এ্যান্ড রুলস আর এ্যাভেইলেবল ইন এভরি রাণ্ড।

Sj. Ramanuj Halder:

প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে দেবার পর, যে সুদ অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে সে সুদ পেল, তাতে তার কোন লভ্যাংশ থাকে কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-এর লভ্যাংশ মাত্র শতকরা ১২ আনা।

Sj. Ramanuj Halder:

এই যে সুদ আদায় করা হ'ল অথচ কম টাকা পেলেন সোসাইটি থেকে, তাতে প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-এর কোন লভ্যাংশ ছিল কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

এই টাকা নেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে নিয়ে প্রাইমারী সোসাইটি-কে দেয় এবং প্রাইমারী সোসাইটি মেম্বার্স-দের দেয়। এখানে সোসাইটি থেকে যে সুদ পাওয়া যায় তার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা ১৷· বেশি রাখে। ১২ আনা রাখে প্রফিট এবং ।৷· আনা গ্যারান্টি ফান্ড। এখানে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর যে সুদ পায় সেটা প্রাইমারী সোসাইটি এনজয় করে এবং এগ্রিকালচারিস্ট-দের কাছ থেকে যে ইন্টারেস্ট পায় তা মেম্বার-রা এনজয় করে।

Sj. Ramanuj Halder:

এটা ত মেথড অফ লোন-এর কথা হল। কিন্তু আমাদের জানবার কথা হচ্ছে যে, যে টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে সুদ দেওয়া হল এবং প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এই সমস্ত নিম্ন সমিতিগুলির কাছ থেকে যে সুদ নিলেন তা দিয়ে তার কোন লাভ বা লোকসান হল কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

এটা অঙ্কের কথা। ১৷ কোটি টাকার শতকরা ১৷· টাকা সুদ দিতে হয়। তাহলে সেই ১৷· টাকার মধ্যে যদি ৮· আনা রাখে তাহলে দেখুন লাভ হয় না ক্ষতি হয়।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, অনেককে টাকা দেওয়া হয় নি, কারণ কেউ কেউ টাকা ফিরিয়ে দেন নি, অর্থাৎ কেউ কেউ টাকা পাবার অবস্থায় ছিল না, এই জিনিসটা দেখেন। কিন্তু এখানে দেখছি কতকগুলি ডিস্ট্রিক্ট-এ এ্যাপ্লিকেশন যত করেছিল, সবাই পেয়েছে, আর কতকগুলি ডিস্ট্রিক্ট-এ আংশিক পেয়েছে। তাহলে কি এটা বুঝা যায় যে, কোন কোন ডিস্ট্রিক্টওয়ারী লোকগুলি ভাল, আর অন্য জেলার লোকদের অবস্থা খারাপ?

Mr. Speaker: He says in certain districts all the applicants were paid whereas there are other districts where it shows that some people were paid and some not. Can you offer any explanation?

Sj. Chittaranjan Roy:

এর এক্সপ্লানেশন হচ্ছে যে, যে টাকা সুদ পাচ্ছে, সেটা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস অফ দি প্রাইমারী সোসাইটি থেকে, তাদের নিজেদের ফান্ড থেকে সমস্ত টাকা দিয়ে দেয়। আর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর যদি ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস অফ দি প্রাইমারী সোসাইটি তার উপর কনফিডেন্স না থাকে তাহলে সেই সোসাইটি-কে টাকা দেয় না। সুতরাং তার ফলেই মেম্বাররা পায় না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক দেয় না। কিন্তু তাঁরা কৃষকদের উপর অত্যাচার করেন, কারণ দেখেছি মেজরিটি জায়গায় কৃষকদের দেওয়া হয় না। এটা ইনভেস্টিগেশন করা দরকার বলে মনে হয়।

Sj. Chittaranjan Roy:

অত্যাচারের কথা নয়। হয় ত প্রাইমারী সোসাইটি-তে এত বেশি ডিফল্টার যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক তাদের উপর আস্থা রাখতে পারে না। হয় ত দুই-বৎসর পর্যন্ত আস্থ রাখে, তারপরে টাকা না দিতে পারলে তার উপর আর আস্থা রাখতে পারে না।

Mr. Speaker: You look into the matter. Why such state of affairs is there?

Sj. Sunil Das:

মোট কত টাকা লোন-এর দরখাস্ত পাওয়া গেছল? এখানে ১১৫ লক্ষ টাকা বিলি করা হয়েছে—মোট কত টাকার দরখাস্ত পাওয়া গেছল?

Sj. Chittaranjan Roy:

বলতে পারি না কত এ্যাপ্লিকেশন ছিল—নোটিশ চাই।

Sj. Chitta Basu:

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রতি বছর কত পরিমাণ টাকা প্রয়োজন হয়, প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট-এর সে সম্বন্ধে লেখা ছিল কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে এস্টিমেট করা হয় এ-বছর এত টাকা চাই। অন্যান্য বছরের চাহিদা অনুযায়ী প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক ডিম্যান্ড করে গভর্নমেন্ট গ্যারান্টার, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-কে এ্যাডভান্স করে বাট এ্যাট দি টাইম অফ এ্যাকচুয়াল এ্যালোটমেন্ট সেটা যদি দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে দেয়, নইলে দেয় না।

Sj. Chitta Basu:

আলোচ্য বৎসরে দেখতে পাচ্ছি ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অ্যালট করেছে, তাহলে এ্যালটমেন্ট যা হল তা—

certainly on the recommendation of the Provincial Government and of the Provincial Bank.

তাহলে এত পার্থক্য কেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-কে লোন দেয় এবং এক্সপেক্ট করেছিল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-কে দু-কোটি আড়াই কোটি টাকা ক্রপ-লোন দিতে পারবে, সিকিউরিটি-এর ডিম্যান্ড দেখে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বলা হল, তখনই তাই দেওয়া হল বাট দে এক্সপেক্টেড ডিম্যান্ড ২৷৷০ কোটি টাকা হতে পারে।

Sj. Chitta Basu:

তাহলে সেই ডিম্যান্ড রংলি ক্যালকুলেটেড হয়েছিল কি?

Sj. Chittaranjan Roy: Bank is an autonomous body.

Sj. Chitta Basu:

ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস যে কারণে টাকা দেওয়া হয়, সেই ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস দেখে মন্ত্রীমহাশয় যারা ভাগচাষী, বর্গাদার, তাদের কি এই ক্রপ-লোন দেওয়া হয় না?

Mr. Speaker: That is a matter entirely for the Provincial Bank. Has the Government any obligation to do so?

Sj. Chittaranjan Roy: Government are advancing loans to bargadars. We have provision for giving such loans to bargadars.

Sj. Sunil Das:

স্পেসিফায়েড জবাব চাচ্ছি, ৫ পার্সেন্ট দরখাস্ত রিজেকটেড হয়েছে, টাকা আনডিসবার্সড রইল ৫০ পার্সেন্ট, এর উপর ৫ পার্সেন্ট অফ দি এ্যাপ্লিকেশন হ্যাভ বিন রিজেক্টেড, তার জন্য ৫০ পার্সেন্ট টাকা আনডিসবার্সড রয়ে গেল, স্পেসিফিক কারণ আছে কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy: Rule 8 of the Crop Loan Rules of 1957-58 will show.

যে ম্যাক্সিমাম ৩৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে পার হেড অফ এগ্রিকালচারিস্ট, তার মধ্যে কারও হয় ত ৫ বিঘা জমি আছে কি ৩ বিঘা জমি আছে, সে হয় ত চাইল ৩৫০ টাকা, দেওয়া হল কম, কিন্তু কত টাকার দরখাস্ত এসেছিল, কত টাকা দিতে হবে, সে ফিগার আমার কাছে নাই।

Unstarred questions (answers to which were laid on the Table)

Buildings constructed in Jhargram Block

58. (Admitted question No. 1005.) **Sj. Surendra Nath Mahata:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম সমাজ উন্নয়ন ব্লকে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং কোন্ বিভাগে কত ব্যয় হইয়াছে;

(খ) এই ব্লকে কতগুলি বাড়ী কত টাকায় নির্মাণ করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর বাড়ী;

(গ) এক্ষণে কতগুলি বাড়ী কি কি কার্যে ব্যবহার করা হইতেছে এবং কতগুলি বাড়ী কি কারণে খালি পড়িয়া আছে;

(ঘ) এ-কথা কি সত্য যে, বাড়ীগুলি জনসাধারণ লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না এবং নির্মাণের পর হইতেই সেই-সব বাড়ীগুলি ফাটিয়া জল পড়িতেছে;

(ঙ) খালি-থাকা বাড়ীগুলি maintain করিতে মাসিক কত ব্যয় হইতেছে;

(চ) এই ব্লকের অফিসারগণের ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং

(ছ) থাকিলে, মোটরের পেট্রল বাবত এতাবৎ কত টাকা খরচ হইয়াছে?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) তিন-কক্ষবিশিষ্ট ১৪-টি ও ২-কক্ষবিশিষ্ট ৯৬-টি, মোট ১১০-টি গৃহ ৪,৫৫,৪৫০ টাকায় নির্মিত হইয়াছে।

(গ) ৫৬-টি গৃহ বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারিগণের আবাসগৃহ হিসাবে, ১৮-টি গৃহ সরকারী অফিস হিসাবে ও ৩৪-টি গৃহ সমবায় ও শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বাকি ২-টি গৃহ ২ জন সরকারী কর্মচারীর জন্য সংরক্ষিত রহিয়াছে।

(ঘ) না।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) হাঁ।

(ছ) ডিসেম্বর, ১৯৫৭, পর্যন্ত মোট ২৮,১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 58

EXPENDITURE INCURRED UNDER DIFFERENT HEADS IN JHARGRAM BLOCK UNDER COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME

Serial No.	Major heads.	Expenditure (in rupees).
1.	Supervision ...	87,997
2.	Project Headquarters ...	3,65,284
3.	Animal Husbandry and Agricultural Extension	1,54,793
4.	Irrigation ...	1,34,911
5.	Reclamation ..	1,39,490
6.	Health and Rural Sanitation ...	1,50,595
7.	Education ..	1,22,737
8.	Social Education ...	1,35,997
9.	Communication ...	3,48,047
10.	Arts, Crafts and Industries ...	5,55,938
11.	Housing ...	11,816
12.	Works (construction of urban unit including water-supply and electricity) ...	21,04,387
	Grand Total ...	**43,11,992**

[3-50—4 p.m.]

Sj. Ananga Mohan Das:

মন্ত্রীমহাশয় যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে, কমিউনিকেশনে তিন লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৭ টাকা ব্যয় হয়েছে, ঐ টাকাটা কি কি-প্রকারের কমিউনিকেশনে ব্যয় হয়েছে বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Sj. Ananga Mohan Das:

মন্ত্রীমহাশয় (গ)-এর উত্তরে বলেছেন, সরকারী কর্মচারীদের থাকবার ব্যবস্থার জন্য ঘর হয়েছে, কিন্তু যাদের ঘর নাই তাদের জন্য ঘর তৈরীর কোন স্কীম আছে কি? অর্থাৎ যারা গৃহহীন লোক তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চাই।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সাধারণ লোকের ঘর করবার জন্য ডেভেলপমেন্ট থেকে যে প্রোগ্রাম হয়েছিল, তা আছে। কমিউনিটি প্রজেক্ট থেকে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তাতে গৃহ বাবত কত হয়েছে তার হিসাব ত দেওয়া হয়েছে।

Sj. Ananga Mohan Das:

(ছ)-এর জবাবে যে দেখানো হয়েছে—ডিসেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত মোট ২৮,১০০ টাকা মোটরের পেট্রল বাবত ব্যয় হয়েছে, এটা কবে থেকে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: From 2nd October, 1952, up to December, 1957.

Sj. Ramanuj Halder:

এ-কথা কি সত্য যে, ঐ বাড়ীগুলির জন্য জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু নির্মাণের পর ঘরে ফটো দিয়ে জল পড়ে দেখে তারা আর এগোয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বাড়ীগুলি যাদের জন্য তৈরী হয়েছে, তাদেরই দেওয়া হয়েছে সুতরাং জনসাধারণের আগ্রহ বা জল পড়ার কথা ওঠে না।

Sj. Sudhir Kumar Panda:

বাড়ীগুলি করে কি জনসাধারণকে জানানো হয়েছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমাদের অফিসের কাজেই যখন লেগে গেছে, তখন সে প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Sudhir Kumar Panda:

আমি জানতে চাই, এই বাড়ীগুলি জনসাধারণের জন্য তৈরী হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ঐ বাড়ীগুলি একটা টাউনশিপ করবার জন্য আমাদের অফিসের কাজেই লাগাবার জন্য আমরা তৈরী করেছি।

Suspension and remission of land revenue

59. (Admitted question No. 129.) **Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether he will lay on the Table of the House a statement showing, district by district, the amount and proportion of land revenue, realisation of which has been kept suspended in the current year (1957-58) on account of flood and failure of crops or any other natural calamity; and

(*b*) a similar statement showing district-wise the amount and proportion of land revenue for which remission has been granted in the current year (1957-58) on account of flood and failure of crops or for any other natural calamity?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (*a*) and (*b*) Instructions for suspension of rent realisation would be found in different circulars, copies of which are given in Annexure I. Remission statements have been called for 1956-57 in accordance with the procedure laid down in the Fauzi Manual and will be considered according to the rules. About other years, remission proposals, if any, received under the said rules, will have due consideration.

Detailed statements giving district-wise break-up cannot be given at this stage.

Annexure I referred to in reply to unstarred question No. 58

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Board of Revenue, West Bengal

"A" Group, Khasmahal Branch

MEMORANDUM

No. 17522(17)-GE 997/56

FROM SHRI R. BANERJEE, I.A.S., *Secretary, Board of Revenue, West Bengal*,

TO ALL DIVISIONAL COMMISSIONERS AND COLLECTORS.

Calcutta, the 7th December, 1956.

The following instructions may kindly be conveyed to the collection staff of the Estates Acquisition Department unobtrusively:

(*a*) Tenants in the flood-affected areas, as specified in the Board's Immediate Circular No. 17471-C.P., dated the 6th December, 1956, should not be pressed for payment of rents and cesses;

(*b*) Tahsildars should be directed to accept such payment as are voluntarily tendered in the affected areas;

(*c*) The Collectors should enquire and submit, through their respective Divisional Commissioners, their recommendations, if any, for remission of rents and cesses, wherever necessary, in terms of instructions in the Government Estates Manual.

R. BANERJEE,

Secretary, Board of Revenue, West Bengal.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Board of Revenue, West Bengal

"E" Group, Estates Acquisition Branch

MEMORANDUM

No. 8558(14)-E.A.

FROM SHRI P. M. DATTA, *Secretary, Board of Revenue, West Bengal,*

TO ALL DISTRICT OFFIICERS.

Calcutta, the 28th May, 1957.

SUBJECT:—*Policy of Government in the matter of recovery of Government dues as also dues of ex-intermediaries, by certificate procedure.*

Orders have been issued from time to time about realisation of arrear Government dues as also of ex-intermediaries made over to the State Government under section 9(1) of the Estates Acqusition Act. A resume of the decision of the Board so far taken in the matter is given below to avoid any confusion that may arise—

(1) In Board's Memorandum No 10637-(14)-C.P., dated the 25th July, 1956, it has been directed that certificate proceedings against intermediaries who have taken advantage of the proviso to section 7(1), read with section 9 of the West Bengal Estates Acqusition Act, should not be proceeded with for the recovery of arrear cesses including agricultural income tax

(2) In consideration of the floods caused by the abnormal rains last year, orders have subsequently been issued in Board's Memorandum No 17471-C P., dated the 6th December, 1956, that the certificate proceedings against intermediaries for all kinds of Government dues should be stayed in the flood-affected areas as mentioned in the list enclosed. In other areas the certificates started should be proceeded with.

(3) In Board's Secret Memorandum No 17522717)-G.E , dated the 7th December, 1956, it has been directed that the tenants in the flood-affected areas should not be pressed for payment of rents, cesses, etc.,—due to Government—as also those due to ex-intermediaries made over to the State Government for recovery under section 9(1), and that the tahsildars should be directed to accept only such payments as are voluntarily tendered in the flood-affected areas.

Certificates may, however, be filed against the subordinate tenants of ex-intermediaries to save the arrears from being barred by limitation, where necessary, but further proceedings for their execution should be stayed in such cases also until further orders.

2. To sum up—

(a) In cases where the intermediaries have executed an agreement under the proviso to section 7(1) of Estates Acquisition Act, certificate proceedings against such intermediaries shall be stayed in all areas.

(*b*) In the flood-affected areas certificate proceedings against all intermediaries for all kinds of arrear Government dues as also for realisation of arrear dues of superior landlords assigned to the Government under section 9 for collection should be stayed.

(*c*) The tenants in the flood-affected areas will not be pressed for payment of Government dues as also dues of ex-intermediaries made over to the State Government under section 9. Only amicable collections will be made in the said areas.

3. This may be circulated to all concerned

P. M. DATTA,
Secretary, Board of Revenue, West Bengal

Flood-affected areas.

Burdwan district—

Police-stations

Burdwan
Ausgram
Bhatar
Khandaghosh
Raina
Jamalpur
Memari
Katwa
Ketugram
Mangalkote
Kalna
Manteswar.
Purbasthal.

Hooghly district—

Police-stations

Balagarh.
Polba
Singoor and one union in Haripal thana.
Jangipara and part of Chanditala thana.
Arambagh subdivision.

Howrah district—

Police-stations.

Domjur.
Jagatballavpur.
Panchla
Sankrail
Jagachha.
Bally
Uluberia.
Amta

Murshidabad district—

Police-stations

Kandi.
Bharatpur.
Khargram.
Burwan.
Suti
Nabagram.
Berhampore.
Beldanga.

Birbhum district—

Police-stations.

Bolpur.
Nanoor.
Dubrajpur.
Illambazar.
Rampurhat.
Mayureswar.
Murarai.
Nalhati.

Bankura district—

Police-stations.

Vishnupur.
Joypur.
Kotulpur.
Sonamukhi.
Patrasayer.
Indas.

Nadia district—

Police-stations.

Kotwali.
Krishnagar Municipality.
Nabadwip.
Nabadwip Municipality.
Chapra.
Tehatta.
Kaliganj.
Nakasipara.
Ranaghat.
Chakdah.
Haringhata.
Santipur.
Hanskhali.

Midnapore district—

Police-station

Ghatal.

24-Parganas district—

Police-stations.

Amdanga.
Rajarhat.
Habra.
Tollygunj.

CONFIDENTAL

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Board of Revenue, West Bengal

"A" Group, Khasmahal Branch

MEMORANDUM

No. 3301(14)-G.E./64-57

FROM SHRI P. M. DATTA, *Secretary, Board of Revenue, West Bengal,*
TO ALL COLLECTORS/DEPUTY COMMISSIONERS.

Calcutta, the 19th February, 1958.

In view of failure of crops in some parts of the State, Government have decided as follows:

(*a*) The principles for remission of rent in Khasmahals as laid down in the Tauzi Manual, 1940, should be followed; attention is specially drawn to the rules 177-179 of the Manual.

(*b*) The collecting staff should not put pressure on the tenants for realisation of rents and cesses in the affected areas and should accept such rents as may be voluntarily offered by the tenants.

(*c*) The Additional Collectors concerned should ascertain, as soon as possible after the collection season, the extent of failure of crops, if any, within their respective jurisdictions and submit to the Board, through the Divisional Commissioners, their proposals for remission of rents, clearly specifying the areas affected, wherever necessary. The enquiry should be made mauzawar.

Such proposals should reach Government in time for final decisions to be taken by them within three months after the expiry of the collection season.

2. The Divisional Commissioners and the Additional Collectors (Estates Acquisition) are being informed.

P. M. DATTA,
Secretary, Board of Revenue, West Bengal.

Division of 24-Parganas district into two separate ones

60. (Admitted question No. 1583.) **Sj. Chitto Basu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state whether Government have decided to divide the 24-Parganas district into two separate districts?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the names of the headquarters of the proposed two districts and their respective areas, and

(*ii*) when the said decision would be given effect to?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (*a*) The proposal to divide the district into two separate districts has been kept in abeyance for the present on account of heavy financial costs involved, but the following interim measures have been taken.

(*i*) One extra Additional District Magistrate has been posted;

(*ii*) One extra Additional Superintendent of Police has been posted, in consideration of the requirements when the district would be split up into two districts;

(*iii*) Four Special Circles at Patharpratima, Lyalganj, Sandeshkhali and Joynagar have been permanently retained; and

(*iv*) Proposal to create two new police-stations at Namkhana and Patharpratima, which are to be carved out of the existing police-stations of Kakdwip and Mathurapur, is under active consideration.

(*b*) Does not arise.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, an identical question was replied only a few minutes ago. Would you allow this question to be taken up again?

Sj. Chitto Basu: I admit an identical question was answered, but I want to put one supplementary question.

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে—এ-কথা কি মন্ত্রীমহাশয় জানেন, এই ভাগ না হবার দরুন ২৪-পরগনা জেলার লোকের খুব অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এ-কথা সরকার অনেক দিন অবহিত আছেন।

Sj. Chitto Basu:

উনি ত জবাব দিলেন সরকার অবহিত আছেন, এমন কি 'রওল্যান্ড কমিটি' পর্যন্তও লেখা আছে। আর উনি বলেছেন বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে কতকগুলি মেজার নেওয়া হয়েছে, যে মেজারগুলি নিয়েছেন সেগুলি কি তা দূর করবার জন্য? তা নৈলে সে মেজার-এর লোকের অসুবিধা দূর করার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমি ত আগেই বলেছি, ২৪-পরগনাকে ভাগ করার জন্য কতকগুলি স্টেপস নেওয়া হচ্ছে। সেই-সব প্রিলিমিনারি স্টেপস ওয়ার্ক করতে সিনিয়র অফিসারস-দের দেওয়া হবে, এবং ফলাফল দেখে ভবিষ্যৎ করণীয় যা তা করা হবে।

Popularisation of co-operative marketing among cultivators

61. (Admitted question No. 1074.) **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*a*) whether any steps have been taken by Government for popularising co-operative marketing among cultivators; and

(*b*) if not, whether Government consider the desirability of taking effective steps towards this end?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy): (*a*) Yes.

(*b*) Does not arise.

Dr. Golam Yazdani: What are the various steps that have been taken for popularising co-operative marketing among cultivators?

Sj. Chittaranjan Roy:

১৯৫৭-৫৮-এর কথা না তুলেও বলতে চাই—এ্যাট প্রেজেন্ট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি-কে ৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এ্যাডভান্স করা হয়েছে কিছু গ্র্যান্ট হিসেবে এবং কিছু লোন হিসেবে। তার মধ্যে ৫০ পার্সেন্ট অফ দি ম্যানেজারিং কস্ট বহন করা হবে বাই দি গভর্নমেন্ট। আর কথা হয়েছে মেনটেনিং কস্ট-এর ৩৫ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন করা হবে। এতে এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ ভালভাবে চলবে এই আমাদের ধারণা।

Dr. Golam Yazdani: Have you machinery for carrying on propaganda to popularise co-operative marketing?

Sj. Chittaranjan Roy: Yes, we have.

Dr. Golam Yazdani: What is the machinery?

Sj. Chittaranjan Roy: Inspectors and auditors have been specially advised to organize co-operative marketing societies and supervisors have been posted to help the work.

Sj. Sunil Das:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি প্রথমে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এর ওয়ার্কিং-এর আন্ডার-এ ছিল, এটাকে আবার সে ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ-এ কেন আনা হল?

Sj. Chittaranjan Roy:

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের সেইরূপ ডিরেকশন দেওয়া হয়। সেইরূপ কাজ আমরা করেছি।

Sj. Sunil Das:

১৯৫৭-৫৮-এ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিকে যখন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হয়, তখন উত্তরবঙ্গে অন্তত ৫০০ মার্কেটিং সোসাইটি থেকে ঘোর আপত্তি হয়েছিল?

Sj. Chittaranjan Roy:

আমাদের বাংলা দেশে ৫০০ মার্কেটিং সোসাইটিই নাই।

Sj. Sunil Das:

এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে আনবার পর এগুলির ওয়ার্কিং-এর কোন পরিবর্তন হয়েছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সেন্ট্রাল মার্কেটিং সোসাইটির সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির অফিস চলছে।

Sj. Sunil Das:

এই এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে কি রূপের ভিত্তিতে লোন দেওয়া হয়?

Sj. Chittaranjan Roy:

এগুলিকে আগে অন দি ল্যান্ড সিকিউরিটি-তে লোন দেওয়া হত, এখন প্রোডাকশন পোটেনসিয়ালিটির উপর দেওয়া হয়।

Mr. Speaker: The question is held over for further supplementaries.

Demand for increase in non-official days

[4—4-10 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

প্রথমে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমাদের বাকী সেসনের জন্য যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে তাতে দেখছি যে, মনডে, ২৩শে মার্চ নন-অফিসিয়াল বিজনেস একটা আছে ২ ঘণ্টার—হাফডে এবং অন্য বিজনেস রিমেনিং ফ্রম টুয়েন্টিয়েথ মার্চ, ১৯৫৯, আপনার মনে আছে যে এই সেসন যখন আরম্ভ হয় তখন আপনার ঘরে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে আমরা দেখাই যে প্রতি ফ্রাইডে আমাদের নন-অফিসিয়াল পাবার কথা। অর্থাৎ এটা আমাদের রুলস-এ লেখা আছে এবং সেটা হাফডে নয় ফুলডে। এইভাবে আমাদের সেভেন উইকস্ পাবার কথা এবং তা যদি হয় তাহলে ৭টা ফ্রাইডে আমরা পাব অর্থাৎ ২১ ঘণ্টা যেখানে পাবার কথা সেখানে দিয়েছেন মাত্র ২ ঘণ্টা। এটা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেছেন, আপনি হয়ত করেন নি, কিন্তু আমরা এটা মানতে পারি না এবং এটাই আমাদের খুব পরিষ্কার কথা। আগেকার সেসনে সরকারী কর্মচারীদের

বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তখন বলেছিলেন ২১ দিনের নোটিশ দেওয়া হয় নি রুলস অনুযায়ী এবং সেহেতু আমরাও আলোচনা করতে পারি নি। সে সময় আপনি বলেছিলেন—

I am helpless. If the rules are such, what can I do. .....

আমরা তখন বলেছিলাম যে আমাদের বেলায় ঐ কথাগুলো যেন একটু মনে থাকে। অবশ্য আমরা জানি যে এখানে লেখা আছে যে নন-অফিসিয়াল ব্যাপারে গভর্নমেন্ট বিজনেস প্রিসিডেন্স নিতে পারে এবং সেটা আপনি করতে পারেন। কিন্তু এবার কোন অজুহাত নেই যাতে করে ও'রা এইরকম করতে পারেন। এখন যদি বলা হয় যে, বাজেট সেসন, তাহলেও বলতে হয় যে আগেকার দিনে বাজেট সেসানে বিল আসত না। কিন্তু এখন হয়ত বলবেন যে এত কাজ বেড়েছে যে বাজেট সেসানেও বিল আনতে হয় তাহলেও আমি বলব যে একটু বেশি আরও ৪-৫ দিন বসলেই হয় এবং তাতে আমরা রাজী আছি। কিন্তু ঐ ২ ঘণ্টায় আমরা রাজী হতে পারি না এবং আমরাও এও শুনেছি যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন যে ২৫ তারিখের বেশি আর এসেম্বলী হতে পারে না। (এই মুহূর্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রবেশ।) ভালই হয়েছে। উনি যখন এসে গেছেন আমি আবার বলছি, কারণ উনি ছাড়া যখন কিছুই হবে না। অতএব উনি বলে দিন যে আমাদের অবস্থা কি হবে? আমি বলছি যে ২৩টা প্রস্তাব এবং ১২টা বিল আমাদের সামনে আছে। অবশ্য ১২টা বিলের মধ্যে ২-৩টা বিল বাদ পড়বে, কারণ বইয়ের উপর ট্যাক্স সেটা উঠে গেছে, আর একটা গভর্নর্স কনসেন্ট পাওয়া যায় নি এইরকম জানি কিছু আছে যা হয়ত আসবে না। আমাদের রুলস অনুযায়ী ৭ দিন আমরা পাই এবং এজন্য কারুর দয়ার উপর আমরা নির্ভর করছি না। সেজন্য সরকারের কোন অজুহাত নেই যে এসেম্বলী বন্ধ করে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গত সেসানে উনি সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে আনা প্রস্তাবের উপর অবজেক্ট করে বলেছিলেন যে রুলস অনুযায়ী ২১ দিনের নোটিশ দেওয়া হয় নি এবং আমরাও তাতে স্টিক করেছিলাম। যাই হোক, স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে বলছি যে আপনি এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করবেন না এবং আমার অনুরোধ যে, যে-ক'দিন আমাদের প্রয়োজন আপনি হাউস চালিয়ে যান আমরা বসতে রাজী আছি। আমার মনে হয় ৭ দিন না হলেও ৩-৪ দিন হলেই আমাদের হয়ে যাবে। সময় কম বলে আর বিশেষ কিছু না বলে আমি শেষে আপনাকে বলছি যে আপনি পরে এটার বিষয়ে বিবেচনা করে আমাদের বলে দেবেন যে কি ঠিক করলেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: One point my friend probably has missed that during the Budget Session usually we do not give any non-official day. I am here for ten years. This year we went out of the way to give two—as a matter of fact three days. I take the date for no-confidence motion also as a non-official day. However, as I told Shri Ganesh Ghosh—I spoke to him that it is not 12 Bills—most of the Bills will not be taken up very likely. With regard to resolutions they may have to be considered as to how many can be taken up this Session.

I am sorry I have to go home just now. I will speak tomorrow.

Sj. Jyoti Basu:

আমি খালি এটা বলে দিচ্ছি উনি যেভাবে বললেন ওটা কি ভাল বলা হল? আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দয়ার উপর নির্ভর করছি না, আমরা রুলসএর উপর নির্ভর করছি। উনি বললেন যে আমি এখানে বহুদিন আছি, এসব হত না। কে ঠিক করেছিলেন? সেটা, উনিই ত রুলইডে কেটে দিয়েছেন যা উনি কাটতে পারেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am only talking of the convention.

Sj. Jyoti Basu:

কোন কনভেনশন নেই, আমিও মুসলিম লীগ আমল থেকে আছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I make bold to say from my experience of the last 12 years, that during the Budget Session we do not give any non-official day.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি ভুল করছেন, এরকম কোন কনভেনশন কেউ লে ডাউন করে নি। যদি আমরা অপোজিশন দলগুলি কখনও দয়া করে কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকি তাহলে সেটাকে আপনি কনভেনশন বলতে পারেন না। এ যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে আমরা ৭ দিনই চাই। আমি একথা বলছি, আপনি যখন বলেছেন আপনাদের অসুবিধা আছে, কোন মিনিস্টারের অসুবিধা আছে হাউস বন্ধ করতে হবে তখন আমরা ছেড়ে দিয়েছি যে এতদিনের দরকার নেই। কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে যদি বলেন এটা কনভেনশন দাঁড়িয়ে গেছে তাহলে আমি বলবো আপনি অন্যায় কথা বলছেন। আমরা এতদিন ভালমানুষী করে এসেছি, তাহলে ত ভবিষ্যতে আমরা আর কিছু মানতে রাজী হব না যদি এই অ্যাটিচুড আপনি নেন।

Mr. Speaker:

উনি কাকে বলবেন হি উইল স্পীক টুমরো।

Sj. Jyoti Basu:

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি আপনার কাছে বলেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা আমি চেয়েছিলাম এবং পেয়েছি। এখানে উনি যা বলেছেন আমি মনে করি সেটা আপনার উপর, আমাদের উপর রিফ্লেকশন হয়েছে। উনি বলেছেন

Dr. Harendra Kumar Chattopadhyay said that I have stopped the House being utilised by Swadhinata. Sir, which department of Government have proposed and passed the Act recognising the Communist Party as the Opposition Party and for whose leader a salary was suggested.

এই হচ্ছে ওঁর ভাষা। এটা ত আমার কাছে নূতন সংবাদ। উনি বলে দিন যে কোন্ বিল করে কমিউনিস্ট পার্টিকে অপোজিশন পার্টি হিসাবে রেকগনাইজ করেছেন? মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোন বিল করেছেন যার ফলে আমরা রেকগনাইজড হয়েছি? আমি আবার বলছি বাই কনভেনশন অ্যান্ড রুলস আমরা হয়েছি। বাইরের লোক আমাদের ভোট দিয়েছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কি করতে পারেন? যেহেতু আমরা এতজন এম এল এ আছি রুলস অনুযায়ী ওয়ান-টেনথ হলে পার্টি হয়। রুলসটা ত আপনাদের জানা উচিত, রুলসগুলো একটু পড়বেন যে ওয়ান-টেনথ কোরাম হলে সেখানে পার্টি হয় এবং সেই হিসাবে আমরা পার্টি হয়েছি ২৪ জন হলেই হয় সেই হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি একটা পার্টি। কাজেই যদি কেউ বলেন যে মুখ্যমন্ত্রীর দয়ার উপর আমরা অপোজিশন পার্টি এখানে হয়েছি তাহলে সেটা ঠিক হবে না।

আপনারা অপোজিশন লিডারকে স্যালারি দেবার জন্য সাজেস্ট করেছিলেন, কিন্তু আমি নই নি।

Mr. Speaker: I accept your proposition because when the matter came up to me whether you would be recognised as the Leader of the Opposition, I found that under the existing rules you were entitled to be the Leader of the Opposition. There was no commiseration. It entirely depends on the rule.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আপনাকে কিছু বলেছেন বা আপনার সংগে পরামর্শ করেছেন?

Mr. Speaker: You know it very well.

Sj. Jyoti Basu: It was independent judgment and you were guided by the rules and convention.

Mr. Speaker: I am told that this is an unrevised speech. It may have to be revised.

Sj. Jyoti Basu:

ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জির বক্তৃতা আমার কাছে নাই, তিনি কি বলেছেন না বলেছেন আমি জানি না। কিন্তু স্বাধীনতার বাড়ী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন,

"In this particular case what really happened is that Sj. Jyoti Basu came to me and told me that he had difficulty about this house but as I was busy at the time I said that I would enquire into the matter. It was found that the Education Department had already requisitioned the house. I told Sj. Jyoti Basu that I was very sorry that this has happened."

এই কথাটা ঠিক নয়, এটা আমার উপর পার্সোনাল রিফ্লেকশন নয়? আমি ডিসেম্বর মাসে এই বাড়ীটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম—আমি বলতে পারি টেকিং অল দি রেসপনসিবিলিটি যে মুখ্যমন্ত্রী একমাস আগে সেই ভদ্রলোককে জানান, তিনি যখন বলেন কমিউনিস্ট পার্টি লিগ্যাল পার্টি—তাদের বাড়ী দিতে কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়—তিনি যেদিন এই চিঠি লিখলেন ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক গিয়ে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন। আমি তারপর ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কি, কেন এই ডিপার্টমেন্টের লোক গেল, তিনি বললেন আমি জানি না, আমি পাঠাই নি। যাই হোক, এই কেসটা কোর্টে যাবে। কিন্তু তার পর থেকেই ডাঃ রায় এর পিছনে লেগে আছেন। তারপর একদিন শুনলাম, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে রিকুইজিশন করা হয়েছে।

(at this stage the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri rose to say something)—

আপনি এখন যাই বলুন না কেন, আমার নামে এ্যাপ্লাই করেছিলাম আপনাদের অনেক আগে।

Mr. Speaker: Mr. Rai Chaudhuri, I may tell you something—it is for your own benefit. You may look at the papers if you wish to give an answer. Do not hazard an answer. You may accept it, you may not accept it.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I may say that three or four months ago we were looking for a house to locate our commercial college. It was long before December.

Sj. Jyoti Basu:

কবে আপনারা এই কনটেমপ্লেশন করেছিলেন? আমি জানতে চাই, কবে এ্যাপ্লিকেশন দিলেন, কবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন? আমি ডেট বলে দেব? ইউ ওয়ান্ট দি ডেট?—নাইন্থ অফ মার্চ। এখন বুড়ো হয়েছেন, বয়স হয়েছে, কেন এভাবে অসত্য কথা বলেন?

Rai Harendra Nath Chaudhuri: Nothing could be done without the previous permission of the High Court. Therefore, we were held up.

Sj. Jyoti Basu:

আমি তো সব বলে দিলাম।

Sir, the gentleman who is the Official Receiver is known to you. Will you please inform me if I am wrong about the dates and about everything—when he was contacted by the Government? I would like to know when did they apply to the Official Receiver or when they met this gentleman.

Mr. Speaker: All right.

Discussion on the Report of the Public Accounts Committee

First report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts for 1952-53 and Audit Report thereon.

Mr. Speaker: We now take up discussion on the Report of the Public Accounts Committee.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, বঙ্কিমবাবু আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত কথাই বলেছেন। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমি ইন্টারনাল ব্যাপারে যেতে চাই না। আমি শুধু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কি অদ্ভূত অবস্থার মধ্যে দিয়ে সব ব্যাপার যাচ্ছে! পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। কিছুদিন আগে আমাদের এই হাউসের গ্যালারিতে দেখলাম মাদ্রাজের লিডার অফ দি অপোজিশন বসে আছেন—পরে তিনি আমার সঙ্গেও কথা বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, আমি কালকে এসেছি, দিল্লী যাচ্ছি; সেখানে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানদের মিটিং আছে। আমি বললাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি করবেন। আপনি তো ওখানকার অপোজিশন লিডার, তারপর অন্ধ্র, তিনিও অপোজিশন লিডার। আমরা সেইজন্যই বরাবর বলে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী কখনো পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারেন না। এখানে কতগুলি কনভেনশন আছে, ব্রিটিশদেরও কতগুলি ভাল ভাল কনভেনশন আছে। আমি এখানে অনেক বৎসর ধরে আছি—আমরা প্রত্যেক সময় দেখি তিনি নিজে গিয়ে আগেই বসে থাকেন এটাই হল আমাদের অসুবিধা। কারণ, এটা হল পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির উদ্দেশ্যবিরোধী এবং তাঁর এ্যাটেন্ড করা উচিত নয়, সেখানে শুধু ফাইনান্স মিনিস্টার নয়, কোন মিনিস্টারএর উপস্থিত থাকা উচিত নয়। কাজেই আমি বলছি, আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক সেন্স থাকে তাহলে এই জিনিস বন্ধ করে দেবেন।

Mr. Speaker: On a point of information. I could not attend the Rules Committee for some days. Has anything been suggested in the Rules Committee regarding this matter?

Sj. Subodh Banerjee: Yes, Sir, a suggestion has been made there that the Leader of the Opposition should preside over it.

Mr. Speaker: It is a healthy convention. The same question arose last time. Reliance was placed on May's Parliamentary Practice. There is a passage in May which definitely states that the Leader of the Opposition is the Chairman of the Public Accounts Committee. I think attention was drawn to it and it was suggested that something should be done in our rules in this respect. I am glad to learn that such a suggestion has been made in the Rules Committee.

Sj. Jyoti Basu:

রুলস আমরা পরে পাস করব তখন হয়তো মুখ্যমন্ত্রীকে চলে যেতে হবে। আমি মনে করি এটা ওঁর নিজে থেকেই সাজেশান দেওয়া উচিত ছিল, আমার থাকা উচিত নয় ওঁর নিজের থেকেই এই প্রেপোজাল করা উচিত ছিল। আমরা অনেক সময় দেখেছি, এতে এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলকে অসুবিধায় পড়তে হয়। এখানে বিভিন্ন আলোচনা হয়, ও'র ডিপার্টমেন্ট ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধেই বেশি হয়—তাঁরা এখানে এক্সপ্লানেশন দেন। তারপর, কোথায় কাকে কনট্রাক্ট ইত্যাদি দেওয়া হল ইত্যাদি ব্যাপার—যেমন ধরুন, কাগজে বেরিয়েছে, আমরা পড়েছি মার্টিন-বার্ন কোম্পানীকে বহু লক্ষ টাকার কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে কোন রকম টেন্ডার কল না করে।

[4-20—4-30 p.m.]

এবার নো-কনফিডেন্স মোশন যখন সরকারের বিরুদ্ধে আলোচনা হয় তখন বলেছিলেন প্রায় দুই কোটি টাকার মত দিয়েছেন এবং এখানে মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন—ইনি আবার মন্ত্রী হিসাবে ২½ লক্ষ

টাকা স্যার বীরেনের কাছ থেকে নিয়েছেন ইলেকশন ফান্ডএর জন্য। নানা রকম বাস বিক্রী করছেন, মাছের কারবার চলছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলির, খরচ সম্বন্ধে সেখানে আলোচনা হবে তিনি কি এক্সপ্লানেশন দেবেন? বিলাতে এরকম একটা কনভেনশন আছে।

Mr. Speaker: On a point of information—I understand that the members of the Public Accounts Committee elect the Chairman. Perhaps due to deference to them that he has been elected; otherwise he would not have been elected.

Sj. Jyoti Basu:

না না, ইলেকটেড না হয়ে উনি চেয়ারে গিয়ে বসে আছেন সেকথা বলি নি। (এটা মল্লযুদ্ধের জায়গা নয়।) কিন্তু উনি শুধু মন্ত্রী নন লিডার অফ দি হাউস, ও'র সমস্ত নিয়মকানুন, কনভেনশন জানা উচিত। আর নয় এক্ষুনি সরে দাঁড়ানই ভাল হবে ও'র পক্ষে।

Sj. Sunil Das: They should not have offered him Chairmanship on election.

Mr. Speaker: I think my views on this subject are known to the House. I believe in May's Parliamentary Practice. The practice is very old and there is no reason for any departure. I do not want to be personal. So far as conventions are concerned, we follow May's Parliamentary Practice. May clearly says what ought to be done.

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার, স্যার, মে'জ পার্লিয়ামেন্টারী প্রাকটিস্ শুধু দেখবেন না। এই যদি ও'দের দেশে হ'ত সেকথা ছেড়ে দিন ও'দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এখানে ৬০০ বছর লাগবে। আমাদের লোকসভায় এই প্রাকটিস্ আছে কোন মিনিস্টার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার হতে পারবেন না

No Minister can be a member

আমাদেরই লোকসভায় আছে। আমাদের অন্যান্য স্টেটে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ক্ষেত্রে এই নিয়ম আছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা কি এমন একসেপশন যে চীফ মিনিস্টার, ফাইনান্স মিনিস্টার তিনি শুধু পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার নয়, কনভেনশনালি চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন? এতে অসুবিধাও যথেষ্ট আছে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ক্রিটিসিজম করা এবং যাকে ক্রিটিসাইজ করবেন তিনি মেম্বার নন, চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছেন—ইট ইজ এ ফোর্স। এটা পোস্ট মর্টেম একজামিনেশনএর অবস্থাতেও নেই, পচে গলে একেবারে হাড় কখানা রয়ে গেছে। ১৯৫২-৫৩ সালের রিপোর্ট আলোচনা করা হচ্ছে এখন অর্থাৎ সাত বছর আগেকার ব্যাপার। ইংল্যান্ডএর কথা যদি বলেন, আমাদের লোকসভার কথা যদি বলেন, সেখানে এরকম হয় না। লোকসভায় এস্টিমেট কমিটি আছে সেটা নজর রাখে গভর্নমেন্ট বাজেট থেকে সরে গিয়ে কোনরকমভাবে টাকা স্কোয়ান্ডার করছে কিনা। এখানে তা নেই। ইংল্যান্ডএ বছর বছর যা খরচ হচ্ছে সেই সেই বছরেই সেটা দেখা হয়, সুতরাং দেয়ার ইজ কন্ট্রোল এ্যান্ড চেক। আমাদের এখানে ১৯৫২ সালে যা খরচ হয়েছে ১৯৫৯ সালে তা পরীক্ষা করা হচ্ছে—এর কি কোন অর্থ হয়? যদি রিয়ালি এফেকটিভ কাজ করতে হয় তাহলে এগুলি দূর করতে হবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

স্পীকার মহাশয়, যে প্রশ্নটা উঠেছে—এখানে যে চেয়ারম্যান অফ দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি নিয়ে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অবশ্য আমাদের রুলসএ আছে যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার উড বি এ্যান এক্স-অফিসিও মেম্বার অফ দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি। তিনি যদি এক্স-অফিসিও মেম্বার হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি চেয়ারম্যান ইলেকটেড হন। কিন্তু

ব্যাপারটা হচ্ছে যে লোকসভায় নোতুন একটা পদ্ধতি এল মে'জ পার্লিয়ামেন্টারী প্রাকটিস্ অনুযায়ী এই যে, নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হতে হবে এবং সেটা কোন কোন স্টেটে চলছে। আমাদের এখানে এক্স-অফিসিও ফাইন্যান্স মিনিস্টার স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সরকার তিনি একথা বলেছিলেন যে, তাঁর পর বাইরে থেকে নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হবেন এবং হওয়াও উচিত; কিন্তু তাঁর পর ডাক্তার রায় এলেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার হয়ে এবং তিনিই চেয়ারম্যান হয়ে আছেন। একবার সেখানে এই প্রশ্নগুলি হয়েছিল—ডাঃ রায় সে প্রস্তাব তোলেন নি—আমিই একবার বলেছিলাম যে, শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটা হওয়া উচিত। যাই হোক, ডাঃ রায় হয়ত স্বীকার করবেন না বিরোধীপক্ষের শালীনতাবোধ থাকবে—কিন্তু তবুও সেই শালীনতাবোধেই আমি মনে করি ডাঃ রায় যেখানে উপস্থিত সেখানে তাঁর নাম প্রস্তাব করার পর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ভোটাভুটির ভিত্তিতে ইলেকটেড হন। এবছরও কয়েকজন লোক অন্য নাম প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আপত্তি করলাম কারণ এ ক্ষেত্রে অন্য কারও নাম করা অত্যন্ত খারাপ দেখায়। তিনি নট অনলি ফাইন্যান্স মিনিস্টার, তিনি হলেন লিডার অফ দি হাউস। এ ছাড়া পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ফাংশন নন-পার্টি ফাংশন, তার চেয়ারম্যানএর ব্যাপারে যে মুহূর্তে কনটেস্ট করতে যাওয়া হবে এবং সেটা যদি রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে সেই মুহূর্তে সমস্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কার্যকলাপ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করি। সেজন্য আমার মনে হয় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ইলেকশনএর ব্যাপারে কোনরকম দলগত কাজ করা উচিত নয়। তবে কনভেনশন যেটা সেটা ডাক্তার রায়ের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তিনি কনভিন্সড্ নন। রুলস কমিটি রুলস পরিবর্তনের জন্য অনুমোদন করেছে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি, বলেছি রুলস কমিটির শেষ মিটিংএ আপনি বসুন, কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত কনভিন্সড্ নন যে বিভিন্ন কমিটিতে মিনিস্টারের থাকা উচিত নয়। অবশ্য আমি জানি কয়েক বছর ডাক্তার রায়, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান থাকাতে কিছুটা উপকার হয়েছে—পার্টিশনএর পর আমরা প্রথম যখন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে ১৯৫০ সালে বসলাম তখন দেখলাম ১৯৪৫-৪৬ সালের পোস্ট পার্টিশন যেসমস্ত বাজেট সেগুলি আসতে আরম্ভ করল। ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশন হয়ে যাবার পর দেখলাম গাদাখানেক আইটেম জমা হয়েছে যা ডিসপোজড্ অফ হয় নি এবং সেখানে ফাইন্যান্সএর হেড যিনি তিনি থাকাতে সেগুলি ডিসপোজড্ অফ করার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান থাকলে এটা সম্ভব হত না। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯৫২-৫৩ সালের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাজেট নিয়ে সাত বছর পর এখন আমরা আলোচনা করছি অন্তত আরও চার বছর আগে এই রিপোর্ট বিবেচনা করতে পারতাম। এখানে আমার কতকগুলি অভিযোগ আছে গভর্নমেন্টের

[4-30—4-40 p.m.]

প্রতি এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টারএর প্রতি, চেয়ারম্যান, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, তাঁর বিরুদ্ধে আমার ২-১টি অভিযোগ আছে। দুই বৎসর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিং ডাকা হয় নি। অথচ এই ১৯৫২-৫৩ সালের রিপোর্ট আমাদের হাতে ছিল, দুই বৎসর আমাদের পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিং ডাকা হয় নি, তার কারণ হচ্ছে কি, রুলএ কোন কিছু নেই। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এখান থেকে ইলেকটেড হয় কিন্তু ফার্স্ট মিটিং অফ দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি কে ডাকবেন, কনভেনার কে তা রুলএ নেই। অতএব এটা একটা লেজিসলেটিভ ডিপার্ট-মেন্টের ব্যাপার, এটা এসেম্বলীর ব্যাপার, অতএব আমার মতে

Assembly Secretary should be the convener of the Public Accounts Committee

কিন্তু কার্যত দাঁড়িয়েছে ফাইন্যান্স সেক্রেটারী ইজ দি কনভেনার। অর্থাৎ ফাইন্যান্স সেক্রেটারীর যখন সুবিধা হয় তখন তিনি মিটিং ডাকেন—এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ গভর্নমেন্ট বা রাইটার্স বিল্ডিংসএর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ইজ দি ক্রিচার অফ দিস এসেম্বলী, কাজেই এই এসেম্বলী সংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁর উপর ভার আছে তিনিই ডাকবেন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ফার্স্ট মিটিং। এই ফার্স্ট মিটিংএ চেয়ারম্যান ইলেকটেড হবেন এবং তার পর

থেকে চেয়ারম্যান দেন উড ন্যাচুরালি বি দি কনভেনার, এইটা হওয়া উচিত। সেক্রেটারী অফ দি এসেম্বলীকে কনভেনার না করার ফলেতে এই দুই বৎসর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিং হয় নি। ইতিমধ্যে কি হয়েছে জানেন, ইতিমধ্যে আমাদের হাতে আরো চার বৎসরের রিপোর্ট জড় হয়ে আছে। এই ১৯৫২-৫৩ থেকে আপ টু ১৯৫৬-৫৭-এর রিপোর্ট আমাদের হাতে জড় হয়ে আছে। এবং ১৯৫৭-৫৮-এর রিপোর্ট এ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেল বলছেন যে ইট ইজ অলমোস্ট রেডি, প্রিন্টিংও রেডি, তিনি যে-কোন সময়ে দিতে পারেন। এটাও একটা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, অডিট রিপোর্ট ছাপা হয়ে আসবার পরেতেও সেটাকে আটকে রেখে থাকেন কিছুকাল কেবিনেটে কন্সিডার করবার জন্য। অবাক কান্ড কেবিনেট আবার কি কন্সিডার করবেন। কেবিনেট কি কন্সিডার করে অডিটর-জেনারেলের রিপোর্ট খন্ডন করে দেবেন ? এবং কেবিনেট বা ডিপার্টমেন্টের যদি কোন বক্তব্য থাকে তবে তা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সামনে আসবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটা রেখে দেন কেন, না কেবিনেট দেখবে। কেবিনেটের দেখবার কোন কারণ নেই, আমার মতে হচ্ছে যে মুহূর্তে অডিটর-জেনারেল প্রিন্টেড কপি পাঠিয়ে দেবেন, দ্যাট সুড বি লেড বিফোর দি হাউস, একদিনও দেরী করা উচিত নয়। সম্প্রতি যে মিটিংটার কথা জ্যোতি-বাবু এখনই বলছিলেন যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানদের মিটিং দিল্লীতে হয়, আমি আগেও বলেছিলাম যে এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সম্বন্ধে কি মনোভাব গভর্নমেন্ট ও মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেন যার জন্য এতদিন পরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিং হচ্ছে, তিনি ১½ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করলেন ? ১½ ঘন্টা ত আমি একাই বলতে পারি। কাজেই ১½ ঘন্টা সময় তিনি যে নির্ধারণ করলেন তাতে এটা ঠিক যে তিনি এটাকে উপেক্ষার চোখে দেখেন। তিনি মনে করেন যে, এখানে এসে বিরোধী পক্ষ কিছুটা বকবক করবে- তাঁর ভাষাও তাই, তাবজন্য ১½ ঘন্টা অযথা পন্ডশ্রম বলে তিনি মনে করেন। এই ধারণার ভিতর থেকে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিকে এত অগ্রাহ্য করা হয়। এই যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি রিপোর্ট আমাদের সামনে এসেছে এটা ফুল রিপোর্ট নয়। আপনি দেখে থাকবেন যে এর ভিতর প্রসিডিংস কোথাও নেই।

এই যে রিপোর্ট এটা ফুল রিপোর্ট নয়, শুধু এতে আছে আমাদের কমিটির যে ফাইন্ডিং সেটুকু এবং গভর্নমেন্টের পরে যেসমস্ত এক্সপ্লানেশন দেওয়া দরকার। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির প্রোসিডিংস ছাপা হয় নি, কারণ কি ? কারণ হল খোঁজ নিয়ে জানলুম আরও দুবছর ইন দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি পরীক্ষা করেছিলাম তার একটা রিপোর্ট লেখা হয়েছে যেটা নিয়ে একদিন এসেম্বলী চলাকালীন বসা ঠিক হয়েছে, ডেট ঠিক হয় নি সেটা চেয়ারম্যানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি একটা দিন বলবেন মর্নিংএ যেদিন কাউন্সিল থাকবে না। আমরা একসঙ্গে বসে করলে ৩ বছরের রিপোর্ট আসত এবং আমি বলেছিলাম একসঙ্গে নোট অফ ডিসেন্ট একটা সাপ্লিমেন্টারী নোট দেব কিন্তু প্রোসিডিংস না আসার ফলে সেটা দেওয়া হয় নি, পরে রিপোর্ট দিতে হবে। কিন্তু এই হল আমার অভিযোগ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এখনও আরও দুটো বছর রয়েছে। যদি এরিয়ার্স না থাকত তাহলে পর আমার ধারণা এবার ১৯৫৬-৫৭-এর যে রিপোর্ট এই সেসনেই আলোচনা করতে পারি। ১৯৫৬-৫৭-এর বাজেটের উপর যে অডিট রিপোর্ট তার আলোচনা এই সেসনে করতে পারতাম কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। এখন সেটা আমি পড়ছিলাম যে, নিউ দিল্লীতে

Mr. Anantasayanam Ayyanger, Speaker of the Lok Sabha, has described the Public Accounts Committee and the Estimates Committee as the eyes of the Legislature in the exercise of financial control over public expenditure...

দেখুন কতখানি এর তিনি সম্মান দিচ্ছেন। এ হল দুটো চোখ, আমরা হচ্ছি একচক্ষু। বাংলা এসেম্বলীতে শুধু পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি আছে, এস্টিমেট কমিটি নাই

Mr. Ayyanger who was inaugurating the second conference of the Chairmen of the Public Accounts Committee yesterday said that in a democratic form of government it was the prerogative of the legislature to exercise control over taxation to vote supplies for public expenditure and to ensure that the executive applied funds for the purpose for which they were granted. By the institution of the public accounts committee the legislature had provided a mechanism to secure the accountability of the executive in respect of all expenditure voted by the legislature. By the very nature of its duties the

examination of the public accounts committee was post-mortem, but its effect did not suffer in any way on this account. He suggested that the audit report should be presented to the legislature within six months of the close of the financial year and the public accounts committee should present its report thereon either before or during the following budget session. Where important cases of misuse of public money came to the notice of the Controller and Auditor-General, such report should be made currently during the year.

ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের আরও ইম্পর্টেন্স বাড়ছে। এখন ও'র যে বক্তব্য আয়েঙ্গার সাহেবের সেই মত অনুসারে এই বছরের যে বাজেট করেছিলেন ১৯৫৯-৬০ সেটা ক্লোজ হতে যাচ্ছে ১৯৬০ মার্চে, তাহলে পর ছ'মাসের ভিতর অর্থাৎ বাই সেপ্টেম্বর ১৯৬০-র পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট হওয়া চাই এবং ইমিডিয়েট পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বসা চাই। তাহলে পর ১৯৬১-৬২-এর বাজেটে ডিসকাশনের সময় আমরা এই যে বাজেট করলুম সেটা ১৯৬১-৬২-তে করা উচিত এই হল আয়েঙ্গার সাহেবের মত অর্থাৎ দুবছরের মধ্যে। আমি বহু আগেই সাজেস্ট করেছিলাম, এই দুবছর আদর্শ হতে পারে কিন্তু সেটা অবাস্তব। সাজেস্ট করলেন, নোট দিলেন ২½ থেকে ৩ বছরে হওয়া সম্ভব অবশ্য কিছু কঠিন নয়—উনি বলেছেন ছ'মাসের অডিট রিপোর্ট দেবেন, দিতে পারেন, তার পক্ষে, কম্প্রোলার-জেনারেলের পক্ষে অসুবিধা নাই কিন্তু সেটা ছাপা হতে কিছুটা সময় লাগে, ছ'মাস কেন আরও বেশি সময় লাগে। তাহলে পর একটা ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ক্লোজ হলে পর সেটা আস্তে আস্তে আরও যদি যায় তাহলে নেক্সট্ ফাইনানসিয়াল ইয়ারে বাজেট সেসনে হচ্ছে তা অন্তত প্রেজেন্ট করা যেতে পারে। দুবছর পর এটা ক্লোজ হল তারপর এক বছর এবং আরও এক বছর অর্থাৎ এখন যে ১৯৫৭-৫৮-এর বাজেট এই সময়ে এই সেসনে আমাদের হাতে আসা উচিত।

[4-40—4-50 p.m.]

আমি শুনেছি ১৯৫৭-৫৮-র রিপোর্টও প্রায় রেডি। আর একটু তাড়া করলেই এই সেসনেই আসতে পারে। তখন তখনই যদি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সিটিং বসে তাহলে নেক্সট্ সেসনে এটা আসতে পারে। আপনি দয়া করে এই কাজটা করুন। এই সেসন শেষ হবার আগে যদি ১৯৬১ রিপোর্ট না এসে থাকে তাহলে তৃতীয় বৎসরের হওয়া উচিত। এই পয়েন্ট নিয়ে পি-এ কমিটিতে আমাকে অনেক তর্ক এবং বিরোধ করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। ৩ বৎসরের বেশি সময় ল্যাপস হল, এইটার জন্য গভর্নমেন্ট সুড বি সেন্সর্ড, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট সুড বি সেন্সর্ড। যে বৎসরের বাজেট পাস করা হল তার থেকে ৩ বৎসরের মধ্যে হওয়া উচিত, নৈলে অনেক অসুবিধা ঘটে; সেসমস্ত হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট নানা প্রকারে ট্রান্সফার হবার ফলে—অন্যত্র চলে যাবার দরুন তাদের দায়ী করা যায় না। যতই দেরী হয় ততই গোলমাল সমস্ত চাপে যায়। আমি একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি -ফিসারী ডিপার্টমেন্টের বর্তমান হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। অথচ যে ভদ্রলোক অন্যায় কন্ট্রাক্ট বা অর্ডার প্রভৃতি দিয়েছিলেন তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এর পরের বৎসর থেকে প্রস্তাব এনেছিলাম যে যে অফিসার রেসপন্সিবল, যার হাত দিয়ে কাজ হয়েছে,

he must be present in Public Accounts Committee and he should be answerable

কমিটির মেম্বারদের কাছে এবং

that officer must be called and he should be made to answer.

দ্বিতীয়ত আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি বহু জিনিসে একচুয়ালি ক্যাবিনেট থেকে যে-কোন ডিসিসনের ব্যাপারে আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলো যেন সাইকোপ্যান্ট হয়ে গিয়েছে, ক্যাবিনেট ডিসিসন তারা নির্বিচারে করে যায়। অন্যায় কোন জিনিসও যদি ক্যাবিনেট থেকে আসে সে জিনিসটা পর্যন্ত চলে যায়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পর্যন্ত ঐ একই জিনিস চলছে। ক্যাবিনেটের ডেমোক্রেটিক স্ট্যান্ডার্ড উঁচু নয়, নিম্ন স্তরের, অত্যন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্রের ব্যাপার। ডিপার্টমেন্টের যদি স্বাতন্ত্র্য নেওয়া হয় তাহলে কোন কোন ভদ্রলোকের প্রমোশনের সুবিধা হয় না। সেইজন্য

যে স্বাতন্ত্র থাকা উচিত তা নাই। ফলে দিনের পর দিন এফিসিয়েন্সি কমে যাচ্ছে. অফিসারের সংখ্যা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে বাড়ছে। ডিপার্টমেন্টের উপর ডিপার্টমেন্টাল হেডের যে কর্তৃত্ব, যে পাওয়ার থাকা উচিত তা থাকতে পারছে না. এই রকম একটা ভিসিয়াস চক্র, পাপচক্র হয়েছে বলে। এই কারণে আমার মনে হয় এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের সম্পূর্ণ নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যেমন ধরুন আজকে আমরা এই যে জিনিসটা আলোচনা করতে বসেছি আপনি আমাকে বলবার জন্য ডেকেছেন এটা কি ও'রা সিরিয়াসলি নিয়েছেন?

Did the Chairman of the Public Accounts Committee present the Report to the House?

আপনি আমাকে ডাকলেন বলবার জন্য, উচিত ছিল ডাক্তার রায়ের আর কোথাও এনগেজমেন্ট না থাক টেবিলে লে ডাউন করলেই কি—

Mr. Speaker: I am sorry, I did not disclose to the House earlier that somebody is in death-bed and that is the reason why Dr. Roy had to leave the House.

Sj. Bankim Mukherjee: That's all right. I don't mind his going, but even then this discussion should have been postponed.

এটা সিরিয়াসলি নিলে পর নিশ্চয়ই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির

Chairman should present the report and make a speech.

এবং তার হবে আর একটা ক্লোজিং স্পীচ। স্যার, আমার বক্তৃতার ও চিন্তার জোর নষ্ট হয়ে যায় এই রকম ব্যাপারে।

Mr. Speaker:

এখন আপনি দয়া করে বলে যান।

Sj. Bankim Mukherjee:

যা দেখছি, সিরিয়াসলি এই দিকে চেষ্টা করলে পর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ এগিয়ে দেওয়া যেত। এই যে দুবৎসর আমরা রেখে দিয়েছি—রিপোর্টটা এর মধ্যে শেষ করা প্রয়োজন সেটা যে কবে হবে জানি না। সেসনের ভিতর হওয়া উচিত ছিল। এ সেসন শেষ হবার পরে নেক্সট্ সেসন কবে হচ্ছে জানি না। অন্ততঃ এখান থেকে প্রস্তাব যাওয়া উচিত বাকি যে দুবছরের আছে তার রিপোর্ট যেন শীঘ্র শেষ হয়। এবং যেন ডিস্ট্রিবিউট হয় ইন দি এসেম্বলী আর দুটো বৎসর যেটা আমাদের হাতে রইল এবং হ্যাজ বিন লেইড অন দি টেবল সেটাকে সেটেল করে যেন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির বিচার শেষ করেন

between this session and the next session.

তাহলে পর ১৯৫৭-৫৮-এর রিপোর্ট এবছর যদি নেওয়া যায়, এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছে খোঁজ নেব—তা ছাপা হয়েছে কিনা—যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা ১৯৫৭-৫৮-এর রিপোর্ট ১৯৫৯-এর মাঝামাঝি আলোচনা করতে পারব। এদিকে এরিয়ার্স চলে গেলে পর আমরা গোড়া থেকে যে রুটিন রাখার চেষ্টা করছি সেই রুটিন অনুসারে এবছরের মার্চে যে বাজেট শেষ করছি তার রিপোর্ট শেষ হবে নেক্সট্ মার্চে, তাহলে পর অডিট রিপোর্ট এবং পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট যদি আমরা শেষ করতে পারি উইদিন থ্রি ইয়ার্স তাহলে পর এই পোস্ট মর্টেম একজামিনেশনের কিছু স্বার্থকতা থাকে। তাহলে পর কিছুটা এফেক্ট অন দি ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের আমরা যেসব মন্তব্য করব তা থেকে হয়ত হতে পারবে। ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে এটা পড়ে থাকার কারণ, আপনি জানেন এই যে বাজেট এস্টিমেট এই যে একেবারে লুজ, আর এই যে লুজনেস হচ্ছে বাজেট এস্টিমেটের মধ্যে তার কারণ এ সম্বন্ধে তাদের কোন চিন্তা নাই। অডিটর-জেনারেল কি বলছেন, এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল কি বলছেন তার জন্য কোন চিন্তা নাই। যা ইচ্ছা বাজেটে অঙ্ক বসিয়ে দিলেন তার জন্য কোন চিন্তা তারা কোন প্রকারের করেন না। আমাদের রেভিনিউ ৭০ কোটি টাকা, বাজেটে এক্সপেন্ডিচার ১০০ কোটি টাকা। ৩০ কোটি টাকা

থার। যা ইচ্ছা একটা অঙ্ক বসিয়ে দিলেই যদি বাজেট হয়, প্রাথমিক শিক্ষার পাটীগণিতের মতন, তাহলে কোন মুশকিল নাই, বাজেট করা অতি সহজ হয়। তার পরে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ও রিভাইজড্ এস্টিমেট এলো এবং তাতেও যদি না কুলোয় শেষ পর্যন্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মারফৎ কনডোন্ড জিনিসকে রেগুলারাইজ করবার জন্য এসেম্বলির সামনে আসবে। তার পর এসেম্বলি জিনিসটাকে রেগুলারাইজ করলেই আইনগত আর কোন বাধা থাকল না।

আপনারা দেখবেন সেই ১৯৫২-৫৩-র গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পেজেস ৩-৪, প্যারাগ্রাফ ফাইভ থেকে আরম্ভ করে যতগুলি একসেস এ্যান্ড সেভিংস তা দেখলে পর অবাক হয়ে যেতে হয়।

[4-50—5 p.m.]

২৫ পার্সেন্ট, ৩০ পার্সেন্ট, ৯৭ পার্সেন্ট এবং একটা অবশ্য ১০০ পার্সেন্ট—তার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে—অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিসের একটা কেসে তাঁরা হেরেছিলেন বলে কিছু টাকা দিতে হয়েছিল এবং সেটা তাঁদের কন্সোলিডেটেড ফান্ড থেকে দিতে হবে কারণ তার কোন ব্যবস্থা বাজেটে ছিল না। এইসব হলে না হয় আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু আর যেসমস্ত ৩০ পার্সেন্ট, ৪০ পার্সেন্ট, প্লাস এবং মাইনাস এর ডিফারেন্স বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ৭ বছর পরে যখন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এটা নিয়ে বসল তখন আমরা যারা মেম্বার অফ দি পি-এ কমিটি তাঁদের পক্ষে এই জিনিস নিয়ে পারসু করার মত দম থাকে না। অর্থাৎ কেন একসেস হল এই নিয়ে সেখানে বসে প্রশ্ন করার মন আর থাকে না। এক কথায় বলা যায় যে ৭ বছর পরে এটাকে ঘাটিয়ে আর লাভ কি আছে? কিন্তু এটা যদি ২-৩ বছর অন্তর হয় তাহলে খানিকটা ফ্রেসনেস থাকে এবং ডিপার্টমেন্টও খানিকটা কসাস হতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অনেক এক্সপ্লানেশান দিয়েছেন এবং সেই সমস্ত এক্সপ্লানেশানের মধ্যে কতকগুলি এক্সপ্লানেশান যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একটা লিমিট থাকা উচিত প্লজিবল এক্সপ্লানেশান এবং বিজনেবল এক্সপ্লানেশান দেবার। কারণ সব যদি এক্সপ্লেন করা যায় তাহলে আরও একটু ক্লোজার স্ক্রুটিনি আমরা করতে পারতাম। তাঁরা যেখানে এক্সপ্লানেশান দিচ্ছেন সেখানে আরও ক্লোজার স্ক্রুটিনি করলে দেখা যায় যে এত সহজ এক্সপ্লানেশান নয়। অধিকাংশ জায়গায় বলা হচ্ছে যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত ঠিক হয় নি। আমরা এখানে ডিপার্টমেন্টের উত্তর মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার তখনই মনে হয়েছে যে একটু খুটিয়ে দেখা উচিত যে কবে সেটেল হয়েছে কি তাঁরা লিখেছেন ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে সেখানে তাহলে আমরা দেখতে পাব যে ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে জানিয়েছেন এবং পরে যে তার পরে তাদের জবাব ঠিক সময়মত হতে পারে না। আমরা কম্যুনিটি ডেভালপমেন্টে দেখছি যে সেখানে ৯৭ পার্সেন্ট খরচই হয় নি। মিসলেনিয়াস কম্যুনিটি ডেভালপমেন্ট প্রোজেক্ট অরিজিন্যাল গ্রান্ট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, আবার সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট দিচ্ছেন, কিন্তু সেখানে খরচ হচ্ছে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু কেন গভর্নমেন্ট আরও বেশি খরচ করতে পারলেন না সেটাই প্রশ্ন। এর উত্তরে তাঁরা বলেছেন যে,

pending the decision of the Central Government.

যেখনে একসেস হচ্ছে বা যেখানে সেভিংস হচ্ছে সে তাঁরা ঐ জিনিস বলেন। আবার এও বলেন

belated commencement of the work under the Schemes due mainly to the late receipt of the Union Government's approval to the estimate

অর্থাৎ ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের য়্যাপ্রুভাল অফ দি এস্টিমেট লেটে হয়েছে বলে ৯৭ পার্সেন্ট খরচ হল না। ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের একটা পার্ট হচ্ছে কম্যুনিটি ডেভালপমেন্ট। ঐসব যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের লোকসভার মেম্বারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডেভালপমেন্ট মিনিস্টারকে সেনসার করবার জন্য। অর্থাৎ আমরা সেখানে অপোজিশনের কাছে এই জিনিস পাঠাব যে, ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের কম্যুনিটি ডেভালপমেন্টে এতবড় একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যেটা পাঠাচ্ছেন সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্যাংশন করতে পারেন না বলে তাঁদের বিরুদ্ধে সেনসার মোশান আনা উচিত। দিস ইজ এ সেনসার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এবং তার বৈধ উপায় হচ্ছে থ্রু দি অপোজিশন। আমাদের যদি সমস্ত ফ্যাক্টস এবং হোল ফাইল দেওয়া হয় তাহলে আমরা সেখানে সেনসার আনতে পারি। আপনি এই রকম দেখবেন যে সেভিংস এ যেমন পার্সেন্ট ১৭, ২০, ২৫, ৩০—তেমনি একসেসের বেলায়।

এই রকম প্রত্যেকটা ডিটেলস বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে তাঁরা বেশ ভালই কমেন্টও করেছেন। আমাদের বাজেটের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা যে সুচিন্তিত নয় এ সম্বন্ধে কমেন্ট অনেক পেপার করেছেন যে একসেস এবং সেভিংস আমরা বাজেটে দেখতে পাচ্ছি। একটা বছরে আমরা দেখলাম যে য়্যাকচুয়াল গ্রান্ট হয়েছে, সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট হয়েছে, বাজেট হয়েছে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হয়েছে এবং সবশেষে দেখা গেল য়্যাকচুয়ালি অরিজিন্যাল বাজেটে যা গ্রান্ট ছিল সেটা খরচ করা হয় নি। অরিজিন্যাল বাজেটে যে গ্রান্ট ছিল সেটা খরচ হয় নি অথচ তারপর সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে—এটা হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এক্সট্রাঅর্ডিনারী চার্জেস অরিজিনাল গ্রান্টে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ, সাপ্লিমেন্টারী ৯০ লক্ষ, এক্সপেন্ডিচার ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ভাবুন যে অরিজিনাল গ্রান্ট হচ্ছে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ আর এক্সপেন্ডিচার হল ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ অথচ সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট নেওয়া হয় আমাদের এখানে মার্চ মাসে অর্থাৎ মার্চ মাসে আরো ফার্দার ৯০ লক্ষ টাকা নেওয়া হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট যখন তখনও পর্যন্ত খরচ না হওয়ায় ৬০-৭০ লক্ষ বা ৮০-৯০ লক্ষ টাকা হাতে রয়েছে।

Non-adjustment of losses on sale of subsidised food.

এই ব্যাখ্যাটা মোটেই সন্তোষজনক নয়, নন-এ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ লস এ্যাডজাস্ট করা হয় নি owing to non-completion of pro forma trading and profit and loss accounts.

প্রফিট এ্যান্ড লস এ্যাকাউন্ট কমপ্লিট করা হয় নি। তার মানে কি সেজন্য বেশি খরচ হয়ে গেল, না সেজন্য কম খরচ হল? তার মানে হচ্ছে তাদের হাতে আরো টাকা রয়েছে এটুকু বলতে পারেন যে আমরা জানি না কি হবে, পরে তারজন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে এটা নিচ্ছি।

Mr. Speaker:

বঙ্কিমবাবু আপনার ২৫ মিনিট টাইম ছিল, গণেশবাবু আপনাকে ২৫ মিনিট দিয়েছেন।

Sj. Bankim Mukherjee: No whip has got any right to fix the time.

Mr. Speaker: Then I won't accept any list from your whip.

Sj. Bankim Mukherjee:

শুধু এইটুকু এগ্রিমেন্ট থাকে, বাজেট ডিবেটে লিস্ট অফ স্পীকার্স দেওয়া থাকে, বাজেট ডিবেটে টাইম লিমিট থাকে।

That is for your own convenience.

Mr. Speaker:

আপনি বলুন, আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমি আর কখনও লিস্ট নেব না।

Sj. Bankim Mukherjee:

লিস্ট নেবেন না নেবেন সেটা আপনার ইচ্ছা।

Mr. Speaker: You pull up your Chief Whip. Don't tell me anything. I have not even asked for this list nor did I fix the time.

Sj. Bankim Mukherjee:

টোটাল টাইম ওয়ান এ্যান্ড এ হাফ আওয়ার্স এটা কে ফিক্স করলো?

Mr. Speaker:

দ্যাট ইজ এগ্রিড আপন। গভর্নমেন্ট যে টাইম ফিক্স করেন তা কনসাল্ট করেই করেন।

Sj. Bankim Mukherjee:

নো, স্যার, উই ডোন্ট এগ্রি। আমি ত গোড়ায়ই বলেছিলাম যে আমারই ১॥ ঘণ্টা লাগবে। আমি বলতে চাই যে, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টের ডিসকাশনকে তাঁরা যেন অত খেলো মনে না করেন যে মাত্র ১॥ ঘণ্টা টাইম তার জন্য দেবেন।

Mr. Speaker: I always accept what your whips say. If you do not want me to act on the basis of any agreement arrived at between the whips, I have no objection.

Sj. Bankim Mukherjee:

আপনি এইমাত্র দেখলেন যে এদিককার লিডার ঐ ফ্রাইডের ব্যাপারে বললেন।

Mr. Speaker:

কথা হচ্ছে যে আপনাদের পার্টির হুইপ গণেশবাবু এসে একটা লিস্ট দিয়ে গেলেন, তাতে নাম এবং টাইম আছে।

Sj. Bankim Mukherjee:

যাহোক আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করছি।

[5—5-10 p.m.]

অর্থাৎ কয়েকটা জিনিসে অডিট কমেন্ট হয়েছিল এবং ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্লানেশন দেওয়া হয়েছে এটা বহুভাবে এই হাউসে জানান হয়েছে যে, অডিট কমেন্ট করবার ঢের আগে ডিপার্টমেন্টের কাছে কয়েকবার একাউনট্যান্ট-জেনারেল তাদের কাছ থেকে কমেন্ট চেয়ে পাঠান—যদি তাদের কিছু বক্তব্য থাকে। একবার অডিট কমেন্ট হয়ে যাবার পর ডিপার্টমেন্টের কোন সাধ্য নাই কোন নোট বা এক্সপ্লানেশন দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি মনে করেছেন—এত বেশি এরিয়ার্স, ইরেগুলারিটিস, এবং এত বেশি রকমের এগজামিনেশন নোটস্ এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের অফিসে পড়ে আছে, আমরা ভেবেছিলাম পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সামনে কিছু কিছু এক্সপ্লানেশন লিখিতভাবে আসে তাহলে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির পক্ষে সেগুলি আলোচনা করা সুবিধা হবে। তার কারণ সেগুলি ডিপার্টমেন্টাল নোটস্ নেওয়া যায়। সেই ডিপার্টমেন্টাল নোটস্এর ভিতর আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, এমন কোন ডিপার্টমেন্ট নাই যারা এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল বা অডিটর-জেনারেলএর দোষ দেখে না—এতদূর তাদের ঔদ্ধত্য যে যাঁরা অপরাধী তাঁরাই এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের মন্তব্য করতে যান, তাঁর দোষত্রুটি দেখাতে যান। ডিপার্টমেন্টের এই ঔদ্ধত্য খানিকটা অন্তত সীমিত হওয়া উচিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে, ডিপার্টমেন্ট এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলকে প্রথমে যে উত্তর দেন এবং পরে যে উত্তর দেন তার ভিতর সামঞ্জস্য থাকে না, এবং এর ফাঁক দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে যান। পেজ ১৪, প্যারাগ্রাফ ১৭-তে দেখুন—ক্যানিংএর ওদিকে একটা খাল খননের ব্যাপার নিয়ে কি হল—একটা খাল খনন সমিতি আছে—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু তার সেক্রেটারী—তিনি উৎসাহী লোক—তাঁরা কিছু কাজ করেছেন সন্দেহ নাই কিছু লোক জড় করেছেন। গভর্নমেন্টের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, তিনি নিজেই বলেছেন—২০ হাজার টাকা তাঁরা লোক্যালি চাঁদা দেবেন, বাকীটা গভর্নমেন্ট দেবেন। পরে দেখা গেল, এগ্রিমেন্ট ইত্যাদি করেও পরে সেটা হল না—কি কারণে, না, গভর্নমেন্ট প্লীডার অসুস্থ। যেন আর কোন লোক নাই গভর্নমেন্টকে এই ব্যাপারে এ্যাসিস্ট করার। সেখানে

Chief Engineer, Irrigation, reported to the Government in October, 1952, that the committee excavated the channel in a haphazard way and adopted the canal alignment in such a way that the work done by the committee could not be dovetailed with the departmental scheme nor could it be completed by the department to make it useful. The expenditure of Rs.14,000 thus turned out to be wholly infructuous.

অর্থাৎ, সম্পূর্ণভাবে সেগুলি কাজে লাগান হবে না। চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন-এর রিপোর্ট ১৯৫২তে অডিটর-জেনারেলের অফিসে এসে যায়, তারপর, এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল কমেন্ট করেন, এবং পরে ডিপার্টমেন্টকে যখন সুযোগ দেওয়া হল তখন তাঁরা কি বললেন,

the expenditure incurred was not therefore wholly infructuous as remarked by Audit.

It had been ascertained that due to the excavation of a section of the drainage channel and the construction of the sluice box, accumulated water of about 400 acres of land lying in five mouzas under the scheme was drained into the Bidyadhari and that this area could be better utilised for agricultural operations.

এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল মোটেই বলেন নি যে সমস্ত টাকাটাই অপব্যয় হয়েছে, ১৪ হাজার ৪৫৭ টাকা বেশি হয়েছে—এত কাজ হয়েছে, এক একর জমিতে কাজ হয়েছে, এত কাজ গভর্নমেন্ট কমপ্লিট করতে পারে না, তার জন্য কি টাকা ওয়েস্ট হয়েছে? আমি এই ভদ্রলোককে জানি, তিনি ভালো লোক, সন্দেহ নাই, কিন্তু পাবলিক মানি নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, সেক্ষেত্রে এগ্রিমেন্ট ফুলফিল করতে হবে, শুধু সদিচ্ছা থাকলেই হবে না। আমি সবটা এখানে পড়লাম না—প্রাকটিক্যালি তাঁরা যে টাকাটা খরচ করেছেন গভর্নমেন্ট থেকে সেই টাকাটাই রিসিভ করেছেন।

তারপর, ফিসারি ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে ৩টা বিল জমা দেওয়া হয়েছে—কালিয়া, মাটিকাটা, ধোকা—কাঁচড়াপাড়া ডেভেলপমেন্ট এরিয়ার ভেতর এই তিনটা বিল সম্বন্ধে হল কি টেন্ডার কল করা হয়েছিল। যে ভদ্রলোক লোয়েস্ট টেন্ডার দেন তাঁকে কিন্তু দেওয়া হল না, কি বলে না, তাঁর উপর ফ্রেস ডিমান্ড যে, ৩০-৪০ টাকা মণ মাছ বিক্রী করতে হবে। তিনি যখন তাতে রাজী হলেন না তখন তাঁর পরের যে টেন্ডারার তাঁকে দেওয়া হল। তারপর, দেখা গেল এই ভদ্রলোক নিত্য নতুন অবজেকশন আরম্ভ করলেন। এ সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট এর স্টুডিবেকার গাড়ী সম্বন্ধে শোনা গিয়েছে আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র শ্রীপ্রতাপ মিত্র তাঁরা তাঁকে অযথা সহায়তা করেন যেকথা আমি গোড়াতেই বলেছি আপনাদের গণতন্ত্রের স্ট্যান্ডার্ড কত নীচুতে নেমে গিয়েছে ডিপার্টমেন্টাল হেডস্‌রা জেনেশুনে মন্ত্রীদের যদি স্বার্থ থাকে তাহলে সেইভাবে কাজ করেন যাই হোক, গভর্নমেন্ট থেকে এক্সপ্লানেশন দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্টের ইচ্ছা ছিল একজন ভালো লোক ও এক্সপিরিয়েন্স যাঁর আছে এমন লোককে নেওয়া হয় কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এঁদের কেউ, যিনি ফার্স্ট টেন্ডার দেন, তিনিও নন, এবং যিনি লোয়েস্ট টেন্ডার দেন তিনিও নন—তারপর, আবার তিনি নিত্য নূতন ফ্যাকড়া তুলছেন, তিনি এগ্রিমেন্ট পালন করেন নি। এতে করে তাঁকে অন্যায়ভাবে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপর, সেই ভদ্রলোক আরো বলছেন সেই জায়গায় খালই নাই, সেখানে রিফিউজীরা বসে আছে যার জন্য তাঁর যে কনট্রাক্ট তার থেকে তিনি অনেক কম দেবার চেষ্টা করছেন।

[5-10—5-35 p.m.]

সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা, যেটা এই হাউসে অনেকবার উঠেছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্ট থেকে মার্টিন-বার্ন কোম্পানীকে বহু টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বহু কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়, এবং তার মধ্যে টেন্ডার কল করা হয়েছে ১২টিতে আর ১৬টিতে কেবল নিগোসিয়েশন করে দেওয়া হয়েছে। যেগুলিতে টেন্ডার কল করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ওপেন টেন্ডার ইনভাইট করা হয় নি। কয়েকটি গভর্নমেন্টের নির্বাচিত ফার্ম থেকে টেন্ডার নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন কোন টেন্ডার ক্লজ করা হয় নি যাতে তাদের ধরা যায়। ডিপার্টমেন্ট এক্সপ্লানেশনে যা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই কাজগুলি এত জরুরী ছিল, যার জন্য টেন্ডার কল করবার সময় পাওয়া যায় নি। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে ঐ টাইমের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয় নি। গভর্নমেন্ট বলছেন অত্যান্ত জরুরী কাজের জন্য টেন্ডার কল করা হয় নি, অথচ সেই কাজ সময়মত সম্পন্ন না হওয়ার দরুন তাদের কোন রকম পানিসমেন্ট দেওয়া হয় নি। কারণ কন্ট্রাক্টের ভিতর কোন রকম পানিসমেন্ট ক্লজ রাখা হয় নি। এই সমস্ত

জিনিস হতে যে অনেক সময় লাগবে তা আমি রিপোর্টের মধ্যে পেয়েছি। যে ডিপার্টমেন্টাল নোট এক্সপ্লানেশনে দেওয়া হয়েছে—অডিট কমেন্ট, পেজ ২২, প্যারাগ্রাফ ২২—তাতেও নোটিস দেওয়া হয়েছে। যদি প্রোসিডিংস থাকত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তাহলে আরও ভালভাবে বোঝা যেত এই টেন্ডার কল করার ব্যাপারে কি রকম অরাজকতা চলছে। এখানে যিনি সবচেয়ে কম টেন্ডার দিয়েছিলেন তাঁকে বলা হল তোমাকে একবারে এত টাকা দেওয়া হবে না, তোমার টাকা এক বছর দু'বছর ফেলে রাখতে হবে। যেটা টেন্ডার কল করবার সময় চাওয়া হয় নি। এই সমস্ত নূতন শর্ত আরোপ করা হল। যখন টেন্ডার এ্যাডভার্টাইজ করা হল তখন এই সমস্ত শর্তের কথা বলা হয় নি। তখন সেকেন্ড হাইয়েস্ট টেন্ডারার যিনি তাঁকে দেওয়া হল। তারপর এখানে বলা হচ্ছে

"In one of the five cases mentioned above unusually and severely restrictive conditions for payment were imposed on the lowest tenderer after the tenders had been opened and evaluated. It was stipulated that against the tender amounting to Rs.19 lakhs the payment of as much as Rs.10 lakhs would be held back for six months. The balance of Rs.9 lakhs was to be paid during 1950-51 in the shape of material supplied by the department."

ফর সিক্স মান্থস। ছয় মাসের জন্য ১০ লাখ টাকার পেমেন্ট হবে না।

The balance of Rs.9 lakhs was to be paid during 1950-51 in the shape of material supplied by the department.

ইত্যাদি। তারপর হল কি? তিনি ঐ টার্ম-এ এগ্রি করলেন না, তাঁকে দেওয়া হল না।

But soon afterwards the firm pleaded for the relaxation of the restrictive clauses.

যাঁকে দেওয়া হল, তিনি ফর দি রিলাকসেশন অফ দি রেসট্রিকটিভ ক্লজেস-এর জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন এই রেসট্রিকটিভ ক্লজ দিয়ে যার লোয়েস্ট টেন্ডার তাকে ভাগান হল ফিল্ড থেকে। মার্টিন-বার্ন কোম্পানী এলেন, তাঁর লোয়েস্ট টেন্ডার নয়, তিনি এই রেসট্রিকটিভ ক্লজ স্বীকার করার দরুন তাঁকে দেওয়া হল। কিন্তু তিনি এসেই গভর্নমেন্টের কাছে লিখলেন

"pleaded for the relaxion of the restrictive clauses and Government issued orders in March, 1050, saying that all sums payable during 1950-51 on passed bills for works done and for supplying materials collected at site should be paid in full by the 31st May, 1951, the bills passed after 31st March, 1951, only being payable after six months from the date of completion of the work".

এখান থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে গভর্নমেন্টের সংগে কোন কোন পার্টির এমন দহরম-মহরম থাকে যে তাঁরা টেন্ডার কল করবার পর নানা প্রকার ফ্রড বা ফেরব্বাজী চালান। টেন্ডার কল করবার পর লোয়েস্ট টেন্ডার যে দিলো তাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হল না। তারপর গভর্নমেন্ট কতৃকগুলি রেসট্রিকটিভ ক্লজ আনলেন, সেটা তাঁরা স্বীকার না করাতে, ঐ টেন্ডার আদার পার্টি, গভর্নমেন্টের যিনি ফেভার্ড পার্টি, তাঁকে দিলেন। তিনি জানতেন যে রেসট্রিকটিভ ক্লজে নিলে তাঁর ব্যবসা চলবে না, কিন্তু, যেহেতু গভর্নমেন্ট তাঁর পক্ষে আছেন সেই হেতু তিনি তখন রেসট্রিকটিভ ক্লজেস স্বীকার করে আসেন। এবং তারপর গভর্নমেন্টের সংগে তাঁর যে পিরিতের সম্পর্ক, তার সুযোগ নিয়ে রেসট্রিকটিভ ক্লজগুলি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেন। এটা যদি ফ্রড না হয়, তাহলে চালাকি আর কাকে বলে? এই রকম একটা দুটো নয়, কয়েক বছর ধরে দেখছি প্রতিটি টেন্ডারের মধ্যে লুপহোল থাকে। আপনারা বলছেন আরজেন্সীর জন্য সেখানে লোয়েস্ট টেন্ডার গ্রহণ করা হয় নি। তাহলে সেখানে আরজেন্সীর জন্য কেন কোন পানিসমেন্ট ক্লজ রাখা হয় নি? যেখানে আরজেন্সী এত বেশি সেখানে এই নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে, তার শাস্তি হতে পারে, এই রকম একটা পেনাল্টি ক্লজ কেন রাখা হয় নি? এইভাবে আমরা দেখতে পাই বহু টেন্ডারার আসছে যারা গভর্নমেন্টের আইন-কানুন, নিয়ম সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে পদাঘাত করে বেরিয়ে যায়। অপ্রিয়কে সরিয়ে দিয়ে, যাতে তাঁদের প্রিয়পাত্ররা সুযোগ পান

তার ব্যবস্থা সরকার করছেন। যার জন্য দেখা যায় গভর্নমেন্ট তাঁদের নিজেদের লোককে, গভর্নমেন্টের সমস্ত আইন-কানুন থেকে রেহাই দেবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি তা বন্ধ করতে পারেন নি। এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি সম্বন্ধে এসেম্বলীতে ডিসকাশনের জন্য যে দেড় ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, চার, পাঁচ দিন সময় লাগবে, বিশেষ করে যখন এ্যাকাউন্টসগুলি পাহাড়ের মত জমা হয়ে রয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adiournment.]

[5-35—5-45 p.m.]

Mr. Speaker: Before discussion is resumed, I wish to say a few words regarding the procedure to be adopted with regard to speakers on these motions. We have followed the practice of accepting a list of speakers and the time allotted to each There is a departure today. I make no comments whatsoever. But there is a departure which should not be there because time is fixed by the Chief Whips and it is handed over to me and for the convenience of members I accept it. Otherwise I am not bound to accept any list from anybody nor stick to the time-table because honourable members must know on both sides that normally under the rules they are not entitled to a single minute more than 15 minutes. However, we shall follow the procedure we have been so far following if both Whips agree as they represent honourable members. There is a little misunderstanding today. I am told that Mr. Mukherjee was never told that 25 minutes were allotted to him and out of that little misunderstanding Mr Mukherjee took more time. It was explained to me during the recess and I accept the explanation. The result is going to be that a few more names have been given and I shall take them and the time allotted will also be followed. But the consequence also is going to be that the time allotted for discussion of the Annual Report of the Public Service Commission must of necessity be reduced.

Sj. Bankim Mukherjee:

স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য ছিল যে, বাজেটের সময় বাজেট ব্যাপারে টাইম বেঁধে দেওয়া হয় যে তোমাকে এত টাইম এ্যালোট করা হল কিন্তু এই ব্যাপারে তা হয় নি। এই যে ওয়ান এ্যান্ড এ হাফ আওয়ার-এর কোন এগ্রিমেন্ট হয় নি। গভর্নমেন্ট পার্টি তারা প্রোগ্রাম করেছেন। তাঁরা হয়ত বলতে পারেন যে এই ওয়ান এ্যান্ড এ হাফ আওয়ার এটা প্রোগ্রামে বহুদিন ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে কোন এগ্রিমেন্ট হয় নি।

Mr. Speaker: It may be, but then my attention should have been drawn earlier, and I would have given a decision. An agreement is an agreement, and an agreement by the Chief Whip is a solemn agreement with the Speaker.

Sj. Bankim Mukherjee: There was no agreement.

Sj. Ganesh Ghosh: There was no agreement with regard to the division of time, or the subjects. It was in the programme, and it was accepted.

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, the trouble is this, you never read the law. If you did, you would not have made a statement. It is a solemn agreement. However, I will stick to the time table, but I have told you the consequences. Mr. Mihir Lal Chatterjee will speak now.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, ১৯৫২-৫৩ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্ট-এর অডিট রিপোর্টের উপর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা আজ এতদিনে হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন রিপোর্ট এবং অডিট রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। আমরা কোথায় আজকে ১৯৫৬-৫৭ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্ট এ্যান্ড পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনা করবো, তা নয়, আমরা আলোচনা করছি ১৯৫২-৫৩ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্ট এ্যান্ড পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টের উপর। স্যার, প্রথমে কথা উঠেছে যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কে হবে না হবে। এই কথা এই হাউসের সকলেই জানেন যে, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে ৯ জন। এই ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন বিরোধী পক্ষের আর ৬ জন সদস্য হচ্ছে সরকার পক্ষের। কমিটির চেয়ারম্যান কে হবে না হবে সেই সম্বন্ধে আগে যদি রুল তৈরী না হয়ে থাকে তাহলে আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির একজন সদস্য হিসাবে বলতে পারি যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি মিটিংএ বসে ভোটাভুটি করা ছাড়া চেয়ারম্যান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। ৯ জন সদস্য কোথায় গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা করবে, তা নয়, কে চেয়রম্যান হবে না হবে তাই নিয়ে যদি ভোটাভুটি করতে হয়, যেহেতু রুলসে ব্যবস্থা নেই, তাহলে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিরোধীপক্ষ চাইবে যে তাদের একজন চেয়ারম্যান হোক, আর সরকার পক্ষের সংখ্যা বেশি, তারা চাইবে তাদের পক্ষের একজন চেয়ারম্যান হোক। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে বসে প্রত্যেক ব্যাপারে যদি ভোটাভুটি করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ কখনই ভালভাবে চলতে পারে না। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বৎসরে গভর্নমেন্ট যে টাকা নিয়েছে, যে টাকা খরচ করেছে, সেই খরচ ঠিকমত হয়েছে কিনা এই জিনিসের উপর এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল তাঁর অডিট রিপোর্ট পেশ করেন। সেই অডিট রিপোর্টের কপি পাঠান হয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাছে। ডিপার্টমেন্ট ঐ অডিট রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তি খণ্ডন এবং ত্রুটি সংশোধনের যথেষ্ট সময় পায় এবং ডিপার্টমেন্টের কৈফিয়ৎ পর্যন্ত ছাপা হয় এবং সেই মুদ্রিত কৈফিয়ৎ এ্যাকাউন্টস কমিটির সামনে পেশ করা হয়। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, প্রতি বৎসর সরকারী বিভাগগুলি অর্থব্যয় সংক্রান্ত বহু ব্যাপারে বড় ইরেগুলারিটি চালিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে কাজ হওয়া উচিত, অডিট অবজেকসনের রিপ্লাই যা যা উচিত, টাকা পয়সা খরচ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যেভাবে করা উচিত সেভাবে কাজ হয় না। এবং যে সম্বন্ধে এবারকার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে সবিস্তারে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে। এবার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টের বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সে বিষয়টি হচ্ছে, ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অডিট অবজেকসনের রিপ্লাইজ দেবার পরেও পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সভায় অডিট রিপোর্ট যখন আলোচনার জন্য পেশ হয় তার পরেও ডিপার্টমেন্ট অথরিটি আরও কিছু নূতন তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু সে সমস্ত তথ্য পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিংয়ে সরবরাহ করার আগে ডিপার্টমেন্ট কেন সরবরাহ করেন না এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছে? পরিপূর্ণ ডিপার্টমেন্টাল রিপ্লাই এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছে পেশ করার পর এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল তাঁর ফাইনাল রিপোর্ট যদি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে পেশ করেন তাহলে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সে বিষয়ে সবচেয়ে বড় ডিফিকাল্টি ডিপার্টমেন্টগুলি সৃষ্টি করে। অডিট অবজেকসন ডিপার্টমেন্টের কাছে জানালেও ডিপার্টমেন্ট ঘুমিয়ে থাকে, সময়মত জবাব দেয় না, যে জবাব দেয় তা পর্যাপ্ত নয়। তার পরে অনেক লেখালেখির পর হয়ত ডিপার্টমেন্টের ঘুম ভাঙ্গে। যে কৈফিয়ৎ আগে তাঁরা দিয়েছেন সেটা সাফিসিয়েন্ট নয়। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে তাঁরা নূতন কৈফিয়ৎ পরিবেশন করতে চান, যার খুঁটিনাটি এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের পক্ষে সভায় বসে তখনই যাচাই করা অসম্ভব। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির পক্ষে সত্যাসত্য নির্ধারণ কঠিন।

Mr. Speaker: On a point of information. I am not following your speech at all. Is it not the practice that even before the Public Accounts Committee meets, the Accountant-General if upon audit, finds any irregularity, he calls for an explanation ....

Sj. Mihirlal Chatterjee: Not only that, he submits a report to the Department.

Mr. Speaker: Leave that alone. Supposing the Agriculture Department have some items which are wrong. The Accountant-General notices that mistake or irregularity or whatever it is. He demands an explanation from that particular Department and after getting the explanation, whether satisfactory or unsatisfactory, a report is made and the Public Accounts Committee sits, if I may borrow a legal expression, to adjudicate and discuss upon that report. Therefore, the Accountant-General comes fully armed beforehand.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Not only that, when the Public Accounts Committee sits and the audit report and the departmental replies are placed before the Committee, at the meeting the Department gives certain more explanations which cannot be examined then and there. The Accountant-General cannot come prepared to examine those things.

Mr. Speaker: If that procedure is followed the result will be this. When the Public Accounts Committee is sitting, some further explanation is given by the Department according to you. Now for the verification of that if further time is allowed for further investigation and probe, then it will be difficult for the Committee to consider that.

Sj. Mihirlal Chatterjee: It is for that reason I was saying that if in the course of the discussion in the Public Accounts Committee certain more matters are brought into and after one explanation has been given by the department at one time if an additional explanation is given which cannot be verified by the A.G. then it becomes totally difficult for the P.A. Committee to ascertain what is the truth—how far the department is correct.

[5-45 5-55 p.m.]

আমি এই কথা বলতে চাই যে ডিপার্টমেন্ট একবার রিপ্লাই দেবার পরে দ্বিতীয় বার যদি কোন নূতন স্টেটমেন্ট করে, তবে সেই স্টেটমেন্ট যেন অডিটর-জেনারেলের কাছে আগে প্লেস করা হয়। এতে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজে সুবিধা হয়, তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে ডিপার্টমেন্ট থেকে নূতন এক্সপ্লানেশন দেওয়া হচ্ছে সেই এক্সপ্লানেশন এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছে সন্তোষজনক কিনা। এ সম্বন্ধে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি যে অপিনিয়ন এক্সপ্রেস করেছে সেইটা পড়ে শোনাতে চাই।

the committee feels that they would be justified in future to accept the accuracy of, and go by, the statements contained in the Comptroller and Auditor-General's report rather than the subsequent statements of facts by the departments unless they have previously been furnished to the Accountant-General's to enable him to make his comments.

পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এই রেকমেন্ডেশন করেছে। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার হিসাবে এই ডিফিকাল্টির সম্মুখীন আমাদের হতে হয়।

It is only with regard to facts.

একবার একটা ফ্যাক্ট যদি ডিপার্টমেন্ট থেকে পেশ করা হয়ে থাকে, এবং পরে সেই ফ্যাক্টকে কন্ট্রাডিক্ট করে বা অন্যভাবে টুইস্ট করে এক্সপ্লানেশন দেওয়া হয়, তাহলে এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল-এর পক্ষে সম্ভবপর নয় কমিটিতে বসে সেটা ভেরিফাই করা এবং কমিটি মেম্বারদের পক্ষেও ভেরিফাই করা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় কথা, ১৯৫২-৫৩ সালের কমিটির যে রিপোর্ট আমাদের আলোচ্য, সেই রিপোর্টে আমরা দেখছি যে কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে

Desirability of strict observance of departmental rules and regulation before incurring expenditure.

স্যার! তার উত্তরে ডিপার্টমেন্ট থেকে যে এ্যাকসন নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে ডিপার্টমেন্টের জবাবে বলা হয়েছে

The observation of the Committee has been brought to the notice of the various departments.

১৯৫১-৫২ সালের যে রিপোর্ট পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি পেশ করেছিলেন সেই রিপোর্টেও তারা ইরেগুলারিটি সম্বন্ধে ডিপার্টমেন্টগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা ১৯৫৯ সালে এ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিংএ বসেও দেখছি ঠিক সেই ইরেগুলারিটির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে; অর্থাৎ টাকা পয়সা খরচ করার ব্যাপারে যেসমস্ত রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস্ প্রতিপালন করা উচিত ছিল ডিপার্টমেন্ট সেই রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস্ ফলো করেন নি এবং তার বহু ইন্সটান্স এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন রিপোর্ট যদি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন। পাতায় পাতায় দৃষ্টান্তের কোনই অভাব নেই। মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবু সবিস্তারে অনেক দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন ফিসারি ডিপার্টমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেছেন, এক্সট্রাঅর্ডিনারী চার্জেস সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেছেন। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বার বার বলেছেন -দি বাজেট মাস্ট বি এ রিয়েল বাজেট। অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টগুলি যেন আপন আপন বিভাগের বাজেট তৈরীর ব্যাপারে হুঁসিয়ার ও বাস্তববোধসম্পন্ন হন। বাজেট তৈরী করবার সময় এমন কোন হিসাব দেখাবেন না, এমন টাকা চাইবেন না যেটা তাঁরা খরচ করতে পারেন না। আমরা দেখছি ১৯৫১-৫২ সালের রিপোর্টে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি যে-কথা বলেছিলেন ১৯৫৮-৫৯ সালেও ঠিক সেই জিনিস ঘটছে। কেন তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? বঙ্কিমবাবু বলে গেলেন ৯৭·১ পার্সেন্ট টাকা, এক্সট্রাঅর্ডিনারী চার্জেস সংক্রান্ত, খরচ করা হয় নি। একটা বিশেষ ব্যাপারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ইরিগেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। ইরিগেশন খাতে দেখছি ১৯৫২-৫৩ সালে ২৫ পার্সেন্ট টাকা খরচ হয় নি এবং খরচ না হওয়ার ফলে কি পরিমাণ কাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার একটা সামান্য হিসাব দিতে চাই -

পিয়ালী-মাতলা ড্রেনেজ স্কীমে, সেই রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, ৯৫ হাজার টাকা খরচ করবার কথা ছিল, জনসাধারণ নিজেদের কন্ট্রিবিউসন ২০ হাজার টাকা খরচ করছে, এবং সেই ২০ হাজার টাকা খরচ করে যে কাজ করছে তাতে ৪০০ একর জমি উদ্ধার হয়েছে। ৪০০ একর জমিতে কম সে কম ৭০-৮০ হাজার টাকার ধান উৎপাদন করেছে। ২০ হাজার টাকা খরচ করে জনসাধারণ তাদের নিজের উৎসাহে ৭০-৮০ হাজার টাকার ধান উৎপাদন করবার সুযোগ-সুবিধা করে নিয়েছে; কিন্তু ডিপার্টমেন্ট তার বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারে নি। এটা একটা দুঃখের কথা। ডিপার্টমেন্ট বলে যে, সেই পিয়ালী-মাতলার যে ড্রেনেজ কমিটি ছিল সেই কমিটির যিনি সেক্রেটারী তিনি নাকি এগ্রিমেন্ট ফরম পূরণ করতে পারেন নি, এগ্রিমেন্ট ফরম তৈরী করতে পারেন নি। কেন হয় নি? কারণ, যিনি গভর্নমেন্ট প্লীডার ছিলেন তিনি নাকি অসুস্থ ছিলেন, এবং অসুস্থ থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের মফঃস্বল অঞ্চলে কোন গভর্নমেন্ট প্লীডার অসুস্থ হলে আর একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট প্লীডার তাঁর কাজ চালিয়ে নেন। তাঁদের দ্বারা সামান্য এগ্রিমেন্ট ফরম তৈরী করা যায় না? সামান্য একটা এগ্রিমেন্ট ফরম তৈরী না করার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, সে টাকা খরচ হয় নি, এমন একটা ভাল স্কীমের জন্য। আমি সেইজন্য বলি, যতবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির পক্ষ থেকে যে রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস রিগার্ডিং এক্সপেন্ডিচার অফ মানি যেন স্ট্রিক্টলি ফলোড হয়, কিন্তু তথাপি আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি এবারকার রিপোর্টেও দেখতে পাচ্ছি যে ডিপার্টমেন্ট রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস মেনে চলছে না। আমরা চাই যে আর যেন কোন ডিপার্টমেন্ট ভবিষ্যতে এই রকম ইরেগুলারিটি না করেন।

Mr. Speaker:

একটা কথা অনারেবল মেম্বারদের কাছে জানতে চাই—

Is it your desire that the report of the Public Service Commission should not be discussed?

Sj. Mihirlal Chatterjee:

১৯৫৭-৫৮ সালের পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কোন মিটিং হয় নি। সেই মিটিং না হওয়ার জন্য মেম্বাররা দায়ী নন।

No meeting was called. It must be either due to the fault of the department or due to the fault of the Chairman of the Committee.

পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির দুবছর যে মিটিং হয় নি সেটা অত্যন্ত অনুচিত।

Mr. Speaker: As regards the Public Accounts Committee, I have never been in favour of two things—first, that the Opposition Party shall not preside over the meetings of the Public Accounts Committee—I have always thought that the Opposition Party should do so. But I also wish all the honourable members to take note of one fact. Mr. Bankim Mukherjee with great emphasis said "We have got the right to discuss the report of the Public Accounts Committee for so many hours" and so on. I may just inform every honourable member of the House that I have looked up Chubb's Control of Public Expenditure. I do not want to waste the time of the House. When they have spare time I would request honourable members to read the passage at page 192. The Report of the Public Accounts Committee is never discussed in England—it is never discussed except when a scandalous matter is involved—Public Accounts Committee's Report is not discussed in the House of Commons.

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee: There is an Estimates Committee there but we have not got an Estimates Committee.

Mr. Speaker: Estimates Committee is a different thing. That has nothing to do with this. Public Accounts Committee Report is a matter which arises out of the Accountant-General's Report. It is done on one of the voting on demand days. I do not want to shut out anything, but when you talk of convention or of procedure, it becomes my duty to draw your attention to such matter. Yes, Dr. Kanailal Bhattacharjee.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে রিপোর্ট আমরা আলোচনা করছি এই রিপোর্টটা যদিও ১৯৫২-৫৩ সালের এবং এটাকে যদিও পোস্ট মর্টেম একজামিন করা হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে তাহলেও আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত। এজন্য যে, সাধারণ মানুষের অর্থ সরকার যাতে ভালভাবে ব্যয় করেন। আপনি বলেছেন যে, পার্লামেন্টে নাকি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করা হয় না, কিন্তু সেখানে ট্রেজারীর একটা কন্ট্রোল এক্স-চেকারের উপর আছে বলে সেখানে স্ক্যান্ডালাস হবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা না থাকার ফলে এই অপব্যয় হয় এবং তারজন্য আমরা মনে করি হাউসে এসব আলোচনা হওয়া উচিত। এই রিপোর্ট এবং এর আগের রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে এক্সপেন্ডিচারের উপর গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রোল খুব কম এবং এই কন্ট্রোল যাতে ঠিকমত হয় তার জন্য পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বহুবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কন্ট্রোল এফেকটিভ হয় নি। এফেকটিভলি এক্সপেন্ডিচারের উপর কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না বলে অনেক স্ক্যান্ডালাস এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে এবং এর দ্বারা সরকারের সুনাম নষ্ট হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অর্থও অপব্যয়

হচ্ছে। এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তরফ থেকে এই সমস্ত ইরেগুলারিটিজ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তার ২-১টা সম্বন্ধে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। পিয়ালী-মাতলা খাল খনন সম্বন্ধে যে-কথা বঙ্কিমবাবু এবং মিহিরবাবু বলে গেলেন, তাঁরা যে জায়গা ফাঁক রেখেছেন সে সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখব। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পিয়ালী-মাতলা খাল খনন কমিটিকে সরকারের পক্ষ থেকে যে ১৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে সেটাকে ইরেগুলার পেমেন্ট বলে আমি মনে করি। প্রথম কথা এই কমিটি রেজিস্টার্ড কমিটি নয়। দ্বিতীয়, এই কমিটির সঙ্গে সরকারের একটা লিখিত চুক্তি হবার কথা ছিল, কিন্তু সেই চুক্তি কোনদিনই হয় নি। এই চুক্তি হবার আগে কমিটি মাত্র ২ হাজার টাকা খরচ করার পর সরকারের পক্ষ থেকে ১৪ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হল। সেই কমিটি মাত্র ১৬ হাজার টাকা খরচ করেছে। এইভাবে সরকারী অর্থের অপব্যয় এই কমিটির মাধ্যমে হচ্ছে সেটাকে আমি ইরেগুলারিটি বলে মনে করি এবং এ সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত, বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে। য়্যাডমিনিস্ট্রেটার জেনারেল অফিসিয়াল ট্রাস্টি এ্যাক্ট পরিচালনা করবার জন্য যে আয়-ব্যয়ের তফাৎ হয় এই ব্যাপারে সেখানে ডিপার্টমেন্টের রিপ্লাইতে যে-কথা বলা হয়েছে সেটা শুধু আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। ডিপার্টমেন্টের রিপ্লাইতে বলা হয়েছে যে আয় এবং ব্যয়ের সমতা যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আয়ের রাস্তাকে অর্থাৎ ফিস এবং কমিশন বাড়াতে হবে। ফিস এ্যান্ড কমিশন বাড়াতে গেলে যে সমস্ত ট্রাস্ট গভর্নমেন্টের হাতে আছে সে সমস্ত ট্রাস্ট নাকি ব্যাঙ্কে চলে যাবে।

In this connection, it may be mentioned that any large increase in the rates of fees and commissions would adversely affect the working of the offices, as persons would prefer to appoint banks, which have trust departments, as trustees.

এটা অত্যন্ত কন্ট্রাডিকটরি বলে মনে হচ্ছে। ব্যাঙ্ক যদি বিভিন্ন ট্রাস্টি হিসাবে বিভিন্ন ট্রাস্টের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাজ চালিয়ে লাভ করতে পারে, তাহলে সরকারী ডিপার্টমেন্ট ব্যাঙ্কের চেয়ে কিছু পরিমাণ কম করে অন্ততঃ ক্ষতিটা কেন বাঁচাতে পারবে না? আমি বলছি না যে লাভ করতে হবে ব্যাঙ্ক একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ লাভ করে কিন্তু সেদিক দিয়ে আমার মনে হয় এর মধ্যে যে অনেক গলতি আছে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ফিজ এবং কমিশন খুব বেশি বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না কিম্বা সরকারী কর্মচারীদের মাইনা কমানোর প্রয়োজন হবে না। কাজেই এর ভেতর যে গলদ এবং ফাঁক আছে সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করা উচিত এদিকে আমি জুডিসিয়াল মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে বলবো। আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডায়মন্ড হারবার রোডে বাড়ী ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে যে অপব্যয় হয়েছে তাতে হিসাব করে দেখছিলাম যে গত ১০ বছরে মাসে যদি ৩ হাজার টাকা করে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বছরে ৩৬ হাজার টাকা অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে অথচ সেখানে রিফিউজী বসে রয়েছে। আমি রিফিউজী মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এই ১০ বছরের মধ্যে কেন তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়া হয় নি। এই ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা যে খরচ হয়েছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের, এর জন্য দায়ী কে? সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই সমস্ত রিফিউজীদের ঠিকমত রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়া হ'ত তাহলে এতগুলি টাকা বেঁচে যেত। এ সম্বন্ধে আমি রিফিউজী মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে জবাব চাই, এর জবাবদিহি তাঁকে করতে হবে জনসাধারণের কাছে। এর পরে আমার বক্তব্য হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে টেন্ডার না নিয়ে ইনসেকটিসাইড এবং তার য়্যাপারেটাস কেনা হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখুন ডিপার্টমেন্টের ঔদ্ধত্যটা। তারা জবাব দিয়েছেন

the purchases were made from firms approved by the Government of India. The price is also fixed for Government supply. So the question of tender does not arise.

এমন কোন নিয়ম নেই ফাইনান্সিয়াল রুলস-এ যে গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য কোন ফর্ম-এ সাপ্লাইয়ের একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ হবে। তারা জানলেন না, গেলেন না, দেখলেন না, ফট করে জবাব দিয়ে দিলেন যে টেন্ডার ইনভাইট করার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তার পরে ডিপার্টমেন্টাল

রিম্পাইজ—যখন আবার এ জি-র অফিস থেকে তাদের কাছে পত্র গেল তখন তারা সেই ত্রুটি স্বীকার করেন এবং পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাছেও অবশ্য তারা সেই ত্রুটি এবং অন্যায় স্বীকার করেছেন কিন্তু এদিক থেকে ডিপার্টমেন্টের যাতে ভুল ত্রুটি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার। আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে মাটি কাটা এবং ফুলিয়া বিল সম্বন্ধে—বঙ্কিমবাবু এ সম্বন্ধে বলে গেছেন কিন্তু যে ২-১টা পয়েন্ট উনি বলেন নি সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। কিন্তু পরে যে মাটিকাটা বিলের টেন্ডার এবং কন্ডিশন বাতিল করা হয়েছিল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট নাকি সেখানে খানিকটা পোর্সন দখল করে আছে। আমার বক্তব্য, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা যদি এই মাটিকাটা বিল এবং করায়া বিলএর টেন্ডার ইনভাইট করার আগে, টেন্ডার নোটিসএর আগে সেই জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি সেখানে তদন্ত করেন তাহলে দেখতে পাবেন ঐ করায়া বিলের পাশেই রিফিউজীরা বসে আছে এবং তার কাছেই ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট খানিকটা বিল অকুপাই করে আছে এবং টেন্ডার নোটিস যদি ইনকরপোরেট করতেন তাহলে টেন্ডার চেঞ্জ করারও প্রশ্ন আসত না। যদি ডিপার্টমেন্টের হেডরা এই বিষয়ে নজর দিতেন তাহলে এইসব গলদ হবার সম্ভাবনা থাকত না বলে আমি মনে করি। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১৯৫২-৫৩ সালের পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে রিপোর্ট এখন আমাদের এসেম্বলীর সামনে রয়েছে শুধু তাই নয়, অন্যান্য বৎসরের কাজও এখন পর্যন্ত শেষ হয় নি। যদি কমিটির কাজ শেষ করতে হয় তাহলে কমিটির আরেকটি সিটিং দরকার এই ইয়ারে। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান এখানে নেই—যাই হোক, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ জানাব যে, কমিটির সিটিং যদি ঠিকমত আহ্বান করেন তাহলে কমিটির কাজ নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারবে।

[6-5 to 6-15 p.m.]

Sj. Tarapada Chaudhuri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমে দুটো জিনিস আপনার সামনে রাখতে চাই। প্রথমে হচ্ছে, সত্যিকারের এই রিপোর্ট পাবলিক এ্যাকাউন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেসন সম্বন্ধে কাজ করতে হলে যে ডিফিকাল্টিগুলি হচ্ছে সেগুলি আমাদের ধরতে হবে। কেন এত সেভিংস আমাদের হয় তার কারণ দেখতে হবে। প্রথম হচ্ছে, আজকাল ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে যেসমস্ত প্ল্যান তৈরী হচ্ছে প্রথমে স্টেট প্ল্যানস তৈরী হবার পর সেন্ট্রাল প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক রিভাইজড্ হবার পর এ্যালোকেশন হয় এবং তার পরে টাকা স্যাংসন হয় তার আবার স্কীমেটিক বাজেট হয়। সেই স্কীমেটিক বাজেট আসা, স্যাংসন আসা, এবং মাঝে মাঝে কাজ চলাকালীনও কাজের রিভিশন হয় এবং আজকে একটা আনসার্টেন অবস্থা আছে। ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে খুব বেশি ছিল, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে কিছুটা কমেছে এবং রুলস এ্যান্ড রেগুলেশন তৈরী হওয়ার দরুন কতগুলি সার্টেন পলিসি অবলম্বন করা হয়েছে। আজকে আমরা বাংলা গভর্নমেন্টের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর যে দোষটা দিচ্ছি তার মধ্যে কতগুলি ফ্যাক্টর আছে যার জন্য তাঁরা মোটেই দায়ী নন। প্রথম হল, সেন্টার থেকে যেভাবে নির্দেশ ও স্যাংশন, স্কীমেটিক বাজেট আসে- আপনারা বোধহয় দেখেছেন—১৯৫২-৫৩ সালে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে যে ৯৭ পার্সেন্ট টাকা বেঁচে গিয়েছে এবং তার যে ডিপার্টমেন্টাল রিপ্লাই তাদের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যাংশন এসেছিল—একটিমাত্র মাসের সময় তাঁরা পেয়েছেন তার মধ্যে এত টাকা খরচ করা অসম্ভব। অবশ্য খরচ বলতে যদি আপনারা বিলিয়ে দেওয়া বোঝেন তাহলে খুব সোজা এবং আমি একথা জানি, ইতিপূর্বে ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ উইভারদের জন্য কতগুলি টাকা এসেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে। আমি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখলাম যে একটা তাড়াহুড়া পড়ে গিয়েছে। ২-৩টা উইভার্স [illegible]-ই দেওয়া হল, আর যাকেই দেওয়া হল, ল্যাপ্স যাতে না হয়, কারণ আমরা এখানে আলোচনা করব সেভিংস হয়েছে বলে—যতটা খরচ দেখিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করা উচিত কি? কারণ, আমাদের দেখতে হবে টাকাটা যাতে অপব্যয় না হয়, বা অযথা ব্যয় না হয়। কাজেই সেভিং হলেই যে ধরে নিতে হবে অন্যায় হয়েছে তা নয়। কারণ, সেখানে ভাল মেটিরিয়ালস্ থাকা চাই, ইকুইপমেন্ট থাকা চাই এবং খরচ করার পার্সোনাল সুপারভিশনের এ্যারেঞ্জমেন্ট থাকা চাই। আপনি যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চলেছেন, না

আছে আপনার পার্সোনেল, না আছে ইকুইপমেন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকেই টাকা আসুক, আর যেখান থেকেই আসুক, আমি বলব যে এটা দেশের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর। কাজেই সেভিংস দেখলেই যে আতঙ্কিত হতে হবে তার কারণ একথাটাই আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। এখানে আমি আরেকটা জিনিস আপনার সামনে রাখতে চাই এই যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যবস্থা আছে এর পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোল করেন এটা খুব সত্যি কথা, কিন্তু ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের এমন কি ফিল্ড স্টাফ আছে যে তাঁরা টাকা প্রকৃত ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটা চেক করবে। নষ্ট হচ্ছে কিনা সেটা কি করে চেক করবে এবং টাইমলি ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে কিনা সেটা কি করে চেক করবে? আমি একটা জিনিস কোট করলে হয়তো বন্ধুরা বলবেন, আপনি আবার সোভিয়েট গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে কোট করছেন কেন, সেজন্য আমি কোট করব না। কিন্তু দেশে যখন ন্যাশনাল প্ল্যানিং চলবে তখন পূর্বেকার এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম চলতে পারে না। আজকে আমরা সেই ফ্রেম ওয়ার্কে কাজ করতে যাচ্ছি পূর্বে যেখানে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোল করতো আজও সেই ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোল করে যাচ্ছে। আজকে যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে সত্যিকারের একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেঞ্জের দরকার হয়েছে। আজকে বহু কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বলে তাঁরা সেখানে একটা মিনিস্ট্রী অফ স্টেট কন্ট্রোল করেছেন, সেখানে মিনিস্ট্রী অফ ফাইনান্সও আছে। মিনিস্ট্রী অফ স্টেট কন্ট্রোল কি করে সেখানে? যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন জায়গায় তাঁদের যাওয়ার অধিকার আছে—যে-কোন খাতাপত্র, ডকুমেন্ট তাঁরা চেক করতে পারেন ফিল্ডের যে-কোন লোককে তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন কিরকম কাজ হচ্ছে সেখানে পার্টি গভর্নমেন্ট, তাঁরা সেখানে পার্টি পিপলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অথচ আমাদের এখানে এসব করতে গেলেই লোকে বলবে, পার্টির মতামত অনুসারে চলছে। আমার কথা হচ্ছে, যদি কাজ চালাতে হয় তাহলে ঐ পার্টি সিস্টেমই চালু করতে হবে। কারণ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর রেসপন্সিবিলিটি যদি পার্টিকে নিতে হয়, তাহলে পার্টিকে জিজ্ঞাসা করেই করতে হবে যেমন করেছে সোভিয়েটের মিনিস্ট্রী অফ কন্ট্রোল এবং সেটা আমাদের দেশেও ইনট্রোডিউস করা উচিত এবং তাহলেই যথাযথ কাজ হতে পারে। তা না হলে অডিট হল, ভাউচার দেখান হল আর আমরা বললাম সব ঠিক আছে এভাবে কখনও চলতে পারে না। সেজন্যই আমি বলব, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির এখানে কোন ডিসকাশন হওয়ারও প্রয়োজন নাই। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ফিল্ড এক্সপ্লানেশন দেবে এবং ঘন ঘন বসবে এবং ফুল রিপোর্ট দেবে এই হাউসকে। এখানকার মত ৭ পাতার রিপোর্ট দেবে না। কারণ, আমি বলব, এটুকু টাইমের মধ্যে জাস্টিস করা সম্ভব নয়। কাজেই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি যদি আজকে সমস্ত এক্সপ্লানেশন নিয়ে ডিটেইলস এখানে পেশ করতো তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন আজকে পজিশনটা কি। এখনকার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির একটা মস্ত বড় অসুবিধা আছে এই ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট। আমরা যখনই এক্সপ্লানেশন চেয়েছি তখনই মেইন থিং হয়েছে এখানে রিপোর্ট হল, ধরে নিন, ফুড ডিপার্টমেন্ট, ডি পি এজেন্ট ধান কিনেছে, এখন প্রত্যেকের কাছে ডিটেইল্ড রিপোর্ট নিয়ে ডিপার্টমেন্টের থ্রুতে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে পৌঁছাবে।

[6-15 to 6-25 p.m.]

এইভাবে সিক্স-টাইম, সেভেন-টাইম, এইট-টাইম এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রয়েছে, তাকে অতিক্রম করে ফাইনান্সের কাছে পৌঁছালে তারা বলল—আমরা তো কত তাড়াতাড়ি পারি। তারা এক্সপ্লানেশন দিলেন আমরা একমাস দুই মাসের মধ্যে পারি কিন্তু স্টাফ যে অত্যান্ত কম, নেসেসারি স্টাফ দাও। তা দিলে হয়ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচার বাড়বে, কিন্তু আমি মনে করি নেসেসারি স্টাফ দেওয়া উচিত এবং বর্ধিত যে খরচ লাগবে সেটা আমি সেখানে সমর্থন করি। এতে যদি সে ফুলি কন্ট্রোল করতে পারে তাকে লোক দিতে হবে। লোক দেবেন না, স্টাফ দেবেন না অথচ বলবেন তোমরা রেসপন্সিবল, সেরকম রেসপন্সিবিলিটির কোন মানে হয় না। তারপর কতকগুলি সেভিং হয়েছে—হেল্থ সেন্টার কত করবার কথা ছিল, করলেন না, কেন করলেন না? সেখানে সাইটের ডিফিকাল্টি ছিল, লিগ্যাল টাইটেলের ব্যাপার ছিল, সর্টেজ অফ মেটিরিয়ালস ছিল, আবার ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার কম আছে, ট্রান্সপোর্ট ডিফিকাল্টিজ আছে—এসব ডিফিকাল্টিজ বহু জায়গায় আছে আর সেজন্য সেভিং হয় নি। আর একটা জিনিস নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে।

তার সম্বন্ধে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই। বঙ্কিমবাবু ও ডাঃ ভট্টাচার্য যা বলেছেন অতুল্য ঘোষ মহাশয় যে কাজটি করেছিলেন তার সম্বন্ধে। দেখুন আপনারা বলছেন যে জনসাধারণ এসে এতে ভালভাবে পার্টিসিপেট করে কাজ করুক এবং যাতে পাবলিক পার্টিসিপেশন হয়, পাবলিক কন্ট্রিবিউসন হয়, অর্থাৎ জনসাধারণ সহযোগিতা করে কাজ করুক। আমি বলবো, যে-কথা আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে বলেছিলাম যে, সেখানে একটা কমিটি নিয়ে কাজ করলে, তাতে ৭ হাজার মণ ধান বেশি বাড়বে, এবং এই রকম একটা স্কীমও হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন যে, ২০ হাজার টাকা দেবো এবং তাদের মধ্যে খুব বেশি এন্থুসিয়জম ও রেসপন্স দেখা গিয়েছিল। সেখানে যিনি কালেকটার ছিলেন তিনি মূর্খ লোক ছিলেন না- তিনি একটি কমিটি করে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর একটা এ্যালাইনমেন্ট হল যেটা চীফ ইঞ্জিনিয়ারের এ্যালাইনমেন্ট থেকে একটু আলাদা হল। তারপর গভর্নমেন্টের লোক এল বলল মশাই, ঠিক আছে। যেহেতু তাঁর এ্যালাইনমেন্ট মেনে নেওয়া হল না সেজন্যে চীফ ইঞ্জিনিয়ার গেলেন না। আমি বলব যে এই টাকাটা স্যাংসন হয় নি এর প্রধান কারণ চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অর্ডার ভায়োলেট করা হয়েছে। যদিও সেখানে অন্য এ্যালাইনমেন্ট দেখান হয়েছিল। আজকে ২০ হাজার টাকার কাজ করতে দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে সেখানে ১৪ হাজার টাকার কাজ হয়েছে অর্থাৎ ৬ হাজার টাকা পাবলিক বেশি দিয়েছে। আমরা বলব আজকে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দেখা দরকার এবং লেজিজলেচারের দেখা দরকার সেখানে পাবলিক প্ল্যানিং স্বতঃস্ফূর্ত হয়, পাবলিক টাকা দেয় সেখানে প্ল্যানিংয়ের দিনে সেটা যাতে এনকারেজড হয়, ডিসকারেজ করা উচিত নয়। সেখানকার কাজের যে রিপোর্ট দিয়েছে তা থেকে I can assume Mr. Chatterjee they have fulfilled more than that

কিন্তু যেহেতু সরকারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন এই এ্যালাইনমেন্ট হয় না অতএব আর তারা টাকা পেল না, তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের তাদের স্ট্রেনদেন করা উচিত যাতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এ্যারেঞ্জমেন্ট ভাল করা যায় তা দেখা উচিত, অন্ততঃ তাদের সাফিসিয়েন্ট স্টাফ দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা সব কিছু ফুল্লি কন্ট্রোল করতে পারে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কে হবে তা নিয়ে আমাদের এখনও পর্যন্ত যে রুল আছে তাতে ফাইনান্স মিনিস্টার, এক্স-অফিসিও কমিটি মেম্বার হবেন এই নিয়ম আছে এবং বঙ্কিমবাবু সেটা জানেন, পরে কি নিয়ম আমাদের হবে সেটা জানি না, আমাদের সামনে এখনও আসে নি, নতুন কোন নিয়ম হলে সেইমত কাজ হবে নিশ্চয়ই। আর চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারে পরিষ্কার করে পূর্বে বলা হয়েছে সকলে মিলে ভোট দিয়ে চীফ মিনিস্টারকে চেয়ারম্যান করেছেন। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির সামনে ১৯৫২-৫৩ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্টস যেটা এখন আলোচনা হচ্ছে সেটা এত দেরীতে কেন দেওয়া হল এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। আমি দেখছিলাম যে ১৯৫২-৫৩ সালের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্টস যেটা সেটা ১৪ই আগস্ট ১৯৫৬ সালে এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তার পরে ১৭ই আগস্ট তারিখে কেবিনেটে সেটা পেশ করা হয়। সকলেই জানেন ১৯৫৭ মার্চে ইলেকসন হয়, আমরা মনে করলাম নতুন মেম্বার্সদের কাছে এবং নতুন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে ওটা পেশ করব। সেজন্যে সেটা লেজিসলেচারের কাছে পেশ করেছিলাম ১০ই জুলাই ১৯৫৭। কাজেই আমরা দেরী করি নি, এ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের কাছ থেকে দেরী করে পেয়েছি। তবে মাননীয় সদস্যরা জানেন এখানে যেক'জন বক্তৃতা দিয়েছেন—এ পক্ষের এবং ও পক্ষের এ'রা সকলেই জানেন যে এইভাবে এরিয়ার্স থাকা সত্ত্বেও কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর ক'দিন বসলেই ও'রা প্রায় শেষ করে আনতে পারবেন। বঙ্কিমবাবু যেটা বলেছেন যে অন্ততঃ দুই বছর এক বছরের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাকাউন্টস বিবেচনা করে তার পরের দুই বছরের মধ্যে হওয়া উচিত আমার মনে হয় সেটা হওয়া সম্ভবপর।

প্রত্যেক সদস্য পিয়ালী-মাতলা সম্বন্ধে বলেছেন, এমন কি তারাপদ বাবুও বলেছেন যেন সেটা কি একটা ভয়ানক ব্যাপার, মনে হবে যেন কোটি কোটি টাকা সেখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে তারাপদ বাবু একথা বলেছেন যে, ১৪ হাজার টাকা, পরে দেখলাম এমন কিছু না—খাল হয়েছে কি না হয়েছে এ্যালাইনমেন্ট এদিক ওদিক হয়ে কি না হয়েছে তা নয়; সকলেই স্বীকার

করেছেন যে, সেখানে ৪০০ একর জমি রিক্লেইমড্ হয়েছে, ১৪,০০০ টাকায় ৪০০ একর জমি রিক্লেইমড্ যদি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তিনি কংগ্রেস পক্ষের লোক নন, সোসালিস্ট পার্টির লোক। তিনি যে-কাজ করেছেন তাঁকে তারজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

আর একটা কথা এখানে উঠেছে এই যে, বাজেট এমনভাবে করা হয় যে, সেভিংস হয়ে যায়। কিন্তু কি করে সেভিংস হয়? কয়েকজন মাননীয় সদস্য বললেন যে ১৯৫২-৫৩ সালে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেকটের দরুন অনেক টাকা বেঁচে গিয়েছে। বাঁচবেই তো! কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে টাকা পাওয়া গেল কি করে সেই টাকা সব খরচ হতে পারে, বিশেষ করে মনে রাখতে হবে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ সেই বছর সর্বপ্রথম আরম্ভ করা হয়। আমরা প্রত্যেক বছর রেভিনিউ এবং ক্যাপিট্যাল ধরে বোধহয় ১০০ কোটি টাকা খরচ করেছি, এখন খরচ করছি ১৪০ কোটি টাকা এবং এই যে বই যা নিয়ে এত আলোচনা করলাম এতে সে সম্পর্কে আছে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা খরচের ব্যাপারে ইরেগুলারিটি হয়েছে -চুরি হয় নি। যেখানে ১৪০ কোটি টাকা বছরে খরচ হয় সেখানে কয়েক লক্ষ টাকার ইরেগুলারিটি খুব বড় জিনিস নয়। যে ক'জন মাননীয় সদস্য এটা স্বীকার করে নিয়েছেন, তাদের যা মন্তব্য তা সার্কুলেট করাও হয়েছে। কাজেই এখানে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার যাঁরা আছেন তাঁরা সব জিনিস বুঝে, হিসাব-নিকাশ করে তাঁদের মন্তব্য দিয়েছেন আমাদের কাছে, তা সত্ত্বেও আবার এখানে এসে কেন সেসব জিনিসের সমালোচনা করছেন বুঝি না। কাজেই আমাদের এটা যদি ইউ কে-এর ধরনে করতে হয় তাহলে এখানে এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার কারণ দেখি না। এর পর আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়ে আলোচনা হবে।

Mr. Speaker: Discussion on the Public Accounts Committee report is over.

Discussion of the Public Service Commission Report for the year 1955-56.

[6-25—6-35 p.m.]

Mr. Speaker: We shall now take up the discussion of the Public Service Commission Report. I have received the names of four honourable members and none from Congress side. I think the Hon'ble Minister will speak for some time and we have 33 minutes at our disposal. So I shall give time as I feel necessary.

Sj. Bankim Mukherjee:

সভাম্ক্ষমহাশয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর যে আলোচনা হয়, এই বৎসরও ঠিক এই জিনিসই হবে। এর ভিতরেও একটা জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই পি, এস, সি, রিপোর্ট দিতে কেন এত দেরী হয়? এটা ধরুন ১৯৫৫-৫৬-র ফার্স্ট এপ্রিল ১৯৫৫-এর। ওঁরা রিপোর্ট দিচ্ছেন ফার্স্ট মার্চ ১৯৫৬, আর এরা এই রিপোর্ট দিচ্ছেন ১৭ই মে ১৯৫৭। অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাস সময় লেগেছে রিপোর্ট তৈরী করতে। তারপর আমাদের কাছে এসেছে এবং ১৯৫৯ সালে এর আলোচনা করছি। এটা ঠিক এই জিনিসে এত সময় লাগবে কেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে পি, এ, কমিটি-র রিপোর্ট হয় ত প্রকান্ড রিপোর্ট, ছাপাতেও সময় লাগে, দেখতে সময় লাগে। কিন্তু পি, এস, সি, রিপোর্ট ৩ মাসেই হওয়া উচিত। স্টাফ কম তাঁরা বলতে পারেন না। ইতিমধ্যেই তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এই কারণে তিন মাসের

পারে, তাঁদের মেমোরেন্ডাম তৈরী করতে। আমি একটা জিনিসের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এখানে দেখতে পাচ্ছি চেয়ারম্যান'স স্টাডি টুর এ্যাব্রড—

"The Chairman of the Commission understook a study tour abroad to gain first-hand knowledge of the methods and practices relating to examinations and interviews followed by the British Civil Services Commissioners and those of similar bodies in Germany, France, Sweden, Switzerland and Italy. He was out of India for the purpose during the period from 15th May, 1955, to 13th September, 1955."

আমি বুঝতে পারছি চেয়ারম্যান অনেক দিন কাজ করেছেন, তাঁর একটু হলিডে পাবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ থেকে কি লাভ হবে তাঁর এই স্টাডি টুর করার জন্য এবং তাঁর এই ভ্রমণের ব্যয় কেন গভর্নমেন্ট বরাদ্দ করলেন, তারজন্য গভর্নমেন্ট মাস্ট কাম আউট উইথ এ্যান এক্সপ্লানেশন, যে এতে কি লাভ হবে? আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে যে নিয়ম আছে, পি, এস, সি-কে কনস্টিটিউসন-এ যে রাইট দেওয়া হয়েছে সেটুকু যখন তারা কার্যকরী করতে পারে না তখন সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কিভাবে পি, এস, সি, কাজ করছে সেটা জেনে এর পেছনে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে লাভ কি? এটা মস্ত বড় প্রশ্ন। তারপর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে রেগুলেশন সম্বন্ধে যে গভর্নমেন্ট-এর রেগুলেশন ছিল না, সেটা ছিল ১৯৩৫ এ্যাক্ট-এ, এখন যেটা রেগুলেশন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ থেকে চালু হয়েছে, এখানে রিপোর্ট-এ দেওয়া উচিত ছিল, তারা কি রেকমেন্ড করেছে? কেন না, এ-বিষয়ে কনস্টিটিউশন-এ দেওয়া হয়েছে পি, এস, সি, কি প্রিন্সিপল-এ চলবে সে-বিষয়ে গভর্নমেন্ট কনসাল্ট করতে পারে পি, এস, সি, শ্যাল এতে আছে। তারা কি কি সাজেশন করেছিলেন, গভর্নমেন্ট কোন্‌টা নিয়েছেন, কোন্‌টা রিজেক্ট করেছেন আমি তা জানি না, সেটা পরিষ্কার লিখে দেওয়া উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় বক্তব্য হল পাবলিক সার্ভিস কমিশন রেগুলেশন হল কিন্তু আমাদের সামনে শুধু প্লেস নয়, আমাদের কাছ থেকে ডিসকাশন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না এবং যার জন্য গতবারে আমরা নন-অফিসিয়াল নোটিশ দিয়েছি। তাও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এড়িয়ে গেলেন, যে ২১ দিনের নোটিশ পাই নি ২১ দিনের নোটিশ পান নি বলে তিনি এড়িয়ে গেলেন এটাই কি ডেমোক্রেসি? তখন বলা হল পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রেগুলেশন-এ কেন আমাদের বক্তব্য নেওয়া হল না। এখন যা দেখতে পাচ্ছি কোন রেগুলেশন না থাকলেও চলে। কেন? প্রথম হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। একটা হল টেম্পোরারি সার্ভিস-এ নিতে পারে, প্রোমোশন সম্বন্ধেও পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে না জানিয়ে হতে পারে এবং সে-সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি। এই যে লুপ-হোলগুলি নেওয়া হচ্ছে, এতে সর্বনাশ হচ্ছে। পুলিশ রিপোর্ট-এর ব্যাপার এ যদি থাকে, তাহলে হাউসে তথাকথিত টোটালিটেরিয়ান স্টেট-এর কথা যা শুনি—তাতে আমি জিজ্ঞাসা করি পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট কতখানি টোটালিটেরিয়ান যে তাঁরা ইচ্ছামত যা খুসী, যাকে খুসী চাকুরীতে বহাল করবেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রায় নেবেন না, নানা লুপ-হোল-এ বেরিয়ে যাবে—পলিটিক্যাল কজ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে কোন কোন লোককে চাকুরী দেবেন না। চাকুরী পেলে পরও চাকুরী থেকে তাড়াবেন, বিনা বিচারে আটক, টোটালিটেরিয়ান স্টেট-এর আর কি নাই? শুধু তাই নয়, প্রত্যেক মানুষকে যে কাজ দিতে বাধ্য, সরকারকে খেতে দিতে বাধ্য সেটার কিছু নাই। সেখানে তোমাদের যথেচ্ছাচার আছে, তোমরা তোমাদের যা-কিছু খুঁজে নাও কিন্তু গভর্নমেন্ট-এর দিক থেকে সেখানে নানাপ্রকার বাধা, আপত্তি রয়েছে।

এর ভিতর দ্বিতীয় জিনিস দেখতে পাচ্ছি দুটো চ্যাপ্টার করা হয়েছে, একটা হচ্ছে ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট, আর একটা হচ্ছে কমিশন-এর রেকমেন্ডেশন, তাঁরা শোনেন নি। আমার মনে হয় পার্ট সিক্স এবং পার্ট সেভেন-এ দুটো ভাগ করা অন্যায়। পার্ট সিক্স হচ্ছে ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট, কি করে হয়? অর্থাৎ কমিশনের যা রেকমেন্ডেশন তা গ্রাহ্য করা হয় নি বলেই ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং সে হিসাবে দুটো চ্যাপ্টার করা উচিত নয়। মনে হচ্ছে কনস্টিটিউশন অনুসারে এক্সপ্লানেশন দিতে গভর্নমেন্ট বাধ্য হচ্ছে না, কিন্তু

পার্ট সেভেন-এ এক্সপ্ল্যানেশন গভর্নমেন্ট দিচ্ছেন, সেখানে মাত্র দুটি কেস, আর পার্ট সিক্স-এ দেখতে পাচ্ছি—

34 cases of irregular appointments continued to come to the notice of the Commission during the year under report.

কিন্তু এ ফিউ টিপিক্যাল ইন্সটান্সেস, আমাদের প্রশ্ন হল হোয়াই নট অল দি ইন্সট্যান্সেস? সমস্ত ইন্সটান্সেস এই রিপোর্ট-এ থাকা উচিত ছিল, এ ফিউ টিপিক্যাল ইন্সটান্সেস, একটি আলাদা ভাগ করে ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্টস কেন? এই-সবগুলি কমিশনের রেকমেন্ডেশন ভায়োলেট করছে, অতএব এ-সমস্তই থাকা উচিত ছিল। পার্ট সেভেন-এ -

cases in which the recommendations of the Commission were not accepted

প্রথম হচ্ছে দি ফলোইং পোস্ট -কতকগুলি মেডিক্যাল প্রায় চারটি পোস্ট দেওয়া হয়েছে, এই ৪টি পোস্ট সম্বন্ধে একজনকেও কমিশন রেকমেন্ড করতে পারেন নি—একটিকে মাত্র পেরেছিলেন আর সুটেবল পান নি।

[6-35—6-45 p.m.]

দ্বিতীয় নম্বর ইন্সস্টান্সেস দি ফলোইং পোস্টস ওয়্যার এ্যাডভারটাইজড। কতকগুলো মেডিকেল-এর, চারটে পোস্ট দেওয়া হয়, সেই চারটা পোস্টের মধ্যে একটিও কমিশন রেকমেন্ড করতে পারেন নি, একটিমাত্র পেরেছেন। সুটেবল লোক পান নি। তাঁরা তখন গভর্নমেন্টকে বললেন আর একবার রি-এ্যাডভারটাইজ করা হউক। গভর্নমেন্ট সেটা রি-এ্যাডভারটাইজ না কোরে বাহিরে থেকে লোক এ্যাপয়েন্ট করে নিলেন। ইজ ইট নট ফ্লাউটিং দি রেকমেন্ডেশন অফ দি কমিশন? কমিশনের কাছে আগে এসেছিল; কমিশন এ্যাডভারটাইজ করলেন, করবার পর উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় রি-এ্যাডভারটাইজ করতে বলা হল। গভর্নমেন্ট বললেন রি-এ্যাডভারটাইজ করার দরকার নেই এবং তাঁরা বাহিরে থেকে এ্যাপয়েন্ট করলেন। এটাতে রেকমেন্ডেশন অফ দি কমিশন-কে ভায়োলেট করা হয়। স্পিরিট অফ দি ল যদি নেওয়া হয়, তাহলে তাকে ভায়োলেট করা হয়। রেকমেন্ড করা হল যে রি এ্যাডভারটাইজ করা হউক, আর এতে সেই সেই রেকমেন্ডেশন-কে ফ্লাউট করা হয়েছে কিনা? রেকমেন্ড যদি করতেন অমুক লোককে নেওয়া হউক, আর সেই অমুক লোককে যদি না নেওয়া হয় তাহলে সেটাও ফ্লাউটিং অফ দি রেকমেন্ডেশন অফ দি কমিশন, এই হোল চ্যাপ্টার-এর দু-তিন পাতা প্রত্যেকটা ইন্সটান্স দেওয়া। যদি পড়তে যাই তাহলে এ সময়ের মধ্যে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ এর জন্য বারবার আপত্তি হয়েছে যে, গভর্নমেন্টের এরকম দেড় ঘণ্টা টাইম ঠিক করা ঘোরতর অমার্জনীয় অপরাধ। এটা সমস্ত অপোজিসনকে স্টিফল করা—গলাবন্ধ করার চেষ্টা। পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তাঁদের যে নোংরামি সেই নোংরামি যাতে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত করবার সুযোগ বিরোধীপক্ষ না পায় এ তারই একটা টোটালিটারিয়ান মেথড। সেইটাই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন। তারপর ডেপুটি ডাইরেক্টর, রেফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট, স্কোয়াটার্স কলোনী সেই পোস্টের জন্য এ্যাডভারটাইজ করা হ'ল। এ্যাডভারটাইজমেন্ট করবার পর তাঁরা কাকেও রেকমেন্ড করলেন না। তখন গভর্নমেন্ট বললেন এর দরকার নেই, আর একটা নূতন পোস্ট করা হবে- তার চেয়েও সুপিরিয়র পোস্ট। যাকে নেওয়া হ'ল তাঁকে উইদাউট দি রেকমেন্ডেশন অফ দি কমিশন সেই পোস্ট দেওয়া হয়। এর পরেও কি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইউটিলিটি আছে? আর কোন ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারেন? কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁকে রিওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে বাহিরে টুর কোরে এস- এইরকমভাবে দিলে তা হতে পারে। তারপর কনস্টিটিউশনে আছে- মোর দ্যান হাফ দি মেম্বারস অফ দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন সুড হ্যাভ টেন ইয়ারস সার্ভিস—কিন্তু এখানে প্রত্যেক লোক ঐ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তাঁরা গভর্নমেন্টের পূর্বতন ভৃত্য এবং তাঁদের সিলেক্ট করা হয়, তাঁরা গভর্নমেন্টকে যে-পরিমাণে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন এবং পরেও পারবেন, এই বিচারে বা এই বিশ্বাস নিয়ে দেওয়া

হয়। কাজেই এর ভিতর এসে তাঁদের ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকে না। সেইজন্য বাহিরের লোককে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নেওয়া উচিত। বাঁধাধরা এমন নিয়ম নেই যে, ৩ জনকে নিতে হবে; ৫ জনকে করতে পারেন। আর গভর্নমেন্ট সার্ভিসের লোক নিলে ও বাহিরের লোক কিছু থাকলে এর ইন্ডিপেন্ডেন্স খানিকটা বাড়ে। তাঁদের রেকমেন্ডেশন রেগুলেশন করবার পর মানেন না, সে কথা না। তাঁদের রেকমেন্ডেশন ফ্লাউট কোরে দেন তারই ইন্সস্ট্যান্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটাকে বলছেন সারটেন ইরেগুলারিটিজ। এ-সব আমাদের দিক থেকে বড় ভয়ংকর লাগে। শেষ পর্যন্ত মেডিকেল রিপোর্টে একজন লোককে যদি না নেওয়া হয়, তাহলে বুঝতে পারি যে, তার চোখ খারাপ, বা তার কান খারাপ ইত্যাদি।

[Here the member having reached his time-limit resumed his seat.]

Sj. Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, under Article 323(2) of the Constitution it is the duty of the Government to present the report of the Public Service Commission annually. If you look to the present report, this report is for the year 1955-56; it was printed in 1957. During the previous year you will find that the report was for the year 1954-55; and it was printed in 1956. Therefore, you can safely presume that the report for the year 1956-57 has already been printed and it is the duty of the Government, as it is the duty of the Commission, to present before the Government a report annually. Similarly it is the duty of the Government to place the report of the Commission with its explanation also annually. Now, Mr. Speaker, Sir, I would expect a ruling from you on this important right of this House. While I am asking a ruling from you, you are talking with Mr. Pal.

Mr. Speaker: Ruling on what?

Sj. Sisir Kumar Das: On Article 323(2)

Mr. Speaker: Ruling cannot be demanded.

Sj. Sisir Kumar Das: But you must listen to me. I am addressing you and you are talking with another person.

Mr. Speaker: I know my job Both sides come here for advice.

Sj. Sisir Kumar Das: I want a ruling from you whether the Government is entitled to place now a report for the year 1956-57.

Mr. Speaker: The Government should not make delay.

Sj. Sisir Kumar Das: It is the bounden duty of the State Commission......

Mr. Speaker: No time-limit has been fixed by the Constitution. Is there a time-limit fixed?

Sj. Sisir Kumar Das: Article 323(2) says: "It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor. . ..." That does not mean that it must be for a back period.

Mr. Speaker: What penalty should follow?

Sj. Sisir Kumar Das: You can compel the Government as Speaker of this House to produce the report for the last year. The present report is not in order. We are discussing on a dead horse.

Mr. Speaker: I am afraid you are flogging a dead horse.

Sj. Sisir Kumar Das: If you do not protect the privilege of this House we shall have to go to the law court for mandamus.

Mr. Speaker: If anybody is mindful about the rights and privileges of his House, I humbly submit that I am. I have certainly no power under he Constitution to direct the Government to do what is provided there. I an make demands from the Chair and I certainly expect the Government to ake a certain action. If it is a legal right, of course you can ask for a andamus.

Sj. Bankim Mukherjee: That rebuke from you is enough.

Mr. Speaker: I think last year also when you raised this question I xpressly told the Government that it is not to my liking that these things hould come so late. But surely I know the limits of my powers.

6-45—6-55 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: Now, Sir, as I was saying the preesnt Commission onsists of 4 members. All these persons are retired Government servants. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: But not tired as yet.). The Chairman of the Commission draws a salary of Rs.4,000. Other two members of the ommission draw Rs.2,000 each, but Shri Tincoury Mitra, a retired Engieer, draws Rs.3,000 per month. How can he draw that sum I do not know. he present Chairman is the retired Finance Secretary of the Government f West Bengal, who is a pet of Dr. B. C. Roy. Before that the Chairman as Mr. A. T. Sen. I did not tell the House anything about this Ir. A. T. Sen, but Dr. B. C. Roy must have a Commission, because he is ound to have a Commission under the Constitution; he sees to it that iere is no independence of the Commission, because he appoints his pet fficers and who are all yes-men. The reason why the Public Service ommission was instituted was that it was a great part of democracy. If emocracy is to succeed there must be an independent judiciary and an idependent Public Service Commission, apart from the legislature and ther paraphernalia. But if the Public Service Commission becomes absservient to Dr. B. C. Roy then what is the use of having a Public ervice Commission? In spite of having a subservient Public Service ommission he is not satisfied; even then the Government do not accept ae recommendations of the Public Service Commission. And what devise ave they taken under the revised rule 10 of the Public Service Commison? Superannuated officers of the Government, if they draw the same ay and allowances then their cases will not be referred to the Public ervice Commission, and therefore, a *pinjrapole* is being maintained in ie Commission and in the Government; who had licked the boots of Ir. B. C. Roy for a long period are again engaged in Government services. hese men do not require any sanction from the Public Service Commission ecause the rule has been revised. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: This is not Public Service Commission but Private Service Commission.) Ir. B. C. Roy is not here—he will at once stand up and say, "I am a great emocrat". This is the democracy he is establishing in the country. Is here nobody in the country who can put a stop to it? If it is done so, utocracy will come—it has come, but it will come in a stronger shape. laughter from the Congress Benches.) The members on the other side are ughing. I know they will laugh and while laughing they will die. Ir. B. C. Roy cannot continue indefinitely with everything concentrated n the hands of one man, one superannuated person who will never grow ld, the head of the *pinjrapole* Cabinet. That person will corrupt everything including Public Service Commission and all other bodies in the State.

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে যে-সমস্ত ইরেগুলারিটিজ-এর কথা উল্লেখ আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে সময় বেশি লাগবে বলে সাধারণভাবে আমি ২-৪-টা কথা বলে যাব। এই রিপোর্ট পড়ে যে কথা মনে হয় তাতে প্রথমে এই কথাই বলতে হয় যে, পি, এস, সি-র রেকমেন্ডেশনের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেন না। আমাদের মনে হয় যে, পি, এস, সি-কে সরকার নামে-মাত্র সামনে খাড়া করে রেখে নিজেদের লোকজন নেওয়া ঠিক মত চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ জনসাধারণের সামনে পি, এস, সি, খাড়া করে রেখে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিচ্ছেন। এখন দেখা যাক পি, এস, সি-র কাজ কি? পি, এস, সি-র কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত লোক সিলেকশন করা এবং তাতে গভর্নমেন্টের কোন ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না। কিন্তু এখানে সরকার যে-রকমভাবে পি, এস, সি-র রেকমেন্ডেশনকে উপেক্ষা করেন তাতে মনে হয় যে, সরকার এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন না। আমি এই-সব বলছি এজন্য যে, পি, এস, সি, যে-সমস্ত রেকমেন্ডেশন করেন তা তাঁরা সমস্ত মেনে নিতেন এবং যে-সমস্ত পদে লোক নেওয়া পি, এস, সি-র দিয়ে হওয়া উচিত তা পি, এস, সি-র থ্রু দিয়েই হোত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, পি, এস, সি-র রেকমেন্ডেশন অনেক ক্ষেত্রে মানেন না এবং দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় রেকমেন্ডেশন মতে কাজ করতে দেরী করেন, এবং তৃতীয়তঃ যে-সমস্ত পদগুলি পি, এস, সি-র থ্রু দিয়ে আসা উচিত, সেগুলি তাঁরা আনেন না। এই-সবের ভূরি ভূরি প্রমাণ রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এতেই আমাদের সন্দেহ হয় যে, সরকার পি এস, সি-কে নামে-মাত্র খাড়া করে নিজেদের মতে লোক নিতে চেষ্টা করেন। সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারদের আগে পি, এস, সি-র থ্রু দিয়ে নেওয়া হত এখন পি, এস, সি, রেগুলেশনকে নূতন করে পাস করে এখন এমন করেছেন যে পি, এস, সি-র কাছে আর তাঁদের যেতে হয় না। গভর্নমেন্ট নিজেই সরাসরি সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারদের নিয়ে নেন। এই রিপোর্ট এর মধ্যে টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্টের উপর পি, এস, সি, খুব বেশি জোর দিয়েছেন। গতবারের রিপোর্টে টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্টের সম্বন্ধে পি এস, সি, গভর্নমেন্টকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, টেম্পোরারী সার্ভিসে বা টেম্পোরারী পোস্টে এত লোক নিলে চাকরীর মর্যাদা থাকে না বা উচ্চ-মানের ক্যান্ডিডেটও পাওয়া যায় না। এবারও তাই হয়েছে যেখানে ২৯৮ জন টেম্পোরারী হ্যান্ডস নেওয়ার কথা সেখানে মাত্র ৮৯ জন পার্মানেন্ট হ্যান্ডস নেওয়া হয়েছে। এতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলছেন উঁচু মানের ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় না এবং কেন পাওয়া যায় না তার কারণস্বরূপ বলেছেন যে, টেম্পোরারী পোস্টে কেউ আসতে চায় না। যাঁরা অলরেডি কোন কাজে আছেন তাঁরা সেই কাজ ছেড়ে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আসতে চান না, সেজন্য দরখাস্ত করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় এর আরো একটা কারণ হল এই যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক শর্ত আছে যে, যাঁরা অন্য কোন জায়গায় কাজ করছেন তাঁরা দরখাস্ত করতে গেলে তাঁদের থ্রু প্রপার চ্যানেলে দরখাস্ত করতে হবে। এই থ্রু প্রপার চ্যানেল কথাটা রেখে দেবার জন্য উঁচু মানের ক্যান্ডিডেট সব সময় পাওয়া যায় না। কেন না, থ্রু প্রপার চ্যানেল দরখাস্ত করতে অনেক সময় অনেক লোকের বাধা থাকে, সেজন্য তাঁরা দরখাস্ত করতে পারেন না। এইভাবে উঁচু মানের ক্যান্ডিডেটদের দরখাস্ত করার পথে নানারকম বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। সেজন্য টেম্পোরারী পোস্টগুলি উঠিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলেছেন যে, এ-সমস্ত লোকগুলি চাকরী করার পরে ধীরে ধীরে পার্মানেন্ট হয়ে যায় এবং তাঁদের দ্বারা প্রশাসনিক কাজ চালাতে হয় অর্থাৎ দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত এই-সমস্ত নিম্ন-মানের লোক দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চালাতে হয়, সেজন্য চাকরীর মধ্যে এত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কথা হল যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে শুধু রেকমেন্ডেশনের ভার দিয়ে দেয়া হয়েছে, এ্যাপয়েন্টমেন্টের ভার তাঁদের উপর দেয়া হয় নি। সুতরাং এ-বিষয়ে গভর্নমেন্টের অবহিত হওয়া উচিত। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট বারবার প্রত্যেক বছর আমাদের বিধান-সভার সম্মুখে উপস্থাপিত হয় কিন্তু প্রতিবারে আমরা যে অভিযোগ করি তার কোন প্রতিকার সরকার করতে চান না কিংবা করেন না। সুতরাং আমি স্পষ্টভাবে গভর্নমেন্টকে বলতে চাই যে, এই-সমস্ত অভিযোগের যদি কোন প্রতিকার না হয় তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করে কিছুই লাভ হবে না। আমি গভর্নমেন্টের কাছে জানতে

চাই যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে-সমস্ত অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগগুলির প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করছেন, তাঁদের যে রেকমেন্ডেশনগুলি উপেক্ষা করা হয়, সে-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করছেন?

[6-55 to 7-8 p.m.]

কাজেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রেকমেন্ডেশন ইত্যাদি প্রকাশের ব্যাপারে যদি এই-সমস্ত ইরেগুলারিটি হয়, তাহলে আমরা মনে করব, তাঁদের সৎসাহস নেই, সেই রিপোর্ট প্রকাশ করার বা ইচ্ছাও নেই এ-কথাও মনে করব। তারপর, ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব -যেমন, ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিস, এ্যাডিশনাল ট্যাংক ইম্প্রুভমেন্ট অফিসার,- এই এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই যদি সরকার এভাবে সব ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রিপোর্টে কোন কাজ হবে না। তাই আমি অনুরোধ করব, পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রিপোর্টে আমরা যেসব অসংগতি লক্ষ্য করছি সেগুলি অবিলম্বে যেন দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর, অনেক সময় আমরা দেখতে পাই অনেক রেকমেন্ডেশন ফুলফিল করা হয় না, পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া যায় না বলে অনেক সময় অজুহাত দেখান হয়, প্রার্থীদের পলিটিক্যাল এ্যান্টিসিডেন্টস, পলিটিক্যাল এ্যাক্টিভিটিজ সরকারী চাকুরীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন কংগ্রেস সমর্থক না হলে তাঁরা কাউকে চকরী দেবেন না, সেই কথা স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারেন। কারণ, তা না হলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর কাছে প্রার্থীদের পাঠানোর কোন মানে হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এক্‌জামিনেশন করে, ইন্টারভিউ নিয়ে মনে করলেন তাঁরা যোগ্য এবং সেই মতামত জানিয়ে দিলেন সরকারকে, অথচ পুলিশ রিপোর্টে চাকরী হবে না বা চাকরী চলে যাবে এ-ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া উচিত।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে আজকে এখানে আলোচনা হচ্ছে, এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন কতখানি সাবসারভিয়েন্ট টু দি গভর্নমেন্ট তা পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর রিপোর্ট-এর মধ্যে যে-সমস্ত ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর কথা আছে তাতে বেশ ভালভাবে প্রমাণ হয়। সোজা কথায় বলা চলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর জন্য রেকমেন্ড করলেও সেই রেকমেন্ডেশন গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে ডিফাই করেন যদি তাতে তাঁদের ইন্টারেস্ট থাকে বা মন্ত্রীদের নিজস্ব কোন লোক থাকে। আমি এখানে তার দু-একটা টিপিক্যাল ইন্সট্যান্স দেব, কারণ আমার আগে দু-একজন বক্তা এরকম বহু ইন্সট্যান্সেস দিয়ে গিয়েছেন। আমি প্রথমেই একটা বলব যে, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট-এ ৪ জন লোক চাওয়া হয়েছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে, আজকাল সেখানে উপযুক্ত ভাল লোক আসে না। যাইহোক, একটি লোক পাওয়া গিয়েছিল এবং তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন রেকমেন্ডেশন করেছিল এই বলে যে, ২-১ মাস পরে হলেই তিনি নেক্সট এ্যাপয়েন্টমেন্ট যেন পান। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজন আউটসাইডার লোককে নিয়ে নিলেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করা হয় না বা কোন মূল্য দেওয়া হয় না। তারপর রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এর একটা পার্টিকুলার কেস আছে। প্রথমে তাঁরা বললেন যে, ডেপুটি ডাইরেক্টর, স্কোয়াটার্স কলোনী, এই পদের জন্য তোমরা এ্যাডভারটাইজমেন্ট কর এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এ্যাডভারটাইজমেন্ট করার পর আবার বলা হল যে, তোমরা এ্যাডভারটাইজমেন্ট তুলে নাও। তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে বলা হল যে, তাহলে পাবলিক-এর মধ্যে একটা রি-এ্যাকশন হবে, তখন আবার গভর্নমেন্ট থেকে বলা হল যে, ডেভেলপমেন্ট অফিসার যো

একটা পোস্ট আছে, অতএব এটার দরকার নেই। কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা গেল, যে লোককে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডেপুটি ডাইরেক্টর করার জন্য বলেছিলেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এ্যাডভারটাইজমেন্ট উইথড্র করার পরে সেই লোককেই ডেভেলপমেন্ট অফিসার করে দিলেন। এইরকম বহু ইরেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু সব কথা বলার এখানে সময় নাই। তারপর বলা হয়, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট-এ নাকি লোক পাওয়া যায় না। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এ-ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর কোন হাত নাই, পুলিশের হাতেই সকলের উপরে। আজকে যারা ভাল ভাল এডুকেশনিস্ট তারা প্রায় সবাই কংগ্রেস বিরোধী লোক। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সাবভারসিভ রিপোর্ট-এর অজুহাতে তাদের চাকরী দেওয়া হয় না। এইরকম যদি অবস্থা হয়, তাহলে আজকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট-এ ভাল লোক পাওয়া সম্ভবপর নয়। আমি একটা একজাম্পল এখানে দিতে পারি—এক ভদ্রলোক- তার নাম হচ্ছে পঞ্চানন পাঁজা- তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর কাছে যান কিন্তু তাঁকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তোমার বিরুদ্ধে পুলিশের সাবভারসিভ রিপোর্ট আছে, সুতরাং তাঁকে নেওয়া হল না। তারপর জানা গেল যে তিনি যখন বাঁকুড়ায় ছাত্র ছিলেন, তখন সেখানে তিনি স্টুডেন্ট ফেডারেশন-এ কাজ করতেন—এইটুকুই তাঁর সম্বন্ধে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন যদি কোন লোককে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার জন্য রেকমেন্ড করেন, তার কোন মূল্য দেওয়া হয় না, কারণ পুলিশই সকলের উপরে, তারা যা করবে সেইটাই হবে। তারপর কথা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যদি কোন লোককে রেকমেন্ড করেন এবং সেই লোক যদি কোন মন্ত্রীর পছন্দ না হয় বা মন্ত্রীর যদি কোন নিজস্ব লোক থাকে, তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাকেই রেকমেন্ড করুন বা না করুন, তাকে নেওয়া হবে না—বাইরে থেকে লোক নেওয়া হয়। এখানে একজনের সম্পর্কে বহুবার আলোচনা হয়েছে- তিনি হচ্ছেন চিত্তরঞ্জন দাস—রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এ প্রথম থেকে তাকে নেওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্টেও তার নাম রয়েছে। বারবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে তার পোস্ট রেটিফাই করা হয় নি—যতবারই তাকে গভর্নমেন্ট থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তারপর দেখা গেল যে, ১৯৫৫-৫৬ সালেও তাকে রিকগনাইজ করা হয় নি এবং এই সেদিন অর্থাৎ ১১-২-৫৯ তারিখেও পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার পোস্ট রেটিফাই করে নি। শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত কাগজপত্র ডাঃ রায়ের হাতে গিয়েছে এবং আবার তাকে সেখানে এ্যাপয়েন্ট করা হল। এইভাবে যদি আপনাদের ডেমোক্র্যাসি চলে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর এ্যাপ্রুভাল নিয়ে এইভাবে যদি আপনারা ছিনিমিনি খেলেন তাহলে এইরকম একটা বাজে জিনিস আমাদের সামনে রাখার কোন দরকার নেই। এদের হচ্ছে অটোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট এবং সেইভাবে তাঁরা যা খুশী তাই করছেন। সর্বোপরি পুলিশ দপ্তর থেকে যদি তাদের সম্পর্কে কোন জিনিস দেওয়া হয়, তাহলে তারা কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন না। এরকম একটা প্রহসন দেশের সামনে রাখার কোন মানে হয় না। তাই আমি বলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে তুলে দিন। যেভাবে আপনারা চলছেন সেইভাবে যদি আপনারা চলেন তাহলে বাংলা দেশের লোক আপনাদের চরিত্র এবং আপনাদের ডেমোক্র্যাসি-র স্বরূপ জানতে পারবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, একটা কথা উঠেছে যে, পি. এস. সি. রেগুলেশন এই হাউস-এ পেশ করা হয় নি। আমি দেখছিলাম ১৯৫৫ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে ডাঃ রায় আমাদের সংবিধানের ২৩০ ধারা অনুসারে ওয়েস্ট বেঙ্গল পি. এস. সি. রেগুলেশন এখানে উপস্থিত করেন। এই যে রিপোর্ট আলোচনা হচ্ছে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, এই রিপোর্ট পাই এবং বিভিন্ন বিভাগ থেকে তারপর সংবাদ সংগ্রহ করা হয় ৪ঠা জুলাই, ১৯৫৮ পর্যন্ত। ক্যাবিনেট এটা মঞ্জুর করে ৭ই আগস্ট ১৯৫৮ এবং ২৯শে এটা এখানে পেশ করা হয়েছে। আমাদের ঐ বছর ১,৪০৮টি চাকুরী সম্পর্কে পি. এস. সি. সুপারিশ করেছেন; মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করি নি এবং সে-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য রয়েছে। অন্যান্য খুচরা-খাচরা যে-সমস্ত ইরেগুলারিটি আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই, কারণ, এখানে শুধু যে রেকমেন্ডেশন মানা হয় নি, সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আর একটি কথা বলবার আছে। কনস্টিটিউশন-এর ৩১৬ ধারা অনুসারে আমরা যে নিয়োগ করেছি পি, এস, সি, মেম্বারদের সে সময় তিনজন মেম্বার ছিলেন। নিয়ম হচ্ছে অর্ধেক এর মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের হওয়া উচিত, যাদের দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্যে দুইজন—শ্রীব্যানার্জী এবং শ্রীমজুমদার এবং ডাঃ এ, কে, সেন তখন ছিলেন না, তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার মনে হয় আর বিশেষ কিছুই বলবার দরকার নেই। শ্রীশিশির দাসমহাশয় সে-কথা বলেছেন—সুপারয়্যানুয়েটেড লোক নিয়োগ করেছি এবং সেজন্যে পি. এস. সি-র কাছে যেতে হয়. আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে, সেরকম কোন নিয়ম নেই।

Mr. Speaker: Discussion on the Public Service Commission report is over. There will be questions as usual tomorrow. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7.8 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 19th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 19th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 214 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Durgapur Coke Oven Project

***128.** (Admitted question No. *1914.) **Sj. Sunil Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) when the Durgapur Coke Oven Project will be ready for operation;

(*b*) whether any scheme has been drawn up for distribution of the coke that will be available from the operation of the Project;

(*c*) if so, the names of the agencies for such distribution; and

(*d*) the names of the owner and owners of such agencies?

The Chief Minister and Minister for Development (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) The Durgapur Coke Oven and By-Products Plant has already gone into operation.

(*b*) Yes.

(*c*)—

I. Government organisations like Ordnance Factories and Railway Workshops are being supplied direct by the Durgapur Industries Board.

II. For distribution in India the following agents have been appointed:

(1) Messrs. West Bengal Coal Distribution Co. (Private) Ltd.

(2) Messrs. Karam Chand Thapar & Bros. (Coal Sales) Ltd.

(3) Messrs. Bhowra Coke Co.

III. For export the following agents have been appointed:

(1) Messrs. Hind Shippers (Private) Ltd.

(2) Messrs. Karam Chand Thapar & Bros. (Coal Sales) Ltd.

(*d*) The names of the share-holders of the private limited companies are not known. The name of the proprietor of Messrs. Bhowra Coke Co. is Shri S. K. Roy

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই কোক যা ডিস্ট্রিবিউট করবেন এবং এই যে কোম্পানীগুলির নাম দিলেন, এই সম্বন্ধে কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, তিন বৎসরের যে আউটপুট হবে সেটা বুক্‌ড হয়ে গিয়েছে, তা এই পার্টিগুলির কাছেই কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I did not say about coke. I said about other materials that are produced. Three years' contract was made with regard to various by-products but not about coke. For coke tenders are called by advertisements and the Industries Board select the individuals.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

অন্যান্য যে এ্যাপ্লিকেন্ট ছিল তাদের মধ্যে থেকে এই কয়েকজনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: These are the men who have been selected by the Board.

Sj. Durgapada Das:

এই যে কোম্পানীগুলি আছে এর মধ্যে বাঙ্গালী মূলধনে পরিচালিত কয়টি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot tell you—I have no idea.

Sj. Canesh Chosh:

আপনার কোক ওভেন প্ল্যান্ট-এ যে গ্যাস প্রডিউস হবে সেই গ্যাস ৬০,০০০, কে, ডব্লিউ, পাওয়ার স্টেশন প্রথম কয়েক বৎসর ফুয়েল হিসাবে ইউজ হবে কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I did not mention about the other products. I only mentioned about coke. The monthly production of by-products at the Coke Oven Plant will be about 1,500 tons of coal tar, 94 tons of motor benzol, 120 tons of pure benzene, 19 tons of tulnol and pure toluene, 10 tons of light solvent naphtha, 5 tons of heavy solvent naphtha, 8 tons of xylol and xylene, 10 tons of still bottom oil, 100 tons of weak sulphuric acid, and 3 to 5 tons of crude naphthalene. With regard to gas, about which my friend has mentioned, the annual output of gas will be 5,250 million cubic feet, out of which the requirement for under-firing will be 2,450 million cubic feet. The entire surplus of 2,800 million cubic feet will for the time being be burnt in the Thermal Plant until arrangement is completed for selling a portion to the local industries and bringing the balance to Calcutta.

I may mention also that this amount of gas which is needed for under-firing can be released for purposes other than under-firing, because we have got a producer gas plant which will give the necessary gas for firing purposes.

Sj. Canesh Chosh:

এই যে গ্যাস, ফুয়েল হিসাবে ইউজড হবে কোক ওভেন গ্যাস, ২,৮০০ মিলিয়ান কিউবিক ফিট পার এ্যানাম প্রডিউস হবে, যেটা আপনি বললেন এটা ফুয়েল হিসাবে ওয়েস্ট করা হবে কত বছর ধরে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Our scheme is before the Planning Commission to allow us to bring the gas to Calcutta through a gas grid. Arrangements have been made with the Yugoslav Government to give us the pipe line on rupee basis so that it may not involve the question of foreign exchange. But the Government of India has not yet finally given us sanction. I am hoping it will give that sanction. If so half of that total production of gas will come to Calcutta; the other half will be used for under-firing in the coke oven plant or for burning in the thermal plant.

Sj. Canesh Chosh: Is it a fact that more than Rs.3 crores will be necessary. What is the amount that will be necessary?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Roughly 2½ crores of which 1½ crores in foreign exchange and the rest, i.e., 1 crore, for just for laying the pipe, etc.

Sj. Ganesh Ghosh:

এই টাকা খরচ হলে কলকাতাতে চিপ রেট-এ গ্যাস দেওয়া কি সম্ভব হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Our calculation is like this. At the present moment the Gas Company is supplying on the average—the rates vary according to the consumer—on the average rate of 4.5 per thousand cubic feet; but if you take the cost of production of gas by the coke oven plant at 12 annas—which is liberal—we will be able to bring to and supply gas at Calcutta at the average rate of 3.5, so that we will be able to save Re.1

Sj. Ganesh Ghosh:

এখনও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে গ্যাস গ্রিড-এর এ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায় নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They have agreed on principle.

Sj. Ganesh Ghosh: How soon do you expect approval?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They tell me before May.

Sj. Ganesh Ghosh: How soon it will take to complete the work?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In six months' time.

Sj. Ganesh Ghosh: How much money will be wasted?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I had taken precaution about a year ago. It is very difficult to convince the Central Government sometimes.

Mr. Speaker: The extent of the loss is Rs.10,000 a day. Mr. Ghosh, you had not been with us when we went there the other day. That is the extent of the loss but they expect half the fuel to be re-utilised for heating purposes which is essential.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If I use it for heating purposes either for the thermal plant or for the coke oven plant, we shall be wasting the gas which can be utilised for Calcutta. But in this world we have sometimes to meet with difficulties.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh: Is it a fact

যে ১০ হাজার টাকা ওয়েস্টেড হয়ে এই গ্যাস আন-ইউটিলাইজড হলে—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If I do not have the gas I would have coal for firing.

Sj. Ganesh Ghosh: That would have been much cheaper and so much public money would not have been wasted and the by-products also would not have been wasted.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Fractional distillation আরম্ভ হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It has not begun. Coal tar distillation has been accepted. The only difficulty that has arisen is that they have given us sanction for a 50-ton coal tar distillation plant. My experts tell me that unless we have a 100-ton tar distillation plant it would not be an economic unit and now the fight is going on about this 100-ton unit. We have issued global tenders and we are waiting for replies.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

আমরা যতদূর খবর পেয়েছি—40 p.c. of the gas utilised in ancillary purposes; 60 p.c. is not being utilised.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: At present one battery is being worked and the other battery will go into operation by the middle of May. The figures have been given on the basis of two factories.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

এখন এই যে ৬০ পার্সেন্ট জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে—60 p.c. is wasted, it is being used for firing purpose.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আন্ডার-ফায়ারিং কিছু হচ্ছে—It is being used for firing purpose.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

এই ফ্রাকশনাল ডিস্টিলেশন ছাড়া গ্যাস থেকে সালফিউরিক এসিড, এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম ক্লোরাইড ও ন্যাপথা প্রডিউস্‌ড হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ও থেকে বেন্‌জিন, হবে - ন্যাপথা হবে, বেন্‌জল হবে, সাল্‌ফিউরিক হবে, এমোনিয়াম সালফাইড হবে।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Amonia in any form is being wasted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We have made arrangements to sell the by-products, naphtha, sulphuric acid, etc. The British Paints (India) Ltd. have offered to purchase the entire production of light solvent naphtha at 4.25 per gallon. Messrs. Alkali & Chemical Corporation of India, Ltd., have offered to purchase 1,000 tons of heavy solvent naphtha at Rs.5-12.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি কোক ডিস্ট্রিবিউটিং এজেন্টদের যে নাম দিয়েছেন—তিন বৎসরের যে প্রডাক্ট তা ব্লক্‌ড হয়ে আছে, সেই পার্টিগুলির নাম দেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: H. Mamtuz & Co. 500 tons, Reliability Chemical and Mineral Works—100 tons, U. C. Dey & Sons—200 tons, Bengal Tar Products—300 tons, East India Metal Corporation—200 tons.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি পার্টি'গ্নলির যে নাম বললেন. এদের কি অনেক এ্যাপ্লিকেন্টের মধ্য থেকে সিলেক্ট করা হয়েছে, না কি নেগোসিয়েশনের শ্বারা নেওয়া হয়েছে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Notices were issued as a result of tenders. Sir, I forgot to mention one thing to Sj. Ganesh Ghosh. Of the gas that are being produced certain quantity about 3 million cubic feet will be burnt in the thermal plant We have entered into contract and the price will be at 12 annas and we have agreed to that. According to our figures the cost of production is twelve annas. We have agreed to give to these two parties at ten annas If we do not have gas and if we use the equivalent of coal it will be eight annas. The difference is of four annas So far as the excess is concerned, if we bring it to Calcutta it will be sold at Rs 3-8.

Sj. Ganesh Ghosh: When do you expect these two concerns to go into production?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: By the end of August they will finalise their scheme

Sj. Ganesh Ghosh: Is it a fact that originally Rs 6 crores was sanctioned for the Durgapur Project and its ancillary concerns and then the cost has gone up to more than Rs 10 crores it is expected now to cost about Rs 13 crores?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot give you the figures but as far as I remember the total value of the plant itself is about Rs.4½ crores. but the land, building, office quarters, etc., will cost about Rs.3 crores more so far as the coke oven plant is concerned and the other one. the thermal plant will cost about Rs 5 crores

Sj. Ganesh Ghosh: Is it a fact that during 1958-59 more than Rs.10 crores 7 lakhs has already been spent?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This expenditure relates to two plants, viz., the thermal plant as well as this plant.

Sj. Sunil Das:

দ্বর্গাপ্বর কোক ওভেন প্ল্যান্টে যে গ্যাস বের্বে, সেই গ্যাস থেকে ফার্টিলাইজার করবার কথা আছে, এটা সত্য কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It has not yet been finalised but I say after supplying the gas to Calcutta there will be some excess which may be used as fertiliser—we can take the nitrogen from the gas and make it into urea, ammonium sulphate, etc. But if, as I am hoping, I can get another coke oven plant then, while this present coke oven plant will cost us about Rs.6 crores or Rs 6½ crores, the new coke oven plant will cost us only Rs.3 crores or Rs.3½ crores Therefore, I am pressing the Government of India that if there is to be another coke oven plant that should be done here as the cost will be much less.

Sj. Sunil Das:

দ্বটো স্কীম আমাদের সামনে আছে, ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী হবার সম্ভাবনা আছে, আর গ্যাস গ্রীড হবার সম্ভাবনা আছে, কোন্‌টা আগে হবে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা বলতে পারি না, তবে ফার্টিলাইজারে সময় লাগবে, গ্যাস গ্রীড আগে হওয়া উচিত,—they have agreed on principle to the gas grid being brought to Calcutta.

Sj. Sunil Das: I was a bit late. I do not know whether the Chief Minister was already answered this question or not.

এই আপনি যে নাম দিয়েছেন, যে-সমস্ত এজেন্টদের মারফৎ বিক্রী করা হবে তাদের কি কমিশন দেওয়া হবে? যদি দেওয়া হয় তাহলে তার কি টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশনস তা কি বলবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No commission is given by the Government.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হল এই পার্টিগুলো সিলেক্ট করার সময় বাঙালী ব্যবসায়ীদের কোন প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I don't know because I was not in the Board.

Further supplementary questions to unstarred question No. 61

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

এখানকার মেম্বার হতে গেলে বছরে কত করে দিতে হয়?

Sj. Chittaranjan Roy:

বছরে দিতে হয় না, মেম্বার হতে হলে শেয়ার কিনতে হয়।

Dr. Golam Yazdani:

এই জিনিসটা আর একটু বুঝিয়ে বলবেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

মেম্বার হতে হলে এ্যাপ্লাই করতে হয় টু পারচেজ শেয়ার এবং মেম্বার হওয়ার যে-সমস্ত কোয়ালিফিকেশন আছে সেগুলো স্যাটিসফাই করতে হয় এবং পরে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস অফ দি সোসাইটি সেটা পাশ করেন। এর চেয়ে আরও যদি কিছু জানতে চান তাহলে কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট আছে কি কন্ডিশনে মেম্বার হওয়া যায় সেটা দেখে নেবেন।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় উপ-মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে, মিনিমাম শেয়ার কত হলে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি স্টার্ট করা যায়?

Sj. Chittaranjan Roy:

মিনিমাম শেয়ার কত হলে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি করা যাবে সে-সম্বন্ধে যে-সমস্ত বাই-ল্‌জ আছে তা না দেখে বলতে পারব না। প্রত্যেকটা সোসাইটির নিজস্ব বাই-ল্‌জ আছে, সেই বাই-ল্‌জ সব জায়গায় ইউনিফর্ম নয়।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

যাঁরা এখানকার মেম্বার তাঁরা কি কি সুবিধা পান?

Sj. Chittaranjan Roy:

তাঁরা ক্রেডিট নিয়ে থাকেন, প্রোডাকশন সেখানে যেটার করতে পারেন এবং রেসপন্সিবিলিটি নেন টু মার্কেট দেম ইন দি বেস্ট সিসন অফ মার্কেটিং। ৩১শে মার্চ-এর ভেতর দর কম থাকে সেজন্য দেখা গেছে যে সেই সময় তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির দ্বারা স্টোর করলে যখন উপযুক্ত দর উঠে তখন সেই দরে তারা বিক্রী করতে পারে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এইরকম স্টোর করবার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে কি পরিমাণ টাকা কো-অপারেটিভকে দেওয়া হচ্ছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে এই—১৯৫৬-৫৭ সালে লোন এবং গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ ৯ হাজার ২৫০ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

ওটা তো লোন দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে, মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে স্টোর করবার জন্য টাকা দেওয়া হয় কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

মার্কেটিং গোডাউন করার জন্য যেসব মার্কেটিং সোসাইটি হেল্প চেয়েছেন, তাদের যদি কন্ট্রিবিউশন থাকে

Mr. Speaker: I am not going to allow a general discussion on the subject, let me tell you once and for all The point is, what steps if any, you have taken from the Government side to popularise this I want a straight answer to a straight question

Sj. Chittaranjan Roy: The steps taken are advance of loan and grants, to help the managers appointed with subsidy; these are the principal help which have been given.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

আমি প্রশ্ন করছি, পপুলারাইজ করবার জন্য যেটা বলেছেন, মার্কেটিং কো-অপারেটিভকে এই কারণে ধান বা পাট রাখবার জন্য গভর্নমেন্ট কত টাকা দিয়েছেন সেটা বলতে পারেন কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Ramanuj Halder:

উপমন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, যে ১লা জানুয়ারী থেকে ধান এবং চালের দাম যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা সারা বৎসরব্যাপী একই রাখা হয়েছে। সুতরাং এই যে মার্কেটিং সোসাইটি তার কাজ ব্যাহত হচ্ছে, এটা কি সত্য?

Mr. Speaker: Question disallowed

Sj. Sunil Das:

উপ-মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে, এই কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিগুলি যখন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হয়, তখন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে আপত্তি উঠেছিল কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

কিছু কিছু আপত্তি উঠেছিল।

Mr. Speaker: Mr. Das, will you please repeat the question, as I could not follow it?

Sj. Sunil Das: The Hon'ble Deputy Minister has already replied that there was some objection from the Agriculture Department. My question was whether any objection was raised by the Agriculture Department when these agricultural marketing societies were taken over from the Agriculture Department by the Co-operative Department, and the Hon'ble Deputy Minister has replied that there was objection. May I ask what was the ground for that objection?

Sj. Chittaranjan Roy: I cannot say. I cannot give the precise objections.

Sj. Saroj Roy:

১৯৫৫-৫৬ সালে টোটাল নাম্বার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ কত ছিল, তার চেয়ে ১৯৫৬-৫৭ সালে কত বেড়েছে সেটা বলবেন কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

১৯৫৫-৫৬ সালে ১২০টি ছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা ১৬৩টি হয়েছে।

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

এটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার পরে ঐ সোসাইটিগুলি তাদের কার্য-পরিচালনার ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছে, এটা কি জানেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Saroj Roy:

কোন্ কোন্ ডিস্ট্রিক্ট পড়েছে বলতে পারেন, আর ইউ ইন এ পজিসন টু টেল আস ইন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট?

Sj. Chittaranjan Roy: No; I want notice.

Sj. Sunil Das:

ডেপুটি মিনিস্টার অবজেকশন-এর কারণ জানেন না বলছেন, কৃষিমন্ত্রীর থেকে জেনে বলবেন কি?

Mr. Speaker:

পরে বলতে পারবেন।

UNSTARRED QUESTIONS
(Answers to which was laid on the Table)

Expenditure on the welfare of Scheduled Castes and Tribes in Raina police-station of Burdwan district

62. (Admitted question No. 1389.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার রায়না থানায় তপশীলি ও আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে; এবং

(খ) উহার মধ্যে কি বাবত কত টাকা কাহার মারফত ব্যয় করা হইয়াছে?

The Minister for Tribal Welfare (The Hon'ble Bhupati Majumdar):

অনুমান করা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮, এই আর্থিক বৎসরের ফেব্রুআরি পর্যন্ত খরচের পরিমাণ জানিতে চাওয়া হইয়াছে। এজন্য (ক) ও (খ) প্রশ্নের জবাব-সম্বলিত একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 62

Name of the scheme taken up.	Beneficiaries.	Amount spent.	By whom spent.
		Rs.	
(1) Special stipend, book grant, examination fees, free tuition, boarding and hostel charges.	Scheduled Caste ..	300	District Inspector of Schools, Burdwan.
(2) Ditto ..	Scheduled Tribes ..	91	Ditto.
(3) Sinking of one tube-well at Netrakhandu, Union Board Palashan.	Ditto ..	712·31	District Magistrate, Burdwan.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Purulia Sadar Hospital

***142.** (Admitted question No. *1632.) **Sj. Sagar Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল বিষয়ে জেলার জনগণের পক্ষ হইতে বহু গুরুতর অভিযোগের কথা সরকার অবগত আছেন কিনা;

(খ) অবগত থাকিলে, ঐ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোন তদন্ত হইয়াছে কিনা;

(গ) ঐ-সকল অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা, এবং

(ঘ) এ-বিষয়ে জেলার শাসন কর্তৃপক্ষ কি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) না।

(খ) হইতে (ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Sagar Chandra Mahato:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, সেখানকার লেডি ডাক্তার সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

কোন গুরুতর অভিযোগ ছিল না—লেডি ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু সেটা গুরুতর নয় এবং প্রমাণও হয় নি।

Sj. Sagar Chandra Mahato:

এ-সম্বন্ধে কোন এনকোয়ারী করেছেন কি এবং করে থাকলে এনকোয়ারীর ফল কি হয়েছে :

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এনকোয়ারী করা হয়েছিল। চিফ মেডিক্যাল অফিসার এবং স্থানীয় এস, ডি, ও-কে নিয়ে একটা কমিটি করে এনকোয়ারী করা হয়েছিল—তাঁরাই এই মত দিয়েছেন।

Sj. Sagar Chandra Mahato:

এখনো সেখানে সেই লেডি ডাক্তার আছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

না, তাঁকে বদলী করে আরেকজনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

Sj. Sagar Chandra Mahato:

এটা সত্য কি না যে, নার্স এবং ডাক্তারের অভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এখন আর অসুবিধা হবার কারণ নেই, যে সংখ্যক দরকার সেই সংখ্যাই রাখা হয়েছে।

Scarcity of Streptomycin in Calcutta market

***143.** (Admitted question No. *1736.) **Sj. Samar Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state

(*a*) whether Government are aware that Streptomycin is not easily available in Calcutta; and

(*b*) if so, what steps, if any, Government have taken to make the medicine easily available?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) Yes.

(*b*) The scarcity is due to reduction by the Government of India of import quota. The import conditions are regulated by the Government of India, who have been apprised of the present market position. Steps from the Government of India are being awaited.

Dr. A. A. M. O. Ghani: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the date of the reply?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: 1958. The position has since changed.

Dr. A. A. M. O. Ghani: Are you still awaiting the steps from the Government of India?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There has been an increase in the quota of import licence. So practically there is no difficulty now. There are other factors which are responsible for this want of streptomycin, namely, extensive use of this medicine. But now we are bringing more INH and PAS. So there is no difficulty now.

Dr. A. A. M. O. Ghani: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what has been the increase in the quota of streptomycin?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: 30 per cent. cut has been restored.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Have you thought of producing streptomycin in this country?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: We are trying to have it.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট-এর হাতে—আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউশন যেগুলি করা হয়েছে সে-সম্পর্কে সরকারের কোন খবর আছে কিনা, কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Not exactly, 30 per cent. in the overall of supply that has been restored.

Dr. Narayan Chandra Ray: We want to know whether by this restoration the old position has been brought back.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, that has been done.

Dr. Narayan Chandra Ray: Have the authority to say that?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, because in the market the position of supply is favourable. It is readily found.

Maternity arrangements in Labpur Thana Health Centre

***144.** (Admitted question No. *1522.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) লাভপুর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতিদের প্রসবের ব্যবস্থা আছে কিনা;

(খ) থাকিলে, কি কি ব্যবস্থা আছে;

(গ) প্রসূতিদের শয্যা কয়টি আছে;

(ঘ) ডাক্তার, নার্স এবং ধাত্রীর ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং

(ঙ) প্রসূতিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনার জন্য ambulance-এর ব্যবস্থা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

(ক) এবং (ঘ) হাঁ।

(খ) প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ পৃথক্ প্রসব-গৃহের ব্যবস্থা আছে।

(গ) প্রসূতির জন্য পৃথক্ কোন শয্যা নাই, তবে মহিলাদের জন্য আলাদা দশটি শয্যা রহে।

(ঙ) না।

Mr. Speaker: Are any beds reserved for maternity?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There are no fixed beds for maternity but we accommodate those cases in ordinary beds reserved for ladies.

Dr. Radhanath Chattoraj:

এই হাসপাতালে বেডের সংখ্যা কত?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

কুড়ি।

Dr. Radhanath Chattoraj:

সারা বৎসর প্রসূতির সংখ্যা কত হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

নোটিশ দিন।

Sj. Gopal Basu:

আপনি বলেছেন প্রসূতির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শয্যা নাই, এটার মানে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That means that there are no separate beds for the purpose.

Dr. Radhanath Chattoraj:

হাসপাতালের ছাদটা করোগেটেড টিন-এর, এতে গরমকালে অসুবিধা হয়, শিলিং-এর কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এই হাসপাতালে যদি শিলিং করা হয়—

In that case we will have to provide them in all the health centres.

Mr. Speaker: My respectful advice would be "please do it."

Dr. Radhanath Chattoraj:

এখানে এ্যাম্বুলেন্স কবে থেকে আরম্ভ হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: In that case we will have to provide first the district hospitals and then we shall have to provide for the thana health centres.

Dr. Radhanath Chattoraj:

আপনি এই যে বলেছেন প্রসূতিদের জন্য পৃথক্ কোন শয্যা নেই। কিন্তু তাদের জন্য কি কোনরকম পার্টিশনস দেবার ব্যবস্থা নেই?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, Sir, sometimes if it is necessary, partitions are put up in between

Mr. Speaker: Is it true that at Labpur the temperature sometimes rises up to about 118°C So, some arrangement might be made to put something below the roof as a sort of protection against heat.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We will consider that.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

শুধু গরমকালেই কষ্ট হয় তা নয়, শীতকালেও ঐ ছাদ দিয়ে টপ্-টপ্ করে জল পড়ে।

Mr. Speaker: That is why I have suggested to arrange for something as a protection against heat.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

(ঘ)-এর প্রশ্ন ছিল ডাক্তার, নার্স এবং ধাত্রীর ব্যবস্থা আছে কিনা? তার উত্তরে বলেছেন—হ্যাঁ। এই-সকল নার্সরা কি ট্রেইন্ড নার্স?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, trained nurses.

কয়জন ট্রেইন্ড নার্স সেখানে আছে এবং কয়জন ধাত্রী সেখানে আছে? এবং গ্রামসেবিকা নিয়োগ করবার কোন পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: This is a Thana Health Centre. So, we have got a trained nurse there. Besides, we have got trainees—*Shevikas*.

Domjur Thana Health Centre

***145.** (Admitted question No. *624.) **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) who are the members of the Domjur Thana Hospital Committee, Howrah;

(*b*) if it is a fact that the original plan of the Thana Health Centre at Domjur was for 50 beds?

(*c*) what is the amount of money allotted for each outdoor patient each day; and

(*d*) whether there is any provision for treatment of dog bite in the said Health Centre?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) A list of members is laid on the Table.

(*b*) and (*d*) Yes.

(*c*) Twelve naye paise.

List referred to in reply to clause (a) of starred question No. 145

1. Circle Officer, Howrah Sadar—*Chairman*
2. Medical Officer-in-charge, Domjur Thana Health Centre—*Secretary.*
3. Dr Kanai Lal Ghosh, M B B S, of Domjur—Nominee of Medical and Public Health Department
4. Shri S C Roy, Assistant Inspector of Schools (General), Howrah — Nominees of Education Department.
5. Shrimati Bina Chowdhury, Sub-Inspectress of Schools, Howrah Sadar (East). — Nominees of Education Department.
6. Shri Prosad Ch Paul, Member, Narna Union Board, P O and village Dafarpur. — District Magistrate's nominees.
7. Shri Raghunath Ash, President, Domjur Union Board — District Magistrate's nominees.
8. Shri Haridhan Ganguly, President, Makardaha Union Board — District Magistrate's nominees.
9. Shri Madhusudan Mukherjee of Uttar Jhapardaha—Donor.
10. Block Development Officer, Domjur.

Sj. Tarapada Dey:

ওখানে ৫০-বেডেড হাসপাতাল করবার কথা ছিল, সেটা ২০-বেডেড হাসপাতাল করা হল কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The reason is that when the money and the land are donated, the plan was to have one Health Centre for each thana, but after that in 1953 the plan was revised and it was decided to have 20 beds in the Thana Health Centres.

Sj. Tarapada Dey:

যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন প্রাইমারিলি এটা ৫০-বেডেড হাসপাতাল হবার কথা ছি কিন্তু রিসেন্টলি এটা ২০-বেডেড করা হ'ল কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The plan was revised.

পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয়েছিল।

Sj. Tarapada Dey:

ওখানে বেড বাড়ানর কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It might be considered when we have covered all the areas with some Health Centres.

Sj. Tarapada Dey:

আপনি কোয়েশ্চেন (ডি)-তে ইয়েস বলেছেন। কতদিন থেকে এই ব্যবস্থা করেছেন Whether there is any provision for treatment of dog-bite?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, there is provision. If there are such cases, arrangement can be made for their treatment in the Health Centres.

Mr. Speaker: I think you said some days ago, Dr. Ray, that if there were medical practitioners there they could be supplied with the necessary serum to treat dog-bite cases.

Sj. Tarapada Dey:

পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে যে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা আছে, তার জন্য চার্জ লাগে, না ফ্রি দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Indigent patients are supplied free of cost.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Who certifies that the patient is indigent?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The medical practitioner who is treating the patient can give the certificate.

Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury:

অ্যাকসিন-এর স্টক কোথায় থাকে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Usually we keep a stock in the district hospital. If there the stock is exhausted, requisition is made from the Pasteur Institute. Every patient gets attention and there has been no case of failure of treatment.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Please refer to answer (c). Do you supply sulpha drugs to these Thana Health Centres?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, we do.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: What is the daily adult dose of sulpha diazine and what is the price of that?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It depends on the opinion of the doctor and the method of treatment. In some cases you can give 20 grams and in other cases less. The average figure is twelve naye paise; in some cases it may be 5 naye paise and in other cases it may be more than 12 naye paise—the average is 12 naye paise. So long as we have got stock we supply it free.

Mr. Speaker: What is the total amount of sulpha drug supplied to the various health centres in West Bengal?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is no fixed supply. Whenever the stock is exhausted it is supplemented by fresh indent.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: 12 naye paise is not sufficient even to give 3 doses of alkaline mixture.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It may be so, but I have said the average expenditure is like that.

Sj. Tarapada Dey:

হসপিটাল কমিটির যে লিস্ট দিয়েছেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, সার্কেল অফিসার ইত্যাদি আছে। এখানে ডোমজুড় থানায় যে হেল্‌থ সেন্টার কমিটি, সেটা কিভাবে তৈরী হয়েছে, তাতে দুইজন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট-এরও লোক আছেন, এদের কি কাজ এবং এটা নেবার পদ্ধতি কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The Committee was quite efficient to carry on investigation.

Sj. Tarapada Dey:

এদের কি কাজ করতে হয়, কি উদ্দেশ্যে হসপিটাল কমিটি করেছেন এবং কিভাবে করেছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

হসপিটাল কমিটির যে কাজ সেই কাজই করে। দেয়ার ইজ এ লং লিস্ট।

Sj. Tarapada Dey:

এই কমিটিতে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে দুইজন ইন্সপেক্টর-কে নেওয়া হয়েছে, ডামজুরের এস, ডি, ও, আছেন কিন্তু স্থানীয় এম,এল,এ-কে নেওয়া হয় নি কেন?

Mr. Speaker:

নেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: These persons were recommended by the local authorities. These Committees are never formed on party basis.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এই কমিটির একটাও মিটিং হয়েছে কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

যে কমিটি ফরম করা হয়েছে, এটা নির্বাচনের কি নিয়ম আছে? যারা নমিনেশন-এ আসবে তাদের নির্বাচনের নিয়ম কি সব জায়গায় একই, না, এক-এক জায়গায় এক-একরকম?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: If there is no particular representation from the different groups the committees are recommended by local authorities and we accept them.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

এই কমিটি ফরম করতে কোন নির্ধারিত নিয়ম আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Is there any principle following which the personnel of the committee is chosen?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Usually responsible and eminent persons are taken into the committee.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Who decides as to who is responsible and who is prominent?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The District Magistrate and the Civil Surgeon.

Proposed Health Centre at Ramchandrapur, district Midnapore

***146.** (Admitted question No. *387.) **Sj. Ananga Mohan Das:** Will **the** Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to **state**—

(ক) মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে, মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে একটি ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার মঞ্জুর করা হইয়াছে ও তজ্জন্য স্থানীয় দাতা প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে দেয় টাকা জমা দিয়াছেন;

(খ) উক্ত কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ কবে আরম্ভ হইবে, এবং

(গ) কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ হইতে এত দেরী হইতেছে কেন?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) হাঁ, রামচন্দ্রপুর গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কথা আছে এবং স্থানীয় দাতা এজন্য কিছু টাকা জমা দিয়াছেন।

(খ) ও (গ) যে জমি এজন্য দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা গৃহাদি নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি দাতা ঐ জমি গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী করিয়া দেন তাহা হইলে N.E.S. Block গঠিত হইবার পর ঐ স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে।

Sj. Ananga Mohan Das:

তারা কোন্ সালে কত টাকা জমা দিয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: In 1953 the money was received but the land was not registered.

Sj. Ananga Mohan Das:

কত টাকা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Rs.7,000.

Sj. Ananga Mohan Das:

যে টাকা জমা দিয়েছে, সেটা সরকারের নির্দেশে জমা দিয়েছে, না, নিজেদের ইচ্ছায় জমা দিয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

নিজেদের ইচ্ছায় জমা দিয়েছে।

Sj. Ananga Mohan Das:

টাকা জমা দেবার পর আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন লোক সেই জায়গা দেখতে গিয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, that land was found unfit.

Sj. Ananga Mohan Das:

জমি উপযুক্ত নয় বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু ১৬-২-৫৯ তারিখে আপনার কোন লোক দেখতে গিয়েছিল কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আমি নিজেও গিয়েছিলাম, সেই জায়গা দেখবার জন্য ময়নায়।

Sj. Ananga Mohan Das:

আপনি দেখে আসার পর আর কেউ গেছেন কিনা আপনার ডাইরেক্টরেট থেকে, ইঞ্জিনিয়ার বা তেমন কেউ ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

হ্যাঁ, গেছল, ডাইরেক্টরেট থেকে, ডেপুটি ডাইরেক্টর, প্ল্যানিং এবং ইঞ্জিনিয়ার গেছলেন।

Sj. Ananga Mohan Das:

তাঁরা কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

জমি উপযুক্ত করতে গেলে অনেক টাকার দরকার, ১২ হাজার টাকার বেশি খরচ করতে হবে।

Sj. Ananga Mohan Das:

ময়না থানায় কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

না, কোন থানা হেল্থ সেন্টার নাই।

Sj. Soroj Roy:

এটা কি প্রিন্সিপল যে, N.E.S. Block না হলে কোন জায়গায় হাসপাতাল হবে না ?

Mr. Speaker: About this question I will remind the honourable members that in the course of one of the answers the Hon'ble Chief Minister declared before this House in this very session that if a certain area is not covered by N.E.S. Block a Health Centre cannot be started there because the Government of India has made it plain that they are not going to extend any financial aid unless the N.E.S. Block is there.

Sj. Saroj Roy:

ডাঃ রায় সেই সময় যে-কথা বলেছিলেন, তিনি সেই সময় এ-কথাই বলেছিলেন, যেখানে যেখানে হাসপাতাল হচ্ছে না সেই সমস্ত জায়গায় মোবাইল ইউনিট দ্বারা হেল্প করবেন—দ্যাট ওয়াজ স্পেসিফিক এান্সার, কিন্তু প্র্যাক্টিক্যালি সেই-সমস্ত জায়গায় এন, ই, এস, ব্লক না থাকায় জন্য হেল্থ সেন্টার হয় নি এবং সেখানে মোবাইল ইউনিট যদি না দিয়ে থাকেন, কবে হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: In this particular case I remember six mobile units were working during the last flood, when it was necessary. I visited the area myself.

Sj. Narayan Chobey: Is it a fact then that to get a mobile unit we must have flood?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I only say that there were sufficient number of mobile units.

Sj. Saroj Roy:

আপনার জানা দরকার যেহেতু ময়না থানায় ফ্লাড হয়েছিল পাঁচটি মোবাইল ইউনিট কাজ করেছে কিন্তু প্রশ্ন হল অন্য জায়গায় ফ্লাড হয় নি, সেই সমস্ত জায়গায় কি ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

সেখানে দেবার ব্যবস্থা আছে। যেখানে চিকিৎসার অভাব আছে সেখানে হবে।

Sj. Saroj Roy:

এই মেদিনীপুর ময়না থানা ছাড়া কেশপুরে যেহেতু এন, ই, এস, ব্লক হয় নি, সেখানে কোন মোবাইল ইউনিট হচ্ছে না।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

যেখানে দরকার হয়, সেখানে দেওয়া হয়, রামপুরের ৬ মাইল দূরে কেশপুর শুকনা হলে দরকার হয় না, বর্ষা হলে দেওয়া হয়।

Sj. Saroj Roy:

ফ্লাড না হলে কি রোগ হয় না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The programme is that wherever we cannot put in a health centre we try to provide for a mobile unit. The principle is there, but we have not yet been able to do that.

Mr. Speaker: Question time over.

[4—4-10 p.m.]

Fixation of non-official days

Mr. Speaker: Mr. Basu, you made a representation before the House yesterday. You said something about fixation of non-official days and you wanted me to examine the matter. I have had a talk with the Hon'ble Chief Minister about this particular topic and he is agreeable to give you three days. Yesterday I was told that there was difference between two days and three days. That matter has been ironed out. You will get your three days. I will only request honourable members to be a little helpful towards me. 27th is Easter Friday and 28th is Easter Saturday. In order to make it possible to extend three non-official days to the Opposition I have suggested myself to the Chief Minister that I am willing to sit on the 28th if members have no objection. There is no legal impediment in the way of our sitting on the 28th as I have ascertained. If you all agree, I will sit also on the 28th so that you can have three days.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। কাল একটা কথা উঠেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এইরকম একটা কনভেনশন আছে যাতে বাজেট সেশনে [illegible]দিতে হবে না। ৭ দিন আমাদের প্রাপ্ত এবং আমাদের বিজিনেসও রয়েছে। অথচ উনি বলছেন কনভেনশন হয়েছে; আমি এটার প্রতিবাদ করছি। আমরা ৩ দিনে রাজী হয়েছিলাম এবং আমাদের প্রাপ্য দিন থেকে কমিয়ে দিয়েছিলাম, তার মধ্যেও আবার দেখছি একদিন মাত্র আছে ২ ঘণ্টা। আপনি অবশ্য বলবেন না, ওঁর সংগে একমত হয়ে যে, কনভেনশন আছে, রুলস যা—

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I understand that in the past there have been occasions when non-official days have been both given and not given. There is no uniform rule. I take it that the sense of the House is that we sit on the 28th.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার দৃঢ় ধারনা—এ্যাকচুয়েল বাজেট ডেক্ত প্রায় এক ফোর্টনাইট হবে তাতে মঞ্জুরী, দেওয়া হয় নাই, কিন্তু বাজেট সেশন বলে কিছু নাই।

Sj. Jyoti Basu:

আমরা ভাবছিলাম যে, ২৪শে তারিখে করা যেতে পারে, তবে এখানকার দু-একজন আপত্তি করছেন।

Mr. Speaker: Yesterday it was strenuously pressed by the Opposition that non-official days are not available. I wish to iron out this difficulty.

Sj. Jyoti Basu:

৩০শ তারিখে হলে কারো আপত্তি হবার কারণ দেখিনে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will not be here, I will have to go to Delhi.

Mr. Speaker: I would have given Monday, but that difficulty is there. Make it 28th.

Personal Explanation

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই, কাল যখন এখানে আমাদের আলোচনা চলছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই কক্ষ ত্যাগ করে আমাদের বক্তৃতার মাঝখানে চলে গেলেন, আমি তাতে কিছু কঠোর মন্তব্য করেছিলাম। এখন শুনছি তিনি ইচ্ছা করে ওরকমভাবে যান নাই। ওঁর বাড়ীতে একজন অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি মারা গিয়েছেন। এইটে যখন তাঁর চলে যাওয়ার কারণ, সেইজন্য আমি আমার মন্তব্যের জন্য দুঃখিত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am grateful to the Leader of the Opposition for expressing this sentiment. I may just say that I never leave my work here unless it is absolutely important and urgent, and unless there is inescapable necessity for it. As a matter of fact, as I was able to go, I was able to see him for at least ten minutes after which he died in my house.

Point of order

Sj. Bankim Mukherjee: Sir, I want a ruling on a very important point of order,—whether the Public Service Commission has been properly constituted.

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, you discussed about that particular Article of the Constitution. Yesterday, at midnight, all on a sudden, I thought of this very question you are asking, and then it occurred to me that apart from the persons appointed by the Constitution as Members of the Public Service Commission, in every sitting the Public Service Commission co-opts experts for the purpose. Now, if you co-opt, then the question that you are raising that instead of 4 let there be 5 Members, that question is answered. I myself have sat on various occasions as an expert, but I shall look into it.

Sj. Bankim Mukherjee: I shall just read out the relevant section of the Constitution—section 316. The second paragraph is most important. "Provided that as nearly as may be one-half of the Members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement

of this Constitution during which a person held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included."

* * * এ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রয়েছে। যদি লেটার অফ দি ল নেওয়া যায়, তাহলে এইরকমভাবে আরগ্যু করা যায় এ্যাজ নিয়ারলি এ্যাজ মে বি ওয়ান-হাফ অফ দি মেম্বারস আছে এন্টায়ার কমিটি এরকম বিধান নাই। অতএব কনস্টিটিউশন-এ কোন বাধা নাই। এই আরগ্যুমেন্ট করা যেতে পারে। কিন্তু—

Spirit of the law and the idea is that it should not be constituted fully of such members in which no ex-officer of the Government is present, for the Public Service Commission may be composed of experts who had never any experience in administrative service; therefore the Constitution suggests, or rather, it does not suggest that the majority of them would be members, as otherwise it should have said "at least it should be more than half," but it says, "as nearly as may be one-half." That means it should be less than half. The idea is that the other half would be such persons who were not in the service of Government. Now, you have suggested co-opting. They do not constitute the Public Service Commission. They are co-opted every time for certain class of examinations, for certain category of selection. They do not constitute the Public Service Commission. You will also see from the annual report of the Public Service Commission it itself says: "Personnel of the Commission—Dr A. T. Sen continued as Chairman and Shri S. K. Majumdar and Shri N. C. Chakravarti as Members of the Commission during the entire period." So, this is the personnel of the Commission. These three Members. So, as Experts are co-opted from time to time for some particular occasion, they cannot be said to be Members of the Public Service Commission, as contemplated by the Constitution of India. In that way, they are not Members. So, actually, if all these three persons, each one of whom had been an ex-servant of the Government, constitute the Public Service Commission, I think that somehow it does not maintain the spirit of the Constitution as in article 15.

So, I would request you to see to it and give a ruling.

[4-10—4-20 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I understand the force of your argument, but unfortunately, so far as this House is concerned, if the Public Service Commission has not been properly constituted, it is an arguable point. The only answer is to get a writ declaring that the Public Service Commission is not properly constituted. The expression of an opinion by me in the shape of a ruling that the Public Service Commission is not properly constituted would not be of any avail.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want to say one thing. Dr. Sen was not a Government servant at the time we are talking about. He had resigned from Government service. At the present moment we have five persons in the Commission. Mr. Das Gupta and Mr. Mitra are old Government servants, Mr. Chakravarti, Dr. Das Gupta is a man from the Lucknow University. The other post was occupied by Mr. Huq. He has become ill and he has resigned. We will have to fill up the vacancy. At the present moment, therefore, there are two non-officials.......

Sj. Bankim Mukherjee: Anyway, I think the Chief Minister should bear this in mind. I want to point out to you that even if in the supplementary budget there is a request for getting some more money—because the Public Service Commission are having more staff and so on and so forth, so they require some money—of course we can refuse any money if the Public Service Commission is not properly constituted.

Sj. Bankim Mukherjee:

এই জিনিসগুলি বোঝবার জন্য আমাদের দরকার হয়। গভর্নমেন্ট পাব্লিকেশন-এর মূল্য আছে এবং তার একাডেমিক ভ্যালু যথেষ্ট আছে। যদি ডিপার্টমেন্ট একটা করে নোট করেন তাহলে সেগুলি পেলে আমাদের সুবিধা হয়। তারপর, আরেকটা অনুরোধ করছি যে, মেম্বাররা যদি এই-সমস্ত জানেন, তাহলে আমাদের বাদানুবাদের স্তর উন্নত হতে পারে, যদি আগে থেকে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায়। আজকে ডিবেট হবে, তার একদিন দুইদিন আগে না পেলে কোন উপকার হয় না। মেডিক্যাল-এ এই স্কীম আছে, লেবার ডিপার্টমেন্ট এবার সেটা করেছে। প্রত্যেকটা বিভাগ এরকম দিলে আমাদের পক্ষে বোঝার সুবিধা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Agreed.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমাদের বড় গ্রিভান্স এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এ হচ্ছে,—পাব্লিক সার্ভিস কমিশন-এর ব্যাপার ভুলতে পারব না এ্যাসেম্বলিতে যতদিন থাকব—পাব্লিক সার্ভিস কমিশন তাঁদের ৭ই জুন, ১৯৫৭-এর মেমোরেন্ডাম-এ বলছেন, শ্রীনিমাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে—

In connection with the candidature for recruitment on the results of the Secretariat Clerkship Examination, held in June, 1956, Shri Nimai Chand Chattopadhyay is informed that he is declared unsuitable for service under Government as his political antecedents are not satisfactory.

West Bengal Junior Civil Service Examination.

এ ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে ৫৪ জন সিলেক্টেড করা হয়েছিল, এই ৫৪ জনের ভিতর ৩ জন unsuitable for Service under Government for reasons which cannot be disclosed in the public interest.

এই কথা মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। আগে তবু গভর্নমেন্ট একটু ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন, হালে পুলিশ রিপোর্ট-এর ব্যাপারে গভর্নমেন্ট এখন বেশ সুচতুর হয়ে গিয়েছেন, অর্থাৎ, আত্মগোপন করতে শিখেছেন, ইন দি পাব্লিক ইন্টারেস্ট। একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর-এর রিপোর্টের উপর একটা লোক চাকরী পাবে না। মেডিকেল সার্ভিস হলে পর অন্য কথা ছিল, সিভিল সার্জেন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখানে লোকে কি করবে? কোথায় যাবে? গভর্নমেন্ট লাইসেন্স, পার্মিট, কন্ট্রাক্ট ইত্যাদি লোকে পাবে না, গভর্নমেন্ট চাকরী পাবে না। এবং আমার মনে হয় যদি কোন প্রাইভেট কন্সার্ন গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন অমুক ব্যক্তির পলিটিক্যাল এন্টিসিডেন্ট কি, তাহলে কালিপদবাবুর ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই তাঁদের জানিয়ে দেবেন এই এই লোক আনসুটেবল। আর, আপনাদের দোর পর্যন্তও আসতে হয় না, থানা থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরাই জানিয়ে দেন এই এই লোক স্ট্রাইক করেছে,—পুলিশ রিপোর্ট-এ কারখানার দরজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়—এ-সব কেন? আপনারা পরিষ্কার বলুন না, আমরা এই লোককে চাই না, বিরোধী পক্ষের—কমিউনিস্ট পার্টি, সোসালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলকে যাঁরা সাপোর্ট করেন, তাঁরা অপরাধী—তাঁরা না খেতে পেয়ে মারা যাক, এদেশে এদের স্থান নাই। এ-কথা ডাঃ রায় বলে দিন। তাহলেপর আমরা বাধিত হই, এবং আমাদের পথও অনেক সহজ হয়।

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, এইমাত্র বঙ্কিমবাবু বললেন, প্রত্যেক বিভাগের সম্পর্কে বর্ণনামূলক ভালো ভালো বই আমাদের পাওয়া দরকার, এ-কথা আমি সমর্থন করি এবং তার সঙ্গে এ-কথা বলি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত যে পুস্তিকা প্রকাশিত করা হয় তাও আমাদের পাওয়া প্রয়োজন। মিঃ স্পীকার মহাশয়, এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে দেখতে পাচ্ছি ফ্যামিন খাতে বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গত বছর অনাবৃষ্টি, কোথাও কোথাও আবার অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য ব্যাপক শস্যহানি হয়েছে এবং তার ফলে জনগণের দুর্গতি হয়েছে। সেই দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে যে-সমস্ত

রিলিফের কাজ করা হয়েছে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ আমাদের ধন্যবাদের দাবী করতে পারেন, এবং বিশেষ করে যে টেস্ট রিলিফ-এর কাজ করা হয়েছে, তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এই টেস্ট রিলিফ-এর কাজ করতে গিয়ে একটা বিষয়ের প্রতি যদি তাঁরা মনযোগ দেন তাহলে বোধ হয় আরো ভাল হতে পারে। কৃষিজ উন্নতির প্রতিই শুধু নজর দিতে হবে, তা নয়, মাটি কাটার কাজও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ষার সময় লোকেরা যাতে কুটীরে বসেই কোন টেস্ট রিলিফ-এর কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, গমভাঙ্গা, ধানভানা, সুতাকাটা—এবং এগুলি কিভাবে প্রয়োজন। মিঃ স্পীকার মহাশয়, দুর্ভিক্ষ দেওয়া কার্যকরী করা যেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি খাতে যাতে টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন না হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যাতে বেশি উৎপাদন হতে পারে সেই ব্যবস্থা সর্বতোভাবে করা দরকার। যাতে কৃষকের হাতে জমি দেওয়া যায় তার জন্য ল্যান্ড রিফর্ম আইনে যে-সব ধারা সন্নিবিষ্ট আছে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং কৃষকদের উৎসাহ দিতে হবে। মিঃ স্পীকার মহাশয়, শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নতি আমরা লক্ষ্য করছি তার জন্য শিক্ষা-বিভাগকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু মাল্টি-পারপাস-এর বর্তমানে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেটা হল, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব; বিশেষ করে এম, এস, সি, পাশ শিক্ষকের অভাব হেতু সায়েন্স বিভাগগুলি অচল হতে বসেছে।

[4-30—4-40 p.m.]

বিশেষত এম, এস, সি, পাশ শিক্ষকের অভাবে মাল্টি-পারপাস বিভাগগুলি প্রায় অচল হতে চলেছে। সেইজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে তাদের উপযুক্ত আর্থিক মর্যাদা দিয়ে এবং উপযুক্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এম, এস, সি, পাশ ভাল ভাল ছেলেদের যাতে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা যে, যাতে সেখানে বেশি সংখ্যক এম, এস, সি, পাশ ছেলেদের সুযোগ দিতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবার আছে। বিদ্যালয়গুলির জন্য গৃহ-নির্মাণের যে ব্যবস্থা আছে, সেটা বোধ হয় ঠিক আমাদের দেশোপযোগী নয়। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে অল্প ব্যয়ে নিকটবর্তী স্থানে ইউনিভার্সিটির কাছে মাল-মসলা সংগ্রহ করে গৃহ-নির্মাণ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আমার মনে হয়, গ্রাম্য-পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন বড় বড় অট্টালিকা তৈরীর পরিকল্পনা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। এই ধরনের পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণরূপে আমাদের সাধ্যের অতীত এবং একটা ব্যয়বাহুল্য অপ্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, এইটাই আমার ধারনা।

তারপর, প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমার বলবার হচ্ছে—শিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা খুবই কম। দ্রুত যাতে শিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে পারি; তার জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে, তাঁদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে খুব কঠিন; সুতরাং আর কিছু বলবো না। আমি শুধু এইটুকু এখানে বলতে চাই যে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যে-কোন জনপ্রিয় সরকারের কর্তব্য হচ্ছে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয়। সেইজন্য আমি এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে, সাপ্লিমেন্টারীতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ডাঃ রায় চেয়েছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে বাজেটের সময় চাইলেন ৭২ কোটি টাকা, আবার রিভাইজড বাজেট যখন করলেন তখন দেখা গেল ৮০ কোটি টাকা দরকার হল। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারীতে আবার দেখছি ১০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তার মানে ঐ দুটো যদি বাদ দিই তাহলে দাঁড়ায় পাঁচ কোটি টাকা তিনি আরও চাচ্ছেন। এর মানেটা কি তা আমরা বুঝতে পারি না।

রিভিসনটা হয় সাধারণত জানুয়ারি মাসে। এ্যাকচুয়েল বাজেটে কত খরচ হল না হল, সেটা দেখে রিভিসন করা হয়। জানুয়ারি মাসে যদি রিভিসন হয়, তাহলে দশ মাস দেখে তারপর বাজেট করা হয়, তাহলে আবার এত টাকার কেন প্রয়োজন হয়? যাঁরা বাজেট তৈরী করেন তাঁরা কি এ-সমস্ত দেখে করেন না? ডাঃ রায় ফাইনান্স মিনিস্টার হিসাবে যখন এই বাজেট আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তখন আমি তাঁর এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি। রিভাইজড এস্টিমেট এবং এ্যাকচুয়েল বাজেট প্রতি বছর একই জিনিস হয়ে আসছে; এবং এর জন্য অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি বিশেষ কিছু করেছেন বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাজেটে বর্তমান সরকারের দুর্নীতি, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন পোষণের নীতি, ও করাপসন সম্বন্ধে এখানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে; আমি সে-সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চাই না।

আমি শুধু কয়েকটা কথা বেরুবাড়ী সম্বন্ধে বলবো। এই বেরুবাড়ী ট্রান্সফার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে এখানে আলোচনা করে রেজলিউশন পাশ করেছি। নেহরু-নুন চুক্তির পরে এই বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে, একটা ড্রাফ্‌ট বিল ডাঃ রায়ের কাছে এসেছে। যে বেরুবাড়ীতে আজকে বহু টাকা ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর মারফৎ সেখানে বহু লোককে বসানর জন্য খরচ করা হল, আজকে সেই বেরুবাড়ী থেকে বহু লোক উৎখাত হয়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টেরিটরি সম্বন্ধে ড্রাফ্‌ট বিল ডাঃ রায়ের কাছে এসেছে বলে শুনতে পাচ্ছি। ডাঃ রায়ের মুখ থেকে সেই বেরুবাড়ী ড্রাফ্‌ট বিল সম্পর্কে আজ পশ্চিম বাংলা সরকারের কি এ্যাটিচুড সেটা পরিষ্কারভাবে জানতে চাচ্ছি।

আমি আর একটা বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে আমরা এখান থেকে যে রেজলিউশন পাশ করেছিলাম, তা কি হল? শুধু যদি ডাঃ রায় মনে করে থাকেন যে, এখানে এ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করে, এবং পি. ডি. এ্যাক্ট এ কতকগুলি দেশের ছেলেমেয়েদের আটক রেখে, দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন তাহলে ভুল করবেন। এইভাবে কখনও যুবকদের চিত্ত বদলান যায় না, তাদের উশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচান যায় না। তাদের মন খেলাধূলার দিকে আকৃষ্ট করাতে পারলে, তাদের চিত্ত সহজেই বদলান যায়। আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এটা একটু চিন্তা করে দেখবেন। তা ছাড়া কলকাতা যে ইন্টারনাশনাল স্পোর্টস-এর একটা কেন্দ্রস্থল, অন্তত ভারতবর্ষের মধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে বহু খেলোয়াড়রা আসছে, তারা দেখছে এখানে একটা স্টেডিয়াম নেই। এখানে স্টেডিয়াম এখনও পর্যন্ত কেন তৈরী হয় নি? কোথায় একটা হেডওয়ার্ড কোম্পানীর ইন্টারেস্ট-এ না বড় বড় কোম্পানীর ইন্টারেস্ট এর জন্য বাংলা দেশের সরকার কেন স্টেডিয়াম করবেন না, তা আমরা বুঝতে পারি না। কেরালার মত একটা ছোট রাজ্য, সেখানেও স্টেডিয়াম আছে, তা ছাড়া বড় বড় প্রত্যেকটি রাজ্যে স্টেডিয়াম আছে অথচ কলকাতা শহরে একটা স্টেডিয়াম করবার জন্য কোন বন্দোবস্ত এখনও পর্যন্ত কেন হল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

আজকে খবরের কাগজে দেখলাম, ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সাউথ ক্যালকাটায় লেক অঞ্চলে একটা স্টেডিয়াম করবেন বলে সংকল্প করেছেন। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গী, তা কি খবর রাখেন? এবং সাউথ ক্যালকাটায় স্টেডিয়াম ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে কিভাবে হবে এবং সে-সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলা সরকারের এ্যাটিচুডটা কি, সেটা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই।

টালিগঞ্জ অঞ্চলকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে বলে সমগ্র টালিগঞ্জ অঞ্চল কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু এই নেবার পরে আজ পর্যন্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে কোন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বলে দেখতে পাই না। ডাঃ রায়ের কাছে বহু রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়েছে— টালিগঞ্জ অঞ্চলে ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তিনি তার কোন জবাব দেন নি। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টালিগঞ্জের সমগ্র অঞ্চলব্যাপী একটা নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে, ট্যাক্সের সমস্যা। সেখানকার বিভিন্ন কলোনীতে আলো দেওয়া হবে না, জল দেওয়া হবে না, রাস্তা-ঘাটের ভাল বন্দোবস্ত করা হবে না,

এ্যামেনিটিজ বলতে যা মানুষ পায় পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে, তা তারা কিছুই পাবেন না, অথচ তাঁদের ট্যাক্স দিতে হবে। আজকে সেখানকার জবরদখল কলোনীগুলির ওনার কে তা ঠিক হয় নি। যাঁরা সেখানে বাস করছেন, তাঁদের মালিকানা-স্বত্ব নেই, কবে তাঁরা ওনার হবে তার কিছুই ঠিক নেই। ওনার্স এ্যান্ড অকুপায়ার্স উভয়কেই ট্যাক্স দিতে হবে বলে নোটিশ এসেছে। আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে লোকাল ফাইনান্স এনকোয়ারী কমিশন এবং ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিশন করেছিলেন। প্রত্যেকটি কমিশন-এর তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, কতকগুলি ট্যাক্স যেমন এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স, মোটর ভিহিকলস ট্যাক্স-এর একটা বেশি অংশ লোকাল সেল্ফ-গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনসকে দিতে হবে, যাতে তারা এই টাকা ব্যয় করে লোকাল ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলা সরকার সে বিষয়েও কিছুই করলেন না। শুধু যাতে ট্যাক্স বাড়ে এবং ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত যাতে ভাল করে হয়, সেই দিকেই তাঁদের বেশি লক্ষ্য।

এর আগে কলকাতা শহরে স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে গিয়েছেন। আমরা ডাঃ রায়ের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম এই কথা উল্লেখ করে যে, অন্ততপক্ষে আজকে দক্ষিণ কলকাতার দিকে, যেখানে জনসাধারণের স্টেট বাস-এ বেশি অসুবিধা হচ্ছে, সেখানে একটা সার্কুলার সিস্টেম অফ বাস সৃষ্টি করুন। যে বাসটা বালিগঞ্জ থেকে সমগ্র টালিগঞ্জ এলাকা ঘুরে আবার আলিপুরে যেতে পারে। এই সার্কুলার বাস যদি করতে পারেন, তাহলে দক্ষিণ দিকের লোকের যাওয়া-আসার খানিকটা সুবিধা হতে পারে, আর তা না হলে সম্পূর্ণ অসুবিধা থেকে যায়। ডাঃ রায়কে এ-সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে, কিন্তু, তিনি কিছুই করছেন না। সরকারের মাথাভারী এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট থেকে সুরু করে সমস্ত জায়গায় এই মাথাভারী ব্যবস্থা পরিষ্কারভাবে রয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ যাতে সুগম হয়, তারা যাতে ভদ্রভাবে যাতায়াত করতে পারে; সে-সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ডাঃ রায় এখান থেকে, এই হাউস থেকে ক্যালকাটা স্লাম ক্লিয়ারেন্স এ্যাক্ট পাশ করেন যাতে কলকাতার মধ্যে বস্তি না থাকে। কিন্তু সমগ্র টালিগঞ্জ অঞ্চল বস্তিতে ভরে গেল।

[4-40—4-50 p.m.]

ডাক্তার রায়কে বার-বার বলেছি যে, এখানে আপনার হাউজিং বিল্ডিং লোন দিতে হবে। হাউজ বিল্ডিং লোন-এর সুযোগ তাদের দেন, যাতে তারা অন্ততঃ বাঁচবার মত, ভদ্রভাবে ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারে, এই বস্তির রাজ্য যাতে সেখানে তৈরী না হয়। ডাক্তার রায় আজ পর্যন্ত কলোনীগুলি রেগুলারাইজেশন করে হাউজিং বিল্ডিং লোন-এর ব্যবস্থা যদি করতেন, তাহলে আমার মনে হয় কলিকাতায় যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স এ্যাক্ট যেটা হচ্ছে, তাতে কলিকাতাকে তিনি ভাল করছেন কিন্তু কলিকাতারই একটা অংশ টালিগঞ্জ, সেটার উন্নতির কোন ব্যবস্থাই আমরা দেখতে পাই না। সেইজন্য আমাদের এখানে দাবী থাকছে যে, কলোনীগুলি রেগুলারাইজেশন হওয়া মাত্রই সেখানে তিনি হাউজিং বিল্ডিং লোন-এর ব্যবস্থা করুন। ডাক্তার রায়কে অনেকবার আমরা এ-সম্বন্ধে বলেছি। শিক্ষার সম্বন্ধে বলতে গেলে একমাত্র কথা বলতে হয় যে, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তাঁরা শিক্ষার সংস্কার করছেন না, তাঁরা শিক্ষার সংহার করছেন। মাল্টি-পারপাস স্কুল তৈরী করেছেন, সেখানে মাস্টার আসে না। সেখানে টিচার যাঁরা আসবেন তাঁদের যে বেতন দেওয়া হয় সেই বেতনে আজকের দিনে কোন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট বা এম.এস-সি, পাশ কোন লোক সেখানে আসতে পারেন না। সেই মাইনেতে তাঁরা এইসব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না অথচ মাল্টি-পারপাস স্কুল হচ্ছে। আমাদের টালিগঞ্জ অঞ্চলের বহু স্কুলে আপনারা সাহায্য দেবেন, আপনারা বলেছেন, তাঁরা এখানে এসে বলছেন যে মশায়, আমরা সাহায্য নেবো, স্কুল চলবে কিন্তু আমরা টিচার পাব কোথায়? মাস্টার কোথায় পাব যে মাস্টার এসে ছেলেদের পড়াতে পারে। এর নাম কি শিক্ষা সংস্কার? নতুন শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা যেভাবে করেছেন তাতে শিক্ষার সংহার হচ্ছে। একটা ছেলে লেখাপড়া শিখবার যে

সুযোগ পেত, সেই সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করবার বন্দোবস্ত পুরো করেছেন। অথচ এই মাল্টি-পারপাস স্কুলটা করে কি যে সুবিধা হয়েছে সেটা কোথাও আমাদের সামনে দেখান নি। অনেক বড় বড় বিল্ডিং তৈরী হবে, যেমন, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য মহাশয় বলে গেলেন, বিল্ডিং তৈরী হবে বটে কিন্তু সেই স্কুলে যারা পড়বে তারা উপযুক্ত শিক্ষা পাবে কিনা ডাক্তার রায়ের সরকারের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

Sj. Debendra Nath Mahato:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই হাউজ-এ যে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল এসেছে, সেটা সমর্থন করছি। বাস্তবিক সরকার চালাতে গেলে সারা বৎসরের খরচ, ব্যয়-বরাদ্দ দিতে হয়, বৎসরের শেষে হয় ত দেখা যায় অনেক রকম জিনিস এসে পড়ে দেশে, যেটা অবাঞ্ছিত হলেও তা সমাধান করবার জন্য সরকারকে চেষ্টা করতে হয়। এবং তার জন্যই আবার বাড়তি টাকার প্রয়োজন হয় এবং সেই টাকা এই হাউজ-এর মঞ্জুরীর জন্য এই বিলের দরকার হয়। এখন হাউজ-এ আমরা প্রায়ই শুনি যে, দেশে এইরকম খাদ্যাভাব হল, দেশের চারিদিকে এইরকম সব সমস্যা, তাহলে সেই সমস্যার সমাধানও করতে হবে অথচ টাকা দেব না যদি বলা হয় তাহলে কিরকম লাগে? মাননীয় মিত্র মহাশয় বললেন, ট্যাক্স বাড়ান হচ্ছে। কিন্তু একদিকে বলছেন যে, ট্যাক্স বাড়িও না আবার আর একদিকে বলছেন খরচা বাড়াও। একদিকে বলছেন যে, দেশের লোক মরে যাচ্ছে না খেতে পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে, তাদেরকে হাউজ বিল্ডিং লোন দেওয়া হোক, তাহলে এই হাউজ বিল্ডিং লোন দেওয়া যাবে কোথা থেকে, টাকা পাওয়া যাবে তবে তো। তাই বাস্তবিকই যদি দেশকে ডেভেলপ করতে হয় এবং দেশ যে ডেভেলপমেন্ট স্টেজ-এ আছে এখন, যদিও আমরা ডেমোক্রেটিক স্টেজ-এ আছি, তবুও আমাদের ট্যাক্স দেবার প্রয়োজন করে। কেন না, প্রায়ই দেখা যায় আমরা যে ট্যাক্স দিই এগ্রিকালচারাল প্রডিউস-এর উপরে, তা বোধ হয় ২০ পার্সেন্ট-এর বেশি নয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে, চীন বা জাপানের যে খবর পাই তাতে তারা ৫০-৬০ পার্সেন্ট পর্যন্ত ট্যাক্স দেয়। এইভাবে দেশ গঠন করতে গেলে টাকার প্রয়োজন। অবশ্য ট্যাক্স যাতে লোকে দিতে পারে, এবং সেই টাকা নিয়ে, যাতে টাকাটা যথাযথ খরচ হয় সেটাকে গভর্নমেন্ট-এর দেখা অবশ্যই প্রয়োজন।

আমি বলতে চাই বাস্তবিক গত বছর দেশে যেরকম হাহাকার হয়েছিল, তাতে খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যেত যদি ঠিক সময়ে রিলিফ-এর কাজ আমাদের দেশে চালু করা না হত। বাস্তবিকপক্ষে যদিও রিলিফের কাজে ক্ষতি কিছু হয়েছে, টাকাও কিছু নষ্ট হয়েছে ম্যানেজমেন্ট-এর অভাবের জন্য, তথাপি লোক এক মুঠো খেয়ে বেঁচে আছে।

এর পর আমি ইন্ডাস্ট্রির কথা কিছু বলি। আমরা বাস্তবিকই যদি দেশের লোককে কাজ দিতে চাই, আন-এমপ্লয়মেন্ট ঘোচাতে চাই, তবে ইন্ডাস্ট্রির দিকে নজর দিতে হবে। দুর্গাপুরে যে-রকম বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, সেখানে সমস্ত বিধানসভার মেম্বাররাও গিয়েছিলেন, দেখে এসেছেন দেশ-গঠন কাজে সরকার কিরকম দিনরাত লেগে আছেন। সরকারের এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত ছোটখাট কারখানা আছে, যেমন তাঁতের কাজ, সুতো কাটার ব্যবস্থা, ছোটখাট কাটলারী এবং লোহার যে-সমস্ত ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রি আছে, যার ফরেন-এ অনেক ডিম্যান্ড আছে সেদিকে ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য লক্ষ্য রাখা সরকারের একান্ত দরকার। আমি এবার ল্যাক ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি। বর্তমানে যে অঞ্চল ট্রান্সফার হয়ে বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, সেই ঝালদা অঞ্চলে ওয়ার্ল্ড-এর প্রায় ওয়ান-ফিফথ ল্যাক হয়। সেই ল্যাক আজ দু-চার বছর ধরে আবহাওয়ার দোষেই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, নষ্ট হওয়ার ফলে সেই ইন্ডাস্ট্রি ডাই-আউট হতে চলেছে। সেখানে আরও অনেক ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রি আছে সেগুলিও নষ্ট হতে চলেছে--ইন্ডাস্ট্রি খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ আছে, সেই সম্বন্ধে একটু বলি—ডাঃ রায় সেই অঞ্চলে গিয়ে বলেছিলেন যে, পুরুলিয়াকে যদি ভাল করে ডেভেলপ করতে চাই তাহলে এই ল্যাক ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করতেই হবে। অবশ্য গভর্নমেন্ট থেকে কিছু লাক্ষা বীজের (ব্রুড ল্যাক) লোনটোন দেওয়া হয়েছে, ফলে মনে হচ্ছে ল্যাক-এর অবস্থা কিছুটা ভাল কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিকে বাড়াতে গেলে ছোটখাট ল্যাক

কারখানাকেও বাঁচাতে হবে। আগে শেল্যাক বলে এক প্রকার জিনিস হত ল্যাক থেকে, সেটা বিদেশে চালান যেত। এ জিনিস জাহাজের ভার্নিশ বা অন্যান্য কাজে এবং রেকর্ড তৈরী করার কাজেও লাগে। কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে শেল্যাক চালান না দিয়ে সিডল্যাক চালান দেওয়ার ফলে ৮-১০ হাজার লেবারার বেকার হয়ে গেছে, কারণ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এ-বিষয়ে গভর্নমেন্ট-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ল্যাক ইন্ডাস্ট্রি ভাল করে ডেভেলপ করা যায় এবং যাহার ফলে আমরা ফরেন মনি পেতে পারি। তার উপায় হচ্ছে যারা সিডল্যাক চালান দেয়, সিপারস যারা আছে, তাদের রেট ঠিক করে দিয়ে মিনিমাম প্রাইস ফিক্স করে দেওয়া এবং সেটাকে কার্যকরী করা। মিনিমাম প্রাইস ফিক্সেশন কমিটির মেম্বাররাই এখন এ জিনিসের কারবার চালাচ্ছে, বাকি সমস্ত কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তারা ছাড়া অন্য ব্যবসায়ী সিপারস-দের কাছে ন্যায্য মূল্যে মাল বিক্রী করতে পারে না। এখন সেটার দিকে নজর দিতে গেলে আমাদেরকে সেই ল্যাক থেকে ফিনিশড প্রডাক্ট, ভারনিশ এবং অনেক রকম দামী দামী রং যাহা হয় তা তৈরী করতে হবে। তিনি যে দেখে এলেন, যারা বেকার হয়েছে, তারা কাজ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও সমাধান হবে।

এবার আর একটা জিনিস বলি জাবর লাইম স্টোন ফ্যাক্টরী—প্রায় ৯ মাইল ধরে একটা লাইম স্টোন পাহাড় আছে, যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে ইন্ডিয়ার মধ্যে ওখানে বেস্ট মার্বেল স্টোন দেখা দিয়েছে, সেই অঞ্চল থেকে বাংলা দেশের যে সিমেন্ট-এর অভাব তারও সমাধান হতে পারে। এই যে লাইম স্টোন হিউজ কোয়ানটিটি আছে, সেখানে যদি ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে সিমেন্ট ফ্যাক্টরী করা যায় তাহলে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে, আর দেশের সিমেন্টের ও চুণের চাহিদাও মিটতে পারে।

আমি আর দু-তিনটি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি। আমি শুনেছি সেখানে কাটলারী এবং এনগুর মোটা বাইরে ফরেন-এ চালান যায়, সেই-সব লোহার জিনিস এই অঞ্চলে তৈরী হয় কিন্তু সেই-সব ফরেন লেভেল দিয়ে চালান হয়। আমি শুনে খুসী হয়েছি যে, গভর্নমেন্ট সেখানে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করবার ব্যবস্থা করছেন।

[4-50—5 p.m.]

আমরা শুনি সরকার থেকে যেসমস্ত ইন্ডাস্ট্রী খোলবার জন্য গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করেছেন যদি সে ব্যবস্থা শীঘ্র করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিং সেন্টার যদি সেখানে তাঁরা খোলেন এবং বহু ছেলের যদি কাটলারী প্রভৃতি লোহার জিনিস তৈরী করা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমি মনে করি দেশের বহু যুবকের কাজ শেখবার সুবিধা হবে এবং বেকার সমস্যার সমাধানও হবে।

তারপর আমি গভর্নমেন্টের এগ্রিকালচারাল পলিসি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। বাস্তবিক এগ্রিকালচারের মাধ্যমে যদি প্রডাকসন বাড়াতে হয় তাহলে মাইনর ইরিগেশনের উপর জোর দেওয়া উচিত। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যদি মাঠের পর মাঠে এগ্রিকালচারাল ওয়েল্‌স যদি খুঁড়ে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করে যদি গ্রামাঞ্চলে পাম্পিং সেটের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে গ্রামবাসীরা শুধু ধান, পাট ক্রপই নয়, ভেজিটেবল আবাদও করে অনেক বেশি খাদ্যোৎপাদন করতে পারবে। ডাঃ ঘোষ বলেছেন শুধু ধান পাট ক্রপ চাষ করার থেকে যদি পোটেটো, গাজর প্রভৃতি ভেজিটেবলের প্রোডাকশন বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের দেশের উপকার হবে। অবশ্য ডাঃ রায়ও বলেছেন ২-৪ বৎসরে আমাদের হরিণঘাটায় প্রতিদিন ৪ লক্ষ পাউন্ড দুধ পাব। আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব বড় বড় কূপ করে যদি গার্ডেনিংএর দ্বারা তাঁরা সারা দেশবাসীকে ভেজিটেবল প্রোডাকসনে সাহায্য করেন তাহলে দেশের খাদ্যোৎপাদনের দিক থেকে আরও বেশি সুবিধা হবে। শুধু পোলট্রি ফার্মিং ও মিল্ক প্রোডাকসনই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে গার্ডেনিংএর ব্যবস্থা করে ভেজিটেবল গ্রো করারও বন্দোবস্ত করতে হবে।

তারপর আমি এডুকেশন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলছি। আমাদের যেটা নাকি ট্রান্সফার্ড এরিয়া অর্থাৎ আগে যে এলাকা বিহারের অধীন ছিল, বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় এসেছে, সেখানে

সরকার যে গার্লস কলেজ খুলেছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সেখানে যেসমস্ত রিকগনাইজড্ প্রাইমারী গার্লস স্কুল আছে যেখানে মিডল্ পাশের যেসমস্ত মিস্ট্রেসরা চাকরী করত তাদের স্কুলগুলি স্যাংসন করার ব্যবস্থা করলে এতদঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারলাভ করবে; কারণ ম্যাট্রিক পাশ করা শিক্ষয়িত্রী পল্লী-অঞ্চলে একেবারে নাই।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, দেবেন মাহাতো মহাশয় বলেছেন—অতিরিক্ত বাজেটে যে ১০ কোটি টাকা দাবী করা হয়েছে তা সমর্থন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে সরকার ভাল কাজ করছেন—নিশ্চয়ই সেই ভাল কাজ করবার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে যে বাজেট সমালোচনা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সরকারের সাধারণ শাসন পরিচালনা সম্পর্কে যেসমস্ত দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ প্রভৃতি রয়েছে সে বিষয়ে যা আমি উল্লেখ করেছি তাতেই প্রমাণিত হয়েছে—এই সরকারের পক্ষে এ দেশের জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়। আমি এখন এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আলোচনায় আর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করব, যেসমস্ত খাতের জন্য টাকা দাবী করা হয়েছে সেসব খাতে ভালভাবে টাকা ব্যয় হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জন্য কয়েক হাজার টাকার দাবী করা হয়েছে। স্যার, হুজুর সাহেব শুনছেন না তিনি গল্প করছেন। তাহলে কাকে শোনাচ্ছি? যাক, আমি বলছি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জন্য যে কয়েক হাজার টাকার দাবী করেছেন সেখানে দেখতে হবে সত্যসত্যই তারা শ্রমিকদের চাকরী যোগাড় করে দেবার ক্ষেত্রে কি কাজ করছে। স্যার, ক্যালকাটা ডক লেবার বোর্ড একটা স্ট্যাটুটরী বডি। তাঁরা যে শ্রমিক নিয়োগ করবেন, চুক্তি কিভাবে আছে দেখুন, সে নিয়োগ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ করতে হবে। আপনি শুনে স্যার, আশ্চর্য হবেন—রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে সেখানকার যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ কোন লোককে নিয়োগ করবার ব্যবস্থা করছেন না বরং নিজেদের লোকদের কায়েম করবার ব্যবস্থা করছেন। শুধু তাই নয়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ কেউ চাকরী পেলে নূতন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি সে কাজ থেকে তাকে ছাটাই করছেন। অথচ এখানে সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে কয়েক হাজার টাকা দেবার দাবী উপস্থিত করা হয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের দেশের যারা কর্মপ্রার্থী তাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নিয়েই তাঁরা আছেন। অথচ সেই দায়িত্বই তাঁরা পালন করছেন না, সুতরাং যে দায়িত্ববোধ তাদের থাকা দরকার তা তাঁদের নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুস্পষ্ট জবাব চাই—কেন এমন হয়?

আর একটা কথা সুস্পষ্ট বোঝা দরকার। ফ্যামিন খাতে ৫ কোটি-৫॥ কোটি করে টাকা বরাদ্দ করা হয়। গ্রামীন আর্টিজ্যান, যারা গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প করে জীবিকার্জন করে, কামার কুমার প্রভৃতি, তাহাদের সাহায্য করবার জন্য ব্যবস্থাটার ব্যাপার যাদের সংখ্যা কুড়ি হাজার। আপনি শুনে তাজ্জব বনে যাবেন গ্রামাঞ্চলে যারা গ্রামীন আর্টিজ্যান, যারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালনা করতে পারছে না মূলধনের অভাবে তারা সরকারের কাছে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিল, সামান্য দাবীই তারা করেছিল কিন্তু সরকার তাদের সে দাবী মানেন নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি প্রায় ৬০ জন গ্রামীন শিল্পী গিয়ে তাঁদের কাছে গত সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন করেছে—কিছু কিছু ঋণ দেবার জন্য ৫৯ সালে সাধারণ বাজেট পাশ হবার পর আজ সাপ্লিমেন্টারী বাজেট বরাদ্দ পেশ করে দাবী সম্বন্ধে আলোচনা চলছে—কিন্তু সেই সমস্ত লোক এখনও টাকা পায় নাই। অথচ গর্বের সঙ্গে বলা হয় আমরা ভাল কাজ করি, টাকা আমরা চাই। অথচ ৫॥ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—ফ্যামিনে। আর একটা কথা কো-অপারেশন খাতে বিরাট পরিমাণ—৫৯ লক্ষ টাকা দাবী করেছেন, আপনি জানেন—

[At this stage the red light was lit.]

Sj. Shib Das Chatak:

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে যে অর্থের দাবী করেছেন তা সমর্থন করে আমি সরকারকে প্রথমে অভিনন্দন জানাব যে, গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে আমরা যে দারুণ কষ্ট ভোগ করি তা দূর করার জন্য আমাদের আসানসোল শহর এলাকায় একটা নূতন ওয়াটারওয়ার্কস স্কীম স্যাংশন্ড হয়েছে। অবশ্য কাজ কবে আরম্ভ হবে জানি না। যা হউক, জনসাধারণের বহুদিনের দুঃখকষ্ট দূর হবে বলেই আশা করি। সাথে সাথে আমি বলব যে, বহুদিন পূর্বে আসানসোল এলাকার খনি অঞ্চলে যেসমস্ত জল নষ্ট হয় সেই জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সরকার একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, এবং আসানসোল মাইন্স বোর্ড অফ হেল্থ-এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে ৪ কোটি টাকার স্কীম তৈরী হয়েছিল, সেই স্কীম যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে আসানসোল এলাকার বহু গ্রামকে জলকষ্ট থেকে রক্ষা করা যাবে। এই স্কীম সরকার যদি গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন হলে একজন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দিয়ে এ সম্বন্ধে ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগার্স সংগ্রহ করুন, আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও সেজন্য সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন। এই স্কীম তৈরী করে যদি কাজে লাগান হয় তাহলে সত্যই আসানসোল মহকুমার প্রভূত উপকার সাধন হবে। এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে আসানসোলে গ্রামের পর গ্রামে যে জলের অভাব দেখা যায়, পুষ্করিণী ও কুয়ায় প্রায়ই জল থাকে না, সেজন্য সাধারণ মানুষের কষ্টের অবধি থাকে না। তারপর শুধু যে মানুষ জল পায় না তা নয়, গ্রামাঞ্চলে এই সময় প্রায়ই আগুন লাগে এবং জলাভাবের দরুন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই বলছি গ্রামাঞ্চলের পুরাতন কুয়া-পুষ্করিণীর উদ্ধার করে এবং নূতন ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে লোকের জলকষ্ট দূর হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষেরও উন্নতি করা যেতে পারে।

এই সঙ্গে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট একটি আবেদন জানাব। আসানসোলে দুবৎসর পূর্বে একটি অতিরিক্ত জেলা দেওয়ানী কোর্ট ছিল, কিন্তু হঠাৎ কি কারণে জানি না এই কোর্ট সাময়িকভাবে উঠে গিয়েছে। তার পরে সরকারের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম, এবং তখনকার আইনমন্ত্রী মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় জানিয়েছিলেন যে আসানসোলে টেম্পরারিলি একজন জজ পোস্টেড হবেন।

[5—5-25 p.m.]

আজ প্রায় দুবছর হতে চলল, সেখানে কোন জাজ আজও পর্যন্ত পোস্টিং হয় নি যার ফলে সেখানে জনসাধারণের প্রভূত কষ্ট হচ্ছে। আসানসোল এলাকায় কাজ কি পরিমাণে বেড়েছে তা সরকারের অবিদিত নয়। তাই আমি আইনমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো এই জাজ যাতে তাড়াতাড়ি আসানসোলে পোস্টিং হয় সে বিষয়ে যেন তিনি নজর দেন। শুধু য়্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজই নয়, আসানসোলে একজন য়্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এ সম্বন্ধে আমরা সরকারের কাছে ইতিপূর্বে আবেদন করেছি যে আসানসোলের মত একটা জায়গা যেখান থেকে গভর্নমেন্ট প্রভূত পরিমাণে রেভিনিউ পাচ্ছেন সেখানে একজন সামান্য সাবডিভিসনাল অফিসারকে দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয়। কাজেই এটাকে একটু ত্বরান্বিত করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি।

তারপর শিক্ষা খাতে বলতে গিয়ে আমি বলব যে আজকের দিনে গ্রামাঞ্চলে যে মাল্টিপার্পাস এবং বেসিক স্কুল হচ্ছে তা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য, এবং গ্রামবাসীদের মনে আজ একটা সাড়া এসেছে কিন্তু শ্যামাদাস বাবু যে কথা বলে গেলেন—শিক্ষকদের অভাবে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ খুব কষ্টভোগ করছেন। শুধু মাল্টিপার্পাস নয়, বেসিক স্কুলেও শিক্ষকের অভাব আছে। এই সমস্ত শিক্ষকরা গ্রামাঞ্চল এলাকায় কাজ না করে কোলকাতার কাছাকাছি শহরাঞ্চলে বেসিক বা মাল্টি-পার্পাস স্কুলে কাজ পেলে পালিয়ে আসেন। আমি বলছি এই সমস্ত শিক্ষকরা অন্য জায়গায় কোন ভেকেন্সি থাকলে যেন স্কুল অথরিটির মাধ্যমে দরখাস্ত করেন এবং সেইভাবে যাতে তাঁরা য়্যাপয়েন্টমেন্ট পান এ বিষয়ে সরকরারের একটু লক্ষ্য করা দরকার। এই সমস্ত শিক্ষকরা বাইরে অন্য জায়গায় য়্যাপ্লাই করেন এবং গ্রাম্য এলাকা থেকে চাকরী ছেড়ে তাঁরা চলে আসেন।

তারপরে স্যার, আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম সম্বন্ধে বলতে পারি যে বেকার সমস্যা এখনও বাংলাদেশে যথেষ্ট রয়েছে। যদিও আমাদের নূতন শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থ্রু দিয়ে এবং নানাভাবে কিছুটা বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন আমি একথা স্বীকার করি তবুও আমি বলব যে এ সম্বন্ধে একটা স্ট্রং এবং ডিটারমিন্ড প্রিন্সিপল থাকা দরকার। আমি বিশেষ করে দুর্গাপুর এলাকার কথা বলব যে, সেখানে বহু স্থানীয় ছেলে যারা এই দুর্গাপুর প্রজেক্টের জন্য উদ্বাস্তু হয়েছে তারা এখনও পর্যন্ত বেকার হয়ে রয়েছে। আজকে আমি বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর প্রশ্ন ছেড়েও বলব যে সেখানকার স্থানীয় ছেলেদের এখানে চাকরীর ব্যাপারে ফার্স্ট প্রাইওরিটি দেওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে বার বার সরকারের কাছে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে এখনও পর্যন্ত তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এই স্টেটের বাঙ্গালী অধিবাসীদের বাদ দিয়ে দুর্গাপুর এবং মাঝে মাঝে বার্নপুর এলাকার নিত্য নূতন লোককে আমদানী করে চাকরী দেওয়া হচ্ছে অথচ প্রকৃতপক্ষে যাদের জন্য এই ফ্যাকটরী করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই আজ বেকার। এ বিষয়ে সরকারকে বলব একটা স্ট্রং এবং স্টার্ন প্রিন্সিপল নিয়ে লোকাল ছেলেদের চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এবার আমি চাষীর সম্বন্ধে বলব কৃষিঋণ এবং গরু কেনার ঋণ কৃষিবিভাগ থেকে যা বিলি হয় অনেক সময়ে গ্রাম্য এলাকা থেকে এই ধরনের অভিযোগ পাই যে প্রায় চাষ খতম হলে কৃষিঋণ গিয়ে পৌঁছায় এবং অনেক সময় দেখা যায় এই ঋণ যখন কৃষকের হাতে পৌঁছায় তখন চাষের কাজে না লেগে সেই টাকা অন্য কাজে লাগায় অ্যাকচুয়ালি তা অপব্যবহার করা যায় না। কাজেই সরকারের দীর্ঘসূত্রতা বাদ দিয়ে যদি সময়মত সেই টাকা চাষীর হাতে পৌঁছায় তাহলে হয়ত তা দিয়ে তারা বলদ কিনে চাষের সুযোগ সুবিধা করে নিতে পারে। শেষ কথা আমি বলব যে আসানসোল এলাকায় একটা এগ্রিকালচারাল কলেজ করা দরকার। ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম শিক্ষা বিভাগের নানা রকম কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে কিন্তু যদি একটা কৃষি কলেজ আসানসোল মহকুমার যে-কোন জায়গায় করা যায়, তাহলে সেখানকার জনসাধারণের প্রভূত উপকার করা হবে কারণ এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা সেখানে রয়েছে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-25—5-35 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I do not think I have very much to say in answer to the various criticisms made by different members. Some of them indulged in pointing out the difficulties in their respective constituencies. For instance, take my friend Sj. Haridas Mitra. He naturally has to talk about house-building loan at Tollygunge and extra circulation system for buses. As regards house-building loan for the refugees in that area who have returned him by a large majority, the position is that the Central Government in the Relief and Rehabilitation Department has asked the Calcutta Corporation to take up the development projects of the refugee colonies even though they do not belong to the area under the Calcutta Corporation. There are about 48 colonies in the Tollygunge area of which roughly about 35 are under the Calcutta Corporation administration and the rest are under the Union Board. I have seen them; I have talked to them. They showed me the plan they have drawn up for this area which would cost near about 2 crores. I do not think it would be possible for us to ask the Refugee Rehabilitation Department to give them house-building loan unless they have obtained the house-building loan in the past and they have got refugee certificate.

About the circulation system of buses, I have made enquiries; it is difficult with the meagre number of buses that we have to set apart a few for circulation system—unless we get larger allotment of foreign exchange to buy more buses we cannot do it; we are hoping we will get that allotment very soon.

One of the points raised by Sj. Bankim Mukherjee related to publication. I find that in the list given by the Publicity Department Sj. Mukherjee gets all the publications which are on the list here. He gets them at the address which he has given, viz., No. 77, Dharamtola Street. There are many members of the Opposition as well as on the Congress side who get these publications regularly or ought to get them. If they don't get them, they should refer the matter to the Publicity Department. I shall see that the members do get all the publications.

Sj. Bankim Mukherjee: Statistical Survey, Labour Year Book.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If you let me know your requirements I shall certainly see to it because they are meant for publicity.

Regarding police report, I have said many times here that while we do not object to a person expressing his opinion regarding any ideology, but if an employee is found to have been associated with an organization organizationally, being a member of a particular party, then we have got to consider whether he would be a suitable person for working as an employee of the Government. This is a precaution which a Government has to take, whatever the Government may be for the time being.

With regard to the point that has been raised by Shri Bankim Mukherjee that there should be a sort of circular or a note, as in the case of the Irrigation Department, Works and Buildings Department, Road Department, showing what we have done so far or what we propose to do, I think that would be a good thing and it should be done. Take for instance—he has picked up under the head 'Medical' Post-graduate Research and Training Centre and the amount that has been asked for the Ayurvedic College. For the latter only Rs.50,000 was provided in the budget but later on it was raised to Rs 1 lakh. The reason was that when the budget was being prepared we tried to get all the different organizations—three big institutions of the Ayurvedic system to come and give us a regular plan of action. They did not do it in time. They did it afterwards Therefore we had to increase the allotment afterwards

Similarly with regard to the provision for Post-graduate Research and Training Centre, it was Rs.2 lakhs 50 thousand originally and it was raised to Rs.6 lakhs 13 thousand in the revised estimate but the whole of it was not asked for in our supplementary estimate because a part of the extra expenditure was by reallotment from other heads. It is only that portion which could not be realloted that had to be put in there. The real trouble of Shri Bankim Mukherjee was why in a particular case we want to increase the allotment from what it was originally intended? The note of the type that I have suggested will probaly meet his needs.

With these words, I move the motion that stands in my name.

The motion of the Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1959, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1-3.

The question that clauses 1-3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule.

The question that the schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation No. (2) Bill, 1959, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958.

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় সভামুখ্যমহাশয়, এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বেশিরভাগ বক্তারই এ্যামেন্ডমেন্ট-এর যা পারভিউ তার বাইরে বক্তব্য ছিল, কারণ, এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জনসাধারণের হয়েছে এবং যেখানে যেখানে তাদের অভিযোগ রয়েছে সেই অভিযোগগুলি জনপ্রতিনিধিদের মুখ থেকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এ্যামেন্ডমেন্টএর যে অবজেকটিভ দেওয়া হয়েছে তাতে করে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, সেটুকু সম্পূর্ণভাবে আনা যায় না, তার কারণ, আমি যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম সেই এ্যামেন্ডমেন্টএ ছিল সিলেক্ট কমিটির পারভিউর ভেতর যা আছে তা ছাড়াও এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের সেকশনের উপর যেন তারা চলতে পারেন, যেন এই বিষয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রিপোর্ট করতে পারেন। দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, সিলেক্ট কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাই, তাতে করে আমার মনে সন্দেহ হয় এই সিলেক্ট কমিটির কাজ কতখানি এগুবে- এস্টেটস এ্যাকুইজিশন বিল ডাঃ রায় স্পনসর করেন এবং তাতে যদি কোন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সিলেক্ট কমিটিতে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন হবে অবশ্য। আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের কি অভিজ্ঞতা হয়েছে-

"Acquisition of land comprised in embankments, in case where the State Government considers that the maintenance of such embankments should be taken over by the State Government in the public interest."

আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এটা এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের ভিতর দিয়ে আসছে কেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

Non-agricultural land section ৬-এ রিটেন করা হবে -

Sj. Bankim Mukherjee:

পাবলিক ইউটিলিটি যা রয়েছে, সাধারণত যেভাবে ল্যান্ড একোয়ার হয়ে থাকে সেইভাবে ল্যান্ড একোয়ার করতে হবে। তাহলে পর এটা এরকম দাঁড়াবে যে, যে ল্যান্ড রাখতে চাচ্ছেন তার ভিতর দিয়ে যেন এটা না আসে। আমি মনে করেছিলাম ইরিগেশন প্রভৃতির জন্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে পেমেন্ট অফ কমপেন্সেশন বিষয়ে—যাঁরা অল্পবিত্ত লোক, তাঁরা কমপেন্সেশন এককালীন পেলে সুবিধা হয়—এটাই হচ্ছে একটা দুরন্ত অভিযোগ যে, ২০৩ বৎসর ধরে বারে বারে কিস্তিতে পেলে অসুবিধা ও হাঙ্গামা পোহাতে হয়। বিশেষ করে যাদের ভাল সেটেলমেন্ট রেকর্ড নাই, বা টেম্পরারি সেটেলমেন্ট, তাদের এজন্য বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। তারপর, আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আইনত বাধা দিতে পারি না যদি লোকে বেনামী করে বা দান করে বা অন্য কোন প্রকারে জমি হস্তান্তর করে বা দেবোত্তর করে থাকে—এগুলি হয়তো আমরা আইনত বাধা দিতে পারি না কিন্তু এর দ্বারা দুইদিকে ক্ষতি হচ্ছে—এক, সরকারের, কারণ, কমপেন্সেশনের রেট বেড়ে যাচ্ছে—গভর্নমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন; দ্বিতীয়ত, যারা আনসেটেল্ড কাল্টিভেটর্স তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি সিলেক্ট কমিটিতে সেইজন্য সাজেস্ট করেছিলাম, হস্তান্তরের ব্যাপারে

বাই ন্যাচারাল সাকসেশন অর বাই ডেথ, যাই হোক, আমরা মেলাফাইড ধরব—আনলেস আদার-ওয়াইজ প্রুভড্—অর্থাৎ, ওনাস তারা প্রমাণ করুন বোনাফাইড ট্রান্সাকশন হয়েছে। অবশ্য তা স্বীকৃত হয় নি, যার ফলে এখন দেখতে পাচ্ছি দারুণভাবে এই সমস্ত ট্রান্সফার হচ্ছে। এই রকম ট্রান্সফার কি করে রদ করতে পারা যায় সে সম্বন্ধে বেশিরভাগ বক্তা বলতে চান।

[5-35—5-45 p.m.]

দেবত্তর ওয়াকফ্ এরকম বেনামীগুলিকে রোধ করা কঠিন। এক জায়গায় মনে করি আপনারা আইনত প্রতিবন্ধকতা করতে পারেন সেটা হচ্ছে কমপেন্সেশন দেওয়ার ব্যাপারে কমপেন্সেশন ক্যালকুলেট করবার সময়ে আমরা ১৯৫৩-৫৪ সালের বা তার কিছু পূর্বে ১৯৪৬-৪৭ সালে তার যে প্রপার্টি হোল্ডিং ছিল সেটাকে ধরে সেই হোল্ডিং এবং ন্যাচারাল সাকসেশন, ১৯৫২-এর আগে যেটা হয়েছে বাই ডেথ সেগুলি ধরে নিতে হবে। এই এ্যাক্ট পাস হবার আগে যা অরিজিনাল হোল্ডিং যা ছিল সেগুলিকে আমরা ধরব কমপেন্সেশন ক্যালকুলেট করবার সময় সেটা ধরব। এটা আমরা পারি ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশনের কোন ধারায় এটা আটকাবে না; তা যদি করি তাহলে যে চাপাকির জন্য এই বেনামী হয়েছে সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্ছেদের জন্য নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ল্যান্ড হোল্ডিংএর পরিমাণ কম দেখালে কমপেন্সেশন রেট একটু উঁচু হারে পাওয়া যাবে এইজন্য। এটুকু আমরা রোধ করতে পারি যদি শুধু ন্যাচারাল সাকসেশন ছাড়া আর সব ধরে নিই। ওল্ড হোল্ডিং যেটা সেই হোল্ডিংটা ধরে নিয়ে তার উপর কমপেন্সেশনএর রেট হবে, তার পরে দান করুন, বেনামী করুন, দোল্ড হোল্ডিংস হুইচ আর পার্ট অফ দি প্রিভিয়াস হোল্ডিংস তার উপরে করা যাবে এরকম একটা ধারণা আমার মাথায় আছে। এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাকটের সেকশন দেখলে পরে তার ভিতর পাওয়া যাবে যেটা কৃষক সমিতির তরফ থেকে ওই এ্যাক্ট দেখে বলে দেওয়া হয়েছিল কোথায় সংশোধন করা প্রয়োজন। এই কারণে আমার কথা ছিল পারভিউ যদি একটু বাড়ান যেত তাহলে ভাল হত। বার বার দু-এক বছর অন্তর এ্যামেন্ডমেন্ট না এনে একটা এ্যামেন্ডিং বিলএর ভিতর দিয়ে এরকম বহু ত্রুটি যা এখানে আছে তা আমরা সংশোধন করে নিতে পারতাম কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা এখন অনেক বেড়েছে।

দ্বিতীয়ত, ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট পাস হয়েছে, তার আসল কাজ এখনও হয় নি অর্থাৎ রেভিনিউ বা রেন্টের সম্বন্ধে আমরা কিছুই করতে পারি নি অর্থাৎ এস্টেট এ্যাকুইজিশন পাস হয়ে কৃষকের কি লাভ হয়েছে? যারা বহু জমির চাষী বা মধ্যবিত্ত চাষী তাদের লাভও হয় নি লোকসানও হয় নি। অবশ্য কোথাও কোথাও খাজনা দিতে না পারলে সার্টিফিকেট জারী, সাকসেশনের সময় ফ্রেগমেন্টেশনের যে অসুবিধা আছে তা এখনও আসে নি পরে হয়ত আসবে। কিন্তু অল্পবিত্ত যারা তাদের পক্ষে অসুবিধা আছে সার্টিফিকেট জারী হয়ে নোটিশ সার্ভড হলে গভর্নমেন্টকে মুভ করে খাজনা মুকুব করা কঠিন যা একজন জমিদারের কাছ থেকে সহজে হত। যেসমস্ত কৃষক টেম্পরারি সেটেল্ড নানা প্রকার ভাগচাষী, তারা এভিকটেড হচ্ছে এই একটা মস্ত বড় অভিযোগ উঠেছে আমরা শুনতে পাই। অবশ্য গভর্নমেন্ট যে তথ্য দিয়েছেন সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মেলে না। সেটা বিমলবাবু সাজেস্ট করেছেন আমাদের অভিজ্ঞতা এবং গভর্নমেন্ট রেকর্ডের সঙ্গে কতটুকু মিলছে সেটা দেখতে হবে। এরকম একটা আনসেটেল্ড অবস্থা হয়েছে এবং এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে ভাগচাষীর ভাগ্য ফিরল না। এই হচ্ছে গিয়ে অবস্থা—যেটা লাভ এ থেকে হতে পারত অর্থাৎ সমস্ত কৃষকদের খাজনা কমে যাওয়া তা হয় নি। এই অবস্থায় আমাদের মনে হয় এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টটা রিভিউ হওয়া উচিত এবং ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাকটের একটু রিভিউ হওয়া অত্যন্ত আশু প্রয়োজন বলে মনে করি। এজন্যে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল যে স্কোপটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, এই বিল আজ প্রায় তিন দিন ধরে আলোচনা হল। যখন এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে তখন এটা এখানে এতটা আলোচনা হবে, এটা আমি আশা করি নি। যাই হোক, আমি প্রথমে বঙ্কিমবাবু যে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে আমি আমার কথা আরম্ভ করব।

তাঁর বক্তৃতায় একটা মোশান ছিল যে, এই বিলের স্কোপটা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এই নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। আজকে মাননীয় সদস্যরা যে বিভিন্ন কথা এবং যেসমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলির গুরুত্ব আমি একেবারে অস্বীকার করি না। তা সত্ত্বেও আমি এই বিলে ক্লোজড্ প্রিয়াম্বল নিয়ে এসেছি এই কারণে যে, আমার যে অভিজ্ঞতা তা আমি আগে যদি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে লোকের সামনে আনি, তারপর আইন সভার মধ্যে দিয়ে কি রূপ নেবে বলতে পারি না। তার ফলে সুবিধা হয় তাদের, যারা আইনের ফাঁক খোঁজে এবং যাঁরা আইনের ফাঁক করে দেবার জন্য মাথা খাটান। সেইজন্য আমি ইচ্ছা করে ক্লোজড্ প্রিয়াম্বল নিয়ে এসেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর পরে তার পরিধি বাড়ান যাবে না। তার কারণ, ধরুন এখানে একটা খুব বড় কথা আলোচনা হয়েছে যে আমাদের বেনামী হস্তান্তর ধরবার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। সে ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে সেকশন ৫এ, এটাকে কি কি করা যায়, না যায়, তা নিয়ে আমাদের কংগ্রেস পার্টি এবং বিরোধী পার্টির সঙ্গে কথা বলেছি। আপনারা জানেন সেকশন ৫এ-র সঙ্গে একটা ছোট্ট এ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে। তার মানে সেকশন ৫এ অলরেডি ওপেন করা হয়েছে। কাজেই সেখানে যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে সেটা আরও বাড়ান কিছু কঠিন হবে না। তারপর আমি এখানে মে-জ পার্লিয়ামেন্টারী প্রাকটিস, ৫১৫ পাতা থেকে একটা প্যাসেজ পড়ে দেখাচ্ছি তাতে লিখছেন

amendment which is outside the scope of the Bill is out of order and cannot be entertained unless special instructions has been given by the House to the Committee.

তার মানে ক্লোজড্ প্রিয়েম্বল হবার জন্য এটা এখানে স্পীকার করতে পারেন। কাজে কাজে যদি প্রয়োজন মনে হয় সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা করবার সময় যে আরও পরিবর্তন করবার প্রয়োজন আছে, তাহলে তাঁরা ইচ্ছা করলে স্পীকার এবং স্পীকারের মাধ্যমে হাউসের কাছে র‍্যাটিফিকেশন চাইতে পারেন। কাজেই সেদিক থেকে কোন অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না। যাই হোক, এ বিষয়ে অনেক কথা রেইজড্ হয়েছে। একটা কথা অনেক সদস্য বলেছেন যে যদি আমরা গোড়ায় এই রকমভাবে বিল করতাম তাহলে আজকে এই অসুবিধা হত না। যেমন শ্রীবিনয় চৌধুরী মহাশয় বলেছেন। তিনি অরিজিনাল সিলেক্ট কমিটিতে মেম্বার ছিলেন, সেই সময় তিনি যা বলেছিলেন হয়ত তখন আমরা তাঁর সব কথা বুঝতে পারি নি বা ধরতে পারি নি। আমি কংগ্রেসের কথা বলছি না, আমি সমস্ত এসেম্বলীর কথা বলছি। কাজেই টু টার্ন ওয়াইজ আফটার এই এ্যাটিচুড না নিয়ে, বর্তমানে যে সমস্যা আছে, সেটা কিভাবে সমাধান করতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

[5-45—5-55 p.m.]

এই এ্যাটিচুড না নিয়ে আমরা এখন বর্তমানে যে সমস্যা আছে তাকে কিভাবে সমাধান করতে পারা যায়, এখন আমার মনে হয় সেইদিকেই আমাদের নজর দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত আর একটি কথা বার বার উঠেছে যে কমপ্রিহেনসিভ বিল কে বলেছেন আমার মনে নেই যে রুরাল ক্রেডিটের জন্যও একটা বিল আনা দরকার। রুরাল ক্রেডিটের জন্য যে একটা বিল আনা দরকার সেটা আমি খুব বিশ্বাস করি না এই কারণে যে ক্রেডিট ওয়ার্দিনেসের জন্যে, ল্যান্ড সিকিউরিটির জন্যে, স্টেটাসের কিছুটা আইনগতের প্রয়োজন হলেও তার অনেক পদ্ধতি আছে, এমন কি আজকে যদি গ্রুপ লোন দেওয়া যায় যার মধ্যে একজন প্রপার্টিওয়ালা লোক আর ১০ জন না প্রপার্টিওয়ালা লোক আছেন তা আপনার আইন সংশোধন না করেও করা যায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে কমপ্রিহেনসিভ বিল যতই করুন যা এখানে অনেক সভ্য বলেছেন, আইন থাকলে আইনের ফাঁক খুঁজে বের করার লোকেরও অভাব হবে না। তাই আজকে কয়েকটি বিভিন্ন ধারা যার আমাদের অভিজ্ঞতায় অসুবিধা আছে তা এনেছি। আর ২-১টি কথা আছে যার আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, একটা হচ্ছে এই যে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টের যে রেভিনিউ-গত সেকশন আছে সেটা চালু করা হচ্ছে না কেন। এ আপনার যতদিন না সেটেলমেন্ট শেষ হবে, এবং জমি কতটা পাকাপোক্ত, কার হাতে কতটা পড়লো, নূতন জমাবন্দি হচ্ছে সেটেলমেন্ট এবং সেই হিসাবে আমাদের রুল করতে হবে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে কার কত হোল্ডিং, কার

কত প্রভিউস, যা আছে আইনে ব্যবস্থা, সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ সে জিনিসটা করা সম্ভব হবে না, একথা সকলেই বুঝতে পারেন। আর একটা কথা হচ্ছে, বঙ্কিমবাবু বলেছেন এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, ছোটখাটদের কমপেন্সেশন দেবার কথা। সেটা তাড়াতাড়ি করবার জন্যই আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, আমাদের এখানে যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তারজন্য এ বি সি সেটেলমেন্ট ক্যাম্পগুলিকে কমপেন্সেশন ক্যাম্পএ কনভার্ট করান হচ্ছে এবং যাদের একটা মৌজা আছে তারা তাড়াতাড়ি পেয়ে যান এবং যাদের বহু মৌজা আছে অর্থাৎ বড় তাদের জন্য সমস্ত নোটিফিকেশন বন্ধ না হয়ে থাকে এর জন্য আমরা সমস্ত প্রসিডিওর চেইঞ্জ করে দিচ্ছি। আর কতকগুলি ছোটখাট জিনিস এখানে উঠেছিল সে সম্বন্ধে আমার মনে হয় না যে বলার কিছু আছে। আজকে এই কয়েকটি কথা বলেই আমি আশা করব যে আমার প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করবেন এবং এই বিষয় আমাদের বর্তমানে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আমরা বসে সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা করব এবং প্রয়োজন হলে সেই রকম সংশোধনের কথা যদি হাউস অনুমতি দেন তাহলে চিন্তা করব।

Mr. Speaker: The amendments are out of order.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 24 members; 19 members from this House, namely:—

(1) Sj. Anandagopal Mukherjee,
(2) Sj. Pijush Kanti Mukherjee,
(3) Sj. Santi Gopal Sen,
(4) Janab S. M. Fazlur Rahman,
(5) Sj. Shyamapada Bhattacharya,
(6) Sj. Hangsadhwaj Dhara,
(7) Sja. Purabi Mukhopadhyay,
(8) Sj. Shyamadas Bhattacharya,
(9) Sj. Haran Chandra Mondal,
(10) Sj. Basanta Kumar Panda,
(11) Sj. Hemanta Kumar Bose,
(12) Sj. Bankim Mukherjee,
(13) Sj. Harekrishna Konar,
(14) Sj. Subodh Banerjee,
(15) Dr. Satyendra Prasanna Chatterjee,
(16) Sj. Durgapada Sinha,
(17) Sj. Khagendra Nath Banerjee,
(18) Sj. Ardhendu Sekhar Naskar, and
(19) The Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department (the mover)

and 5 members from the Council;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the 30th June, 1959;

that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committee will apply with such variations and modifications as the Speaker may make;

that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Council to the Joint Committee,

was then put and agreed to.

The West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958.

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, I beg to introduce the West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958.

(The Secretary then read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958, be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহোদয়, এ বিল অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং এই বিলে মেটার্নিটি বেনিফিট ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কাজেই আমার মনে হয় এ বিল সম্বন্ধে কোন পক্ষ থেকে বাধা আসবে না। ১৯৪৮ সালে এই মেটারনিটি বেনিফিট ধার্য হয়েছিল এবং তখন যেরকম দৈনিক মজুরীর হার ছিল আজকে তার চেয়ে বেশি হয়েছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে- এই সমস্ত বিবেচনা করে এই বেনিফিট সাপ্তাহিক ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা করেছি এবং এ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি যে গত ৭ই জুন একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন হয়েছিল--সেখানে টী গার্ডেনের শ্রমিকদলের লোক ছিল, মালিকপক্ষ এবং সরকার পক্ষ ছিলেন। সমস্ত বিষয় আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আমরা এসেছিলাম যে এর পরিমাণ ৭ টাকা করা হোক। এই পরিমাণ সকলকে খুশি করতে পারবে এমন ভেবে আমরা করি নি তবুও এটা বলছি যে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই হার ধার্য করেছি। যখনই কোন মজুরী বৃদ্ধি বা অন্য কিছু হার ধার্য করতে হয়, তখন প্রত্যেকের কথাই ভাবতে হয়। এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমগ্র শিল্পের উপর এমন কোন ভার অর্পণ করছি না যা বহন করা শিল্পের পক্ষে কঠিন হবে। ২১ সিকি থেকে ২৮ সিকি করছি ¼ ভাগ বাড়িয়ে দিচ্ছি। এ নিয়ে আর আমি লম্বা বক্তৃতা করতে চাই না। আশা করি এ বিল সকলেই সমর্থন করবেন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, লম্বা বক্তৃতা আমিও করতে চাই না তবে সত্যসত্যই বিল যে এল এবং পাস হতে চলেছে সেজন্য আনন্দ প্রকাশ করছি। সাত্তার সাহেব বলেছেন ৭ই জুন আলোচনা যা হওয়ার হয়ে গেছে, সেই আলোচনায় এটাও ঠিক হয়েছিল যে নারী শ্রমিকরা জানুয়ারি মাস থেকে বর্ধিত ভাতা পাবে। হতে হতে এত দেরী হয়ে গেল এবং এই অধিবেশনে প্রায় চাপা পড়বার যোগাড় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে এসেছে সেজন্য যারা সংশ্লিষ্ট সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

আর একটা প্রসঙ্গ বলতে পারি যেটা ভেবেছিলাম সাত্তার সাহেব বলবেন। এই যে মেটারনিটি বেনিফিটের প্রস্তাব সেটা প্রথম আমাদের তরফ থেকে, বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে এসেছিল তারপর সরকার পক্ষ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে, আলোচনা করে ব্যবস্থা করে। এজন্য স্যার, এটা উল্লেখ করছি "শ্রমিক জগৎ" বলে একটা কাগজ বেরোয়, তাতে খবর বেরিয়েছিল যে কেবিনেট মেটারনিটি বেনিফিট বাড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং বেনিফিট ৭ টাকা করা হল। তখন আমি চিঠি লিখি। সরকারী উদ্যোগে হলে আমি খুশি হতাম কিন্তু তা না করে বিরোধী পক্ষ প্রস্তাব করেছে এবং সে প্রস্তাব সরকার পক্ষ মেনে নিয়েছে--এই স্বীকৃতি সরকার পক্ষ থেকে আসা উচিত ছিল। তবে আরও ভাল হ'ত যদি সাত্তার সাহেব আমাদের বিলটা গ্রহণ করতেন সংশোধনী এনে।

তৃতীয় জিনিস আমি বলতে চাই সম্মেলনে আলোচনার ভেতর দেখা গেল যে সরকার একটা ফরমুলা দেখালেন যে, ১৯৪৮ সালে এই আইন যখন পাস হয় তখন সেই ফরমুলার উপর ভিত্তি করে পাস হয়েছিল। সেজন্য সেই ফরমুলা অনুযায়ী ৭ টাকা হতে পারে। হিসাব সরকারই বার করলেন। আমি মনে করি মেটারনিটি বেনিফিট আরও বেশি হওয়া উচিত। আমি তখন অরিজিনাল যে বিল এনেছিলাম তাতে ৭৸৶ আনা বলেছিলাম এবং তখন অনেকে মত প্রকাশ করেছিলেন, আমিও করেছিলাম যে না সেটা আরও বেশি ৯৷৷৶ হওয়া উচিত। আমি সেটা এখনও মনে করি এবং সরকার যদি করতে পারেন তাহলে খুশি হব। যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে যে ফরমুলা অনুযায়ী হয়েছিল তাতে এর বেশি হতে পারে না এ-কথা সরকারই বললেন। কাজেই আমাদের আর গত্যন্তর নাই কেননা ফরমুলার বেসিস বদলাতে বললে এই সমস্ত তর্কের মধ্যে গেলে শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ সমস্ত জিনিস বানচাল করে দিতে পারে। তারপর আর একটা জিনিস যেটা বলতে চাই এই প্রসঙ্গে যে সত্তার সাহেব সেটা পরিষ্কার করবেন কিনা। এই বিলটা ১৯৫৯ সালে পাস হল; শ্রমিকেরা এর সুযোগ কবে থেকে পাবে, ১লা জানুয়ারি থেকে পাবে কিনা, এ সম্বন্ধে সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন কিনা। যদি না করে থাকেন তাহলে যাতে ১লা জানুয়ারি থেকে এই বর্ধিত হারে পায় সে ব্যবস্থার কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা দরকার।

[5-55—6-5 p.m.]

Dr. Maitreyee Bose:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি দুই-একটি কথা বলতে চাই। বিরোধী পক্ষ যদিও বিল এনেছেন, এই বিলের উপর আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। যে বেসিসে মেটারনিটি বেনিফিট চাই, যে ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তা চাই, তাতে ৭ টাকা হয় না, ৯৲ আনা হয়, এবং সেটাই আমরা চেয়েছিলাম। আজও আমি মনে করি সেইটাই হওয়া উচিত। মেয়েদের দেবার সময় কোন ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা পয়সা থাকে না। অন্য সব বিষয়ে টাকা পয়সা বেশ ভালভাবে দেবেন। মেয়েরা নিজেদের কথা বেশি বলতে পারে না। আমি সেবারও বলেছিলাম যে মেয়েরা বলতে পারে না বলেই যে শুধু পাবে না সেটা ভাল কথা নয়, এবং বিশেষ করে মেটারনিটি বেনিফিট শুধু মেয়েদের কথা ভাবাটা ভুল ধারণা। কারণ, মেয়েরা সেটা নিজেদের জন্য পাচ্ছে না, মেয়েরা সন্তানকে জন্ম দিচ্ছে, সন্তান মানুষ করছে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের একটা বিশেষ রকম উপকার করছে। এই হিসাবে মেটারনিটি বেনিফিট শুধু মেয়েদের উপকার বলে ভাবা উচিত নয়। আমি মনে করি আজ যে ৭ টাকা পাস হচ্ছে এ নিতান্তই সাময়িক এবং শীঘ্রই এই বেসিস বদলে ডেলী ওয়েজেসের উপর নির্ভর করে যে ক্যালকুলেশন হওয়া উচিত সেইটাই হবে। আজকের দিনে যেখানে ১৷৷১০ দৈনিক মজুরী পাচ্ছে, সেটা মনে রেখে সেটা তৈরী করতে হবে, এবং যত শীঘ্র পারা যায় এটা বদলাতে হবে। ১৯৪৮ সালে যে বেসিস তৈরী হয়েছিল ১৯৫৯ সালে সেটা থাকা উচিত নয়। যত শীঘ্র পারা যায় তা করবার জন্য লেবার মিনিস্টার মহাশয়কে অনুরোধ করছি। আজকে যদিও এই ৭ টাকা নিতে বাধ্য হচ্ছি, তবু জুন মাসে কমিটিতে আমি থাকতে পারছি না, নানা কারণে আমার থাকা হয় না, থাকলে সে সময় আর একটু কিছু করতে পারতাম কিনা তা মনে করতে পারছি না। আজকের দিনে এটা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। সেইজন্য এটা গ্রহণ করছি, কিন্তু গ্রহণ করছি বলে সেটা নিয়েই যে চিরকাল খুশি থাকব তা নয়। যত শীঘ্র পারা যায় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় সেই বেসিসের যাতে পরিবর্তন করতে পারেন তার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

मिस्टर स्पीकर, सर, आज जो यह मटरनिटी बेनिफिट बिल सदन के सामने लाया गया है, जिसमें बच्चों की माँ की मजदूरी ५ रु० ४ आने से ७ रुपया किया जा रहा है, मैं इस बिल का अभिनन्दन करता हूँ। किन्तु इसके साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि जिस वक्त औरतों को बच्चा होता है उस वक्त उन्हें पूरी रोजी देनी चाहिए जिससे उनको

पूरा खाना मिल सके। मुझे बहुत अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता है। मैं सत्तार साहब से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूरी मांगें मंजूर करें। एक खास बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस कानून के पास होने पर भी प्लान्टर्स लोग मेटरनिटी बेनिफिट से बच्चों की मां को वंचित कर देते हैं। वहां पर यह नियम कर रखे हैं कि १५० दिन काम न होने से उनको यह बेनिफिट नहीं देते हैं। मैं सत्तार साहब से कहूंगा कि उस १५० रोज के बदले एक सौ दिन की रोजी पर यह बेनिफिट दिलावें। ऐसा होने से बच्चे और बच्चे की मां को खाना मिल सकेगा। यह कल्याण राष्ट्र है। कम से कम खाना तो देना ही चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे की मां को पूरी रोजी दिलाने की चेष्टा करें जिससे बच्चे और बच्चे की मां को कोई कष्ट न हो और उन्हें पूरा खाना मिल सके। बस मैं इतना ही कह कर पुनः इस बिल का अभिनन्दन करता हूं।

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that the West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1.

Sj. Ardhedhu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that in clause 1, in line 2, for the figure "1958" the figure "1959" be substituted.

The motion was then put and agreed to

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: New clause 1A is out of order.

Clause 2.

Sj. Deo Prakash Rai: I beg to move that in clause 2, in line 3, for the words "seven rupees" the words "nine rupees three annas and nine rupees ten annas" be substituted.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

स्पीकर महोदय, यह मेटरनिटी बेनिफिट बिल बहुत दिनों के पश्चात् सदन के सामने आया है। फिर भी मजदूरों की जब भी मजदूरी बढ़ी तो मेटरनिटी बेनिफिट नहीं बढ़ा। इसलिए मैं माननीय लेबर मिनिस्टर से कहूंगा कि जब भी मजदूरों की रोजी बढ़ावें तो मेटरनिटी बेनिफिट को भी बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग इसके लिए १९४६ साल से चेष्टा कर रहे हैं किन्तु आज १९५९ में यह बिल पास करके बेनिफिट बढ़ाया जा रहा है। फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मजदूरों की मजदूरी जब-जब बढ़ावें तो मेटरनिटी बेनिफिट को भी बढ़ाने की चेष्टा करें ताकि बच्चे और बच्चे की मां को पूरा खाना मिल सके।

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that in clause 2, in line 3, for the words "seven rupees" the words "nine rupees three annas and nine rupees ten annas" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Abdus Sattar: I beg to move that the West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

অধ্যক্ষ মহাশয়! আমি ভেবেছিলাম সত্যেন বাবু মেটারনিটি বেনিফিট বাড়ুক এইটাই চেয়েছিলেন। এখন দেখছি সেই সংগে তিনি চান তাঁর নিজের নামটাও প্রচারিত হউক। তা মনে করলে আমি সেকথা বলতাম। এত কথা বলতে পারলাম, সত্যেন বাবুর নামটাও বলতাম।

ডাঃ মৈত্রেয়ী বোস বলেছেন আরও বাড়ান উচিত এইটাই শেষ নয়। পৃথিবীতে কোনটাই শেষ নয়। এখানে আমরা দেখছি ১০ বছর পরে জাতির আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, এটাও যে বাড়বে না তা বলছি না। তবে বর্তমানে আমরা সকল দিক বিবেচনা করে এটা ঠিক করেছি।

তাই আমি বলছি বিলটি গ্রহণ করা উচিত।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, আমি আমার নাম হোক এটা চাই নি -বিরোধী পক্ষের কথা বলেছিলাম এবং সরকার যদি ক্রেডিট নিজেই নেবার চেষ্টা না করতেন কেবিনেট ডিসিশন এভাবে কেবল "শ্রমিক জগতে" বের করে প্রচারের জন্য চেষ্টা না করতেন তাহলে আমি বলতাম না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সাত্তার সাহেব খানিকটা দার্শনিকভাবে বলেছিলেন যে কোনটাই শেষ নয়। ডাঃ মৈত্রেয়ী বোস যেটা বলেছেন এবং আমিও বলছি যে একটা বেসিস নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে মেটারনিটি বেনিফিটের পরিমাণ ঠিক করার ব্যাপারে যে ক্রাইটেরিয়ানগুলি দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে আলোচনা হওয়া উচিত। সাত্তার সাহেব ঐ প্রশ্নটার জবাব দিলেন না জানুয়ারি মাস থেকে শ্রমিকরা বেনিফিট পাবে কিনা? তৃতীয় জিনিস হচ্ছে যে মেটারনিটি বেনিফিটে অনেকগুলি ত্রুটি রয়ে গেছে যার একটার কথা হামালজী উল্লেখ করেছেন সেটা সংশোধনের ব্যাপারে শুধু বিবেচনা করবেন। আমি আপনাকে আরও অনুরোধ করব যে মেটারনিটি বেনিফিটে যে ত্রুটিগুলি রয়েছে সেগুলিকে দূর করার জন্য যদি তিনি একটা বিল আনেন তাহলে তারজন্য আমরা ক্রেডিট নিতে চাই না।

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that the West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) Amendment Bill, 1958, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958, be taken into consideration.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Act, 1958, provides for bringing the territories transferred from Bihar to West Bengal under the same set of laws which are applicable to the rest of West Bengal as far as possible. The Act has, however, not yet been enforced by issue of a notification as required.

The Planning Commission has requested retention of the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954, in the transferred territories. After careful consideration of the suggestion, and as the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, has not been extended to the transferred territories yet it is proposed to retain the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954, in the transferred territories with necessary adaptations to be made by Government. On account of special circumstances prevailing there, it is also intended to retain the Chota Nagpur Rural Police Act, 1914, in the transferred territories.

The object of the Bill is to amend the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Act, 1958, to empower the State Government to make adaptations and modifications in any Bihar law included in Schedule II and also to amend Schedule II to the Act to include therein (a) the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954, and (b) the Chota Nagpur Rural Police Act, 1914

With these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1959

Sir, this Bill, though very small in form, has got very far-reaching effect In spite of our strenuous attempt to get greater parts from Bihar territory we have been given only one-third of what we actually wanted, but we have been deprived of the richer mineral portions of mica and other mines. However, whatever small portion which have been given to us, our sovereignty in that portion is being hampered by this sort of legislation. It is stated that the Planning Commission has requested this Government to retain the Bihar Bhudan Yajna Act of 1954 in the transferred territories. No reason has been given as to why this particular legislation of Bihar should be retained in those territories. The report of the Planning Commission has not been placed before the House to supplement the objects and reasons of this Bill. I would say that those recommendations or those requests are being concealed perhaps deliberately. Otherwise the Hon'ble Minister ought to have appended along with the Objects and Reasons the letter written by the Planning Commission to this Government. I would say that if this Bihar Bhudan Act of 1954 is retained in the transferred territories for any length of time our Land Reforms Act and Estates Acquisition Act will be hampered in those portions. In this connection I would draw the attention of the House to certain provisions of the Bihar Bhudan Yajna Act of 1954 and how lands which have been acquired from the bigger intermediaries are being used there. Sir, if you look to the provision of the Bihar Bhudan Act of 1954, i.e., Bihar Act 22 of 1954, you will see that there is provision for retention of those lands for voluntary donation with the object of distributing the same amongst the landless people. The position is very significant. There the big landlords distribute or donate some land either to Shri Binoba Bhave or to the Bihar Bhudan Yajna Committee which is a statutory body and which has been set up under provisions of section 3 of the Bihar Bhudan Act. Therefore, any man who donates lands either to Shri Binoba Bhave or to the Bihar Bhudan

Yajna Committee those lands shall be retained by the Bihar Bhudan Yajna Committee for the purpose of distribution among the landless people. That is the provision of the Bihar Act. But what is the provision of our Act? Our Act has fixed a date, i.e., 5th of May, 1953, after which all sorts of transfers by the intermediaries are subject to challenge; they are to stand scrutiny as to whether they are bona fide or mala fide transfers. The principle enunciated in section 49 of the Land Reforms Act is that any land which would be coming in the possession of the State Government by virtue of estates acquisition shall be distributed according to a principle which shall be formulated later on, to the inhabitants of the locality who are either landless or who have got smaller amount of land. Therefore, the principle of distribution laid down by the Bihar Act and principles laid down by our Land Reforms Act are different. The Bihar Act provides that lands should be given to the landless. There is no restrictive clause in the Bihar Bhudan Act. Anybody who is landless and who may be residing in any part of Bihar or West Bengal or the rest of India is entitled to get land from the Bihar Bhudan Yajna Committee under the Bihar Bhudan Act.

[5-15—6-25 p.m.]

But according to our Act lands which will be coming to our possession should be given not only to the landless, but to those peasants who have lesser amount of land and who reside in the very same locality where these lands are being acquired. Therefore if you retain the Bihar Bhudan Yajna Act of 1954 in the transferred territory, then in West Bengal you would be introducing two land systems and two principles of distribution. Then, Sir, I would say that section 12 says that even these transfers would be permissible either to Vinoba Bhave or to this particular committee at any time. But our Act lays a full stop to these sorts of transfers. A particular date has been mentioned, i.e., the 5th of May, 1953, after which any sort of transfer by the big landlords is to be stopped and therefore, Sir, I would say that you should not introduce this Bill. At least for the purpose of eliciting public opinion you should distribute it among the public. In this connection I would say that the original parent Act, Act XIX of 1958, was passed by this House a few months ago and it has been published in the gazette on the 24th September, 1958. Also Act XL of 1956 has been passed by the Central Legislature transferring these territories from Bihar to West Bengal. You waited for two years to bring such a legislation and after bringing such a legislation you have not made any attempt to give immediate effect to it. In this Bill you ought to have simply said that the laws which were so long in the transferred territory, viz., the laws of Bihar, should automatically cease and from that date all the laws of West Bengal should be introduced there. In the parent Act you have given two big schedules. By Schedule II you have retained all the previous Acts of Bihar in these transferred territories. By Schedule III you have stopped introduction of all the beneficial Acts of West Bengal into the transferred territories. The effect has been that if we have got slice of land, people residing there are not getting benefits of the West Bengal Act. But they are being governed by the Bihar Act. Only in section 3, second proviso, you have made a provision that you would at times make notification for introduction of the Bengal Act and for replacement of the corresponding Bihar Acts to not only the whole of the terrirtory, but according to your sweet will to each and every part. You are still retaining in that Act some of the old feudal laws which were in Bihar. Not only you are doing that, but by this amendment you are also seeking to introduce or keep for some time another Act, the Chotanagpur Police Act of 1914. If you look to that Act, you will see that it is an attempt to keep up the feudal system. The headmen of the villages are made police chiefs and

they being men of position, they have the police power in their hands to oppress those persons who try to go beyond their control. Therefore you are trying to retain that Act. Originally it was not your attempt to retain the Act, but now you are seeking to retain that Act.

Again, Sir, if you look to some of the schedules of the original Act, you have some of these schedules in spite of our vehement protest. I do not object some of the Acts which are similar in Bihar as well as in West Bengal; that is, Bihar Tenancy Act is similar to Bengal Tenancy Act, and also some Acts, such as Land Registration Act of Bihar and Land Registration Act of West Bengal are the same. Another Act, Sir, the Bihar Hindu Religious Trust Act of 1950. By this Act, a sort of Wakf Act in regard to Hindu endowments, has been made in Bihar. In West Bengal we do not have such an Act; that we have stated some time ago. But the important legislations which you have excluded from introduction to Bihar are the Estates Acquisition Act and the West Bengal Land Reforms Act. These are the two very important Acts relating to land reform in West Bengal, but you are not eager to introduce them into the transferred territories as soon as possible, though in the original section 3 you reserve the power that at any time you may do it by notification, but from your slow progress we do not expect that you are going to hasten it. But for this bit of legislation, the amendment, we see that you are not very eager to introduce these land reforms in the transferred territories, and your attempt has been to delay it as far as possible. Therefore, in the absence of the arguments which are contained in the Planning Commission's letter or recommendations, we are to analyse from that letter whether the recommendations contained therein are beneficial to West Bengal or to the people living in the transferred territories. In the absence of such letter being placed before the House I would say it would appear futile on the part of this House to come to any conclusive decision with regard to this Bill.

Therefore I would say, let this Bill be circulated amongst the public with the letter of the Planning Commission, so that we may come to a fuller decision or a considered judgment with regard to this Bill.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The matter has been given sufficient consideration, and as a result thereof this Bill has been introduced. The territories were administered under different sets of laws and naturally there is some conflict between the two laws. It will take some time before they are in conformity. The Bihar Bhudan Yajna Act, 1954, is retained for the time being. We have not introduced the Estates Acquisition Act in the transferred territories. Even if Bihar Bhudan Yajna Act remains, the moment the Estates Acquisition Act is introduced, ceiling takes effect and it is not prejudiced thereby. As a result of these considerations which have been mentioned by my honourable friend we have come to the conclusion that for the time being this Bhudan Yajna Act should be retained in accordance with the desire of the Planning Commission They have got vast powers of adaptations and modifications to suit the requirements of the situation. So far as the Planning Commission is concerned, the idea of the Planning Commission was that taking over land in excess of the ceiling under the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, would involve payment of compensation: through Bhudan land may be made available for distribution without payment of any compensation.

The next point was the imposition of ceiling to make land available from substantial holders, that is, from those who have land in excess of the ceiling. Through Bhudan there may be some other land also which becomes available.

Regarding the third point, there does not appear to be any conflic between the two Acts being co-existent. The Bihar Bhudan Yajna Act is only an Act to facilitate the process of transfer of land ceded voluntarily as a result of Bhudan.

[6-25—6-35 p.m.]

As a result of all this consideration we have come to the conclusion tha for the time being it will not be advisable to repeal the Bhudan Yajna Ac immediately. We have our right to repeal the Act at any time we like according to the situation that may arise. Under the circumstances I believe that there will be no objection on the part of the House to pass the motion for consideration of this Bill.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the West Benga Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the West Benga Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that in clause 1, in line 2, for the figure "1958" the figure "1959" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, in lines 8 and 9, the words "but before the expiration of one year from that day" be omitted.

Sir, I will delete this time-limit of one year. That is in the nature o a proviso to section 3, sub-section (3) of the original Act. It provides tha subject to such adaptations and modifications, whether by way of repeal or amendment, as the State Government may, from time to time but before the expiration of one year from that day, by notification in the Officia Gazette, make in any such law such and such amendments. Now, Sir, thi one year's time-limit—why is it necessary? It may be that we may requir more time or we may finish it at an earlier time. So why this one year' time should be there in this clause. I would say that this one year time limit is repugnant to the spirit of section 3, sub-section (3) and secon proviso thereto, because in that second proviso we have already made a provision in this Act that we can make these amendments by gazett notification at any time. There is no restrictive time-limit, but by thi amendment we are introducing two inconsistent ideas in the same sub-claus (3), because in the body of sub-clause (3) we are introducing this time-limi of one year, but in the second proviso to same sub-clause (3) there is no time limit. So either amend these two portions so as to bring them in line wit the same provision, i.e., amend both the second proviso as well as th original sub-section (3) or delete this portion altogether. Otherwise if yo retain the power of notifying at any time in the second proviso, and in th original section you say "before the expiration of one year," I would say Sir, that this is inconsistent.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in lines 8 and 9, the words "but before the expiration of one year from that day" be omitted,

was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, the proposed item (17) be omitted.

Sir, I have already made my submission with regard to this.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3, the proposed item (17) be omitted,

was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 4.

Mr. Speaker: New clause 4 is out of order.

Preamble.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Amendment Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, I beg to introduce the West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959.

(The Secretary then read the title of the Bill.)

Sir, I beg to move that the West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959, be taken into consideration.

অবাধে এবং অবৈধভাবে পশুপক্ষী হত্যা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আকর্ষণীয় বহু সুন্দর পশুপক্ষী বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আজকালকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে একদিকে যেমন বন ধ্বংস করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি অনেক সুন্দর বন্য প্রাণীও বিনাশ করা হইতেছে। বন্য পশুপক্ষী মানুষের জীবনে অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ। সুতরাং যদি সুন্দর সুন্দর বন্য প্রাণী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের জীবন একান্ত নীরস ও মাধুর্যহীন হইয়া যাইবে এবং প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চর্চাও ব্যাহত হইবে।

এই সমস্ত কারণে বর্তমানে অনেক দেশই পশুপক্ষী সংরক্ষণ ব্যাপারে উৎসাহী হইয়াছে এবং অবাধে পশুপক্ষী হত্যা বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ আইন-কানুন তৈরী করা হইতেছে। আমাদের দেশেও ইদানীং সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ এবং স্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ সংস্থা গঠন করিয়া বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। শিক্ষিত জনমত এবং

পশুপক্ষী সংরক্ষণে নিযুক্ত সকল সংস্থাই বন্য প্রাণী হত্যা রোধ করিবার জন্য যথোচিত আইন প্রবর্তনের অভিলাষী।

বন্য পশুপক্ষী রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে ব্যবস্থা ও আইন প্রচলিত আছে তাহা বিশেষ কার্যকরী হইতেছে না।

বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমান বিলটি রচিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার মাধ্যমে এই সভাকে "ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন বিল, ১৯৫৯" বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April, 1959.

Sj. Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1959.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1959.

মিঃ স্পীকার, স্যার, যদিও এই বিলটি শেষদিকে এসেছে, আপনি বলে দিয়েছেন এটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং বিল, সেদিক থেকে আশা করি শেষ মুহূর্তে এর আলোচনা শুরু হলেও আলোচনা ইন্টারেস্টিং হবে। আমি একটা কথা প্রথম বলে রাখি যে, আমার নামে একটা সার্কুলেশন মোশান আছে, সেটা দিয়েই আমি শুরু করছি। বন্যজন্তু সংরক্ষণের জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য আমি সমর্থন করি, কিন্তু এই বিলে অনেকগুলি ত্রুটি রয়ে গিয়েছে, তারজন্য মনে করি যে, যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এই ব্যাপারে জনমত গঠনের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, সেজন্যে আমি এর যে মূল নীতি বা উদ্দেশ্য তা সমর্থন করে এটা সার্কুলেশন মোশান দিয়েছি। বন্য জন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে যে সেন্ট্রাল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন বোর্ড, স্টেটস ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন বোর্ড আছে এদের কোন রিপোর্ট আছে কিনা এ সম্বন্ধে খোঁজ করে আমি কিছু পাই নি। এখানে বনবিভাগের পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারীর কাছে চাইলাম তিনিও কিছু দিতে পারেন নি। বন্য জন্তু সংরক্ষণের দুটো দিক আছে, একটা ফলিত বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে, বিশেষ করে জুলোজি এবং বাইওলজি নিয়ে চর্চার দিক থেকে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বন্য জন্তুর যে বিভিন্ন স্পেসিস আমাদের দেশে ছিল সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু বন্য জন্তু নয়, কীটপতঙ্গ পাখি যা আছে এ সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা জানতে চান কিন্তু সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নেই। কিছুদিন আগে 'ভিজিল' বলে একটা পত্রিকায় অধ্যাপক হলডেনের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

[6-35—6-45 p.m.]

কিন্তু সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কোন তথ্য নেই। আমি আপনার কাছে উল্লেখ করছি, স্যার, কিছুদিন আগে 'ভিজিল' নামে একটি পত্রিকায় প্রফেসর হলডেন-এর একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তিনি বললেন যে, প্রজাপতি নিয়ে কিছু অনুসন্ধান করার জন্য বাংলা দেশে কতরকমের প্রজাপতি পাওয়া যায় খোঁজ করছিলেন। কিন্তু খোঁজ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, কার্যতঃ তাঁকে নিজেই মাঠে গিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রজাপতির অনুসন্ধান করতে হবে। এই সম্বন্ধে যে কোন-কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে সেরকম কিছু তিনি পান নি। দ্বিতীয় কথা হল বিজ্ঞানের দিক ছাড়াও, যেটা সকলে বলেন যে, এখন যে-সব বন্য জন্তু আছে বিভিন্ন ধরনের, তাহলে আমাদের যারা উত্তর পুরুষ, তাদের কাছে সেগুলি কথার কথা হয়ে যাবে, যেমন ভারতবর্ষে যে সিংহ ছিল তা এখন রয়েছে ঐ গির পাহাড়ে এবং তাও প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর এই যে-সমস্ত আমরা পড়েছি, যেমন কালিদাসের বর্ণনা পড়তে গেলে পাওয়া যায় যে, হিমালয়েও সিংহ একসময় ছিল। তাকে অনেক সময় আমরা কবির কল্পনা বলে

উড়িয়েই দিয়েছি। কিন্তু পরে আবার অনেক পণ্ডিত বলেছেন যে, না, ওখানে থাকতেও পারে বা ছিল, হয় ত সেগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন যে জিনিসগুলি আছে সেগুলি লুপ্ত না হয়ে গিয়ে, আমাদের উত্তর-পুরুষের, যে শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাই নয়, কৌতূহল নিবৃত্তি এবং বিজ্ঞান চর্চা এই দুইটি জিনিসের জন্য এগুলি রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা ছাড়াও আমি আর একটা জিনিসের খোঁজ করছিলাম, যদিও আমি বৈজ্ঞানিক নই, তবুও আমি একটা বইতে অনেক দিন আগে পড়েছিলাম, যে, বন-সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেও এই বন্য-জন্তুর কিছুটা সম্বন্ধ রয়েছে। যেমন এটা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, পাখীতে অনেক পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলে। যদি পাখী নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পোকা-মাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তার ফলে বনে নূতন গাছ গজাবে না, বন ধ্বংস হয়ে যাবে, এইরকম অনেক ব্যাপার আছে। এই কথা বইতে পড়েছিলাম ছেলেবেলায়, তারপরে এই সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে কিনা জানবার জন্য আমি খোঁজ করেছি। এবং খোঁজ করে আমি এই কথা বলতে পারি, স্যার, যে আমাদের এখানেও পাই নি এশিয়াটিক সোসাইটিতেও খোঁজ করে আমি কিছু পাই নি। অর্থাৎ খোঁজ করতে করতে যে জিনিসটা দেখা গেল যে, সাহেবরা যখন প্রথম আমাদের দেশে এসেছিল, তখন তারা যাইহোক নিজেদের পদ্ধতিতে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার-এ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখেছিল শাসনের গরজে। তাতে কোথায় কিরকম বন, কিরকম গাছ, কার কিরকম পাতা, সেখানে কিরকম জন্তু আছে, সেই জন্তু কি কাজে লাগে, অনেক কিছু তারা বলে গিয়েছিল। আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমি যা অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, সাহেবরা যা করে গিয়েছিল তারপরে আর নূতন কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সেখানেই আমার প্রশ্ন যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বোর্ড অনেক কথাই বলছেন, বোর্ডও আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে যে জনমত গঠন করার জন্য জনসাধারণকে জানানো তার কোন চেষ্টা হয়েছে বলে দেখছি না। যদি হয়েও থাকে তাহলে সে খুব সীমাবদ্ধ, বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, সাহেবদের পরে আর কোন লিটারেচার পাওয়া যায় নি তাই নয়, এই যে আমাদের এখানে তালিকাটি আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন, সেই তালিকা থেকে আর একটা জিনিস দেখা যায়, স্যার, যে সাহেবদের পরে আর কিছু হয় নি। অর্থাৎ বিভিন্ন পশু-পক্ষী যাদের সংরক্ষিত করতে হবে বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা সব ইংরাজীতে। শুধু ইংরাজীতে নয়, নামগুলি পড়ে আমরা কিছু বুঝি না ২ ১টি ছাড়া এবং এ খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম যে, অনেক জন্তুর নামই জানি না। এখানে এক বন্ধু প্রশ্ন করছেন ইন্ডিয়ান এগ-ইটিং স্নেক, এই সাপ কিরকম সাপ জানি না। এইরকম বহু আছে, স্যার, সব দেখাতে গেলে অসুবিধা হয়ে যাবে, যেমন ফ্লোরিক্যান্স, প্যাঙ্গোপ্যান, এইগুলি কি, এইগুলির বাংলা নাম দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু দেওয়া হয় নি। তাই বলতে হয় যে, এই ব্যাপারে যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটা হাফ হার্টেড এবং এর অসুবিধাটা হচ্ছে কোনখানে যে এই বন্যজন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারণের একটা মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ, সংরক্ষণ করব কার কাছ থেকে, সংরক্ষণ করতে হলেই জনসাধারণের জানা দরকার যে কোন জন্তুকে সংরক্ষণ করব, কেন করব, কিভাবে করব, তার নাম কি, এইগুলি জানা দরকার। এর জন্য বাংলা নাম পশু-পাখীর থাকা দরকার। আমি এই ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্টেড থাকায় খুঁজতে খুঁজতে একদিন ফুটপাথে, ছেলেদের জন্য লেখা একটি বই পাই, বাংলার পশু-পক্ষী বলে। তাতে অনেক পশু-পক্ষীর নাম আমরা জানতাম, লোক কবির কথায় বলুন, আমাদের কবিগুরুর কথায় বলুন, বাংলার কিছু পশু-পক্ষীর নাম যা আমরা ভুলতে বসেছি, তা সেখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

কিন্তু বন্যজন্তু পশু-পক্ষী সংরক্ষণের যে বিল এসেছে তাতে বাংলার ঐতিহ্য যে নামগুলি কবিতায় এবং ছড়ায় সব-কিছুতে আমরা পাই, তার কোন নামগন্ধ নাই। কাজেই লোক সংরক্ষণ করবে কি করে? কাজেই এটাই হচ্ছে বিলের ত্রুটি।

তৃতীয় হচ্ছে, উপকারিতাও কিছু আছে, যেমন আমি বললাম বন্যজন্তু সংরক্ষণের সঙ্গে বন-সংরক্ষণেরও সম্বন্ধ আছে, তা ছাড়া অন্যদিক দিয়েও বন্যজন্তু কিছু কিছু মানুষের কাজে লাগে। যেমন আমি খুঁজতে খুঁজতে নাম পেলাম ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার-এ একটি

বলে একরকম ড্রাগ আছে উড জাতীয় সেটা, তা থেকে এই এভিড ড্রাগ তৈরী হয়। শুনেছি গণ্ডারের শিংএ যে আর্সেনিক থাকে সেটা ওষুধে লাগে।

Mr. Speaker: I think Finns's book "Indian Game Birds" will be very useful on this subject. I might try to get you a copy of it: it may not be possible to get it tomorrow. There is also an edition in Hindi.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

যাইহোক, না পেলেও যতটা বলতে সাহস করে উঠেছি, বলে যাই। আমি এক হিসাবে বলতে গেলে বনের দেশের মানুষ। আমার যে অঞ্চলে জন্ম, যে জায়গায় বড় হয়েছি, সেখানে থেকে বেড়াতে বেড়াতে আধ মাইল গেলেই গভীর বন পড়ত, কাজেই বন সম্বন্ধে কিছু আমি শুনেছি এবং জানি, বলতে পারি। তারপর আমি যা শুনেছি গণ্ডারের শিংএর ভিতরকার জিনিস, যে শিংকে এত ভয় করে মানুষ, তারই ভিতরে থাকে জিনিস যা আর্সেনিক তৈরী করতে লাগে। সেই কারণেই পোচার যারা, তারা গণ্ডার মেরে সেই শিং নিয়ে দেশ-বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

তারপর কস্তুরীর কথা, মৃগনাভির কথা। আমাদের দেশে এখন তার ব্যবহার চলে গেছে কিন্তু এক-সময়ে ছিল। বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন যে, কস্তুরীর ঔষধে মরা মানুষকে তাজা করার কাজে লাগে।

Mr. Speaker: I might tell you, Mr. Mazumdar, that the most well-known ornithologist in the country is Dr. Satya Churn Law who has a very valuable collection of books.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

ধন্যবাদ, স্যর, সুযোগ পেলে, এটা শুধু আমার ব্যাপার নয়, সকলেই বলতে পারবে। এই কস্তুরী বহু চালান যায়। তিব্বত থেকে, কালিম্পং থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত কস্তুরীর ব্যবসা, ওখানে বড় ব্যবসা। এইরকম দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। কাজেই সেদিক থেকে বন-সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংরক্ষণ কিভাবে করা যেতে পারে সে-বিষয়ে আমি আসছি পরে। তার আগে একটা জিনিস বলতে চাই। মূল উদ্দেশ্য নিয়ে যদি অগ্রসর হই তাহলে সংরক্ষণ হচ্ছে আংশিক কাজ, যে-সব জন্তু জানোয়ার আছে তাদের রক্ষা করা হচ্ছে আংশিক কাজ কিন্তু অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, যে পশু যেমন সোয়াম ডিয়ার, কালো হরিণ, যাকে ঘোরেল বলে পাহাড় অঞ্চলে, চিতল, স্পটেড বিয়ার, এই-সমস্ত প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, এই-সমস্ত জিনিসগুলি আবার নূতন করে আমাদের দেশে আনতে হবে।

[6-45—6-55 p.m.]

কালি ফেজেন্ট, হোয়াইট উইংগ্ড ডাভ, এইরকম ধরনের সব স্পেসিস নষ্ট হয়েছে। তার ফলে সংরক্ষণের প্রশ্ন নয়, সেগুলি নূতন করে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, মালটিপ্লাই করতে হবে। সেই হরিণ যার নাভিতে কস্তুরী হয় সেগুলি এনে ঐ পাহাড় অঞ্চলে কেন ইন্ট্রোডিউস করা যাবে না, তা বুঝি না। দার্জিলিংএ শুনি—হেমবাবু বলতে পারবেন—যে, দার্জিলিংএ ন্যাশনাল পার্ক করবেন ঠিক করেছেন; সেখানে অন্য জায়গা থেকে এনে ঐ কস্তুরী হরিণের বাচ্চা-টাচ্চা এনে সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে পোষণ করা যায় কিনা, এই-সমস্ত জিনিস নিশ্চয় অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। যে-সব লোক উৎসাহী—যেমন জলপাইগুড়ীতে একটা এসোসিয়েশন আছে—যাঁরা এই বন্যজন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহী, তাঁরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্পষ্ট পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, জঙ্গলে হরিণ, বাঘ, এগুলো নূতন করে ইন্ট্রোডিউস করার। কাজেই এই বিলের সমালোচনা দরকার। আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রী বা বনবিভাগের এতে দায়িত্ব আছে; ওদিকে সেন্ট্রাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড করছেন। তার বিভিন্ন দিক এবং

বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আলোচনা করেন নি। কাজেই এটা কেবল সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংরক্ষণ ছাড়াও অন্য দিক আছে। যেমন—

ntroduction of species and multiplication.

এটার জন্য শুধু শিকার বন্ধই নয়, পোচিংও বন্ধ করতে হবে। পোচিং ব্যাপারে বিলে মস্ত বড় ফাঁক দেওয়া আছে। পোচিং-এর মস্ত বড় সুযোগ বিলের মধ্যে দেওয়া আছে। তারপর সংরক্ষণের ব্যাপারে পোচিং ছাড়াও আরো কতকগুলি কাজ করতে হবে। বন্যজন্তু নানাভাবে নষ্ট হয়, তাদের শত্রু আছে, যাদের ভার্মিন বলে, তারা অনেক ক্ষেত্রে এদের নষ্ট করছে। যেমন গল্পে শোনা যায়, ওয়াইল্ড ডগ, লাল কুকুর, তারা ঘোরতর রকমের হিংস্র, তারা চারদিকে যখন ঘুরতে থাকে তখন থুথু ছিটোয় এবং সেই থুথু হরিণের চোখে লাগলে তারা অন্ধ হয় এবং তাদের তখন টুক্‌রো টুক্‌রো করে নষ্ট করে। তারা নেউল, পাখির ডিম ও হরিণ-শাবক খেয়ে ফেলে, উদও খেয়ে ফেলে। আপনার, স্যার, এদিকে ইন্টারেস্ট যদি থাকে, আপনি যদি শিলিগুড়ি থেকে রাত্রিতে মোটরে দার্জিলিং বা কালিম্পংএ যান, তাহলে রাস্তার উপর দেখবেন বনবেড়ালের মতন, বাঘের বাচ্চার মতন, যাদের মনে হয়—এই জীবগুলি মাছের সবচেয়ে ক্ষতি করে। তারা মাছের ডিম খেয়ে ফেলে। এই ধরনের জিনিসগুলি যারা নষ্ট করে, তাদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা তাও আপনাকে করতে হবে, যদি সংরক্ষণ করতে হয়।

আর একরকমে বন্যজন্তু নষ্ট হয়, তারজন্য বন-বিভাগের দায়িত্ব আছে। বনের ভিতর গরু চরাতে নিয়ে যায়, যেখানে স্যাংচুয়ারী করা হয়েছে। সেখানে আরো কড়াকড়ি করতে হবে। আমরা দেখতে পাই গরুর রাইন্ডাব পেস্ট হয়েছে, মুখে এবং পায়ে ঘা হয়েছে, সেই গরু সেখানে গিয়ে যদি ঘাস খায় তাহলে সেই ঘাসের বিষ সেখানকার ঘাসে থেকে যাচ্ছে এবং জন্তু সেই ঘাস খাচ্ছে, সেই জন্তুরও সেই রোগ হবার সম্ভাবনা। কাজেই তারও ব্যবস্থা করতে হয়।

এই জিনিসগুলি করতে গেলে জনসাধারণের সাহায্য দরকার। বিশেষ করে যাঁরা বৈজ্ঞানিক এবং যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা দরকার। তা না হলে শুধু আইন পাশ করলে বা স্যাংচুয়ারী করে দিলেই হবে না। যেমন, মহানদী গেম স্যাংচুয়ারী আছে, তার সঙ্গে কন্ট্রোভার্সি চলছে বন-বিভাগের সঙ্গে। তারা রাস্তা খোঁড়ে সেইজন্য পশুদের অসুবিধা হয়।

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, why don't you consult the rules relating to Kaziranga Sanctuary in this connection?

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কাজিরাঙ্গার ব্যাপারেও কনফ্লিকটিভ ইন্টারেস্ট কিরকম তা বলি। বন-বিভাগ অভিযোগ করেন রেল-পথের জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আর রেল-বিভাগ বলেন আমাদের রাস্তা বাঁধতে হবে পাথর আনব কোথা থেকে?

আর একটা ব্যাপার আছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ। সেচ বিভাগ—অর্থাৎ অজয়বাবু অভিযোগ করেন যে, বন্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে বন-বিভাগ বাধা দিচ্ছে, বন-বিভাগের কথা, তাতে নাকি পশু-সংরক্ষণের কাজে বাধা হবে। এই ধরনের অনেক জিনিস ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। সেইজন্য আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্টে বলেছি যে, এটা জনমত সংগ্রহের জন্য সার্কুলেশনে দেওয়া দরকার। জনমত গঠনের কথা যে বলছি, তার আরো একটা কারণ আছে, আর এক ধরনের শিকার আছে, তার কথাও ভাবতে হবে। ওখানে যে আদিবাসীরা আছে তাদের কতকগুলি বাৎসরিক উৎসব আছে। সেটা তারা সবাই করে। সেখানে তাদের রিচুয়েল হান্টিং রয়েছে। সেই রিচুয়েল হান্টিংকে সহসা বন্ধ করা যাবে না। তাদের বোঝাতে হবে, সজাগ করতে হবে। সেইজন্য জনমত গঠন প্রয়োজন। অনেক জায়গায় এরকম হয় যে, আদিবাসী যারা চা-বাগানের শ্রমিক তারা বনে গিয়ে শিকার করে। তাদের বোঝালে তারা বুঝবে। শিকার আদিবাসীর জীবনের অঙ্গ। এখনো তাদের সেই বিশ্বাস রয়েছে, সেটা না দেখে উড়িয়ে দিলে হবে না, আইনের কড়াকড়ি তাদের উপর চাপিয়ে দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আর একটা কথা, আমার অভিজ্ঞতা আছে, বড় বড় সরকারী কর্মচারীরাই পোচিং করেন। আমার কাছে লিস্ট আছে।

Mr. Speaker:

সরকারী কর্মচারীরা করেন উইথ ইম্পিউনিটি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তা আমি জানি। আমার লিস্ট দেখলেই দেখতে পাবেন বড় বড় সরকারী কর্মচারীরাই পোচিং করেন। আপনি দেখে আশ্চর্য হবেন যে, সমস্ত ক্ষমতাই বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের হাতেই রয়েছে, কাজেই সরকারী কর্মচারীদের এই ধরনের ক্ষমতা যদি বন্ধ করতে হয়, তার ব্যবস্থাও এই বিলে করতে হবে। নচেৎ শুধু আইন পাশ করলেই চলবে না। সেইজন্য আমার সাজেসশন, স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বোর্ড যে হবে, সেটাতে কে কে আছেন জানি না, সেটা এসেম্বলি থেকে ক'জন আছেন জানি না, কিন্তু সেই স্টেট বোর্ডের গঠন কিরকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করব। আমার সাজেসশন যে, রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি বোর্ড হওয়া উচিত, তাতে সরকারী কর্মচারী থাকবেন, এবং এ-বিষয়ে যে-সমস্ত উৎসাহী গেম এ্যাসোসিয়েশন আছে, যারা নাকি বন্যজন্তু সংরক্ষণ ও শিকারের ব্যাপারে উৎসাহী, তারা থাকবেন।

[6-55—7-4 p.m.]

বিভিন্ন অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক এবং উৎসাহী লোকদের নিয়ে রিজিওন্যাল এ্যাডভাইসরী বোর্ড না করে যদি শুধু ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের উপর সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার ফলে জিনিসটা মোটেই ভাল হবে না। তা ছাড়া আরও যে-সমস্ত ত্রুটি রয়েছে সেই ত্রুটিগুলো আমি বিলের ধারা আলোচনা করার সময় বলব—অর্থাৎ ক্লজ বাই ক্লজ যখন আলোচনা হবে সেই সময় বলব। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই, ১৯১২ সালের আইন তুলে দিতে চাচ্ছেন। এই আইন অনুযায়ী ১৯৪০ সালের কতকগুলি রুলস করা হয়েছিল, এই রুলসগুলি তুলে দেওয়ার কোন উল্লেখ এই বিলে নেই। সেই রুলসে কি আছে যা সরকারী কর্মচারীদের অনেকগুলি পারমিট নেওয়ার হাত থেকে একজেম্পট করা হয়েছে। এটা করা হয়েছিল ইংরেজ আমলে। কিন্তু কাদের কাদের করা হয়েছিল না—

Ministers and the personal staff of the Governor as also officers of the following class are exempted from taking out permits: Heads of departments mentioned in the delegation chapter of the fundamental and subsidiary rules, District Magistrates and Subdivisional Magistrates within whose jurisdiction the forest concerned is situated, all gazetted forest officers, forest rangers within the division in which they are employed, gazetted police officers within the district in which they are to discharge duties under the Indian Forest Act

এই বিলে কতকগুলি জিনিস প্রহিবিটও করা হয়েছে, যেমন

shooting from motor vehicle.

Mr. Speaker: I understand Government wishes to withdraw this clause, viz., clause 7. I do not yet know what is the reason for it. Also I find quite a number of amendments which the Government is going to accept. If you make note of them, it will help you in your speech. The amendment Nos. are 8, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 28 and 29.

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

ক্লজ ৭টা ব্যাখ্যা করে মন্ত্রীমহাশয় বললে আমরা খুসী হতাম। যাইহোক আমি বলি যে, ক্লজ ৭টা একটা নিগেটিভ এ্যামেন্ডমেন্ট এবং আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি আউট অফ অর্ডার করে দিতে পারেন। তারপর আর একটা জিনিস হচ্ছে যে, পারমিট যা

লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যাপারে এই বিলে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের উপর। যাইহোক এই কথাটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। এই বিল করার ব্যাপারে আমাদের একটা সন্দেহ হচ্ছে যে বন-বিভাগ সত্যিই এর আগে যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটার সমালোচনা না করে পারছি না। এটা আমি গেম এ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে বলব। আগে উত্তরবঙ্গে কয়েকটা গেম এ্যাসোসিয়েশন ছিল। ইংরাজ আমলে এগুলি ছিল এবং তাতে চা-বাগানের সাহেব মালিকরা সদস্য থাকতেন, সরকারী কর্মচারীরা অনারারী মেম্বার থাকতেন এবং তাঁরা ইচ্ছামত স্যুটিং করতেন। ১৯৪৭ সালের পর অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, গেম এ্যাসোসিয়েশনের চরিত্র বদলে গেছে—মধ্যবিত্ত লোক অনেক গেছেন জলপাইগুড়িতে। খগেনবাবু নিশ্চয়ই জানেন, তার রেফারেন্স হয় ত আমাকে দিতে হবে। যাহোক অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে জলপাইগুড়িতে গেম এ্যাসোসিয়েশন তিস্তা-তোর্ষা গেম এ্যাসোসিয়েশনে মধ্যবিত্তেরা গেছেন। তাঁরা যে শুধু শিকার করেন না তা নয় তাঁরা বন্যজন্তুর সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে অনেক সাজেসশন দিয়েছেন, অনেক পোচিং ধরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বন-বিভাগ প্রথম থেকেই তাঁদের উপর অপ্রসন্ন ছিলেন এবং এই ধরনের গেম এ্যাসোসিয়েশনগুলি সরকারের স্বীকৃতি না পেলে তাঁদের পক্ষে কাজ করা মুস্কিল। বন-বিভাগ চেষ্টা করেন এঁদের উপর স্বীকৃতি তুলে দেওয়ার জন্য। তারপরে এঁরা এসে ১৯৫৩ সালে বন-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহেম নস্কর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন, করে যাহোক সাময়িকভাবে এঁদের অস্তিত্ব থাকে। আবার ১৯৫৮ সালে যখন এটা তুলে দেওয়ার কথা হয়, তখন এঁরা আবার এসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আপোষ মীমাংসা করতে চান এবং তখন ডাঃ রায় কতকগুলি প্রতিশ্রুতি এঁদের দেন যে, বন-সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা নেওয়া হবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, চীফ সেক্রেটারী নিজে চিঠি লিখেছেন কিন্তু এই বিলে দেখছি যে, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয় নি। বিশেষতঃ পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে ডিভিশনাল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন অফিসারের হাতে এমনভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা যাঁরা ভক্ষক তাঁরাই রক্ষক থাকবেন আমাদের এই আশঙ্কা হচ্ছে। এগুলো আমি যখন ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা করব, তখন বলব, কিন্তু এস, পি, বা বড় বড় অফিসার, আই, এ, এস, অফিসার, মিলিটারী অফিসার বা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের অফিসার, তাঁরা যদি এসব করেন তাহলে ধরবে কে? এমনও কেস হয়েছে, স্যার, বে-সরকারী লোক এবং সরকারী কর্মচারী একসঙ্গে পোচিং করেছেন, বে-সরকারী লোকের জরিমানা হয়েছে কিন্তু সরকারী কর্মচারী এস্কেপ করে গেছেন। কাজেই এ-সমস্ত জিনিসের যদি পরিবর্তন করা না যায় তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-4 p.m. till 2-30 p.m. on Friday, the 20th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 20th March, 1959, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Deputy Speaker (Sj. ASHUTOSH MALLICK) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 14th Deputy Ministers and 224 Members.

Relaxation of time-limit.

[2-30—2-40 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমেই আপনাকে বলে দিতে চাই যে, আমাদের এই অনাস্থা প্রস্তাব যখন আলোচনা হবে তখন, আমি শুনেছি যে টাইম যাতে কম দেওয়া হয় এই রকম আলোচনা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী করেছেন আমাদের চীফ হুইফের সঙ্গে আগে ভেবেছিলাম যে তিন ঘণ্টা হবে, কিন্তু আমার অনুরোধ যদি একটু বেশি সময় লাগে তাহলে আপনি দেবেন। সরকার পক্ষের যাঁরা বলবেন তারচেয়েও অনেক বেশি বক্তা এখন বলবেন বলে ঠিক করেছেন শুনলাম। তাই টাইম খুব বেশি কার্টেল করার চেষ্টা করবেন না। আমাদের বলবার সুযোগ দেবেন, আপনার কাছে এইটুকুই আমার বক্তব্য যে টাইম একটু বেশি লাগলেও তা আপনি এই হাউসকে যেন দেন।

Mr. Deputy Speaker: Let us proceed. Mr. Ray Choudhuri will kindly move.

No-Confidence motion against Speaker.

Resolution under Article 179(C) of the Consitution of India.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Sir, I beg to move that the House disapproves of the conduct of Sj. S. Banerji, the Speaker, and resolves to remove him from the office of Speaker.

(1) In view of the fact that contrary to all conventions he is a Director of the National Sugar Mills, Ltd., at Ahmedpur (Birbhum), which has received financial assistance from the Government of India and Government of West Bengal on various accounts to the tune of Rs.53,00,000.

(2) In view of the fact that under the circumstances he is incapable of applying an unbiased mind to the deliberations of the House.

ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী যাকে আমরা সকলে এই সভার অভিভাবক বলে গ্রহণ করেছি, যাঁর হাতে আমাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা আমাদের কারও কাছে প্রীতিপদ নয়। কিন্তু স্পীকার যদি এমন কাজ করেন যার ফলে পার্লিয়ামেন্টারী ডেমোক্রেসির মূলে আঘাত এসে পড়ে, যদি এই আসনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় তাহলে সে সম্বন্ধে অভিযোগ না করে উপায় থাকে না। আমরা যা কিছু করব তা কেবল কর্তব্যের অনুরোধে, তা এই সভার নিয়ম নিষ্ঠার প্রয়োজনে। এর মধ্যে কোন রাগ বা বিদ্বেষ নেই একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। দলীয় সামর্থ্যে স্পীকার নির্বাচিত হন সত্য, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি এই ন্যায়দণ্ড ধারণ করেন সেই মুহূর্তে তাঁকে দলের ঊর্ধ্বে চলে যেতে হয়। তাঁকে হতে হয় নিরপেক্ষ, সমদর্শী ও স্বতন্ত্র নিউট্রাল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এ্যাণ্ড ইম্পার্সিয়াল। তাই এই আসনের এত গৌরব, এত গরিমা। তাই স্পীকার যখন কোন

টাকা, লোন ৫ হাজার টাকা, টিউবওয়েল ৮৮৬ টাকা এবং প্ল্যান্ট ও মেসিনারীর জন্য ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ২৭৪৷৵৯ পাই খরচ করেছেন—এ টাকাটা ওভারসীজ সাপ্লায়ারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই পর্যন্ত এখানে আছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হঠাৎ দেখলাম যে প্রিলিমিনারী এক্সপেন্সেস হয়েছে ৮ হাজার ৮০৮৷৯ পাই—এটা কোন হিসেবেই ২,৬০০ টাকার বেশি হতে পারে না। তারপরে দেখলাম কমিশন ফর সেলিং শেয়ার—৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়েছে ৫ পার্সেন্ট করে। অর্থাৎ এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে ২৫ হাজার ৬৩০।৵ দালালী দেওয়া হয়েছে ২½ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রি করবার জন্য। তারপর দেখলাম ডেভেলপমেন্ট এ্যাকাউন্টে ৬৫ হাজার ৩২০ টাকা—মনে হল যে সেখানে কিছু চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে, আখ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। খালি ডেভেলপমেন্ট এ্যাকাউন্ট বলে দিলেই হয় না রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানির কাছে পার্টিকুলার্স দিতে হয়। এটা আর একটা শিটে দিতে হয়—আমি তার সার্টিফায়েড কপিও এনেছি—তাতে এস. ব্যানার্জির ফার্স্ট সিগনেচার আছে। এই ডেভেলপমেন্ট এ্যাকাউন্টের ব্যাপার কি দেখুন—সেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস ৮ হাজার ৯২৩ টাকা, লিগাল এক্সপেন্সেস ৪ হাজার ৫৬১ টাকা, য়্যাডভার্টাইজমেন্ট ৯ হাজার ৬২৬ টাকা, হেড অফিস এস্টাবলিসমেন্টে—এটা ২½ মাসের হিসাব ১০-১০-৫৬ কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট পেয়েছেন এবং শংকরবাবু নিজে যে ডাইরেকটর্স রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলছেন অক্টোবরের আগে কোন কাজ ছোঁয়া হয় নি—১৬ হাজার ৫৩৯।৵, মেসিং এবং গেস্ট চার্জেস ৫০৫ টাকা, গেস্ট হাউস ইক্যুপমেন্ট ৫৬৪ টাকা এবং রেমুনারেশন টু ম্যানেজিং ডাইরেকটর ১৬ হাজার ৯৬৫৷। ম্যানেজিং ডাইরেকটর আর্টিকল্স অফ য়্যাসোসিয়েশন-এর দ্বারা তাঁর য়্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তাতে লেখা আছে যে কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস হলে পর তিনি তার থেকে হাজার টাকা করে মাসে মাইনে পাবেন এবং সুগার ক্রাসিং যে তারিখ থেকে হবে সে তারিখ থেকে তিনি ১½ হাজার টাকা করে মাইনে পাবেন আর ১০ পার্সেন্ট প্রফিটের উপর কমিশন পাবেন। এখন বুঝুন এইভাবেই দেশের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। যেদিন থেকে কোম্পানি আর্টিকল্স অফ এ্যাসোসিয়েশনে রেজিস্ট্রি করেছে সেদিন থেকে যদিও মাত্র ২½ মাস আগে কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে, তাকে ১৬ হাজার ৯৩৫৷ দিয়ে দেওয়া হল। এরজন্য সরকারের কাছ থেকে অর্ডার দিলেন—ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট—সেন্টারে লেখা কিনা জানি না—এখানে নোট রয়েছে এ্যাজ পার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্ডার, ডেটেড ১৭-১০-৫৬। তারপর আরও খুঁজলাম যে ডেভেলপমেন্টের একটা কিছু তো থাকবে কারণ এ্যাকাউন্টটা তো হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এ্যাকাউন্ট কিন্তু সেখানে পেলাম সুগারকেন নার্সিংএর কথা—অর্থাৎ আখের প্রাথমিক চাষের ব্যাপারে খরচ হয়েছে ২৮/১৫ পয়সা। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, এখানকার যে ব্যালান্স শিট তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে কোম্পানির ৪৬২ হাজার ২৯১৷৯ পাই ক্যাশ এবং ব্যাঙ্কে আছে। তারপরে আসুন ডাইরেকটার্স রিপোর্টে যেটাতে শংকরবাবু সই করেছেন। আমি যে-কোন কথা বললে বিধানবাবু উড়িয়ে দিয়ে বলবেন যে সব মিথ্যা কথা, সেজন্য আমি অনেক পয়সা খরচ করে প্রতিটা জিনিসের সার্টিফায়েড কপি নিয়ে এসেছি। কিন্তু এ জিনিস এখানে শেষ হবে না। এর মধ্যে ফৌজদারী আইনের বহু ধারা আছে যে ধারায় অভিযোগ করা যায়। এই ৬৫ হাজার টাকা আর ২৫ হাজার ৬ শো ৩০ টাকা প্রায় লাখ টাকা, এই টাকাটা বাজে হিসাব করে কমিশন বাবদে বেরিয়ে চলে এসেছে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে নিগোসিয়েশন, এ অবশ্য আমি প্রমাণ করতে পারবো না—কবিরাজ মহাশয় য়্যাপ্রুভার না হলে এর যথাযথ তথ্য কেউ জানতে পারবে না। তারপরে আসুন এই রিপোর্টে—

"Although your Company had been registered in August, 1955, but we could not commence the actual work before the month of October, 1956, when the formal sanction of refugee rehabilitation loan of a sum of Rs.21 lakhs was conveyed to the Company by the Government of India".

শংকরবাবু বলছেন ১৯৫৬ সালের অক্টোবরের আগে কিছু হয় নি অথচ মাইনে দেওয়া হচ্ছে ম্যানেজিং ডাইরেকটরকে তার আগে থেকে। এখানে বিধানবাবু প্রথমে বললেন যে, উনি যে চেয়ারম্যান অব দি বোর্ড অব ডাইরেকটর্স তা তো আমি জানতাম না—তাতে শংকরবাবু চেয়ার থেকে বললেন আমি কোনদিন চেয়ারম্যান ছিলাম না, আমি ডাইরেকটর ছিলাম। তখন বিধানবাবু বললেন উনি যে ডাইরেকটর, ও'র সঙ্গে এর যে সংস্রব আছে তা জানতাম না, এখানে দাঁড়িয়ে

বলেছেন—কত বড় সত্যবাদী দেখুন কিন্তু এই লোনস, জমি জায়গাগুলি কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট নিয়েছেন- ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়েছেন জমি জায়গা বাড়ীগুলি, তারপরে প্রফুল্লবাবু দিলেন রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ২১ লক্ষ টাকা, তারপরে ১০ লক্ষ এবং ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার দায়িত্ব নিলেন কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজ মিনিস্টার কিন্তু সেখানে দু'খানা ইটের পর আর সিমেন্ট দেখতে পান নি। যদি এটা শঙ্কর ব্যানার্জি'র নিজের কনস্টিটিউয়েন্সীতে হত বা তার আশেপাশে হত তাহলে না হয় বুঝতাম কিন্তু কোথায় নদিয়া আর কোথায় বীরভূম। আসলে কি স্বার্থ ছিল সেটা আমরা কিছু কনক্লুসনে আসতে পারি না, সেটা হাতে নাতে ধরানো যায় না তবে এটা ঠিক যে তিনি ডাইরেকটর ছিলেন, তিনি ২ হাজার টাকার ফুলি পেড আপ শেয়ার কিনেছেন এবং তিনি প্রায় প্রতি মিটিংএ য়্যাটেন্ড করেছেন। উনি এখানে দাঁড়িয়ে বললেন যে, ২-১টা মিটিংএ আমি গিয়েছি কিনা আমার মনে নেই কিন্তু এখানে সব জিনিসে তাঁর সহি আছে। তারপর তিনি এই টাকা যোগাড় করে নিয়েছেন বিধানবাবুর কাছ থেকে। মানুষ যখন দুষ্কর্ম করে তখন মনে করে আমার বুঝি কোন সাক্ষী রইল না কিন্তু সাক্ষী ঠিক লুকিয়ে থাকে, সময়মত বেরিয়ে যায়। তিনি নিজে সহি করেছেন এই রিপোর্টে

he is the first signatory.

এই য়্যাডমিসনের পর তাঁর আর কি বলবার থাকতে পারে তা আমি চিন্তা করতে পারি না

"Our sincerest and deepset thanks are also due to Shri Sankardas Banerji, who is one of your Directors, and the Speaker of the State Legislative Assembly, who has played the most vital role in negotiating and finalising the said financial assistance with the State Government of West Bengal. But for his untiring zeal and patience it would have been most difficult for your Company to secure sanction of the said financial assistance within such a short period of time".

উনি সহি করেছেন। তারপর ডকুমেন্ট

It is a false document It is a fabricated document.

ডিরেকটরের সহি আছে, শঙ্কর ব্যানার্জি'র সহি আছে। এখানে গভর্নমেন্টকে ভয়ঙ্কর একটা ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। এই কোম্পানি গভর্নমেন্টের সংসর্গে আসার আগে ৪৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকার অর্ডার দিয়েছিলেন ওভারসীজ সাপ্লায়রের কাছে ডানকান স্টুয়ার্ট অব গ্লাসগো—মেসিনারী য়্যান্ড স্টীল বিল্ডিং পুরো আনবার জন্য তাতে ৪ লক্ষ টাকা আন্দাজ দেখালাম এর আগে দিয়েছে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা তাঁরা ক্যাশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা প্রফুল্লবাবুকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে অন্য কোথাও।

[3—3-10 p.m..]

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন এই ২১ লক্ষ ধার দেওয়া স্যাংশন করলেন তখন এই নির্দেশ দিলেন যে, কোম্পানির এসেটএর উপর ৫০ পারসেন্ট এ্যাডভান্স করা হবে -যা নাকি নিয়ম আছে। কোম্পানির দেখছি এক পয়সাও নাই। এই কোম্পানিকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টের মাধ্যমে যখন দেওয়া হয়েছে, তখন সেখান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এ্যাসেট তা সম্পদই বলুন আর সম্পত্তি আর যাই বলুন--সেই এ্যাসেটের ৫০ পারসেন্ট টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সম্পদ নাই, নিল। কয়েক হাজার টাকা, অনেক হিসাব দেখিয়ে ৪ লক্ষ টাকা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন ৪০ পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে, বাকী ৬০ পারসেন্ট পরে ডেফার্ড পেমেন্ট হবে। ১৭ লক্ষ টাকা বাকী। কিন্তু কি সম্পত্তি যার এগেইনস্টএ গভর্নমেন্টের টাকা সেখানে খাটাতে পারেন ? সম্পত্তি নাই। গভর্নমেন্টের স্যাংশনটা দেখিয়ে লেটার অফ ক্রেডিট খুলেছেন। বিধানবাবু বিড়লাকে ডেকে বললেন, তুমি লেটার অব ক্রেডিট খুলে দাও, আমরা সরকারী ঋণের টাকা তোমাদের হাতেই দেব। শেয়ার ওয়াজ নো এ্যাসেট, কোন এ্যাকাউন্ট নাই, তারপর, ৬০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি হয় নি। ধার হলে, সিকিউরিটি হলেই সম্পদ হবে না। দেখুন, কিভাবে কাগজ জাল হয়েছে—কোন টাকা না থাকা সত্ত্বেও ফলস্ লেটার অব ক্রেডিটএর উপর টাকা দিয়ে

দিলেন। এবং এই স্টেটমেন্টের দায়িত্ব শঙ্করদাস ব্যানার্জির। এখানে সেটাও আছে। এখানে দেখুন,

according to the terms of payment suppliers will have to pay 40 per cent. now and 60 per cent. on the basis of the said terms of payment We have so far paid to overseas suppliers a sum of Rs.4.15 lakhs in cash and opened letters of credit for the full value of 17.18 lakhs ..

কোন হিসাবেই কোম্পানির টাকা ছিল না যা দিয়ে লেটার অব ক্রেডিট খোলা হতে পারে। লেটার অব ক্রেডিটটা একদম ভুয়া। এখানে জালিয়াতি হচ্ছে যে, যেন পুরা টাকাই দেওয়া হয়েছে। ৪·১৫ লক্ষ নগদ টাকা আর লেটার অব ক্রেডিট অব ফুল ভ্যালু অব ১৭·১৮ লাখ তারপর পরিষ্কার করে দিলেন—

the total being 21.33 lakhs.

এবং তা

without drawing a single furthing from the Rehabilitation loan of 27 lakhs.

অর্থাৎ, এদের টাকা আছে, এদের অলরেডি ২১ লক্ষ টাকার লেটার অফ ক্রেডিট এ্যান্ড ক্যাশ আছে, সুতরাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর উপর ২১ লক্ষ টাকা দিতে পারে। এভাবে মিসলেড করা হল। কিন্তু আমাদের সরকার সব জিনিসই দিলেন, বাড়ী, যন্ত্রপাতি। আমাদের সরকারের পুরো টাকা মেসিনারীতে। কিন্তু খবরের কাগজগুলিকে হাত করার জন্য এ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হচ্ছে ঐভাবে। এ্যাডভারটাইজমেন্ট বার করেছেন, কোম্পানির কত ক্যাপিটাল, কি অথরাইজড ক্যাপিটাল, কি সাবসক্রাইবড্ ক্যাপিট্যাল সবই থাকবে এর মধ্যে শেষকালে বলা হয়েছে লেটার অফ ক্রেডিটএ কিছু নাই, এবং সেটা প্রমাণ হচ্ছে, সরকার থেকে ২১ লক্ষ টাকা বার করে নিয়েছে প্রথমে, তারপর ৪ লক্ষ টাকা বার করে নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কএর থ্রুতে ওভারসীজ সাপ্লায়ারের জন্য

proceeds of the said two loans amounting to Rs.31 lakhs have been directly paid by the Government to the bankers of the company for the payment to the overseas suppliers against import of sugar plant and steel machinery.

লেটার অফ ক্রেডিটেতে যদি ১৭ লক্ষ আর ৪ লক্ষ টাকা জমা থাকে তাহলে ২১ লক্ষ টাকা দেবার অর্থ হয় না, কারণ, ২১ লক্ষ টাকাই মাত্র দেবার কথা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ধোঁকা দেবার জন্য এই লেটার অফ ক্রেডিট, এই সম্পত্তি, এই এ্যাসেট। সুতরাং শর্ত অনুযায়ী ২১ লক্ষ টাকা দিতে পারা যায়। এই যে রিপোর্ট, ডাইরেকটর্স রিপোর্টের প্রথম সিগনেটারি মিঃ এস, ব্যানার্জি। এবার আমি আসছি, দলিলের কথায়। বড় অদ্ভূত ব্যাপার, পৃথিবীতে সচরাচর হয় না। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ এই তারিখে গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ৫৩·৫ একর জমি ৬২ হাজার ৭৪০ টাকা দামে কোম্পানিকে বেচলেন, তার সিডিউল, চৌহদ্দি আছে, সবই আছে, নকশাও আছে এবং সেদিন বিকালবেলা আরেকটা দলিল হল, তাতে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল লোন- এটা অবশ্য প্রেসিডেন্টের হাত দিয়ে আসে নি, এটা প্রফুল্লবাবুর অম্বিরে হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলএর দায়িত্বেই হয়েছে—সুতরাং যাঁদের দায়িত্বে হয়েছে তাঁদের নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে এ সম্পর্কে ভুল থাকতে পারে না। সেদিনই এই মর্টগেজ ডীড হল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে ২১ লক্ষ টাকার। মর্টগেজ হল কেবল

all those pieces or parcels of land, hereditaments and premises.

এর মধ্যে বাড়ী হয়েছে, এর মধ্যে যন্ত্রপাতি হয়েছে, এর মধ্যে নিজেরা একটা জমি কিনেছেন, ৫ হাজার একটা জীপ কিনেছেন, কিন্তু কিছুই ধরা হল না- অল দোজ পিস এ্যান্ড পার্সেল অফ ল্যান্ড ২১ লক্ষ টাকায় হয়ে গেল। সিডিউল-এ যদি এগুলো ধরা না থাকে তাহলে আইডেন্টিফাই করা যায় না। সেই মেসিনারী সেখান থেকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, এবং যখন ডিগ্রী করে ক্রোক করা হবে তখন মাটি এবং টিন ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না সেসমস্ত জমি যা এ্যাকোয়ার করা হয়েছে, বাড়ী এবং মেসিনারী এগুলো কেন সিডিউলএ দেওয়া হল না—অনলি ওয়ান সিডিউল—সেই সিডিউলএ অল দোজ পিসেস এ্যান্ড পার্সেলস্ অফ ল্যান্ড আছে। কিন্তু এখানে ক্ষান্ত হবেন না। আমি আগেই বলেছি ৫০ পারসেন্ট অফ

এ্যাসেট এর বেশি দিতে পারবে না। এখানে দেখাচ্ছে লেটার অফ ক্রেডিট—দ্যাট ইজ দি এ্যাসেট—তা না হলে ১৭ লক্ষ টাকা হয় না। ল্যাংগোয়েজের মারপ্যাঁচ আছে, কারণ শর্ত হল ১৭ লক্ষ টাকা এ্যাসেট থাকা দরকার, ধার নয়, নিজস্ব সম্পদ চাই। তাহলে মোট ৪২ লক্ষ টাকা—এভাবে অন্ততঃ কোন প্রুডেন্ট ব্যাঙ্ক ধার দেয় না।

[3-10—3-20 p.m.]

তার পরের দিনই—২৭শে সেপ্টেম্বর আর একটা দলিল হল গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১০ লক্ষ টাকায় মর্টগেজ দিলেন আর ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার জামীন হলেন। সেজন্যে ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় মর্টগেজ হল। সেই জমি—অল দোজ পিসেস অর পারসেল্স অফ ল্যান্ড সেই এক সিডিউল আর সেই এক ল্যান্ড।

আর একটা কথা বলি, যখন এই দলিল হল তখন শর্ত হয়েছিল যে, ওয়ান-থার্ড এক্স-অফিসিও ডাইরেকটর্স হবে সরকারের পক্ষ থেকে এবং তাদের মধ্য থেকে একজন জয়েন্ট ম্যানেজিং ডাইরেকটর হবে। আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয় নি। আর্টিকলস্ এ্যামেন্ড করা হল যাতে করে এক্স-অফিসিও ডাইরেকটর্স নেওয়া যায় সেটা মাত্র হয়েছে ৪-১০-৫৮ তারিখে -

Directors adopted a special resolution for amendment of Articles of Association with S Banerjee as Chairman

প্রত্যেক মিটিংএ তিনি গিয়েছেন অথচ দাঁড়িয়ে বললেন আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই

to enable the Government to nominete three directors out of thirteen directors in terms of the mortgage

তারপর আর্টিকলস এ্যামেন্ড করা হল ডাইরেকটর্স মিটিংএ ৪-১০-৫৮ তারিখ। তার পরে তার জন্যে স্পেশাল মিটিং হল সেটা হয়েছে এই ডিসেম্বরের শেষাশেষি। মাত্র একজনকে, গভর্নমেন্টএর তরফ থেকে ডাইরেকটর সেই কোম্পানি নিয়েছে আর ডাইরেকটর এ্যাপয়েন্ট করা হয় নি তার নাম রবীন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত। সরকারের সেখানে কোন আধিপত্য নেই, সরকার তার হিসাবপত্রের কোন খোঁজখবর রাখছেন না তাঁরা এসে যা বুঝাচ্ছেন তাই এসে হয়ত এখানে বলবেন কিন্তু কাগজপত্র না এনে বললে চলবে না। এই কোম্পানি কিছুদিন বাদে সোল সেলিং এজেন্ট এ্যাপয়েন্ট করে ফেললেন। এবং যাকে করলেন তিনি পাটনার একজন ভদ্রলোক। তিনি একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করলেন যার নাম সুগার সেলস এ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে শুনেছি এখন তাদের সঙ্গে বিবাদ করে তাদের সরিয়ে দিয়ে নূতন সোল সেলিং এজেন্ট করেছেন। নাম বলব না—জানাশুনা লোক।

তারপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডাঃ রায় বলছেন মোলাসেস সস্তায় পাব। এটা একটা বড় ধাপ্পা। এই যে দলিল আছে, এই দলিলে কোম্পানি এগ্রী করে নি যে, তাঁকে সস্তায় মোলাসেস দেবে। খালি এই কথাটুকু সেখানে আছে

The Company agrees to enter into an agreement with the Government—they said that, that is the language, the document is with me—agrees to enter into an agreement

তারও কোনও টাইম নেই টু সাপ্লাই। দ্বিতীয় বড় কথা হচ্ছে ততক্ষণ তারা মোলাসেস সাপ্লাই করবে যত সময় তাদের ঋণ থাকবে। ওই কোম্পানি একটা কাগজ বের করেছে তার মধ্যে আগাগোড়া জোচ্চুরি—তাতে বলেছে যে, তার ২০ লক্ষ টাকা বছরে লাভ হবে। ২০ লক্ষ টাকা যদি বছরে লাভ হয় তাহলে গভর্নমেন্টের দেনা দুই বছরে শোধ হয়ে যাবে। যদি তারা সেখানে এগ্রিমেন্ট করেও থাকে তাহলে সেই এগ্রিমেন্টএর মেয়াদ কতক্ষণ? যতক্ষণ তার ঋণ ততক্ষণ, যেই ঋণ শোধ হয়ে যাবে মোলাসেস দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আর ডিস্টিলারী চলবে কিসে? এই সমস্ত মোলাসেসএর কথা, ডিস্টিলেশনের কথা সব ধাপ্পা, সব বাজে কথা। যখন কোম্পানি চালু হয়েছে তখনি বলেছে তারা একটা ডিস্টিলারী করবে সেটা তারা আগেই বলেছে

that was one of the objects of the Company.

ডাঃ রায় বলেছেন মোলাসেস দেবে বলে আগে থেকে শর্ত করে এসেছে সেটা একেবারে বাজে কথা। কারণ কোন সার্বসিস্টিং এগ্রিমেন্ট নেই তাদের সঙ্গে। যদি তারা পরে এরকম একটা এগ্রিমেন্টের মধ্যে আসে তাহলে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণ থাকবে ততক্ষণ চলবে তার বেশি নয়। অবশ্য এ কোম্পানি কোনদিনই চলবে না সে অবস্থা এর নয়। তারপর বড় কথা কোম্পানি আজ পর্যন্ত যত টাকা পেয়েছে প্রায় সবই সরকারী টাকা। আজ পর্যন্ত তারা যা দেখিয়েছেন আমি হিসাব করে গুণে দেখলাম ৮ লক্ষ টাকার বেশি শেয়ার বিক্রি হয় নি। তাদের লেটেস্ট স্টেটমেন্ট যেটা বের করেছেন তাতে স্পীকারএর উল্লেখ করেছেন, আর উল্লেখ করেছেন আর একজনের—তিনি হচ্ছেন জেনারেল সেক্রেটারী অফ দি ওয়েস্ট বেংগল কংগ্রেস পার্টি। এ'দের বারণ করা উচিত ছিল—তাঁরা সহযোগিতা না করলে কি করে এটা হ'ল? তাঁরা বলেছেন পেড আপ ক্যাপিট্যাল দশ লক্ষ টাকা। এত যার সরকারী সহযোগিতা সেখানে যদি চাষ-আবাদ করে চিনি হবার ব্যবস্থা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই লোকে শেয়ার কিনতেন। জলের ব্যবস্থা করলেন না, জমির কোন ব্যবস্থা করলেন না, চাষের ব্যবস্থা করলেন না, কোনদিনই এখানে চিনি বের হবে না যতই বড় বড় কথা আমাদের বলা হোক না কেন, তা যদি হত তাহলে শেয়ারের টাকা হয় না কেন? কি করেছে জানেন?

At a meeting held at the Registered Office, Calcutta, on the 7th March, the company decided to issue Preference shares of the value of 10 lakhs on the following terms and conditions

১০ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার বের করলেন, অর্ডিনারি শেয়ার আর কেউ নিচ্ছে না, যাক, তার টার্মস শুনবেন? অবাক হয়ে যাবেন। টার্মস হচ্ছে

Preferential dividend 7 per cent cumulative and income-tax free

ইনকাম ট্যাক্স ফ্রি হওয়ায় ১২ কি ১৩ পারসেন্ট পড়বে, তাই দিয়ে তাঁরা টাকা ধার করছেন। এই হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার। যদি কোম্পানির এ্যাসেট থাকে তাহলে সেই কোম্পানির অর্ডিনারি শেয়ার বাজারে বিক্রি হয়। সেগুলো বাদ দিয়ে নূতন প্রেফারেন্স শেয়ার বার করতে হয় না। তাহলে জিজ্ঞাসা করি কি করে শংকরবাবু প্রেফারেন্স শেয়ারএর অনুমোদন করলেন? তারপর দেখা যাচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনেকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিলেন। কি করে তা করলেন তা বুঝতে পারি না। তার পরে এখানেই শেষ নয়—এই কোম্পানির যা কিছু সব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আবার মাদ্রাজে। এই কোম্পানির মাদ্রাজে একটি প্লান্টেশন কোম্পানির সঙ্গে এ্যামালগামেশন করা হবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সরকারের এত টাকার কি হবে? সরকারী ডিরেকটর কোথায় কাজ করবেন?

The Directors of the National Sugar Mills Ltd., Calcutta—

এই

Directors including Sj. S. Banerji in their meeting held on the 28th July, 1958, had accepted the particulars of agreement of terms mutually agreed between the said Company and the Champaka Sugar Plantation Ltd.—copy of the said resolution may be inspected at the Registrar's office, Calcutta, and also in South India—terms of the said resolution inter alia provide for the appointment of K. C. Sambasiva Iyer as one of the Directors and as a Joint Managing Director of the Company.... How can we more that

গভর্নমেন্টের লোক কেউ জয়েন্ট ম্যানেজিং ডাইরেকটর হবে না, শম্ভশিবই হবে। এই এ্যামালগ্যামেশন করবার অর্থ কি? এখানে মিল চলবে না অথচ এই যে দামী মেসিনারী এল যার কোন ইতিবৃত্ত দিলেন না সেই মেসিনারী সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। কি করে আটকাবেন—আপনার আইডেন্টিফিকেশন কই? যখন গিয়ে ধরবেন সেখানে তখন যে মালটা পড়ে থাকবে সেটা ধরতে পারবেন; কিন্তু সেই জিনিস যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কোনদিন সেটা ধরতে পারবেন না। আমি ভাবতে পারছি না কি করে আমাদের সরকার বা শঙ্করবাবু এই এ্যামালগ্যামেশনে রাজী হলেন! আমার এটা ধারণার অতীত—কিন্তু তাদের কাগজ তাদের সার্টিফায়েড কপি থেকে সব বলেছি কাগজের বাইরে থেকে একটা কথাও এখানে বলি নি। আজ বিধানবাবু হয় ত একটা হিসাব এনে আপনাদের দেখাবেন—ও'দের কথায় কথায় তো পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি।

[3-20—3-30 p.m.]

ও'দের পরিসংখ্যান, হিসাব মুখে মুখে, বিশেষ করে প্রফুল্লবাবুর এবং বিধানবাবুর—কিন্তু এখানে তা দিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। সেই যে ডিসেম্বর ১৯৫৬তে এ্যাকাউন্টস্ ফাইল করেছে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানির কাছে তারপর থেকে আর কোন এ্যাকাউন্টস ফাইল করে নি, ১৯৫৭ সালে করে নি, ১৯৫৮ সালেও করে নি, যেখানে গভর্নমেন্ট ইনভল্ভড, সেখানে গভর্নমেন্ট এত টাকা দিয়েছে এবং দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের জামিনের ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা শীঘ্রই গুণে দিতে হবে, তার পরে আরো ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করলে এই মিল চলবে তা না হলে মিল চলবে না। কেন তাঁরা জেদ করেন নি যে কোথায় তোমাদের এ্যাকাউন্টস ? এখানে কাগজে লিখে এনে দেখালে আমরা মানব না, শুনবো না, তাঁদের অনেক দালাল আছে আমি জানি এবং এই দালালের পাল্লায় পড়ে এই ভদ্রলোক শংকর ব্যানার্জি পর্যন্ত মারা গিয়েছে তাও আমরা বুঝতে পারি। দেখুন, এই যে বললুম এ্যাকাউন্টসএর কথা তারপর শংকর ব্যানার্জি'র কি হয়েছে অবস্থাটা জানেন আইনে স্ট্যাচুটরি টাইম চলে গিয়েছে ১৯৫৭ সালে, তাঁর ডেইলি ৫০ টাকা করে ফাইন হতে পারে। হরিদাস মুন্দ্রার পর্যায় তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি তাঁর প্রভাবে। এই প্রভাব, এই প্রভাবে চতুর্দিকে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। বলছেন যে কোন স্বার্থ নেই। দেখুন যদি ৫ হাজার শেয়ারও না থাকে, দুই হাজার টাকার তো আছেই, আবার বাড়িয়েছেন ডাইরেকটরের টাকা ৫ হাজার করে, নিয়েছেন কিনা জানি না সেটা পাই নি আমি কাগজে, যদি দুই হাজার টাকাই হয়, তার এগেনস্টে যদি ৭০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হয় তাহলেও তো ২,০০০ টাকা ইনভেস্ট করে ১৪ হাজার টাকার সম্পত্তি হয়ে গেল। কারণ তাঁরা যাঁরা বলছেন যে ২০ লক্ষ টাকা প্রফিট হয়, প্রসপেকটাসএ বলেছেন ১০, তারপর বললেন ১৫ তারপর বাড়িয়ে স্টেটমেন্ট করলেন ২০, তাহলে ২০০ পারসেন্ট না হয় ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড হবে। ডাইরেকটর্স মিটিংএ বলছেন ফি নেন নি, উই টেক হিম এ্যাট হিজ ওয়ার্ডস, ১০০ টাকা করে ফি এইগুলি কি নিজেদের লাভ নয়, তারপর এর মধ্যে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ব্রাদার-ইন-ল ইত্যাদি আছে। আছে না ? অস্বীকার করবেন ? করলে আমার রিপ্লাইতে আমি বলব। এখন এই ত অবস্থা, আমার আরো অনেক বলবার ছিল কিন্তু আরো অনেক বক্তা আছেন, এই অবস্থার মধ্যে আপনারাই বিচার করুন যে, তিনি নিরপেক্ষ থাকবার মত কাজ করেছেন কিনা তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে হবনব্ করেছেন কিনা তারপর দেখা গেল এই আলোচনা আমি যখন করি তখন প্রথমে উনি খুব বিরক্ত বলেই মনে হল পরে আনকনসার্নড হয়ে বসে রইলেন এবং আমার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হতে না হতেই উনি লালবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। বার বার বঙ্কিমবাবুকে ডাকতে লাগলেন, সিদ্ধার্থশংকর জ্যোতিবাবুকে কি বলছিল অনর্থক তার উপর একটা দোষারোপ করে বসলেন। যখন বললেন লিডার অফ দি অপোজিশন, জ্যোতিবাবু যে আপনি বলুন। এখন না হয় হাউস এ্যাডজোর্ন থাক, আপনি পরে বলবেন, এর মধ্যে কি স্বার্থ আপনার আছে ? তখন তিনি রেগে বললেন যতক্ষণ না আমাকে হাউসএ বসিয়ে দিচ্ছো, আমার বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশান আনছো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি একটা কথাও বলবো না। প্রথমত, তিনি এর মধ্যে ইনভল্ভড তারপর এটাকে গ্যাগ করলেন, তিনি এই ডিসকাশনটাকে গ্যাগ করে দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এটা কি কম বড় অপরাধ ? তাই আজকে আমি আমার সমস্ত বক্তব্যটা আপনাদের সামনে রাখলাম এবং এর থেকে বিচার করবেন তিনি আদর্শচ্যুত হয়েছেন কিনা, পথভ্রষ্ট হয়েছেন কিনা এবং তিনি স্পীকার হবার উপযুক্ত কিনা ?

Sj. Bijoy Singh Nahar: Sir, I beg to move that for the words beginning with "disapproves" in line 1 and ending with "deliberations of the House" in line 9 of the resolution, the following be substituted, namely:—

> "expresses its full confidence in the Hon'ble Sankardas Banerji, the Speaker of the Assembly, and expresses its appreciation of the impartial and dignified manner in which he has been discharging his duties since his assumption of the high office".

Dr. Kanailal Bhattacharjee: On a point of order. Sir, I rise on a point of order.

আমার বক্তব্য হচ্ছে——

Sj. Jyoti Basu:

স্যার, আমরা এটা বলবার চেষ্টা করছিলাম। এটা আমাদের কাছেও লেখা আছে, সার্কুলেট করা হয়েছে। যেটা এখানে মুভ করছেন তার উপর এই রকম একটা এ্যামেন্ডমেন্ট বা এই রকম সংশোধনী আসতে পারে না এটা আউট অফ অর্ডার, এটা বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।

দ্বিতীয়ত, আমি আগেও বলবার চেষ্টা করেছিলাম, এটা তো লেখা আছে, সার্কুলেট করা হয়েছে। এটা মুভ করলেন, কিন্তু এরকম কোন নেগেটিভ এ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধনী তো আসতে পারে না। এটা আউট অফ অর্ডার এটাই বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য বুঝাবার কিছু নাই এবং এই ধরনের প্রস্তাব যেটা বলতে চাই এ ধরনের নো কনফিডেন্স মোশানএর উপর এরকম এ্যামেন্ডমেন্ট এভাবে আসে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নেগেটিভ এ্যামেন্ডমেন্ট যদি হয় তাহলে তা আসতে পারে না আপনি বুঝুন, বলবার কিছু নাই - আমি আশা করি এটা আউট অফ অর্ডার করে দেবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

যদি এ্যামেন্ডমেন্ট আউট অফ অর্ডার হয় তাহলে কি করে সেটা মুভ করতে পারেন ?
How can we move that.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তৃতীয়ত, আমি বলতে চাই যে মোশান দিয়েছি সে মোশানের উপর এ্যামেন্ডমেন্ট আনবার জন্য এখান থেকেও হয় ত অনেকে দিতে পারতেন কিন্তু সেরকম কোন নোটিস আমাদের কাছে চাওয়া হয় নি। অর্থাৎ অন্যকে সে সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ বিজয়সিং নাহার মহাশয়কে এই এ্যামেন্ডমেন্ট আনতে দিয়েছেন এতে আমাদের যে প্রিভিলেজ সেটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

Mr. Deputy Speaker: Anybody from the Government side.

Sj. Jyoti Basu:

আমাদের রুলস আপনার কাছে আছে ৪৩(২)তে পরিষ্কার লেখা আছে দেখুন।
"An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote."

Sj. Sisir Kumar Das:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি
May's Parliamentary Practice, Page 200 দেখুন। These matters cannot therefore be questioned by way of amendment These matters বলে কি? Certain matters, the vote of censure on the Speaker or the Lord Chancellor or the Governor-General in Council. These matters cannot be questioned by way of amendment or upon any motion for adjournment

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আপনি আনুন -
1882 Parliamentary Debates, 1879 Parliamentary Debates, 1913 Parliamentary Debates, 1924 Parliamentary Debates.

সেগুলি যদি দেখেন তা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবেন নো কনফিডেন্স মোশানের উপর এ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় না, "মে" পড়ে দেখুন ৪০০ পাতা, এই বইগুলি আনুন, স্পীকারের রুলিং দেখুন, দেখতে পাবেন ওটা হতে পারে না, গুরুতর প্রশ্ন আছে স্পীকার সম্বন্ধে নোকনফিডেন্স মোশান এটা সাধারণ মোশান আনা হয় নি। এই মোশান আনতে ১৪ দিন নোটিস দিতে হয়েছে। ৭৬ জনকে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে হয়েছে—এটা সাধারণ মোশান নয় যে শ্রীবিজয়সিং নাহার এইমাত্র হঠাৎ দাঁড়িয়ে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আনতে পারেন। এটা গুরুতর বিষয়, ভবিষ্যতে বিধানসভায় এর নজির থাকবে, কাজেই আপনি যে রায় দেবেন সেটা বুঝে দেবেন এবং তা করতে গিয়ে আমাদের কথাগুলি মনে রাখবেন, রেখে বুঝে উত্তর দেবেন, রায় দেবেন।

3-30—3-40 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am reading from the House f Commons Manual of Procedure in the Public Business. Turn to page 110. here it is said, in the Standing Order No. 129, sub-section 2, that an amendnent must not raise any question which under the rules of the House can be aised by distinct motion after notice and there is the foot-note—for instance, he conduct of the Speaker, the Chairman, Ways and Means, or certain high fficials cannot be questioned and a charge of personal character cannot be aised by means of an amendment. Therefore, Sir, it has been provided under ur rule—Rule 11—that it can only be questioned by way of a resolution. he censure motion on a Minister can be moved by way of a motion but the ensure motion against Speaker cannot be moved except by way of a resolution. t cannot come by way of an amendment. It ought to be as an amendment f a resolution The resolution has been moved by the Opposition and the esolution is in order.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার কথা হচ্ছে রায় চৌধুরী মহাশয় যা পড়লেন, তারপর তার অপব্যাখ্যা করবার চেষ্টা বলেও যেটা পড়লেন সেটা এত সুস্পষ্ট যে এর এ্যামেন্ডমেন্ট হওয়া চলে না। স্পীকার ম্বন্ধে স্পীকার নি রিমুভড এই যে রিজলিউশনটা এর নোটিস প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। এই রিজলিউশন যদি পাশ হয় তাহলে এর অর্থ হবে স্পীকার ইজ রিমুভড। আর এই রিজলিউশন দি পাশ না হয় তাহলে সাবস্ট্যানসিয়ালি যেটা নিজয়সিং নাহার আনতে চেয়েছেন তাই দাঁড়াবে র্থাৎ ফলাফল এখানকার ভোটের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উনি যে প্রস্তাবটা এনেছেন সম্প্রতি লাকসভায় যে রুলিং দেওয়া হয়েছে, নোকনফিডেন্সের উপর ঠিক যেটা লেখা থাকবে যে, পার্টিলার ম্যাটার স্পীকার এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনএ এ্যালাউ করেন নি বলে সেন্সার মোশান সেছিল তাতে রুলিং ছিল ঠিক ঐটি ছাড়া আর কিছু বলতে হবে। সুতরাং এ্যাডজোর্নমেন্ট মাশান সম্বন্ধে যদি এ্যালাউ না করে থাকেন ঠিক যেটা টেবল করা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু হয় না। আর যদি এখানে ওঁরা নিজয়সিং নাহারেরটা নিতে চান তাহলে জিনিসটা দাঁড়িয়ে হবে যাবে ইট ইজ এক্সপ্রেসিং কনফিডেন্স অন দি স্পীকার। তাহলে এই মোশানের ধ্যে যেটুকু আছে সেইটুকুর মধ্যেই এই রিজলিউশনএর ডিসকাশন সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাহলে তদিনের যেসমস্ত ব্যাপার, যেসমস্ত ঘটনা সেই সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে আলোচনার প্রশস্ত রজা খুলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখন যেটুকু স্কোপ আছে তা একটা কোম্পানির ডাইরেকটরের তাই সীমাবদ্ধ, আর যদি কনফিডেন্স প্রস্তাব এনে ডিসকাশনের দরজা খুলে দেন তাহলে পর ন কোথায় কোন কংগ্রেস মিটিংএ যান ইত্যাদি বিষয়গুলি এসে যাবে উইদিন দি স্কোপ অফ সকাশন। এই রিজলিউশনএর স্কোপ মধ্যে আপনারা কি তা আনতে চান? তা যদি না চান তাহলে মি বলব এই এ্যামেন্ডমেন্ট আপনারা গ্রহণ করবেন না।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এ্যামেন্ডমেন্ট এখানে আনা হয়েছে তাতে করে ন্স অফ দি অরিজিনাল রিজলিউশন যেটা সেটাকে ইনভ্যালিড করা হবে। সেদিক থেকে আমি তে চাই এই এ্যামেন্ডমেন্ট আসতে পারে না।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I have only one submission to make garding the observations made by Mr. Sisir Kumar Das. He referred to May. , I referred to page 380 of May (14th Edition). The ruling that he has oted that no charge of personal character can be raised, save and except on direct and substantive motion to that effect——

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Hon'ble Minister is under a misapprension.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: It has also been mentioned in that connection that there may not be any reflection on the chair by way of amendment. That is in May. The whole object of this is that whenever any motion is to be brought against a Speaker that must be a substantive motion. For instance, no reflection can be cast on the conduct of the Speaker save by way of amendment to the Governor's Address and so on. This has been a substantive motion in accordance with May. Now, the second question is whether there can be any amendment to that substantive motion. I beg to draw the attention of the House to page 400 of the same edition of May. There it has been laid down that when a majority of the House disagree both to the original words of a question and to any words proposed to be substituted, the question is sometimes left in a mutilated form, nothing but "That" surviving I think, Sir, therefore, that a substantive motion is permissible by way of amendment when the original motion has got to be a substantive motion. I may quote a precedent—there was a motion like this in the House of Parliament in South Africa at the time of Dr. Malan. At that time that motion was substituted in the manner in which Sj. Bijoy Singh Nahar wants to substitute.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, in the first place we are not going to follow what is done in South Africa. Let that be a close preserve of members on the other side—a decision that has been taken by a bureaucratic Government. Secondly, with regard to the question raised by the Hon'ble Education Minister and the Hon'ble Land Revenue Minister, I entirely agree with them that an amendment can only be moved with regard to a resolution provided other rules are followed. But that rule has no application to a special motion of the kind which is before you today. If you look at the latest edition of May's Parliamentary Practice, 16th Edition, page 400, I am sure the Land Revenue Minister will immediately agree that what I say is hundred per cent. correct—Sir, you will see under heading "Rules Governing Subject-matter of Motions" certain matters cannot be debated save upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House. The motion of no-confidence against Speaker is a matter which cannot be debated except upon a substantive motion before the House. We cannot discuss the conduct of a Speaker except upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House. Then Erskine May goes on to say "Among those may be mentioned, conduct of the Sovereign, heir to the Throne, Governor-General of the Dominions, the Lord Chancellor, the Speaker", and then, "These matters cannot, therefore, be questioned by way of amendment, or upon any motion for adjournment".

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That is what I also say.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: I am thankful to the Hon'ble Education Minister whom I always describe as a "pious Victorian"—he has produced a copy of the rules printed. I am sure, in the Victorian era, I am absolutely certain about that. We cannot go beyond what is stated here. Sir, if you call the books of 1884-84, 1912 Georgian, 1913 Georgian again, and 1920, this is what is borne out by the decisions of various Speakers.

[3-40—3-50 p.m.]

Mr. Deputy Speaker: This is a very serious question and requires rapt attention so that I can give my ruling here

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sj. Siddhartha Shankar Ray said that a censure motion against the Speaker can only be moved as a substantive motion. I said as much. I said that our rule provides that it cannot be questioned by way of motion, but only by a substantive resolution and rule

11 of our rules says so. That is my first point. My second point is this. I did not call for any publication of the Victorian period. He raised it with reference to 1921. Here I have in my hands the House of Commons Manual of Procedure of Public Business, dated 1924. It is a later thing. Therefore I do think that even in a later publication that can be produced here it would be seen that the same thing holds good. It is after all published by His Majesty's Stationery Office under the authority of Sir Ilbert.

Sj. Jagannath Majumdar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই পয়েন্ট অফ অর্ডার রেজ করা হয়েছে যে এর উপর এ্যামেন্ডমেন্ট হতে পারে না কিন্তু আমি বলছি যে এ্যামেন্ডমেন্ট হওয়া সম্ভব।
Under the Constitution of India, Article 181, sub-section (2)-

তে বলছে
The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly and shall, notwithstanding anything in Article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings.

মানে হচ্ছে এ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে ইন দি ফর্ম অফ রিজলুশন। রিজলুশন আকারে আমাদের এই মোশানটা এসেছে
Under rule 111 of the Rules of the House.

অর্থাৎ ১১১ রুলস অনুসারে এই রিজলুশনটা এসেছে –
"Any resolution to remove either the Speaker or the Deputy Speaker from office, of which the required notice of fourteen days has been received, এবং it comes under rule 111 of the West Bengal Assembly Rules and Regulations".

সুতরাং রিজলুশন আকারে এই মোশানটা এসেছে। তারপর স্যার, আমাদের রুলস ৯৭টা দেখুন। অর্থাৎ আন্ডার রুলস ৯৭এ আছে
"when a resolution is under discussion, any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to such resolution সুতরাং he is entitled to bring this amendment, to the resolution here in this House according to the Rules of Procedure of the House and also according to the Constitution."

Mr. Deputy Speaker:

বঙ্কিমবাবু এখানে যে-কথা বললেন আমি তাঁর সংগে একমত। তিনি বললেন যে, এই এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়ার পর ডিসকাশনের স্কোপ অনেক বেড়ে গেল আমিও তাই মনে করি। সিদ্ধার্থবাবু বললেন এই মোশানে এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া যায় কিনা, এটা ব্যাড প্রিসিডেন্ট ক্রিয়েট করবে কিনা? আমি বলছি যে, ব্যাড প্রিসিডেন্ট ক্রিয়েট করা না না করা সেটা কোন কাজের কথা নয়। টেকনিক্যাল হলে পর এটা রিকিউজ করবো কিনা এটাই হল পয়েন্ট - ইট ইজ এ টেকনিক্যাল ম্যাটার। আর ডাঃ দাস যে-কথা বলেছেন আমি ও'র সংগে এগ্রি করতে পারছি না তার কারণ সাবস্ট্যান্টিভ মোশানের কথা উনি বলেছেন— উনি বলেছেন যে, বাই ওয়ে অফ এ্যামেন্ডমেন্ট হবে না, সেটা কিন্তু এখানে তা নয়—ইট ইজ এ সাবস্ট্যান্টিভ মোশান, এখানে আমাদের রুলসএ রয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

নোটিস কোথায় ?

Mr. Deputy Speaker:

নোটিসের কথায় আমি আসছি। সর্ট নোটিস এই হাউসে বরাবর নেওয়া হয়ে থাকে এবং সাবস্ট্যানসিয়ালি যদি ডিফার না করে এই কনক্লুসনে যদি আমরা এসে পড়ি তাহলে নোটিসের প্রশ্ন ওয়েভ করা হয়। যদি এমন অবস্থা হত যেখানে নোটিসের প্রয়োজন তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই তা দাবী করতে পারা যায়। কিন্তু আমি দেখছি যে, এখানে নোটিসের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে কথা হচ্ছে এটা স্পীকারের রিমুভালের প্রশ্ন
Whether this amendment has the effect of negative vote. To my mind the rule does not stand in the way.

এটাই হল আসল কথা। এখন কথা হল স্পীকারের অনাস্থা প্রস্তাবের এগেনস্টে ভোট হলে কোন্ ভোট আগে আসবে কনফিডেন্স মোশান ভোট আগে আসবে না নোকনফিডেন্স ভোট আগে আসবে? আমার মনে হয় কনফিডেন্স মোশানের ভোট আগে আসা উচিত। সেজন্য আমি এই জিনিসটা আলোচনা করে আমার মত বলছি যে, আমি মনে করি ইট ইজ ইন অর্ডার।

I have heard both sides. In my opinion the amendment is in order. There are precedents in the House of Commons in which what is known as hostile amendment, that is, one which contains a conflicting or incompatible proposition, is allowed.

(Sj. Siddhartha Shankar Ray rose to speak)

Let me finish. After all you are a new comer to this House. I have seen these things for many years You have yet to know. Have patience. You will get your chance, and I shall allow you to speak. May also cites cases in which amendments which are intended to evade an expression of opinion upon the main question by entirely altering its meaning and object are allowed (May, 15th Edn., page 390).

May also says that the object of an amendment may be to present to the House a different proposition as an alternative to the original question and he proceeds: "The latter purpose may be effected by moving to omit all the words of the question after the first words 'that' and to substitute in their places other words of a different import "

There is an express precedent of the House of Assembly of South Africa that where a motion of no-confidence was brought against the Speaker, an amendment expressing confidence in the Speaker in terms was allowed and was carried (Journal of the Society of the Clerks at the Table, Vol 23, page 90).

[3-50—4 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার বড় আশ্চর্য লাগছে, তাই কমেন্ট না করে পারছি না যে, আপনি সমস্ত জিনিসটাই লিখে এনেছেন। আপনি কি করে জানলেন এই রকম আলোচনা হবে, কি করে বুঝলেন এই আলোচনা হবে—

Mr. Deputy Speaker: I have received the notice.

[Noise and uproar]

Sj Jyoti Basu:

আমি বলছিলাম, আপনার রুলিং যাই হোক, আমি আপনাকে গালাগালি দিচ্ছি না—আমি বলছি অনেকদিন পরে স্পীকারের চেয়ারে বসেছেন- আপনি বললেন ডিসকাস করেছেন, কখন ডিসকাস করলেন,
Where did you discuss, when did you discuss; how could you know.

যে এই রকম আর্গুমেণ্টস হবে। আপনি লিখে এনেছেন, টাইপ করেই বোধ হয় এনেছেন--

[Noise and uproar]

Mr. Deputy Speaker: Order, please.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Mr. Deputy Speaker, Sir, in all humility I heard you say that I was a new-comer to this House and that I did not know anything and, therefore, I would sit down.

[Noise and uproar.]

Mr. Deputy Speaker: I did not say you know nothing

Sj. Siddhartha Shankar Ray: I accept whatever you have said Here we have come to pay homage to whosoever sits in the chair. But, Sir, without meaning any disrespect to you may I tell you that this is the first time in my life I find a presiding officer reading an order brought by him——

[Noise and uproar]

This is the first time, Sir,—I may be wrong, I may be ignorant but this is the first time I find that before even knowing what we are to say, before presumably even knowing that this amendment is going to be moved you had brought with you a typewritten order [Loud uproar]. Would you please explain?

Mr. Deputy Speaker:

সিদ্ধার্থবাবু আপনি জানেন যে এই হাউসে স্পীকার যখনই রুলিং দেন রিটেন রুলিং দেওয়া হয়।

Mr. Speaker gave his ruling—written ruling—every time.

মিঃ রায়, আপনি ব্যারিস্টার আপনি জানেন কিন্তু সবকিছুই জানেন না। আপনার অনেককিছু জানবার আছে।

[Noise and uproar]

You cannot challenge my ruling, you cannot challenge my experience. I know how to manage business Often if I have spared many things, I have never spared myself to remain outside the Chamber when the House is in session and I saw Mr Speaker reading written rulings very often But, if I am allowed to say, I say your presence in this House is very rare Order please.

(Dr Jnanendra Kumar Majumdar and Sj. Gopal Basu rose to speak amidst loud uproar)

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমি এই হাউসে ১৯৪৬ সাল থেকেই আছি, কিন্তু কখনো এরকম রুলিং দেখিনি।

Sj. Syamadas Bhattacharjee: On a point of order, Sir. Is he entitled to challenge the ruling of the Chair? [Uproar.]

Mr. Deputy Speaker: Order please Sj. Nahar will now speak

Sj. Bijoy Singh Nahar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার উপর সংশোধনী এনেছি। আমরা দেখছি এই প্রস্তাব স্পীকারের বিরুদ্ধে, তিনি কোথায় ডাইরেকটর আছেন, বহু টাকা খরচ করে কতগুলি কাগজপত্র নিয়ে এসে এখানে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, স্পীকার অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন—এই কাগজের ভিতর কি আছে না

আছে, তার মধ্যে কতগুলি পড়লেন, না পড়লেন জানি না। এতদিন ধরে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি স্পীকার হিসাবে এখানে এই সভায় কার্য পরিচালনা করছেন; কেউ যদি তাঁদের মধ্যে বলতে পারতেন তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে, বা তিনি অন্যায়ভাবে কার্য পরিচালনা করছেন তাহলে সেই আর্গুমেন্ট শুনতে পারতাম, কিন্তু আমি মনে করি এই প্রস্তাব নিয়ে এসে শুধুমাত্র চেঁচামেচি করে বাজার গরম করা ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কারণ, তাঁরা ভাল করেই জানেন এই প্রস্তাব পাস করাতে পারবেন না। মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু বলেছেন এটা আরো গড়াবে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, স্পীকার এই হাউসের মধ্যে কিরকম ব্যবহার করেন, কিরকম রুলিং দেন এসব সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নি এবং এ সম্বন্ধে কিছু বলবারও নাই আমরা জানি। তাই আমি এই প্রস্তাব এনেছি যে, এক্সপ্রেস ফুল কনফিডেন্স অর্থাৎ তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি আরেকটা কথা বলব, এখানে স্পীকারের এ্যাবসেন্সে কাজ চালাবার জন্য প্যানেল অফ চেয়ারম্যান আছে যদি কোনদিন স্পীকার এ্যাবসেন্ট থাকেন তাহলে ডেপুটি স্পীকার চেয়ারে বসবেন। এবং তখন তাঁর কোন অধিকার থাকবে না কোন রাজনৈতিক কার্যে যোগদান করার- আজকে এখানে ডেপুটি স্পীকার বলেছেন, যদি তিনি কোন জায়গায় ডাইরেক্টর থাকেন বা অন্য কোন কাজে জড়িত থাকেন তাহলে তিনিও বসতে পারবেন না এবং তাঁর অ্যাবসেন্সে বঙ্কিমবাবু চেয়ারে বসবেন। এইটাই যদি হয় তাহলে তো সকলকেই প্যানেল অফ চেয়ারম্যান থেকে বাদ দিতে হয়। কারণ, যিনিই এখানে প্রিসাইড করুন, তাঁকে দশটা জায়গায় দশ রকম কাজ করতে হয়। কিন্তু এখানে চেয়ারে বসে তিনি পার্শিয়ালিটি দেখান কিনা, এখানে তাঁর আচরণ পক্ষপাতিত্বশূন্য কিনা সেইটাই বিচার্য। আমি একথা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এখানে আমাদের স্পীকার নিরপেক্ষভাবে কার্যাবলী পরিচালনা করেন এবং রুলিং দেবার ব্যবস্থা করেন। এখানে যদি তাঁর ব্যবহারে দোষত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলব যে তিনি অন্যায় করেছেন, যদি এই এসেম্বলীর মর্যাদা রাখার ব্যাপারে যদি তিনি কোন অন্যায় না করেন তাহলে এই প্রস্তাবের পিছনে জোর থাকে না। এই প্রস্তাবের মধ্যে চীৎকার করা ও কাগজের মাধ্যমে কিছু হৈচৈ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনারা কিছুদিন আগেই দেখেছেন স্পীকার প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভায় ইহার বিরুদ্ধে হাউস এ্যাডজোর্ন করে দিয়েছেন এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও তিনি ভয় পান না। আমাদের স্পীকার সব সময় ন্যায্য মর্যাদা রেখে কার্যপরিচালনা করেছেন, তাই তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, যে জন্য স্পীকারের বিরুদ্ধে নোকনফিডেন্স মোশান সুধীরবাবু নিয়ে এসেছেন সে সম্বন্ধে বিজয়বাবু কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। যে উদ্দেশ্যে এই নো-কনফিডেন্স মোশান আনা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বললেন না, এবং সুধীরবাবু পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন স্পীকার কিম্বা মেম্বর যদি কোন জায়গায় ডিরেক্টর হন কিম্বা সেখানে তাঁর ইন্টারেস্ট থাকে এবং গভর্নমেন্ট সেখানে টাকা দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি স্পীকার হিসাবে থাকতে পারেন না। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এ বিষয়ে মোশান এসেছে। কাজেই বিজয়বাবু যে-কথা বললেন তার সঙ্গে যে মোশান এসেছে, সেই মোশানএর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ভারতের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বয়স খুবই কম, এ দেশে পার্লামেন্টারী রীতিনীতি সবে গড়ে উঠেছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতের একটা বিশেষ সুবিধা আছে- পার্লামেন্টারী রীতিনীতির ব্যাপারে ইংলন্ডকে অনুকরণ ও অনুসরণ করবার নীতি ভারতের বর্তমান কর্ণধাররা নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। সেই নীতি অনুসারে নূতন কোন সমস্যা দেখা দিলেই কর্তারা ইংলন্ডের পার্লামেন্টারী ইতিহাস ঘাঁটিতে শুরু করেন। সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়ার আশায় সাত সাগরের পারের সেই ছোট দেশটির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন।

অবশ্য শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির ডিরেক্টরশিপের ব্যাপারে ইংলন্ডের পার্লামেন্টারী ইতিহাস হতে পরিষ্কার কোন নির্দেশ পাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কেননা কোন স্পীকার তাঁহার কার্যকালেই আবার কোন কোম্পানির ডিরেক্টর থাকিতে পারেন কিনা, এ প্রশ্ন কোনদিন ইংলন্ডে

উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এবং এ ধরনের কোন প্রশ্ন কোনদিন উঠিতে পারে বলিয়াও বোধ হয় ইংরাজরা কল্পনাই করিতে পারে নাই। অন্তত 'মে"-র পার্লামেন্টারী প্রাকটিস বা ইংলন্ডের বিখ্যাত পার্লামেন্টারী ইতিহাস গ্রন্থ দি স্পীকার অফ দি হাউস অফ কমন্সএ তাহার কোন নজির পাওয়া যায় না। ইংলন্ডের শত শত বৎসরের ইতিহাসে যাহা নাই, ভারতের সামান্য কয়েক বৎসরের ইতিহাসেও তাহার সন্ধান মেলে না। শ্রীশংকরদাস নাকি বলিয়াছেন স্পীকারের ক্ষেত্রে ডিরেকটরশিপ গ্রহণে বাধা থাকিবে কেন, সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রে তো সে বাধা নাই? ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারা অনুসারে তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ। সত্য কথা, ভারতের আইনে বিধানসভার কোন সাধারণ সদস্যের কোন কোম্পানির সেখানে সরকারের বিশেষ প্রত্যক্ষ আর্থিক স্বার্থ না থাকিলে, ডিরেকটর হওয়ায় কোন বাধা নাই। কিন্তু কোন সাধারণ সদস্য আর স্পীকারের প্রশ্ন কি এক? লিখিতভাবে বাধানিষেধ আরোপ করা না থাকিলেই কি যাহা খুশি তাহা করা যায়? স্পীকার ও সভার সাধারণ সদস্যরা যে এক নহেন সে-কথা ইংলন্ডে বার বার ঘোষিত হইয়াছে। কতকগুলি অধিকারের দিক দিয়া সভার সকল সদস্যই সমান, কিন্তু কর্তব্য, দায়িত্ব এবং মর্যাদার প্রশ্নে আসিলে দেখা যাইবে স্পীকারের আসন সাধারণ সভ্যদের চেয়ে বহু উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। "মে" বলিয়াছেন

He (Speaker) is in fact the representative of the House itself, in its powers, its proceedings and its dignity The law of privileges, proceedings and usage of Parliament, page 189

স্পীকার যদি সত্যই লোকসভার প্রতিনিধি হইতে চাহেন যদি সভার ক্ষমতা, কার্যবাহ এবং সম্ভ্রমের প্রতিভূ হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার থাকে তবে আচার আচরণ, কীর্তিকলাপ এবং কথাবার্তায়ও তাঁহাকে কিছুটা সম্মানজনক স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যিনি সকলের প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাঁহাকে সবার চেয়ে কিছুটা উঁচু দরের হইতেই হইবে, তাঁহার কতকগুলি গুণগত বিশেষত্ব থাকা চাই-ই। সেইজন্যেই সভার কোন সাধারণ সদস্য আর স্পীকার এক নহেন। ১৮৫৭ সালে লর্ড শেয়োদার পদত্যাগ করার পর ইংলন্ডের হাউস অফ কমন্সের স্পীকারপদের জন্যে একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাবিত হয়। লর্ড পামারস্টোন তখন লন্ডনের "দি টাইমস" পত্রিকার সম্পাদক ডিলেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডিলেন ঘোষণা করেন, যাহার নিম্নলিখিত যোগ্যতাবলী আছে শুধু তিনিই স্পীকারপদের যোগ্য

Imperturbable good temper, tact, patience and urbanity, a previous legal training, if possible, absence of bitter partisanship in his previous career; the possession of innate gentlemanly feelings which involuntarily comands respect and deference, personal dignity in voice and manner.

সভার কোন সাধারণ সদস্যের নিশ্চয়ই এতগুলি যোগ্যতার প্রয়োজন নাই, কিন্তু স্পীকারের আছে। স্পীকার যেমন ধৈর্যবান, বুদ্ধিমান, নম্র, ভদ্র, শিষ্ট হইবেন, যেমন তাঁহার আচার ব্যবহারে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিবে, তেমনি তাঁহার অতীতের ইতিহাস মোটামুটিভাবে পক্ষপাতিত্ব দোষমুক্ত হইবে। ১৮৫৯ সালে হাউস অফ কমন্সের স্পীকারপদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় ইভেলিন ডেনিসনকে অভিনন্দন জানাইতে উঠিয়া ডিজরেলী বলিয়াছিলেন—স্পীকার ডেনিসনের মধ্যে একজন ইংরাজ বিচারপতির পবিত্রতা এবং একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের তেজস্বিতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইংলন্ডের বিখ্যাত স্পীকার ডেনিসন সম্পর্কে ডিজরেলি যাহা বলিয়াছিলেন, সকল দেশের সকল কালের সকল স্পীকার সম্পর্কেই তাহা খাঁটি কথা। স্পীকারকে বিচারপতির পবিত্রতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তেজস্বিতার সংমিশ্রণ ঘটাইতেই হইবে। স্পীকারপদের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে এই মান গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইলে ভাবিয়া দেখুন কোন স্পীকারের কোন কোম্পানির ডিরেকটর থাকাটা কতটা দৃষ্টিকটু এবং অশোভন। চিন্তা করুন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকিলে স্পীকারের পক্ষে বিচারপতির পবিত্রতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তেজস্বিতা বজায় রাখা সম্ভব কিনা। সম্প্রতি ভারতের ল' কমিশন তাহার রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন তাঁহাদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিচারপতিদের ব্যক্তিগত জীবনেও সম্মানজনক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলা উচিত। কোন কোম্পানির ডিরেকটরপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কি পদের বা স্পীকারের পক্ষে সম্মানজনক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কি সম্ভব? হয়ত আবার বলিবেন, স্পীকারের পক্ষে ডিরেকটর হওয়ায় আইনত কোন বাধা নেই। সত্য কথা, কিন্তু আইনের অনুসন্ধান ছাড়াও

ন্যায় নীতি বলিয়া কি কিছুই নেই? কোন পাবলিক বারে ফরিয়াদী বা আসামীর সঙ্গে বসিয়া মদ খাওয়ায় জজেদের আইনত কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন জজ কি তেমন কাজ করিতে পারিবেন? কিছুতেই পারিবেন না। জজ যদি তাঁহার ব্যক্তিগত সম্ভ্রম বজায় রাখতে না পারেন, তবে জজের আসনের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। স্পীকার ডেনিসন বলিয়াছেন—

"The House is always kind and indulgent but it expects its Speakers to be right. If he should be found often tripping, his authority would soon be at an end.... House of Commons Speaker."

আসল কথা, শঙ্করদাসের সম্মানবোধটা কম। নেহাৎ জানাজানি হইয়া গিয়াছে বলিয়াই চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি আইনের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করদাস নিজেও বুঝেন এখানে লিখিত আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রীতিনীতির। অবশ্য স্পীকারপদের সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে কিভাবে চলা উচিত শ্রীশঙ্করদাস তাহা সামান্যও চিন্তা করেন না। তাঁহার ধ্যানজ্ঞান বিধানপ্রভুর ভজনা। হাউস অফ কমন্সের স্পীকার, স্যার এডওয়ার্ড কোক (১৫৯২-৯৩) সম্পর্কে বলা হইয়াছিল—

"Although anxious to pose as the faithful servant of the House, he seems to have misconceived the true function of the Speaker's office, and never to have been able to forget that he was also the Queen's Solicitor General. The Speakers of the House of Commons, page 147."

শ্রীশঙ্করদাস সম্পর্কে সেই কথাটিই সামান্য পাল্টাইয়া বলা যায়—

"Although anxious to pose as the faithful servant of the House, he seems to have misconceived the true function of the Speaker's office, and never to have been able to forget that he was also a candidate for the Advocate-Generalship of West Bengal. ."

এমন ব্যক্তিকে কি বেশিদিন স্পীকারের পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়া যায়?

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় এই ন্যাশনাল সুগার মিল সম্পর্কে বিশেষভাবে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করলেন। যে প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে সুধীরবাবু পেশ করলেন এবং তার পাল্টা সংশোধনী হিসাবে কংগ্রেস পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়সিং নাহার যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করার আগে এই সুগার মিল ব্যাপারে আমি ২-১টি তথ্য প্রথমে পেশ করতে চাই। শ্রী এম এস শিবরমন, আই সি এস, এ্যাডভাইজার, প্রোগ্রাম এ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্ল্যানিং কমিশন, যিনি ১৫-১০-৫৮ টু ১৮-১০-৫৮ এই ওয়েস্ট বেঙ্গলএ এসেছিলেন এবং প্রগ্রেস অফ স্টেট প্ল্যান এই সম্পর্কে তিনি একটা রিপোর্ট দাখিল করলেন। তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে

loan of Rs.10 lakhs has been given to the National Sugar Mills Ltd. for starting a sugar factory at Ahmedpur, Birbhum. There is no provision in the Second Plan for such direct loans and it was pointed out that the proper method was to give assistance through institutions like the State Finance Corporation. The Ministry of Rehabilitation has also advanced a sum of Rs.21 lakhs to the Company.

স্যার, এই যে বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের প্রোগ্রাম এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এ্যাডভাইজার করলেন তা থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, টাকা লেনদেনের ব্যাপারে কিছু গলতি আছে। এই সঙ্গে স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির নাম জড়িত আছে, কারণ তিনি একজন ডিরেক্টর। কিন্তু এই সঙ্গে একথা আমরা বলতে চাই যে, যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেই ভদ্রলোক এই যে ন্যাশনাল

সুগার মিলের অফিস সেই অফিসে তার নিজের লোকদের রেখেছেন। এই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিজের লোককে সেক্রেটারী করেছেন এবং তার আশ্রিত মিঃ রাহা, এ্যাকাউন্টান্ট, মিঃ দত্ত, স্টেনোগ্রাফার, সেও নিজের লোক। এইভাবে নিজেদের লোক নিয়ে সেই অফিসকে তিনি নিজের কুক্ষিগত করেছেন এবং যে বক্তব্য শিববর্মা করেছেন, আর টাকার কারচুপির কথা সুধীরবাবু তুলে ধরেছেন। আমার প্রস্তাব এই সঙ্গে কেবলমাত্র স্পীকার নয়, এই সঙ্গে মন্ত্রীদেরও যোগাযোগ আছে। কারণ পরে দেখতে পাচ্ছি সেই মিলের পক্ষ থেকে যে প্রকার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই স্কীম এ্যাপ্রুভ করেছেন বলে বড় বড় বুলি ফলাও করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি আমরা এত সাধু হয়ে থাকি তাহলে মন্ত্রীমহাশয়দের দিক থেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হোক যে, অডিটর-জেনারেলকে দিয়ে এই হিসাব পরীক্ষা করান হোক।

শুধু তাই নয়, সুধীরবাবু বলেছেন চিনি কবে তৈরী হবে তার ঠিক নাই। যে চিনির সোল এজেন্ট করা হবে এক ভদ্রলোককে, তার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। আমি জানি তিনি বিধানসভার কংগ্রেস দলের সদস্য শ্রীরাধানাথ শীতলপ্রসাদ সদস্যের কাছ থেকে মিলের কর্তৃপক্ষ ১ লক্ষ টাকা এনেছে, এই আশ্বাস দিয়েছে যে, চিনি তৈরী হবার পর সেই টাকা দেওয়া হবে। এই টাকা বখরা করে নেওয়া হয়েছে। কারা কারা নিয়েছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জবাব দেবার সময় এর জবাব দেবেন। মিলের কর্তৃপক্ষ শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের কাছ থেকে ১॥ হাজার টাকা নিয়েছে ৫ হাজার টাকা নিয়ে ডিরেক্টর করা হবে। বাকী ৩॥ হাজার টাকা কুমার বিশ্বনাথ রায় দিতে চেয়েছিলেন সেটা নেওয়া হল না। সেই টাকা ফরফিট করা হয়েছে কারণ শ্রীবিশ্বনাথ রায় যদি আসে তার সঙ্গে আরও বন্ধুবান্ধব আছে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে যদি এসে পড়ে তাহলে কারবার চলে না। বিশ্বনাথ রায় সলিসিটর কোম্পানির উপর নোটিস দিয়েছে সেই কোম্পানির যে অবস্থা এই ন্যাশনাল সুগার মিলের নোকনফিডেন্স বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি ব্যুরো মারফৎ সে ভদ্রলোক হাহুতাশ করেছে, যে চেক দেওয়া হয়েছে সেটা রেফার টু দি ড্রয়ার বলে ফেরৎ এসেছে, কোম্পানির এই তো অবস্থা এবং প্রচার পুস্তিকার লাভ কত হবে এখন থেকে দেখাচ্ছে যে বছরে ১০ লক্ষ টাকার বেশি লাভ হবে এরকম ভাঁওতা দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রী করার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে আমাদের শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি জড়িত অত্যন্ত দুঃখের কথা। আজকে এর সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা খুবই ক্ষোভের কথা কেননা আজকার বিতর্কের আর কিছুক্ষণ পরেই ভোট গ্রহণ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেন্টের গুরুত্ব খুব বেশি, গুরুত্বপূর্ণ ভোট নেওয়া হবে। আমরা জানি এরকম দীর্ঘকাল ভোটাভুটি হয় নি। কারণ সাধারণভাবে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির পক্ষে বা বিপক্ষে এই ভোট নয়। আজকে কংগ্রেস দলের এবং বিরোধী দলের উভয় পক্ষের একটা বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে গভীরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি আজকে যে প্রস্তাব এসেছে আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাব তার সম্বন্ধে কেবল ভোট দিতে চলেছি? আমি বলব তা নয়। এর সঙ্গে আর একটা বৃহৎ, আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুদূরপ্রসারী প্রশ্ন ভেবে শিলমোহরের ছাপ দিতে হবে। সেটা হল স্পীকার বাইরের কোন আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে কোন ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট হয় এমন কোন কোম্পানির ডিরেক্টরের পদের সঙ্গে এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনুগ্রহ আদান-প্রদান ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে পারেন কিনা আজকের ভোটপ্রসঙ্গে সেটা চিরকালের জন্য স্থির হয়ে যাবে। কেবলমাত্র মাননীয় বন্ধু শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির ব্যাপারে ভোট দিচ্ছি না যে নীতি, সুষ্ঠু আচরণ এবং সুষ্ঠু কনভেনশন সৃষ্টি করা হবে আমরা তাতেই ভোট দিয়ে যাব। তাই আমি কংগ্রেস সদস্যদের কাছে আবেদন জানাই আজকে চিরকাল স্পীকার যে-কোন কোম্পানির ডিরেক্টরপদে যুক্ত হওয়ার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত করতে চলেছেন, সুদূরপ্রসারী যে সিদ্ধান্ত, যে কনভেনশন সৃষ্টি করতে চলেছেন সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে দেখুন।

[4-20—4-30 p.m.]

স্যার! শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির কোন একটা এ্যাকশন বা ডিসিশন আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন নয়। চিরকালের জন্য আমরা যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি সেই কথাই যেন চিন্তা করেন। এইমাত্র আমাদের

এডুকেশন মিনিস্টার বিলাতের পার্লামেন্টের নজীর দিয়েছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা কি দেখি নাই আজকের যুগান্তরে যে খবর বেরিয়েছে যে ওখানকার পার্লামেন্টের যিনি সেক্রেটারী মিঃ গর্ডন--তিনি অভিমত দিয়েছেন যে স্পীকার আগে যে-কোন কোম্পানির সঙ্গে বা কোম্পানির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকুন নাককেন, স্পীকার হবার পর তাঁকে সেই পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। সেই নজীরের জেরে মেজ পার্লামেন্টারী প্রাক্টিস বা বিলাতের পার্লামেন্টের নজীর তার খেলাপ হচ্ছে কিনা এবং এ্যামেন্ডমেন্ট আনতে পারেন কিনা? সেখানে যে নজীর, যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন সেটা আজ আমাদের এখানকার স্পীকারের কাছ থেকে আশা করতে পারি না? তাঁর উচিত ছিল এরকম কোম্পানির সঙ্গে জড়িত থাকলেও স্পীকার হওয়ার পর সেখান থেকে ইস্তফা দেওয়া। তার সাথে সাথে বলতে চাই যে, কংগ্রেস পার্টির সুনাম বা শঙ্করদাস ব্যানার্জির আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যে সিদ্ধান্তই নিতে যান সেটা এক্সপেডিয়েন্সি হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আমরা কি ভাবব না? তাঁরা যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কথা বলেন, এ সিদ্ধান্ত কি তাঁদের সাহায্য করবে? কারণ ভারতবর্ষের শিশুগণতন্ত্রের নূতন যে পার্লামেন্টারী সিস্টেম এখনও তার কোন প্রথা বা কোন ঐতিহ্য বা কোন নজীর বা কোন অনুশাসনের ভিত্তি তৈরী হয় নি। সকলেই জানেন যে, শুধু সংবিধান, বা আইন বা স্ট্যান্ডিং অর্ডারে কোন পার্লামেন্ট বা বিধানসভার কাজ চলতে পারে না। অনুশাসন বা প্রথা ছাড়া আমাদের চলতে পারে না। আজকে আমরা যে রাস্তা নিতে যাচ্ছি অথবা যে নজীরের ভিত্তির উপর এই আইনসভা দাঁড় করান হয়েছে, আজ আমরা তা থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করছি কিনা, সেই কথা চিন্তা করতে হবে। সেই আশ্রয় যদি আমরা ত্যাগ করি, তাহলে যে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের কথা বলি তার পক্ষেও সেটা উচিত কিনা, একথা আজকে চিন্তা করতে বলছি। আর হাউস অফ কমন্সের যে কনভেনশন, তাকে আমরা আজকে অস্বীকার করতে চলেছি একথা তাঁরা যেন চিন্তা করে দেখেন। তা ছাড়া স্বভাবতঃই এর পরে ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে পার্লামেন্টারী নজীর বা 'মেজ' পার্লামেন্টারী প্রাকটিসের কথা আমাদের কাছে বলবেন, আমরা তখন সেটা মানতে রাজী থাকব কিনা--আমি স্যার, একথা মনে করি যে, এই সিদ্ধান্তটা বাংলাদেশের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পক্ষে একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে, যদি তাঁরা যে প্রস্তাব এনেছেন আজ সেটা ভোটের জোরে সেই প্রস্তাব পাশ করেন। কারণ, তার সমস্ত ভিত্তি আজ অপর পক্ষের কংগ্রেসী বন্ধুরা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের যে ভিত্তি তাকে আজ ধ্বসিয়ে দিতে যাচ্ছেন।

আজকে এই অনাস্থা প্রস্তাব, এবং স্পীকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং অবিশ্বাস এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আমরা গত ১১ বছরের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই এর পথ আস্তে আস্তে তৈরী হয়েছে। কারণ, আমরা কি দেখছি? সেই পথ তৈরী হতে থাকলেও আজকে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি আজ একেবারে ক্লাইমাক্সএ এসে দাঁড়িয়েছেন।

গত ১১ বছর দেখেছি কারখানার ব্যাপারে বার বার নিয়ম, নীতি এবং অনুশাসন ভঙ্গ করে আসছেন এবং ডাঃ রায়ের নির্দেশও ভঙ্গ করেছেন। কংগ্রেস বা অকংগ্রেসের হউন তাদের দ্বারা ধাপে ধাপে এই ভাঙ্গনের কাজ চলেছে। মিঃ জালান, মিঃ শৈল মুখার্জি এবং মিঃ শঙ্করদাস ব্যানার্জি--তাঁরা চিন্তা করেন নি যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মানদন্ড অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এবং তার ব্যালান্স এত সূক্ষ্ম যে, সামান্য আঘাতেই তা নষ্ট হয়। সেইজন্য আজকে যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সেই ন্যায়দন্ড সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন হয়ে আছেন। এই কারণে চিন্তা করতে হবে যে চিন্তা আগে আসে নি যে, সেই ন্যায়দণ্ডের মর্যাদা সেটা তার কাজের মাধ্যমে ক্ষুণ্ণ করছেন কিনা। ঐভাবে দেখলে তিনি সুগার মিলের ডিরেক্টরশিপ নিতেন না। তা ছাড়া দেখছি যে পার্টি টিকেটে তিনি স্পীকার নির্বাচিত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে না। তাই নিয়ম এবং নীতি এবং পার্লামেন্টারী নজীর তিনি ভঙ্গ করেছেন।

তারপর আমরা দেখছি স্পীকার হওয়ার পর স্পীকার আর এ্যাকটিভ মেম্বর থাকবেন না। কিন্তু তিনি চাঁদা দিয়েছেন। এইসবের মধ্য দিয়ে আজকে এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে, যে, কোম্পানির ডিরেক্টরশিপ শুধু নয়, আমরা স্যার, এও দেখেছি যে যে টাকা তিনি লগ্নী করেছেন, সব শেয়ার কিনেছেন। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করতে পেরেছেন, সেই টাকা আদায় করবার পর অর্থাৎ ৫৩ লক্ষ টাকা পাবার পর

াই শেয়ারের দর পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের নুগ্রহে আজকে দেখছি যে শেয়ারের দাম ৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে, এবং সেটার এই যে কোম্পানি । কোম্পানির মধ্যে এত গলদ রয়েছে তার সাথে আজকে তিনি যে জড়িত আছেন তাতে স্পীকারের । মর্যাদা সেটা তিনি ক্ষুন্ন করেছেন।

আজ যদি সুস্থ কনভেনশন তৈরী করতে হয় তাহলে তাঁর উচিত ছিল ঐ ডিরেকটরশিপ থেকে াগে রেজিগনেশন দেওয়া। এইটা তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হবার নয়।

Personal Explanation

Sj. Radha Nath Das: Sir, I rise on a point of personal explanation. Just ow I heard that my name has been dragged into this debate, that a brother f mine has purchased some shares. I do not know by what means——

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: No, No, No. আমি তা বলিনি।

Mr. Deputy Speaker: If it is anything against your brother, why do you ve personal explanation?

Sj. Radha Nath Das: It has been said that a relation of a member of this ouse has purchased some shares of a Company, and by that democracy has :en dragged to the ground. In that way, my name has been dragged into it. ›, I say that I have nothing to do in this matter.

Mr. Deputy Speaker: That's all right.

·-30—4-40 p.m]

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজ এই অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ালোচনা করতে হচ্ছে। আমরা দুঃখ এজন্য পাচ্ছি যে স্পীকারকে আমরা ঠিক মন্ত্রী বা রকারভুক্ত বলে মনে করি না। স্পীকার হচ্ছেন আমাদের বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং তাঁর বিরুদ্ধে লতে গেলে আমাদের গায়ে লাগে, কিন্তু কর্তব্যের চাপে এইসব কথা বলতে হচ্ছে। কারণ ামরা মনে করি স্পীকারের পদ ব্যক্তিগত ভাল বা মন্দ লাগা বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব প্রভৃতির অনেক র্ধে। এ সমস্ত দিক থেকে আমি কয়েকটা কথা বলার চেষ্টা করব।

প্রথম কথা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল সুগার মিলের ডাইরেকটর হওয়া ন্যায় কি অন্যায় এই প্রশ্নটা ুদিক থেকে বিবেচনা করা যায়। আইনতঃ এটা ঠিক কি ঠিক নয় সেসমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমি াব না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, হতে পারে আইনতঃ ঠিক বা বেঠিক, কিন্তু আমি পীকারকে দাঁড় করাতে চাই না একটা ক্রিমিন্যালকে যে পর্যায়ে বিচার করে সেই মাপকাঠিতে। পীকারের এই পদগ্রহণ আইনের দিক থেকে আটকায় না, কিন্তু একদিক থেকে যে আটকায় সেটা চ্ছে প্রোপ্রাইটির কোয়েশ্চেন। এই প্রোপ্রাইটি কোয়েশ্চেনের উপর বেশি জোর দেব এবং সেটা ীগালিটি অর ইল্লীগালিটি, প্রপার বা ইম্প্রপার সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। আমি মনে রি এইরকম কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডাইরেকটরের পদ গ্রহণ করা স্পীকারের পক্ষে প্রপার নয় :বং যেহেতু যা প্রপার নয় তা স্পীকার করবেন না এটাই আমরা আশা করব। মিঃ ডেপুটি পীকার, স্যার, আজকে এই বিষয় শুধু যে এই হাউসে আলোচনা হচ্ছে তা নয়, এই ইস্যুটাকে কন্দ্র করে দেশের মধ্যে সর্বত্র আলোচনা চলছে। এই জায়গায় কেউ কেউ বলছেন যে, একটা াঙালী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে গড়ার জন্য যদি স্পীকার নিজের নাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে পীকার এমন কি অন্যায় কাজ করেছেন? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এখানে তা নয় বা একটা বাঙালী শল্পপ্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার জন্য নিজের নাম ব্যবহার করেছেন সেটা বড় কথা নয়। একটা ্রতিষ্ঠানকে গড়ার জন্য যদি তিনি তাঁর ইনফ্লুয়েন্স কাজে লাগান, একটা স্মল ইন্ডাস্ট্রিকে হেল্পু

করার জন্য যদি তিনি নিজের ইনফ্লুয়েন্স কাজে লাগান, একজন ব্যক্তিবিশেষকে সাহায্য করার জন্য নিজের প্রভাবকে কার্যকরী করান তাহলে জিনিসটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তা তো আমরা ধরব না কিম্বা স্পীকার তাঁর আর্থিক সুবিধার জন্য ডাইরেকটর হয়েছেন একথাও আমরা বলব না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি যদি আর্থিক সুবিধার জন্য ডাইরেকটর না-ও হয়ে থাকেন, কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু তিনি তাঁর প্রভাবকে কার্যকরী করেছেন সেহেতু সেটাই ইম্প্রপার হয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত কারণে না হলেও পরের উপকারের জন্য যদি তিনি গভর্নমেন্টের কাছে যান তাহলে তাঁকে গভর্নমেন্টের ফেবার নিতে হবে এবং গভর্নমেন্টের কাছে ফেবার নেওয়ায় আলটিমেট এফেক্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা চিন্তা করে দেখুন। যখনই কোন ফেবার নিতে যাওয়া যাবে তখন স্বভাবতই একটা তার রিয়্যাকশন মানুষের মনের উপর হবে। অর্থাৎ ঐ চেয়ারে যিনি বসে আছেন তিনিও তাঁর উর্ধ্বে যেতে পারেন না। সেজন্য আমি বলব যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে করলেও নিঃস্বার্থভাবে তিনি ভুল পথে চলেছেন এবং যে ভুল পথের জন্য সরকারের কাছে তাঁকে অবলিগেটেড হতে হচ্ছে। এর ফলে স্পীকারের ডিসিশন তিনি না জানলেও আনকনসাসলি তাঁদের যে ইনফ্লুয়েন্সড করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যদি বিচার করেন তাহলে দেখা যাবে যে, যার কাছে আমরা ফেবার নিই সেখানে কনসাসলি না হলেও আনকনসাসলি তাঁর দ্বারা অনেকখানি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে পড়ি। অতএব সরকারের কাছে এই যে সুবিধাগুলি তিনি নিচ্ছেন এর দ্বারা তিনি যে আনকনসাসলি ইনফ্লুয়েন্সড হন নি একথা বলা যায় না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, পয়েন্ট অফ অর্ডার নিয়ে এখানে "মেক্ড পার্লামেন্টারী প্রাকটিস তুলে ধরা হল। আমি জানি গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী নজীর আমাদের কাছে বেদবাক্য হয়ে পড়েছে, সেই পার্লামেন্টারী প্রাকটিস আমাদের কাছে শ্রীমদভগবৎগীতা হয়ে পড়েছে--অর্থাৎ তাঁরা যা বলছেন সেই নজীরই আমরা চালাচ্ছি। আমাদের সংবিধানে প্রিভিলেজের কথা ঠিক ঐরকমই আছে। কিন্তু প্রিভিলেজ অফ দি লেজিসলেচার হাউস অফ কমন্সের মেম্বরদের যা আছে বা গ্রেটব্রিটেনের যা রীতিনীতি, পদ্ধতি সেই পদ্ধতির দ্বারা কি আমরা চালিত হচ্ছি? কি সেখানে পদ্ধতি, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৬শ' বছরের ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন ৪ বার সেখানে স্পীকারের পদের জন্য কনটেস্ট হয়েছে। আমাদের দেশে কেন তা হয় না, কেন স্পীকার পার্টি নমিনেশন পাবেন, কেন স্পীকার্স কনস্টিটিউয়েন্সী আনকনটেস্টেড হয়ে যায় না, কেন সেই ট্রেডিশন সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা হয় না? দ্বিতীয় জিনিস, মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা পার্লামেন্টের বই বা যে-কোন বইএ দেখবেন -সেখানে পরিষ্কার একথা বলা হচ্ছে যে যদি কোন পার্টি টিকেটে স্পীকার নির্বাচিত হন, স্পীকার নির্বাচিত হলে সেই পার্টির সদস্যপদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন আমাদের দেশে তা হল না। কংগ্রেসের টিকেটে স্পীকার নির্বাচিত হলেন --স্পীকার নির্বাচিত হয়ে তাঁর উচিত ছিল কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করা। তিনি ত্যাগ তো করলেন না, উপরন্তু রিটার্নিং অফিসার হয়ে এ্যাকটিভ পলিটিকসএ কংগ্রেসের মধ্যে লিপ্ত থাকলেন, কংগ্রেসের মধ্যে গ্রুপে গ্রুপে যে ঝগড়া তার সালিশী করতে লাগলেন এবং কংগ্রেসের হায়ার লীডারশিপের কনফিডেন্সের মধ্যে রইলেন। স্বভাবতঃ এই জিনিসগুলি লোকের মনে হবে যে, এই দলের যেসমস্ত রীতিনীতি কৌশল নির্ধারিত হচ্ছে তার মধ্যে স্পীকার পার্টিসিপেট করছেন। এই যে জিনিসগুলি, মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি কি মনে করেন ঐ চেয়ারে বসলে চলে যায়? না, চলে যায় না। আমি জানি রাজনৈতিক মত যাঁর থাকে সেই মতের দ্বারা তিনি চালিত হন কিন্তু যেখানে ননপার্টিজানশিপের প্রশ্ন, ইম্পার্সিয়ালিটির প্রশ্ন, সেখানে যতদূর সম্ভব দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকাই উচিত। সেই জায়গায় আমরা দেখছি তিনি বেশি করে এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছেন -এটা ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। তৃতীয় জিনিস, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাউস অফ কমন্সের স্পীকার কোন ক্লাবের সভ্য পর্যন্ত থাকেন না—এদিক থেকে তাঁর সোশ্যাল লাইফ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কেন থাকেন না, পাছে তাঁর ক্লাব মেম্বারশিপের মধ্য দিয়ে কোন রকমে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে পড়েন। এখানে কথায় কথায় হাউস অফ কমন্সের নজীর দেওয়া হয়, এই নজীর তবে কেন পালন করবেন না? অনেককে বলতে শুনেছি স্পীকার যদি মন্ত্রীদের কাছে, সরকারের কাছে না যান তাহলে তাঁর কনস্টিটিউয়েন্সী দেখবে কে? এ প্রশ্ন নূতন নয়, এ প্রশ্ন গ্রেটব্রিটেনে দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার পর স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে স্পীকার নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর কনস্টিটিউয়েন্সীর কথা বলবেন না, স্পীকারের কনস্টিটিউয়েন্সীর স্বার্থ দেখবে একজন নেবার অর্থাৎ তাঁর পাশের কনস্টিটিউয়েন্সীর

সদস্য এবং এ নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন ঠিক হল যে, যেহেতু স্পীকার সেহেতু একজন বিশেষ সদস্যের উপর ভার দেওয়া হোক স্পীকারের কনস্টিটিউয়েন্সী দেখাশুনা করার। তারপরে এটাও ঠিক হল না, পরে ঠিক হল যে গভর্নমেন্ট স্পেশাল ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখবেন স্পীকারস' কনস্টিটিউয়েন্সীকে যাতে করে স্পীকারকে গভর্নমেন্টের কাছে দোড়াদৌড়ি না করতে হয়, গভর্নমেন্টের কাছে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সীর কথা বলে ফেবার নিতে না হয়—এরকম একটা রীতি পদ্ধতি গ্রেটব্রিটেনে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে গ্রেটব্রিটেনের সম্পর্কে এত কথা বলা হয় কিন্তু এই পদ্ধতি গড়ে তোলার কোন চেষ্টা হচ্ছে না, বরং দলের দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। এগুলোকেই আমি বলছি ইম্প্রপার। সত্যই যদি ডিগনিটি অফ দি হাউস এবং ইম্পার্সিয়াল ক্যারেকটার অফ দি স্পীকার মেনটেন করতে হয় তাহলে এইসমস্ত জিনিসগুলি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। কোনরকম সোশ্যাল ফাংশনে তিনি যেতে পারবেন না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার এই যুক্তির কাউন্টার-লজিক আপনি দিতে পারেন বলবেন যে, সুবোধবাবু গ্রেটব্রিটেনের কথা বলছেন, কমনওয়েলথ কান্ট্রিজের কথা বলছেন না। আমি জানি ক্যানাডায় স্পীকার পার্টিম্যান, অস্ট্রেলিয়ায় স্পীকার পার্টিম্যান, নিউজিল্যান্ডে স্পীকার পার্টিম্যান কিন্তু ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের নজীর ত এখানে দেওয়া হয় না।

[4-40—4-50 p.m]

এখানে দেওয়া হয় গ্রেটব্রিটেন, মাদার অফ পার্লিয়ামেন্টস তার নজীর দেওয়া হয়, "মে"জ পার্লিয়ামেন্টারী প্রাকটিস থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়, হাউস অফ কমন্সের কথা বলা হয়, গ্রেট-ব্রিটেনের কথা বলা হয় ক্যানাডা, নিউজিল্যান্ডের কথা, অস্ট্রেলিয়ার কথা বলা হয় না। এখানে সাউথ আফ্রিকার কথা নজীর দেওয়া হয়েছে আমি জানি এই নজীর। কিন্তু এর সংগে সংগে আমি জিজ্ঞাসা করব, সাউথ আফ্রিকায় কি হয়? সেখানে যিনি স্পীকার, তিনি কি পার্টিম্যান? যিনি স্পীকার হন তিনি পার্টিম্যান হন না। আমি বই দেখেছি। পরিষ্কার একথা আছে। সুতরাং তার নজীর এক জায়গায় নেব, অন্য জায়গায় নেব না এটা হয় না। কনসিসটেন্ট একটা প্রিন্সিপল ফলো করুন, যে প্রিন্সিপলএ আপনারা সকলেই নিশ্চয় স্বীকার করবেন, স্পীকারের পদ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা দরকার। সত্যিই যদি এখানে স্পীকারের পদের মর্যাদা রাখতে হয় তাহলে বর্তমান স্পীকার শঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয়ের ন্যাশনাল সুগার মিলসের পদে ইস্তাফা দেওয়া উচিত যদি ট্রেডিশন ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে তাঁর এটা করা উচিত। এই জিনিসটা আগে ঘটলেই ভাল হত। যাই হোক, আমি তাঁর কাছে দাবি করি, তিনি ইস্তাফা দিন। স্পীকারের ননপার্টি ক্যারেকটার বজায় রাখতে হলে, তাঁর বিহেবিয়ার, এ্যাটিচিউট, এসেম্বলীতে তাঁর এ্যাক্টিভিটিজ যদি সত্যিই দলের ঊর্ধ্বে উঠে পরিচালনা করতে হয় তাহলে তাঁর দলের টপ পজিশন ছাড়তে হবে- কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে তিনি আছেন, আমি তাঁকে অনুরোধ জানাব সেগুলি ছেড়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসুন। তিনি স্পীকার, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সম্মান, এই সম্মানের কাছে অন্য সব সম্মান ছোট—এই সম্মান রক্ষা করতে হলে, আমি অনুরোধ জানাব তিনি অন্যান্য পদ সব ত্যাগ করুন। স্পীকারের সোশ্যাল এ্যালুফনেসের যে ট্রেডিশন গড়ে উঠেছে সেই ট্রেডিশন আমাদের দেশেও যাতে ভালভাবে গড়ে উঠে তার সাহায্যে এগিয়ে আসুন, এই আমার তাঁর কাছে দাবী। এখানে স্পীকারশিপে যে মর্যাদা আছে—বিশেষ করে বাংলাদেশের বিধানসভার যে মর্যাদা আছে—বিধানসভা পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারে কোনকিছু জানতে হলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে বাংলাদেশের বিধানসভায় কি হচ্ছে জানবার জন্য চেয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের এই মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে বলে মনে করি। সেই মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হলে সমস্ত প্রকার স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য-কলাপের থেকে দূরে থাকা উচিত। এইসব ছোট ছোট স্বার্থের থেকে তাঁর দূরে থাকা দরকার, এই বলে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Janab Syed Badrudduja: Mr. Deputy Speaker, Sir, in the midst of terrible confusion and heat generated this afternoon over the issue before the House, the perspective seems to have been somewhat clouded and the vision blurred. In this surcharged atmosphere, it is very difficult to take a calm and dispassionate

view of the situation or to make a detached and objective assessment of the entire question in all its bearings and implications and its possible repercussions upon the legislature of our State. Naturally, Sir, it is after a good deal of hesitation that I have taken part in the debate this afternoon. Perchance any expressions of mine, uttered in an unguarded moment, might instead of soothing troubled waters tend to complicate the situation all the more.

I entirely agree with my esteemed friends on this side of the House that the position of the Speaker carries not merely grave responsibilities, but considerable dignity as well. Elected on the suffrage of the representatives of the people in this Legislature, he is decidedly the most representative man in the State of West Bengal. Therefore, the Speaker of the Assembly has no right to indulge in the political rake's mad gamble with his exalted position and to so behave as to lower the dignity of the Chair and also that of the House which is bound up with his position. He has no right either to insult the traditions that have developed in this House during the last few decades, particularly, after the introduction of the Government of India Act, 1935. He has got to preserve, guard and protect not only the honour of the Chair but the honour of the House as well. But, Sir, we have, I am afraid, shot beyond the mark I have not the temerity to join issue with a seasoned lawyer like my honourable friend Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri. Far be it from me that I should join issue with a lawyer of his eminence and experience. On the contrary, I am extremely grateful to him for affording us, as the prime mover of the resolution, an opportunity this afternoon to discuss after so many years such an important question of Constitutional niceties on the floor of the House But, Sir, the position is perfectly clear He has stated certain facts He has produced documentary evidence, but the position under the Constitution is perfectly clear Article 179 of the Constitution clearly lays down that the Speaker or the Deputy Speaker of an Assembly shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly. It goes further—Article 191(1) of the Constitution lays down that a person shall be disqualified for being chosen and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule. But before we proceed further to discuss regarding the qualifications or disqualifications of the Speaker to continue as a member of this House, we have got to consider as to whether the Assembly has the right to give a verdict or pass a judgment on this issue. The Constitution is perfectly clear. It does not authorise the Assembly to take any decision on this constitutional issue. The Constitution under section 192(1) has empowered the Governor; only the Governor alone shall be competent to decide on the qualification or disqualification when the matter is referred to him. Under section 192(1) of the Constitution "if any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191 the question shall be referred to the decision of the Governor and his decision shall be final". Under Article 192(2) of the Constitution that should be done in consultation with the Election Commission. To my mind that is a very sound proposition. It is a definite safeguard, a definite guarantee against any arbitrary decision of the majority against any individual member or members of the State Assembly constituting the minority in this House. So we are not competent under the Constitution to give any verdict or pass any judgment on the qualifications or disqualifications of the Speaker to continue as a member of the House.

But the crucial question remains—the question as to whether the Speaker can continue to be a Director of a company. In this matter I entirely agree with my honourable friend Sj. Subodh Banerjee. The Speaker should not be associated with any company specially at this juncture when the whole country

is seething with corruption and bribery. Without housing the natural suspicions in the minds of members of this House and the people outside, some of the big guns are not also free from this contagion. But does the very fact that he has been associated with a Company, constitute a disqualification? Sir, I quote the relevant section from the Representation of People Act. Section 7 of the Representation of People Act (Act XLIII of 1951) sets at rest all controversy on this pertinent question of disqualification. One is disqualified to be a member of the Legislature only "if he is a Director, Managing Agent, Manager or Secretary of any Company or Corporation (other than a Co-operative Society) in the capital of which the appropriate Government has not less than 25 per cent. share." In this Company, the National Sugar Mills Limited, neither the Government of India, Ministry of Rehabilitation, which have advanced a loan of Rs.21 lakhs or nearly Rs.21 lakhs, nor the Government of this State, which has advanced a loan of Rs.10 lakhs, has a farthing worth of share. As such, the legal and constitutional position is that his association as Director of the Company does not debar the Hon'ble Sankardas Banerji from continuing as a member of this Assembly. Sir, ethical or moral consideration unfortunately has no application in the determination of political and constitutional issues. They are governed by principles of their own with the result that persons, however morally elevated, however intellectually eminent they may be, have to face the music, if they are suspected of contravening any legal principles or violating any provisions of the Constitution whereas moral delinquents of a despicable character like murderers, thieves, dacoits and burglars, if they somehow or other can secure the services of eminent lawyers like the Hon'ble Sankardas Banerji, get scot-free in this land. The question of propriety, however, still remains. True, judged by any ethical normor standard, by any principle of justice, equity and good conscience, our Speaker's position is unassailable. But his association with the Company particularly after his election as Speaker of the Assembly has not been very discreet or proper. He might have as well resigned his directorship of the Company after his election as Speaker. But should we on this ground of propriety alone press this motion of no-confidence to vote? Should we press this motion to vote despite no shady transactions, no shady deals of the Hon'ble Sankardas Banerji? Has it been suggested anywhere that the Hon'ble Sankardas Banerji has ever been guilty of any defalcation of money or of bribery or corruption or dishonest deals of transactions? Had that ground of moral consideration prevailed, we would have lined up with the Opposition and passed the vote of no-confidence and removed him from the Speakership. Sir, I belong to no party. I have no party affiliations. Since 1943 onwards I have lined up with the Opposition. Yet have, I very often gone to the Chief Minister, to the Food Minister and to various other members of the Cabinet in times of difficulty and have been favoured by them. I consider it a favour because they alone have the delivery of goods. But does my association or connection with the ministers for any public good affect my position as a member of the Assembly? Before I conclude I, therefore, appeal to the great leaders of public opinion in this House, the great leader like Dr. Bidhan Chandra Roy, the great leaders like Dr. Suresh Chandra Banerji and Dr. Prafulla Chandra Ghose, to the eminent Leader of the Opposition, Shri Jyoti Basu and other leaders particularly to my esteemed friend. Mr. Sudhir Ray Chaudhuri, and last but not the least, to that scion of an illustrious family Mr. Siddhartha Shankar Ray, a young man who has a great promise for a brighter future, to rise to the height of the occasion, to emulate the example of the creative idealism, vision, imagination, magnanimity and generosity of that illustrious son of Bengal Deshbandhu Chittaranjan Das. He never discussed this petty question, this small question of removal of the Speaker from the House, but momentous questions of a far-reaching significance—question regardnig the fate of the nation, the destinies of modern India. But when he discussed such questions, Deshbandhu Chittaranjan Das of revered

memory grew higher and higher till he rose to the full stature of manhood while we looked smaller and smaller till we sank behind that great personality. In that spirit, I would appeal to my friends not to press this motion to vote. Let us not create that atmosphere which developed of late in a neighbouring country where members of the Assembly in an insane rage and mad frenzy laid violent hands on the Speaker of the Assembly creating an ugly situation that led on to the death of the Deputy Speaker there. May God protect our Deputy Speaker. Let us not emulate their example. Let us not create an impression on the public mind that on a motion which could not be substantiated on any legal or constitutional ground, on mere suspicion which could not be borne out by facts we have tried to remove the Speaker whose conduct in the Assembly, whose impartiality, whose unimpeachable integrity of character has never been questioned in this House. I would therefore appeal, in all humility, to my friends to rise to the occasion, to rise above parochial consideration, to rise above party consideration, create a healthy precedent, laying down an example for posterity and the country to follow.

[At this the House was adjourned for 20 minutes.]

[After adjournment.]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Tarapada Chaudhuri:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আজকে আমি বিরোধীপক্ষের বিতর্ক শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। তাঁরা অনেকে সত্যিকারের বিগলিত-অশ্রু হয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁরা কংগ্রেস থাকিলে বন্ধুর বিরুদ্ধে এমন একটা আঘাত আনছেন। এখানে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা লাইন আপনাদের সামনে পড়ে শুনাই সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায় মনের বহুতর স্তর জমে গিয়েছে, কোনটা চার্চের মত চর্চার মত নহে, কোনটা সভার মত, ঘরের মত নহে। আমার মনে হচ্ছে এটাও সভার মত, ঘরের মত নহে। কোনটা দলের মত, অন্তরের মত নহে, কোন মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না, কোন মতে টাকা বাহির হয়, কাজও চলে কিন্তু হৃদয়ে তার স্থান নেই, ফ্যাসনে তার প্রতিষ্ঠা, এই সকল অবিশ্বাস উৎপন্ন ভুরি-ভুরি সত্য বিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিত সত্যরূপে গ্রহণ করতে পারে না।

আমার আজকে মনে হচ্ছে, যে-সমস্ত বিতর্ক এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে একটা ডিসপ্যাশনেট পার্সপেক্টিভ-এ জাজমেন্ট দেবার মতন আজকে মনের অবস্থা নেই, আর যদিও সেটা থাকেও অন্তরে, সেটা প্রকাশ করবার সাহস নেই। করতে গেলে সেখানে অপোজিশনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, অথবা পার্টির প্রতি অসম্মান করা হবে। যেভাবে আজ রেজলিউশন আমাদের সামনে এসেছে, সেখানে এ-কথা বলা নেই যে, সত্যিকারের আজবে এ্যাসেমব্লীর পরিচালনায় কোন নিরপেক্ষতার অভাব তাঁর দিক থেকে দেখা গিয়েছে, বা কোন পক্ষপাতদুষ্ট তিনি হয়েছেন, কোথাও তাঁর ইন্টিগ্রিটির অভাব হয়েছে। এসব কথা নিয়ে কোন কিছুই বলা হয় নি। শুধু একটা প্রশ্ন রাখা হয়েছে এ্যাসেমব্লীর সামনে যে, তাঁর কানেকশন উইথ দি ন্যাশনাল সুগার মিলস-এর এটা শোভনীয় নয়। আমি আজ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করব শুধু একটি প্রশ্ন, তা এই যে, যখন তাঁকে স্পীকার হিসাবে ইলেক্ট করা হয়েছিল তখন বিরোধীপক্ষের কেউ কি জানতেন না যে তিনি ন্যাশনাল সুগার মিলস-এর ডাইরেক্টর?

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপোজিশন বেঞ্চেস্‌ঃ না, কেউ তা জানতেন না। এমন কি ডাঃ রায়ও জানতেন না।)

যদি কেউ এ-কথা জানতেন, তাহলে তখনই এটা উত্থাপন করা উচিত ছিল। যদি এটা ফর দি ফার্স্ট টাইম এখন জেনে থাকেন, তাহলে তাঁকে নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলবার সুযোগ আগে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলেও তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে

একটা আপোষ আলোচনা করে, সেটা কনভেনশন-এ আপনার বাধে, এটা উচিত নয় আপনার। আজকে আমি এই কথাই আপনাদের সামনে বলতে চাই যে, যেমন আজকে আমরা সলিসিটিউড দেখাচ্ছি—

for the rights and privilege and prestige of the House, I think equally we should show solicitude for the prestige of the Speaker, for the position of the Speaker as the custodian of the rights and privileges of the House.

আজকে আমরা যেভাবে এই মোশন এনেছি, এটা কি সত্যিই খুব সুদূরপ্রসূত চিন্তা করে এই মোশন আনা হয়েছে, আর কি কোন অল্টারনেটিভ ছিল না আমাদের সামনে যে এর একটা সঙ্গত সমাধান করা চলতো আপোষে। তাহলে আজকে এই যে আঘাত হানা হচ্ছে, আজকে এতে বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা এই প্রশ্ন আজকে আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আমার মনে হয় এটা হয় ত পরে ঠিকই ভেবে দেখবেন, বন্ধুরা যে এটা হয়েছে একটা হেস্টি এ্যাকশন এ্যান্ড উই শ্যাল রিপেন্ট ইট এ্যাট লিজার, এর পরে হয় ত আমরা রিপেন্ট করবো। এর হয় ত অন্য সমাধানের পথ ছিল, কিন্তু সেই সমাধানের পথের আশ্রয় গ্রহণ না করে আজকে আমরা এই ধরনের একটা মোশন এনেছি। এবং এই মোশন-এর মধ্যে এমন কোন জিনিস এখানে উপস্থিত হয় নি, সুধীরবাবু আজকে এখানে কতকগুলি তথ্য দিয়েছেন, সার্টিফায়েড কপি থেকে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই হল ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস। তারপর দুইটি বৎসর চলে গিয়েছে কিন্তু আজকে একটা কনসার্ন সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর তারিখের কোন জিনিস বলা হয়, তাহলে তা থেকে কোন জাজমেন্ট পাশ করা যায় না। আমি আজকে সুধীরবাবুর কয়েকটি প্রশ্ন সম্বন্ধে বলতে চাই। এটা একটা ছোট বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং আমার মনে হয় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং আজকে এর সঙ্গে যোগসূত্র হয়ে এমন একটা জিনিস দাঁড়িয়েছে যে, বাঙ্গালী ইনস্টিটিউশন যেটা অতি কষ্টে আজ গজাচ্ছিল, তার উপর যে আঘাত দেওয়া হল তাতে তা বাঁচবে কিনা সন্দেহ এবং তার শেয়ার ক্যাপিটাল বিক্রি হবে কিনা সন্দেহ। কাজেই আমি এইটুকু মনে করি যে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিচার করা হবে না যদি আমি আজকে হাউজ-এর সামনে কতকগুলি জিনিস না জানাই। আমি আজকে কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি একটা ব্যালান্স-সিট যেটা ডেটেড হচ্ছে ১১-৩-৫৯, প্রো ফরমা ব্যালান্স-সিট অফ ন্যাশনাল সুগার মিলস, লিমিটেড, এবং সেটা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টট্যান্ট, বোস এ্যান্ড ব্যানার্জি, সার্টিফাই করে আজকে প্রো ফরমা ব্যালান্স-সিট দিচ্ছেন। এখানে আমরা দেখতে পাব এই ব্যালান্স-সিট থেকে, যে সেখানে পেইড আপ ক্যাপিটাল বিক্রি হয়েছে ১৭ লক্ষ, তার মধ্যে আদায় হয়েছে ১৩ লক্ষ, এবং আরো দেখতে পাবেন আপনারা ৫৫,১৭,৫৬৮, এটা হল ফিক্সড এ্যাসেট। কাজেই আজকে যদি ধরে নিই ২১ লক্ষ এবং বাংলা গভর্নমেন্ট দিয়েছেন ১০ লক্ষ অর্থাৎ ৩১ লক্ষ, এই ৩১ লক্ষ ইজ এন্টায়ারলি কভার্ড বাই দিস এ্যাসেট। যদি ধরে নেন যে, গ্যারান্টি দিয়েছে, যে টাকাটা ১৫ লক্ষ হলেও বাড়ে ৪৬ লক্ষ এটা কভার্ড হয়। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, মেসিনারী সব ফিটেড আপ হয়ে গিয়েছে এবং এই নভেম্বর ১৯৫৯-এ উইল গো ইন্টু প্রোডাকশন এবং ২৭ শত থেকে ৩ হাজার মণ সুগার এখানে তৈরী হবে। আজকে এই অবস্থায় আমি বলতে চাই যে, সত্যিকার এই প্রতিষ্ঠান গড়ায় যদি ডাক্তার রায় বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করতেন এবং বেলডাঙ্গা মিল সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে এ প্রশ্ন হয়ে গিয়েছে, যে তিনি অ-বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করেন, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান যাতে না গজায়, এই বক্তৃতা আমরা প্রায়ই করে থাকি এবং আজকে যখন সত্যিকারের এই প্রতিষ্ঠান জেগে উঠেছে, যখন কার্যকরী অবস্থায় চালু হতে নিয়েছে, তখন অতীতে কি হয়েছে তা আমার দেখবার কোন প্রয়োজন নেই।

আজকে তার বর্তমান অবস্থা কি? কার্যকরী করার ক্ষমতা কতটা এবং সত্যকারের কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এটাই বিচার্য বিষয়। এক বন্ধু বলেছেন, অডিটর-জেনারেল, এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল দিয়ে পরীক্ষা করা হোক। আমি বলছি, সত্যকার কোম্পানীর লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, তারাও বলেছে আমরা প্রস্তুত, সমস্ত এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল এবং অডিটর-

জেনারেল দিয়ে পরীক্ষা করা হোক, এই সত্য নিরূপণ করার জন্য। আজকে এ-কথাও বলা হয়েছে, প্রফুল্লবাবু মিনিস্টার অফ রিহ্যাবিলিটেশন, তার যোগাযোগে ২১ লক্ষ টাকা বেরিয়েছে —এর চেয়ে নির্জলা অসত্য আর কিছু নাই। কারণ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিজে গিয়ে, লাইসেন্স দিয়ে, পারমিট দিয়ে টাকা স্যাংশন করেছেন, এর সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্ট-এর ল্যোন কানেকশন নাই। আজকে এ-কথা বলতে চাই, সত্যিকারের এই কোম্পানীর ভিতর খারাপ কি আছে না আছে সেটা বিচার করে, আজ আমাদের স্পীকারের আচরণ ভাল কি মন্দ—একমাত্র এটাই যদি সত্যিকারের উপায় বলে আশ্রয় করে থাকেন, ওঁকে বিপন্ন করার জন্য তাহলে কোন অভিমত প্রকাশ করা চলবে না যে, আজকে তিনি ডাইরেক্টর থেকে কি ন্যায় অন্যায় করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোম্পানীর ব্যালান্স-সিট এবং সমস্ত খাতাপত্র একজামিন করে দেখি। কাজেই আমি বলব, আজকে কোন মতামত প্রকাশ করা যেতে পারে না। এই হাউস জাস্টিফায়েড হবে না কোন সেন্সিবল ভিউ নিয়ে এই মোশনটাকে পুট করা। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, কন্ডাক্ট যদি চুরি-জোচ্চুরির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাহলে কেন শংকরবাবু ছাড়েন নি সেটাই প্রশ্ন। কিন্তু এখানে বলা হয় নি, এ গ্রাউন্ড ছাড়া আর কোন গ্রাউন্ড আছে। অনেক বন্ধু বলেছেন রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপ্‌লস এ্যাক্ট - আমিও বলব কনস্টিটিউশন-এ কোনরকম বাধা নাই স্পীকার হওয়ার। মিনিস্টার এবং স্পীকার পৃথক পর্যায়ের লোক, এদের এক পর্যায়ভুক্ত করবেন না, হাউস অফ কমন্স-এর অফিসার-এর যে লিস্ট আছে, সেই লিস্ট-এর মধ্যে স্পীকার পড়ে না। কাজেই মিনিস্টার যে কাজ করতে পারে স্পীকার তা পারেন না।

He cannot be director of a firm, he cannot be director of an industrial establishment

এটা প্রযোজ্য নয় স্পীকারের প্রতি। একটা মস্ত বড় প্রশ্ন আসবে যে, সরকারের এরকম করা উচিত কিনা। এরকম কনভেনশন থাকা উচিত কিনা। আমি এটাই বলব আজকে, যে এ্যামেন্ডমেন্ট আমরা দিয়েছি, তা দ্বারা এটা প্রতিপন্ন করতে যাচ্ছি না -

It is open to Speaker to join any concern

আমরা তারও বিরোধী, আমরা সেটাও সাপোর্ট করছি না। কোন স্পীকার কোন এস্টাব্লিশমেন্ট এর সঙ্গে জড়িত থাকলে কোন কথা উঠতে পারে সেখানে আমি বলব স্পীকার-এর ঔচিত্যবোধ আছে, উই উইল লিভ ইট এ্যাট হিজ ডিসক্রিশন। আমার মনে হয় সেটাই বলা উচিত হবে আমাদের বলা। কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাই, আজকে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শংকরবাবুর বিরুদ্ধে রেজলিউশন পাশ হয় কিংবা রেজলিউশন সমর্থিত হয় আমি বলব সমর্থিত হওয়াটাই বড় কথা নয়। আজকে যে মোশন এসেছে, নো কনফিডেন্স মোশন স্পীকার এর বিরুদ্ধে যাতে বাংলা বিধানসভা যাকে এখনো সর্বোচ্চ মনে করেন, যাকে অন্যান্য প্রদেশ অনুকরণ করে, তার মর্যাদাহানি করেছেন, ক্ষুণ্ণ করেছেন। এ-কথা বলে আমি এই নিবেদন করব যে, এখনও সময় আছে আপনারা চিন্তা করুন। আমি বিরোধী বন্ধুদের আহ্বান করে এই অনুরোধই জানাচ্ছি যে তাঁরা বাংলা দেশে একটা নজির স্থাপন করে এই মোশনকে উইথড্র করে নিতে পারেন। (ভয়েস: উইথড্র করুন, উইথড্র করুন।)

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Mr. Deputy Speaker, Sir, I think I shall be guilty of underestimating the situation if I do not call the atmosphere in this House today unprecedented. What has further added to this is the fact that in the annals of the legislative procedure in this House at any rate after we achieved independence such a motion has never been brought for the consideration of the honourable members. It is, therefore, an unprecedented occasion. At the same time, it is a sad day, it is a melancholy day that a strong section of this House should gather together to express its views against the conduct of the custodian of their rights and privileges. Personally speaking as far as I am concerned what has added further to this sad aspect of the

matter is this that by cruel irony of fate I stand today as one of the impeachers of the person with whom for over ten years I have worked in complete unanimity in the vocation that I practise. For over one year I had worked with this person as a colleague belonging to the same political party. And apart from my own personal association our respective families have been associated for years together—perhaps the Chief Minister will be able to say how long. But nonetheless why do we stand here to indict the Speaker, Mr. Banerjee, today? It is because we think that we shall be failing in our duty if we do not protest against certain acts of indiscretion that has undoubtedly been committed by him. Sir, I do not think any one in his senses can possibly argue that there is no convention that the Speaker of this House should not be a Director of a limited company. Sir, conventions are not created merely because certain rules have been observed for a considerable length of time. The following up of a particular practice or a particular set of rules for a considerable number of years, for a considerable period of time is in my mind not the only essential prerequisite for the creation of a convention. A convention can be created by the frequency of the application with which a particular procedure, a particular thing has been followed. And I think I shall be perfectly justified in saying that it is the established convention of this House that the Speaker of this August Assembly should have no outside interest. I can cite illustrations. Here from the annals of this House uptill recently after we achieved our independence there sits, Sir, in the Treasury Benches the Hon'ble Minister for Law. He had been the Speaker of this House, but we know, Sir, as a matter of fact that as soon as he became Speaker of this House, he did not have any outside interest whatsoever. That is what is expected from members of this Assembly, also from the people of Bengal who have throughout showed to the whole of India what should be the perfect code of behaviour of public servants. That is the code of behaviour which we expect from anybody who sits on that Chair and to whom we shall be duty bound, as votary of democracy, to pay our homage. Therefore, Sir, when we say that the sacred convention, the sacred practice is being deviated from, we think that it is our duty to raise our voice in protest. I shall say this that we shall never allow the Speaker of this House to abandon the healthy convention and embark upon the verge of peril in the unchartered sea of disgraceful behaviour or improper behaviour. We shall support this tradition and it does not matter if by the majority of votes of the honourable members of the other side our no confidence motion is defeated. It is not a question of its being won and lost. What we are discussing today are things which are far higher, far greater than a mere question of a motion being lost or won. We are discussing today a fundamental thing, a very fundamental principle upon which the edifice of our Parliamentary democracy is to be based. If we find that that foundation is being shaken, we shall be failing in our duty if we do not rise up and say that at least our voice or protest should be heard. I heard the other day the Chief Minister saying—I think he will correct me if I am wrong—that we have no such convention and in a country where there was a written constitution there is no scope for any convention. Sir, if that be his view I would humbly say that we on this side of the House totally disagree with his views. The Chief Minister may perhaps like to quote his favourite foreign country, the United States of America and that is why I took pains to find out from various books on constitutional law of the United States of America as to whether in that country, where a written constitution prevails, there was any scope of convention. I find that there are numerous conventions established and created in the United States of America which even go against the letter and spirit of our Constitution. In Great Britain of course we have conventions as we have conventions here. I shall give one or two examples of those conventions. Under Articles 162 and 163 of the Constitution after the General Elections are over the Governor of a State is authorised to appoint the Chief Minister. It is not in the Constitution that the

person whom the Governor chooses to appoint as Chief Minister should be the Leader of the Majority Party. There is no rule, no principle is laid down in our Constitution whereby the Governor can be guided in the matter of appointing this Chief Minister.

[5-40—5-50 p.m.]

But nonetheless immediately after the first general election—and that was nearly two years after our written Constitution was enacted—immediately after two years of the passing of our Constitution, we found that the Governor in each and every State called upon the leader of the majority party, a member of the Lower House, to form a Ministry. Why did the Governor act as such? Was there anything in the Constitution—our sacred Constitution—to compel him to do so? I shall most emphatically say "No". There is nothing in our Constitution authorising the Governor to act in such a manner. Then why did the Governor act in this way? Because he knew the conventions that were there with regard to parliamentary practice and procedure, based mostly on the conventions existing in England, whereby it was incumbent upon him to call upon the leader of the majority party in the Lower House to form the Government of the day.

Sir, I shall give you another illustration. Under the Constitution th Governor can at his pleasure dismiss a Minister. Will any Governor in Indi dare to do such a thing, although if he does so, he is perfectly authorised b the provisions of the Constitution to do so? He will not. Why not? Becaus of conventions. In our parliamentary procedure there are defects, no doubt. Perhaps in some future—perhaps not very distant future—changes will be made but uptill now we owe our allegiance to the Constitution and this Constitution is for the most part, if not entirely, based on the procedure obtainable in th United Kingdom. Sir, the Hon'ble Minister for Education, about whose education nobody can question, rightly pointed out to you certain sections of th rules of procedure in the House of Commons while discussing a point of orde that had been raised a couple of hours ago. Sir, the Education Minister, I tak it, is well-versed in the parliamentary procedure obtainable in our countr He was one of the members of the old Council and a member of the Swaraji Party and, as such, he knew that from the first time we had Legislativ Assemblies and Councils, we have been following the practice and procedur as were to be found in England. Therefore, he cited that particular rule. Ma I ask him—and I am sure he knows it—is it not also the practice, the convention, the usage, the custom in the United Kingdom that the Speaker canno be a Director of a public limited company? He cannot question me. He wi have to say that that is the convention. Sir, in any case, I have before me report from the Select Committee on the Chairman of the Ways and Mear where this particular question was gone into in the year 1948 in Englan There is answer to a question put. Sir Gilbert Campion—now Lord Campion—had categorically stated that as far as the Speaker is concerned, he does no have any outside interest. The question put to him was by Mr. Eric Fletche and it was put in this form: Am I right in thinking that as far as the Speake is concerned, the Speaker does not have any outside interest? The answer wa: That is so. That was the recommendation accepted by this particular Committee. It is not customary to refer to any books written by authors who ar still living, but I think I should be justified on this occasion to refer to a ver useful book that has come out recently. I am glad to say that the author o that book is our own officer, Mr A. R Mukherjea. In that book he ha collected various precedents and if any honourable member cares to look a this book and go through some of the pages, he will be convinced that th convention is, the convention was and the convention will continue to be, th

a Speaker of a Legislature cannot be the director of a company. There are various reasons for this convention. I can take perhaps hours giving you such illustrations but I will be content with citing only two or three concrete cases.

Take what has been said by Mr. Sudhir Chandra Ray Choudhuri. My honourable friend has said that for the years 1957 and 1958, contrary to the provisions of the Indian Companies Act now in force, this Sugar Mill Company has not filed any accounts with the Registrar of Joint Stock Companies. You know as well as I do, and I take it as well as every other member in this House knows, that this is an offence under the Companies Act and makes the directors liable to a daily fine. It is not customary to refer to newspapers, but if any honourable member had taken care to go through the reports of the Court matters he must know that that now-famous Haridas Mundra was convicted of the same offences. For some years accounts have not been filed No prosecution has been launched. But suppose prosecution was launched, what would be the effect. I know as the Judicial Minister for some time that we have exempted certain persons from appearing before courts of law—Ministers, State Ministers, the Speaker and you. Therefore, I do not know perhaps the Speaker will claim that he is not bound to appear before the court, he ought to be tried on commission. This would lead to various difficulties. I give you another instance. If what is stated by the member who has been returned from the North Burtola constituency is correct, in spite of the forceful speech of my friend Sj Tarapada Chaudhuri, this company will ultimately find its way in the company courts. There are provisions in the Companies Act whereby examination of directors can be ordered, provisions in the Companies Act whereby summons can be taken against the director of a company God forbid, if such proceedings were taken what would happen We shall have to witness the spectacle of a Speaker—the custodian of our rights and privileges—being one of the respondents in proceedings of an unsavoury nature before our courts of law. Take a particular instance, if any legislation comes before the House—be it on sales tax, be it with regard to any aspect of industry, be it with regard to sugar industry in particular—the Speaker sitting there in his chair in the heart of his heart will have a direct interest in the deliberations of the House, for, if the proposal of the Government is that extra sales tax should be levied on sugar or if the proposal of the Government is that certain industries should be forthwith nationalised or if the proposal of the Government is that certain companies should be conducted in a certain manner, directly or indirectly it is bound to affect the director of the private company and the industrialist sitting in that Chair which is occupied by you today, Mr. Deputy Speaker, Sir. Therefore, Sir, for these reasons——

[5-50—6 p.m.]

Mr. Deputy Speaker: Mr. Ray how long will you take?

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, I will take 10 or 15 minutes more I will try to be as short as possible. These are very important matters, Sir. These are matters which have to be closely looked into by us and then we have to see as to what is the spirit of our Constitution—apart from these conventions.

Sir, if you look to Article 202 of the Constitution you will find that the framers of the Constitution took great pains to make the office of Speaker beyond any controversy because in Article 202 the salaries payable to the Speaker and the Deputy Speaker are charged on the Consolidated Fund. We here are not competent to vote on that expenditure. The Speaker and the Deputy Speaker are above us. We cannot criticise them. We cannot deal with the question of salary payable to them. The Speaker of the House has unique position.

He is equated with the Chief Justice of a State. He is given the same position of honour in the Warrant of Precedence. I may use a modern expression "Protocol" according to which the position of Speaker is equated with the Chief Justice of a State—so high is his position, so exalted and dignified is his position. Therefore, for a Speaker occupying the same position as the Chief Justice of a State, to be the Director of a commercial undertaking is something which this House cannot possibly accept as being an example of correct behaviour on the part of any Presiding Officer, a Speaker sitting in the Chair.

Shri Tarapada Chaudhuri was very analytical today—he has given certain facts and figures. He certainly made some analytical statements which according to him should have been accepted. But unfortunately Shri Tarapada Chaudhuri although proceeding in an analytical way had gone wrong on facts. He has said that the honourable member from North Burtala only cited documents of 1956 and that he had shown a balance-sheet of 1958. The documents that were placed were documents of sale and of mortgage, dated September, 1957, when Mr. Sankardas Banerji was a Speaker of this House. Secondly, Sir, Shri Tarapada Chaudhuri was careful enough to show a pro forma balance-sheet but, Sir, that balance-sheet did not see the light of day. It was never placed before the shareholders, nor was it placed before the Registrar of Joint Stock Companies. That balance-sheet has perhaps come to existence aftor the no-confidence motion was tabled in this House. That is the position. Therefore, although he proceeded analytically, he proceeded on false assumption of facts and his arguments fell to the ground. My friend Syed Badrudduja is not here. I always like to listen to his dispassionate speeches. He made a very impassioned speech. He requested me to behave in the same manner as he did. I am not capable of doing that—I freely admit it. If any comparison can be made with regard to this no-confidence motion and the no-confidence motion that was moved by the Swarajya Party in the old Bengal Legislative Council, I find that the crime, the indiscretion for which the Speaker was impeached is 100 per cent. less in magnitude than the crime and the indiscretion with which we are charging the Speaker today. Sir, our Chief Minister had made a gallant speech. As I said, that 42-year old Bidhan Chandra Roy is dead. But I liked him, I respected him and I read the speech and I still read that speech of the 42-year old Bidhan Chandra Roy. He said then that "I am not going to throw open the door of the House to show to the people outside this subservient Speaker tied to the aprone string of a bureaucratic Government". Sir, I shall not throw open the door of this House for if I do so, I am afraid, then the contagion of dishonesty and corruption emanating from the 72-year old Chief Minister will affect our people and will bring about a total destruction. I am not going to do that. The Speaker Mr Banerji—he is not present in the House—is a man really of law, a man upright as I know him to be—I know him because when I was a Minister I know of a case where the Chief Minister promised a post on a particular consideration, and I saw the letter written to the Chief Minister by Mr Sankardas Banerji protesting against it, saying that this cannot be done. That was Sankardas Banerji holding an independent position. But, Sir, I came out. He did not. As a result the contagion that I was speaking about has affected him and a man upright as we have known him to be, forceful in his opinion, today is unfortunately before us alomst like a sad spectacle—a sad day is in in the life of Mr. Speaker Banerji. Why has this happened? The charges that have been made by honourable member from North Burtala are grave charges. These charges will be debated here and also perhaps in the House of the People. The chief fault of Mr. Speaker Banerii has been to have blindly followed what the Chief Minister and the Food Minister told him. His chief defect was to rely totally on the advice of these two venerable gentlemen. Perhaps I should not use the word "venerable" because I was sorry to hear the Chief Minister saying the other

ay that "Shri Siddhartha Shankar always throws age at me". I am not throwing age at you. I am not complaining because you are old. I am complaining ecause you have reached your second childhood—if our sages are to be believed ou are three or four years old and as such you cannot distinguish between ight and wrong. Being in that position you have led us to the position where e are in today. Sir, this is a serious matter, a matter which has to be gone nto in every possible detail. By allowing the amendment of the honourable iember from Chowringhee you have also indirectly allowed us to speak on ther matters. Even when this no-confidence motion was tabled I was surprised) read in the papers that our Speaker had gone to some students' conference nd declared to the students that in his opinion every student should be a soldier f the Congress. I have press cuttings with me. Nobody contradicted. Such Speaker does not inspire any confidence. If there is anything upon which can build up a healthy parliamentary procedure and a healthy democracy is the absolute impartiality of the Speaker. This impartiality must exist, and ot only exist, this impartiality must appear to everybody from highest to the west of the low. What impartiality can we expect from a Speaker who roclaims that every student of the State should become a soldier of the Congress?

—6-10 p.m.]

hat impartiality can we expect from a Speaker who counts upon the Ministry r loans as Director of this Company? What impartiality can we expect from Speaker whose company is totally mortgaged? Sir, therefore, these are matters hich we shall have to go into and I am sure the honourable members are aware f the fact that they are today responsible for taking a very important decision. ir, there are three or four things which I hope the Chief Minister will clear p. Is it a fact, Mr Chief Minister, that on the very day land was sold to this mpany for roughly Rs 62,000, on that very day when the Government sold is land for Rs 62,000 to the company, did Government that very day accept at land as security for the payment of a loan to the company for 21 lakhs rupees? I want to know from the Chief Minister under what system of counts, acting under what provision of law, following what principle of logic id the property worth Rs.62,000 change into a property worth 21 lakhs of ipees? Money is advanced, as is generally known, only for about half or iree-fourth of the value of the property Under what logic the property worth s.62,000 was allowed to be taken as security for the loan of 21 lakhs of ipees? I shall ask the Chief Minister by what principle of law, by what rinciple of accounting was this very property again mortgaged a second time—iis time to the Government of Bengal—for a further sum of 15 lakhs. By hat magic a property worth Rs.62,000 was changed into a property in respect which loans can be advanced up to 36 lakhs of rupees? Is it a fact, Mr. hief Minister, that the Government has spent nearly 70 lakhs of rupees for is company? Is it a fact, Mr. Chief Minister, that this Company's cheques e being dishonoured in the market? Is it a fact, Mr. Chief Minister, that our General Secretary, the Secretary of the Parliamentary Party, is an active irector of the Company? Is it a fact, Mr. Chief Minister, that the Speaker the West Bengal Legislative Assembly acted as Chairman in the meetings the Board of Directors not once, not twice, but time and time again, practilly always? Is it a fact, Mr. Chief Minister, that this company had proclaimed at production would be started by the end of 1956? Is it a fact, Mr. Chief linister, that up till today there is no chance, no hope for any production? Is it fact, Mr. Chief Minister, that no one had been employed to work in the factory? it a fact, Mr. Chief Minister, that on the development account moneys have been ent to pay the Managing Directors and to pay for the travelling expenses totally

unconnected with any development work? If it is not, then the balance-sheet is false; if it is not, then the documents are forged; if these are not facts, then all these certified copies of the document brought by Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri are fabricated documents, absolutely false and steps should be taken against the appropriate departments of the Government for having supplied Mr. Ray Choudhuri with false certified copies of documents and Government registers. Is it a fact, Mr. Chief Minister, that by taking a loan of 21 lakhs from Government this company has declared that they have assets worth 21 lakhs of rupees? Is it a fact, that the alleged property and the alleged assets worth 21 lakhs of rupees included L.C. worth 17 lakhs? Is it a fact, Mr. Chief Minister, that the letter of credit has been shown as property? Is it a fact, is it your opinion that the letter of credit can ever be treated as property? These are questions to which answers must be given if we want democracy to work, if we do not want the country to start a bloody revolution With these words, Sir, I support this motion.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend Shri Siddhartha Shankar Ray has told us that I am suffering from second childhood. It may be I will be re-born before he gets older. He ought to remember that hard words break no bones. He may talk harshly, but that does not carry conviction.

What are the facts? Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri has said that the total amount of shares sold by the Company has been a very significant sum, and if I remember his words, most of it was of the preference share type Sir, the total amount of equity share sold up-to-date is Rs.12 lakhs 40 thousand; total amount of preference shares sold is Rs.4 lakhs 59 thousand. Not double He said something about giving 6 per cent., 7 per cent., 10 per cent preference rates in order to induce people to buy preference shares. It is entirely untrue. All these Rs.16 lakhs worth of shares have been sold The actual amount that has been realised is Rs 14 lakhs 33 thousand.

The second point that he has made is that payments had been made from the Relief Rehabilitation Department of Rs.21 lakhs, without any security. According to the arrangements made with the Company by the Government the payment had to be made on the basis of machines and other things that come over from time to time. As a matter of fact, Rs.21 lakhs have been paid between the month of December, 1957, and the month of June, 1958. Every time any products came from outside it came in the name of the West Bengal Government. One of the stipulations was that they must be consigned to the West Bengal Government, and it is only when Rs.18 lakhs worth of things came that we gave them Rs.9 lakhs—50 per cent. of the total invoice. As I have said before, the consignment being in our name we would not pass it nor we would pay money until the machinery and equipment, etc., are available.

The next point he said was there was arrangement that there should be three Directors of the Government of whom one will be the Managing Director. The actual arrangement was that one-third of the total number of Directors would be nominated by Government, that one of the nominated Directors shall be the Managing Director, that any expenditure over Rs.5,000 will have to be approved jointly by the two Managing Directors, all cheques over Rs.5,000 would be signed jointly by the two Managing Directors. It is true that this stipulation in the Articles of Association took some time because of some objection on behalf of certain shareholders to allowing ex-officio Directors in the Company. The matter had to go up to the Government of India. It was sent up by the Company in December, 1958.(?) On the 6th June the permission of the Government has been obtained for having 3 Directors.

[6-10—6-20 p.m.]

Three Government nominees are Mr. R. K. Datta Gupta who is already appointed Joint Managing Director, Shri Udayan Chatterjee, Joint Director of Industries of our Government, and the District Magistrate of Birbhum. These three men are looking after the interest of the Government which has given money, which has given debenture loan to the company. There is a reference made about the arrangement which the Directors of the Company was going to make for starting a second factory. Sir, the last item of the resolution passed by the company was this: Scheme of amalgamation at a final stage is to be approved by the State Government of West Bengal. When the matter came up before us we refused to give the sanction for the company to amalgamate with the South India concern and, therefore, it stopped there. Sir, there are before us today two propositions. One is a resolution by the members of the Opposition asking for the removal of Shri Sankardas Banerji from the office of the Speaker of the Legislative Assembly on account of his being associated as a Director with the Ahmedpur National Sugar Mills Limited to which the Government have paid money. The proposal to remove the Speaker from his office is not due to any particular action which the Speaker might have taken in the discharge of his duty as Speaker in this Assembly, but the motion is based upon the fact of his being a Director of the Ahmedpur Sugar Company to which the Government has paid money. Sir, under Article 178 of the Constitution Shri Sankardas Banerji was elected Speaker of the Assembly on the 4th of June, 1957 He was also given under Article 186 of the Constitution a salary as fixed by the Legislature of the State by law. Therefore he is not disqualified under Article 191(1) of the Constitution from being a member of the Legislative Assembly of the State. He holds an office of profit which is declared by the Legislature of the State by law not to disqualify the holder In Article 191(e) there is a provision that a person may also be disqualified under any law made by Parliament The only law that has been made by Parliament in this connection is the law for disqualifications for membership of a State Legislature described in the Representation of Peoples Act, 1951 In this Act it is mentioned in section 7(e) that if a person is a Director, managing agent, manager or secretary of a company or corporation other than a co-operative society in the capital of which the appropriate Government has not less than 25 per cent. of shares, he shall be disqualified. I will prove to you just now that no share of the Ahmedpur National Sugar Company of which Shri Sankardas Banerji is a director has been purchased by this Government. The money that has been given to the company in the form of a debenture loan will have to be repaid in a certain number of years. Obviously, therefore, the office of a Director held by the Speaker cannot under any existing laws be regarded as disqualifying him from being a member of the Assembly. The legal basis, therefore, which may be raised by the mover is unfounded. In this Legislature, I said the other day, no convention has yet been established which prevents the Speaker from becoming a Director of a company of which no shares are owned by the Government. I say that for this reason at one time I had a discussion with my friends and I did suggest before this motion was put in that a convention should be established, and the process that I suggested was that there should be a small committee of members belonging to different groups who should consider the points from all aspects and request the Speaker to establish a convention and not to continue to be a Director of the company. But I was informed that this did not meet with the approval of those who thought otherwise. Sir, I may mention here a distinction made between a Speaker and a member of the administration. We have heard a great deal of lecture on what happened to the Speaker of the Assembly and of the House of Commons unlike the Speaker of the Assemblies in the Commonwealth countries is never contested. If the Speaker has to contest

his seat he has to do it on the basis of a certain organisation and if he is a member of the P.S.P. then he has naturally got to look to the interests of the organisation of which he is a member. My friend Sj. Iswar Das Jalan 3 or 4 years ago suggested that in future no Speaker would be called upon to contest an election. If we establish that other consequences will follow. Speaker in the House of Commons has got many privileges which we have not. My point is this what would be the extent of our convention. Suppose our Deputy Speaker or Sj. Bankim Mukherji becomes the Speaker for a day or two. Would they sever their connection with outside bodies? I think only talking loudly won't do. We have to carefully consider all these points. Sir, he has been asked to resign althogh legally as I have already pointed out there is no law to force him to resign yet he has been asked to resign. In this connection I think the amendment of Sj. Bijoy Singh Nahar is very appropriate. This National Sugar Mill is a company registered under the Companies Act, 1955 and Sj. Sankardas Banerji was a signatory to the Memorandum and Articles of Association of the Company. He became automatically the Director on the date of registration—1955, that is to say, 22 months before he actually became the Speaker on the 4th June 1957. On the 7th January, 1956, a meeting of the Board of Directors was held when the following resolution was passed regarding the payment of remuneration for Directors. They passed that the Directors had gladly agree to forego the said remuneration till the production of the sugar mill commences.

[6-20—6-30 p.m.]

No Director's fees have been paid to any of the Directors since then. On the 8th of March, 1956, the Government of India granted the Industrial Licence to the company under the provisions of the Industries Development and Regulation Act, 1951. On the 21st of May, 1956, the Controller of Capital Issues, Union Ministry of Finance, permitted the company to issue shares of the value of Rs.25 lakhs. In October, 1956, the Joint Stock Company permitted the company to commence business.

Sir, It has been asked as to how much money they have. In order to allow them to commence business, the Registrar of Joint Stock Companies must have satisfied himself—he does his duty, I supose—as to what actually was the bank balance on that date. On the 19th February, 1956, the National Sugar Mills Ltd. approached this Government for financial assistance. At first it was suggested that there should be a Co-operative Society of the cane-growers of the locality who would be given money by the Government and the Society could then buy shares in the Sugar Mills Company, but eventually, after considering all aspects of the question, the proposition did not materialise. I can tell you that at that stage we had no discussion with Shri Sankardas Banerji and you may be surprised to know that I did not even know that he was a Director of the company. (Sj. Siddhartha Shankar Ray: Question.) You may question because some people question everything.

On the 8th of August, 1957, the State Government decided to give a debenture loan of Rs.10 lakhs to be paid directly to the company's bankers—the money is to be paid directly to the company's bankers. I say that deliberately because a lot of mud has been thrown at us. It has been said that not only it was wrong for Shri Sankardas Banerji to be a Director but to be a Director of a company which has not been found to be satisfactory from the financial point of view. Sir, to this company the State Government gave a debenture loan of Rs.10 lakhs to be paid directly to the company's bankers as part payment of the cost of plant and machinery. The suppliers, Messrs. Duncan Stewart Ltd., Glasgow, however, would not agree to supply all the

machinery unless either the balance of Rs.15.75 lakhs was paid or a guarantee was given by the Government to the suppliers for getting this sum before 1961.

The financial assistance—the agreement for which was drawn up by my Law Officers and my Solicitors—was promised under certain conditions: That one-third of the total number of Directors would be nominated by the Government; that one of the nominated Directors shall do the function of the Managing Director; that the machinery to be imported will be consigned to the State Government; that the entire assets should be hypothecated as charge to the Government of India for their loan of Rs.21 lakhs and as a second charge to the State Government for their loan of Rs.10 lakhs and the guarantee of Rs.15.75 lakhs and that the mill shall sell to the State Government its entire output of molasses at 4 annas per maund and bagasse at the fixed rate of Rs.10 per ton during the subsistence of the loan and the guarantee.

Sir, comment has been made as to why we made this limited arrangement. That it because we wanted to get control over the resources of the company so that we could get back our money as quickly as possible. My own calculation was that on account of these two items—molasses and bagasse—Rs.2 lakhs a year would be paid back by the company and the company has to pay back our loan in 20 years so that we were fairly covered for the loan that we had given. The interest on the loan given would be 1 per cent. over the prevailing bank rate. The Government of India would pay Rs.21 lakhs and would be repaid in 15 years and the Government of West Bengal's loan would be repaid by the company in 20 equal instalments together with the interest due, the first insalment commencing from September, 1962. Supposing as some members have said, no sugar is produced—and nothing has happened—I am sure there are assets there worth about Rs.56 lakhs and there is nothing to prevent us from taking the same.

The loan sanctioned by the Government of India was of Rs.21 lakhs on the 5th October, 1956, and this 21 lakhs was not paid to the company in one lump but it was paid in small instalments, the last instalment being paid on the 27th June, 1958.

The position of the company is this: The total paid-up capital is 12.37 lakhs; the total loan given by the Government of India and the West Bengal Government is 30.99 lakhs; and short-term loan is Rs.65,500. The total capital is 44 lakhs. To this is to be added the guarantee of 15.75 lakhs given by the Government of West Bengal; the company has to pay it back one half in September, 1960, and the other half in September, 1961.

The total capital and liabilities along with other minor liabilities amounted in December, 1958 to Rs.63,00,727. For the plant and machinery a sum of Rs.49,85,494 was given to the company inclusive of the guarantee. The company has got 100 odd blocks on hire-purchase system. The preliminary development expenses between the 3rd August 1955 and 31st December 1958 amounted to Rs.5,81,157. It is not merely for the development of the area; we paid various charges, electricity charges, transport charges, etc., as well as salaries to those who were working from 1955 to 1958.

It appears that since December 1958 the company has been able to sell some more shares worth Rs.1,95,000.

The total physical assets of the company today including the machinery which has been bought and the building erected would roughly be nearly Rs.50 lakhs for the plant and machinery, Rs.4 lakhs for the land and building and Rs.5.61 lakhs for preliminary expenses—the total being Rs.59.61 lakhs. This

includes the amount of Rs.15.75 lakhs for the guarantee given. There will be a few other liabilities to be paid by the company. I understand that the custom duty has been doubled—instead of 2 lakhs they have to pay 4 lakhs.

From the above recital it will appear that the company is in a sound position and that the money which has been advanced by the Government of India and the Government of West Bengal is fairly secure. But I may mention also that in the matter of securing the loan from the Government of India or the Government of West Bengal, Shri Sankardas Banerji had no hand. The matter was placed before the Government by the Managing Director and the officers of the Government made personal enquiries.

So far as the loan from the Government of India in the Relief and Rehabilitation is concerned, I have a recollection that Mr. Meher Chand Khanna himself went to the area and was satisfied with the work done and promised to take in about 600 refugees. I am as keen as anybody else to see that the position of the Speaker is unassailed—not only unassailable but unassailed. I am anxious to see, therefore, that he may not do anything which may create difficulties in the way of conducting the business in the House. The way in which attempt has been made to give the dog a bad name and hang him is a matter to which we cannot agree.

[6-30—6-40 p.m.]

If there was any method by which we could by arrangement come to any convention it will not only be a good thing for the Legislature but it will be a good thing for the country as a whole to follow. I do say again and I repeat what I said before that our Constitution—our laws do not naturally prevent a particular person who holds his office as a Speaker from being a member of a Company whose shares have not been bought by the Government. But as was pointed out by some speakers there is something like propriety in such matters and it is possible that we can lay down certain directions in which the propriety of the matter may be vindicated and conventions may be established so that there may be no difficulty in this matter in future. As far as I have gathered from the speeches of this House both of this side and the other there is not much comment upon the behaviour of the Speaker, so far as his action or activities within the Legislature is concerned or so far as any legislative matter is concerned. But this is a matter in which it is the desire of some members to have a new departure although not provided in law but it might result in a convention being established. For that the matter has to be left to the Speaker. But today's motion and the amendment have to decide what we think of the activities of Mr. Sankardas Banerji for the last two years. After that is disposed of we may consider the other proposition, if necessary.

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কিভাবে এই প্রস্তাবটা এখানে এসেছে। আপনার হয় ত মনে আছে যে, এখানে দু-দিন উপরোপরি আমরা শুনলাম মিহিরবাবু এবং সুধীরবাবুর কাছ থেকে যে, আমাদের স্পীকার, এই যে চিনির কল তৈরী হচ্ছে, তার সঙ্গে ডাইরেক্টর হিসাবে জড়িত আছেন। সেদিন শ্রীসুধীর রায়-চৌধুরী মহাশয় যখন এই ন্যাশনাল সুগার মিল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের স্পীকারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করছিলেন, তখন দেখলাম যে স্পীকার যেন শুনতেই পান নি এইরকম একটা ভাব দেখালেন। এটা আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগে। আজকে ওদিক থেকে ২-১টা বক্তৃতা যা শুনলাম তাতে তাঁরা স্পীকারের মর্যাদার কথা বলছেন এবং আমাদের

তাঁরা পার্লামেন্টারী রীতিনীতিও শেখাতে লাগলেন। (নয়েজ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চেস।) আমি বলছি যে, আপনারা এসব করবেন না, কারণ আপনারা যা বললেন আমরা তাতে কোন গোলমাল করি নি এবং এবার আমাদের কথাও আপনাদের শুনতে হবে। আর তা ছাড়া এটা তো পার্লামেন্টারী রীতি নয়। আপনারা আজকে পার্লামেন্টারী রীতিনীতি ইত্যাদির কথা বলছেন, কিন্তু স্পীকার যে, এইসব অমর্যাদাকর কাজ করছেন এসব সম্বন্ধে তো কেউ কিছু বললেন না। যাই হোক আমরা জানতাম যে, উনি এটার ডাইরেক্টর, কিন্তু সেদিন এটা শোনবার পর যখন তাঁকে বললাম যে, আপনার বিরুদ্ধে এই যে-সব কথা এখানে বলা হচ্ছে এ-বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য। এর উত্তরে যখন তিনি বললেন যে সাবস্ট্যানটিভ মোশন না এলে কিছু বলা যায় না, তখন এই বিষয়ে একটা বাদানুবাদ হল এবং তাতে উনি ক্ষিপ্ত হয়ে আবার বললেন যে, এসবের জবাব উনি দেবেন না। তিনি আরও বললেন যে, আমাদের যা নিয়ম আছে সেইভাবে যদি অভিযুক্ত করা হয় তাহলে আমি তার জবাব দেব—ফ্রম দি ফ্লোর অফ দি এ্যাসেমব্লী। এই বলার পর আমরা বললাম যে, আপনি আমাদের বাধা করবেন না আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে তাতে আপনি এবং আমরা উভয়েই চুপ করে থাকব এ জিনিস হতে পারে না এবং এটা কোন পার্লামেন্টারী নিয়মে নেই। সুতরাং আমরা পরে একসঙ্গে বসে ঠিক করলাম যে, এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আমাদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে যে, তাঁর উচিত ছিল না কোন জায়গার ডাইরেক্টর হওয়া। তারপর আমরা শুনলাম যে, এটা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোম্পানী, সেখানকার নানারকম গলদ, দুর্নীতি ও ফর্জারী অফ ডকুমেন্টসের কথা শোনার পর এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। এখন আমাদের দুটো জিনিস জড়িয়ে গেল। আমরা ভাবলাম যে, আমাদের অপোজিশন থেকে এটাকে লাইটলি নেওয়া উচিত নয়। বাংলা-দেশের স্পীকারের বিরুদ্ধেই যে কেবল এই অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে তা নয়; স্বাধীনতার পর লোকসভায় এসেছে, উড়িষ্যাতেও এসেছে, কিন্তু আমরা ভাবলাম আর কিছু করা যায় কিনা। ধরুন, এরকম করতে পারি কিনা যে, দুটো আলাদা করে নিলাম স্পীকার আর কোম্পানীর সে ব্যাপার, সরকারের যা ব্যাপার কিন্তু আমরা আলোচনা করে দেখলাম যে এটা করা যায় না, আজকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এই দুটো জিনিস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে—তখন ভাবলাম যে এই প্রস্তাব আনা ছাড়া আর উপায় নেই। তার মধ্যে একটা মুখ্য উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমাদের সবাই-এরই আছে যে একটা কনভেনশন, রীতি ঠিক করা। কতকগুলি ঐতিহ্য যা অন্য দেশে আছে, তা আমাদের এখানে তৈরী হয় নি, সেটা হচ্ছে কি, যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটা কনভেনশন, এ ব্যাপারে ওঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য এরকম কোন প্রস্তাব যে করা আমাদের উচিত নয় এ বুঝি, এরকম একটা বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে এটা হওয়া উচিত নয় এও বুঝি। এগুলি উচিত ছিল আগে থেকে হয়ে যাওয়া, যাতে এসব প্রশ্ন না উঠে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা হল না। এটা খানিকটা দুঃখের বিষয় বৈকি, কারণ আমরা দুটোকে একসঙ্গে করতে চাই নি কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে আমাদের এটা করতে হচ্ছে। অনেকে বলেছেন, আমিও বলি কারণ আমিও সহি করেছি এই প্রস্তাবে—আমার কথা হচ্ছে এখন দেখছি যে এই প্রস্তাব এসে ভালই হয়েছে, কারণ কংগ্রেসপক্ষ থেকে যা বলছেন তা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রী যা বলে চলে গেলেন তাতে আরো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—আবার একটা কনফিডেন্স প্রস্তাব এনেছেন এ্যামেন্ডমেন্ট আকারে এবং তাতে মন্ত্রীরাও পার্টিসিপেট করেছেন। আমি বলি এই যদি ওঁদের মত হয়, তাহলে আমাদের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীর সর্বনাশ হয়ে যাবে—এই দৃষ্টিভঙ্গী ওঁরা যদি না বদলান তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য এটা এসে ভালই হয়েছে। যদিও কনভেনশন এভাবে হবে কি হবে না, কি করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন জানি না, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমি মনে করি কোন স্পীকারের সাহস হবে না এইভাবে বাইরের কোন কোম্পানীর সাথে জড়িত হওয়ার, বিশেষ করে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন কোম্পানীর সাথে—অন্ততঃ এগুলি রেকর্ডেড হয়ে থাকবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য আমি মনে করি এটা ভালই হয়েছে। যদি পরবর্তী কালে কমিটি করে আমরা কিছু এন্টারটেন করতে পারি, তাহলে আরো ভাল কিন্তু এই যদি ওঁদের আউটলুক হয়, চিন্তাধারা হয় তাহলে ত কিছু করা সম্ভব নয়।

[6-40—6-50 p.m.]

তারপর আমি নীতির কথা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, সে-বিষয়ে আমি আশা করি সুধীরবাবু যে কথা বলেছেন তার তিনি একটা জবাব দেবেন। এবং জবাব দেবার তাঁর অধিকার আছে। কিন্তু যা এখানে অভিযোগ হ'ল কোম্পানী সম্বন্ধে এবং শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি তার সঙ্গে কিভাবে লিপ্ত আছেন সেই সম্বন্ধে কোন জবাব পেলাম না। আমি অন্তত বুঝতে পারলাম। যেমন তার দুই-একটা আমি বলি, যেমন ধরুন, যে কোম্পানীর যে আইন আছে সেই আইন এরা লঙ্ঘন করেছেন, অপরাধী তারা এবং এমন কি আদালতে অভিযুক্ত হতে পারে, এইরকম একটা চার্জ হয়েছে। এটা ঠিক কিনা তার কোন জবাব পেলাম না। জবাব পেলাম না, ঐ যে ৬২ হাজার টাকার যে প্রপার্টি, যেটা সরকার বিক্রী করলেন এদের কাছে, সেটার উপর আবার ২১ লক্ষ টাকা কি করে এ্যাডভান্স করে দিল মর্টগেজ করে, এটার কোন জবাব পেলাম না। জবাব পেলাম না, এ প্রশ্নের যে লেটার অফ ক্রেডিট যেটা খোলা হল, সেটাকে প্রপার্টি হিসেবে কি করে ধরা হল। কোন্ নিয়মে—এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তো জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। তিনি টাইপ করে এনেছিলেন, কে লিখে দিয়েছেন—এখানে পড়ে গেলেন, তারপর ফাইল বগলে করে চলে গেলেন। আমি শুনছি স্পীকারের কাছে ভাল করে জবাব পাব। আবার মাঝে শুনছিলাম উনি আসবেন না। এখন এই যে লেটার অফ ক্রেডিট এটাকে প্রপার্টি বলে কি করে ধরা হ'ল। এটা এখানে অভিযোগ এসেছে স্বাভাবিকভাবে জবাব আমরা চাইব। কিন্তু জবাব আমরা পেলাম না। আমরা জবাব পেলাম না ঐ কথার, যে প্রোডাকশন এখানে উৎপাদন আরম্ভ করবেন ১৯৫৭ সালে ওঁরা যেটা বলেছিলেন। কোথায় সে উৎপাদন। এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার এক্সপ্লানেশনটা কি? এটা সরকারী টাকা বলে, প্রাইভেট ব্যবসাদার নয় বলে? সেখানে কোন বিজিনেস প্রিন্সিপল কিছু থাকবে না? এইভাবে টাকা নিয়ে নষ্ট করবেন। যেটা ১৯৫৭ সালে হবার কথা, সেটা ১৯৬০ সালে হবে? এটা কি হতে পারে কখন? এইভাবে তারা যদি একজাম্পল সেট করে, তাহলে অন্য ব্যবসা-বাণিজ্য কি হবে দেশের? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলছেন, স্টেট সেক্টর-এর কথা বলছেন। স্টেট সেক্টর-এ না হক, এইভাবে তাঁরা লাখ লাখ টাকা লোন দিচ্ছেন। একটা দুটো টাকা নয়, ৭০ লাখ টাকা তাঁরা এইভাবে ব্যবস্থা করছেন। একটা কোম্পানী ফ্লোট করবার জন্য এইভাবে তাঁরা কি ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, কার টাকা লোন দিচ্ছেন? কোন কংগ্রেস নেতার জমিদারীর টাকা না, আমার আপনার টাকা, সাধারণ মানুষের টাকা- এই টাকা নিয়ে এই ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। যার সঙ্গে যুক্ত আছেন দুর্ভাগাবশতঃ আমাদের স্পীকার। এর কোন জবাব পাই নি। জবাব পাই নি এ-কথার যে ডেভেলপমেন্ট খাতে কি করে ওঁরা ঐ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে ১৬ হাজার টাকা দিলেন? যে অভিযোগ এসেছে—আমাদের পর্যন্ত জানা ছিল না, যিনি এটা এনেছেন তিনি অভিযোগ করেছেন কিন্তু তার জবাব কোথায়? অথচ জবাব না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন। এরকম আরও অনেক আছে, যেগুলি সুধীরবাবু বলবেন। কিন্তু আমি যেগুলি নোট করে রেখেছিলাম তার জবাব পেলাম না। এখন জানি না এই জবাবগুলো কে দেবেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তো চলে গেছেন। অন্য কেউ যদি দেন তো দেবেন—কিন্তু জবাব আমরা এখনও পাই নি এটা জানিয়ে রাখলাম। এবং গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এমন কি মুন্সীর নাম পর্যন্ত করা হয়েছে। সে যেভাবে অভিযুক্ত হয়েছে; যে চার্জ-এ তার ফাইন দিতে হয়েছে, সেইরকম ধরনের জিনিস এই কোম্পানীতে হয়েছে। অনেকে বলছেন যে বাঙ্গালী একটা প্রতিষ্ঠান, বোধ হয় তারাপদবাবু ঐখান থেকে বলেছেন। আপনারা এটা উঠিয়ে দেবেন? কি কোরব, আপনি বলতে পারেন কি কোরব? বাঙ্গালীরা যদি এইরকমভাবে কাজ করে এবং সেই বাঙ্গালীর সেরা বাঙ্গালী মুখ্যমন্ত্রী এর জবাব পর্যন্ত না দেন, আমরা কি করতে পারি? এরকম করেন কেন? বাঙ্গালীর বদনাম করবার অধিকার আপনাদের কারো নেই। কারো নেই আপনাদের। সেই বদনাম করছেন কেন? এ তো আমাদের কথা, এই তো আমাদের অভিযোগ। আমরা দুইদিন পর বাইরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারি না। যখন এইভাবে আপনারা কথা বলেন, যখন এইভাবে আপনারা ব্যবস্থা করেন। বাঙ্গালী বলে সাত খুন মাপ হবে? আমাদের টাকা নিয়ে সরকার লুণ্ঠন করবে, আর আমরা বলব বাঙ্গালী তো। চমৎকার? আর ইন্ডিয়ান হলে বলবেন ঐ বেটা চোর। এই হচ্ছে

জাতীয়তাবাদ, এই হচ্ছে আপনারা দেশকে ভালবাসেন। এই কথা ঐখান থেকে আমরা শুনছি। সেইজন্য আমি বলছি ঐসব প্রশ্ন তুলবেন না। ওসব প্রশ্নের অনেক ঊর্ধ্বে থাকার প্রয়োজন আছে এইখানে। এখানে গুরুতর অভিযোগ এসেছে—এটার জবাব দিতে হবে। বাঙ্গালীর কথা যদি বলতে চান তাহলে জবাব দিন ভাল করে। স্যাটিসফাই হতে দিন আমাদের, আমরা খুসী হব, মাথা নত করে আমরা নেব। খুসী হব এই কথা শুনে যে, এখানে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটী নেই। বাঙ্গালীকে বুঝিয়ে দিন, ভারতবর্ষকে বুঝিয়ে দিন যে আমরা ঠিকমতন ব্যবসা চালাতে পারি। কথা রাখতে পারি। তাহলে কিছু বলার প্রয়োজন হত না। কারণ সরকারের বিরুদ্ধে হয় ত আমাদের অনেক কথা বলার আছে, সেটা আপনারা জানেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জি এমন কোন তো কথা নেই যে, তারও আমরা বিরুদ্ধ হয়ে গেছি। তিনি ট্রেজারী বেঞ্চ-এ বসেছেন। তিনি তো ট্রেজারী বেঞ্চ-এর লোক না। তিনি তার থেকে আলাদা হয়ে গেছেন, ঐ মাঝখানে উনি বসেছেন। সেইজন্য এ-কথা ভাববেন না যে, শুধু একটা বদনাম করবার জন্য আমরা অভিযোগ এখান থেকে আনছি। তারপর একটু নীতিগত কথা বলতে চাই। সময়টা খুব কম, তবুও এটা মার্ক্স সাহেবের বই না; কার্ল মার্ক্স-এর বই না মে সাহেবের বই। এখন এইগুলি নিয়েই তো আমরা চলি। কাজেই এর কথাবার্তা দিয়েই আপনাদের বোঝাতে হবে। মার্ক্স সাহেব বললে তো বুঝবেন না। সেইজন্য আমি খালি দুই-একটা পড়ে দিচ্ছি যে স্পীকারের কি হওয়া উচিত। কি আমরা এক্সপেক্ট করি তাঁর কাছ থেকে, এই কথাগুলি। আমি একটু পড়ে দিই।

"The chief characteristics attaching to the office of Speaker in the House of Commons are' authority and impartiality. The symbol of his authority is the Royal Mace ইত্যাদি। তারপর Reflections upon the character and actions of the Speaker may be punished as breaches of privilege. His action cannot be criticised incidentally in debate or upon any form of proceeding except a substantive motion. His authority in the Chair is fortified by many special powers which are referred to below. Confidence in the impartiality of the Speaker is an indispensable condition of the successful working of procedure, and many conventions exist which have as their object not only to ensure the impartiality of the Speaker but also to ensure that his impartiality is generally recognised."

এই হচ্ছে জিনিস যা আমরা স্পীকারের কাছ থেকে চাই। হাউস অফ কমনস-এ যেটা আছে সেই একটা জিনিস আমরা এই হাউস-এ ফলো করি। আমাদের সংবিধানেও লেখা আছে আমাদের যতদিন রুলস লেজিসলেশন না হচ্ছে ততদিন আমরা হাউস অফ কমনস-এর দ্বারা গাইডেড হব। আমি অবাক হয়ে গেলাম—আমার মনে আছে একবার এখানে হঠাৎ একটা কথা হল গেজেটে নাকি বেরিয়েছে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জি—আমাদের স্পীকার- তিনি রিক বোর্ড বলে একটি বোর্ড মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় যেটা নাকি তৈরী করেছেন, তিনি তার চেয়ারম্যান হয়েছেন। এরকম একটা কথা হতেই আমি স্পীকারের কাছে ছুটে গেলাম, বললাম, এ-কি কথা! ১,২০০ টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে—উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন, আমি আপনাদের চিঠি দেখাতে পারি। তিনি সে চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমি কখনও ও পোস্ট নেব না—আমি সরকারের কাছে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করলাম তিনি স্পীকারের মর্যাদা রক্ষা করছেন। কিন্তু আমি ভাবলাম যিনি ওঁকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়—যিনি এখানে অনেক [illegible] কথা বলে গেলেন, কনস্টিটিউশন পড়ে গেলেন, আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করলেন—কোন বাধা নেই স্পীকারের বাইরের কোন কিছুর সঙ্গে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে, ডাইরেক্টর হবার ব্যাপারে। কিন্তু এসব পড়বার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু আমি ভাবলাম এই যে, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আছেন—তিনি এতদিন ধরে এ্যাসেমব্লীতে আছেন, এ ভদ্রলোক তো কিছুই জানেন না। এরই জন্য বোধ করি আমাদের স্পীকারের বিরুদ্ধে এই-সমস্ত অভিযোগ আজকে আমাদের আনতে

হচ্ছে। আমি ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের স্পীকার এই ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে পা দেন নি—কিন্তু অবচেতন চিত্তে হলেও পা তিনি দিয়েছেন—আনকন্সাসলি হলেও তিনি পা দিয়েছেন—অন্ততঃ যে পা তিনি দিয়েছিলেন, যখন তিনি স্পীকার হলেন, তখন তার থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নি—কারণ, এই মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তিনি কেন এই ব্যবস্থা করলেন?

[6-50—7 p.m.]

তিনি এ ব্যবস্থা কেন করলেন? একবারও কি চিন্তা করলেন না—তিনি তো শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, লীডার অফ দি হাউস-ও বটে। তাঁর একি জানা দরকার নয় যে, কখনও এই কাজ করা উচিত নয়। এ থেকেই সবাইকে বুঝতে বলি যে, তিনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন লেজিসলেটিভ এইভাবে চলবে, কোন আইন-কানুন, কোন কনভেনশন-এর স্বীকৃতি তাঁর কাছে নেই। তাঁর মত একজন অটোক্র্যাট, আনডিমোক্র্যাটিক লোক খুব কমই মেলে। আজকে বলছেন কমিটি করুন, কনভেনশন করুন—আমি মনে করি এরকম হওয়া উচিত নয়, আবার বলে যাচ্ছেন আমি তো এ-কথা জানতাম না যে শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এ ছিলেন। আপনারা এসব কথা বিশ্বাস করেন কি করে জানি না - আমরা তো বিশ্বাস করি না। তাঁর বয়স হয়েছে, হয় ত তিনি ভুলে গেছেন, ভুল তাঁর হতে পারে, কিন্তু জানতেন না এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে? আপনারা যতগুলি মন্ত্রী আছেন, আপনাদের প্রত্যেকের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত খবর ওঁর নখদর্পনে থাকে অথচ সেই ব্যক্তি সেখানে ৭০ লক্ষ টাকা দুই সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, তার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এ শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি আছেন তা জানতেন না। যিনি মাছের কারবারে শ্রীপ্রতাপ মিত্রকে দিয়ে বেশি দামে মাছ কিনিয়ে নেন, কম দাম দিতে প্রস্তুত লোককে হটিয়ে দিয়ে . . ..

Mr. Deputy Speaker: No-confidence motion is against the Speaker and not against the Chief Minister.

Sj. Jyoti Basu:

হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলছিলাম যে, মুখ্যমন্ত্রী জানেন না এটা বিশ্বাস করি না, তার জন্যে একজাম্পল দিয়ে বলছিলাম, যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে বলব না। শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জি আগে এম.এল.সি. ছিলেন, তারপর স্পীকার হলেন এবং স্পীকার থাকলে এই ডাইরেক্টরশীপ থেকে রিজাইন করতে হবে এ-কথা মুখ্যমন্ত্রীর ভুল হয়ে গেল। একজন মাননীয় সদস্য বললেন, আপনারা তো তাঁকে স্পীকার ইলেক্ট করেন, যখন তিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স-এ ছিলেন, তখন কেন এ-কথা বললেন না। এ-কথার লজিক বড় চমৎকার। আমাদেরই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন, আমরা যেন অপরাধ করেছি জেনে ফেলে এবং এখন আমাদের বলতে হবে—সবটাই আমরা জেনে ফেলেছি, আপনি এবার সরে পড়ুন। কিন্তু রীতিনীতি তো কিছু আছে—আগেও সে-কথা বলেছি, সেগুলি ছেড়ে দিন। হাউস অফ কমনস-এ খানিকটা ঠিক হয়ে গেছে, লর্ড কাম্পেন-এর সাথে, যেটা আলোচনা হয়েছিল সিলেক্ট কমিটিতে এবং সিদ্ধার্থ রায় যা পড়ে শুনিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায় স্পীকার-এর আউটসাইড ইন্টারেস্ট থাকা উচিত নয়। এখানে ওঁদের এই নীতি অর প্রিন্সিপল বুঝান কঠিন, কারণ ওসবের কোন বালাই এ'দের কাছে নেই। সেজন্যে খুব প্র্যাক্টিক্যাল দিক থেকে একটা কথা ওঁদের কাছে বলেছি—অন্ততঃ শ্রীশঙ্কর ব্যানার্জির গ্রুপের সেটা বিবেচনা করা দরকার। স্পীকার একটা কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত আছেন সেটা যখন আলোচনা হ'ল, ওঁর বিরুদ্ধে এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস বা ব্যক্তিগতভাবে, ওঁর বিরুদ্ধে যদি কোন চার্জ আসে সেই চার্জ-এর সত্যামিথ্যা নিয়ে আমি বলতে যাচ্ছি না। আমি বলতে চাই, যদি কোন সত্য নাও থাকে, কিন্তু যখন এখানে আলোচনা করছি স্পীকারের বিরুদ্ধে, হয় ত কিছু কিছু কথা এসে গেল, কারণ, স্পীকারের বিরুদ্ধে এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে যদি একসঙ্গে না বলতে পারি তাহলে বলাটা সম্পূর্ণ হয় না। তাহলে এই ৭০ লক্ষ টাকার যে প্রাইভেট কোম্পানী

তার সম্বন্ধে বলতে পারলাম না, গ্যাগ্‌ড হলাম। এখানে তাহলে কি উপায় হবে? আমি সব বলতে পারব না তার একমাত্র কারণ স্পীকার সেখানে জড়িত—স্পীকার এর মধ্যে না থাকলে সমস্ত কথাই বলতে পারতাম, কিন্তু যেই স্পীকার এসে গেলেন, আমি আর বলতে পারলাম না। এই যে ব্যবহারিক দিক—প্র্যাক্টিক্যাল সাইড—এইদিক থেকে বিচার করুন। বৃটীশরা আর যাই না হোক খুব প্র্যাক্টিক্যাল লোক, তা না হলে এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন সৃষ্টি করতে পারত না। তাঁরা অনেক দিন দেখেশুনে, নানারকম সুবিধা-অসুবিধা, জেনেশুনে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কতকগুলি প্রিন্সিপল খাড়া করেছিল। আমি মনে করি নিশ্চয়ই তাঁদের আলোচনায় এজাতীয় কথা হয়েছিল। সেসব দিক থেকে বিচার করে দেখুন। আর একটা দিক লক্ষ্য করুন—এটা কি করে হতে পারে যে, স্পীকার কিছু বলতে পারছেন না অথচ ওখানেই বসে আছেন। আমরা যখন একটা কোম্পানীর সম্বন্ধে বলছি, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস নিয়ে বলছি, স্পীকার সেই ডিবেট-এ পার্টিসিপেট করতে পারছেন না চুপ করে বসে আছেন। তাঁকে ডিফেন্ড করতে মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন—স্পীকারকে ডিফেন্ড করলেন, কোম্পানীকেও করলেন, সেখানে কোথায় রইল স্পীকারের মর্যাদা, স্পীকারের ইম্পার্শিয়ালিটি যথাযথ রক্ষিত হল কি এবং এক্ষেত্রে রক্ষিত হওয়া সম্ভবও নয়। আলাদা জায়গায়, আলাদা পেডেস্টাল থেকে যেন বসেছেন, কিন্তু সেই মর্যাদা তো তাঁর থাকবে না। আমরা একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনলাম, কংগ্রেস থেকে আনা হল আস্থা প্রস্তাব তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা এবং এটা তো পাশ হয়ে যাবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ১৯২৮ সালে লেজিসলেচার-এ বলেছিলেন, একটা স্লাভিস মেজরিটি নিয়ে কিছু পাশ করলেই তার মস্ত মূল্য হল না। এখানেও তো তাই, পাশ তো করলেন, কিন্তু স্পীকারের মর্যাদা থাকল কোথায়? অপোজিসন-এর যদি পাঁচজনও সদস্য বলে আপনার রুলিং সম্বন্ধে আমাদের আস্থা নেই, তাঁদের উপর যদি এক, দুই বা তিনবার এরকম কোন ইঙ্গিত থাকে, তাহলে কোথায় রইল স্পীকারের মর্যাদা? এদিক থেকে আমাদের জিনিসটা বিচার করতে হবে। সেজন্যে আমি বলেছিলাম যে, নীতি এবং প্র্যাক্টিস দুটো মিলিয়ে আপনারা বিচার করে দেখুন।

তারপর ধরুন আর একটা বলছি। এখানে আমরা বৃটীশদের কথা বলি—ওঁদের যা ভাল আইন-কানুন, নীতি আছে তা আমরা নিয়ে থাকি। এ্যাংলো-স্যাক্সন জুরিসপ্রুডেন্স-এর একটা কথা আছে—

Justice must not only be done but it must appear to have been done

এই যে এ্যাপিয়ারেন্স এটা দরকার। লোকে মনে করতে পারবে, চোখের সামনে দেখতে পাবে যে, হ্যাঁ, জাস্টিস আছে। এটা একটা মস্ত বড় জিনিস। এ-কথাটা তো বহুদিনের পুরান কথা, এটা তো গ্রহণযোগ্য। ল কমিশন-এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনেক কথা আপনারা হয় ত বলতে পারেন, কিন্তু ল মিনিস্টার, সেন্টার-এ যেটা প্লেস করলেন, তাতে কতকগুলি কথা বলা হয়েছে যা ভাল বলেই মনে করা যায়।

[7—7-10 p.m.]

সেই আলোচনা করতে পারেন, বিরুদ্ধ পক্ষ অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু তার মধ্যে আমি দেখেছি ল মিনিস্টার যেটা প্লেস করেছেন পার্লামেন্ট-এ, সেইরকম যে কতকগুলি কথা আছে যে, আগেকার দিনে বৃটীশ জজ-রা, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা মারতে যেতেন না, নেমন্তন্ন করলেই এখানে-ওখানে চলে গেলেন, এই জিনিস তাঁরা করতেন না, গভর্নর-এর বাড়ীতে গিয়ে বসতেন না, এই কতকগুলি নিয়ম-কানুন তাঁরা মানতেন। কেন, ঐ এ্যাপিয়ারেন্স অফ জাস্টিস এটা মস্ত বড় কথা। এটা নয় যে, কোন লোক বলতে পারেন যে, আই এ্যাম ট্রু টু মাইসেল্ফ। আই এ্যাম অনেস্ট এইটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এটা অন্য লোকে মনে করবে যে, হ্যাঁ, আপনি যে রুলিং দিচ্ছেন, আপনার যে এ্যাটিচুড এগুলি সত্যিই বিয়ন্ড সাসপিসিয়ন এইটাই আমাদের বারে-বারে মনে করতে হবে। কাজেই আমি মনে করি যে, এই কথাটা বারে-বারে আমাদের মনে করে রাখা ভাল, প্রতিনিয়ত মনে রাখা ভাল, তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ঐ স্পীকারের চেয়ারে যিনি বসবেন তিনি তাঁর কাজ করতে পারবেন না। তারপর

আমি আমার শেষ কথা বলব, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, অবশ্য এখন ইচ্ছা হয় আরো কতকগুলি কথা বলতে, কেন ওখান থেকে হঠাৎ একটা প্রস্তাব আনলেন, বঙ্কিমবাবু একটা ওয়ার্নিং দিলেন তাও ত শুনলেন না, আপনিও রুলিং লিখে এনেছিলেন পড়ে দিলেন, এখন কথা হচ্ছে যে, তাতে স্কোপটা ওয়াইডেন করে দিলেন। আমরা এটা চাই নি, কারণ যদি এই কথা কেউ বলেন যে, হাউস-এর ভিতর তিনি কি করেছেন না করেছেন এই যে জিনিসগুলি এগুলিও আমরা আলোচনা করতে চাই নি, কারণ আমরা ভেবেছি যে, এইগুলি যদি করতে হয় তাহলে আমরা সেইভাবে প্রস্তাব দিতাম। আমাদের যে কিছুই বলার নেই তাত নয়, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা চাই নি। আমরা চাচ্ছিলাম যে, একটা ভাল মত কিছু হয়ে যেত। কিন্তু ওখান থেকে, ওঁদের বুদ্ধিটা একটু বেশি ত কাজেই জিনিসটা ওয়াইডেন করে দিলেন। এর ফলে এখন ত আমরা যে কোন জিনিস বলতে পারি। এখানে কি হয়েছে, না হয়েছে, এই দুই বৎসর ধরে তা আমরা সব বলতে পারি। কখন কি আমাদের সঙ্গে স্পীকারের গোলমাল হয় নি, এখানে তাঁর রুলিং সম্বন্ধে; এখানে তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে, এখানে তিনি কিভাবে কাকে কটাক্ষপাত করেছেন সে সম্বন্ধে কি আমাদের কিছু বলার নেই? কিন্তু আমরা মনে করি নি যে সেগুলি এমন ব্যাপার বা এমন পর্যায় গিয়ে পড়েছে যে আমাদের নো কনফিডেন্স মোশন আনতে হচ্ছে। তা যদি আমরা মনে করতাম, নিয়ে আসতাম। কিন্তু নিশ্চয় আমরা তা মনে করি নি। আমরা মনে করেছিলাম যে, সে-সব করতে হলে আরো কিছুদিন দেখতে হবে এবং আমি এ-কথা না বললে আমার কর্তব্যের বিরুদ্ধে আমি কাজ করব যে, আমি দেখেছি, আমার এখানে অভিজ্ঞতা আছে. আমি আরো ২-৩ জন স্পীকার দেখেছি, কিন্তু আমি এ-কথা বলব শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি যে কারণেই হোক, কারণ এটা হতে পারে যে, তিনি বরাবরই বলতেন যে, আমি টেম্পোরারী ম্যান, আমি কতদিন আছি ঠিক নেই, আমাকে হয় ত ব্যবসায় ফিরে যেতে হবে, ওসব গোলমাল-টোলমালের মধ্যে আমি নেই, কারণ যাইহোক, কিন্তু আমি এই কথা বলব যে, আমরা অন্ততঃ ২-১টা ব্যাপারে যেগুলি আগে ভীষণ গোলমাল হোত, একেবারে হাউস বন্ধ হয়ে যেত, এইরকম ব্যাপার হোত, সেটা কতকগুলি ব্যাপারে হয় নি; এই যে প্রোগ্রাম ড্র আপ করার ব্যাপারে সেশন-এর আগে কোন্ দিন কি হবে না হবে, আমরা গিয়ে ওঁর ঘরে বসে জিনিসটা করতে পেরেছি। এখানে আমরা ২-১টা রিকোয়েস্ট করেছি, তা পেয়েছি, কিছুটা হয় ত পাই নি, সে আলাদা কথা, কিন্তু এটা আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছই নি যে, উনি সরকারের পক্ষ টেনে কথা বলেন। কিন্তু এরকমও ঘটনা হয়েছে, আমি যখন সুযোগ পেয়েছি, বলে দিচ্ছি, বার-বার করে ত আর নো কনফিডেন্স আনা যায় না, ওঁরা যখন সুযোগটা বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন বলে নিই, যে আমাদের মধ্যে অনেক সময় আলোচনা করেছি যে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি এটা কি ভাল করছেন যে তিনি কংগ্রেসের মিটিং-এ এ্যাক্টিভ পার্টিসিপ্যান্ট। বলবেন যে এখানে ত আইন নেই। সত্যি কথা, আবার কে বললেন যে, ওঃ আপনারা স্পীকারকে কন্টেস্ট করেন আবার আপনারা এইরকম কথা বলছেন, ডাক্তার রায় বলেছেন। তাহলে সেটা আগে ঠিক করুন। বয়স হয়েছে, ভুলে গিয়েছেন বোধ হয়, শ্রীশৈল মুখার্জির ব্যাপারে তিনি হয় ত বলবেন আমি জানি না, শৈল মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আমাদের আলাপ হয়েছে যে, স্পীকারকে কন্টেস্ট করা উচিত নয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমার পার্টির কাছে আমি এ-কথা বলতে পারি, এই কনভেনশন হওয়া উচিত কিনা তা আলোচনা করতে পারি কিন্তু তার আগে একটা কথা জানতে চাই, আপনার কাছে যে, আপনি ইন্ডিপেনডেন্ট দাঁড়াবেন কিনা, আপনি ডিক্লারেশন দেবেন কিনা যে, আপনি নির্বাচিত হবার পর মিনিস্টার হবেন না।

তিনি বললেন, এই ডিক্লারেশন আমি দিতে পারব না, কি করবেন, বলুন। আর একজন এখানে বসে আছেন, মন্ত্রী, ল মিনিস্টার শ্রীজালান, তাঁর বিরুদ্ধে বলছি না, চান্স যখন পেয়েছেন, মন্ত্রী নিশ্চয়ই হবেন, সেটা বলছি না। কিন্তু তিনি ছিলেন স্পীকার। আমাদের বিশেষ কোন অভিযোগ ওঁর বিরুদ্ধে হয় নি, তখন আমরা অনেক ক্ষুদ্র ছিলাম, অনেক সুযোগ-টুযোগ আমাদের দিতেন। উনি বহুদিন থেকে চেষ্টা করেছেন যে স্পীকার থেকে কি লাভ হবে? কি করা যাবে? তবুও তো শঙ্করবাবু কিছু বলেন-টলেন—একটু বেশি বেশি কথা, উনি তো কথাই বলতেন না। স্পীকার মানে যেন চুপ করে বসে থাকা, সেজন্য উনি

চেষ্টা করেছিলেন মিনিস্টার হওয়া যায় কিনা? এর আগেও নুরুল আমিন ছিলেন, খুব চটে গেছলেন স্পীকার করাতে, স্পীকার হওয়াটা যেন কেউ পছন্দ করে না, যাইহোক চান্স যখন এল তখনই মন্ত্রী হয়ে গেলেন, আর মন্ত্রী হওয়ার আগেই ঠিক ছিল যে, নির্বাচিত হলেই মন্ত্রী হবেন। এখন কথাটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যদি না বলতেন, আমি বলতাম না। তারপর পণ্ডিত নেহরুকে লেখা হয়েছে, মত চাওয়া হয়েছে, স্পীকারস' কন্ফারেন্স-এ এর আগে দু-একটা বিষয় আলোচনা হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন পার্টি-ম্যান হবে না, এখন হবে। এবং এই হয়েছে, ঐ যে ওয়েলিংটন স্কোয়ার-এ আমরা কাগজে দেখেছি, সেটা কন্ট্রাডিক্টেড হয় নি এখনও, শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি বলেছেন যে, সমস্ত যুবকদের, ছাত্রদের নাকি কংগ্রেস ভলান্টিয়ার হতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। আমরা শুনেছি উনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন কংগ্রেস পার্টির মিটিং-এ উনি কংগ্রেসের ইলেক্‌শন ট্রাইবুনাল-এর চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ব্যাপারে এ্যাক্টিভ পার্টিসিপান্ট ইন দি কংগ্রেস পার্টিস এ্যাফেয়ার্স। এ জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে, এইভাবে আমরা এসব দেখছি। আমরা আগেকার দিনেও শুনেছিলাম স্পীকারস কনভেনশন-এ এরকম কথা হয়েছিল এগুলো করা উচিত নয়, অন্ততঃ এ্যাক্টিভ পার্টিসিপ্যান্ট হওয়া উচিত নয়। ওদিকে দুই-একজন বলেছেন এতে দোষ কি আছে? আমি বাইরে যাই, এখানে এসে যদি অপোজিসন-এর প্রতি ইম্পার্শিয়াল হতে পারি তাহলে ঠিক আছে। এটা ঠিক কথা নয়। কেন? ভেবে দেখুন। আপনি সত্যই কি ইম্পার্শিয়াল? প্রতিনিয়ত এই সন্দেহ থেকে যাবে অপোজিসন-এর। যিনি এত এ্যাক্টিভলি কংগ্রেস সংস্থার সঙ্গে জড়িত এবং কার্যে অংশ গ্রহণ করেন, তিনি যদি একটা রুলিং দেন, যা আমাদের পছন্দ হল না, তখনই মনে হবে এটা অন্যায় কিছু নয়, মনে হবে আপনি ইম্পার্শিয়াল হতে পারছেন না। কারণ আপনি কংগ্রেস মেম্বার। সেজন্য আমরা যখন অভিনন্দন জানাই স্পীকারকে, তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর তখন বার-বার এ-কথাই বলি যে, আপনি পার্টিটাকে একটু ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। এই কথা আমরা বলি, এই কারণে। আরও অনেক কারণ আছে, আমি ডিটেইলস-এর মধ্যে গেলাম না, কারণ প্রস্তাবের মধ্যে আনি নি, সেজন্য আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু এটা চিন্তা করা দরকার ভবিষ্যতের জন্য; কেন না, ভবিষ্যতে এরকম যদি মোশন আসে, তখন কি হবে এটা চিন্তা করা দরকার। আর বেশি কিছু কথা নেই।

শেষ কথা হচ্ছে যে, এখন স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জিকে ঠিক করতে হবে, তিনি এখন কি করবেন? তিনি এসেছেন হাউসে, একটা জবাব নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু আমি বলব বদরুদ্দোজা সাহেব বলেছেন অনেক উঁচুতে উঠতে, উঠে জিনিসটাকে দেখতে, যাতে ভোট ইত্যাদি কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু কোম্পানী সম্বন্ধে যে অভিযোগ শুনেছি, তাতে আমি তো অন্ততঃ মন স্থির করতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ-সমস্ত ছেড়ে দিন, ভোটে কি হল না হল, কিন্তু স্পীকারের কাছে এটা শুনতে চাই, অবশ্য তিনি, স্পীকার যদি থাকেন তাহলে কোম্পানীর ডাইরেক্টর থাকবেন কিনা। আর যদি কোম্পানীর ডাইরেক্টরশিপ এত গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে স্পীকারশিপ ছেড়ে দিতে হবে, এ দুটো অল্টারনেটিভ আছে, এ ছাড়া আর কোন পথ নাই।

[7-10—7-20 p.m.]

তারপরে আমি শুধু এই কথা বলব যে, আজকে আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা কোনরকমভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ঐ ধরনের কিছু করবার চেষ্টা করি নি। কারণ সিচুয়েশন ইজ টু সিরিয়াস ফর দ্যাট, কারণ আজকের এই হাউস-এর আলোচনার দিকে তাকিয়ে আছে সমস্ত ভারতবর্ষ, এবং তারা দেখছে বহুদিন পর এইরকম একটা ঘটনা ঘটছে, আমরা আর সেটা রিপিট করতে চাই না। আমি বলব কোম্পানী ও স্পীকার একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এটা আলাদা করতে পারি না সেইজন্য এটা আনতে বাধ্য হয়েছি। আমরা যে কর্তব্যের জন্য এই কার্য করেছি সেটাকে কেউ মিসআন্ডারস্টান্ড করবেন না। এবং আমরা আশা করি আমাদের এই আলোচনার ফলে কোম্পানীর তরফের

উত্তর যদি কেউ দিতে পারেন, তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, স্পীকারের এইরকম কোন আউটসাইড ইন্টারেস্ট থাকতে পারে না। আমি তাই বলছি এই হাউস শেষ হবার আগে এইটে ডিক্লেয়ার করে দিন যে, এই কনভেনশন আমরা এখানে এস্টাব্লিশ করলাম। এই আমার শেষ নিবেদন।

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): Mr. Deputy Speaker, Sir, although I was not present in the House, I have very carefully listened to every speech that was delivered from the floor of this House. To start with Mr. Sudhir Ray Chaudhuri in the course of his speech said "I am not going to make any personal attacks." I think that is the very language he used and I am very grateful for that. I was told that "allegations will be made against me in person" but I find that the entire speech has been devoted to one solid question, namely, the Directorship and the Company. That is how I understood the speech. Therefore I am not going to launch into any controversy.

It may come back to your mind that one of these days—I forget the exact date, but it was just before the no-confidence motion was tabled, a reference was made about my Directorship, and connection with the Company and so on and there was a little furore in this House. I was asked to vacate the Chair so that a discussion might be held. I resolutely said "I won't". I was not quite prepared for a discussion on the occasion either, I do not remember exactly what had been said. Since then I have given the matter my most anxious thought because it is a matter not merely affecting me but it affects the position of the Speaker of the House. I do not think I will be divulging a secret if I say that I met some of my friends who are sitting in the opposition benches. They came and told me—I think quite rightly—"Look, you are a friend of ours. If the affairs of the Company is ever discussed in this House, then you will not be in a position to take an unbiassed view sitting in the Speaker's Chair". I thought it was a correct approach, a correct view to take and I told my friends that that was so. I look at the matter purely from a lawyer's point of view. The position is that in view of the fact that the Government has made certain advances to the Company of which I am the director some people may feel that I shall not be able to take an unbiassed view in giving my rulings if the propriety of such advances is questioned in the House.

The members of the Legislature have a right to say whether the money should have been advanced or not. If such a question is raised and is discussed it may embarrass the Speaker. May be as a result of the discussion it would appear not one rupee had been lost, may be everything would be found above board, but then it must be borne in mind that the Speaker's ruling is sacrosanct. You must not allow anybody even to whisper a word against the decision of the Speaker; that is my confirmed view. I was looking up the legal position also—naturally being a professional man my curiosity was roused. What is the legal position? Many of the honourable members of this House quoted May's Parliamentary Practice, but I went a step further. I got into touch with somebody in the House of Commons, whose name I better not disclose; you can take it from me that he occupies a very high position, and I received an answer to a cable which I had caused to be sent. I am reading out the contents to the honourable members: "Practice is that Commons Speaker on election of Speakership resigns all public directorships (stop) Concerning private directorship would depend on the nature of the Company but Speaker would certainly not take any part in activities of Company likely to be connected with Parliament or Parliamentary business in any way". That is the practice that is followed in England today. What is the practice in India is a matter which has to be considered. I looked up a book and found that the practice is not uniform in the Commonwealth countries—whether it is good or bad we will presently discuss.

"The Speakership", I am reading from "Encyclopædia of Parliament" by Norman Wilding and Philip Laundy—which is one of the latest publications—"The tradition of the Speakership has been inherited by Parliament throughout the Commonwealth, but usually with certain modifications. Whilst in the Chair the functions of a Speaker overseas correspond with those of the Speaker of the House of Commons, and similar ceremonial attends his entering and leaving the Chamber. The dissociation of the Speaker from party politics, however, has not been achieved in so complete a manner as has been found possible in Great Britain. It is common for the Speaker to enter the political field when he is not occupying the Chair, and the continuity of office which has become an established principle of the Speakership of the House of Commons, irrespective of any change of government, is not a feature of the appointment in other Parliaments. In Canada, Australia, and New Zealand, for instance, the Speakership is regarded as a privilege of the party in power, and the occupant of the Chair usually changes with the Government. The Speaker is generally opposed in his constituency during a General Election, and fights for his seat along partisan lines like any other candidate. When the House goes into committee the Speaker does not necessarily refrain from taking part in debates and voting in divisions. It is possible that in these relatively small Parliaments which are accustomed to precarious majorities the Speaker's vote in committee is regarded as too important to sacrifice. Although the subject of much criticism, this system does not necessarily reflect upon the impartiality of the Chair. It is still possible for an active politician to discharge the duties of the Speaker with fairness, although it is unlikely that he can acquire the same position of detachment which characterizes the Speaker of the House of Commons and which is such a desirable attribute of the office."

[7-20—7-30 p.m.]

Now, it cuts both ways, but again I say, if you ask my personal opinion in the matter I yet feel that House of Commons practice is the key practice which should be obtained everywhere. Whether it is to be found in other Commonwealth countries or not it matters to me very little. A suggestion came from one of the honourable members of this House that a Committee be formed to decide how best to act—my personal views are at the moment—that a Speaker should not act as a Director. In England, the convention is based on certain fundamental principles. Firstly, his financial security for life. Once elected a Speaker he remained Speaker for ever. If he ceases to be a Speaker he cannot revert to politics. He is politically killed. In short, the Speaker suffers a political death. In England after retirement we find that a Speaker receives an annual pension of £4,000 and is made a peer of the relm. So long he is in office, he receives a salary of £5,000 per annum plus £780 as allowance, a free house to live in. Part of his salary is tax-free. Therefore, if you must adopt the House of Commons conventions which I feel is the most desirable thing to do, the House ought to form a Committee and decide the terms on which the Speaker is to be appointed. It is all very well for me as I can walk out and still make a living otherwise but there are other honourable members whose cases we ought not to lose sight of—if one of them becomes the Speaker and is told later on "Now that there is going to be a general election, I am going to contest you"—would it be fair to him? I ask you—what are his chances—I imagine it is nil. Divorced from political parties during his term of Speakership he will never get elected. What is the poor man to do if he has no profession? What is he to fall back on? Politics is a means of living for some people, not for all. I say in all fairness it is only right that Members of this House should sit down and decide how the Speaker is to act. A Speaker is not a Minister. He has no oath to take. He is the servant of the House. If

you believe in the traditions of the House of Commons you have to decide and for all what will be the terms of appointment of your Speaker, how long is he to continue, what are the conditions on which he is going to serve you, and serve you in a fashion so that not a man can whisper about his impartiality. I agree that justice must not only be done but must appear to have been done. I appreciate the situation and I think that the formation of a Committee to decide how a Speaker is to act is essential under the circumstances.

Well, so far I am concerned, I have one other thing to say—my legal mind always switches round law. If you create a precedent and the next man who steps in as a Speaker says, I will not follow precedent in that case there will be a difficulty. There may be uproar in the House. A motion of no-confidence may be tabled and it would create an undesirable situation. Convention, as you all know, has no force of law at all. A convention must be such that every future Speaker must be able to follow it. I am quite willing to be the author of that convention which you are seeking to make and I take pride in it. But the point is this, make such a convention as may be acceptable to future Speakers and which will guide their future career. That is my idea. I have told Mr. Jyoti Basu and many other honourable members what my point of view is.

One other thing I should like to tell the honourable members of this House. I have been the Returning Officer of the Pradesh Congress Committee for four years. I have hardly anything to do with the B.P.C.C activities. I never attend that office. If there is an election dispute, papers are sent to me and I say either yes, no or very well. That is all.

One charge which hurts me and that is that I have been telling students to become Congressmen. I have been telling students to keep out of politics altogether—Congress, Communist, P.S.P.—keep out of all, out of everything. I mentioned it in the House because Dr. Prafulla Chandra Ghose, who is sitting over there and for whom I have such great respect, he telephoned to me and said, "I have read something in the papers, to that effect Mr. Banerji. Did you really say this?" Immediately, I told Dr. Ghose that it was a misrepresentation or in any case, the reporter has gone wrong He said, "Will you mention that in the House". I said, "Certainly, I will". I do not know whether Mr. Jyoti Basu was present on that day. Dr. Ghose will support me in what I have said in the House today. I have been wrongly reported. I still believe in the principle, that until students come out of the educational institutions, they should not take part in demonstrations and activities incidental to political life, it hurts the life of a student very much. There will have plenty of time to take part in politics, bad politics and useful politics too. I always tell the students, "Look here, we are professional politicians—we will make use of you, —and as soon as we achieve our object, we will throw you away like dirty rags. Bear that in mind". That has been the creed of politicians in the past and will be so for all time to come irrespective of their party leanings. That is the correct position. I have never told youngmen that they should come under any political banner because that is, I think, it harms them.

[7-30—7-40 p.m.]

One thing Mr. Jyoti Basu has very rightly pointed out and that is that an assurance was given regarding production of sugar; why the mill has failed to produce for such a long time? That is the question he raised. I am not going into very many facts, but I shall state one or two facts which, I think, are important. Money was advanced for the first time by the West Bengal Government in the end of 1957. I have the papers here. To be precise the

Government released Rs.10 lakhs on the 28th September, 1957, I will tell you a few other things which I think you should know. Duncans and Stewart in England were quite unwilling to send goods unless some money was received by them; so 10 lakhs of rupees released by West Bengal Government was sent to the firm. Not a rupee of the Government of India was received in 1957. On 31st December, 1957, Government of India paid the first instalment of Rs.9,64,566.19 nP. Thereafter ten payments were made by the Government of India between December 1957 and 27th June, 1958. The arrangement was this: neither the State Government nor the Central Government would pay a rupee to the Company. The entire money would be remitted straight to Duncan and Stewart through United Commercial Bank. The Government, for reasons, best known to them did not venture to put such a lot of money in our hands. The fact remains, not a pice of the West Bengal Government, not a pice of the Central Government, was paid directly to the Sugar Company. Every rupee was sent straight to England for the sugar plant. The goods started arriving, as I told you, from December, 1957 and the goods arrived until June, 1958. Naturally, production was not possible because of two reasons, firstly the machinery had not arrived, and secondly the machinery had not been erected at all. I personally visited for the first time this factory, I think three months ago, and what I found there was a Steel House. As building materials were short, and cement was not available Duncan and Stewart was given a contract to erect the Steel Building where the machinery were to be installed. The total sum which Duncan and Stewart is charging is Rs.49,50,000. We were not permitted to touch the money for one simple reason that the arrangement was that money was to be paid to the British Company for the Plant, for the Steel House to be built and so on and so forth, and that the Company was not to touch one rupee out of that. What the Company has done, is that it erected only six officers' quarters. I think the value of each of them would be in the region of Rs.20,000. There are 112 blocks, which are really cottages, meant for the workers. All these 112 blocks were built by the West Bengal Government on their own land, mind you not on land belonging to the Company. The arrangement with the Sugar Company is that if the Company pays Rs.48,000 per annum for 15 years then the Company would become the owner of the 112 blocks. It is something like a hire-purchase agreement. The building of these 112 blocks as I said, was necessary for the purpose of accommodating the workers. The company had nothing to do with the building of these blocks at all. They were not responsible either for the bricks or mortars, or for buildings. Finished blocks were handed over to the company.

There is one other point I do not know whether all the documents and papers are here; some doubts remain so far as some members are concerned regarding the security which the Government has taken for the money advanced. The moneys advanced are Rs.10 lakhs by the West Bengal Government and a sum of Rs.21.00 lakhs by the Central Government. A guarantee for Rs.15.75 lakhs has been given by the West Bengal Government to ensure payment of two instalments payable in 1961 and 1962. As I told you for the Plant, the machinery and the Steel Building which have been erected, Duncan and Stewart has charged Rs.49.50 lakhs or in round figure Rs.50,00 lakhs. Every piece of machinery and every little asset—has been fully charged and mortgaged. The first mortgagee is the Central Government and the second mortgagee is the State Government. When Mr. Sudhir Ray Choudhuri was delivering his speech, I sent for the copies of mortgages. If Mr. Ray Choudhuri wants I can give him copies, I won't go into disputed question of law.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Why not? Look at the scheme.

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay: I will make the position clear. I have looked into the schedule. If you look into the schedule, you are right, but the schedule does not give you the whole picture. On the dates when the deeds of mortgage were executed, the machinery had not arrived. Provision was made in the body of the document that any machinery coming in will immediately become subject to the mortgages.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: But the list of machineries is there. You have placed the order.

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): I think, I can make my case quite clear. The point is simply this. Mr. N. C. Mitra who is the Solicitor of the West Bengal Government had examined and approved the documents. One document was dated 26th September, 1957, and the other was dated 27th September, 1957. The machinery had not arrived then. A provision was made that all the machinery, as and when they come, will become subject to mortgage. In fact, the Government to protect their own interest took that step.

Further what they did was to see that the Bills of Lading were made out in the name of the Government so that we could not deal with the machinery when they arrived. They had no control over the machinery. These are so far as I am concerned, are the correct facts. If I have said anything wrong, that is my bona fide mistake and you can say what you like. About influencing Government, I say I have influenced Government—it is quite true. I have influenced Government in getting three Directors to be nominated by the Government to come into the Board. That is how I have influenced. I told Dr. Roy that in view of the fact that you have put in so much money, you should not leave it in the hands of the private sector. You will appreciate that the bulk of the money belongs to Government—10 lakhs paid by the West Bengal Government, Rs.21 lakhs paid by the Central Government, the guarantee was there. Compared to this private sector's contribution of 13 to 15 lakhs was only a small portion of the total amount and therefore I asked Dr. B. C. Roy to put in Government nominees in the Board of Directors so that they would be in a position to keep a watch at all times. I have seen it became necessary to alter the Articles of Association. The names of the nominees were sent up to the Central Government but they took a great deal of time in approving the names. If I have done a wrong thing, well, I again say I will not fight with anybody but I can tell you in confidence that I have no stake at all, no stake whatsoever. It is perhaps one of my weaknesses that I feel for the refugee boys, unemployed Bengali boys, who have no place in the structure of our industry. Somehow or other, there is not a single industry which Bengalis claim to be their own. There is a sugar mill one near my village but that again used to belong to an European company—now the majority of the shareholders are non-Bengalis. The Ahmadpur Sugar Mill is on the other side of the river, a few miles from my village, I do not exactly know how far the distance may be 15 or 20 miles. This institution, I originally joined at the request of some of my lawyer friends who also hold shares—I will not mention their names. They told me that we are starting this for the refugee boys why don't you come in? Sir, my district is full of refugees. The original population of 7 lakhs has risen to 14 lakhs. I am pestered every day by hundreds of boys who came looking for jobs and pleaded for employment. I can well appreciate their position. I could not just be unsympathetic to their demand and I thought that here was a chance for doing something for them. I know that this venture cannot go very far because a sugar mill can give employment only for 6 months and no more. The remaining months are lean months—as there would be no cane to crush. I may inform the honourable members of this House that a resolution was passed at the very first meeting

saying that no remuneration should be paid to the Directors until the Mills goes into production. Perhaps, I was in practice at the time and a fee of Rs.50 did not appeal to me then, I imagine it will appeal to me now. I told my co-directors that it was Government's money and until there was production I cannot approve Directors taking money and fill their pockets for doing nothing. Fortunately, all the directors agreed. One thing about Rs.1,000 which was paid as remuneration to Mr. M. N. Mitra. I thought how could this come in. I find from clause 19 of the Articles of Association a provision which permits payments.

[7-40—7-50 p.m.]

A remuneration of the Managing Director at Rs.1,000 per mensem from the commencement of the business. Article 119(2) says that an allowance of Rs.1,500 a month will be given to Mr. M. N. Mitra when the Mills commences the crushing business as also a commission of 10 per cent. By Article 125 a restriction has been put in. The terms and conditions of the appointment of the Managing Director, as stated above, are subject to approval and sanction of the Central Government and shall not be given effect to till such sanction is obtained. In the meantime, the affairs of the Company is to be managed by the Directors. Therefore, although Article 119 provides for payment of certain sums, the approval had to be had from the Central Government. I checked it up. Approval of the Central Government was given by a letter dated 17th October, 1956, No. 41(715)-C.M.56. I also found that the Central Government did not allow payment of the other sums, viz., Rs.1,500 or the 10 per cent. commission. The payment of Rs.1,000 was to be given from the commencement of the business.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

কমেন্সমেন্ট অফ বিজিনেস থেকে রিমিউনারেশন পায় হাজার টাকা। কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট পেল, কোম্পানী বিজিনেস আরম্ভ করল ১০-১০-১৯৫৬ তারিখে, তাহলে যেদিন থেকে কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড হল সেদিন থেকে কি করে রিমিউনারেশন দিতে পারা যায়?

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): That I have not considered. There may be a legal lacuna, there may not be a legal lacuna.

There is one other thing which Mr. Siddhartha Shankar Ray has said, of course, not from any animosity, there is no room for it but from a sense of duty which is goading him to say certain things. I do not mind because if I am charged with having done something wrong, I consider it my paramount duty to defend myself—to see that I am exonerated. This Company's directorship fortunately is not yet the only means of my living. Money can be earned elsewhere and bread eaten with a lot of butter on it too. I feel worried. Naturally a man with any sense of self-respect would feel worried if there is a charge against him.

I answer the charges levelled by Mr. Siddhartha Shankar Ray with the following facts:—

The Statutory Meeting Report was filed before the Registrar on the 16th April, 1957, under receipt No. 27368, dated the 16th April, 1957. The balance-sheet for 1956 was filed on the 10th October, 1957, under receipt No. 15421, dated the 10th October, 1957. The balance-sheet for 1957 was filed on the 15th January, 1959, under receipt No. 13834, dated the 15th January, 1959. I was asked when the annual general meeting was held.

[Interruptions]

I am not going to be interrupted by either side of the House. When the honourable members present have raised a question, they are entitled to an answer. If I have an answer to give, let me be given the liberty to place it before them. I consider myself an honourable man. I have made hundreds of mistakes in my life. In the course of my professional career, I have made mistakes. In the course of my political career, I have made mistakes. I do not say that I do not make mistakes. (Sj. JYOTI BASU: By joining the Congress.)

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): Mr. Jyoti Basu, you know that I have no difference with you because of your political ideology. I know that you have no grudge against me for my political ideology. Even though I stand on the same platform I do not believe in dancing with everybody; if I can keep aloof—I feel very happy.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: When were the accounts of 1958 filed?

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): The accounts of 1958 have not been filed.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: This is 1959.

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Bandopadhyay): Only 3 months after 1958. Mr. Ray, you know the law. Let us look at the statistics of the Company: how many accounts for 1958 have been filed? You know the business; so do I. We both belong to the same profession. Three months is not the time within which you normally pass accounts.

I think Dr. B. C. Roy told honourable members of this House that Mr. Meher Chand Khanna visited the area before the money was paid. I can give an assurance to this House and those of you who know me will appreciate that I am telling the truth. I had never anything to do with this loan of Rs.21.00 lakhs. Nothing at all. When I found that Government of India was willing to make money available, I told the West Bengal Government—I told Dr. B. C. Roy many boys are starving. That is a sugarcane district. I know sugarcane grows there. Why not help the concern.

Mr. Meher Chand Khanna paid a second visit in November, 1958 to find out what was happening because his department had advanced Rs.21 lakhs. He found that the Mills was going up. Perhaps you have seen, Mr. Sudhir Chandra Roy Choudhuri, that the erection had been entrusted with Duncan and Stewart. It is not in the hands of the Managing Director or the Company nor have we the poor directors anything to do with the erection. The Erector of that British Company told that he had plenty of knowledge about Indian Sugar Mills as he had been responsible for putting up a very large number. I asked him when did he expect the Mills to go into production. The people due to the delay were doubting and there was clamouring from the cultivators. His answer was that "if Babcock and Wilcox helped us, I can complete the erection by March, 1959". There should be no sugarcane then and naturally the earliest production cannot be earlier than November, 1959. I see no reason why the erection cannot be completed by September or October. As you know, sugarcane crushing never starts until November. The usual period of sugarcane crushing is from the last week of October till the end of March, if the year is good, it might start 15 days earlier. That is the position so far as the Company is concerned. I do not claim that I am an auditor or a first class accountant or that I understand everything, but I found Rs.50 lakhs worth of stuff is there.

[7-50—8 p.m.]

I was just checking up the details of the mortgage. Rs.53,000 had been paid for stamps for the two mortgages including the Solicitor's fees. This I am telling you because this shows how money disappears. Then it struck me

Sj. Jyoti Basu:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি একটা বলে দিচ্ছি। এখানে আমাদের মধ্যে একটা ডিসপিউট আছে, সুধীরবাবু বলে দিচ্ছেন তিনি রেজলিউশন উইথড্র করে নিচ্ছেন, কিন্তু আমরা যাঁরা সিগনেটরি আছি, তার মধ্যে কেউ কেউ আছেন তাঁরা উইথড্র করতে চান না। তাহলে সেন্স অফ দি হাউস নিতে হবে। তাঁরা রেজলিউশন উইথড্র সম্বন্ধে কি মত দেবেন সেটা তাঁদের উপর নির্ভর করে।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এদিক থেকে (অঙ্গুলি নির্দেশে পি.এস.পি. দলকে দেখাইয়া) যদি প্রস্তাব উইথড্র করে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের দিক থেকে আমি এই উইথড্র হবার স্বপক্ষে মত দিচ্ছি।

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Mr. Deputy Speaker, Sir, after the Speaker has made the categorical statement and after Mr. Ray Choudhuri has agreed to withdraw the motion and the Leader of the Opposition has already said that, I entirely join with them and I think there is no case now to press this no-confidence motion.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: In view of the candid admission of the Speaker that if he continues to be the Speaker, he shall not remain the Director of the company any more, the principle upon which we have brought this motion has been fully vindicated and we shall go home proud that at least in Bengal we have started the convention which everybody in India should be proud of and ought to follow. Therefore we do not press the motion without prejudice certainly to our right to discuss about the workings of the company in future.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি একজন এই সিগনেটরি ছিলাম এই প্রস্তাব আনয়নের ক্ষেত্রে এবং এর সঙ্গে জড়িত আছি। এই অফার স্পীকারের পক্ষ থেকে অনেক আগেই এসেছিল আমাদের কাছে—অন্ততঃ আমার কাছে বলা হয়েছিল—স্পীকারের কাছ থেকে এই অফার আসা সত্ত্বেও এইভাবে আমাদের এই মোশন আমরা উইথড্র করব না, আমরা এটা নিয়ে ডিসকাশন করব, দ্যাট ওয়াজ দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং গিভেন টু আস। আমি আমাদের তরফ থেকে অন্য কিছু প্রেস্ না করেও এ-কথা বলব, আজকে যে হঠাৎ এইরকম করা হল তাতে এটা পরিষ্কার জানা দরকার আমি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বলছি, এই প্রস্তাব, এই অফার স্পীকারের পক্ষ থেকে আগেই যখন এসেছিল, সেই অফার আগেই এ্যাকসেপ্ট করা উচিত ছিল। কেন অনর্থক এই প্রস্তাব এনে এত জল ঘোলা করলাম ?—শেষটায় যদি প্রস্তাব উইথড্র করতে হল।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে অনাস্থা আমরা এনেছি স্পীকারের বিরুদ্ধে, এটা আমরা কেউ লাইটলি নেই নি। আমরা কেউ স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের সঙ্গে ইকোয়েট করছি না। আমরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে চিন্তা করে ডিসিশন-এ আসি এবং স্পীকার-এর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি—কাল বিকেল পর্যন্ত এই ডিসিশন-ই ছিল। ওখান থেকে কোন কোন আমাদের বয়োবৃদ্ধ নেতা একটা সাজেসশন দিয়েছিলেন—স্পীকার যদি তাঁর কেস মেক-আউট করেন, তাহলে আমরা উইল নট প্রেস ফর ডিভিশন। সেই যুক্তি দেওয়া সত্ত্বেও সে-কথা আমরা মেনে নিই নি এবং ডিসিশন স্ট্যান্ডস—যে বিরোধী দল ডিভিশন চাইবে। আজ তাই এখানে হঠাৎ বলে দেওয়া ঠিক নয় যে, আমরা উইথড্র করে নিচ্ছি। তবে সকলেই ওঁরা যখন উইথড্র করে নেবার পক্ষে তাহলে আমিও অনিচ্ছা সত্ত্বে সম্মতি দিচ্ছি।

Janab Syed Badrudduja:

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই উইথড্র করার প্রস্তাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বিরোধী দলভুক্ত সকল বন্ধুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তাঁরা এই জটিল সমস্যার সমাধান করলেন। আমি আশা করেছিলাম যে, আমার এই মীমাংসাসূচক আবেদন গৃহীত হবে, এবং গৃহীত যে হয়েছে সেজন্য আমি সুখী। এইরূপ মীমাংসা বিধানসভার তথা ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় ওপেন করবে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে বহু জটিল সমস্যা সমাধানের সহায়ক হবে। আমি আবার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটা হঠাৎ উইথড্র করার জন্য আমাদের বন্ধুরা কেউ কেউ চটে গিয়েছেন। প্রথম দিকে একটা মিটমাটের কথা নাকি হয়েছিল, সে কথার সময় আমি ছিলাম না। এ মোসনও গোড়ার দিকে আমি আনতে চাই নি। যাঁরা দোষারোপ করছেন, তাঁদের একটা কথা মনে রাখা দরকার, এতে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর গলদ কিভাবে ওঁর সঙ্গে মিশে আছে, কিভাবে মন্ত্রীরা টাকা দিচ্ছেন, কিভাবে টাকাটা জলে যাচ্ছে, সেইটে প্রকাশ করা এবং সেইটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আনীত সবগুলি কথার জবাব দেবার আগে উনি যখন এসে বল্লেন যে, উনি ডিরেক্টরের পদ ছেড়ে দিচ্ছেন, এবং যাতে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করতে পারি, সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা যাতে আদায় হয় তারজন্য চাপ দিতে পারি সেইটে আমরা চেয়েছিলাম। এবং ডিরেক্টর পদ ছাড়ার কথা পাব্লিকে বলার পর ওঁকে আমরা ছেড়েছি এবং ব্যাক-ডোর দিয়ে যে ছাড়তে হল না সেটাও দেখতে হবে।

Mr. Deputy Speaker: The dignity of the House is associated with the dignity of the members. I take it that the sense of this House is that the motion is withdrawn. All is well that ends well.

The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday next.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-10 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 23rd March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 23rd March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 11 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 205 Members.

[3—3-10 p.m.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine

***147.** (Admitted question No. *194.) **Dr. Jnanendra Nath Mazumdar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether there is a General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine in this State?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) who has empowered them to grant diplomas to the students passing the Intermediate and Final Examinations after a regular theoretical and practical training;

(*ii*) whether their syllabus of study has been approved by the State Government,

(*iii*) whether these diploma holders are entitled to registration; and

(*iv*) if so, what are the privileges enjoyed by them?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) and (*b*)(*ii*) and (*iii*) Yes.

(*b*) (*i*) The Government of West Bengal.

(*iv*) None.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: There is a General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine in West Bengal and they are authorised to grant diplomas for students who have passed an examination based on a syllabus approved by the Government. After that they are registered. But after registration they have no rights and privileges. Then what is the use of this show?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The Council and the Faculty were created in 1941 and since then the question of rights and privileges are being considered for the last 18 years. Now this question is still under many active consideration of the Government. Accordingly, the syllabus also has to be changed. They gave a syllabus and curriculum which was accepted, but that has to be revised.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether this syllabus is sanctioned by the State Government?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes; at that time it was sanctioned.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: When was it last sanctioned after 1941?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: In 1947.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: After that another fresh syllabus was given for certain emergency which was also sanctioned in 1954. Is the Hon'ble Minister aware of it?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It was done. At that time the Dave Committee was appointed to review the whole thing and to standardise the system of homeopathic medicine. After that the Dave Committee's report was being considered.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Dave Committee also had accepted the syllabus?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, they accepted, but that is under consideration of the Government just in order to give them rights and privileges which are to be settled before a Bill can be brought.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: The Government of India has accepted the syllabus as a degree course and which, when instituted, will give them the rights and privileges?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The Government of India did not accept it. The Dave Committee's report was placed and is being considered.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Will it be news to the Minister if I tell him that the Government of India by notification has accepted this in 1957?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I am not aware of it—I have been attending the meetings of the Council since 1957.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: What is the minimum qualification for the students?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Matriculate or School Final.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: What is the course—for how many years they have to study? How many examinations there are?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: They have to read for 5 years and there are three examinations.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: How many have qualified so far?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I cannot give you the exact number but a large number of students have qualified

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Will it be news to you if I say that 890 students have qualified from this Faculty?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I shall find it out for you.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Do you know that patients were treated by these persons but the certificates are refused by Government?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: At present there is no provision to accept such certificates but only in case of the certificates given to persons who work in mills and factories are accepted.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: When these people are treating patients can they produce certificates from doctors who are not treating them?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I am not aware of that.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারে রেজিস্টার্ড এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের সার্টিফিকেটকে যেমন সরকার কর্তৃক মর্যাদা দেওয়া হয়, তেমনি রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের সার্টিফিকেটকে মর্যাদা দেবার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

Mr. Speaker: I think that question has been answered.

Sj. Mihirlal Chatterjee: If it has been answered, I have not been able to follow him, but I think these certificates should be recognised.

কিন্তু ওটা কতদিনের মধ্যে ফাইনালাইজড হবার সম্ভাবনা আছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I cannot give you the exact date.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে কন্সিডার হচ্ছে বলে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, এটা কতদিনে হবার সম্ভাবনা আছে ?

[No Reply.]

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যেমনভাবে এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসার সার্টিফিকেটকে রেকগনাইজ করেন, তেমনভাবে হোমিওপ্যাথকে রেকগনাইজ করবেন কিনা অর্থাৎ যেমন হাসপাতাল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমন ব্যবস্থা করার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: We are trying to put them on the same footing as the modern medicines.

Sj. Ananga Mohan Das:

অন্যান্য স্টেটে এটাকে রেকগনাইজ করা হয়েছে তা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি ?

Mr. Speaker:

চিকিৎসা অনেক রকম আছে—হোমিওপ্যাথি এ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, কবিরাজী, মাদুলী, তাবিজ প্রভৃতি সবরকম আছে।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There are many States in which the rights and privileges have not yet been extended to them fully.

Establishment of a Health Centre at Barapalason, Memari police-station

***148.** (Admitted question No. *1448.) **Sj. Bhakta Chandra Roy:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that a few years back, Government accepted the prayer and proposal of a gentleman of village Barapalason, police-station Memari, in the district of Burdwan, for setting up of a Health Centre with provisions for indoor beds; and

(*ii*) that according to the order of Government suitable and requisite land was purchased and offered and a sum of Rs.10,000 was deposited with Government for the purpose?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the proposed Health Centre has been set up by Government up till now;

(*ii*) if not, the reasons therefor; and

(*iii*) what steps Government propose to take to expedite the establishment of the said Health Centre?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) No.

(*ii*) and (*iii*) A Health Centre having already been established within 2 miles, no immediate necessity is felt for another Health Centre at this place. The question will, however, be reviewed if and when another Development Block is set up on the strength of the population

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Bhakta Chandra Roy:

(এ)-তে উত্তর দিয়েছেন "ইয়েস", অর্থাৎ আপনারা অর্ডার দিয়েছিলেন, জায়গা পছন্দ করেছিলেন এবং টাকা জমা দিতে বলেছিলেন; এখন বলছেন, না হওয়ার কারণ দেখাচ্ছেন—

a health centre having already been established within 2 miles.

আমি জিজ্ঞাসা করছি অর্ডার তবে কেন দিলেন? হেল্থ সেন্টার হয়ে যাবার পর টাকা জমা দেবার জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, হেল্থ সেন্টার হবার পরে টাকা জমা দেবার অর্ডার দিয়েছিলেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: In this Union about Rs 10,000 with land was donated, but it was found that the land was not suitable and the site was also not approved by the Directorate. According to the plan existing at that time, each Union should have one Health Centre, but that plan was revised in the meantime. A Health Centre was already located in a place which is two miles from Barapalason The question of site could not be solved and the land also was not suitable for construction Now, after the revision of the plan, the question of starting a Health Centre there will be considered only when an N.E.S Block is established.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

ঐ সাইট-এ অলরেডি এন ই এস ব্লক রয়েছে সেটা জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No.

নো, এখনও হয় নি।

Sj. Bhakta Chandra Roy:

ঐ হেল্থ সেন্টার-এ লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট হিসাবে আর কিছু হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, nothing further has been added to it.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

১৪ই মে ১৯৫৮ তারিখে ডাঃ ডিরেক্টর অফ হেল্থ সার্ভিসেস বিনি টাকা ডিপোজিট করেছেন, সেই পূর্ণেন্দু চৌধুরীকে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারকে যে চিঠি দিয়েছেন, তার কপি দিয়েছেন, তাতে আছে—

(this has reference to his petition, dated 14th May, 1958, to the Hon'ble Chief Minister and his discussion with the Director of Health Services in his office room on 14th May, 1958.)

এটার পরে কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No further development has taken place. The thing is, again the site of the land will be examined as to its suitability for the purpose.

Sj. Saroj Roy

আপনি প্রথমে বলেছেন যেহেতু অলরেডি এস্টাব্লিসড আছে ২ মাইলের ভিতর, দ্বিতীয়তঃ বলেছেন, জমি সুটেবল নয়.......এর মধ্যে কোন্‌টা আসল কারণ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I answered this question before. This Health Centre which is 2 miles from Barapalason was started after the land and money were donated by the people of Barapalason

Sj. Saroj Roy

পপুলেশন বেসিস-এ এন ই এস ব্লক কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা, বর্তমানে পপুলেশন বেসিস-এ কনস্ট্রাকশন করার কথা কন্সিডার করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The population there is about 1 lakh 50 thousand. So we expect there will be two blocks As soon as the next block will be started, the question will be considered

Sj. Saroj Roy:

যেখানে টাকা এবং জমি দেওয়া হয়েছে, সেখানে কি এন ই এস ব্লক না হওয়া পর্যন্ত করার কোন স্কোপ নাই?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Help is given as soon as the N.E.S. Block is formed Unless there are two blocks formed we cannot do anything.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

ওরই পাশে আরেকটা এন ই এস ব্লক রয়েছে, এটা কি জানেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Dhanyakuria is another union. This union is within the Memari thana.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমি আপনাকে জানাচ্ছি, ধান্যকুড়িয়া-মধ্যমগ্রাম ইউনিয়নে, মহেশ্বর এবং বড় পলাশন মেমারী থানাতে এবং—

Memari thana is already within the Memari N.E.S. Block

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: One N.E.S. Block has been formed but we expect that two will be formed. In Memari there is one primary centre and there are four others with ten beds. They are already existing. The question of addition of another does not arise but because we expect that there will be two N.E.S. Blocks formed, the question of this health centre will be considered.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

কতদিন পূর্বে প্রপোজাল এবং টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: 1951.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আসল কথা হল, মণ্ডলগ্রামের একটা লোকের ও বড় পলাশনের একটা লোকের মধ্যে বিবাদের জন্য এই জিনিসটা হয় নি। সার্বডিভিশনাল হেল্থ কমিটিতে এটা রেকার্ড হয়েছিল। বর্ধমানের সিভিল সার্জন পুলিন ভট্টাচার্য মহাশয় মণ্ডলগ্রামের মাঝে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু পরে তম্বির হওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এ খবর জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I am not aware of it.

T.B. beds in Purulia Hospital

***149.** (Admitted question No *1633.) **Sj. Sagar Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাইবেন যে, পুরুলিয়া হাসপাতালে টি বি রোগী রাখার জন্য কয়টি বেড আছে;

(খ) ১৯৫৬ সালের ১লা নবেম্বর হইতে এ-পর্যন্ত কয়টি রোগীকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা প্রদান করা হইয়াছে;

(গ) তাহার মধ্যে কয়টি আরোগ্য লাভ করিয়াছে;

(ঘ) কয়টিকে আরোগ্য না হওয়া অবস্থায় গৃহে ফেরত পাঠান হইয়াছে;

(ঙ) কয়টির মৃত্যু হইয়াছে; এবং

(চ) সরকার কি উক্ত হাসপাতালের যক্ষ্মারোগীদের জন্য শীঘ্র বেড বাড়াইবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) দশটি।

(খ) বাইশটি।

(গ) আটটি।

(ঘ) দুইটি।

(ঙ) দুইটি।

(চ) না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Pabitra Mohan Roy:

কয়েকটি টি বি রোগী আরোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে ফেরৎ পাঠান হয়েছে এবং কেন ফেরৎ পাঠালেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: They were released and so they went away. Two of them were taken away by their relatives. There were altogether 12 patients during this period. Of these two were cured and two were released. Two patients were taken away by their relatives.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

রিলেটিভদের রিকোয়েস্টে ছেড়ে দিয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, they took away the patients. There is no compulsion to keep the patients.

Sj. Sagar Chandra Mahato:

পুরুলিয়া জেলায় টি বি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, there are other measures for the treatment of T.B. patients. There are three mobile units which move about for giving B.C.G. vaccination.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

কতজন হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেছিল?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Debendra Nath Mahato:

পুরুলিয়া হাসপাতালে মাত্র ১০টি বেড আছে, কিন্তু এই জেলার বহু রোগী ভর্তি না হয়ে ফিরে যায়। এই এরিয়া বিহার থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসার আগে রাঁচী হাসপাতালে রোগীরা ভর্তি হোত কিন্তু আজকাল এটা বাংলায় চলে এসেছে বলে সেখানে আর রোগী ভর্তি করছে না, এ-কথা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আমাদের যে-সমস্ত হাসপাতাল আছে সেখানে ভর্তি করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের ডাইরেক্টরেট-এ দরখাস্ত আসে এবং সেখান থেকে ঠিক করা হয়।

Sj. Debendra Nath Mahato:

এখানে ১,০০০ বেড-এর একটা টি বি হাসপাতাল খোলার কথা আছে। সেটা পুরুলিয়াতে খোলা হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এখনও কিছু ঠিক নেই।

Bihar Government aid to Purulia district for development of Homeopathic treatment

***150.** (Admitted question No *1634.) **Sj. Sagar Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে-

(১) বিহার সরকারের অধীনে পুরুলিয়া জেলায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারের উদ্দেশ্যে বৎসরে একটি বিশেষ পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য ১০,০০০ টাকা সহায়তা হইত, এবং

(২) ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য-পরিচালনা বর্তমানে সরকার বন্ধ রাখিয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) বন্ধ রাখার কারণ কি,

(২) অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ও উক্ত সহায়তা-প্রদান অক্ষুন্ন রাখিতে সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(৩) ঐ পরিকল্পনা অধিক অর্থের মঞ্জুরীতে বাড়াইবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) (১) হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসা প্রসারের উদ্দেশ্যে ৬,৮৫০ টাকা সরকারী সহায়তা হইত।

(২) এবং (খ) (৩) না।

(খ) (১) এবং (২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Sagar Chandra Mahato:

পুরুলিয়া জেলায় ২২টি হোমিওপ্যাথ আছেন, যাঁরা বরাবর সরকারের সাহায্য পেতেন কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ আছে। সরকার সেই সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

না, বন্ধ নেই। সেখানে আগে ছিল ২০ জন চিকিৎসক এবং তার মধ্যে কেউ কবিরাজী করতেন, কেউ হোমিওপ্যাথি করতেন। তার মধ্যে হোমিওপ্যাথি বৃদ্ধি পেয়ে ১২ জন হয়। এই হোমিওপ্যাথ ১২ জন জেলার মধ্যে চিকিৎসা করতো বিভিন্ন জায়গায়, মফঃস্বল অঞ্চলে। গভর্নমেন্ট তাঁদের যে জায়গা বলে দিতেন, সেই জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও গভর্নমেন্ট থেকে তাঁরা সাহায্য পেতেন।

Sj. Ananga Mohan Das:

হোমিওপ্যাথিতে কত টাকা খরচ করছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এই যে টাকা এটা সবই হোমিওপ্যাথির জন্য।

Sj. Debendra Nath Mahato:

টেরিটোরি ট্রান্সফার হওয়ার পর, হাসপাতালে ৬,৮৫০ টাকা দেওয়া হত সাবসিডি, কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে কত দিয়েছেন বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

টেরিটোরি ট্রান্সফার হওয়ার পর বিহার সরকার থেকে ৩,৯৯৫·৪৪ নয়া পয়সা পাওয়া গেছে এবং তা আজ পর্যন্ত বন্ধ করা হয় নি। গভর্নমেন্ট থেকে কন্সিডার করা হচ্ছে, আগে কন্ডিশন ছিল মোবাইল ইউনিট আরম্ভ হলে তা ডিসকন্টিনিউ করা হবে, মোবাইল ইউনিট স্টার্ট করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তা ডিসকন্টিনিউ করা হয় নি, চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি রয়েছে, এজন্য মোবাইল ইউনিট ছাড়াও চিকিৎসকের দরকার।

Sj. Debendra Nath Mahato:

টাকা কমে গেল কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: From 1st April, 1956, to 31st October, 1956, the money due from the Bihar Government has been realised.

Sj. Debendra Nath Mahato:

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে কিছুই দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The grant will be made. It is under consideration.

Sj. Debendra Nath Mahato:

কতদিন কন্সিডারেশন-এ থাকবে স্যার, দু-বছর তো হয়ে গেল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That I cannot tell you.

Sj. Debendra Nath Mahato:

হাসপাতাল বন্ধ করে দেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

হাসপাতাল নয়, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনারদের কথা।

Sj. Debendra Nath Mahato:

এদের টাকা না দেন, সাবসিডি দেবার কিছু ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

তাদের প্রথমে ২৫০ টাকা দেওয়া হয়েছিল জিনিসপত্র কেনবার জন্য এবং ঔষধপত্রও দেওয়া হয়েছে, বিশেষতঃ টি বি রোগীর জন্য।

Death from cholera and smallpox in Andhermanic Union and Falta police-station of 24-Parganas

***151.** (Admitted question No. *1672.) **Sj. Rabindra Nath Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) the number of deaths, if any, from cholera and smallpox at Andhermanic Union in Bishnupur police-station, district 24-Parganas, during January, 1958, to March, 1958; and

(*b*) the number of deaths, if any, from smallpox at Falta police-station, district 24-Parganas, during 1957, and from January, 1958, to March, 1958?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(*a*) Number of deaths in Andhermanic Union—

From cholera—5.

From smallpox—19.

(*b*) Number of deaths from smallpox in Falta police-station—

From January, 1957, to December, 1957—131.

From January, 1958, to March, 1958—35.

Adjournment motions

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন দিয়েছিলাম কিন্তু কনসেন্ট রিফিউজড হয়েছে। আমি পড়ে দিচ্ছি—

জনস্বার্থের দিক হইতে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্প্রতিকালে ঘটিত নিম্নলিখিত বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক অর্থাৎ গত ১৯৫৯ সালের ১৫ই মার্চ সন্ধ্যার সময় জোতদারের লোকেদের হাতে ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত গাববেড়িয়া গ্রামের কৃষক-কর্মী শ্রীধীরেশ গায়েনের হত্যা এবং আর একজন কর্মী শ্রীশংকরা সরকারের উপর গুরুতর আঘাত এবং এই ব্যাপারে পুলিশের নিশ্চেষ্টতা।

Mr. Speaker: Mr. Ghosal, although I have refused consent to it on very substantial grounds, it is a serious matter and will be judicially probed into, but still I shall speak to the Chief Minister about it.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি শুধু একটা কথা বলছি। আমরা এ জায়গায় দেখছি কুড়ুল দিয়ে একজন কর্মীকে বিহেড করে দিয়েছে, এ যদি গ্রামে ঘটতে থাকে, তাহলে মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি বুঝতে পারেন কি অবস্থা দাঁড়াবে? আমার মনে হয় এখনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা নাহলে গ্রামে যে-কোন রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharyya: The business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., illegal lock-out of workmen in the Rajabagan Dockyard of Messrs. I.G.N. & Rly. Co., Ltd., and declared intention of the management to dismiss trade-unionists.

The business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., circulation and sale of typed and cyclostyled copies of purported questions for civics and chemistry papers of the Intermediate examinations, and failure of the Calcutta Police to apprehend anybody indulged in the same and to discover the source thereof.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, এইমাত্র যে একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন শ্রীহেমন্ত ঘোষাল পড়লেন—বেলঘরিয়ায় দুজনকে খুন করা হয়েছে, তার একজন কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার। আপনি বলেছেন, খুন হলে চীফ মিনিস্টারকে বলবেন। কিন্তু বেলঘরিয়ায় দুজন মার্ডার্ড যে হল—সে সম্পর্কে আমি আপনাকে একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: কয়েকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলছি যখন মেটিয়াবুরুজে একটা মার্ডার হয়েছিল তখন আমাদের পুলিশমন্ত্রী ৩ বার সেখানে গিয়েছিলেন, নিজে। বেলঘরিয়ায় আমি যে এলেকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি, প্রতিবৎসর একটা দুটো করে মার্ডার হচ্ছে কিন্তু পুলিশমন্ত্রী সেখানে যান না। আপনি কি তাঁকে বলতে পারেন যে তিনি যেন সেখানে যান, গিয়ে পুলিশের সেখানে ভাল বন্দোবস্ত করে আসেন।

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following Messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

(1)

"MESSAGE

The West Bengal Tax Laws (Amendment) Bill, 1959, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 20th March, 1959, and is returned herewith to the West Bengal Legislative Assembly with the intimation that the Council has no recommendation to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 20th March, 1959

(2)

"MESSAGE

The West Bengal Appropriation (No 2) Bill, 1959, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 20th March, 1959, and is returned herewith to the West Bengal Legislative Assembly with the intimation that the Council has no recommendation to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council.'

CALCUTTA:
The 20th March, 1959.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলছি এই বিলে ৭নং ক্লজ যেটা, সেটা আমরা উইথড্র করতে চাই, কেউ হয় ত মনে করতে পারেন আমাদের কর্মচারীদের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমরা এটা করছি, সেটা সত্য নয়। ৫নং ধারায় এটা কভার করছে, এবং রুলেও কভার করছে।

Mr. Speaker: About clause 7 I said that I myself did not like the idea that Government should withdraw it If the Minister has changed his mind, he is entitled to do it

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আমি বক্তৃতা দিয়ে আর বেশী সময় নষ্ট করব না। আমি এই যে উইথড্র করবার প্রস্তাব করলাম, সভামহাশয়রা এ-সম্বন্ধে যা উচিত মনে করবেন সেই মত ব্যক্ত করবেন। আমি যতদূর বুঝতে পারি তাতে এই ধারাটার আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না।

Mr. Speaker: With all respect to your department I should say that clause 5 certainly does not cover clause 7, because one is about prohibition of hunting wild animals except under licence and the other is about restrictions on the method of hunting.

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি কেন জানেন না যে ৭নংটা উইথড্র করতে চান। প্রথম দিনের আলোচনায় সত্যেনবাবু খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে অনেক জিনিসের অবতারণা করেন। একটা মূল জিনিস সত্যেনবাবুর ছিল যে, কি কোরে সাধারণ মানুষের কো-অপারেশন পাওয়া যায়। সেখানে একটা কথা ছিল যে, বিলটা এমনভাবে তৈরী করা উচিত, যাতে অনেক কিছু চিন্তার বিষয় থাকে। তাতে সাধারণ মানুষ যারা জঙ্গল এলাকায় থাকে এবং তাদের কো-অপারেশন যাতে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয়ের কি এ্যাটিচুড হওয়া উচিত, সে কথা বলেছিলেন। আমি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলি, যেটার কথা মন্ত্রিমহাশয় জানতে পারেন, কিন্তু এই হাউসেরও সেটা জানা দরকার। সেটা এই যে, সাধারণ জঙ্গল ছাড়াও যে দুই-একটা স্যাংচুয়ারি পশ্চিমবাংলায় এখনও আছে, যে স্যাংচুয়ারি সম্পর্কে খাস গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের কি মনোভাব, তাঁদের এ্যাটিচুড কি, সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এর জনাই আমার মনে হয় যে, সেদিন ৭নং সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এটা উইথড্র করা ভাল

এবং আজও মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিতে গিয়ে বললেন ৫নং-এর দোহাই দিয়ে যে, ৭নংটা উইথড্র করতে চাই। ৭নংতে একটা জায়গা আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, মোটর-কার বা মোটর সাইকেল কোরে কিজন্য কোন বস্তু শিকার করা চলবে না। এই-সমস্ত জিনিস সরকার পক্ষ থেকে উইথড্র কোরে নিচ্ছেন। এখান থেকে বলা হয়েছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন এবং এটা উইথড্র করা উচিত নয়; তথাপি মন্ত্রিমহাশয় সেটা উইথড্র করে নিচ্ছেন।

এই সূত্রে আমি প্রথমে বলছি, এই স্যাংচুয়ারি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এ্যাটিচুড কি সেটা ত দূরের কথা, সে সম্পর্কে গভর্নমেন্টের এ্যাটিচুড কি? সেদিক দিয়ে জলপাইগুড়ির গরুমারা স্যাংচুয়ারির কথা আলোচিত হয়েছিল। এই একটা স্যাংচুয়ারির যথেষ্ট নাম আছে, সে সম্পর্কে গত ২১শে মার্চ তারিখে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার তিনি ঐ স্যাংচুয়ারি সংলগ্ন যে ডাকবাংলো, সেটা ভিজিট করতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্যাংচুয়ারির অবস্থা দেখে একটা নোট দিয়ে আসেন যে, স্যাংচুয়ারিতে শিকারের জন্য পশু দুষ্প্রাপ্য। এটা জলপাইগুড়ির ডি, সি-র লিখিত নোট। এতে ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ পশু নষ্ট করেছে, এই প্রশ্নই প্রথমে মনে আসে। সেইজন্যই এই প্রশ্নটা তুলছি যে, সরকারী কর্মচারীরা সেখানে কি করেন সেটা একটু জানা দরকার। আমাদের আই, জি, পি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার তিনি ১৯৫৫ সালে গরুমারা ডাকবাংলোয় গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে সেই স্যাংচুয়ারি সম্বন্ধে কোন নোট দিলেন না। তিনি একটা নোট লিখে এলেন যে, এ জায়গা খুব আনন্দের জায়গা। বেশ কিছু আনন্দ উপভোগ সেখানে করা যায়। তারপরের বার যখন গেলেন তখন একটা নোট লিখে এলেন যে, তিনি শিকার করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দেখলেন যে, একটা হাতি একটা বাঘকে শুঁড়ে কোরে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে। সেখানে গণ্ডার, হাতি আছে, আবার তার সঙ্গে পোচারও আছে। এইসব লোক, এইসব হাই অফিসিয়ালস সেখানে কি করতে যান? এই সমস্ত রিমার্ক তাঁদের কাছ থেকে কি কোরে আসে?

[3-40—3-50 p.m.]

সেখানে তার পরে কিছুদিন পরে ডি, আই, জি, পুলিশ গাঙ্গুলী গেলেন এবং সেখানে লিখে এলেন--আই, জি-র নোটের পাশে লিখলেন - জায়গাটা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসব করার জায়গা। কিন্তু সেই স্যাংচুয়ারির অবস্থা কি? অর্থাৎ সেখানে পশু কিভাবে নষ্ট হচ্ছে, স্যাংচুয়ারিটা কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে এগুলোর দিকে কারুর কোন নজর নেই। তারপরে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার, পি, এস, রাঘবন সেখানে গেলেন এবং সেখানে তিনি লিখলেন যে, এটা একটা শিকারের উপযুক্ত জায়গা। এটা লেখার পরে তিনি—তাঁর সঙ্গে বোধ হয় ৩ জন তাঁর আত্মীয়া ছিলেন- সেখানে একটা নোট দিয়ে এসেছেন। কিছুদিন পরে এই নোটের পাশে চীফ সেক্রেটারী অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মিঃ এস, এন, রায় লিখলেন যে, একটা স্যাংচুয়ারির ডাকবাংলোয় ভিজিটার বুকে যে, এইরকম কুরুচিপূর্ণ নোট থাকা উচিত নয়। এইসমস্ত জিনিস এনকোয়ারী করলেই পাওয়া যাবে। রাঘবনের সঙ্গে ঐ-যে ৩ জন আত্মীয়া গিয়েছিলেন, তাঁদের নামগুলি দিয়ে তিনি একটা নোট লিখে এসেছিলেন। তাঁদের নাম ছিল -কৌশল্যা, নলিনী এবং অপরাজিতা।

Mr. Speaker:

এত লিস্ট পড়ে কি হবে?

Sj. Saroj Roy: I want to say that this is the attitude of the High Government officials regarding the sanctuary.

তারপরে সেখানে কিছুদিন পরে রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীশরদিন্দু মজুমদার যখন সেই স্যাংচুয়ারির ডাকবাংলোতে গেলেন, তিনি অপরাজিতা বলে যে মেয়েটির নাম লেখা আছে, তার নিচে একটা লাইন টেনে তিনি লিখলেন—"এটা কি পথের পাঁচালী"? (হাস্য)। এটার তারিখ ছিল ১৩-৪-৫৮। সেখানে মন্ত্রিমহাশয়ও গিয়েছিলেন এবং সেই ভিজিটার্স বুকে মন্ত্রিমহাশয়েরও নোট আছে। আমার প্রশ্ন হল যে, মন্ত্রিমহাশয়ের যাবার আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের বড় বড় অফিসাররা এ্যাট র‍্যানডাম সেখানে স্ফূর্তি লোটার

যায়। মন্ত্রিমহাশয়েরও সেই ওয়াইল্ড এ্যানিম্যাল কিভাবে নষ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন ... নেই। বরং সেখানে অন্য একজন অফিসার গিয়ে নোট লিখে এসেছেন যে, এখানে ...ত পশু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যার, আপনি বললেন যে, লিস্ট দাখিল করলে কোন ফল ... না, সেটা আমরা জানি। কিন্তু বিলের যখন নাম দেওয়া হল দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বিল এবং বিলের অবজেক্টস-এ যখন ভাল ভাল কথা লেখা হয়েছে যে, কি করে পশুদের সংরক্ষণ করা যায় তখন আমাদের এসব কথা বলতেই হবে। বিলটা যখন একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই আনা হয়েছে, সেখানে পিপলস কো-অপারেশন-এর যে কথা সত্যেনবাবু সেদিন তুললেন—কারণ পিপলস কো-অপারেশন জঙ্গল অঞ্চলে দরকার আছে—সেটার সম্বন্ধে উনি তো কিছুই বলছেন না। সরকারী কর্মচারীদের যদি এইরকম এ্যাটিচুড হয় এবং স্যাংচুয়ারির যে পারপাস সেই বিষয়ে যদি তাঁদের সেইরকম আউট-লুক না থাকে এবং সেখানে যদি মোটর নিয়ে গিয়ে স্ফূর্তি করা হয় বা এ্যাট র‍্যানডাম পশু শিকার হয় তাহলে এইরকম বিল আনার কোনরকম সার্থকতা হবে না।

এখন প্রশ্ন হল, এর সঙ্গে একটা গোড়ার কথা জড়িত আছে যে, আজকে ওয়াইল্ড এ্যানিম্যালসদের যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিন্তু আগেও বলা হয়েছে যে, জঙ্গলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—সেদিকে আমাদের সিরিয়াস হওয়া উচিত। মন্ত্রিমহাশয় বোধ হয় জানেন যে, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টস-এ, বিশেষ করে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের কোন জঙ্গলে যাকে বলে এ্যান্ট-ইটার -যে জানোয়ার ভারতবর্ষে খুব রেয়ার, অন্যান্য দেশে পাওয়া যায়—এই জন্তু একবার একটা ধরা পড়ে। সেইরকম রেয়ার এ্যানিম্যাল আজকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ হল জঙ্গলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত রকি প্লেসে যে-সমস্ত জঙ্গল ছিল, তারা ঐ-সমস্ত জায়গায় থাকতো কিন্তু জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার আর কোন চিহ্ন নেই। কিছু কিছু বিশেষ ধরণের বার্ডস মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের জঙ্গলে ছিল—এগুলি বোধ হয় উড়িষ্যার ওদিক থেকে আসতো। এগুলি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন। আপনি বোধ হয় জানেন, মেদিনীপুরের ২ ১টা জঙ্গলে শ্যামাপাখী বলে ভাল জাতের একরকম পাখী ছিল কিন্তু সেই পাখীগুলি এখন আর নেই। ৩০ বছর আগেও ঐ-সমস্ত জঙ্গলে সেইসব পাখী দেখা যেত। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হল যে, ওয়াইল্ড এ্যানিম্যালসকে রক্ষা করার জন্য আমরা এই বিলটাকে সমর্থন করি কিন্তু এর ভেতর যে নানারকম দুর্বলতা আছে সেগুলি দূর করা দরকার এবং জঙ্গলগুলিকে যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আপনারা না করেন তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। ২-১টা মাত্র স্যাংচুয়ারি আছে, আমি এখানে মন্ত্রিমহাশয়কে বলবো যে, অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টেও ছোট ছোট স্যাংচুয়ারি হতে পারে এবং বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টেও অনেক বন আছে, সেগুলি প্রিজার্ভ করা দরকার, এগুলির দিকে মন্ত্রিমহাশয়কে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি বলছি এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিন—সিলেক্ট কমিটি দিয়ে পাশ করালে এই বিলটা আরো ভাল তৈরী হতে পারে।

Mr. Speaker: There are three Bills to be discussed today. If they are not finished today there are no official days. There are 2 non-official days. So we are trying to finish all the three Bills today

[3-50—4 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়: আমার পূর্ববর্তী বক্তা সরোজবাবু যে এ্যান্ট-ইটারের কথা বল্লেন, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মেডিল্লো, বজ্রকীট অথবা আপনি যেটা বল্লেন, কারুই। দুঃখের বিষয় সেই পশুর নমুনা আমরা কলিকাতায় আলিপুর পশুশালায় খুঁজে পাই না। যদিও ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বিলের আওতায় এ জিনিস আসে না, তবুও আমি বলবো এই সমস্ত স্পিসিজ ক্রমশঃ এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলি সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

তাঁরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বিশেষ করে পাখীর কথা বলেছিলেন যে, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দাবাগ্নির ফলেতে পাখীরা পালিয়ে যায়। কিছুদিন আগে ইংরাজী কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, হিমাচল অঞ্চলের যে-সব পাখী তারা আগে ব্রেক জার্নি করত জলপাইগুড়ি

এলাকায় কিন্তু দাবাগ্নির প্রকটে তারা সেখানে না গিয়ে সিধে উড়ে চলে যায় বঙ্গোপসাগরের দিকে। এদের একটা প্রস্তাব ছিল যে, তারা কোন কোন জায়গায় জাল দিয়ে ঘিরে সেখানে এই সমস্ত পাখীর ডিম নিয়ে গিয়ে তাদের সেখানে তা দেবার ব্যবস্থা করবে। কারণ সাধারণ মুরগী দিয়ে তা দিলে বাচ্চা হতে পারে। এবং সেখানে সেই-সব পাখী থাকলে পরে তাদের আকর্ষণে অন্যান্য পাখী এসে সেখানে জুটবে। এই ধরনের একটা প্রস্তাব ছিল। দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা প্রস্তাবিত আইনে নেই। সুতরাং আমার প্রস্তাব ছিল যে, এই রেয়ার স্পিশিস সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া বিশেষ করে পাখীর ব্যাপারে—কেন না, বাংলা দেশে পক্ষী সম্পদ শুধু যে শ্যামা পাখী উবে যাচ্ছে তা নয়, অন্যান্য পাখীও হিমালয়ান রিজিওন থেকে আসবার পথে আর বাংলা দেশে তারা না থেমে সিধে সোজা চলে যায়। এখন প্রশ্ন এই, দাবাগ্নির ঘটনাটা সেখানে খুব বেশী বেড়ে গেছে। এর কোন স্ট্যাটিসটিকস্ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, দেখা যাবে এর সংখ্যা কমছে না বরং বাড়ছে। অথচ এই অগ্নি নিবানোর যে ব্যয় সেটা কমে যাচ্ছে। তার কারণ হল এই যে, দাবাগ্নি নিবাতে গেলে যে-সব ধরনের পরিশ্রম করতে হয়, সেখানকার বনবিভাগীয় যে-সমস্ত কর্মচারী, তারা সেইসব পরিশ্রম না করে সরকারের কাছে দেখান যে আমরা টাকা বাঁচাচ্ছি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তারা টাকা বের করে নেয়। যেমন গরুমারা স্যাংচুয়ারি সম্বন্ধে সরোজবাবু বলেছেন। এতে সাধারণভাবে খরচা তো হয়ই তাছাড়া গত দুই-বছরে এর চুণকামের জন্য ৬২ হাজার খরচ করা হয়েছে। এই-সব ব্যয় দেখবার কোন লোক নেই। সুতরাং সরকারের যে অর্থ তার অপচয় নিবারিত হবার সম্বন্ধ নেই অথচ আসল যে কাজ তা ব্যাহত হচ্ছে। এর আগে আমি বলেছিলাম যে, বনবিভাগীয় কর্মচারী, অন্যান্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন করে যতটা সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারেন বনবিভাগের কর্মচারীর ক্ষেত্রে সেটুকু নেই। তাদের গলা টিপে রাখা হয়েছে এবং তাদের পক্ষে সাধারণ প্রিন্সিপলস অফ ন্যাচারাল জাস্টিস যা তাও সেখানে মানা হচ্ছে না, এবং যা খুসী তাঁরা করেন। বিশেষ করে নিয়োগের ক্ষেত্রে যা আমি আগে বলেছিলাম। দাবাগ্নির কথা আরেকটা হচ্ছে এই যে, সেখানকার স্থানীয় লোকেরা বনে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন জীব-জন্তুরা ছুটে পালাতে থাকে, আর তাতে হরিণ শিকারের বিশেষ সুবিধা হয়। ধারে-কাছে আদিম অধিবাসীরা তীর-ধনুক নিয়ে সেখানে বাস করে, তারা তখন বিষাক্ত তীর মেরে অনেক সময় জীব-জন্তুর গায়ে দূষিত ক্ষতের সৃষ্টি করে, যার ফলে বনে গিয়ে তারা মরে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল রেয়ার এ্যানিম্যাল এরা রক্ষা করবার জন্য আইন করেছে কিন্তু রেড ডগস্ বলে এক ধরনের বন্য কুকুর আছে, যাদের কাজ হ'ল থুথু ছিটিয়ে দিয়ে রয়াল বেঙ্গল টাইগার-এর মত জন্তুকে সাময়িকভাবে অন্ধ করা এবং তারপরে তার হাড়-মাংস সমস্ত ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে খেয়ে ফেলে। এই ভয়ানক যে জন্তু, এদের না মারবার ব্যবস্থা থাকাটাই সেখানকার পক্ষে ক্ষতিকারক। অতএব আইনে এইটুকু ব্যবস্থা করে দেওয়া হউক যে, রেড ডগস্ মারবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হবে। এইটুকু আমি বলতে চাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমি একটু সামান্য সময় আপনার কাছ থেকে নেব, তার কারণ, মাননীয় সত্তোনবাবু এই ব্যাপারে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছেন এবং আপনিও তার বক্তৃতার সময় যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন তাতে আপনিও যে এইসব বিষয়ে পণ্ডিত এবং বহু জানা আছে এই ব্যাপারে, তার পরিচয় আপনি দিয়েছেন। আমি শুধু বলব যে, এই বিলে যে উদ্দেশ্য তার প্রতি আমাদের সকলের সমর্থন আছে এবং এই বিল যদি কার্যকরী করতে হয়, আইন যদি চালু করতে হয় তাহলে ব্যবহারিক যে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দেয়, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলব। বিশেষ করে সত্তোনবাবুও সেটা উল্লেখ করে গেছেন যে, আমাদের যারা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তারা কেমন করে এই-সমস্ত স্যাংচুয়ারি-তে গিয়ে বে-আইনীভাবে তাদের পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে বহু জন্তু-জানোয়ার মেরে থাকেন। স্যার, আপনি জানেন যে, মিঃ জিম করবেট,-তাঁর একখানি বই আছে, ম্যান-ইটার অফ কুমায়ুন, এবং স্যার, আপনি জানেন যে, সেই ম্যান-ইটার অফ কুমায়ুন-এ মিঃ করবেট এক জায়গায় বলছেন যে, একটা বাঘিণীকে মারবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করলেন, যখন অপারগ হলেন তখন একটা

বাঘের নকল ডাক ডাকতে আরম্ভ করলেন এবং সেই ডাক শুনে বাঘিণী এল এবং তখন তাকে তিনি গুলি করে মারলেন। জিম করবেট-এর এই বই পড়ে আমাদের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মনে ইন্সপিরেশন জেগেছে। স্যার, একজনের কথা আমি বলছি যে তিনি স্যার, তাঁর মনের শখ যে বাঘ মারবেন, শিকার করবেন এবং গুলি করে বাঘ মেরে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবেন, এ বাসনা তাঁর অনেক দিনের। সেই উচ্চপদে যাবার পর তাঁর মনের এই বাসনা। সেই বাসনা পূরণ করবার জন্য ৩।৪ বছর আগে তিনি সুন্দরবনে গিয়েছিলেন একটা মোটর বোটে করে বাঘের পেছনে ঘুরবার জন্য। বাঘ হঠাৎ এসে সেই মোটর বোটের উপড় পড়ল, সাঁতার কেটে এসে সেইখানে উঠল। সঙ্গীরা কোনরকমে তাঁকে বাঁচাল। প্রাণের বাসনা পূর্ণ হল না। তারপরে, স্যার, গত বছর মেখলীগঞ্জে সেই উচ্চপদস্থ অফিসারটি গেলেন, ফরেস্ট অফিসার তাঁকে নিয়ে গেলেন নানারথাতে এবং দুই-একজন ইংরেজ প্ল্যানটার তাঁর সঙ্গে ছিল, ৮।১০টা হাতী এল, শিকারে যাবার জন্য সব বন্দোবস্ত হ'ল কিন্তু সবই বে-আইনী। এবং তারপর বাঘের ডাক শুনে সেই হাতীর উপরে মিস্টার নন্দী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি পড়ে গেলেন। তখন তাঁকে উচ্চপদস্থ অফিসারটি বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না, তখন সেই বাঘটা এসে মিস্টার নন্দীকে মুখে নিয়ে চলে গেল, তখন এই দলেরই একজন ইংরেজ অফিসার, তিনি গিয়ে সেই বাঘটাকে মারলেন, তবে ইতিমধ্যে সেই হতভাগ্য নন্দী প্রাণ ত্যাগ করেছেন। তিনি মারা গেছেন ঐ বাঘের আঘাতে। স্যার, সেইজন্য আমি যে সেদিন হেমবাবুকে বলেছিলাম, এবং সেদিন তিনি আপত্তি করেছিলেন যে, চিড়িয়াখানার বাঘের ডাকের টেপ রেকর্ডিং করা হয়েছে। এটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। সেই অফিসার, তিনি চিফ সেক্রেটারী, যার জন্য ঐ বাঘের ডাকের টেপ রেকর্ডিং করা হয়েছিল -এই চিফ সেক্রেটারী কেন করিয়েছিলেন তাহলে বলি। ঐ বাঘের ডাক টেপ রেকর্ডিং করে তিনি ঐ বনে গিয়ে এই নেটিভ সিজন যখন ঐ টেপ রেকর্ডিংটা চালাবেন -ঐ বাঘের ডাক শুনে বাঘিণী আসবে এবং তখন তিনি গুলি করে মারবেন। এইজন্য বাঘের ডাকের টেপ রেকর্ডিংটা করা হয়েছে। এটা ফিলিপস্ কোম্পানীকে দিয়ে করা হয়েছে এবং এই কোম্পানীর ওয়ার্কার ইউনিয়ন-এর প্রেসিডেন্ট এবং সেখান থেকেই আমি এ-খবর পেয়েছি। তাঁরা ১২০ টাকা বিল করেছিলেন এবং তা নিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি হয়েছিল। তারপর সেই বিল কাটছাঁট করে ৮০ টাকায় রফা হয়। এবং সেই টাকা তিনি নিজে দিয়েছিলেন কিনা জানি না। এই একটা উদাহরণ আমি দিলাম এইজন্য এই যে নব-সংস্করণ জিম করবেট-এর আমাদের দপ্তরে দপ্তরে দেখা যাচ্ছে, সেরকম যাতে না হয়; তাঁরা যাতে নিজে গিয়ে পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে বে-আইনীভাবে যাতে জানোয়ার না মারেন, সে বিষয়ে যেন আমাদের মন্ত্রিমহাশয় লক্ষ্য রাখেন।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Niranjan Sen Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হচ্ছে, অর্থাৎ বন্যজন্তু সংরক্ষণ হোক, সেটা আমি সমর্থন করি। কিন্তু এই বিল এখানে যেভাবে প্লেস করা হয়েছে, আমার মনে হয় এর ভিতর অনেক ত্রুটী রয়েছে।

বন্যজন্তু সংরক্ষণের কথা বলতে গেলে প্রথমে দেখা যায় ইংরাজ আমলে, ইংরাজ প্রভুরা বন্যজন্তু সংরক্ষণের প্রথম অন্তরায় ছিলেন। তাঁদের আমলে বাংলা দেশে বন্যজন্তু এমনভাবে পোচড হয়েছে যে, অনেক স্পিসিস একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে, এটা মনে রাখা দরকার। তারপরে যখন আমাদের দেশী সরকার এদিকে দৃষ্টি দিলেন, তার ইতিহাস আমরা সকলে জানি। বাংলা দেশে অরণ্য হচ্ছে উত্তরবঙ্গে এবং চব্বিশপরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলে তিনটি গেম এ্যাসোসিয়েশনস আছে, দার্জিলিং গেম এ্যাসোসিয়েশন, তিস্তা-টোরসা গেম এ্যাসোসিয়েশন এবং টোরসা-সংকোস গেম এ্যাসোসিয়েশন। এদের যে প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে একত্রে কাজকর্ম করে, বন্যজন্তু সংরক্ষণের কিছুটা ব্যবস্থা করছিলেন এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে কিছুটা পরামর্শ নিচ্ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা নিজেরাই এত বেশী পোচিং করেছেন

যার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়, এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেক বড় বড় অফিসারদের ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সঙ্গে যে-সমস্ত যোগাযোগ ছিল, সেটা কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। স্যার, আপনি জানেন যে, গত মার্চ মাসে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি মেমোরেন্ডাম সরকারের কাছে পাঠান হয়, সেই মেমোরেন্ডাম-এ যে দাবী করা হয়, সেটা হচ্ছে এইসকল গেম এ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে সরকারের যে সম্পর্ক আছে কিংবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে, সেটা না থাকাই ভাল; এবং সেই মেমোরেন্ডাম-এর ভিত্তিতে এদের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল, সেটা তুলে নেওয়া হয়। ৫ই জুলাই, ১৯৫৮ সালে ডাঃ রায়ের কাছে গেম এ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন যায় এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলে; এবং সেই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ডাঃ রায় বলেছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বন্যজন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর পিছনে এত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও আজ এই ধরনের বিল আনা হয়েছে। এইসকল গেম এ্যাসোসিয়েশন কিংবা জনসাধারণের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ রেখে এই প্রিজারভেশন-এর ব্যবস্থা করা হয় নি। আমি বলবো এই বিলটি একটা ত্রুটিপূর্ণ বিল। সুতরাং আমি দাবী করি এই বিলটি বদলে এমন একটা বিল করা হোক, যাতে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রেখে, জনসাধারণের সাহায্যে এই সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে যাওয়া যায়। নতুবা সরকার ল করে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে সেই ল-এর দ্বারা যে শক্তি দেবেন বলছেন, সেই ল-এর উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হবে। দেখা যায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড় বড় অফিসাররা পোচিং করে এবং ক্ষিপ্ত হস্তে এইভাবে পোচিং করার ফলে বাংলা দেশের অরণ্য থেকে বহু বন্যজন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ'দের হাতে আরও ক্ষমতা দিলে, সেগুলি যদি চেক করা না হয়, তাহলে বিলের যে আসল উদ্দেশ্য তা নষ্ট হবে। তাই জনসাধারণের ও গেম এ্যাসোসিয়েশনগুলির সাহায্য নিয়ে, সর্বদিক দেখে, এমনভাবে এই বিল রচনা করা উচিত যাতে বন্যজন্তুর সত্য-সত্যই সংরক্ষণ হয়।

এখানে আর একটা ব্যাপার দেখছি, এই বিল যখন প্রণয়ন করেন, মন্ত্রিমহাশয় কিংবা তাঁর ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণ এই-সমস্ত গেম এ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ রাখেন নি, তাঁদের মতামত বা কোন প্রকার সাহায্য নিতে রাজী হন নি। কেন এরকম হয়? জনসাধারণের যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সাহায্য নিয়ে এই বিল না করাতে এমন হয়েছে যে, তাঁরা নিজেরাই এই বিল সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আছেন। আপনাদের তরফ থেকে এখনও উচিত এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিয়ে, সেখানে ভালভাবে আলোচনা করে, সেই আলোচনার ভিত্তিতে এটা পুনরায় রচিত করা।

সর্বশেষে আমি বিলের সিডিউল সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এখানে যে-সমস্ত স্পিসিস-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ আপনারা নিজেরাই কি জানেন? মন্ত্রিমহাশয় বলুন ত এই-সমস্ত স্পিসিস-কে বাংলায় কি বলে? এখানে এত বড় একটা লিস্ট দিয়েছেন। সেই লিস্ট-এ আছে রোডস্সা, ক্যারিওফিলেসা ইত্যাদি পক্ষীর নাম। এর অর্থ আপনারা কি জানেন? এইরকম বহু নাম এই বিলের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, তা কি কেউ বুঝতে পারবেন? সুতরাং আমার দাবী হচ্ছে আপনারা যখন এই বিল এ্যাসেমব্লীর সামনে এনেছেন পাশ করাবার জন্য, তখন এ্যাসেমব্লীর সদস্যদের এটা বোঝান ত দরকার যে, কোথায় কোন্ পক্ষী, কোন্ বন্যজন্তু সংরক্ষণের জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই যে স্পিসিস-এর লিস্টটা দিয়েছেন, এটা পড়ে কোন্ মেম্বার বুঝতে পারবেন যে, কি স্পিসিস-এর কথা বলা হয়েছে? আপনারা সেদিক থেকে কিছুই করেন নি। তৃতীয়তঃ, আপনারা যে সিডিউল এখানে দিয়েছেন, সেটা ১৯১২ সালের যে সিডিউল ছিল, তাই তুলে দিয়েছেন। তারপর যে-সমস্ত স্পিসিস বাংলা দেশ থেকে এক্সটিংক্ট হয়ে গিয়েছে, তাদের কি করে পুনরায় এখানে এনে প্রিজার্ভ করা যায়, সে সম্বন্ধে কোন কথা এই বিলে উল্লেখ নেই। আমি বলবো, সে সম্বন্ধে এই বিলের মধ্যে একটা রুল করা উচিত। বাংলা দেশ থেকে যে-সমস্ত স্পিসিস এক্সটিংক্ট হয়ে গিয়েছে, সেগুলিকে কি করে বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনা যায় এবং স্যাংচুয়ারি-তে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিল এমনভাবে রচনা করা উচিত ছিল, যার মর্ম

সহজেই বোঝা যায়, গেমস এ্যাসোসিয়েশনগুলির সাহায্য নিন এবং গেমস সম্বন্ধে যাঁরা বৈজ্ঞানিক এক্সপার্ট, তাঁদের সকলের সাহায্য নিয়ে বিলকে নূতনভাবে প্রণয়ন করে আবার আমাদের সামনে নিয়ে আসুন। অথবা এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে নিয়ে গিয়ে উন্নত করুন। এই ধরনের বিল আনার জন্য, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং আমি পুনরায় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, এই বিলকে সিলেক্ট কমিটির সামনে নিয়ে গিয়ে, সংশোধন করে নিয়ে আসুন।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বন্যজন্তু সংরক্ষণ বিল সম্পর্কে শুক্রবার দিন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে, আজকেও কিছু কিছু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আমি নিজে শিকার সম্বন্ধে খুব ইন্টারেস্টেড, সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমার দু-একটা কথা বলা দরকার।

স্যার, আপনি হয়ত জানেন, শিকারী বলতে গেলে আমাদের দেশে পোচার বোঝায়। স্যার, শিকারের পার্মিশন নিয়ে শিকার করা, বোধ হয় এক-হাজারের মধ্যে একজন হবে কিনা সন্দেহ। আমার সেইজন্য অনুরোধ বে-আইনী শিকারগুলি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তা নইলে ভাল ভাল স্পিসিস-এর জন্তু জানোয়ার-পক্ষীগুলি আমাদের দেশ হতে চলে যাবে। আমাদের দেশে আশেপাশের জঙ্গলে লাইসেন্সড্ শিকারীদের শিকার করবার জন্য যে গান লাইসেন্স ইস্যু করা, সেদিকে একটু বিশেষ নজর দিয়ে করা উচিত। কারণ অনেক লোক আছেন আমি জানি, আপনি হয়ত জানেন না, অনেক উঁচুতে বসে আছেন কিন্তু আমি জানি অনেক লোক আছে বাংলা দেশে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলায় যারা বন্দুক কিনবে ৫০০ টাকা দিয়ে এবং তারপর তারা শুয়োর মারবে, হরিণ মারবে এবং তার মাংস বেচে সেই বন্দুকের দাম তারা তোলে। এবং আমার মনে হয় আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধু তিনি নিশ্চয়ই এ-কথা অস্বীকার করবেন না, কারণ শিলিগুড়িতেও বহু লোক আছেন যাঁরা এই কাজ তাঁদের পেশা হিসাবে নিয়েছেন। স্যার, আমি আর একটা কথা বলবো, একটু আগেই আমাদের বন্ধু শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় চিফ সেক্রেটারীর নামে যে কথাটা বললেন, তিনি একেবারেই জানেন না, বন্দুকও কোনদিন হাতে নেন নি যদিও তিনি রেভোলিউশনারি পার্টির মেম্বর, তবু বন্দুক বা রিভলবার উনি দেখেন নি, স্যার, এখানে আমার বলা দরকার যে, আমি তিনটা ফায়ার আর্মস পজেস করি, রাইফেলও পজেস্ করি, রিভলভারও পজেস্ করি, গানও পজেস্ করি এবং সেটা অপোজিশন মেম্বর থাকাকালীন আমার ছিল।

(Sj. Subodh Banerjee:

এবং তারজন্য একবার কোর্ট-এও যেতে হয়েছিল।)

হ্যাঁ, কোর্টেও যেতে হয়েছিল। যাইহোক, এই ভদ্রলোক যে কথাটা বললেন চিফ সেক্রেটারী সম্বন্ধে, যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর লোক সেখানে ছিল না, কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ী জলপাইগুড়ি অর্থাৎ শ্বশুর-বাড়ী স্যার, সেই সময় আমি জলপাইগুড়িতে ছিলাম, যখন এই ঘটনাটা ঘটে। তিস্তা নদীর ওপাশে একটা কাশবন আছে, সেখানে বাঘের উপদ্রব হয়। ঐখানের রাস্তা দিয়ে যে-সমস্ত লোক যাতায়াত করে তাদের উপর বাঘের উপদ্রব প্রায়ই হয়, সেখানে নদী পার হয়ে এমন কি ডুয়ার্সের বহু লোককে যেতে হয়, সেখানে বাঘে ঘায়েল করেছে বহু লোককে, বোধ হয় শতখানেকের কম নয়। সেইখানে জলপাইগুড়ির বহু শিকারী, যারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুমোদন নিয়ে বা হাইয়ার অফিসার-এর অনুমোদন নিয়ে ঐ কাশবনে সেটা জঙ্গল নয়, ছোট ছোট সব কুশ-কাশ, এক মানুষ সমান তার মধ্যে বাঘ থাকে, সেই জঙ্গলেই আমি জানি যে আমাদের চিফ সেক্রেটারী গিয়েছিলেন। অবশ্য হেমবাবুর ডিপার্টমেন্ট-এর কোন লোক ছিল না। চা-বাগানের একজন লোক, যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি আমার আত্মীয়। তিনি চা-বাগানের ক্লার্ক, তিনি পড়ে গেলে বাঘ তাকে ধরে এবং বাঘের দ্বারা আহত হলে তিনি মারা যান। সেক্রেটারীর গুলিতে মারা যান নি, এটা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। স্যার, শিকার যারা করতে যাবে, তাদের শুধু

বাঘই আমি মারবো, বাঘ আমাকে মারবে না এ ত হয় না। শিকার যারা করবে, স্পোর্টস মানে হচ্ছে তাকেও চান্স দিতে হবে, আমার হাতে যেমন রাইফেল থাকবে, তাকেও চান্স দিতে হবে, সে এগিয়ে আসবে। যাঁরা শিকার করার জন্য শিকার করতে যান—অবশ্য যারা শিকার করে তার চামড়াটি বিক্রী করবে, দাঁত বিক্রী করবে, তাদের কথা আলাদা, আমি নিজে দেখেছি স্যার, যে তারা খাঁচা করে নেয়, নিয়ে তার মধ্যে বসে থাকে, তারপর বাঘ এলে তাকে গুলি করে মারে, সেখানে তা করতে পারে—যেটা সত্যিকারের স্পোর্টস সেখানে দিনের বেলায় শিকার করা উচিত। আমি কেন বলছিলাম, স্যার, রাত্রে যারা শিকার করে তারা প্রায় সবাই পোচিং করে, হেমবাবু নিশ্চয়ই জবাব দেবেন, বিশেষ করে ঐসব জেলায়, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি সাবডিভিশন-এ যেখানে জঙ্গল আছে, সেখানে শতকরা ৯৯টি লোকই রাত্রে চুরি করে মারে। এখানে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কারা, সে-কথা এখানে না বলে পারছি না, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর লোকদের হাতে বন্দুক আছে, রাইফেল আছে, তাদেরও এই সঙ্গে যোগাযোগ থাকে অনেক জায়গায় আমি তা দেখেছি। ঐ জঙ্গলের রাস্তায় তালা দেওয়া থাকে, সেখানে ১ টাকা দিলেই তা খুলে দেয়, আমি নিজেও বহুবার করেছি, সে-বিষয়ে আমিও অপরাধী। অস্বীকার করবার কিছু নেই, সত্য যা তাই বলছি। সেখানে ঐ ২।১ টাকা দিলেই তা খোলা পাওয়া যায়। সেটা যাতে বন্ধ থাকে, স্ট্রিক্টলি অবজার্ভ করা হয়, তার ব্যবস্থা যেন মন্ত্রিমহাশয় করেন, তা নইলে ঐ শিলিগুড়ি সাবডিভিশন-এ, জলপাইগুড়িতে যত বন্দুক আছে, তা দিয়ে তারা প্রায় শেষ করে এনেছে। ভাল ভাল হরিণ পাবেন না, স্পটেড ডিয়ার পাবেন না, কালো হরিণ পাবেন না, বহু জানোয়ার খুঁজেও হয় ত আপনি দেখতেই পাবেন না।

প্রায় শেষ হয়ে গেল, গণ্ডার একটা বস্তু, প্রায় নাই। জলপাইগুড়িতে গণ্ডার বিখ্যাত ছিল, আজকে দেখি কোন গণ্ডার পাওয়া যায় না। রাত্রি করে যারা শিকার করতে যায়, তাদের চোখে পড়বে জংলা হাতী কিছু কিছু আছে, সেগুলি যাতে কেউ না মারে সেটা দেখতে হবে। আমি অনেক লোকের খবর জানি, হাতীর দাঁত দেখলে শখ করে হাতী মারে, নাম করলে এখনি হুলুস্থুলু পড়ে যাবে। বড় বড় অফিসার আছে, বড় বড় লোককে নিয়ে যায় শিকারে, শখ করার জন্য বড় বড় লোক শিকার পার্টি যায়, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বড় বড় অফিসার যত বড় জমিদারকে নিয়ে ফরেস্ট-এ যায় শিকারের আনন্দ উপভোগ করতে, সেগুলো যাতে না হয়।

Mr. Speaker:

আপনার আপত্তি আনন্দ উপভোগে ?

Sj. Nepal Ray:

জানোয়ার মারাতে স্যার। বাঘ মারতে নিয়ে যায় না, হরিণ, সম্বর প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ার মারে বেশী এবং এর সঙ্গে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর নিম্নপদস্থ কর্মচারীরও যোগাযোগ আছে।

(Mr. SPEAKER:

এই এ্যাক্ট-এ আছে কি গণ্ডার মারা নির্বন্ধ ?)

বলবার সুযোগ হয়েছে তাই বলছি, কোনদিন তো এসব আলোচনা হয় না এই হাউস-এ। অতএব বলছি রেয়ার এ্যানিমাল সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে কারণ নিজেও শিকারী হিসাবে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছি। অনেকে শিকারে যায় কিন্তু শিকার করতে নয়। শিকারী যদি কেউ থাকে তাহলে এটা যে স্পোর্টস ছাড়া আর কিছু নয় সেটা স্বীকার করবেন কিন্তু জঙ্গলে পার্মিট নিয়ে খুব কম শিকারীই যায়। ম্যান-ইটার মারতে পার্মিশন দিলেন কিন্তু যখন শিকার করে ফিরল দেখলেন জীপে করে পাঁচটি সম্বর কি হরিণ ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। কাজেই উনি যে চিফ সেক্রেটারীর কথা বললেন তা সত্য নয়। অবশ্য তাঁর পক্ষে বলা সবই সম্ভব, যা শুনেন বা যা জানেন সবই তিনি বলেন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি একটা কথা বলে নিই। গণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু গণ্ডারের মত শক্ত চামড়া এরকম কিছু লোক এসে গিয়েছে এই হাউসে।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্পীকার স্যার, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যতটা জানি দু-একটি বিষয়ে বলতে চাই—প্রথম কথা হচ্ছে যে, সুন্দরবন অঞ্চলে, বিশেষ করে আমি যা দেখেছি, যারা শিকারে যায় শতকরা ৮০ জন তাদের আইনতঃ শিকার করতে যান না, অর্থাৎ "পারমিশন" নিয়ে শিকার করতে যান না। দুটি কারণ আমি দেখেছি, বনবিভাগে যে-সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের সঙ্গে আমি বে-সরকারীভাবে আলোচনা করে দেখেছি এবং সবাসরি যতটা পেয়েছি তাতে হচ্ছে এই - ওদের যে বেতন, যে অবস্থায় থাকে, তাঁরা যে বেতন পান তা সামান্য বে-সরকারীভাবে শিকার করার জন্য তাদের প্রতি বছরই কিছু টাকা রোজগার হয়। এর ফলে যারা শিকার করতে যায়, তারা বাছ-বিচার না করেই শিকার করে। বিশেষ করে বে-আইনীভাবে বহু হরিণ মারা হচ্ছে এবং ফলে সেগুলি কমে আসছে রাতারাতি সে অঞ্চল থেকে। এই একটা কারণ আমি দেখেছি। দ্বিতীয়তঃ একটা জিনিস দেখেছি যে, মধুর জন্য, মধু সংগ্রহের সময় অসংখ্য লোক মধু ভাঙতে যায় জঙ্গলের মধ্যে, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু লোক শিকার করতে যায়, মধু পাওয়ার সাথে সাথে—এবং সেগুলি বে-সরকারী। ঐভাবে কিছু টাকা রোজগার হয় যে টাকা দিয়ে ওদের যে কম পয়সা সেই কম পয়সার পরিপূরক হিসাবে ভরণপোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ফলে হরিণ ইত্যাদি সব কমে যাচ্ছে। সেইজন্য আমি মূলতঃ যা দেখেছি তাতে এইসব বন্ধ করার প্রয়োজন আছে। এগুলি বন্ধ করতে গেলে শুধু সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে হবে না। এর মূল কারণ লুকিয়ে আছে ঐসব কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার ভিতরে, এবং সেটা যদি বিবেচনা না করা হয় তবে যতই সদিচ্ছা পোষণ করুন আর আইন তৈরী করুন সেই আইনের ফাঁক কাটিয়ে তারা নূতন করে রোজগার করবার ব্যবস্থা করবে এবং তা চলতে থাকবে। সেইজন্য এগুলি বন্ধ করার জন্য যেমন কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সঙ্গে অন্য যে কারণের জন্য এসব সম্ভব হয় সেই কারণগুলিও দূর করতে হবে। কাজেই ঐ কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা উন্নতির ব্যবস্থা যদি না হয় তবে এসব কোন জিনিস বন্ধ করা সম্ভবপর হবে না, —এই আমার নিজের ধারণা।

তৃতীয়তঃ আমি যা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই যে, ছোট ছোট বাঘ, হরিণ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের পাখী, সেগুলিও প্রায় উজাড় হয়ে গেল। এগুলিকে খুব সহজভাবে মারা যায়। বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ধরনের পাখী এখন খুঁজে পাবেন না বেশী। এগুলি মারা বন্ধ করারও বিশেষ প্রয়োজন।

তারপর একটা রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে। সেটা হচ্ছে এই - সরকারী কর্মচারী, আমি কারও নাম করতে চাই না, তবে সরকারী কর্মচারী যাঁরা, তাঁরা বে-সরকারী যেসব শিকারী আছে, তাদের নিয়ে শিকার করতে যান, এবং এইসব সরকারী কর্মচারী ও বে-সরকারী লোকদের সম্বন্ধে এমন ঘটনাও হয়েছে যে, তাঁরা বে-আইনী—কোন পারমিশন যার নাই, এমন অস্ত্র নিয়ে গিয়েছেন এবং সেজন্য দুই-একজন ধরাও পড়েছেন এবং তাঁদের বন্দুক সিজ কোরে নেওয়া হয়েছে। তারপরে তদ্বির-তদারক করার ফলে সরকারী কর্মচারীদের বন্দুক ফেরত দেওয়া হল, আর বে-সরকারী লোকদের ফরেস্ট আইন অনুসারে জরিমানা ইত্যাদি হল, এরকম ঘটনাও হচ্ছে। এইসব কারণে আমার দৃঢ় ধারণা যে, এ-সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব যদি এই-সমস্ত কর্মচারী, তারা যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে ভাল অবস্থায় যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে এরকম ব্যবস্থা করা দরকার। আর তা নাহলে যত আইনই করুন না যতরকম ব্যবস্থাই করুন না কেন এই সমস্ত পশুদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়! এই বিল নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বন্যজন্তুদের উপর মায়া-দয়া এবং এদের রক্ষা করার যুক্তিযুক্ততা পেশ করা হয়েছে। প্রথম কথা, এই জিনিসটাকে কি পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার। যে সরকারের সাধারণ মানুষের উপর মায়া-দয়া দেখাতে গায়ে লাগে, সেই সরকারের যে এদের উপর কি থাকবে তা জানা কথা। যাইহোক, আমি কয়েকটি কথা বলছি।

সত্যেনবাবু প্রফেসর হ্যালডেনের কথার উল্লেখ করেছেন। হ্যালডেন বলেছেন, যতদিন না আমাদের দেশের লোকের হৃদয়ের পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন আইন কোরে ওয়াইল্ড লাইফ রক্ষা করা সম্ভব নয়। হালডেন সাহেবের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমি এক মত। কিন্তু এখানে কতকগুলো জায়গায় হ্যালডেন সাহেবের বক্তব্যের উপর কিছু বলার দরকার আছে। ইংলন্ডের সাধারণ মানুষের এই ব্যাপারে যে আগ্রহ, তার সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যে অনাগ্রহ তার একটা ইঙ্গিত করেছেন। এ-কথা বোঝা দরকার যে, দেশের লোকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা একমুঠো ভাত যোগাড় করতে কেটে যায়, সে-দেশের লোকের প্রজাপতি সংগ্রহ কোরে, রিসার্চ কোরে তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য লেখা অসম্ভব। মানুষের জীবনে ও সংস্কৃতিতে যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে, এবং মানুষের হাতে যখন প্রচুর লিজার থাকবে তখনই তার পক্ষে এইরকম ব্যাপারে উৎসাহ দেখান এবং আলোচনা করা সম্ভব এবং তখনই সে গবেষণা করার সুযোগ পাবে। তা যদি না থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পশু-সংরক্ষণ ব্যাপারে চেষ্টা করা বা উৎসাহ দেখান এ জিনিসের আশা করা ঠিক নয়। সুতরাং আমি মনে করি এ জিনিসের সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সেটা যতদিন থাকবে, অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা থাকবে ততদিন সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে পশু-সংরক্ষণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং সেজন উৎসাহ দেখাবে, এটা কেবল কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় জিনিস, আমাদের দেশের লোকের উৎসাহ যে বাড়াতে চাই সে সম্পর্কে সরকারের কি করণীয় তা জিজ্ঞাসা করতে চাই। সরকার পক্ষের কিছু কিছু লোক আমাদের দেশের লোকের উপর দোষারোপ কোরে চলেছেন। কিন্তু কেন এই আগ্রহের অভাব, তার কারণ কি? তার একটা কারণ বলছি। ছাত্রদের বোটানি ও জুওলজি পড়ান হয়। তাদের পাঠ্যপুস্তকের দিকে যদি তাকান হয়, পাঠ্যের "সিডিউল"-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে তার কি চেহারা দেখবেন! তাদের পাঠ্যপুস্তক বিদেশ থেকে ধার করা নামে বোঝাই। তার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের প্রত্যক্ষ-দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। ছেলেদের উৎসাহিত করতে হলে, দেশের লোককে উৎসাহিত করতে হলে, ছাত্রসমাজকে আমাদের দেশের জীবজন্তু বা গাছগাছড়ার —বিশেষ বিশেষ নামের সঙ্গে পরিচিত করানর প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করাবার প্রয়োজন আছে। যে-কোন পাঠ্যপুস্তক দেখুন, তাতে একটা বাংলা নাম পাবেন না; যেমন, জবা ফুল, বললে সেখানে পাবেন না; সে জায়গায় এত বড় একটা লাটিন নাম- তাদের কাছে গ্রীক্-এর মত সেখানে আছে। পাঠ্যপুস্তকের এই বিভীষিকা দূর কোরে যদি ছেলেদের মনকে দেশী জিনিসপত্রের সঙ্গে পরিচয় না ঘটাতে পারি এবং তার মধ্য দিয়ে উৎসাহের সঞ্চার না করতে পারি, তাহলে আমাদের এদিকে যে একটা বিরাট বাধা থাকবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এই অসুবিধা দূর করার জন্য কি চেষ্টা করেছেন? আমি বলতে বাধ্য আমাদের পশ্চিম-বাংলার কোন একটা সংবাদপত্রের সাংবাদিক—নামও আমি করব—অমৃতবাজার পত্রিকায় কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় একটা আর্টিকেল দিয়েছেন, অত্যন্ত ভাল আর্টিকেল; তাতে তিনি এই দোষটা সরকারের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, ইউনিভার্সিটি আছে, তারা কি চেষ্টা করেছে এগুলো সংশোধন করার জন্য? পাঠ্যপুস্তকে পশু-সংরক্ষণের জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আমাদের দেশের গাছগাছড়া এবং জীবজন্তুর সম্বন্ধে উৎসাহিত করবার জন কি চেষ্টা করেছেন, তা সরকার কি জানাবেন? তা না কোরে কেবল কিছু আইন এনে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা বা মানুষকে উৎসাহিত করা চলবে না।

তৃতীয় নম্বর, আর একটা জিনিস সরকারী বন-বিভাগ থেকে স্যাংচুয়ারি করা হয়েছে, এ-কথা বলা হয়েছে পশু-সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু এই স্যাংচুয়ারিগুলোর ম্যানেজমেন্ট দেখলে দেখবেন যে, সেখানে একেবারে স্টিরিওটাইপড ব্যাপার। আমি একটা ব্যাপার জানি। আমাদের এখান থেকে কিছু ছেলে—সায়েন্সের ছেলে, স্যাংচুয়ারি দেখবার জন্য যায়। সেখানকার কর্মকর্তার পারমিশন চাওয়ায় পারমিশন দেওয়া হয় নি। দু-দিন অপেক্ষা করার পর অধ্যাপক

মহাশয় ফিরে এসে এই সংবাদ জানান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিঠিও দেন। স্যাংচুয়ারি করেছেন; কিন্তু তা যদি ছেলেরা না দেখে, বইতে যা পড়ে সেই জিনিস তারা দেখতে যায়, আর তা যদি না দেখতে পায় তাহলে তাদের এ-বিষয়ে উৎসাহ বন্ধ কোরেই দেবেন।

[4-30—4-40 p.m.]

এমন কথা আমি বলবো না যে তাঁরা হুটহুট করে গেলে আপনারা সব দেখাবেন কিন্তু দেয়ার মাস্ট বি এ্যান এ্যারেঞ্জমেন্ট যাতে করে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এই জিনিসগুলি দেখতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আপনারা সেখানে ঢুকতে দেন না কিন্তু আপনাদের যাঁরা ভি আই পি, ভেরি ইম্পরট্যান্ট পার্সন বলে যাঁদের জানতাম, তাঁরা এখন ভেরি ইনফ্লাটেড পার্সন,

Really they are inflated—inflated not only in bulk but also in their estimation of themselves.

নিজেদের সম্বন্ধে তাঁদের যে ধারণা সেটা অতি ইনফ্লাটেড, সাধারণ মানুষকে তাঁরা মানুষ বলে মনে করেন না—তাঁদের খেলা দেখাবার জন্য এবং তাঁদের শিকারের জন্য ব্যবস্থা করছেন, যেমন চিফ সেক্রেটারীই বলুন বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের কথা বলুন, কত উদাহরণ আছে তা বলে শেষ করা যায় না। ২৪-পরগনার ফরেস্টের ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি এঁদের দেখাবার জন্য এত উৎসাহ অথচ যাঁদের দেখালে রিয়েলি কাজ হতে পারে, তাঁদের জন্য ডোর বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। এই যদি দৃষ্টিভঙ্গী হয়, তাহলে আইন করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আর একটা জিনিস বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, আমি কারো উপর ইন্সিনিউয়েশন আনছি না কিন্তু কিলিং হয়েছে কি জানেন? এটা প্রচার হচ্ছে যে, বাঘের মধ্যে হৃদয় আছে, বাঘ দয়ালু আছে, বাঘেরও জাতীয় সুকুমার বৃত্তি আছে, এই যে প্রচার চলেছে এটা ঠিক নয়। থাকে থাকুক্ কিন্তু একটা আসপেক্ট কি করে আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। স্যাংচুয়ারি করবেন ঠিকই, বন্যজন্তু মারা হবে না ঠিকই, আমি এগ্রি করি কিন্তু ঐসব বনজন্তুরা আমাদের দেশের গরীব চাষীদের ধানিজমি যে নষ্ট করে দেয় তার কি প্রোটেকশন দেবেন? চাষীদের কষ্টে বোনা ধানগুলি হাতি বা অন্যান্য জীবজন্তু শেষ করে দিয়ে যাবে এর কি প্রোটেকশন দেবেন বলুন ত? এ-সমস্ত লোকেরা সারা বছর কষ্ট করে নিজেদের ফসল ফলাচ্ছে এবং ফসল ফলিয়েও যারা অনেক দিন খেতে পায় না তাদের সম্পদকে প্রোটেক্ট করার কি ব্যবস্থা করেছেন? এর যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে স্বভাবতঃই সেল্ফ-প্রিজারভেশনের ইনস্টিংক্টে লোকে মারতে বাধ্য হবে বন্যপশু। স্যাংচুয়ারি করেছেন, কালীপদবাবু এ-সম্পর্কে দৃষ্টি দিয়েছেন, এবং তিনি বলেছেন ইরিকনসিলিয়েবল, তিনি ক্রমশঃ রিকন্সাইল করার চেষ্টা করছেন। আপনারা স্যাংচুয়ারি করছেন স্বভাবতঃই স্যাংচুয়ারির পশুপক্ষী এসে চাষীর জমির ধান নষ্ট করবে বা ফসল নষ্ট করবে -

You may make a buffer State around the sanctuary.

একটা বাফার স্টেট করে বন্যপশুদের বন্ধ করে রাখার যে ব্যবস্থা, যাতে ফসল না নষ্ট করতে পারে, এ-কথা কি চিন্তা করেছেন? এগুলি চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি আপনারা বন্যপশু-সংরক্ষণ করতে চান তাহলে মূল সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

Sj. Smarajit Bandhyopadhyay: See clause 22.

Sj. Subodh Banerjee:

ক্লজ ২২ দেখে কিছুই হবে না। আপনি ক্লজ ২২ দিলেই বুনো-হাতি চাষীর জমিতে আর আসবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না। অবশ্য আইনের জ্ঞানটান আছে এরকম যদি হাতি থাকে, সে আলাদা কথা। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা যদি এই-সমস্ত মূল প্রশ্নগুলির দিকে দৃষ্টি না দেন তাহলে কিছুই হবে না—প্রথম, সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক মানকে উচ্চতর করা, দ্বিতীয়, দেশের লোককে পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে আমাদের দেশের গাছ-গাছড়া, আমাদের দেশের পশুপক্ষী সম্বন্ধে উৎসাহিত করা, তৃতীয়, স্যাংচুয়ারি

করার পরে বাফার স্টেট করা প্রয়োজন, চতুর্থ, স্যাংচুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা এবং পঞ্চম, স্যাংচুয়ারিগুলি যে আপনাদের ভি আই পি-দের একেবারে নিজস্ব সম্পত্তিতে দাঁড়িয়ে গেছে সেটাকে বন্ধ করা। এই জিনিসগুলি যদি করেন তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করতে পারে এবং তাঁরা এগিয়ে এসে এ-সমস্ত পশুপক্ষীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা সার্কুলেশন মোশন আছে। বন্যজন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে এই বিলের কিছু কিছু ডিফেক্ট থাকা সত্ত্বেও আমি এটাকে সমর্থন করব। অবশ্য আমরা যে-সমস্ত সংশোধন দিয়েছি সেগুলো গ্রহণ করলে বিলটা আরও ভাল হবে। অতীতে মানুষ বন্য-জীবন যাপন করেছে। জগতে জীব-প্রবাহ যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তখন বিভিন্ন জীবের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছে, মানুষ সেই জীবের তুলনায় খুব ছোট জীব। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বাই থিওরী অফ ন্যাচারাল এভোলিউশন—বাই থিওরী অফ এভোলিউশন এ্যান্ড ন্যাচারাল সিলেকশন—যাকে আমাদের দেশে আমরা মাৎস্যন্যায় বলি, সেই ন্যায় অনুসারে পৃথিবীতে এমন একটা অবস্থা ছিল যাতে পরস্পরকে হত্যা করে একজনের রক্ষাই প্রধান কার্য ছিল, একের ধ্বংসের উপর আর একজনের সৃষ্টি বা পুষ্টি ছিল একসময়কার অবস্থা। কিন্তু এই জীবন-সংগ্রামে মানুষ যখন দুটো জিনিস পেল—একটা ক্ষেপণাস্ত্র এবং আর একটা হল অগ্নির ব্যবহার—তখন মানুষ আস্তে আস্তে সর্বপ্রথম স্থলভাগে তার নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করল। স্থলভাগের উপর জয়ী হয়ে তারপর মানুষ ধীরে ধীরে জলভাগ এবং আকাশ ইত্যাদি সবাইর উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। আজকে সমুদ্রের তলে যে-সমস্ত বড় বড় জীব বাস করে সে ছাড়া সমস্ত জীবেরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে মানুষের দয়ার উপর। মানুষ তার দয়া দেখাবে এই-সমস্ত জীবের উপরে, তা তার ভাবের অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই দয়া দেখাতে গিয়ে আমাদের কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমতঃ মানুষ বাঁচবে অপরের উপর নির্ভর করে বা অপরকে ধ্বংস করে—মানুষ উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। কিন্তু মানুষ তার নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি এত বেশী রকমভাবে করে যাচ্ছে যার ফলে ক্রমবর্ধমানভাবে অন্যান্য জীব-শক্তি কমে যাচ্ছে মানুষ নিজের প্রয়োজনে মেরে ফেলছে কিংবা অন্যান্য জীবের স্থান-সঙ্কুলান হচ্ছে না। পৃথিবীতে যদিও অন্যান্য জীব থাকতে পারত, কিন্তু মানুষ প্রথমেই নষ্ট করেছে তাদের আবাসস্থল। অন্য জীব দুই রকম জায়গাতে থাকতে পারত, একটা হল জঙ্গল, আর একটা নদী বা জলাভূমি বা সমুদ্রতীর কিংবা যে-সমস্ত জায়গায় ঝোপঝাড় রয়েছে সেখানে। মানুষ নিজের খাবার তাগিদে, নিজের প্রয়োজনে এই-সমস্ত জিনিস নষ্ট করে ফেলেছে এবং এই-সমস্ত জায়গাকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেছে। উত্তরবঙ্গ, হিমালয় অঞ্চলের পাদদেশের কথা আমার মাননীয় বন্ধু সত্যেনবাবু বলেছেন বলে আমি দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষতঃ ২৪-পরগনা এবং মেদিনীপুরে কি অবস্থা হয়েছে বা কিভাবে বন্যজন্তুদের থাকার অবস্থার বাহিরে চলে গেছে সেটাই বলব। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণদিকে সমুদ্র রয়েছে—বহু আগে সমুদ্রতীর থেকে ৮।১০ মাইল পর্যন্ত জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের দ্বারা সাইক্লোন রক্ষা পেত এবং সুন্দরবন সম্বন্ধে সেই একই কথা। সাইক্লোনকে রক্ষা করে সমুদ্রের তীরবর্তী জঙ্গল এবং আবার এই জঙ্গলেই বাস করে বিভিন্ন রকমের জীব। কিন্তু আপনারা যদি পারজিটার হিস্টরী অফ সুন্দর কলোনাইজেশন, যেটা ১৮৫৮ সালে পারজিটার সাহেব লিখেছিলেন সেই সময় থেকে বা তার আগে থেকে সুন্দরবনকে আস্তে আস্তে রিক্লেম করা হতে আরম্ভ হল এবং বিভিন্ন জায়গায় কলোনাইজেশন অফিসার রাখা হল। তাদের কাজ হল এক-একটা দ্বীপে কি করে কলোনাইজ করা যায় তা দেখা। তারা রিপোর্ট করতে আরম্ভ করলেন কালেক্টরের কাছে এবং সেগুলো বন্দোবস্ত হল। কিন্তু যদিও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা ছিল যে, এই সমস্ত সুন্দরবনের দ্বীপগুলো যখন বন্দোবস্ত হবে তখন তার ½ অংশ থেকে যাবে নদীর ধারে। সেই ½ অংশ বাদ দিয়ে বাকি ½ অংশের চারধারে বাঁধ তৈরী করতে আরম্ভ হল। এই যে বাঁধ এবং সমুদ্রজল এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জঙ্গল থাকবে এবং জঙ্গল রাখতে হবে। এর অবশ্য

দুটো উদ্দেশ্য আছে। নদী বা সমুদ্রের জল থেকে সেই-সমস্ত জঙ্গলগুলিকে রক্ষা করতে হবে, সেই জঙ্গলগুলি রক্ষা হলে বাঁধগুলি রক্ষা পাবে, আবার বহু জীব ঐ অঞ্চলে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু তাগিদের প্রয়োজনে এবং কালেক্টর এবং সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যে সেই সমস্ত জঙ্গলই ঐ যে-সমস্ত দ্বীপ হয়েছে তার প্রজারা সমস্ত জঙ্গল কেটে ফেলেছে। এখন দেখবেন যে, নদীর বাঁধ এবং জলের মাঝখানটা পরিষ্কার সাদা জমিতে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ এর ফলে এখানে শস্য হচ্ছে না এবং জীবজন্তুর থাকাও সম্ভব হচ্ছে না। সরকারী কর্মচারীরা এগুলির প্রতি লক্ষ রাখেন নি বলে এই অবস্থা হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটি নদী - সুন্দরবন এবং মেদিনীপুরে যা আছে, এগুলোকে সমুদ্রের খাঁড়ি বলা যায়। অর্থাৎ এগুলোর হেড-ওয়াটার বলতে কিছু নেই সমুদ্রের জল ফুললে এই নদীগুলোতে জল হয়, আবার বর্ষার অল্প জল পেয়েও ভরে ওঠে। এই নদীগুলোতে অসংখ্য বাঁধ বাঁধার ফলে, আবাদ করার তাগিদে এবং মানুষের প্রয়োজনে এই সমস্ত নদীগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এর ফলে এই-সমস্ত জঙ্গল নেই। আজ এ্যাফরেস্টেশনের কথা উঠেছে। এ্যাফরেস্টেশন করতে গিয়ে যেভাবে এ্যাফরেস্টেশন করা উচিত সেইভাবে করা হচ্ছে না। আমাদের মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে দিঘা অঞ্চলে যেভাবে এ্যাফরেস্টেশন করা হচ্ছে কিংবা হুগলী নদীর মোহনার কাছে খেজুরী থানায় যেভাবে এ্যাফরেস্টেশন করা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে ফরেস্ট তৈরী না করে সেখানে উপবন তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য বড় বড় সামুদ্রিক ঝাউগাছ এবং অনেক গাছ সেখানে লাগান হয়েছে, কিন্তু তার তলাটা এমন পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যে, তাতে সেখানে কোন ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ জন্মাতে দেওয়া হচ্ছে না। এই-সমস্ত জিনিস যদি তলাতে না থাকে তাহলে বনজীবের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ যেন বেড়ানোর সুবিধার জন্য পার্ক তৈরী করা হচ্ছে এবং এতে এ্যাফরেস্টেশন হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা জীবজন্তু রক্ষা হয় না। সেই তলাতে যদি জঙ্গলে পরিণত করা যায় তাহলে একই সঙ্গে এ্যাফরেস্টেশন এবং জীবজন্তুর রক্ষার কাজ হতে পারে। এখনও যে-সমস্ত নেভিগেবল নদী রয়েছে তার তীরবর্তী জমিগুলি এখনও খালি পড়ে রয়েছে, অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমি এবং নদীর জলের মাঝখানে সাদা জমি পড়ে রয়েছে। এই-সমস্ত জায়গায় যে-সমস্ত গাছ জন্মাতে পারে সেই গাছ জন্মাবার যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে বহু বন্য-জীবজন্তু এখানে রক্ষা পেতে পারে। সেই বন্য-জীবজন্তু রক্ষা করতে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা এবং জীব রক্ষার প্রভিশন করা হয়েছে বটে, কিন্তু মাছজাতীয় জীবের রক্ষার কোন প্রভিশন করা হয় নি।

[4-40—4-50 p.m.]

কিন্তু তাগিদের প্রয়োজনে এবং কালেক্টর এবং সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যে সেই-সমস্ত জঙ্গল, বা দ্বীপ হয়েছে তার প্রজারা সব জঙ্গল কেটে ফেলেছে। এবং এখন দেখবেন নদীর বাঁধ বা নদীর জলের মাঝখানে একেবারে পরিষ্কার। এখানে শস্য হবার সম্ভাবনা নেই আর জীবজন্তুও থাকতে পারে না। সরকারী কর্মচারীরা এগুলি লক্ষ্য রাখেন নি বলে এই অবস্থা হয়েছে। তারপর, প্রত্যেকটা নদী অর্থাৎ সুন্দরবন এবং মেদিনীপুরের এই নদীগুলিকে সমুদ্রের খাঁড়ি বলা হয়। এগুলিতে ঠিক হেড-ওয়াটার বলতে যা বুঝা যায় তা নেই, সমুদ্রের জল ফুললে এই নদীগুলিতে জল হয়, আবার অল্প-কিছু জল বর্ষার সময় পায় তাতে এগুলি ভরে উঠে। এই নদীগুলিতে অসংখ্য বাঁধ বাঁধার ফলে এবং আবাদ করার তাগিদে মানুষের প্রয়োজনে এই-সমস্ত জমিগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে এই-সমস্ত জঙ্গল আর নেই। আজকে এ্যাফরেস্টেশন-এর প্রশ্ন উঠেছে। এ্যাফরেস্টেশন যেভাবে করা উচিত সে কাজ করা হচ্ছে না। আমাদের মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে দিঘা অঞ্চলে যেভাবে এ্যাফরেস্টেশন করা হচ্ছে, কিংবা হুগলী নদীর মোহনার কাছে খেজুরী থানায় যেভাবে এ্যাফরেস্টেশন করা হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ফরেস্ট তৈরী না করে সেখানে উপবন তৈরী করা হচ্ছে। অবশ্য বড় বড় সামুদ্রিক ঝাউগাছ সেখানে লাগান হয়েছে, কিন্তু তার তলাটা এমন পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সেখানে কোন জঙ্গল জন্মাতে দেওয়া হচ্ছে না। এই-সমস্ত জায়গায় জঙ্গল যদি তলাতে না থাকে তাহলে জীবজন্তুর বাস করা সম্ভব নয়। শুধু শুধু উঁচু উঁচু গাছ থাকবে এবং নীচে পরিষ্কার থাকবে তাহলে এ্যাফরেস্টেশন-এর

কাজ হতে পারে কিন্তু জীবজন্তুর রক্ষার কাজ হয় না। একই সঙ্গে দুই কাজ হতে পারে যদি তলাগুলিতে ছোট ছোট জঙ্গলে পরিণত করা যায়। এখন যে-সমস্ত নেভিগেবল রিভার রয়েছে, তার যে তীরে যে জমিগুলি খালি পড়ে রয়েছে; আবাদযোগ্য জমি এবং নদীর জল এবং মাঝখানে সাদা জমি পড়ে রয়েছে, এগুলিতে যদি গাছ জন্মানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে বহু বন্যজীব এবং জন্তু এখানে থাকতে পারে। আর একটা কথা যে, জীবজন্তু রক্ষা করতে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা এবং ডিমের প্রতিভক্ষন করা হয়েছে বটে কিন্তু মাছ জাতীয় জিনিসের রক্ষা করার চেষ্টা হয় নি। যেসব মাছ পরে বড় হয়, যেমন রুই-কাতলা, যারা কয়েক সের পর্যন্ত হয়, তাদের সম্বন্ধে যদি একটা নিয়ম করা যায় যে এত ওজনের নীচে এই-জাতীয় মাছ বা ডিম নষ্ট করা বে-আইনী, তাহলে এইভাবে খানিকটা রক্ষা করা যেতে পারে। সেইজন্য বলছি, এই যে বিলটা এটার ব্যবহারিক দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক দিকটাই বড়। মানুষকে ধীরে ধীরে সমবায় ব্যবস্থার দিকে মনোভাব তৈরী করতে হবে। আজকে কেন চেষ্টা করা হচ্ছে না যে মানুষের যে সহনশীল ভাব, অন্যান্য জীবজন্তুকে রক্ষা করার ভাবটা আসছে না। আপনারা জানেন যে, সৃষ্টির প্রথম থেকে একজাতীয় সভ্য-মানুষ বন্য অঞ্চল আক্রমণ করেছে এবং বন্য-অঞ্চলের মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে কিংবা ধ্বংস করেছে। আজকে মানুষ দেখতে সভ্য হয়েছে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। সেইদিক দিয়ে আমি বলব যে, বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনস্তাত্ত্বিক দিকের পরিবর্তন হয় নি এইজন্য যে, আজও সেই ব্যক্তিগত ব্যবসা, ব্যক্তিগত মুনাফা, ব্যক্তিগত প্রভুত্ব করবার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে প্রবল। এবং অধিকাংশ মানুষের মন থেকে এই জিনিসটা যাচ্ছে না, যতই বড় বড় উপদেশ আমরা শুনি না কেন। সেইজন্য সমবায় আন্দোলন কিংবা সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন-এর সমাজ-ব্যবস্থার মনোভাব একসঙ্গে বাস করে পরস্পরকে রক্ষা করে বেঁচে থাকার অবস্থা এ অবস্থা কিছুতেই মানুষের মনে আসছে না। এই অবস্থার যতক্ষণ না পরিবর্তন হয়, শিক্ষার দ্বারা হউক কিংবা উপদেশের দ্বারা হউক ততক্ষণ পর্যন্ত এইজাতীয় বিল সফল হবার কথা নয়। তাই বলে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। সেইজন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিই যে, তাঁর অন্তত জীবনসায়াহ্নে যে এই ভাল বিল আনতে পেরেছেন তারজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা জিনিসের আলোচনা করব, যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছিল, তখন মিঃ উইনস্টন চার্চিল তিনি ইংলন্ডের লোকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন-

This is not the beginning. This is not the end But this is the beginning of the end.

এই কথা বলেছিলেন সেখানে, তিনি "এন্ড" কথাটা মিন করেছিলেন ডেস্ট্রাকশন বলে। এই যে ধ্বংস সেই ধ্বংসের আরম্ভ হল এখন। কিন্তু আমি সেই সম্পূর্ণ কথাটা এই বিল সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে চাই—

This is not the beginning. This is not the end. But this is the beginning of the end.

এখানে আমি এন্ড-টাকে এই সেন্স-এ বলছি যে, ফুলফিলমেন্ট অর কালমিনেশন অফ দি অবজেক্ট। শেষ পর্যন্ত যে মানুষ সহনশীল হয়ে উঠবে, সমস্ত জীবকে একসঙ্গে রেখে মানুষ বাঁচতে পারবে, সেই যে মহৎ উদ্দেশ্য এই বিলটা তার প্রারম্ভিক এবং প্রাথমিক সোপান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে মাননীয় সদস্যরা যা বললেন তা আমি মনোযোগসহকারে শুনেছি। একজন বললেন যে, ফরেস্ট অফিসারদের পোচিং, তা দিয়ে কোন গেম এ্যাসোসিয়েশনদের ধরা হয় নি এবং কোন কমপ্লেইন হয় নি। এটা মেনে নিতে পারছি না। এই ১১ বছরের মধ্যে কোন গেম এ্যাসোসিয়েশন এ-পর্যন্ত কার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেন নি। আর বললেন যে, সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ, আমাদের এই বিলেতে বলা হয়েছে যে, অনোরারী গেম ওয়ার্ডেন থাকবে, স্টাইপেন্ডিয়ারী ওয়ার্ডেন থাকবে এবং সাধারণ লোকের

মধ্যে থেকে নিয়ে ফরেস্ট ওয়ার্ডেন করা হবে। আর যতীনবাবু যা বললেন তা নিয়ে আমি অনুসন্ধান করেছিলাম এবং জেনেছি যে, আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কখন কোন শিকারের এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয় নি। তবে নেপালবাবু তার উত্তর দিয়েছেন এবং তখন তিনি নিজে ওখানে ছিলেন, সেজন্য তিনি বেশ ভালভাবে জানেন। আরেকটা কথা যা সুবোধবাবু বলেছেন, যে নামগুলোর কথা। আমরা না হয় বাংলায় দিলাম কিন্তু এর পরে যদি কেউ বলে হিন্দুস্থানীতে দাও, কেউ বলবে উর্দুতে দাও, তাতো আমরা করতে পারি না। আমাদের বিলটা ইংরেজীতে আছে বলে ইংরেজীতে দিয়েছি। আমি কতকগুলি বাংলা নাম জোগাড় করেছি, যেমন, পানগোলিন-এর বাংলা নাম হচ্ছে বনরুই। তারপরে লেসার পান্ডা, নাম বিন্নী। এইরকম যতগুলি আমরা জানি সেগুলি দিয়েছি। যেরকম চিড়িয়াখানায় করা হয়েছে যে বাংলা নাম যতগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, সেখানে বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সবগুলি বাংলা নাম পাওয়া যায় নি বলে দেওয়া হয় নি। আরেকটা কথা, সুবোধবাবু বলেছেন কিন্তু আমি বলি অথররা বই-এ কি নাম দেবেন না দেবেন তার সংগে আমাদের এখন কোন সম্বন্ধ নেই। তাঁরা যদি নাম দিয়ে লেখেন তাহলে আমাদের ভবিষৎ বংশধরেরা লাভবানই হবে।

[4-50—5 p.m.]

তারপর সুবোধবাবু বলেছেন যে, অথররা বই যা ছেলেপুলেদের জন্য লিখেছেন তার কি নাম দেবেন না দেবেন তার সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা যদি বাস্তবিক জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে ভালভাবে লেখেন তাহলে ছেলেপুলেরা নিশ্চয়ই লাভবান হবে। আর একটা কথা বলা হয়েছে, বহু লোক গেম স্যাংচুয়ারিতে গিয়েছে এবং তাদের রিফিউজ করা হয়েছে। আমি খোঁজ করে দেখেছি এরকম কাউকে রিফিউজ করা হয় নি, বরং বহু লোক আছেন, যাঁরা এই গেম স্যাংচুয়ারি দেখতে গিয়েছেন। আমাদের পরলোকগত ল মিনিস্টার সত্যেনবাবু, তিনি গিয়েছিলেন এবং অনেক জন্তু-জানোয়ার শিকার দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি বলেছেন, কাউকে রিফিউজ করতে তিনি দেখেন নি। ২২নং ক্লজ-এ দেখবেন যে, যে-সমস্ত জন্তু-জানোয়ার অত্যাচার করে তাদের মারবার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২২ সালে এই বিলটি এসেছিল, তারপরে একটা সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু বিল এ-পর্যন্ত সংশোধন করা হয় নি। সেই বিল সেজন্যে আজ সংশোধন করা হচ্ছে এবং আপনারা যত সত্বর এই বিল পাস করে দেন তত বেশী মঙ্গল, কারণ, যতদিন দেরী করবেন, ততদিন এরকম জন্তু-জানোয়ার মেরে শেষ করে দেওয়া হবে। সেজন্যে আমি আপনাদের অনুরোধ করব আর দেরী না করে এটাকে আপনারা পাস করে দিন, তারপরে যদি আপনারা দয়া করে আপনাদের কোন অভিমত জানান সেটা যথাসম্ভব আমি গ্রহণ করতে চেষ্টা করব।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motions of Sj. Niranjan Sengupta and Sj. Satyendra Narayan Mazumdar fell through.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that the Bill be taken into consideration was then put and agreed to

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(c), in line 1, the word "chasing," be omitted.

I also move that in clause 2(c), in lines 4 to 6, the words "and grammatical variations of the word shall be construed accordingly" be omitted.

I also move that in clause 2(*d*), in line 1, the words "and includes also the" be omitted.

I also move that in clause 2(*g*), in line 1, after the words "part of any" the word "such" be inserted.

Sir, I have suggested that in clause 2(*a*) for the words "young ones" the word "eggs" be substituted, because if eggs are preserved, everything will be preserved. The word "animal" includes quadrupeds, birds, fish and reptiles, and young ones thereof. If you substitute the word "eggs" for the words "young ones", then all these things will be preserved in its preliminary form. Then, Sir, in clause 2(*c*), line 1, the word "chasing" be omitted. In the Bill hunting means killing, chasing, pursuing, capturing or wounding, etc. Now chasing is sometimes necessary.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that in clause 2(*c*), in lines 1 and 2, after the word "Capturing" the word "Stampeding" be inserted.

Mr. Speaker: Supposing wild animals come and try to destroy you, haven't you the right to stampede and destroy them?

স্ট্যাম্পিডিং করা মানে ভয় পাওয়ান, যাতে বাঘ বা হাতি ধানের জমিতে এসে পড়ে তাহলে তাকে আগুন ইত্যাদি লাগিয়ে স্ট্যাম্পিড করে ভয় দেখিয়ে তাড়াব না?

Sj. Ganesh Ghosh: It is not cancellation. He wants to insert one more word.

Mr. Speaker: Yes, I know that. He wants to include "stampeding" within the definition of hunting. What I want to say is, if hunting includes "stampeding" then no man can get rid of wild animals.

Now, I am putting the amendments to vote.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(*c*), in line 1, the word "chasing" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(*c*), in lines 4 to 6, the words "and grammatical variations of the word shall be construed accordingly" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(*d*), in line 1, the words "and includes also the" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(*g*), in line 1, after the words "part of any" the word "such" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 2(*c*), in lines 1 and 2, after the word "capturing", the word "stampeding" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that clause 3(2) be omitted.

I would say, Sir, that sub-clause (2) is not necessary at all. It says, "All such appointments may be made either by name or by virtue of office". But, what is the necessity of this sub-clause? These officers are necessary and they will be appointed. Suppose, an officer is an S.D.O. but he may be appointed also as Regional Wild Life Preservation Officer, and the like. So, I say this clause is unnecessary.

Mr. Speaker: A man can hold two offices. I think you should not press for the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 3(2) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[5—5-30 p.m.]

New Clause 3A

Mr. Speaker: Your amendment is out of order

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I may kindly be allowed to place my points of view.

Mr. Speaker: বলুন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি এটা চেয়েছিলাম এইজন্য যে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, এটা গেজেট নোটিফিকেশন-এ রাখবার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতেই তিনি মনে করছেন জনসাধারণের সহযোগিতা হয়ে গেল। কিন্তু আমি মনে করি এটা যথেষ্ট নয়। এখানে একটা স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বোর্ড আছে ঠিক, তাতে কে কে আছেন জানি না। কতদিনে গেজেট নোটিফিকেশন হবে তা বলেন নি, তবে শুনেছি যে তাতে আলিপুরেদুয়ারস জু সুপারিন্টেন্ডেন্ট রয়েছেন। কিন্তু স্টেট বোর্ড থাকলেও রিজিওনাল বোর্ড দরকার অনেকগুলি কারণের জন্য। কারণ, সেখানে গেমস স্যাংচুয়ারি করার ব্যাপারে অনেক সমস্যা রয়েছে, অনেকগুলি কনফ্লিকটিং ইন্টারেস্টকে এাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ কোন্‌খান দিয়ে হবে, রেল-রাস্তা কোথা দিয়ে হবে ইত্যাদি এই গেম স্যাংচুয়ারি হলে অনেক সময় সেইসব কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তারপর আর একটা কথা সুবোধবাবু বলেছেন যে, এই স্যাংচুয়ারি এমনভাবে করা উচিত যাতে জনসাধারণের ফসল বা শস্যহানি না হয়, এজন্যও স্থানীয় নির্বাচিত লোকের দরকার আছে। সেইরকম স্থানীয় নির্বাচিতদের নিয়ে মহানন্দী গেম স্যাংচুয়ারি করেছেন একটা বিরাট এলাকা জুড়ে। সেখানে দেখতে হবে কতখানি গেম স্যাংচুয়ারি হলে তাতে জনসাধারণের অসুবিধা হবে, কৃষকের অসুবিধা হবে, বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা হবে সেগুলি দেখতে হবে। তারপর বাফার জোন-এর কথা বলেছেন। এখানে একটা কথা হচ্ছে এই সংরক্ষণের কাজ আমরা বনবিভাগের কর্মচারীদের উপর সমস্ত ছেড়ে দিতে রাজী নই। এইজন্য একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গেমস এ্যাসোসিয়েশন, তারা বলেছিল নিজেদের খরচে তারা বিহার থেকে কাল হরিণ, ব্ল্যাক ডিয়ার এনে জঙ্গলের মধ্যে পালনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু প্রথমে যে সাব-কমিটি করা হল, শুনেছি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সেটা টার্ন-ডাউন করেছেন।

এই ভদ্রলোক তিস্তার চরের জমির যে রিক্লামেশন সে জিনিস ধরিয়ে দেন। গভর্নমেন্ট তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেন। আপনারা বলবেন জনসাধারণের সহযোগিতা চাই কিন্তু আমার যে এ্যামেন্ডমেন্ট-এ সাজেশন যা ছিল তা টেকনিক্যালি ভুল হতে পারে কিন্তু মূল বক্তব্য হল গেম এ্যাসোসিয়েশন, প্রাণীতত্ত্ব, এই-সমস্ত বিষয় নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, যাঁরা অভিজ্ঞ এবং এরকম যে প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিয়ে একটা এ্যাডভাইসরি বোর্ড করুন, রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি বোর্ড হওয়া উচিত—এটা যে হবে স্টেট এ্যাডভাইসরি বোর্ডকে পরামর্শ দেবে, সেটা না করে এই যে ফরেস্ট ওয়ার্ডেন করেছেন এতে জনসাধারণের সহযোগিতা বেশী কোথায়? আরও বেশী সহযোগিতা যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আমরা এদের রিপ্রেজেন্টেটিভকে নিয়েই বোর্ডের মেম্বার করেছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি বোর্ড করার আপত্তি কি?

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar's suggestion is why not constitute a board consisting of certain class of people with special technical knowledge. His suggestion is to take these officers.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

বোর্ডে টেকনিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল লোক আছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি স্টেট বোর্ড-এর কথা বলছি না, রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি কমিটি বা বোর্ড-এর কথা বলছি।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

কতগুলি বোর্ড হবে?

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 10 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-30—5-40 p.m.]

Clause 4

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that in clause 5, in line 3, after the word "licence", the words "and no person shall be exempted from taking such licence" be inserted

এই ক্লজ (৫)-এর এ্যামেন্ডমেন্টের উদ্দেশ্য যা আমি সেদিন সাধারণ আলোচনায় বলেছি। যখন প্রথম ১৯১২-র আইন অনুযায়ী ১৯৪০ সালে রুল, সেই রুলে অনেককে লাইসেন্স নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এবং যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন মন্ত্রী, রাজ্যপালের পারসনাল স্টাফ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি অফিসার। এ'দের অব্যাহতি দেবার কি কারণ আছে জানি না। মন্ত্রীদের ভিতর শিকারের উৎসাহ না থাকতে পারে—হুজুর সাহেব হাসছেন, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, মন্ত্রীরা যদি নাও হন, অন্য যাঁরা রয়েছেন—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলুন বা অন্য অফিসার যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একজেম্পট করবেন কেন? ১৯১২-র আইন অনুযায়ী ১৯৪০-এ যে রুলস করা হয়েছিল, তাতে কতকগুলি কর্মচারী ও পদস্থ ব্যক্তিদের লাইসেন্স নেওয়া হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে; আমার বক্তব্য হচ্ছে, কাউকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। সকলকেই লাইসেন্স নিতে হবে।

আর একটা কথা, সরোজবাবু যা বলেছেন এটা মনে রাখতে হবে; অনেক আদিবাসীদের মধ্যে প্রথা আছে, বছরে একবার তারা রিচুয়াল হান্ট করে। এটা তাদের সংস্কৃতির একটা অংশ, সুতরাং তাদের এই বাৎসরিক রিচুয়াল হান্ট যাতে ব্যাহত না হয়, এবং সেটা তাঁরা করবেন, তাদের সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে বৎসরে একদিন, সেটা সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি না হয়। আমার শেষ কথা, সরকারী কর্মচারীরা কোন ফাঁক দিয়ে যাতে বেরিয়ে যেতে না পারেন, সেটা যাতে না ঘটতে পারে, এও আমার এ্যামেন্ডমেন্ট আনার একটা উদ্দেশ্য।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

তাদের বুঝিয়ে দেবেন যাতে অত্যাচার না হয়।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, ওরাংই বলুন আর সাঁওতালই বলুন, তাদের একটা বাৎসরিক উৎসব তারা পালন করে থাকে। সেই উৎসবের অংগ হিসেবে তারা একদিন জংগলে শিকার করতে যায়। এটা তাদের রিলিজিয়াস ফাংশন। প্রশ্ন উঠতে পারে, সাঁওতালরা যখন জংগলে যায় তখন একদিক থেকে তারা সব-কিছু মারতে মারতে যেতে থাকে, এ-অবস্থায় কি করে জংগলের প্রাণীদের রক্ষা করা যেতে পারে? সে যদি তারা ওয়াইল্ড এ্যানিম্যালস সব ঝেড়ে পেতে দিতে দিতে যায় তাহলে তাদের কি করে জংগলে যেতে দেওয়া হতে পারে? কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, আপনারা আর সকলকেই বাদ দিতে পারেন কিন্তু যেহেতু তারা গরীব মানুষ, তারা তাদের রিলিজিয়াস ফাংশন হিসেবেই যাবে, সেইজন্য বলছি আপনারা যে রুলস করছেন সেখানে তাদের জন্য একটা প্রভিশন করুন যে, পারমিশন ছাড়া শিকার করতে পারবে না। এইরকম প্রভাইড করুন, আপনাদের রুলের ভিতর দিয়ে যে, সাঁওতাল, ওরাং প্রভৃতি আদিবাসীরা স্পেসিফিক্যালি কেবলমাত্র রিলিজিয়াস ফাংশন হিসেবে যখন জংগলে যাবে তখন যেন গভর্নমেন্টের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে পারমিশন পায়। এইটুকু প্রভিশন যদি রাখেন তাহলে আমরা সমর্থন করি। এবং মন্ত্রিমহাশয় বলুন হাউসের সামনে যে, এইরকম একটা প্রভিশন তাঁরা রাখবেন।

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that in clause 5, in line 3, after the word "licence", the words "and no person will be exempted from taking such licence" be inserted, was then put and lost

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that to sub-clause (2) of clause 6, the following proviso be added, namely:-

> "Provided that if the State Government thinks it fit to do so in the public interest, it may authorise any person, institution or authority to hunt, even during the close time, any kind of wild animal, for collecting specimens for scientific or educational purposes".

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আমরা একটু জানতে চাই—আজ যদি স্টেট গভর্নমেন্ট থিংক সো, এই যে স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন বোর্ড হচ্ছে, তার যখন কম্পোজিশন হবে, তার ভিতর বৈজ্ঞানিক থাকবেন কিনা এবং তাঁদের সঙ্গে বোর্ডের ব্যাপারে পরামর্শ করা হবে কিনা, এই কথা কি উনি একটু বলে দেবেন?

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that clause 6(3) be omitted, because by this clause power is being asked for for amendment of the schedule by the Government. We are passing this Bill, having this Act, and we are also passing the schedule If so, we have got complete control over passing of the clauses of the Bill and also of the schedule. But if the Government says that at a future moment, if it so requires, it will amend the schedule whenever it likes, then we are delegating the power of enactment to the Government. This is a delegated piece of legislation In the same Act we are enacting the Bill and thereafter we are giving power to the State Government to amend the Act whenever it requires This is a theory of delegated legislation which cannot be done. If they wished to legislate over the whole schedule they ought not to have appended any name in the schedule at all. In the rules they might have sought the power that

we shall give the names of the creatures in the rules. You are not doing that. You are enacting the schedule and you are asking us that in future you will amend the schedule. The practice of this delegated legislation should be stopped at the very beginning. Otherwise you omit the whole schedule and in the rules you make the schedules or you do not ask for the power for amending the schedule. It is the same as legislating in future.

The motion of Sj Ardhendu Sekhar Naskar that to sub-clause (2) of clause 6, the following proviso be added, namely:—

> "Provided that if the State Government thinks it fit to do so in the public interest, it may authorise any person, institution or authority to hunt, even during the close time, any kind of wild animal, for collecting specimens for scientific or educational purposes"

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 6(3) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[5-40—5-50 p.m.]

Clause 7.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir I beg to move that in clause 8(3), in line 4, for the words "request a brief statement" the words "his application, a certified copy" be substituted.

I also beg to move that in clause 8(3), in line 4 to 6, the words beginning with "unless in any case" and ending with "such statement" be omitted

I further beg to move that in clause 8(4), in line 2, for the words "the prescribed time" the words "thirty days of the date of the order" be substituted

Sir, my first amendment is about getting certified copies Clause 8(3) runs as follows: "Where the Divisional Wild Life Preservation Officer refuses to grant a licence to any person, he shall record in writing the reasons for such refusal and furnish to the person on request a brief statement." I say there is no evidence as to the fact whether the man actually requested to get a statement or a certified copy.

Mr. Speaker: It is not a court. How can the question of certified copy arise?

Sj. Basanta Kumar Panda: If an application is made, a record is kept.

Mr. Speaker: He can write to the Government.

Sj. Satyendra Narayan Madumdar: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 8(2), namely:—

> "Provided that in the areas where Government recognised Game Associations are functioning, such licence will be issued after obtaining the recommendations of such Associations to whom the application will be referred for opinion. The recommendations will be generally honoured except in circumstances where the divisional preservation officer has strong reasons for not doing so. The reasons will be put in writing."

স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট নং ১১এ, এখানে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আমার সুস্পষ্ট অভিযোগ হচ্ছে যে, তাঁরা এখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন এবং আমি একটা চিঠি পড়ে দিচ্ছি—Chief Secretary, Government of West Bengal No. 8536P, Calcutta, October 6 1958. তিনি লিখছেন--

The Honorary Secretary, Tista-Toorsa Game Association—

"Please refer to your letter No. 59 436/L 58-59, dated the 4th August, 1958, addressed to the Chief Minister

During the discussions it was decided that shooting and fishing permits will be issued by the D.F.O. only after the recommendations of the Game Association have been obtained, and that all applications from members as well as non-members would be forwarded to the Game Association for their recommendation. It was also decided that a convention would be set up whereby the recommendations of the Game Association would be honoured by the D.F.O. except in circumstances where the D.F.O. had strong reasons not to accept the recommendation, e.g., where a person is known to be a confirmed poacher or has had conviction for poaching. More than this cannot be done since the discretion of the D.F.O. to issue or refuse a licence cannot be fettered, he being the statutory licensing authority."

ফেটাব করতে আমরা চাই না কিন্তু পরিষ্কার এ-সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সাথে কথা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং চীফ সেক্রেটারী সেই প্রতিশ্রুতির চিঠি দিয়ে লিখে দিয়েছেন। গেম এ্যাসোসিয়েশনগুলি, বিশেষ করে তিস্তা-তোর্ষা গেম এ্যাসোসিয়েশন বন্যজন্তু-সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং শিকারের ব্যাপারে যে সাহায্য করেছেন তার স্বীকৃতি আছে। আর একটা চিঠির এক্সট্রাক্ট আমি পড়ে দিচ্ছি, ট্রু কপি

Extract from Chapter VI of the Annual Report on the activities in the State of West Bengal in the sphere of Wild Life Preservation during 1955-56 submitted lately in 1957 to the Government of West Bengal by Shri V. S. Rao, I.F.S., Conservator-General of Forests, West Bengal.

এক্সট্রাক্টটা হচ্ছে

> "There has been much useful activity of the Associations in countering poaching and catching offenders. The members of the Tista-Toorsa Game Association (it must be said to their credit) have been taking a leading part in such activities under the enthusiastic leadership of the Honorary Secretary, Shri Pratul Bose."

এঁরা নিজেদের এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা পোচিং করলে তাঁদেরও ধরিয়েছেন, আবার যেখানে বন্যজন্তুর উপদ্রব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে জনসাধারণের সাহায্যের জন্য, গভর্নমেন্টের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছেন। ডাঃ আমেদের একটা চিঠি আছে, এঁদের কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন

> "The reclamation of the Teesta char land is very hazardous. The area is infested with wild animals. When the Teesta Reclamation Project was being inaugurated, a tiger jumped over a tractor working in the area. On the third day a tiger was killed by a hunter riding on a tractor. Far too many tigers and wild boars abound in the area. Cattle are being killed in the surrounding villages, and frequent reports of maulings of human beings are being received. Therefore, the gesture of the Teesta-Torsa Game Association in lending the services of honorary hunters to the Agriculture Department has been of inestimable value. Hunters armed with firearms escort the mechanised units as they carry on the operation for the conquest of the Duars."

তারপর, স্যার, এর আগে হেমবাবু বললেন যে, ফরেস্ট অফিসারেরা বা ফরেস্ট বিভাগের কর্মচারীরা যে পোচিং করেছেন, সেগুলি ধরে দেওয়ার কোন সংবাদ দেন নি, তাঁরা কিন্তু তার খবর যে এঁরা দিয়েছেন তার যথেষ্ট কাগজপত্র এখানে রয়েছে এবং কনজারভেটর-জেনারেল অফ

ফরেস্ট, শ্রী ভি, এস, রাও তিনি নিজে তা স্বীকার করে যে চিঠি দিয়েছেন, তা আমি পড়ে দিচ্ছি। শ্রী ভি, এস, রাও তিনি লিখছেন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ তারিখের চিঠি—

"Dear Mr. Bose, kindly refer to your confidential Nos.
আমি নম্বর ভাগ পড়ছি না, হেমবাবু দেখতে চাইলে আমি তা দেখিয়ে দেবো.
As the matter involves an important officer of Government, I think it would be more proper if the Association takes it up with the Commissioner and/or the Secretary to the Government of West Bengal, Forest and Fisheries Department direct." ....

কাজেই ধরিয়ে দেন নি এ-কথা বলতে পারছি না। এক ভদ্রলোককে ফরেস্টার—লোয়ার টন্ডু রেঞ্জ, জলপাইগুড়ি ডিভিশন, তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল -

"Illicit killing of a leopard in the Lataguri Forest with an outsider," vide memo. No. 1787/26-9, dated 28th February, 1956.

এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না যে, গভর্নমেন্ট যে প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে দিয়েছিলেন তা কেন ভঙ্গ করছেন? এই দাবীটা এমন কিছু অন্যায় দাবী নয়—এখানে ডি, এফ, ওর হাত বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না? গেম এ্যাসোসিয়েশন যদি দাবী করে পোচারকে দেওয়া হোক, সেটা অন্যায় দাবী নয়। এখানে গেম এ্যাসোসিয়েশনকে রেফার করা হবে কারণ তাঁরা ব্যাপারটা জানেন এবং অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে একটা এ্যাসোসিয়েশনের বেলায় দেখা গেল সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে তাঁরা স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং পোচিং যা হয় সেটা যে এঁরা করেন এরকম অভিযোগ কেউ করেন নি। জলপাইগুড়ি জেলায় আমি যতদূর শুনেছি ৮ হাজারের মত বন্দুকের লাইসেন্স আছে এবং সুটিং পারমিট বছরে পাঁচশো, এরকম ইস্যু হয়। কাজেই গেম এ্যাসোসিয়েশনকে কেন আপনারা সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন সেই প্রতিশ্রুতি থেকে পেছনে ফিরে যাচ্ছেন এর কারণটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি যে, আমরা বিভিন্ন ক্লজের উপর যে বক্তৃতা দিচ্ছি, তার জবাব হেমবাবু বিশেষ দিচ্ছেন না। জবাব যদি না দেন তাহলে আর আমাদের বলে লাভ কি বলুন আমরা বিলটাকে পাশ করিয়ে দিচ্ছি।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

স্যার, এই ক্লজের উপরে আমি ২।১টা কথা বলতে চাই। এখানে লাইসেন্স দেবার কথা উঠেছে বলে এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলব। বর্তমানে যাদের লাইসেন্স দেওয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডি, এফ, ও-র পারমিশন নেওয়া হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ফরেস্ট এলাকার কাছাকাছি এমন এক ধরনের লোক বাস করে যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ হচ্ছে সুটিং। এমন কি যাদের ২।৪ বিঘা জমি আছে, সেই জমি বিক্রী করে বন্দুক কিনে তার লাইসেন্স করে, তারা শিকার করে এবং শিকারী জন্তুর মাংস ও চামড়া তারা বিক্রী করে। এখন সতোনবাবু যে কথা বলে গেলেন, যে তোর্সা-তিস্তা ফিসিং এ্যান্ড সুটিং এ্যাসোসিয়েশন বা তিস্তা সঙ্ক ফিসিং এ্যান্ড সুটিং এ্যাসোসিয়েশন-এর মেম্বাররা খুব বোনাফায়েড এবং এরা সর্বতোভাবে সব সময় চেষ্টা করে যাতে এইগুলোকে হাফহ্যাজার্ড নষ্ট না করা হয়। সুতরাং এদের যদি পুরোপুরি কনফিডেন্সে নেওয়া হয় তাহলে এই আনলফুল ম্যাসাকার অফ দি ওয়াইল্ড এ্যানিম্যালস হচ্ছে এগুলি রক্ষা পেতে পারে এবং আমি অনুরোধ করব যে, সরকার যেন এ-বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করেন। কারণ যদি ফিসিং এবং সুটিং এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারদের কনফিডেন্সে না আনা হয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে কয়জন সামান্য কর্মচারী আছেন তাঁদের পক্ষে কিছুতেই কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। এঁদের যদি কনফিডেন্সে না নেওয়া হয় তাহলে এঁরা রক্ষা করার জন্য ইন্টারেস্টেড হবেন না এবং এঁরা যদি ইন্টারেস্টেড না হন তাহলে এই যে বিরাট বনাজন্তু সম্পদ সে-সব নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন এবং সেই ফিসিং এ্যান্ড সুটিং এ্যাসোসিয়েশনকে পুরো কনফিডেন্সে এনে এই ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন এ্যাক্ট-এর সাকসেসফুল করা প্রয়োজন। এই আমার বক্তব্য।

Demonstration by Red Friends' Bakery Union

Sj. Nepal Roy:

স্যার, আমি এখানে একটা সংবাদ রাখছি—রেড ফ্রেন্ডস বেকারী বলে একটা কারখানার—নামটা শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কম্যুনিস্ট বন্ধুরা তার মালিক—একদল শ্রমিক এখানে হাউসের সামনে এসেছে, তাদের দাবীদাওয়া রাখবার জন্য। সেই কারখানার মালিক কম্যুনিস্ট। তারা বলছে, তাদের দাবীদাওয়ার যদি প্রতিকার না করা হয় তাহলে তারা জ্যোতিবাবু ও ডাঃ রায়ের বাড়ী ঘেরাও করতে বাধ্য হবে—

Mr. Speaker: Go to any minister you like. I am not interested in this and I don't wish to hear it.

THE WEST BENGAL WILD LIFE PRESERVATION BILL, 1959.

Sj. Ardhendu Shekhar Naskar: Sir, I beg to move that for sub-clause (6) of clause 8, the following sub-clause be substituted, namely:—

"(6) The fee for a licence shall be as may be prescribed".

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ওঁদের পরামর্শ আমরা বিবেচনা করি না, তা নয়; তবে ওঁরা বললেই সব কথা মানতে হবে তার কোন মানে নাই। তবে আমি বলছি, তাঁদের কথা আমার স্মরণ থাকবে।

Sj. Niranjan Sengupta:

গেম এ্যাসোসিয়েশন, ফরেস্ট অফিসারদের কাউকে কাউকে ধরিয়ে দিয়েছে, সেটা কি অস্বীকার করতে পারেন?

Mr. Speaker: A certain letter was read pointing out that certain Government officers were responsible for poaching. You may not be aware of it.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আমি খবর নিয়ে দেখব।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

গেম এ্যাসোসিয়েশন-এর পরামর্শ যাইহোক, এগুলি অন্ততঃ রুল-এর মধ্যে রাখলে ভাল হয় এই আমার বক্তব্য।

Sj. Basanta Kumar Panda: Did Government accept amendment No. 14?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Amendment Nos. 14 and 15 have been accepted.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 8(4), in line 2, for the words "the prescribed time" the words "thirty days of the date of the order" be substituted was then put and agreed to.

The motion of Sj. Ardhendu Sekhar Naskar that for sub-clause (6) of clause 8, the following sub-clause be substituted, namely:—

"(6) The fee for a licence shall be as may be prescribed."

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 8(3), in line 4, for the words "request a brief statement" the words "his application, a certified copy" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 8(3), in lines 4-6, the words beginning with "unless in any case" and ending with "such statement" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 8, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

PERSONAL EXPLANATION

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি এইমাত্র শুনলাম নেপালবাবু এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন, কি একটা বেকারীর শ্রমিকরা এখানে এসেছে তাদের দাবী জানাবার জন্য এবং তার সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করেছেন।

Mr. Speaker: He said that it is a Communist organisation, and as a Congress Union has been formed, they have closed the bakery. He also said that he is going to surround your house as it is the practice to surround Dr. Roy's house. I told him that I am not interested in this sort of business, and I don't wish to hear it.

Sj. Jyoti Basu:

তিনি নাকি বলেছেন ওটা কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত বেকারী—সেজন্য আমার নাম যুক্ত করেছেন। যেহেতু আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী, আমি আপনাকে বলতে চাই, এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা—ওখানকার মালিক কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার নয়।

THE WEST BENGAL WILD LIFE PRESERVATION BILL, 1959.

Clause 9.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 10(2), in line 5, the word "true" be omitted.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda was then put and agreed to

The question that clause 10, as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 11(3), in lines 6 and 7, for the words "interests and incumbrances in favour of any person", the word "incumbrances" be substituted.

It has been provided in the Bill that the land comprised in such area shall vest in the State free from all interests and incumbrances in favour of any person What I think is that the provision should be that these incumbranches created by the owners or the proprietors should vanish. If instead of so many words, we simply say that "free from all incumbrances", it serves the purpose. "Incumbrances" includes both incumbrances and interests. Therefore, if you write simply that the land "shall vest in the State free from incumbrances", the State will get the concrete right, and there will be no other right in favour of any person. Therefore, I say that instead of so many words, the word "incumbrances" should be substituted.

Mr. Speaker: But there can be interests, apart from incumbrances.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: If the land vests in the State, along with the land the proprietory right goes. Only the mortgagee's right, the lessee's right—these are the incumbrances created by the proprietor.

Mr. Speaker: Take for instances the right of easement—are they interests or are they incumbrances?

Sj. Basanta Kumar Panda: They are interests.

Mr. Speaker: Therefore, the right of easement in the land which is going to be taken over for the purpose of a sanctuary—you are going to kill that interest. If you want to do that, you have got to make express provision.

Sj. Basanta Kumar Panda: Once the Government acquires the land, the right of easement cannot subsist.

Mr. Speaker: Supposing in the Terai area there is a private land. Government decides that that private land would be taken over to form a part of the sanctuary. Supposing in that private land there are persons who have the right of easement You have got to kill that right.

Sj. Basanta Kumar Panda: All interests must be killed.

Mr. Speaker: There may be ownership rights in immoveable properties. There may be the rights of a mortgagee, lien or otherwise There may be rights in the land which are incorporeal hereditary rights. How do you get rid of incorporeal hereditary rights?

Sj. Basanta Kumar Panda: You have rightly pointed out that easementary rights are interests. But in the lands of the State or lands of the zemindars which are their private lands in all those lands easementary rights cannot subsist

Mr. Speaker: There may be tarwari rights, there may be pisheary rights in the sanctuary area and they want to take all of them. Anyway, I shall now put the amendment to vote

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 11(3), in lines 6 and 7, for the words "interests and incumbrances in favour of any person" the word "incumbrances" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 12, for sub-clauses (1) and (2), the following sub-clause be substituted, namely,—

> "(1) The Collector shall within three months of the date of issue of the declaration under sub-section (3) of section 11, prepare an award of compensation in favour of each person whose land or any interest in land vests in the State."

Sir, I also move that in clause 12(4), in line 3, for the word "hear" the word "take" be substituted

Sir, in this case it is contrary to the provision of payment of compensation as you have done in other cases. As soon as the State uses to take possession of any property or acquire any property it is incumbent upon the State to initiate the proceedings, it is for them to start the proceedings to find out the value of the property for the purpose of making assessment rolls

and for the purpose of ascertaining the value of the interests of each of the interested persons. These two sub-clauses are quite contrary to that principle. If you look to the Land Acquisition Act or Estates Acquisition Act you will find that as soon as the Government makes a provision for acquiring a property, the Collector initiates the proceedings. In the recent Estates Acquisition Act you will find a provision made that as soon as a property vests in the Government, the Collector at once starts these proceedings for the purpose of finding out the value of the property. Now, here the Government takes the property free from all encumbrances and thereafter sits tight over it and does not do anything. It is the interest of the person whose land has been taken to take the initiative. He has to file an application before the Collector for compensation. Sir, this procedure is contrary to all practice regarding land acquisition. So, I would say why do you depart from all other existing procedures regarding land acquisition. Instead of the person whose land has been taken to take the initiative you should start taking the initiative first. By this time the record of rights has been completed and there will be no difficulty in your ascertaining the owner of the land whose land you have taken. If you do not do anything then the person will have to approach the Collector at his own cost and start proceeding in the matter. This is a novel procedure and is contrary to all practice.

Sj. Nepal Roy:

স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। জ্যোতিবাবু বলেছেন রেড ফ্রেন্ড বেকারীর মালিক কেউ কম্যুনিস্ট নয়, কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি শ্রীহরিদাস মুখার্জী এবং অনাথবাবু ওই বেকারীর যারা মালিক তারা কম্যুনিস্ট।

Mr. Speaker: You have not taken my permission to raise the matter. I will not allow it. Will you please sit down I am not going to allow this House to be used as a political platform

Now, as regards the wording of clause 12, I may say that the word "any" in lines 1 and 2 seems redundant. So, some one will move for its omission.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: I beg to move that in clause 12(1), the word "any" appearing before the word "interest" in line 1 and also appearing before the word "encumbrance" in line 2, may be omitted.

The motion was then put and agreed to

Mr. Speaker: Government has accepted amendment No 19

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 12, for sub-clauses (1) and (2), the following sub-clause be substituted, namely:—

> "(1) The Collector shall within three months of the date of issue of the declaration under sub-section (3) of section 11, prepare an award of compensation in favour of each person whose land or any interest in land vests in the State "

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 12(4), in line 3, for the word "hear" the word "take" be substituted was then put and agreed to.

The question that clause 12, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-10—6-20 p.m.]

Clause 13.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 13, in sub-clauses (1) and (2), in line 3, for the words "one year" the words "six months" be substituted.

I further beg to move that in clause 13(2), in line 7, for the word "ten" the word "five" be substituted.

Sir, it has been provided that where the amount of compensation does not exceed Rs.5,000, then within one year from the date of the award of compensation, the money shall be paid. In sub-clause (2) also there is provision for one year. It is a question of payment of compensation. Therefore, after taking the person's land, it is expected and it should be done that the money should be paid as soon as possible. Therefore in place of one year in both the sub-clauses I have sought to substitute six months. By my second amendment, I have sought to reduce the number of instalments from ten to five.

Sj. Saroj Roy: Sir, with your permission, I would like to move the amendments that stand in the name of Dr. Golam Yazdani.

Sir, I beg to move that in clause 13(1), in lines 3 and 4, for the words "the last order awarding compensation", the words "acquisition of the land or lands" be substituted.

I further beg to move that in clause 13(2) in lines 3 and 4, for the words "the last order awarding compensation", the words "acquisition of the land or lands" be substituted

স্যার, ক্লজ ১৩, সাব-ক্লজ "এ" এ্যান্ড 'এএ', এই দুইটি আছে, গোলাম ইয়াজদানীর নামে সেই দুইটি আমি মুভ করছি। এখানে একটা ব্যাপার হল যে, এখানে বলা হয়েছে ক্লজ ১৩, সেকশন ১-এর শেষ লাইন-এ দি লাস্ট অর্ডার এ্যাওয়ার্ডিং কম্পেনসেশন, সেখানে এ্যামেন্ডমেন্ট হল "এ্যাকুইজিশন অফ দি ল্যান্ড অর ল্যান্ডস"। কারণ এটা এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে, যদি ক্লজ ১২টা দেখেন তাহলে দেখবেন যে, যেদিন প্রথম ল্যান্ড এ্যাকোয়ার করা হল তারপর কতকগুলি স্টেপস আছে ল্যান্ড এ্যাকোয়ার করবার পর এনকোয়ারি হবে, তারপর কালেক্টার এর কাছে যাবে, তারপর কমিশনার-এর কাছে যাবে। এতে দীর্ঘ সময় যাবে এবং তারপর এঁরা বলছেন যে, ফাইনাল হবে, যখন এ্যাপিল হয়ে ফাইনাল হয়ে যাবে তারপর টাকা দেওয়া হবে। এখানে কথা হচ্ছে ল্যান্ড এ্যাকোয়ার যেদিন করা হবে সেইদিন থেকেই কম্পেনসেশন পাইন ধরা দরকার। তার কারণ এটাই ন্যায্য। ল্যান্ড এ্যাকোয়ার যেদিন থেকে করে নেওয়া হল, সেদিন থেকেই তার ল্যান্ড-এর উপর অধিকার চলে গেল, সুতরাং সেদিন থেকেই তার কম্পেনসেশন পাওয়া উচিত। আমাদের কথা হচ্ছে, যেদিন থেকে তার জমি হাতছাড়া হয়ে গেল সেদিন থেকেই তাকে কম্পেনসেশন দেওয়া হোক। এই দুইটি এ্যামেন্ডমেন্ট ২০এ এ্যান্ড ২এএ। এটা ক্লজ ১৩(১) আর (২) যোগ করে দেওয়া হয়েছে, দি লাস্ট অর্ডার এ্যাওয়ার্ডিং কম্পেনসেশন, তারপর যোগ দেওয়া হয়েছে এ্যাকুইজিশন অফ দি ল্যান্ড অর ল্যান্ডস। আমার মনে হয় এই দুইটি খুব রিজিনেবল, মন্ত্রিমহাশয়ের এটা গ্রহণ করা উচিত।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, there is another defect that I am finding in clause 13. If you will be pleased to look at clause 13(2) which says:

> "Where the amount of compensation awarded under this chapter exceeds Rs.5,000, a sum of Rs.5,000 shall be paid in cash within one year from the date of the last order awarding compensation and the remainder shall be paid in bonds carrying interest at 2½ per cent per annum on the total sum awarded (less the sum of Rs.5,000 paid) with effect from such date and payable in ten equal annual instalments ... ..."

Now, if the sum awarded cannot be divided by ten, then the officer will be guilty of a breach of the statute. So, I would suggest a verbal amendment—"payable, as far as possible, in ten equal instalments".

Mr. Speaker: I am not much of a mathematician but I think after the introduction of the decimal system everything is divisible by ten.

The motion of Sj. Basanta Panda, that in clause 13, in sub-clauses (1) and (2), in line 3, for the words "one year" the words "six months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 13(1), in lines 3 and 4, for the words "the last order awarding compensation", the words "acquisition of the land or lands" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 13(2), in lines 3 and 4, for the words "the last order awarding compensation" the words "acquisition of the land or lands" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 13(2), in line 7, for the word "ten" the word "five" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 14 to 17.

The question that clauses 14 to 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 18

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: I do not move my amendment.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: I beg to move that in line 1 of paragraph (*b*) of sub-clause (1) of clause 20, for the word "boat" the word "vessel" be substituted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 20(2), in lines 4 and 5, for the words "case or before the officer-in-charge of the nearest police-station" the word "area" be substituted. Where the person appears after being released on personal bond. A man may be arrested by an officer The next proceeding is that he shall be present before the Magistrate trying the case. Therefore, there is no necessity of his appearing again before a police officer He has already surrendered and he is already on bail. If any case is started against him, he may surrender before the Magistrate. Notice may be served on him by the police officer or Magistrate to appear before the Magistrate to get his trial Why again should he be subjected to appear before the police officer.

Then I would say Magistrate having jurisdiction in the case. The Magistrate has got two jurisdictions—to try a case and over a local area It is provided before that the Magistrate having jurisdiction over the local area shall try the case. Therefore instead of using so many words "Magistrate having jurisdiction in the case or before the officer-in-charge of the nearest police-station" I say Magistrate having jurisdiction in the area It includes both the things, i.e., the Magistrate having jurisdiction to try the case—he shall have the presence of the accused person before him on a notice being served on him.

The motion of Sj. Ardhendu Sekhar Naskar that in line 1 of paragraph (*b*) of sub-clause (1) of clause 20, for the word "boat" the word "vessel" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 20(2), in lines 4 and 5, for the words "case or before the officer-in-charge of the nearest police-station" the word "area" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 20 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21.

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-20—6-30 p.m.]

Clause 22.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 22, in lines 3 and 4, the words "or of any property" be omitted.

Sir, clause 22, says "Nothing in this Act shall be deemed to apply to the killing or wounding in good faith of any animal by any person in defence of himself or any other person or of any property." Why it is necessary for the purpose of killing or wounding of animal to save a property? It is an animal coming to destroy any property. An animal sometimes come to destroy certain crops. Suppose a certain elephant comes and he grazes over the paddy field. If you retain this portion, then the man will be free to shoot the animal down. A very valuable animal sometimes comes out of the wood and falls upon certain paddy fields and other fields for the purpose of eating certain crops. Your object is to preserve the valuable animal. If you do not exclude the word "or of any property" then as soon as an elephant comes from a forest and falls upon a paddy field, the man will be entitled to shoot him. Therefore the valuable animal will be lost. By keeping this portion in the Statute Book you will give a free hand to the man to shoot the animal.

The motion was then put and lost.

The question that clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 23, 24 *and* 25.

The question that clauses 23, 24 and 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that after clause 26(2)(*v*), the following be added, namely:—

"(*vi*) The rules would be laid on the Table of the Legislature before publication in the Galcutta Gazette."

স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা খুব সোজা। আমি বলছি—গভর্নমেন্ট যে রুলস্ করবেন তা এসেম্ব্লির টেবিলে রাখতে হবে ফাইনালাইজ করবার আগে। আপনাদের এখনকার যে রুলস্ আছে তার মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস আছে যার জন্য আমি বলছি, রুল ফাইনালাইজ করবার আগে এসেম্ব্লির টেবিলে রাখবেন। আশা করি হেমবাবু এটা গ্রহণ করবেন।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir. I beg tn move that in clause 26(2)(*ii*), in lines 1 and 2, the words "the period of limitation for any appeal" be omitted.

After the Hon'ble Minister accepts amendment No 14, he should accept amendment No. 26, because provision for fixing the time limit for appeal is there. Any person aggrieved by the refusal of a licence may appeal within 30 days of the date of the order. Thereafter amendment No. 26 should be taken.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that after clause 26(2)(*v*), the following be added, namely:—

"(*vi*) The rules would be laid on the Table of the Legislature before publication in the Calcutta Gazette", was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 26(2)(*ii*), in lines 1 and 2, the words "the period of limitation for any appeal" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir. I beg to move that in clause 27, in line 1, after the words "Act, 1912", the words "and rules to regulate hunting, shooting, fishing, etc., framed under the said Act" be inserted.

ক্লজ ২৬-এ যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিলাম তা কিছুই মন্ত্রিমহাশয় শুনলেন না। ২৭নং এ্যামেন্ডমেন্ট-এ আমার কথা হচ্ছে ওঁরা ১২ সালের আইন রিপিল করছেন। কিন্তু সেই ১২ সালের আইন অনুসারে যে রুলসগুলি তা সব জায়গায় রিপিল করছেন না, পারসু করছেন। আমি তাই সাজেস্ট করছি এই নূতন আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে যে রুল ছিল সেগুলি রিপিল করুন।

Mr. Speaker: Mr Mazumdar, if you kill the parent Act then all the rules and regulations made thereunder are also killed.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that in clause 27, in line 1, after the words "Act, 1912", the words "and rules to regulate hunting, shooting, fishing, etc., framed under the said Act" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 27 do stand part of the Bill was then put and agreed to

The First Schedule

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that in the First Schedule, in item 31, after the word "Owls" the words and brackets "(excepting destructive Owls, viz., Horned Owls, and the Forest Eagle Owls)" be added.

The motion was then put and lost

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that in the First Schedule, after item 59, the following item be added, namely:—

"60. Saras Crane."

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that in the First Schedule, after item 59, the following item be added, namely:—

"60. Saras Crane."

was then put and agreed to.

The question that First Schedule as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-30—6-40 p.m.]

Second Schedule

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that in the Second Schedule, in item 11, after the word "Cranes" the words and brackets "(excepting Saras)" be added.

The motion was then put and agreed to.

The question that Second Schedule as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, I beg to move that the West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, এই স্টেজে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই বিল প্রসঙ্গে গভর্নমেন্টের যে মনোভাব তার প্রশংসা আমি করতে পারছি না। এই বিলের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু এই বিল কার্যকরী করতে গেলে অনেকগুলি জিনিস বিবেচনা করার আছে। এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হোত তা বোঝা গেল না। এই বিল তাড়াতাড়ি পাশ করে নিলেই যে বন্যজন্তু হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে এইরকম মনে করার কোন কারণ নেই। বরং এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিলে সকলে মিলে পরামর্শ করে একটা ভাল বিল আনাই যুক্তিসঙ্গত হোত। আপনাদের অনেকের মনে একটা ধারণা হচ্ছে যে, এই বিলের দ্বারা বুঝি বাঘ হত্যা বন্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু সিডিউলে কোথাও বাঘের কথা বলা হয় নি। অবশ্য যেখানে গেম স্যাংচুয়ারি হবে সেখানে বন্যজন্তু হত্যা বন্ধ হবে। দ্বিতীয় কথা হল যে, বন্যজন্তু সংরক্ষণের ব্যাপার নিয়ে ১৯১২ সালের আইনকেই আমরা ফলো করে আসছি। ১৯১২ সালে যিনি এই আইন এনেছিলেন, তিনি ইংরাজ ছিলেন তিনি এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিয়েছিলেন। সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছিলেন, এই বিল উপলক্ষ্য করে অনেকের মনে আশঙ্কা হচ্ছে যে, কৃষকদের ফসল বা বনের কাছাকাছি যাদের বাড়ী আছে সেগুলিকে বনজন্তুর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা বুঝি এই বিলে হবে। এই আশঙ্কা দূর করার জন্য এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের বর্তমান সরকার এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেন না। অথচ এর ভেতরে অনেক জিনিস ভাববার রয়েছে। গেম স্যাংচুয়ারি যেগুলি করা হবে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও মনে করি যে, গেম স্যাংচুয়ারি কোথায় করা হবে, কতখানি করা হবে, তার কতখানি কাছে অন্য লোকের বসতি আছে, না আছে, ফসল আছে কি না আছে এ-সবগুলি বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে, তা না হলে এই বিলের উদ্দেশ্য সেদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে যাবে। বন্যজন্তু-সংরক্ষণ আমরা মানুষের জন্য চাই। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বনজন্তু-সংরক্ষণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এই উদ্দেশ্য পালন করতে গিয়ে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কিভাবে এর ভেতর সামঞ্জস্য করা যাবে, কিভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপশু-সংরক্ষণ করা যাবে, কিভাবে রেল-রাস্তা নির্মাণ করা যাবে, কিভাবে কৃষকদের পতিত, অনাবাদী জমির ফসল রক্ষা করা যাবে ইত্যাদি সমস্ত জিনিসগুলোকে আলোচনা করে ঠিক করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই-সমস্ত জিনিস আলোচনা না করেই তিনি নমঃ নমঃ করে একটা বিল পাশ করিয়ে নিতে চান।

তৃতীয় কথা, জনসাধারণের সহযোগিতার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব মোটেই সন্তোষজনক নয়। জনসাধারণের সহযোগিতা বলতে যাঁরা—বৈজ্ঞানিক, বিভিন্ন গেম এ্যাসোসিয়েশন, ছাত্র এবং অন্যান্য উৎসাহী লোকের সহযোগিতা নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সুবোধবাবু, অধ্যাপক

হ্যালডেনের কথা বলেছেন—আমিও অধ্যাপক হ্যালডেনের উদ্ধৃতি দিয়েছি। তার মানে এই নয় যে, হ্যালডেনের সমস্ত কথা আমি সমর্থন করেছি। আমি এ-কথা মনে করি না যে, আমাদের দেশের সমস্ত লোক মাঠে ঘুরে ঘুরে প্রজাপতি ধরে বেড়ায়, কিন্তু হ্যালডেনের কথার মধ্যে এটুকু সত্য আছে যে, আমাদের বিভিন্ন বিভাগ আছে, যারা কীটতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে—তাদের দিক থেকে এ-জিনিস জানার প্রয়োজন আছে, কেন না, কীটতত্ত্ব নিয়ে চর্চাটা বিলাস নয়; মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে বৈজ্ঞানিকদের সেই কাজে লাগানোর একটা অঙ্গ কীটতত্ত্ব। সেজন্য এটার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় কথা হল জনসাধারণের সহযোগিতার কথা আমি বলেছি—এজন্য বলেছি, যেমন ধরুন আদিবাসীদের কথা, আদিবাসীরা বনজন্তু সম্বন্ধে অনেক বেশী খবর রাখে, কোন্ জিনিসটা উপকারী, কোন্টা অপকারী, কোন্টা কিভাবে কি করতে হবে এ-সম্বন্ধে অনেক বেশী তারা খবর রাখে। শুধু বন্যজন্তুই নয়, বনসম্পদ কিভাবে কাজে লাগাতে পারা যায় সেই ব্যাপারে আদিবাসীদের জ্ঞানের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে, কাজেই তাদেরও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। তৃতীয় কথা হল, এই বন্যজন্তু-সংরক্ষণের যে ভূমিকা সেটা জনসাধারণকে বুঝানোর প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি আমাদের দেশের জনসাধারণ দুঃখ-কষ্টে যথেষ্ট জর্জরিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনা রয়েছে সেই সংগ্রামী চেতনা নিয়ে তারা সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে এবং তারজন্য তারা সংগ্রাম করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি জনসাধারণ যতই দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট প্রপীড়িত হোক, যতই পশ্চাৎপদ হোক তবুও তাদের মধ্যে সুন্দর জীবনের একটা স্বপ্ন সেটা ফুটে উঠে। অত্যন্ত পশ্চাৎপদ উপজাতির যে উপকথা তার মধ্য দিয়ে তারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে, প্রকৃতিকে জয় করবার স্বপ্ন দেখে এবং তাদের সেই আকাঙ্খা পরে মাইথলজিক্যাল রূপ নেয়। কাজেই যদি তাদের কনফিডেন্স এনে তাদের সঙ্গে যেটুকু যেখানে সম্ভব সহযোগিতা করি এবং তাদের এই জিনিসগুলি বুঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এই প্রচেষ্টা সত্যসত্যই সমৃদ্ধ এবং সার্থক হতে পারে। তারজন্য পন্থা খুঁজতে হবে, কতটুকু সম্ভব, কিভাবে সম্ভব, কোন্ সংগঠনের মার্ফৎ তা সম্ভব সেগুলি আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কিন্তু সরকারের মনোভাব দেখলাম যে, তাঁরা এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিতে রাজী হলেন না, রিজিওনাল এ্যাডভাইজরী বোর্ড করতে রাজী হলেন না - গেম এ্যাসোসিয়েশনগুলির সাথে পরামর্শ করে তাদের আইনগত স্বীকৃতি দিতেও রাজী হলেন না এবং শেষ পর্যন্ত দেখলাম রুল যেগুলি করবেন সেই রুলগুলি এ্যাসেমব্লীর টেবিলের উপর রাখবেন কিন্তু সেগুলি এ্যাসেমব্লীর সভ্যরা দেখে তাঁদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ আমরা দাবী করেছিলাম সেটাও পর্যন্ত তাঁরা অস্বীকার করে গেলেন। তার মানে এই মনোভাব নিয়ে গভর্নমেন্ট এখানে এসেছেন যে, এর মধ্যে সাপ-ব্যাঙ কি আছে তা দেখার দরকার নেই, তাঁরা এটাকে পাশ করিয়ে নেবেন। এই বিভাগের যারা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন তাঁরা এ-সম্বন্ধে কতটুকু জানেন, সে সম্পর্কে আমাদের সত্যসত্যই সন্দেহ আছে। সুতরাং তাঁরা ভোটের জোরে এটাকে পাশ করিয়ে নেবেন কিন্তু সত্যই যদি একে কার্যকরী করতে হয় তাহলে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্লাতে হবে এবং তাঁদের জনসাধারণের সহযোগিতা, বৈজ্ঞানিক সংস্থা, শিকারী সংস্থা এবং বিধানসভার সকলের সহযোগিতা নিতে হবে। স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড, সেই বোর্ড কিভাবে সংগঠিত করেছেন তা আমি জানি না, তবে একটা জিনিস আমি বলে নিই যেটা আমার অনেক বন্ধুই বলেছেন যে, তাতে হয় ত বিরোধীপক্ষের কাউকে নেবেন না। এবং সেই ব্যাপারে আরেকটা জিনিস আমি বলে নিই। এখানে একটা জিনিস দেখেছি, যেজন্য আমার বন্ধুরা বলেন যে, যখন বোর্ড করার কথা বলছিলাম তখন অনেকে বলছিলেন যে বোর্ড করার কথা বলছেন ওতে তো কংগ্রেসীদের নেবেন। এটা আমাদের অতি বাস্তব অভিজ্ঞতা। বোর্ড করে আপনারা উপযুক্ত লোক নিন যারা এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী তাদের নিন। আমি বলতে পারি কেন্দ্রীয় সরকার এই স্যাংচুয়ারি বোর্ড করার ক্ষেত্রে সেখানে তাঁরা সরকারীপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের লোকদের বোর্ড-এ স্থান দেবার চেষ্টা করেন, তাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র কিছুটা প্রশস্ত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-ব্যাপারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে রেখেছেন। তাঁরা একটা বোর্ড করেন তাতে ওঁদের এ্যাসেমব্লীর প্রতিনিধিরা থাকবেন এবং ভোটের জোরে সব-কিছু পাশ করে নেবেন এবং সে প্রতিনিধি সেখানে যাবার যোগ্য কিনা তা তাঁরা দেখেন না। এর ফলে বিধানসভাই হাস্যাস্পদ হয়ে যায়। এটা

খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেও আমি বলছি কারণ, কয়েক দিন আগে ধীরেন চ্যাটার্জী মহাশয় একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠান হয়েছে তাতে বিধানসভা হাস্যাস্পদ হয়েছে। কাজেই আমি বলছি সরকারপক্ষের লোক নিলেও যেন তাঁরা বিধানসভাকে হাস্যাস্পদ না করেন। এইটুকু আমি অনুরোধ করব।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Deo Prakash Rai: Mr. Speaker, Sir, while congratulating the Minister-in-charge for bringing in this legislation to protect the mutes of the woods, I would like to speak a few words regarding the Mahanadi Games Sanctuary and the National Park in Darjeeling. You must be in the know that a few years ago Government started a game sanctuary at Mahanadi with an area of about 40 square miles. At the beginning, Sir, I may say, it showed great signs, but today it wears the look of an abandoned scheme as many other abandoned schemes in our country. The Assam Link has suddenly decided to reconstruct the abandoned bridges in that sanctuary, as a result of which townships have sprung up in the sanctuary and several three-tonners roar up and down in the sanctuary carrying boulders and other building materials. There are two or three big stone and sand quarries in the heart of the sanctuary. Sir, bona fide workers and mala fide poachers act freely as they please in that sanctuary and the persons who are entrusted with the responsibility of looking after the sanctuary merely stand and look at the fun. Sir, the National Park called Birch Hill Zoo in Darjeeling is showing great signs of importance, and I hope it will run in proper lines provided there is no interference from armchair zoologists, shikaris and so-called experts who sit in their Calcutta offices.

Sir, clause 7, of course, has been passed but I would like to draw the attention of the Department and of the Hon'ble Minister that at the time of drafting rules, I hope they will keep in view my suggestion regarding clause 7. Sir, the word "carnivora" has been used in clause 7 and it includes tigers and leopards but while using the term "carnivora" the word has not been clearly defined—whether the term "carnivora" includes civet cats, martens, etc. So, I would suggest to the Minister-in-charge to keep in view while drafting rules that the word "carnivora" is clearly defined.

Again under clause 7, the word "animal" includes fish but there is no provision to prohibit the catching or killing of fish by means of explosives. While drafting rules provision should be made to prohibit catching of fish or killing of fish by means of explosives.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার, স্যার, এই যে এতক্ষণ বিলটি নিয়ে আলোচনা হল—এর উদ্দেশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি একটি তা এই যে, আর একটি কোন নূতন ডিপার্টমেন্ট খোলা এবং কিছু কিছু বড় বড় অফিসার নিয়োগ করা। এটা এইজন্যে বলছি একটি ভাল বিল এসেছিল সেইজন্যেই আমরা বলেছিলাম এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান কিন্তু সেটা আপনারা কিছুতেই স্বীকার করলেন না। আমরা এ্যামেন্ডমেন্ট-এ দিয়েছিলাম একটা বোর্ড করার কথা, তাও আপনারা নিলেন না। সেখানে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল, সেটা আপনারা গ্রহণ করলেন না। আপনাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যে বিল এনেছি তা পাশ করে নিতে হবে। সেখানে অথোরিটিজ-এর কথা বলা হয়েছে—সেখানে কতকগুলি বড় বড় অফিসার নিয়োগ করা হবে, যেমন ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন অফিসার, রিজিওনাল অফিসার, ডিভিশনাল অফিসার,—আমার কথা হল এই-সমস্ত বড় বড় অফিসার নূতনভাবে নিয়োগ না করে ডিপার্টমেন্ট-এ যে অফিসার আছে তাদের দিয়ে এই-সমস্ত কাজ করান যাবে কিনা? তাহলে আমার মনে হয় সরকারের কিছু টাকা বাঁচবে, কারণ কাজটা প্রাথমিক দিক দিয়ে এমন কিছু নয় যে তাড়াতাড়ি করে একটা নূতন ডিপার্টমেন্ট এখুনি খুলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আর একটি

অনুরোধ করব, স্যাংচুয়ারি সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় জঙ্গল যাই থাকুক এবং যাতে স্যাংচুয়ারির সংখ্যাটা বাড়ে এবং সেখানে পাখীদের স্যাংচুয়ারি সেখানে যাতে সেটা করা যেতে পারে—এরকমভাবে যদি স্যাংচুয়ারি বাড়ান তাহলে সেই-সমস্ত অঞ্চলে ফরেস্ট প্রিজারভেশন-এ যথেষ্ট সাহায্য হতে পারে। তৃতীয়তঃ যে-সমস্ত জায়গায় এই বিলটি কার্যকরী হবে সেখানকার সাধারণ মানুষের কতখানি সহযোগিতা পেতে পারেন, ওয়াইল্ড এ্যানিম্যাল রক্ষা করার দিক থেকে সেটি যেন বিবেচনা করে দেখেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—মেদিনীপুর জেলায় কিছু হরিণ এবং কিছু পাখী ছাড়া হয়েছিল—পনের দিনের মধ্যে সমস্ত হরিণ লোকে খেয়ে ফেলে এবং পাখীগুলিও মেরে ফেলে। সেদিক থেকে সাধারণ লোকের সহযোগিতা কতখানি পেতে পারেন, এসব বন্যজন্তু এবং পাখীদের রক্ষা করতে সেটা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। যখন রুলস তৈরী করবেন তখন যেন এসব বিষয় ভালভাবে বিচার করে দেখেন—নতুবা বিল কার্যকরী হবে না, লাভের মধ্যে একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলা হবে এবং তাতে বহু টাকা খরচ হবে।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

সরোজবাবু বলেছেন যে, ওখানে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে মাছ শিকার করা হয়, এইরকম একটা কমপ্লেইন এসেছিল। কিন্তু আমরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে কোনরকম মাছ ধরি না। গেজেটে আমরা এটা প্রকাশ করেছিলাম যদি তাঁরা আমাদের উপদেশ দিতেন আগে থেকে, তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য কিনা আমরা আগে থেকে দেখতে পারতাম। সকলের অবগতির জন্য বলছি আমার এখানে কোন কিছু হলে সেটা যেন আমাকে তাঁরা জানান এবং সকলের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি এবং তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ চাই, কি করে ওয়াইল্ড লাইফ রক্ষা করা যায় এবং সৎ পরামর্শ যদি তাঁরা দেন তাঁদের কাছে আমি তাহলে বাধিত থাকব।

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that the West Bengal Wild Life Preservation Bill, 1959, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

[6-50—7 p.m.]

The Calcutta Sheriff's (Amendment) Bill, 1958.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Calcutta Sheriff's (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Calcutta Sheriff's (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the objects of the Bill are mentioned in the Bill itself.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শেরিফের বিলের উপর চর্চা বা আলোচনা করবার মত আমার এ-বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, সকলেই যা বলেন তাতে মনে হয় শেরিফের অবস্থা আপনার ওই দণ্ডের মত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি ব্যাপার আছে যেটা সকলেই স্বীকার করেন। শেরিফ শুধু ওই দণ্ডের মত শুয়ে থাকেন না—যাঁকে শেরিফ করা হয় তাঁকে নানা জায়গায় সভাপতিত্ব করতে হয়, যেমন, রোটারী ক্লাব-এর চেয়ারম্যান।

Mr. Speaker: The Sheriff has got a lot of work to do—for example, execution of decrees and orders, passing summons and so on. But it does not cost you anything. You remove the Sheriff and you will have to keep officers for those purposes. It is an unpaid and honorary office, but it is a regular office. You can get rid of the Sheriff, but you won't save a single pice.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শেরিফের অফিস থাকার ফলেতে আমাদের কি খরচা হচ্ছে দেখুন। আমি প্রথম থেকে বলেছি এটা আমার অনধিকার চর্চা, আমার বক্তব্য শুধু এই যে, শেরিফ বাদ দিয়ে চালাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। শেরিফ মারফৎ করতে ৭ টাকা যেখানে খরচ সেখানে নাজীর দিয়ে করলে দুই টাকায় হয়ে যায়। মন্ত্রিমহাশয় সেকশন (৭)-টা আর একটা বিল এনে ডিলিট করতেন তাহলে ভাল হত, কারণ, এখানে শেরিফ এবং ডেপুটি শেরিফকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যা খুসী করতে পারেন—অর্থাৎ ক্ষতি করলেও সেজন্যে কোন লাইবেলিটি নেই। আমার আইন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু মনে হয় ক্রিমিন্যাল ম্যাটারস-এ শেরিফ বাদ দিলে চলতে পারে। ইংরাজ আমলের এই যে চিহ্নটুকু এটা লোপ করলে ভাল হত।

Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1959.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1959.

The motion of Sj Dhirendra Nath Dhar that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was put and lost.

The other motion fell through.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Calcutta Sheriff's (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that in clause 1, in line 2, for the figure "1958" the figure "1959" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clauses 2 to 7

The question that clauses 2 to 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I beg to move that the Calcutta Sheriff's (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Then we take up the Court Fees (West Bengal Amendment) Bill, 1958.

Sj. Canesh Chosh: Let us take up the Bengal Public Parks (Amendment) Bill, 1958, today because the Court Fees Bill will take some time.

Sj. Basanta Kumar Panda: I will take twenty minutes on the Court Fees Bill.

Mr. Speaker: Let us take up then the Bengal Public Parks (Amendment) Bill, 1958.

THE BENGAL PUBLIC PARKS (AMENDMENT) BILL, 1958.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: I beg to introduce the Bengal Public Parks (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: I beg to move that the Bengal Public Parks (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

আইনে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসের নাম রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনস বলে অভিহিত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর রয়াল নামটা পরিবর্তন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়েছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টির কথা বিবেচনা করে ভারতবর্ষের এই বৃহত্তর এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম উদ্যানটিকে ভারতীয় জাতীয় উদ্যান নামকরণ করা সমীচীন বলে মনে হয়। সেজন্যে আমি এই উদ্যানটির নাম ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন করবার উদ্দেশ্যে এই বিলটি আপনার মাধ্যমে এই সভার বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that the Bengal Public Parks (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: I beg to move that in clause 1, in line 2, for the figure "1958" the figure "1959" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: I beg to move that the Bill, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 25th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 25th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 203 Members.

Adjournment Motions.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker: There are two adjournment motions to which consent has not been given. Members may however read them.

Dr. Golam Yazdani: The House do now adjourn to discuss a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely:—

The situation arising out of the clash between Indian Patrol Party and Pakistani nationals trespassing into Indian territory on 21st March, 1959, and for trenches dug by the East Pakistan Riflemen along the Indo-Pakistan border in Malda district, as a result of which panic prevails in the border areas of Malda.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: The business of the House do now adjourn to discuss a definite matter of urgent public importance, viz., the situation arising out of the threat held by the digging of trenches and the concentration of military units of East Pakistan Rifles in battle strength on the Hili border.

Printing of Non-official Members' Bills.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I would like to draw your attention to the difficulties and disadvantages that we, the private members, suffer, in case we have to submit private bills. It is very difficult for us to get such bills printed for circulation. I understand that in the Upper House such bills are printed in the Government Press and then circulated to the members. Will you kindly consider this question and permit the Secretary to print our bills also?

Mr. Speaker: I will look into the matter. We will now take up the Special Motion.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I had a talk with the Chief Minister and he has no objection to the Private Members' Bills being taken up first. The Special Motion is a non-controversial motion. The House is now very thin and it would be better if the Non-official Members' Bills are taken up first so that we may be able to express our views on the Special Motion when it is taken up later on. So will you please take up the Non-official Members' Bills first?

Mr. Speaker: All right.

PRIVATE MEMBERS' BILLS

The West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) (Amendment) Bill, 1958.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I want to withdraw my Bill—t West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) (Amendment) Bill, 1958.

Mr. Speaker: I think the House has no objection to his withdrawing t Bill.

The West Bengal Maternity Benefit (Tea Estates) (Amendment) Bill, 195 was then, by leave of the House, withdrawn.

The West Bengal Prohibition of the Eviction of the Workers' Family (Te Estates) Bill, 1958.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the West Beng Prohibition of the Eviction of the Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958, taken into consideration.

স্যার, এই বিলটি আগেই ইন্ট্রডিউস্‌ড হয়ে গিয়েছে, তবুও আমি এখন ফর্মালি করলাম। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, পূর্বে এই বিল যখন ইন্ট্রডিউস করা হয়, আমি সংক্ষেপে কিছু বলেছিলাম। এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হবার আগে একটা জিনিস বলতে চাই যে, শ্রম-মন্ত্রিমহাশয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদি কিছু করে না থাকেন, তাহলে সেটা করে নিন। কারণ এই বিলের যে মূল উদ্দে সেটা সরকারেরই ঘোষিত নীতি, এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শ্রম-মন্ত্রিমহাশয় এ বহুবার ঘোষণা করেছেন, শ্রমিকদের হটাবার নামে যে প্রথা চা-বাগানগুলিতে চালু আছে, প্রথা সরকার মনে করেন সম্পূর্ণ অন্যায় ও বে-আইনী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন আইন তৈরী হয় নি, যার দ্বারা মালিক পক্ষ এই অন্যায় প্রথা অনুযায়ী কাজ করলে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। সেইজন্য এই আইন আনা হয়েছে। এই আইনকে আজই করতে বলছি না। তবে আগেই বলে দিচ্ছি যে, সরকার ম্যাটারনিটি বেনিফিট (এ্যামেন্ডমে বিল-এর সময় যেমন করেছিলেন, এই বিলটাকেও তেমনি সার্কুলেশন দিন।

এই বিলের যে উদ্দেশ্য, সে সম্বন্ধে এখন আমি বলছি। আমি বিশেষ করে পশ্চিমব চা-বাগান অঞ্চলের কথা বলছি, কারণ আসামের কথা এই বিলের আলোচনার মধ্যে যায় না। চা-বাগান অঞ্চলে একটা প্রথা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অনেক দিন থেকে চলে মালিক পক্ষ অনেক দিন ধরে সেটা চালিয়ে আসছেন, যেটা হটান উচিত। অর্থাৎ সে শ্রমিক পরিবারের যিনি কর্তা বা প্রধান, তাকে যদি কোন কারণে বরখাস্ত করা হয় বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নোটিশ দেওয়া হয় তুমি চা-বাগান ছেড়ে চলে তারফলে তার পরিবার বা অন্য লোক যারা চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত আছে তাদেরও এই বরখাস্ত করা হয় এবং চা-বাগান ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুকুম দেওয়া হয়। প্রথ পরিবার ও তার অন্য লোকদের, নিজেদের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও তাদের বর করে দেওয়া হয় এই বলে, যে, যেহেতু তোমাদের হেড অফ দি ফ্যামিলিকে বরখাস্ত হয়েছে, সেইহেতু তোমাদেরও বরখাস্ত করা হল। এটা চা-বাগানের মালিকরা তাদের প্র অধিকার বলে খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করে আসছে। এখনও তাঁরা সেই কাজ চলেছেন, কিন্তু মুখে তাঁরা নানা-রকমের যুক্তি দেন। চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের প্র অধ্যায় এই জিনিসটা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দে শুরু হবার আগের অবস্থা এইরকম ছিল যে, যদি কোন শ্রমিক পরিবারকে হটাবার প্রয়ো হতো, তাহলে তাকে নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হ'ত। তারপর ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে, তার জিনিসপত্রশুদ্ধ তাকে চা-বাগানের সীমানার বাইরে রেখে হ'ত। যেটা আইনগত, সংবিধানগত এবং ন্যায়গত ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়ে আমি মান দিক দিয়ে বলতে চাই,—কারণ চা-বাগান সম্বন্ধে আপনি জানেন স্যার, বহু শ্রমিক পরিব

বাইরে থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে। সেখানে থেকে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে, পাহাড়ের গা সমতল করে চা-বাগান তৈরী করে, নিজেদের ঘর-বাড়ী বেঁধে পুরুষানুক্রমে বাস করছে। এখন ঐটাই তাদের ঘর-বাড়ী। ওখান থেকে তাদের বিতাড়ন মানে, তাদের রাস্তায় বের করে দেওয়া। এখন তারা কোথায় যাবে? তার মানে তাদের ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাইহোক, মানবতার দিক থেকে, তাদের এই যে আন্দোলনের দাবী সেটা মালিক পক্ষের কানে পৌঁছায় নি। তারপর যখন তাদের সংগঠিত আন্দোলন শুরু হল, তখন মালিক পক্ষ সেই আন্দোলনের অজুহাত নিয়ে, একরকম জোর করে নোটিশ না দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করে থাকেন এবং তাঁরা মনে করেন মামলা-মোকদ্দমা হলে তখন পরে দেখা যাবে।

3-10—3-20 p.m.]

কিন্তু এই জিনিস নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলতে থাকে। ইতিমধ্যে হয় আসামে একটা মামলা। মামলাটা ট্রাইবুনাল-এ যায়, দমদমা চা-বাগানের মামলা প্রথমে চা-বাগানে যায়, তারপর ট্রাইবুনাল থেকে লেবার এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল-এ যায়। তখন লেবার এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল-এর রায় সম্পূর্ণভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে যায়, তার কিছুটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। কিন্তু প্রথমেই একটা জিনিস বলে রাখি ভূমিকা হিসাবে যে, কাজে যদিও শ্রমিক পরিবার হিসাবে কাজ করবার জন্য নিয়ে আসা হয়, কিন্তু কাজের যে সার্ভিস অন কণ্ট্রাক্ট এণ্ড টার্মস সেগুলি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে হয়। তা সত্ত্বেও মালিক পক্ষ একজনের অপরাধে অন্যকে বরখাস্ত করেছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে ট্রাইবুনাল রায় দেয় -

"As the contract of service was separate and distinct, the matter of termination of service of each must be judged on its own merit. The misconduct on the part of one cannot be imputed to the other. There cannot be any question of vicarious liability. The termination of service of one, whatever may be the mode of termination, cannot be allowed to be the mere consequence or corollary to the termination of service of the other."

এই বলে তারা সেখানে রায় দিয়েছে এবং সেই রায়ের পর আসামে সম্ভবতঃ মালিক পক্ষের কাছে শ্রমিকরা এই প্রথার বিরুদ্ধে দাবী করে, যার জন্য এটার ব্যবহার করা থেকে তারা কিছুটা সংযত থাকেন। কিছুটা এইজন্য বলছি যে, লেবার এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল রায় দেবার পরেও আমি শুনেছি লোকসভায় আসামের চা-বাগানে শ্রমিক আন্দোলনের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বার বার এই সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তারপর এই রায় বেরুবার পর এই পার্লামেন্ট-এ প্রশ্ন উঠেছে যে, চা-বাগানে এই যে প্রথা চলছে সে সম্বন্ধে সরকার কিছু জানেন কিনা এবং তাঁরা কিছু করবেন কিনা। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী তখন পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন লেবার এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল-এর যে রায় আমরা চূড়ান্ত বলে মনে করি, সেই রায় না মানার কোন কারণ নেই। তারপরও যদি এইরকম ঘটনা ঘটতে থাকে এবং যদি আপনারা কনক্রিট ইনস্টান্সেস দিতে পারেন তাহলে আমরা এই সম্বন্ধে বিচার করবো। তারপর কনক্রিট ইনস্টান্স দেওয়া হয়। তখন তিনি তার উত্তরে বলেন যে, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছি তারা যেন মালিক পক্ষকে অনুরোধ করেন এই প্রথা থেকে বিরত থাকতে। এবং তারপর একটা সম্মেলন ডেকে এই প্রথা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর গত সাধারণ নির্বাচনের পর এই সভার শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেব ভারত সরকারের এই নীতিকে স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, সরকারের মতে এই প্রথার অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রমদপ্তর আমাদের শ্রমমন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন যে, এখন এটা খুব কম হয়। অবশ্য এখন আগের চেয়ে যে কম হয়, এটা যে মালিক পক্ষ করছেন না তা নয় এর প্রধান কারণ হচ্ছে এইসব অঞ্চলে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না, আজকে এই ১০।১২ বৎসরে তারা অনেক অধিকার অর্জন করেছে, সেইজন্যই মালিক পক্ষ এই জিনিস করতে সুবিধা পায় না। এই দুর্বলতা যেখানে থাকে সেখানেই আজও এই ধরনের জিনিস হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি এই জিনিস হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গত বৎসর দার্জিলিং

কলেজ ভেলি চা-বাগানে হটাবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে; এই ঘটনার কথা ভদ্রবাহাদুর হামাল বলেছেন, মালিক পক্ষ লিখে দিলেন মেম্বার অফ দি ওয়ার্কার্স ফ্যামিলি নোটিশ লিখে দিলেন, যেহেতু হেড অফ দি ফ্যামিলিকে বরখাস্ত করা হয়েছে, অতএব হটাবার ব্যবস্থা করা হল। ডুয়ার্সে যে ঘটনা হয় তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে বলা যেতে পারে। ভরতপুর চা-বাগানে এই ঘটনা ঘটে। সেখানে এইরকম পুলিশ কেস হয়। সেই কেস-এ যারা ধরা পড়লো তাদের কি হল না হল তার অপেক্ষা না করেই মালিক পক্ষ এই শ্রমিকদের বরখাস্তের নোটিশ দিলেন। এমন কি যার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন চার্জ-সিট দেয়, তাকেই বরখাস্তের নোটিশ দেয়। তারপরে তার যারা মেম্বার অফ দি ফ্যামিলি তাদের সকলকে—একজনের অপরাধে বরখাস্তের নোটিশ দেয়। সে মামলা আজও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় নি। শুধু তাই নয়, তারপরে শ্রম-মন্ত্রীর দৃষ্টিতে দিয়েছি, ইন্সপেক্টর অফ প্ল্যান্টেশনস, প্ল্যান্টেশন লেবার রুল অনুযায়ী নোটিশ দিয়েছেন কেন তারা ঘর ছেড়ে দেবে না? তার উপর মামলা করেছে, যেখানে সমস্ত মামলা শ্রমদপ্তরে এসেছে। শ্রমদপ্তর সেখানে নিজেই বলেছে যে, এই নীতি অন্যায় সেই নীতির যে কন্সিকোয়েন্সেস্ সেটার বিরুদ্ধে লড়াই না করে শ্রমিক কল্যাণের যে জিনিস মনে এলো সেটা হল ইন্সপেক্টর অফ প্ল্যান্টেশন, শ্রমিকের নামে নোটিশ দিলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং এই ঘটনা বার-বার শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনা সত্ত্বেও তার প্রতিকার হয় নি। আমি জানি শ্রমমন্ত্রী নিজে ইন্সপেক্টর অফ প্ল্যান্টেশন যে মামলা করেছে সেটা তিনি সমর্থন করেন না। কিন্তু তার দপ্তর কেন এই ব্যাপার করলেন, কোন্ নীতি অনুযায়ী, সেটা আশা করি শ্রমমন্ত্রী আমাকে বলবেন। তারপরে সম্প্রতি আর একটা কেস হয়েছে, এই বাজেট অধিবেশনে আমি উল্লেখ করেছিলাম। বাগানের মধ্যে এরকম বিনা চার্জ-সিটে শ্রমিককে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পরিবারকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই যে প্রথা চলে আসছে, এটা মানবিক দিক দিয়েই হোক বিচারের ন্যায়ের দিক দিয়েই হোস, সংবিধানের দিক থেকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়, সমস্ত দিক থেকে যে জিনিস অন্যায়, সে জিনিস আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সেখানে কটা কেস হয়েছে, ১০।১২ কি ৫০টি কেস হয়েছে, এটা বড় কথা নয়, এ-জিনিস চলবে কেন? সরকার পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে তা সত্ত্বেও এ-জিনিস চলবে কেন? আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, মালিক পক্ষ এখন তাদের দুর্বলতাগুলি স্বীকার করছে, যদিও সরকারীভাবে নয়, বে-সরকারীভাবে। গত বছর জানুয়ারী মাসে চা-শিল্পের ব্যাপারে ত্রিদলীয় কমিটি হয়েছিল শিলং-এ, তখন এ প্রশ্ন উঠেছিল, মালিক পক্ষ তখন বলেছিল, সরকারীভাবেই বলেছিল, হ্যাঁ, একজনের দোষে অন্যকে আমরা দোষী করতে চাই না। কিন্তু কি করা যায়? যাকে আমরা বরখাস্ত করলাম আনডিজায়ারেবল সে যদি বাগানে থেকে যায় তাহলে কি করা যাবে? বাগানে থেকে সে যদি গন্ডগোল করে তাহলে তারজন্য সাধারণ আইন, ফৌজদারী দন্ডবিধি রয়েছে। একেই চা-বাগানের শ্রমিকরা জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবরুদ্ধ বন্দী-শিবিরে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে যদি লড়াই করতে হয়, প্ল্যান্টেশন লেবার এ্যাক্ট-এ রাইট অফ এ্যাক্সেস অফ দি পাবলিক টু দি ওয়ার্কার্স কোয়ার্টার্স স্বীকৃত আছে। কাজেই যদি গোলমাল করতে চায় তাহলে বাইরে থেকেও করতে পারে, তাকে আটকাবেন কি করে? সেজন্য ফৌজদারী দন্ডবিধি রয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারেন কিন্তু একজনের অপরাধে অন্য জনকে কেন বিতাড়িত করা হয়? মালিক পক্ষ এ-ব্যাপারে যে অন্যায় তা বুঝতে শুরু করেছে, এজন্য বলতে পারি ত্রিদলীয় অধিবেশনে নানারকম প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারপর বে-সরকারীভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে দিয়েছিলেন কিনা জানি না কিন্তু এ-ব্যাপারে একটা পরিসমাপ্তি সত্বর হওয়া উচিত। যখন এই বিল প্রথম ইন্ট্রোডিউস করা হয়, তারপর অনেক দিন চলে গেছে, আমি আশা করেছিলাম এর মধ্যে সরকারের তরফ থেকে একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন নিষ্পত্তি করার জন্য ডাকা হবে।

[3-20—3-30 p.m.]

কেন না, শিলং-এ যে ত্রিদলীয় সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে এই কথাই হয়েছিল যে, প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য-সরকার একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকে এই প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসবেন। সেটা ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে হয়েছিল। কিন্তু আজ এই ১৯৫৯

সালের মার্চ মাস শেষ হ'তে চলল, আজও এখানে দাঁড়িয়ে এই বিধানসভায় বলতে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত কোন ত্রিদলীয় সম্মেলন কেন ডাকা হয় নি তা বুঝে উঠতে পারি না। এই আইনের ইন্ট্রোডাকশনের সময় অর্থাৎ আমি যখন উত্থাপন করি, তখন সরকার নিজের মন স্থির ক'রে নিতে পারেন নি। শ্রমমন্ত্রী প্রথম দিন যা করতে যাচ্ছিলেন গম্ভীরভাবে, তারপরে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যখন এলেন, তখন এ-জিনিসটাকে সার্কুলেশনে দেবার প্রস্তাব দেন। তার ফলে সরকারের বিরোধিতার মনোভাব নেবার ফলে আজ জিনিসটা এখানে এসেছে। এর পরে মাননীয় সদস্য ভদ্রবাহাদুর হামল কিছু বলবেন। আমি বলতে চাই, যে সরকার বার-বার বলেছেন, আমিও মনে করি যে, এমন কোন আইন নাই যার দ্বারা এটাকে বন্ধ করতে পারে বা বাধ্য করতে পারেন মালিক পক্ষকে। সেইজন্য তাঁদের হাতে হাতিয়ার দিয়াছিলাম। সে হাতিয়ার তাঁরা ব্যবহার করবেন কিনা সে তাঁদের উপর নির্ভর করে। এখানে আর একটা কথা বলি, খসড়া আইনে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, সরকার যদি এইভাবে গ্রহণ করেন তাহলে এই আইনগত ত্রুটি বদলে যেতে পারে। আমি মনে করি আমার এই আইনের বদলে নূতন আইন আনতে পারেন। যাইহোক আপাততঃ সরকারকে এই অনুরোধ করব যে, তাঁরা যদি এখানে এই বিল গ্রহণ করতে প্রস্তুত নাও থাকেন, অন্ততঃ এই বিলকে সার্কুলেশনে দিয়ে এই বিলের ভিত্তিতে অবিলম্বে যেন ত্রিদলীয় সম্মেলন ডাকা হয়। কেন না, চা-বাগান অঞ্চলে এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। আমি দার্জিলিংয়ে নেপালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হতে শুনেছি .... -- — ·

অর্থাৎ হাতবাহার যে প্রথা তা টি, বি, ব্যারামের চেয়েও খারাপ ব্যাধি। এই প্রথা অবসান করতে আর একটুও দেরী করা উচিত নয়।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

स्पीकर, सर, आज उत्तर बंगाल में हफ्तावार प्रथा जिस बरबरता के साथ चल रहा है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिर भी मैं सबसे पहले इस घृणित प्रथा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे भारतीय सम्विधान के भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि न्याय, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक सम्मता, समान अधिकार और सहयोग देना होगा। किन्तु इस दंनीय प्रथा ने सम्विधान की भूमिका को पंगु बना दिया है। यह प्रथा सम्विधान के अधिकार का हरण करता है। सम्विधान में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है कि सबको समान अधिकार है अतएव हमारा सम्विधान इस घृणित प्रथा को कोई राइट्स नहीं देता है। भारत की स्वतंत्रता के ११ वर्ष पश्चात् भी इस कल्याण राज्य में यह प्रथा अभी तक चालू है। श्री सत्तार साहब का डिपार्टमेन्ट वैज्ञानिक डिपार्टमेन्ट है, फिर भी इनका वैज्ञानिक लेबर डिपार्टमेन्ट इस हफ्तावार कुत्सित प्रथा को चला रहा है। इसके द्वारा ही गार्डेन के मालिकों को मजदूरों के विरुद्ध अत्याचार करने का प्रश्रय दे रहा है।

दूसरी बात यह है कि सम्विधान के १९ धारा में फण्डामेन्टल राइट्स को स्वीकार किया गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस हफ्तावार प्रथा ने फण्डामेन्टल राइट्स का श्राद्ध कर दिया है। सम्विधान की इज्जत, उसकी मान-मर्य्यादा को धक्का लगा रहा है।

जब इस देश में बृटिश राज्य था तो बृटिश लोग चाय बगानों में चाय लगाते थे और मजदूरों की बरबादी तथा उनकी तबाही के लिए इस बरबर और घृणित प्रथा को चालू किए थे किन्तु आज स्वतंत्रता के इन ११ वर्षों में भी यह घृणित प्रथा पूर्ण रूप से चालू है। हमारे एक प्रश्न के उत्तर में इसी विधान (सभा के भीतर श्री सत्तार साहब ने उत्तर दिया था कि यह प्रथा इल्लीगल है। किन्तु आज तक जिस प्रथा को घृणित घोषित किया गया है न जाने क्यों उसे चालू करके रखा गया है? दुख है कि इल्लीगल प्रथा होने के बावजूद भी इस हफ्तावार प्रथा को रोका नहीं गया है। अभी तक वह ज्यों का त्यों कार्य कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस कुत्सित प्रथा को जल्द से जल्द बन्द करें।

कालेज भेली टी स्टेट के एक मजदूर को दस्तूर प्रथा के अनुसार निकाल दिया गया और उसकी स्त्री को एक नोटिस दी गई कि तुम भी २४ घण्टे के अन्दर निकल जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक आदमी को निकाल दिया जाता है तो क्यों उसकी फेमिली के लोगों को भी निकाल दिया जाता है? स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनायें उत्तर बंगाल के प्रायः समस्त टी गार्डेनों में घट रही हैं। मुण्डा में वही चल रहा है। धोत्रिया में वही चल रहा है। घजिया में भी वही घटनायें घट रही हैं। अतएव मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस अप्रिय घटना को रोके।

सन् १९५० में जब हमारा सम्विधान पास किया गया, जिस सम्विधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबको समान अधिकार दिया जायगा, उसी १९५० साल में मार्गरेट होप टी स्टेट के मजदूर टीका राम का घर तोड़ा दिया गया। जब उसने पूछा कि हमारा घर क्यों तोड़ा गया तो गोरे मैनेजर ने जवाब दिया कि हमारी मर्जी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो स्पीकर महोदय, आपही देखिए एक तरफ तो सम्विधान समान अधिकार देता है दूसरी तरफ मजदूरों पर अत्याचार होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दस्तूर प्रथा सम्विधान से बड़ा है। क्या यह भी सम्विधान के फण्डामेन्टल राइट्स में लिखा है? स्पीकर महोदय! आपका घर वहां नहीं है अगर आप वहां होते तो आपको मालूम होता कि यह प्रथा कितनी खराब प्रथा है। कांग्रेस राज्य के ११ वर्ष के राजत्व में यह दस्तूर प्रथा कायम रह कर कांग्रेस की इज्जत को खत्म कर दिया है। यह बिल जो सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है इसके द्वारा कांग्रेस का कल्याण राष्ट्र कायम रह जायगा। इसको स्वीकार कर लिया जाय नहीं तो यह अगणतान्त्रिक प्रथा बंगाल देश के लिए कलंक होगी। यदि इस कलंक के टीका को आपलोग अपने माथे से जल्द से जल्द पोंछ लें तो आपलोगों का कल्याण हो

ायगा। साथ ही सम्बिधान की हिफाजत भी हो जायगी और उसकी मान-मर्य्यादा या इज्जत बढ़ जायगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्बिधान की मान-मर्य्यादा और न्डामेन्टल राइट्स सभी खत्म हो जायगा। देश खतरे में पड़ जायगा। अतएव ापलोग इस बिल को स्वीकार करलें।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভা কক্ষে একাধিকবার আমরা বলেছি যে, নীতিগতভাবে মরা এই হটাবাহার সমর্থন করি না। কারণ একজনের অপরাধে আর একজনের চাকরী ওয়া এবং সেখানে বাস্তুচ্যুত হওয়ার নীতি আমরা সমর্থন করি না। আপাততঃ সত্যেনবাবু যে বিল এনেছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারছি না এজন্য যে, এর অনেকখানি বিচারের বশ্যকতা আছে। কারণ বিভিন্ন কোর্টে কনফ্লিক্টিং রায় আছে। আমরা মনে করি যে, এই বন্ধে আইন আনবার আগে কংকারেন্স-এর আবশ্যক আছে। অর্থাৎ এটা কংকারেন্স লিস্টে ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এইটুকু আমি সত্যেনবাবুকে বলতে পারি যে, সরকার মন বে করেছেন যে, এই হটাবাহার বন্ধ হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে আমরা বিধানসভায় বিল নবার পূর্বে একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন করতে চাই, যেমন করে আমরা সত্যেনবাবুর আর টো বিল গ্রহণ করেছি আমরা যতটা গ্রহণ করা সম্ভব ততটা গ্রহণ করব। এই কথা বলে বিল প্রত্যাহার করার জন্য সত্যেনবাবুকে আমি অনুরোধ করছি।

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

স্যার একটা কথা সাত্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি যে, এই বিলটা একবার যখন ত্যেনবাবু এই হাউসের সামনে এনেছিলেন, তখন উনরা বলেছিলেন যে, এই বিলটা সম্বন্ধে রা বিবেচনা করবেন। দ্বিতীয় কথা, সাত্তার সাহেব বলেছিলেন যে, আইনের দিক থেকে ন বাধা আছে কিনা সেটা তাঁরা ইতিমধ্যে বিবেচনা করবেন। এই বিলটা আনার পর য ৬ মাস কেটে গেছে। সুতরাং ৬ মাস পরে গভর্নমেন্ট থেকে যদি বলা হয় যে, সেন্টারের কংকারেন্সের দরকার আছে, আইনগত বাধা আছে কিনা দেখবার প্রয়োজন আছে, তাহলে মাদের সংগত সন্দেহ হয় যে, এই বিলটা গ্রহণ করতে সরকার রাজী নন। তিনি শেষ বা বলেছেন যে, সত্যেনবাবু এটা প্রত্যাহার করে নিন, কিন্তু প্রত্যাহার যদি করেই নিলেন হলে উনরা গ্রহণ কি করলেন? আজ পর্যন্ত তাঁরা লোকসভায় এবং এসেমব্লীতে পায়াস ইস প্রদান করেছেন, কিন্তু তার বেশী আর কিছুই হল না। এ কথা আমি সাত্তার সাহেবকে জ্ঞাসা করব যে এসেমব্লীতে তার বক্তৃতা শুনে চা-বাগানের দেশী বিদেশী মালিক পক্ষ মন ভীত হয়ে যাবেন না যে তাঁরা হটাবাহার বন্ধ করে দেবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভর্নমেন্টের বক্তৃতার পরেও মালিক পক্ষ সেই হটাবাহার প্রথা চালিয়ে যাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট লছেন যে, এটা ঠিক নয় কিন্তু এই ৬ মাসের মধ্যে তাঁরা এটা দূর করতে পারলেন না। ভর্নমেন্টের একজন দায়িত্বশীল লোক আমাদের কাছে বলেছেন যে রামের অপরাধে শ্যামকে দি বের না করা যায় চাকুরী থেকে, বাড়ী থেকে তাহলে নূতন লোক এসে থাকবে কোথায়? র জবাবে আমি তাঁকে বলেছি যে, কিন্তু এতে যে রামের অপরাধে শ্যামের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। াজ কি হবুচন্দ্র রাজার রাজত্ব চলছে? কিন্তু হবুচন্দ্র রাজার রাজত্ব আছে বলে তো আমরা ন্ততঃ মনে করি না। সুতরাং রামের অপরাধে শ্যামের চাকরী যাবে, সে বাস্তুচ্যুত হবে, তা ওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ একটা জিনিস আমি গভর্নমেন্টের দৃষ্টিতে আনছি যে, তাঁরা ই এসেমব্লীতে বলেছেন প্ল্যান্টেশন লেবারের জন্য হাউজিং-এর ব্যবস্থা তাঁরা করছেন এবং ালিক পক্ষ থেকে হাউজিং-এর জন্য যাতে চেষ্টা করেন সে-বিষয়ে গভর্নমেন্ট দেখছেন। াই যদি হয়, তাহলে পর হাউজিং শর্টেজের যে প্রশ্নটা তুলেছেন সরকারী কর্তৃপক্ষ সেই শ্নটা যাবে না। সুতরাং আজ ১০।১১ বছর এই জিনিসটা চলেছে আর একদিনও এই জনিসটাকে চলতে দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গভর্নমেন্টের বলা উচিত ছিল যে, সত্যেনবাবুর

বিলটাকে আমরা সমর্থন করছি তবে আইনের দিক থেকে যদি কোন সংশোধন করতে হয়, সেটা গভর্নমেন্ট তাড়াতাড়ি করে করবেন। তা না করে এই-সমস্ত কথা বলে শুধু সময় নষ্ট করাই হচ্ছে।

Mr. Speaker: I thought it was a categorical assurance of the Government that they accept the principles which Mr. Satyendra Narayan Mazumdar is supporting. It was a categorical assertion. Then I have no doubt whatsoever that the Government was going to look into it and legislate on the point. All that I could understand from the Government side was that there are some conflicting decisions by different courts. They have got to be reconciled and the Bill must be drawn up accordingly. There is no difference between Mr. Mazumdar and what has been stated by the Government.

Regarding the delay of six months, I thought it was three months.

Dr. Ranendra Nath Sen:

গত বাজেট সেশানের সময় এটা হয়েছে—জুন-জুলাই মাসে হয়েছে।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি অনর্থক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে চাই না, কারণ বিধানসভার সময়ের মূল্য আছে। একটা কথা শুধু আমি সময় সংক্ষেপের জন্য বলি নি, যে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি, ত্রিদলীয় সম্মেলন করেছি, মুখ্যমন্ত্রীও এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমি বলছি যে, নীতিগতভাবে আমরা আগেই এটা গ্রহণ করেছি, আমরা মনে করি এটা চলা উচিত নয়, কিন্তু এই আইনটা আমরা ত্রিদলীয় সম্মেলন করে তারপরে বিধানসভায় উপস্থিত করতে চাই, তাহলে এটা অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে। আমি ত এ-কথা বলি নি যে, নীতিগতভাবে আমরা এটাকে গ্রহণ করি না, আমি কেবল বলেছি যে, এটা গ্রহণ করছি নীতিগতভাবে, কাজেই সত্যেনবাবু অনুগ্রহ করে এটাকে প্রত্যাহার করে নিন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, আমি ওঁর কথাতে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এজন্য যে, উনি নীতিগতভাবে এটাকে গ্রহণ করছেন বলছেন কিন্তু এ-কথা ত অনেক দিন ধরেই বলছেন। ভারত সরকারের একটা ত্রিদলীয় কমিটি আছে শিলং-এ তার অধিবেশন হয়েছে, সাত্তার সাহেব নিজেও ছিলেন। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারীতে শিলং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক রাজ্যে ত্রিদলীয় সম্মেলন ডাকা হবে কিন্তু ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি যে এখনও এ ব্যাপারের কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। আমার এই বিলের ব্যাপারে জুন-জুলাই মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী উঠে বলেছিলেন যে, এটাকে সার্কুলেশনে দিতে চাই কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয় নি। আজকে আমি বলছি না যে, গভর্নমেন্ট এই জিনিসটাই গ্রহণ করুন, কারণ আমার ড্রাফটিং-এ আইনগত ত্রুটী থাকতে পারে, সেটা আমি জানি কিন্তু তাঁদের শ্রম-নীতির কাঠামোর মধ্যে এই জিনিসটাকে আমি করতে বলছি। আমি জানি সরকার, মালিক এবং শ্রমিক একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হবেন না। কাজেই আমি বলি যে, এই বিলটাকে সার্কুলেশনে দিতে কি আপত্তি আছে? সার্কুলেশনে দিতে যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে আমি এটা প্রত্যাহার করতে রাজী নই ভোট হোক, আমাদের হারিয়ে দিন এবং লোকে ব্যাপারটা বুঝুক।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want to get one point clear—I had discussion with Mr. Mazumdar. The difficulty is that in your Bill you want the provision that if any member of a worker's family continues to be employed in a tea estate, no member of such a worker's family shall be evicted. Supposing the head of a family had been dismissed from service, if any of the other members of the family is still in service, he is entitled to remain in the garden. Supposing none of the other members are in service, what happens to the other members? Would they continue to reside in the premises? On that point I want to be clear. I asked him for information from other parts of the country.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মুস্কিল হচ্ছে, মন্ত্রিমহাশয়কে এই ব্যাপারটা বুঝাতে পারছি না—তিনি বুঝতে পরছেন না। বর্তমানে যে প্রথা রয়েছে, তা অন্য রকম না করলে মালিকেরা হেড অফ দি ফ্যামিলিকে ডিস্‌মিস্‌ করলে অন্যান্য যারা কাজে নিযুক্ত রয়েছে তাদেরও ডিস্‌মিস্‌ করে দেয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

It may be. . . .*bhai*; it may be *bone*—any member of the family. It requires further clarification.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি বলছি, যারা এমপ্লয়েড থাকে, অর্ডিনারি লেবার, তাদেরও ডিস্‌মিস্‌ করে দেয়। সবাইকে বলে চলে যাও। এই পয়েন্টটা আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম, তখন যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্ট-এর ব্যাপারে বলা হয়েছিল। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্ট অনুযায়ী কোনরকম মীমাংসা হতে পারে না। লেবার ডিপার্টমেণ্ট থেকে ওঁরা অনেক চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন আদালতে কনফ্লিক্ট-এর যে কারণ রয়েছে, সেইসব কনফ্লিক্ট-এর কারণ দূর করার জন্যও একটা আইন করা দরকার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We ought to know how it has worked in the different States.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি জানি, আসামে লেবার ট্রাইবুনাল-এর রায় ফলো করা হচ্ছে কাজেই এখানেও আপনারা যদি একটা ট্রিপার্টাইট কন্‌ফারেন্স করে একটা বিল আনেন - -

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি রাজী। ইফ ওয়ান অর টু অফ ইউ কাম এ্যান্ড সি মি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মুস্কিল হচ্ছে, নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন শ্রমমন্ত্রী, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা উইথড্র করার দরকার নাই, এটা এখানে থাকল, ইতিমধ্যে আপনারা কনফারেন্স করুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ফান্ডামেন্টাল যে-সমস্ত ডিফিকাল্টি আছে, সেগুলি দূর না করে শুধু কনফারেন্স করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। যাইহোক, ট্রিপার্টাইট কনফারেন্স করা যেতে পারে।

Dr. Ranendra Nath Sen: Cannot the debate be adjourned under the rules?

Mr. Speaker: It is not possible under the rules.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

ভোট হবে না?

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই বিলটা সার্কুলেশন মোশন-এ দিন না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার নামে কোন সার্কুলেশন মোশন নেই।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমার নামে সার্কুলেশন মোশন আছে, তাহলে আমি আমার মোশনটা প্রেস করছি।

Mr. Speaker: Dr. Sen, may I draw your attention to one important point? Even if you move your motion for eliciting opinion thereon by the 31st May, 1959, it is just an impossibility. It cannot be done. If you still persist, I will put it to vote.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এটা অন দি ফ্লোর অফ দি এসেমব্লী, আপনার পারমিশন নিয়ে ৩১শে মে তারিখটা বদলে, লেটার ডেইট কর্তে পারি। সেটা জুলাই বা আগস্ট করতে পারি, আপনি যদি পারমিশন দেন। উইথ ইওর পারমিশন আমি ইনস্টেড অফ ৩১শে মে করতে বলছি—৩১শে জুলাই। এতে গভর্নমেন্টও যথেষ্ট সময় পাবেন, ট্রিপার্টাইট কনফারেন্স করতে পারেন।

Mr. Speaker: I allow the formal amendment.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg leave to move that the West Bengal Prohibition of the Eviction of the Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1959.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the West Bengal Prohibition of the Eviction of the Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1959, was then put and a division taken with the following result.—

The Ayes being 59 and the Noes 105 the motion was lost (secret voting).

The motion of Sj Satyendra Narayan Mazumdar that the West Bengal Prohibition of the Eviction of the Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and a division taken with the following result:—

NOES -107

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Sj. Mrityunjoy
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Maji, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna

Mondal, Sj. Sisuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazundar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 63 and the Noes 107 the motion was lost.

[3-50—4 p.m.]

The West Bengal Homoeopathic Medical Bill, 1959.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Homoeopathic Medical Bill, 1959.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I may mention the fact—this is the time I should mention it—that I had a talk with Dr. Majumdar. This particular Bill refers to the practice of homoeopathy. There is not the slightest doubt that homoeopathy has held its own in spite of different types of medical

treatment and perhaps in some respects Bengal had very big homoeopaths in the past and also in the present. The question is whether there should be a medical bill to regulate the practice of homoeopathy in Bengal. Our difficulty had been that the different organizations that have been started by the homoeopathic practitioners—and here I may digress and say that it is to the credit of the medical practitioners, it has been to the credit of medical practitioners of Bengal, Allopathy, Homoeopathy and Kaviraji, that it is the practitioners themselves who have established the institutions and carried them on with great effect—the difficulty was that in order that the bill may be effective, that is to say, those who will be registered under the Homoeopathic Medical Bill and therefore would be entitled to give certificates and prescribe certain drugs, etc., it is necessary that these men who belonged to the homoeopathic institution and who are being trained in the homoeopathic system of medicine should have fundamental knowledge of Anatomy and Physiology. While the treatment may be different and has to be different, the approach to diseases and the system of treatment to be given in certain cases have to be different. The fundamental knowledge of what the human body is and what are the functions of the different parts of the body should be first of all taught in these medical institutions. I have tried for the last few years to get some of these friends together and talk to me. But I could not discern any particular attempt to accept this fundamental principle, viz., that Anatomy and Physiology must be taught. I heard from Dr. Majumdar the other day and I heard with great hope that they have now agreed—if I am wrong, Dr. Majumdar will please correct me—they have now agreed, if not all, some of the important institutions, to give the trainee instruction in Anatomy and Physiology so as to enable the trainee to understand the background. Probably a certain amount of knowledge of the diseased conditions also may be included, viz., Pathology, so that the practitioner may then be able to find out what the treatment of a particular disease should be and where the homoeopathic practitioner would see that this is not my area, somebody else may come in and do the job I find from my Minister of Health, Dr. Anath Bandhu Roy, that he has drawn up a Homoeopathic Bill in order to give effect to the idea that I have just given. I do not know whether in detail all those points that have been raised by Dr. Majumdar in his draft bill agree with the draft bill drawn up by Dr. Roy. But I feel that in view of the fact—if I can assume that it is a fact—that fundamentally we agree, the practitioners of the other system of medicine and the homoeopathic medicine agree, that there should be some fundamental knowledge of the basic sciences and leave the homoeopathic practitioners to give instruction in the system of treatment according to their own line of thought. Do they agree on that? The question of having an effective bill passed so that the work may be done systematically should not be very difficult. I am prepared, therefore, to give my services, for what it is worth, to get in together the gentlemen who may be asked by Dr. Roy to come in a meeting and also Dr. Majumdar and any of his friends—he mentioned to me three or four if I remember aright—who are prepared to give help in drawing up a bill which would be satisfactory for all concerned.

In these considerations I would suggest, I would request Dr. Majumdar to consider this particular point of view and whether it would not be better for him to withdraw this bill at this stage, seeing that Dr. Roy has already got a bill in hand.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি যে কথা বলেছেন যে, একটা কমিটি করা হবে এবং তাঁরাও এর সিলেবাসটা দেখবেন। তার আগে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে। সেটা হল এই যে, মুখ্যমন্ত্রী—আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তিনি যে কথাগুলো বললেন এগুলো সব সত্য নয়। এইজন্য যে, ১১ বৎসরের বেশী

হোমিওপ্যাথিক স্টেট ফ্যাকাল্টি সরকারের তরফ থেকে করা হয়, যেহেতু হোমিওপ্যাথি প্রসার লাভ করেছে, এবং সরকারী সাহায্য না পেয়েও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা নিজেদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কাজটা চালিয়ে এসেছেন। তাঁরা একটা সিলেবাস করেছেন, তা সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। সেই সিলেবাসে এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, সার্জারি, মিডওয়াইফারি, যা যা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের দরকার হতে পারে, তা করা হয়েছে। এতে শুধু যে জনসাধারণের চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে তা নয়, তার অন্য কয়েকটা দিক আছে যাকে বলা হয় মেডিক্যাল লিগাল এ্যাসপেক্ট, ইনসিয়োরেন্স এ্যাসপেক্ট, তারও যাতে নিম্নতম যোগ্যতা থাকে সেদিক থেকেও ফ্যাকাল্টি দেখেছেন, এবং তা স্বীকার করেছেন একবার ১৯৪৭ সালে করেছেন, ১৯৫৪তে একবার করেছেন এবং ১৯৫৭তে আর একবার করেছেন। যে সিলেবাসে আজ হোমিওপ্যাথির কাজ চলে সেটা ডাভে কমিটি কর্তৃক রিকমেণ্ডেড হয়েছে এবং এ্যাকসেপ্টেড হয়েছে; এবং ভারত সবকারের কাছেও এ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। তবু এই সিলেবাস যদি আবার দেখা হয় তাতে আমার আপত্তি নেই। এর আগেও আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপত্তি নাই জানিয়েছি। ১৯৫৩ সালে শ্রীযোগেশ গুপ্ত একবার এই বিল সম্বন্ধে বলেন। তখনও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, নীতিগতভাবে এতে কোন বাধা নাই। কিন্তু আজ ১৯৫৩ সাল থেকে ৬ বৎসর হয়ে গেল,—তারপরেও ডাঃ নারায়ণ রায় ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকেও আনেন এবং তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি নিশ্চয় আনব, পরের সেশনেই আনব। তারপরেও ৪ বৎসর হয়ে গেল। এটা নিয়ে ভোটিং বা ডিভিশন-এর দরকার নেই। এতে জনসাধারণের উপকার হবে বলেই এ জিনিসটা করতে চাইছি। তিনি এটা যেন আর ফেলে না রাখেন। চিকিৎসক সমাজের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ লোক আমিও ৩।৪ পুরুষ ধরে এই চিকিৎসা ক'রে আসছি। তবু জনসাধারণের উপকার হবে ব'লে এবং হোমিওপ্যাথিতে উপকার হয় ব'লে এটা করছি। জনসাধারণের যাতে ক্ষতিকর হতে পারে এমন জিনিসের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট থাকতে চাই না। তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরু; আমার চেয়েও তাঁর এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশী। তিনি যদি দেখতে চান আমি তাতে রাজী আছি। শুধু তাঁকে জানাতে চাই, যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সেটা তার প্রাপ্য নয়। এজন্য ৭ কোটি টাকা এ্যালোপ্যাথির জন্য খরচ হয়, সেখানে ৪০ হাজার টাকা যদি হোমিওপ্যাথির জন্য দেওয়া হয় এবং যদি এ্যাফিলিয়েটেড না হয় তাহলে তাতে যেরকম চিকিৎসা হতে পারে তাই হয়। আর যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁরাই সুচিকিৎসা করছেন। এই বিল উইথড্র করবার আগে ডাঃ রায়কে জানাতে চাই যে, বাংলাদেশে এই জিনিস করা হলে যেখানে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ রকম হোমিওপ্যাথিক কলেজ হতে পারে, তাহলে ৩৭॥· লক্ষ টাকা ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। সেটা ওখান থেকে যেন বেরিয়ে না যায়। ইউ, পি, ৪॥· লক্ষ টাকা পেয়েছে,—

[4—4-10 p.m.]

অন্ধ্র ২¾।৩ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এইভাবে টাকা অন্য দেশে চলে যাবে, আমরা পাব না। জগতের মধ্যে এই একটামাত্র জায়গা, যেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সার্জারী, এনাটমি, মিডওয়াইফারী পড়ান হয়। এ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররাও বলেন যে, এঁরা পড়াবার যোগ্য লোক, এঁদের দিয়ে পড়ান যায়। জগতে আর কোথাও এ-জিনিস করা যায় না। ইউ, পি, করেছে, অন্ধ্র করেছে কিন্তু সেখানে ভাল হচ্ছে না, অথচ যেখানে হতে পারে সেখানে এসব করা হয় না। এর ফলে আমাদের বাংলা দেশের লোকসান হচ্ছে। অনেকে এ-কথা বলেন যে, এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক বলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি পার্টিতে বলেছেন যে, তিনি জীবিত থাকতে হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দেবেন না। এটা যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব যে, এটা বিজ্ঞানসম্মত কথা হচ্ছে না। আমি বলব যে, আপনি যদি হোমিওপ্যাথিক স্টেট ফ্যাকাল্টি প্রিয়্যাম্বল পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে—আমি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বলে বলছি না—জনসাধারণের পক্ষ থেকেই বলছি যে, হোমিওপ্যাথি প্রসার লাভ করছে। যে-সমস্ত লোক হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়ে নি তাদের কাছে বাই কমিশন এ্যান্ড ওমিশন দেশবাসী মারা যান—তাঁরা সত্যিকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নন। যাইহোক, যে-কোন কারণেই হোক

বাংলা দেশের সরকার যখন একটা লিপ সিম্প্যাথি দিয়ে রেখেছেন তখন আমার অনুরোধ হ যে, একটা কমিটি করে এই বিল তাঁরা আনুন। এই কথা বলে আমি আমার প্রস্তাব উই করছি।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনলাম হোমিওপ্যাথি যাতে ভাল করে আসে তারজন্য তিনি চেষ্টা করছেন। এইভাবে ১৯৪৭ সালের পর থে তিনি এই নিয়ে ৩-বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিল হচ্ছে। বর্তমানের স্বাস্থ্যম আমাকে তাঁর বাড়ীতে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা হোমিওপ্যাথি বিল একটা আনছেন। আমা দেশে কথা আছে যে, ডিম থেকে বাচ্চা হয়, আমি জানি না বাবা ডিম্বে পরিণত হয়েছে কিন

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

হোমিওপ্যাথি ডোজে অগ্রসর হচ্ছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

এই যদি হয়, তাহলে বিবি বড় হতে হতে সাহেব গোরে যাবে। বর্তমানে পে কমিশনার্স-এর ক্লাশ ফোর এমপ্লয়িজ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস দেন এবং সেটা গ্রাহ্য হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে যদি রেকগনিশন আইনে না দেওয়া থা তাহলে সেটা যে কি করে গ্রাহ হয় তা জানি না? অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিটা রেকগনাইজড আন-রেকগনাইজড সেটা কিছু বুঝতে পারছি না। মন্ত্রিমণ্ডলীর অনেকেই হোমিওপ রুগী এবং হোমিওপ্যাথ ঔষধ খান ভূপতিবাবু খান এবং শুনেছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্র মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথ খান। কাজেই আমি এখানে রেকগনিশন-এর কথাই জিজ্ঞাসা করি এটা রেকগনাইজড হয়েছে কিনা বা কে রেকগনাইজড করেছেন সেটাই জানাবেন।

Mr. Speaker: I take it that the House gives him permission to withdr the Bill.

The West Bengal Homoeopathic Medical Bill, 1959, was then by leave the House withdrawn.

Mr. Speaker: Before I call up another Bill may I tell the honoural members something There is not much time today. There are a large numl of private bills, and I take it that most of them would either be withdrawn killed, whatever it is. There is a very important resolution which everybo is anxious to debate and unless the honourable members are considerate a reasonable about the length of their speeches, I cannot take up that resoluti which should be given priority over every other matter. I shall finish all t Bills by quarter to five.

The next Bill is the West Bengal Land Reforms Bill, 1959.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1959.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg leave to introduce the West Bengal La Reforms (Amendment) Bill, 1959.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে, যে স্পেশ মোশন আনা হয়েছে তার গুরুত্ব আমি নিশ্চয়ই কম মনে করি না, কিন্তু আমি যে বি নিয়ে এসেছি এর গুরুত্ব তার চেয়ে যে কম এটাও আমি মনে করি না, বরং বাংলা দে কৃষিজীবনের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। প্রথমে একটা পরিষ্কার করতে চাই যে, কেন আমি এই বিলটা আনতে বাধ্য হয়েছি তা এই বি স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজিনস-এ পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। এই বি উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ভূমি-সংস্কার আইনের যে-সকল ত্রুটী-বিচ্যুতি বেরিয়েছে তার সংশো

করে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করা—এর উদ্দেশ্য হল এই মুহূর্তে যেসব ত্রুটীগুলি সংশোধন না করলে ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে—যেগুলো আর এক মাসও দেরী করা যায় না, সেইরকম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আমি এর মধ্যে নিয়ে এসেছি। ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে দুটো আইন আমাদের আছে—ল্যান্ড রিফর্মস বিল এবং এস্টেটস এ্যাকুইজিশন বিল, এই দুটো পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন কিন্তু যেহেতু এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট, এটা আবার একটা সিলেক্ট কমিটির মধ্যে গেছে সেহেতু তার সম্বন্ধে কিছু না নিয়ে এসে এটার সম্বন্ধে আমার সংশোধনীগুলি নিয়ে এসেছি। এটার ভেতর আমি তিনটে বিষয়ে উল্লেখ করেছি—একটা হচ্ছে, যেসব বেনামী করা হয়েছে সেসব জমির বর্গাদার ধান কাকে দেবে, ধান কোথায় রাখবে এবং সেই বেনামীর কি ব্যবস্থা হবে, ২নং হচ্ছে, সারা বাংলা দেশে উচ্ছেদ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে উচ্ছেদ সব চেয়ে বেশী হবে—সেই উচ্ছেদকে কি করে প্রতিহত করা যায়, তৃতীয় নং হচ্ছে, খাজনা সম্পর্কে কোন রিলিফ কৃষকদের দেওয়া হবে কিনা?

Mr. Speaker: Mr. Konar are you asking for leave to introduce? Because in that case I will refer you to rule 51 of the Assembly Procedure Rules which says "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question thereon" Since it is a motion for introducing the Bill, I shall ask the Revenue Minister whether he opposes it—yes or no.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, though I am in sympathy with the Bill but I oppose the Bill.

Sj. Jyoti Basu: He can give a brief statement—explanatory statement.

Mr. Speaker: Brief not according to his standard but according to my standard and I give him 5 minutes.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, আপনি জানেন যে এই ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলা দেশে অত্যন্ত একটা সিরিয়াস অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আপনি যদি মনে করেন যে, ৫ মিনিটের বেশী সময় দেবেন না, তাহলে আমি আর বলতে চাই না- আমার বিলটা এখানেই ভোটে যাক।

Mr. Speaker: Having regard to the importance of the case, I can give him 10 minutes and not more.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমি-সংস্কারের ১৬নং ধারায় যে বিধান আছে, তা হল ফসলের ভাগ কি করে হবে, বর্গাদার মালিককে কিভাবে ভাগ দেবে, কিভাবেতে রসিদ পাবে, এবং কোথায় ধান জমা রাখবে। কিন্তু এটা হল স্বাভাবিক নর্ম্যাল সময়ের প্রশ্ন। এখন মূল ও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, বেনামী জমি ধরা হবে কিনা? যদি ভূমি-সংস্কার সফল করতে হয়, যদি কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের ঘোষণা কার্যকরী করতে হয় তাহলে বেনামী ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা না হলে একটা অনাসৃষ্টি কান্ড হবে। আমি বলতে চাচ্ছি, যেক্ষেত্রে জমি বেনাম করা হয়েছে বা হচ্ছে সেক্ষেত্রে বর্গাদার সরকারকে নোটিশ দিয়ে ধান ঘরে তুলবে—সরকার তখন বর্গাদারকে ৬০ ভাগ দিয়ে দেবেন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করবেন, এজন্য—৬০ ভাগ দিয়ে বাকি ৪০ ভাগ সরকার নিজের হেফাজতে জমা রাখবেন এবং মালিকানা সম্পর্কে তদন্ত ও বিচারের পর যার মালিকানা সাব্যস্ত হবে তাকে ঐ ৪০ ভাগ দিয়ে দেবেন। আমার মনে হয় সরকার যদি উক্ত পন্থাবলম্বন করেন তাহলে অনেক বেনামী জমি ধরাও যাবে। তা না হলে জোতদাররা পুলিশ অফিসারদের সমর্থনে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করবে গ্রামাঞ্চলে। তারপর, ১৭নং ধারায় আছে বর্গাদারকে কোন্ কোন্ শর্তে, কোন্ কোন্‌ভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। একটা প্রশ্ন এখন দাঁড়িয়েছে, যাঁরা বেনাম করেছেন, তাঁরা তো

উচ্ছেদ করছেনই; তারপর, শিলিং ব্যাপার নিয়েও আরেকটা বিপদ হয়েছে, কারণ, গ্রামাঞ্চলে গুজব রাষ্ট্র হয়েছে যে, মালিকদের মালিকানা স্বত্ব সম্পূর্ণ চলে যাবে—৪।৫ বিঘার জমির মালিকরা আতঙ্কে এমন সব পন্থাবলম্বন করছে যাতে সমস্যাটা জটিলতর হচ্ছে এবং প্রকৃত অবস্থা বিচার করা মুশকিল হচ্ছে। তাই আমি বলছি, ছোট-বড় মালিকের মধ্যে পার্থক্য করার দরকার আছে। যদি আজকে বর্গাদারদের রক্ষা করতে হয় এবং বড় মালিকদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে বেনাম ধরার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে উচ্ছেদ স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই আমি বলতে চাচ্ছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভূমি-সংস্কার সম্পূর্ণ কার্যকরী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত—এবং এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট পুরাপুরি কার্যকরী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রকম উচ্ছেদ স্থগিত থাকুক। আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে খাজনা-সংক্রান্ত ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, ভূমি-সংস্কারের মধ্যে খাজনার নতুন বিধান করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কিভাবে খাজনা ধার্য করা হবে—প্রথমতঃ, এটা যদি কার্যকরী করতে হয়, বহুদিন সময় লাগে, ৪।৫ বছরের আগে কার্যকরী করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না, অথচ ভূমি-সংস্কারের একটা উদ্দেশ্যই হল কৃষকদের কিছুটা নিষ্কৃতি দেওয়া খাজনার ব্যাপারে। শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী খাজনা সম্পর্কে একটা হিসাব দিয়েছিলেন। এর আগে একদিন সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় হিসাব দিয়েছিলেন, জমিদাররা পূর্বে যে খাজনা আদায় করতেন তার ২১ ভাগ সরকারকে দিতেন আর বাকি কালেকশন-এর টাকাটা তাঁরা নিজেরা খরচ করতেন। এখন বর্তমানে সরকার পুরা খাজনা আদায় করছেন এবং পুরান নিষ্কর খাজনা পর্যন্ত আদায় করছেন এবং যে-সমস্ত হাজা খাজনা, তাও রেহাই দিচ্ছেন না। আমার দাবী হচ্ছে, এমনভাবে ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সরকারের লোকসান হবে না অথচ কৃষকরাও বাঁচবে। এরজন্য অবিলম্বে এ্যাড-ইন্টারিম-এর বন্দোবস্ত করতে হবে। আইনে লিখিতভাবে আছে যে, যতদিন না নূতন রেভেনিউ রেট ধার্য হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পুরান খাজনার টাকা আদায় করা হবে। আমি বলছি পুরান খাজনার অর্ধেক, পঞ্চাশ ভাগ রেভেনিউ হিসাবে আদায় করা হোক এবং এক বিঘা বাস্তুজমিকে নিষ্কর করা হবে সরকার যা বলেছেন, আমি বলছি এক্ষুনি ঐটা করা হোক। তৃতীয়তঃ, মজা, হাজা জমি যা বন্যার কারণে হয়েছে, এইগুলি খাজনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া উচিত এবং নীতির দিক থেকেও বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখেছি সামান্য ১৫।২০ টাকা কৃষিঋণ পাবার জন্য কৃষকদের মধ্যে কত আগ্রহ, কত কাকুতি-মিনতি। সুতরাং এই ১৫।২০ টাকার রিলিফ দিয়ে কৃষককে যদি উৎসাহিত করা যায় তাহলে তাদের দ্বারা চাষের প্রভুত উন্নতি হতে পারে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা কি দুরবস্থায় আছে। সরকারের আইনে কোথাও লেখা নেই যে, কৃষকরা মালিকের খামারে ধান রাখবে। বর্গাদার এবং মালিক দুজনে মিলে খামারে ধান তুলবে। মালিক নিজের খামারে ধান তোলে না। এই নিয়ে বহু ডিসপিউট হয়েছে, কেস কোর্টে গিয়েছে। লিখিতভাবে এস, ডি, ও, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান হয়েছে, তাঁরা পি, ডি, এ্যাক্টে এ্যারেস্ট পর্যন্ত করেছেন। লিখিতভাবে আইন থাকা সত্ত্বেও আমি দেখেছি ২৪-পরগনা জেলায় বহু কৃষককে এইভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট নোটিশ দিল গভর্নমেন্টের কাছে যে, এই-সমস্ত জমি ভেস্টেড হয়েছে, সেটার লাইসেন্স ফি আদায় করা হবে ডাইরেক্টলি বর্গাদারদের কাছ থেকে, অথচ দেখা যাচ্ছে সেটাকে বানচাল করবার জন্য সরকারের চেষ্টা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি ডিভিশন-এর কমিশনার উত্তরবঙ্গে গিয়ে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে ডেকে বলেছিলেন, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর আইনটা বে-আইনী, এটা চলবে না। মালিক, জমিদাররা কেউ এই আইন পর্যন্ত মানেন না। যতদিন জোতদারকে দেবার বন্দোবস্ত ছিল, ততদিন কেউ আপত্তি করেন নি। কিন্তু যেমনি বর্গাদারকে দেবার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, অমনি আপত্তি উঠেছে। এই যদি হতে থাকে তাহলে শেষে ত একটা সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়াবে। গভর্নমেন্ট ১০(২) ধারা অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই ধারা অনুযায়ী খাজনা আদায় করতে পারেন নি। যদি এইভাবে কাজ চলতে থাকে তাহলে তিন, চার বছরের মধ্যে সমস্ত কিছু বানচাল হয়ে যাবে। সেদিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে যে-সমস্ত স্টেটমেন্টস বেরিয়েছে তাতে দেখলাম চিরকাল যা হয়েছে, বর্তমানেও সেই অবস্থা চলেছে। সুতরাং এই অবস্থায় যদি আইনের বাঁধন ঠিক না রাখেন, শুধু অফিসারের ভালমানসিতে এই-সমস্ত ম্যানেজ করা যাবে না।

ঐ নাগেরকোঠা ঘটনার কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সেখানে জমির ব্যাপার নিয়ে এমন ঘটনা ঘটে যে, একজন কৃষক নেতাকে খুন করে দিল। তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেওয়া হল, কিন্তু পুলিশ ২৪ ঘণ্টা পরে সেখানে গিয়ে হাজির হল। একজন কৃষক নেতা খুন হল, অথচ যে খুন করেছে তাকে পুলিশ খুঁজে বার করে এ্যারেস্ট করতে পারল না। শুধু তিন-চারজন কমিউনিস্ট-এর নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে—সেখানকার জোতদাররা এত শক্তিশালী ও তাদের এত প্রভাব সরকারী শাসন যন্ত্রের উপর, মন্ত্রীদের উপর এবং খবরের কাগজের উপরও তাদের এত প্রভাব যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কিছু হয় না। এই অবস্থা যদি সত্য হয়, তাহলে নাগপুর সিদ্ধান্তকে কি করে আপনারা কার্যকরী করতে চান? আমরাও চাই সেটা কার্যকরী হোক। এ-ছাড়া আপনারা তাদের রক্ষা করতে পারবেন না, যদি অবিলম্বে এই ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকরী না করেন। সেইজন্য আমি এইগুলি প্রেস করছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন এই আইনসভা হয়ে গেলে, তার দশ দিন পরে এ-সম্বন্ধে একটা অর্ডিন্যান্স পাশ করবেন, তাহলে আমি প্রেস করতে চাই না। আর যদি বলেন তিন মাস, ছয় মাস পরে করবেন, তাহলে আমি তা বিশ্বাস করি না, এবং আমি এটা উইথড্র করতে রাজী নই।

আমি আশা করি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

[4-20—4-30 p m]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

স্পীকার মহোদয়, আমাদের হরেকৃষ্ণবাবু যে বিল এখানে এনেছেন, সেটাকে গভীরভাবে বিবেচনা করছি এবং করা উচিত। কারণ হচ্ছে যে, তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিল নিয়ে এসেছেন যা এখন বাংলা দেশের সমস্যা। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তাঁর বিলের মধ্যে লেখার অনেক গলদ আছে যেমন তিনি প্রথম যে কথাটা বলেছেন তার মোদ্দা কথাটা গিয়ে দাঁড়ায় এই যে, যেখানে বর্গাদার সাসপেক্ট করবে বা ডিসপিউট তার মনে হবে যে এই জমিটা ভেস্ট করেছে বা করে নি, সেখানেই এইরকম ব্যবস্থা হবে। আইনে যদি সাসপেক্ট করা হয় তাহলে তার বিচার করতে হবে। একজনের মনে হল আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার একটা মামলা হয়ে গেল, এইরকমভাবে আইন করা যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা, তিনি যা বলেছেন যে, ট্রান্‌জিশনাল পিরিয়ড-এ বন্ধ রাখার কথা, এই বিষয় আমার মনে হয় অপোজিশন মেম্বাররাও জানেন, আমাদের মেম্বাররাও জানেন এই নিয়ে একটা দীর্ঘ আলোচনা বর্গাদারদের স্বার্থেই এই হাউস-এ করতে চাচ্ছি না, আমার মনে হয় যে, সিলেক্ট কমিটি যখন বসবে তখন এ-কথা সেখানে উঠতে পারে এবং আমি সেইজন্যই যখন এই বিল ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম যে, আমরা আরো কয়েকটি চেঞ্জ নিয়ে আসবো, সে-কথা এখন আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি হরেকৃষ্ণবাবুকে সেই কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আর খাজনা সম্বন্ধে যে কথা বলছেন তাতে হাজা, শুখা ইত্যাদি তার রেমিশন-এর ব্যবস্থা আছে। আর খাজনা সম্বন্ধে যে কথা বলছেন তাতে আমি এ-কথা মানি যে যত তাড়াতাড়ি হয় ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্ট চালু করে দিলে যাদের আজকে খাজনার সুবিধা পাওয়া উচিত তারা সেটা পাবে। ইতিমধ্যেই জানেন যে, আমরা ইতিমধ্যেই বর্গাদারদের বেলায় ৯ টাকা করে দিয়েছি তাতে তারা কিছু পাবে। দ্বিতীয়তঃ আর একটা কথা বলবো যে আমি হিসাব করে দেখেছি যে বিঘা প্রতি প্রায় ১ টাকার সামান্য কিছু বেশী খাজনা হয়। একর প্রতি এ্যাভারেজ রেন্ট গিয়ে দাঁড়ায় ৩·৭৫ নয়া পয়সা। কাজেই বর্তমানে যা আছে, সে যে খুব উচ্চহারে আছে তা নয়, আর কথা হচ্ছে যে, যেখানে হাজা-শুখা হয় তার স্টেটমেন্ট আমরা রাখতে আরম্ভ করেছি, সেখানে আমরা রেমিশন দেবো। কাজেই এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে আরো যুক্তিসঙ্গতভাবে, আরো তথ্য সংগ্রহ করে করা ভাল। আর তাছাড়া আমার মনে হয় সিলেক্ট কমিটিতে যখন আমাদের থার্ড এস্টেটস এ্যাকুইজিশন বিল হবে এবং খুব শীঘ্রই হবে, সেখানে যখন এগুলির আলোচনা হবে, তখন আমার মনে হয় যে এই বিল আলাদা করে আনার আর দরকার হবে না। আর

একটা কথা বলি নি, সেটা হচ্ছে এটা এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট-এর মধ্যে ঢোকে কিনা তা আমার সন্দেহ আছে। তার কারণ, সুবোধবাবু যে বিল এনেছেন সেটা ল্যান্ড রিফর্ম বিল-এর মধ্যে এলেই বোধ হয় ঠিক হয়, সেটা বোধ হয় আইনে খাপ-খাওয়ান মুশকিল আছে। এইসব কথা বিবেচনা করে আমি এই বিলটি বর্তমানে অপোজ করতে বাধ্য হচ্ছি, তবে আশা করি এই বিষয় আলোচনা হবে এবং সুসিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং আশা করি সুবোধবাবুর বিলের সম্বন্ধে যে কথা বলার তা এখনই বলা হয়ে গেল।

The motion of Sj. Hare Krishna Konar for leave to introduce the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1959, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—127

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhury, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jamadar
Hansda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukherji, The Honb'le Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath

Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—61

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharyya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 61 and the Noes 127 the motion was lost.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1959.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move for leave to introduce the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1959.

Mr. Speaker: Mr. Sinha, are you opposing the Bill?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Yes, Sir. I oppose the Bill.

Mr. Speaker: Mr. Panda may now speak.

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, this Bill was passed on the 21st February, 1956, for the purpose of giving some protection to the tenants who are already defaulters. Therefore, in section 17 of the Act there was the provision that any tenant who may be in default prior to that date and if a suit for eviction is filed against him on ground of default, shall have the option to deposit the entire amount with interest within one month from the date of service of the summons of the suit on him. Thereafter he will be paying the rent month by month within the 15th of each month. Therefore, the provision is for giving protection

to those tenants who otherwise would have been in default and who have been evicted. Therefore in section 17 there is the provision that within one month of the service of summons on him he shall have to deposit money either in court where the suit has been filed or he shall pay money to the landlord. Before this Act was passed, the field was covered by the Premises Tenancy Act of 1950 and in that Act there was the provision that the tenant would be depositing money month by month with the Rent Controller. Even after the passing of the Act certain tenants who were proceeding under the law believed that they have been depositing the entire dues of the landlord with the Rent Controller. They were actually not in default. They thought that this payment with the Rent Controller is sufficient remittance and this is tantamount to payment with the landlord as provided under the section. This view of the matter came up for judgment before the hon'ble High Court and the first judgment was delivered by the Hon'ble Mr. Justice Renupada Mookerjee where his lordship has held that the deposit with the Rent Controller will be payment to the landlord and on that ground he set aside the eviction suit. But in a later decision his lordship Mr. Justice Guha Roy came to the finding that if a money has been deposited with the Rent Controller, that is not substantial compliance with the provision of that section. Therefore, the deposit with the Rent Controller shall not be regarded as deposit in the court or payment with the landlord. Therefore his lordship held the view that such tenants were not protected. Then the matter came up before the Division Bench of the High Court. His lordships Mr. Justice Dasgupta and Mr. Justice Debabrata Mookerjee took up the view which was the view of Mr. Justice Guha Roy. Therefore the position in which they now stand is this that if a tenant who was in default and who within the statutory period of one month of the service of notice has deposited the entire due with the Rent Controller and though he had been misled by these two conflicting judgments of the High Court Judges he was not protected in accordance with the Division Bench decision. Therefore my bill is this that for the purpose of giving protection to such tenant who in good faith deposited the entire dues of the landlord with the Rent Controller, he should be given some amount of protection as the other tenants who have either deposited with the Court or who have paid the money to the landlord The three sorts of payment are on the same footing and this payment has been made in the office of the Rent Controller not by free will of the tenant, but he was covered by one of the judgments of the High Court. There was conflicting decision in the same court and the tenant has been misled. If the spirit of the Act is to give protection to the tenants who have cleared their dues and if it is found that either by payment to the Court or before the Rent Controller or by payment to the landlord—these are the three ways by which the dues of the landlord are to be cleared—the tenant has cleared the dues, why the two other courses of payment should be saved from eviction and why the third should be penalised? There is no logic in it and the spirit of the Act is for the safety of both the tenants and for safeguarding realization of the dues of the landlord. Therefore I have proposed this amendment by introducing four words between the depositing in the court and the payment to the landlord and my insertion would be "or with the Controller". Then the Act will be complete and its spirit would be preserved by giving retrospective effect to this amendment from the date of passing of the original Act, i.e., 31st of March, 1956. All these three categories of tenants would be saved from eviction. They are not to be found fault with because they have deposited with the Rent Controller and they should be awarded protection. I say, Sir, that there is no harm in accepting this small and innocent amendment which is for the purpose of giving protection to the tenants who have already paid their money in good faith.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda for leave to introduce the West Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1959, was then put and lost.

The City Civil Court (Amendment) Bill, 1959.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg leave to introduce the City Civil Court (Amendment) Bill, 1959, this is a bill for the enlargement of the jurisdiction of the City Civil Court. The necessity of a City Civil Court was felt in Calcutta for over a decade, and there was persistent demand from different quarters for the establishment of the City Civil Court. Though the Act was passed in 1953 the operation of the Act was kept in abeyance from 1953 to January 1957. For four years this Act was not given effect to only for want of a building for accommodation. However, just before the last general election and for the purpose of giving some sort of appeasement to the citizens of Calcutta, the City Civil Court was started.

Mr. Speaker: Mr. Panda, you know, a private attempt to extend the jurisdiction of this court will fall to the ground. So, what is the good of making a speech? I am quite willing to allow members to speak, but I have already given my reason.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, the attempt is to develop the City Civil Court gradually into a district court, as in other districts. Now, the position is this: in spite of the persistent demand, in spite of the Act having been passed in 1953 the court has started actually from January 1957, perhaps just before the second general election. However, with four Judges the court started and the jurisdiction of this court was Rs.10,000 for other suits, that is title suits and other suits, and Rs.5,000 for commercial suits. There are similar courts in Madras and in Bombay. The Madras High Court and the Bombay High Court have also their original side. In these two metropolitan cities, the Madras City Civil Court and the Bombay City Civil Court had started functioning long ago and the jurisdiction of these courts are higher than the jurisdiction of the Calcutta City Civil Court. The general jurisdiction of these courts is Rs.50,000 and the commercial jurisdiction Rs.10,000. That is the position of the Madras City Civil Court and the Bombay City Civil Court. But the Calcutta City Civil Court has a very truncated jurisdiction, and even within the small jurisdiction there are innumerable exceptions. If you look to Schedule A of the City Civil Court Act you will find in particular that from the jurisdiction of Rs.10,000 innumerable suits are taken away from the purview of this court, specially, probate, mortgage suits, suits relating to partnership, etc. These are small suits, but still they are taken away from the purview of the City Civil Court. Also, if you look to the other provision of the Act, it is stated

[At this stage the Member reached his time limit but was allowed to continue.]

If you look to the provisions of the City Civil Court Act you will see that the procedure obtaining there should not be the same as in the Original Side of the High Court. And there is also a further provision that the Original Side of the High Court shall have power to take away any suit from the purview of the City Civil Court up to its own jurisdiction

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: I would like to draw your attention to Clause 13 of the Letters Patent.

Sj. Basanta Kumar Panda: I know that. But I would impress that after the passing of the Constitution there is still scope for argument, though this Letters Patent is still a valid law which, of course, has not yet been challenged in any Bench. Therefore I would ask for the enlargement of the jurisdiction of the City Civil Court Act as in other two places, i.e., Bombay and Madras.

There is no reason for giving a truncated jurisdiction to this Court here. I will say what will be the effect of this enhanced jurisdiction. The poor people will be saved and the State will get more money in the form of court fee. In the City Civil Court there is an ad valorem court fee system. In the case of an appeal the court fee up to 3,000 is only Rs.48 and above Rs.3,000 the court fee is Rs.75 in all cases. Therefore, the position is: what is the interest playing behind the problem that the power of the City Civil Court is not enhanced? The ultimate object should be that as in the Districts, the City Civil Court should gradually take the place of a District Court and the High Court should remain only an appellate court as in many States excepting Calcutta, Bombay and Madras. Excepting these three States in all other places the High Court has got only an appellate jurisdiction. The Judges who are being apponited in the City Civil Court—most of them were District Judges or Additional District Judges. They were Subordinate Judges five or six years ago and these Judges had got unlimited pecuniary jurdisdiction as the High Court Judges before. This time they are to deal with only Rs 5,000 and Rs.10,000. Then again the Public Exchequer would be relieved if the jurisdiction of the City Civil Court is enhanced, because if the suits of larger valuation or at least of Rs.50,000 valuation are tried by the City Civil Court, the public will get the services of these Judges at the cost of Rs.1,200 or 1,250 with a Bench clerk at Rs.150 only. If the same suits are tried by the High Court Judges, the Judges will have to be given Rs 3,500 and a translator will be there with a Bench Clerk with possibly a pay of Rs.400 to 500. Therefore if one Bench of the Original Side of the High Court is replaced by one City Civil Court then the Public Exchequer would save at least Rs.5,000 per month. I would, therefore, say that the jurisdiction of the City Civil Court should be persistently increased with the ultimate object that Calcutta would be a District and as other District and Subordinate Judges have got unlimited jurisdiction, the City City Civil Court also must have unlimited jurisdiction, but it should be by gradual process. Therefore, my humble suggestion is only to give an increased jurisdiction to the City Civil Court which is a pressing need today.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I oppose the motion I do not want to deliver a speech.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda for leave to introduce the City Civil Court (Amendment) Bill, 1959, was then put and lost.

The West Bengal Fisheries Acquisition and Distribution Bill, 1959.

Mr. Speaker: As the recommendation has not been received, it cannot be moved.

The West Bengal Suspension of Eviction of Bargadars Bill, 1959.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Suspension of Eviction of Bargadars Bill, 1959.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার পর আমি এই বিলটি ইন্ট্রোডিউস করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। তার কারণ, প্রথমেই ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, সিলেক্ট কমিটিতে যে বিলটা আছে সেই বিলটায় বর্গাদারদের স্বার্থ-সম্পর্কিত কতকগুলি জিনিস সংযোজিত হবে। মনে রাখা দরকার যে, সিলেক্ট কমিটিতে যে বিলটা যাচ্ছে সেটা এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট-এর সংশোধনী বিল—আর বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষিত হয় ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর দ্বারা। সুতরাং এস্টেটস এ্যাকুইজিশন বিলের মধ্যে আমরা মনে কিছু করতে পারি না, যার দ্বারা ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট সংশোধিত হতে পারে। সুতরাং সিলেক্ট কমিটিতেও এমন কিছু করতে পারি না যাতে করে বর্গাদারদের

উচ্ছেদ বন্ধ করা যেতে পারে। এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট সংশোধন করার যে বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছে, সেটাই আমরা আলোচনা করছি। যে-সমস্ত বেনাম করা হয়েছে সেগুলি ধরার জন্য, অধিকার করার জন্য কিছু আইন করতে পারি, খুব বেশী যদি কিছু করতে পারি, এর বেশী কিছু করতে পারি না। কিন্তু জমি বেনাম ধরার অধিকার নিলেও বর্গাদারদের এভিকশন বন্ধ হচ্ছে না, কারণ, ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর থার্ড চ্যাপ্টার-এর ১৭নং সেক্সন অনুযায়ী পারশোনাল কাল্টিভেশন-এর অজুহাতে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা যেতে পারে। এখন অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? মন্ত্রিমহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বেনামী হচ্ছে, এবং একটা-আধটা নয় লার্জ স্কেল-এ জোতদার-জমিদাররা জমি বেনাম করে রেখে দিয়েছে। এবং এজন্য তিনি সিলেক্ট কমিটিতে কি করে এই জিনিস বাহির করা যায় সেই কথা আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আরেকটা জিনিস দাঁড়িয়েছে। আগে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা যেত না, কিন্তু এখন অবস্থা হয়েছে,

legally nobody can retain more than 75 bighas of land.

৭৫ বিঘার বেশী জমি কেউ রাখতে পারবে না, যদিও সবাই বেনাম করে এর বহুগুণ জমি রেখে দিয়েছে। মোট ৭৫ বিঘায় সংসার চলে না, সুতরাং বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা হোক এই দাবী জানালে কোর্টও উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। ফলে, মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অসংখ্য ভাগচাষী উচ্ছেদ হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, ভাগচাষীর স্টেটাস একটা ঠিক করতে হবে সেটাও এখানে আলোচনার বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেনামী কেসেস প্রপার্লি ডিসপোজড অফ হচ্ছে ততদিন ভাগচাষী উচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং একটা টেম্পোরারী প্রভিশন নিন যাতে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ থাকবে আমি মনে করি তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত বেনামী কেস প্রপার্লি ডিসপোজড অফ হবে।

[4-50—5-15 p m.]

এইজন্যই আমি ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর সংশোধন আনি নি, কারণ ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট ইজ এ পার্মানেন্ট এ্যাক্ট। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর সংশোধন আনলে, বর্গাদারদের চিরকালের জন্য উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে, এইরকম একটা ধারণা বা যুক্তি হয় ত মন্ত্রিমহাশয় দিতে পারেন। সেই যুক্তি আনার দিকে আমি তাঁকে সুযোগ দিই নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, একটা টেম্পোরারী প্রভিশন করুন কারণ যখন আপনারা স্বীকার করছেন বেনামী ট্রানজেকশন হয়েছে, তখন যতদিন না ঐগুলি কারেক্টলি এ্যান্ড প্রপার্লি ডিসপোজড অফ হচ্ছে ততদিন তাদের উচ্ছেদ করা চলবে না এইরকম একটা আইন আনুন। আমার এই যে বিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাসপেনশন অফ এভিকশন অফ বর্গাদারস বিল এতে কেবলমাত্র এই জিনসটাই আনতে চেয়েছি যে-

to provide for temporarily suspending the eviction of Bargadars from land.

এই টেম্পোরারিলি কতদিন? না, তিন বছর। আমি আশা করবো মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি যে লাইনে চিন্তা করছেন, সেই লাইনে যদি এটাকে কার্যকরী করতে হয়, তাহলে এই বিলটি গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, I always listen with very great respect to what Mr. Subodh Banerjee says and there is much force in the argument that he has given. All that I would like to point out to him is that a circular has already been issued and he knows very well that where benami cases are hanging before the settlement court, there will be no eviction from the bhag chas court. That has already been circulated. Though many cases have been disposed of, still there is no bar in reopening those cases. As a matter of fact, a large number of applications have been received from different parties, some by me and some by the officers concerned. I have sent down those cases which have been received by me to the officers concerned. In one or two cases, the bhag chas court officers have felt some difficulty because they did not know the circular. But in any case, the cases are being kept

pending and evictions are being stopped for the time being. I can assure the honourable member that I shall give my deepest attention to it and we shall discuss the matter and then come to some conclusion after the discussion. Sir, I oppose the Bill.

The motion of Sj. Subodh Banerjee for leave to introduce the West Bengal Suspension of Eviction of Bargadars Bill, 1959, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—127

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Maji, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal

Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—54

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 54 and the Noes 127, the motion was lost.

Mr. Speaker: The next Bill is the Bengal Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1959 Sj. Ramashankar Prosad to move it. He is absent. No proxy can be allowed.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment.]

[5-15—5-25 p.m.]

Distribution of Pamphlet of the Health Department.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

স্যার, আমি একটা জিনিস দেখছি, আজকে আমাদের এখানে একটা বই বিলি করা হয়েছে, তাতে একটা চার্ট দেওয়া আছে, তাতে কিছু কিছু পারশোনেল-এর নাম বইয়ে দেওয়া আছে। কিন্তু জয়েন্ট ডাইরেক্টর এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, কিন্তু আজকে মার্চ মাসের ২৫শে তারিখ অথচ উনার নাম এখানে দেওয়া নাই, কেন যে এই ভুল তথ্য দিয়ে এসব সার্কুলেট করেন বুঝি না। দ্বিতীয় জিনিস, মেডিক্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

Mr. Speaker: I cannot allow any discussion on any pamphlet.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

ডিসকাশন করছি না, আপনার এ্যাটেনশন ড্র করছি, এখানে দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ—গভর্নমেন্ট কলেজ, কিন্তু আর, জি, কর যা ১১ মাস হল গভর্নমেন্ট নিয়েছেন, সেটা হল নন-অফিসিয়াল কলেজ। এ-সমস্ত ভুল তথ্য এতে রয়েছে—

Mr. Speaker:

আচ্ছা, আমি অনাথবন্ধু রায় মশায়কে ডেকে পাঠাব, সেটা তখন আপনি তাঁকে বলবেন।

Special Motion on the Border Incidents in the districts of Murshidabad and Nadia.

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রস্তাব আমি সভার সমক্ষে উপস্থিত করছি—

"Whereas the frequent attacks and firings by Pakistani armed forces on the borders of West Bengal in the districts of Murshidabad and Nadia, looting of crops and other properties of Indian nationals, abduction, assault and killing of Indian citizens have created great panic and dislocation in these areas and whereas in the opinion of this Assembly immediate steps should be taken by the Government in order to protect the lives and properties of the Indian people and to create confidence in the minds of the people of this area, this Assembly requests the Government of West Bengal to immediately take up this matter with the Government of India so as to take all measures for safety of the lives of the people, to give relief to the affected people and to enthuse the people of the areas with a spirit of self-reliance and determination to meet the distressing situation."

স্যার, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলেকায় বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় চর-এলেকাগুলিতে যেভাবে ক্রমাগত পাকিস্তান আক্রমণ চালাচ্ছে

এ ভয়েসঃ স্যার, কালীবাবুর, পুলিশমন্ত্রীর এখানে থাকা উচিত ছিল।'

Mr. Speaker: I have sent words so that the Minister interested may come.

Sj. Narendra Nath Sen:

তার ফলে এ-সকল এলেকার অধিবাসীদের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হয়ে পড়ছে এবং এই-সমস্ত অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। এই অবস্থা সম্প্রতি এত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে, বিধানসভায় উভয় পক্ষের সদস্য থেকেই অবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছুদিন পূর্বে মাননীয় সদস্য হরিদাস মিত্র মহাশয় এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি মুলতুবি প্রস্তাবও এনেছিলেন। তারপর সিজ ফায়ার এগ্রিমেন্ট-এর ফলে সেখানে সম্প্রতি কিছু শান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলেকায় নূতনভাবে আবার উপদ্রবের সংবাদ আসছে।

গত ২২শে মার্চের এক সংবাদে দেখতে পাই যে, পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্তের নিকটে কুমুরিয়া গ্রামের অধিবাসীদের সেই গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে, এবং হিলির নিকটে পাকিস্তানী সৈন্যেরা পরিখা খনন করে সেই অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যেরা সীমান্তে চলাচল করছে। ২৩শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সুলতানপুর গ্রামের নিকট পাকিস্তানী সৈন্যেরা পরিখা খনন করতে আরম্ভ করেছে এবং ২১শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদারেরা ভারতীয় এলাকায় ঢুকে গরু নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সেই সময় পুলিশ বাধা দেওয়ায় হানাদারেরা নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তাদের আক্রমণ করে, এবং সেই থেকে ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচল শুরু হয়েছে। এইসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, এই হামলা এখনও বন্ধ হয় নি এবং আমাদের সজাগ থাকবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এইসব পাকিস্তানী হানা একটা স্পোরাডিক ইন্সিডেন্ট নয়। এগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে করা হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বাঞ্চলে আমাদের কাছাড় জেলার বিভিন্ন গ্রামে গত কয়েক মাস ধরে এই ধরনের আক্রমণে পাকিস্তান টুকেরগ্রাম সম্পূর্ণ দখল করে। নেহরু-নুন চুক্তি অনুসারে তারা কয়েকটি অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান টুকেরগ্রামের দখল ছাড়ে নি এবং ভারত সরকার তাকে টুকেরগ্রাম ছাড়তে বাধ্য করতে পারেন নি। এই চুক্তি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের চর সরন্দাজপুর ও দিয়ারা বাসুদেবপুর এই দুটো এলাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে এবং চর রাজনগর অঞ্চল দখল করবার আশায় পাকিস্তান ঐখানে কিছুদিন ধরে হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তান ভারতীয় এলাকায় ঢুকে ভারতবাসীর

ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নানাভাবে ভারতবাসীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং এটা অনেক দিন ধরেই চলেছে। এইসব হামলার সংখ্যাও কম নয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে—৩রা মার্চ—পার্লামেন্টে এই প্রসঙ্গে এক আলোচনা হয়। সে সময় ডেপুটি মিনিস্টার অফ এক্সটারন্যাল এ্যাফেয়ার্স—মিসেস লক্ষ্মী মেনন একটা সংখ্যা প্রকাশ করেন, তা থেকে বোঝা যাবে এই অত্যাচারের পরিমাণ কিরকম। তিনি বলেছেন—

"That between November 14 and November 18 Pakistani military personnel trespassed into Indian territorial waters in the river Padma in Murshidabad district and kidnapped 21 Indian nationals and took away three boats laden with 350 bales of jute valued at Rs.36,000."

স্পীকার মহোদয়! পাকিস্তান যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলিতে তাদের সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সীমান্ত এলাকায় সামরিক-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছে এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল দখল করবার চেষ্টা করছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হামলা আমরা কতদিন সহ্য করব? কতদিন আমরা ভারতীয় নাগরিকের জীবন এবং ধন-সম্পদ বিপন্ন হতে দেব? পাকিস্তানকে স্পষ্ট বলা উচিত তোমার এ দৌরাত্ম্য আমরা আর সহ্য করব না। হয় তাকে এটা বন্ধ করতে হবে, নয় তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। আমরা পিসফুল কো-এগ্‌জিস্‌টেন্স-এ বিশ্বাস করি, কিন্তু সেখানে ভীরুতা বা নিষ্ক্রিয়তার স্থান নেই। পাকিস্তান গড়ে উঠুক, কিন্তু তার সংগে সঙ্গে আমাদেরও পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ তাদেরও দিতে হবে। যদি তারা আমাদের ধন-প্রাণ বিপন্ন করতে চায়, তাহলে আমাদের কখন তা সহ্য করা উচিত হবে না। শুধু স্ট্রং প্রটেস্ট জানিয়ে বসে থাকলে হবে না; যাতে পাকিস্তান হামলা করে পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে বা পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের সম্পত্তি দখল করতে সাহস না পায় অচিরে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন; সীমান্ত অঞ্চলগুলি সেজন্য আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে টুকেরগ্রামের পুনরাভিনয় দেখতে চাই না। তাই গভর্নমেন্টের কাছে বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যাতে কোনপ্রকারে পাকিস্তান কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কোন এলাকায় হামলা সম্ভব না হয়।

[5-25—5-35 p.m.]

স্যার, জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য উপযুক্ত ডিফেন্সিভ মেজার নেওয়া প্রয়োজন এবং সেগুলি অবিলম্বে নেওয়া হোক। এই মেজার প্রয়োজন হলে ডিফেন্সিভ না হয়ে অফেন্সিভও হতে হবে। সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মনোবল রক্ষার জন্য ন্যাশনাল মিলিশিয়া বা ভলান্টিয়ার অর্গানিজেশন ঐসব অঞ্চলে তৈরী করবার প্রয়োজনীয়তা গভর্নমেন্ট যেন বিবেচনা করেন। এই মিলিশিয়া বা ভলান্টিয়ার অর্গানিজেশন নিয়মিতভাবে ঐসমস্ত অঞ্চলে পেট্রোল করবে, পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচল লক্ষ্য করবে এবং পাকিস্তানী উপদ্রব বন্ধ করার জন্য পুলিস এবং গ্রামবাসীদের সাহায্য করবে। স্যার, চর রাজনগরের উপর যে গুলি বর্ষিত হয়েছে তাতে একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই হামলাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে এবং আমেরিকান স্টীল জ্যাকেট বুলেট নামে এক রকম বুলেট তারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছে। স্যার, একদিনেই—গত ১২ই মার্চ তারিখে ২০ হাজারের উপর এই স্টীল জ্যাকেট বুলেট ছোড়া হয়েছে। স্যার, যদিও আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানকে যে মিলিটারী এড দেওয়া হচ্ছে সেই মিলিটারী এড ভারতের উপর ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ এই মিলিটারী এড নিয়ে পাকিস্তান ভারতবর্ষের উপর হামলা চালাতে শুরু করেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমেরিকান অথরিটিজদের কাছে আমাদের দেশ থেকে জানান উচিত এবং আমেরিকান কর্তৃপক্ষ যদি ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করে চলেন তাহলে তাঁদের এই নীতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করার নীতি তাঁদের পরিবর্তন করা দরকার। এই কথা বলে

আমি আমার প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত করছি এবং আশা করি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

Sj. Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that in lines 8 to 12 of the motion, for the words beginning with "this Assembly requests" and ending with "distressing situation", the following be substituted, namely:—

"this Assembly calls upon the State Government while taking adequate defensive measures not to lose sight of the fact that the recent offensive acts of the Military dictatorship of Pakistan have closely followed upon the Pak-U.S.A. bilateral military pact, which has the definite objective of vitiating the neighbourly relations of two friendly peoples and to enjoin upon the Government of Indian Union to declare this military alliance as an unfriendly act to the Indian Union and the people of India.".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই সংশোধনী উপস্থিত করে আমি একথা বলতে চাই যে আমার পূর্ববর্তী বক্তা তাঁর প্রস্তাবের শেষের দিকে একথা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, আমেরিকান বুলেট আমাদের সীমান্তে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাতে আমাদের দেশের লোক আহত হচ্ছে। কাজে কাজেই আমেরিকান গভর্নমেন্ট সম্পর্কে যে প্রোটেস্ট সেটা মিলিতভাবে প্রস্তাবের সংগে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি এবং এটা তাঁর বক্তৃতা থেকেও আসে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, এই প্রস্তাবের ভাষা দেখে আমার মনে যে ভয় ছিল তাঁর বক্তৃতার ২-১টা কথা থেকে আমার সেই ভয় খানিকটা দূর হয়েছে। আমি জোর করে বলতে চাই যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে যেন কোন রকম শৈথিল্য বা গাফিলতি না হয় কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের শান্তি-নীতি ব্যাহত হবে এবং আমাদের সেকুলার স্টেটের ভিত্তি অনেকখানি দুর্বল হয়ে যাবে যদি আমরা একথা বলি যে, ওরা যদি আমাদের একজনকে মারে তাহলে আমরা দুজনকে মারবো—আমরা শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায়, আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাও করবো এটা যদি বলি তাহলে আমার মনে হয় যে ভুল বলা হবে, অন্যায় বলা হবে এবং এটা একটুখানি বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যে প্রচার হচ্ছে তাতে আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন সেই রকম প্রচার বা সেই রকম ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতির সংগে খাপ খায় না। তাই যেখানে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার দিক থেকে সরকারের শৈথিল্য আছে সেখানে আমরা নিশ্চয়ই বলবো যে এ ব্যাপারে একটুও শৈথিল্য থাকা উচিত নয়, সেখানে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা আমাদের শীঘ্রই করা উচিত কিন্তু সংগে সংগে একথা ভুললে চলবে না যে ন্যাড়া লড়ে খোঁটার জোরে। প্রথম যখন ভারত বিভাগ হয় তখন থেকেই পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার পেছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল যা কাশ্মীরের ব্যাপারে আমরা দেখেছি—সাম্প্রতিক যুগেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশের বহু লোক ঐ সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা মারা গেছেন পাকিস্তানের গুলীতে সেই গুলীর মধ্যে আমেরিকান গুলী যথেষ্ট রয়েছে। আমেরিকা থেকে সাহায্যের আমরা প্রসংশা করে থাকি যে আমরা তাদের গমের আটা খাচ্ছি কিন্তু সেই আটা যাঁদের পেটে যাচ্ছে তাঁদেরই হয় তো আবার ঐ আমেরিকান বুলেট দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই একটা না একটা প্যাক্ট হচ্ছে—সম্প্রতি পাক-আমেরিকান প্যাক্ট হওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে আয়ুব খাঁন তিনি সেবার ব্যাটলিং তরবারি ঝংকার দিতে আরম্ভ করলেন এবং সেটা এজন্য করছেন না যে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করলে সেই দেশকে আক্রমণ করা হবে—তাঁর আক্রমণের বিষয় হচ্ছে যে কাশ্মীর এবং খালের জলের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, এবং আক্রমণ হচ্ছে কোথায়, না পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে পশ্চিম বাংলার উপর—কাশ্মীর এবং খালের জল থেকে অনেক দূরে। সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থাকে বিষাক্ত করে দেবার জন্য, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান পরস্পরের সম্পর্ককে বিষাক্ত করে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের যেসমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেগুলিকে নষ্ট করবার জন্য এই জিনিসগুলি হচ্ছে এটা আমাদের ভুললে চলবে না। তাই আমাদের ভারত-সরকারের কাছে আজকে এই সভা থেকে ঘোষণা করতে হবে যে পাক-আমেরিকান চুক্তি সেটা ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন কাজ হয়েছে এবং সে-কথা পরিষ্কারভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে হবে। একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move (i) that the following clause be added at the beginning of the motion, viz:

"Whereas as a result of the proposed transfer of a part of Berubari Union in Jalpaiguri District and the transfer of 26 sq. miles of territory in Murshidabad district to Pakistan and".

(ii) That the following words be inserted in the fifth line of the motion after the word "areas" and before the word "and", viz.,

"and loss of employment".

(iii) That the following words be added in the seventh line of the motion after the word "people" and before the word "and", viz.,

"and to create conditions for carrying on their avocation".

এই বিষয়ে শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী যা বলেছেন তার বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তিনি জনস্বার্থ রক্ষার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা এখানে যুক্ত করা উচিত, তার কারণ তিনি বলেছেন। এর পর আমার সংশোধনীর উপর আমি কিছু বলছি। এখানে দুটো কথা, একটা হল আমার কাছে যা মনে হচ্ছে- আমরা যখন আমাদের বর্ডারের কথা বলছি তখন জলপাইগুড়িও বাদ যায় না, কারণ জলপাইগুড়ির একটা ইউনিয়নের অংশ বেরুবারী এটাই দিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানকার সাধারণ মানুষ তাঁরা মনে করছেন তাঁরা একটা সংকটের মধ্যে আছেন--কি হবে, কোথায় তাঁরা যাবেন, চাকরী বাকরীর কি হবে এসমস্ত কথা তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে। এগুলি এর মধ্যে থাকার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে-কোন কারণেই হোক, এগুলি নেই। সেজন্য আমি এটা যোগ করতে বলেছি। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি কাগজে আমরা দেখছি মালদহের যে ৪০ মাইল বর্ডার সেখানে আমরা শুনতে পাচ্ছি ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স দিয়ে সীমান্ত রক্ষা করা হচ্ছে। এখন এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে যেক্ষেত্রে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স টহল দিয়ে বেড়ান সেক্ষেত্রে মানুষের মনে কখনো নিরাপত্তাবোধ আসতে পারে? কখনোই পারে না। অথচ শুনতে পাচ্ছি এইরকমই নাকি অবস্থা সেখানে হয়েছে। মালদহ শহর পাকিস্তানের বর্ডার থেকে ৩ মাইল, অথচ সেখানে এইরকম অবস্থা হয়েছে। নরেনবাবু বলেছেন ওয়েস্ট দিনাজপুর হিলিতে পাকিস্তানী ফোর্স ঘিরে বসে আছে এরকম অন্যান্য খবর চারদিক থেকে আসছে। আর, আসামে যা হচ্ছে তা তো হচ্ছেই। এই অবস্থায় দুটো জিনিস আমাদের দেখতে হবে একটা হল, আমাদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হোক এটাই আমরা চাই—ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা চাই সেটা আবার শুরু হোক। একটা দেশ আরেকটা দেশের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমরা চাইলেই হয় না, জিনিসটা কম্‌প্লিকেটেড হয়ে গিয়েছে। আজকে একটা ঘোরালো অবস্থা হয়েছে—দুটো কারণে—একটা হচ্ছে, পাকিস্তানের পিছনে মার্কিন সম্পূর্ণভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, তা না হলে অনেক ঘটনা হচ্ছে যেগুলি যদি পাকিস্তান একা থাকতো তাহলে হত না—পাকিস্তান সাহস পেত না। পাকিস্তান বিভিন্ন রকম চুক্তির মারফৎ মার্কিনের কাছে সাহায্য পাচ্ছে এবং মনে করছে এটাই স্বাভাবিক এবং এভাবে তার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। এবং এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি, নানা জায়গায় তাদের ঘাঁটি হচ্ছে এবং মার্কিন মিলিটারী পার্সোনেল সেগুলি তদারক করছে কিভাবে কি করা যায়। তাই বলছিলাম ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে গিয়েছে। তা না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলেই ভাল হত যদি না দুরের সাম্রাজ্যবাদীরা এসে ইন্টারফিয়ার করতেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অতি চালাক—তাঁরা ভারতবর্ষকে বলছে, তোমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিপদে পড়েছে, আমরা টাকা দেব- আরেক দিকে পাকিস্তানকেও তাঁরা সাহায্য করছেন। পাকিস্তানে পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে যাবার পর, আজ সেখানে মিলিটারী রাজ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে যদি ইলেকশনের ভিতর দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকত, ঐরকম যদি একটা লোকের শাসন না হত, তাহলে হয় তো খানিকটা জনসাধারণের সুবিধা হত। কিন্তু সেখানকার কনস্টিটিউশন তা নয়, সেখানে জনসাধারণ নানা রকম গোলমালে অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সেখানকার অবস্থা খুব ডেঞ্জারাস। সেখানে জনসাধারণের কিছু বলবার

নেই। সেখানে দুটিমাত্র এ্যাডভেঞ্চারার; এবং তাদের যে এ্যাডভেঞ্চার হয়, তাকে কে বাধা দেবে? সেখানে এসেম্বলী নেই, পার্লামেন্ট নেই, কাগজ নেই। কে কি বলবে? এই বিপদ সেখানে চলেছে। ওখানে দুটো বিপদ দাঁড়িয়েছে—একটা হচ্ছে ঐ মার্কিন অর্থসাহায্য আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমেরিকান মিলিটারী, এই দুটো মিলে এ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা হয়েছে। যার জন্য আমাদের মনে আশঙ্কা যে তাঁরা যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি করতে পারেন; এবং সেইজন্য ভারত-সরকার বার বার ঘোষণা করেছেন আমরা সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা চাচ্ছি। পণ্ডিত নেহেরু বার বার বলেছেন এইসমস্ত কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি ওখানে হামলা চলেছে, গুলি চলেছে, নানা রকম গোলমাল চলেছে। খবর পাচ্ছি এখান থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালদের কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা আমাদের এদিকে এসে ঢুকে জোর করে ক্যাটেল প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। নদীগুলিতে হামলা চলেছে। এই সমস্তর জন্য আজকে বর্ডার এলাকার লোকদের মনে একটা পেনিক, আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। সেইজন্য আমি বলছি, আমার এই এ্যামেন্ডমেণ্টগুলি এইজন্যই রাখা হয়েছে। সেইজন্য আমি বেরুবাড়ীর ব্যাপারটা বাদ দিতে পারছি না। সেখানে দেখছি একটা দারুণ অবস্থার মধ্যে লোকদের বাস করতে হচ্ছে। এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি সেখানকার সাধারণ লোকের মনের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যই আমি আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে বেরুবাড়ী সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এই বেরুবাড়ী সম্পর্কে আবার একটা আলাদা করে প্রস্তাব আনা ঠিক হবে না, সেইজন্যই এটা এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভারত-সরকারের কাছে এই প্রস্তাবটাও সময়মত পৌঁছায়। আমরা একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা চাই, এইটাই একটা মস্তবড় কারণ, যারজন্য বেরুবাড়ীর কথাটাও প্রস্তাবের মধ্যে থাকা উচিত। আমি মনে করি বেরুবাড়ী ছাড়া আমরা যে শুধু খানিকটা জমি হারাচ্ছি তা নয়, আমাদের একটা লস অফ এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে। এই যেসব ট্রান্সফার হচ্ছে টেরিটরী, সেখানে কি বলা হচ্ছে দেখুন। নেহেরু-নূন চুক্তিতে যে ট্রান্সফার অফ টেরিটরীর কথা আছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে যেখানে আছো সেইখানেই থাকো। যদি কেউ ভীত হয়ে এক টেরিটরী থেকে অন্য টেরিটরীতে চলে আসে, তাহলেও বলা হচ্ছে, তোমরা যে যেখানে আছো, সেইখানেই থাকো। এ কখনও হতে পারে? লোক ছুটোছুটি করবেই। যদি ওদিক থেকে লোক এদিকে চলে আসে তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কি তাদের টাকা দেবেন, তাদের এমপ্লয়মেন্ট দেবেন, তাদের বাংলা দেশে থাকতে দেবেন, না, তাদের বলবেন তোমরা দণ্ডকারণ্যে যাও, বা আর কোথাও যাও? তাদের তো কোন দোষ নেই, তারা রিফিউজী হয়ে যাচ্ছে, তারা এমপ্লয়মেন্ট হারাচ্ছে। আমি যতদূর জানি এ সম্বন্ধে নেহেরু-নূন চুক্তিতে কিছু বলা হয় নি, পরবর্তীকালেও কিছু বলা হয় নি, এখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকেও কিছু শুনি নি। কেবল শুনেছি তাঁরা কিছু রিলিফ দিচ্ছেন। কিন্তু এটা তো শুধু রিলিফ, রিহ্যাবিলিটেশন দেবার কথা নয়। আমি শুনেছি যারা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরা চাকরী হারিয়েছেন, তাঁরা রোজগারের পন্থা হারিয়েছেন, তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না, তাঁরা খুব পেনিকি। কারণ তাঁরা বর্ডারে দেখছে প্রায়ই আক্রমণ চলেছে, সেখানে মাঝে মাঝে গোলাগুলি চলছে। তারা সর্বদাই একটা ভয়ের মধ্যে রয়েছে। বর্ডার এলাকার লোকদের মন থেকে এই পেনিক দূর করবার জন্য আমাদের সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, তা জানতে চাই। বর্ডার এলাকায় এই ধরনের গোলমাল, ও মাঝে মাঝে সেখানে গোলাগুলি চলার জন্য আজ সেখানকার লোকেরা যেসকল কাজকর্ম করতেন, তাদের যে এভোকেশন তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য আমি প্রস্তাবে লিখেছি—

loss of employment and to create conditions for carrying out their avocation,

এবং বেরুবাড়ীর কথাও লিখেছি। আমার সময় অল্প, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি জানি এবং অন্য সকলে নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের ঐ ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসা সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ অবস্থা পেতে হলে আমাদের অন্যপথে যেতে হবে। কারণ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ যে অবস্থা, এবং আমেরিকান সাহায্য দিয়ে যা হচ্ছে, সেখানে আমাদের ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স দিয়ে কিছুই হবে না। যদি কেউ আক্রমণ করে তাহলে আমাদের মিলিটারী দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। কালীবাবুর দ্বারা কিছুই হবে না। তাঁর বর্ডার এলাকা পরিদর্শন করে কি হবে? আমাদের ডিফেন্সিভ এ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক রাখতে হবে। তার মানে লোকে যাতে বোঝে আমরা আমাদের কাজকর্ম শান্তিপূর্ণভাবে করে যেতে পারব। সেটা ত ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স

য়ে হবে না, বা [illegible] তিনবার বর্ডার এলাকায় গিয়েও কিছু হবে না। সুতরাং ডিফেন্সিভ অ্যারেঞ্জমেন্টএর জন্য আমাদের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ তো আর ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স দিয়ে হবে না, আর কালীপদবাবু তিনবার গেলেও কিছু হবে না। কাজেই সেখানে যে ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন তাই করা দরকার। নরেনবাবু অবশ্য বললেন যে, আমরা যেন আক্রমণের জন্য তৈরী হই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, নরেনবাবুর মুখ দিয়ে কথাটা স্লিপ করে বেরিয়ে গিয়েছে কারণ কাকেও আক্রমণ করাটা আমাদের নীতি নয়, ভারত-সরকারেরও নীতি নয়। আমি আবারও বলছি যে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে চাই। কিন্তু দেশের উপর যদি আক্রমণ হয়, মাতৃভূমির উপর যদি আক্রমণ হয়, তার জন্য তখন আমরা কি করবো? কাজেই আমাদের পরিষ্কার ভাষায় সে-কথা রাখতে হবে, শুধু ভাষায় নয়, ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েও যাতে আয়ুব খানের সরকার যাতে বোঝে যে ওদের এখানে ব্যবস্থা আছে যাতে বেশি গোলমাল আমরা না করি। এই হল আমার শেষ কথা এবং আমি আশা করি ভারতবর্ষের সরকারের সঙ্গে এক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থা করবেন।

5-45—5-55 p.m.]

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাংলা বিভাগ হবার পর থেকে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার উপরে একটা লোলুপদৃষ্টি পাকিস্তানের বরাবরই আছে। তার কারণ দেশ বিভাগের সময় তারা হয় তো ভাবে নি যে, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার এই অংশগুলি পাকিস্তানের বাইরে যাবে। তারা আশা করেছিল যে, এইগুলি পাকিস্তানের মধ্যেই থাকবে এবং তার পর থেকেই তারা এই দুইটি জেলার উপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে আসছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, যখন তাদের গরু কম পড়ে তখন ভারত ইউনিয়ন থেকে এসে গরু চুরি করে নিয়ে যায়, জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ছাড়া যখন ফসল উঠে তখন দেখা যায় যে, ভারত ইউনিয়নের লোকেরা ফসল বুনলো কিন্তু তা জোর করে কেটে নিয়ে গেল পাকিস্তানের লোকেরা। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি না। এমন কি খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি ওপারের লোক এসে এপারে করে যায় তার কোন প্রতিকার আমরা এ পর্যন্ত করতে পারি নি এবং যখন চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম করে তারা ওপারে চলে যায় তখন তাদের আর ধরবার কোন উপায় থাকে না। এই অবস্থার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার লোক দিন কাটাচ্ছে। সীমান্ত বলতে সীমানা যেটুকু টানা আছে তাতে নদিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, বাড়ীর অর্ধেক এদিকে আর অর্ধেক ওদিকে এই অবস্থায় আছে। মুর্শিদাবাদে যেটুকু ছিল সীমানা পদ্মা নদীর মাঝখানে, তাতে এখন যে সীমারেখা টানা হয়েছে তা প্রায় দুই শত গজের মধ্যে এসে পড়েছে। এবং অনেক জায়গা বলতে গেলে একেবারে ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয় কেবলমাত্র সামান্য পুলিস দিয়ে রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া পুলিস্ বা আমাদের কি আছে। আট মাইল অন্তর আট জন পুলিস এবং দুইজন ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সএর লোক এই তো কাজ হচ্ছে, এ ছাড়া আর কোন রকম রক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয় এই রকম করে চললে পরে আমাদের সীমান্তবাসীদের মনে কোনদিন নিরাপত্তার ভাব আসবে না। তা ছাড়া আগে ছিল শুধু গরু চুরি বা ফসল কাটা ইত্যাদি কিন্তু উপস্থিত তারা আমেরিকা থেকে নূতন অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাবার পর পরিখা খনন করে সৈন্য মোতায়েন করছে এবং সৈন্য ব্যবস্থা এমন করে রেখেছে যাতে তারা আজ যে-কোন মুহূর্তে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। আমরা সেই জায়গায় এখনও কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। আগে যখন গরু চুরি, শস্য অপহরণ প্রভৃতি কার্য করতো তখন এটাকে আমরা লুণ্ঠন কার্য বলেই মনে করতাম কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এটাকে আর লুণ্ঠন কার্য বলা চলে না বরং একটা ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এখন যদি আমরা সেই আমাদের অসীম সহনশীলতাকে আশ্রয় করে থাকি এবং এইসব ঘটনার প্রতিবাদ না করি বা সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তাহলে এইরকম অবস্থা বন্ধ হবে না।

এই কার্যে লোককে এনথিউস করা দরকার যখন লোকে বুঝতে পারবে যে এর পেছনে রাজশক্তি আছে এবং সে শক্তি ক্রমে বৃহৎ করতে পারে। এই অবস্থা আনতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে আমরা কি করতে পারি। শুধু ২-৪টি পুলিস দিয়ে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করলে হবে না তার

পেছনে মিলিটারী সাহায্য সর্বতোভাবে দিতে হবে। তা ছাড়া একটা জিনিস হচ্ছে যে, সেখানে যখন আমাদের ফসল কাটা আরম্ভ হয়, তখন উৎপাত বেশি বাড়ে। আমার মনে হয় ফসল কাটার সময় লোকজন যারা ফসল কাটতে যাবে তাদের সমস্ত সাহায্য পেছন থেকে দিতে হবে তা না হলে কোনদিন ফসল রক্ষা করতে পারা যাবে না।

তারপর আমাদের একটা ঔদাসীন্য পাসপোর্ট নির্বিচারে দিয়ে যাওয়া। এমন বহু লোক আছে যারা বিনা পাসপোর্টে এই জায়গায় বসবাস করছে, তাদের সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা হয় নি। অনেক সময় নোটিস আসে, নোটিসের পর হয় তো মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, অথবা ভারতে থাকতে দেওয়া হয়, এই অবস্থা চললে চলবে না। তারপর বর্ডার ট্রেডএর নাম করে অনেক জিনিস হয় যখন খুশি যাতায়াত করে এবং যে সংবাদ তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় সে জায়গায় গিয়ে খবর দেয়। মুর্শিদাবাদে, নদিয়ায় পঞ্চম বাহিনীর লোক যেসমস্ত কার্যকলাপ করে সেই সমস্ত কার্য-কলাপ তারা পুলিসের অগোচরে করতে পারে বলে মনে করি না। কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমার মনে হয় যেসমস্ত লোক সন্দেহজনকভাবে ঘুরাঘুরি করে তাদের পি ডি এ্যাকটে বন্ধ করা প্রয়োজন। তা ছাড়া অনেক লোককে বন্দুক দেওয়া হয়েছে, এখন সেই সমস্ত লোকের বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া ধর্মসভার নাম করে সীমান্ত পাকিস্তানের লোক এনে ধর্মসভা চালান হচ্ছে, আমার মনে হয় এটা অবিলম্বে বন্ধ না করলে ইনসাইটমেন্ট বন্ধ হবে না। মুর্শিদাবাদের বেলায় যে রক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে এরকম ব্যবস্থা সর্বত্র হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, এই যে প্রস্তাব যেটা এসেছে এবং শ্রীজ্যোতি বসুর যে সংশোধনী এসেছে, সেটা আমি সংশোধনী আকারে সমর্থন করছি। এজন্য সমর্থন করছি কারণ বলা হয়েছে এমন ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক যাতে এই এলাকার সাধারণ মানুষের মনোবল ফিরে আসে এবং এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে তাদের জীবন এবং যেসমস্ত সম্পত্তি আছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়। আর একটা কথা যারা সীমান্ত এলেকায় বাস করে সেই সমস্ত মানুষের মনে উৎসাহ আনতে হবে এবং তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সীমান্ত এলাকায় যারা আছে তারা অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাচ্ছে। নেহেরু-নুন চুক্তির বলে কোন্ এলাকা কবে পাকিস্তানে চলে যাবে কেউ জানে না সেজন্য দি লিগাল এ্যান্ড মোরাল ইমপ্লিকেশনস অফ দি নেহেরু-নুন প্যাক্ট সেটা আজকে আমাদের জানা দরকার। এবং কি টার্মস অফ দি নেহেরু-নুন প্যাক্ট সেটা সরকার আমাদের কাছে খোলাখুলি প্রকাশ করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে দাবী জানানো দরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভারনাইট একটা এলাকা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে বেরুবাড়ীর ক্ষেত্রে যা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে দেখছি হঠাৎ রাতারাতি লোক সেখানে উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে সেজন্য নেহেরু-নুন চুক্তির টার্মস আমাদের জানার দরকার আছে।

দ্বিতীয়ত, যেসমস্ত আর্মড পুলিস আমাদের বর্ডার এরিয়াতে ভারতের ধনপ্রাণ সম্পত্তি ও ভূমিরক্ষার জন্য পাকিস্তানী ফায়ারিংএর মুখে পাকিস্তানী হামলাদারদের বিরুদ্ধে বুক দিয়ে দাঁড়াল তাদের আজকে যেসমস্ত এমিউনিশন থাকা দরকার সেই সমস্ত যাতে আর্মড পুলিস ঠিকমত পায় সেটা দেখা দরকার। স্যার, আমার খবর মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানী হামলাদারদের ঠেকাতে গিয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে আমাদের পুলিস আটকে পড়ে। শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের যে অবস্থা হয় সেখানে সেই অবস্থা, তাদের ফুড, বাটার যেসমস্ত সাপ্লাই করার কথা সেগুলি ঠিকমত সাপ্লাই করা হয় নি কারণ পরিখার মধ্যে তারা ৩-৪ জন পুলিস আটকে পড়েছিল।

[5-55—6-5 p.m.]

কারণ, পরিখার মধ্যে পুলিস ৩-৪ দিন আটকে পড়েছিল, এবং আর্মড ইনসার্জেন্স হবার পর যখন ফায়ারিং বন্ধ হয়, তখন আর্মড পুলিসের একজনের স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হয়; আমাদের খবর হচ্ছে যে আই জি-র পক্ষ থেকে তাদের যেসমস্ত খাবার—প্রধান ফুড ঐ ড্রায়েড ফুড, বটল্ড ফুড সেই রকম ফুড সাপ্লাই করা উচিত, ৩-৪ দিন যখন পর পর ফায়ারিং

চলেছিল সেই রকম খাবার নেবার প্রস্তব করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি স্যার, শুনেলে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের হোম ডিপার্টমেন্টের কর্তারা সেটা স্যাংশন করেন নি। আমাদের কথা যে আর্মড পুলিস ৩-৪ দিন ধরে এই রকম গুরুতর অবস্থায় ভারতবর্ষের জমি রক্ষা করবার জন্য, ভারতীয়ের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার জন্য লড়াই করেছিল, তাদের যেসমস্ত সাপ্লাই করবার কথা—যেরকম ফুড সাপ্লাই করবার কথা, ঠিক সময়ে সেগুলো পেঁছে দেবার ব্যবস্থা হয় নি; হোম ডিপার্টমেন্টের কর্তারা সেগুলি স্যাংশন করেন নি। কনস্টেবলএর প্রাণ যায় যাবে, তাঁরা সে-কথা না ভেবে মশগুল হয়ে ছিলেন, তাঁদের ত কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

তারপরে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই সাপ্লাই যাবার যেসব রাস্তা এবং তা যেরকম থাকা দরকার—খগেনবাবু এখানে আছেন, তিনি বলতে পারবেন তাঁর দপ্তর সেরকম রাস্তাঘাটের বন্দোবস্ত করেছে কিনা।

তারপর মুর্শিদাবাদের অথরিটিজরা যে গাড়ী রিকুইজিশন করেছিলেন বিভিন্ন বিভাগ থেকে—এখানকার দপ্তরের কর্তারা কটা গাড়ী তাঁদের দিয়েছিলেন তা জানতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, I may tell you here and now that I do not know what steps have been taken or what battalions have been sent. I could understand this level of criticism that the people will lose their hearth and home and Government should make arrangements for them. But with great respect to all the members of this House I may say that if a Minister knows anything about what steps have been taken, it would be wholly inadvisable for the Minister concerned to say a single word about the steps taken.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

না, স্যার, আমি বলছি সাপ্লাই-এর কথা।

Mr. Speaker: I feel for Bengal or India as much as you do but there are certain things which we dare not discuss in this House. You are suggesting that the Home Department is callous to the needs of the armed police. I do not think it is a right thing to discuss. You must be very careful. This is a speech on which international relation depends, it is a speech on which the security of the country depends. So you must be very cautious.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি কোন মিলিটারী স্ট্র্যাটেজির কথা বলছি না। উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট আমি বলছি আমার নিকট অনেক খবর আছে, আমি তা জানা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না।

Mr. Speaker: If you take my advice, drop that point and move on to a new point.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তার পরে আমি বলতে চাই এই সমস্ত সীমান্ত এলাকায় যেসমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাখা হয় তাঁদের দায়িত্বজ্ঞান আরও বেশি হওয়া দরকার। মুর্শিদাবাদে যে ম্যাজিস্ট্রেট গিয়েছেন তার—বলতে চাই—জ্যোতিবাবু যে-কথা বলেছেন যে, চর রাজনগর থেকে ৫-৬ হাজার স্ত্রীলোক, পুরুষ শিশু—তারা সেখানে এসেছিল, কারণ তারা সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়েছে, এবং কোন রাজনৈতিক দলের ধ্বনিতে তারা সেদিন আসে নি। সেখানে আমাদের আপার হাউসের ৩ জন মেম্বর শশাঙ্ক সান্যাল মহাশয়, নগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এরা সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন সকাল এগারটার সময় যে তাদের রিলিফের বন্দোবস্ত করা হউক। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাবেন শুনে যে, কোন রিলিফের বন্দোবস্ত করা হয় নি। তার পরিবর্তে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার ও লাঠি চার্জের সমস্ত বন্দোবস্ত হয়েছিল। তার পরে শশাঙ্ক সান্যাল মহাশয় মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে টেলিফোন করেন এবং প্রফুল্ল সেন মহাশয় যখন হুকুম দেন তখন রিলিফের বন্দোবস্ত করা হয়। অথচ আগে রিলিফ দিতে হবে এই কথা বলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজের পকেট থেকে একটা টাকা দিয়ে বলেছিলেন আপনারাও সকলে

টাকা দিয়ে চাঁদা তুলে রিলিফের বন্দোবস্ত করুন। যারা নির্দোষ, নেহেরু-নুন চুক্তির ফলে জায়গা হস্তান্তরিত হচ্ছে বলে সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে এরকম ব্যবহার করতে পারি যে ম্যাজিস্ট্রেট এমন দায়িত্বহীন লোককে সেখানে রাখা উচিত নয়।

শুধু তাই নয়, আমি এও জানি যে, পাকিস্তান ফায়ারিং করেছিল তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের আর্মড পুলিসের উপর সিজ ফায়ারের অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যিনি এস, পি, ছিলেন তিনি সেই হুকুম তামিল না করে আর্মড কনস্টেবলকে গুলি চালিয়ে যেতে বলেন এবং তার ফলে পাকিস্তান কিছুটা কাবু হয়েছিল। এই এস, পি, যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে চান তখন সেই এস, পি, কোন ইউনিফর্ম পরে যান নি বলে এই অজুহাতে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান নি। আমি তাই বলব যে, এই রকম লোককে বর্ডার এলাকায় রাখা উচিত নয়। আমি জানি না কিছুদিন আগে যখন কালীপদবাবু সেখানে গিয়েছিলেন তখন তার তরফ থেকে তাঁর কাছে কিছু তম্বির করা হয়েছিল কিনা ?

আমার তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে, পাকিস্তানের পেছনে আমেরিকান আছে এবং স্পাই আছে। ভারতবর্ষে পাকিস্তানের গুপ্তচর আছে এবং আমেরিকান গুপ্তচরও আছে। আমাদের দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশেষ করে হোম ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ব্যবহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে কোনরকমভাবে কোন কিছু প্রকাশ পায়। অর্থাৎ পাকিস্তানের যে কনসাল-জেনারেলস্ অফিস বা হাই কমিশনার্স অফিস আছে কিম্বা আমেরিকান কনসাল-জেনারেলস্ অফিসে যেসমস্ত পলিটিক্যাল অফিসাররা আছেন তাঁদের সঙ্গে যেন খুব বেশি মেলামেশা না করেন। আমি ২-১টা ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। যেদিন পার্টিশন হল সেদিন থেকে পাকিস্তান চেষ্টা করছে গুপ্তচর নিয়োগ করে আমাদের কতখানি ক্ষতি করা যায়। স্যার, আগে যিনি ডাইরেকটর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস ছিলেন, শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত, তিনি কেমন করে তাঁর অধঃস্তন অফিসার আলাউদ্দিন মারফৎ জাল ম্যাপ দিয়ে ভারতের জমি পাকিস্তানের কুক্ষিগত হতে পারে তার চেষ্টা তিনি সেদিন থেকেই করে আসছেন। আনন্দবাজারে মধুচক্রের খবর দিন দিন বেরুচ্ছে এবং সে ছাড়া আরও যে দুটো মধুচক্র আছে সে সম্বন্ধে বলব। আমি জিজ্ঞাসা করছি হোম ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আই, এ, এস, অফিসার যিনি আছেন তাঁকে প্রায় পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার মিঃ আমেদ আলির সঙ্গে দিনরাত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং এর ফলে তাঁর উপর আই, বি, ডিপার্টমেন্টেরও নজর পড়েছে। আর একটা মধুচক্রের কথা হচ্ছে যে, আমেরিকান কনসাল-জেনারেলস অফিসে মেরী হর্থন বলে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা ....।

Mr. Speaker:

মেরী হর্থন অনেক কাল চলে গেছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি জানি তিনি চলে গেছেন এবং তারপর মিঃ কাম্বেল এসেছেন। এই মেরী হর্থনএর সঙ্গে আইভান সুরিটা যিনি হোম ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন তিনি এখন কোলকাতায় নেই এবং একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার, এই দুজনে মিলে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দিনরাত ঘোরাফেরা করতেন। তারপর মিঃ ফ্লেচার, যিনি দণ্ডকারণ্যে চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, কোলকাতায় এলেই মিঃ ক্যাম্বেলের বাড়ীতে গেস্ট হয়ে থাকেন এবং এখানকার উপরতলার অনেক অফিসারের কাছেও তিনি যান।

Mr. Speaker: I know, Mr. Fletcher was born in Punjab. Mr. Campbell was also born in Punjab. They are known to each other for a long time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি হোম ডিপার্টমেন্টের বড় বড় অফিসাররা তাঁদের সঙ্গে ঘন ঘন ডিনার এবং লাঞ্চ কেন খান ? আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তাঁদের মোডাস অপারেন্ডি কি ? তাঁদের মোডাস অপারেন্ডি হচ্ছে আমেরিকান কনসাল-জেনারেলস অফিসে ফ্রি ড্রিঙ্কস অফ হুইস্কি খাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে............ ....।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, your speech definitely ends here.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, যীশুখ্রীস্টকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল

How many times should an offender be pardoned, once, twice, seven times?

তিনি বলেছিলেন নো, সেভেন্টি টাইমস্। ভারতবর্ষের উপর পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর হামলা দশ বছর যাবৎ ক্রমাগত চলে আসছে এবং ভারতবর্ষের সশস্ত্র বাহিনী এই দশ বছর যাবৎ অগণিত বার ক্ষমার চক্ষে এবং উপেক্ষার চক্ষে তা দেখে এসেছে। কিন্তু উপর্যুপরি এই হামলার ফলে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে যে ভারতবর্ষ বোধ হয় এভাবে বরাবর বরদাস্ত করেই চলবে। ক্ষমায় যে মহিমা, উপেক্ষায় যে উদারতা এ জিনিস বুঝবার ক্ষমতা পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর নেই এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই কোনদিন আসাম সীমান্তে, কোনদিন পশ্চিম বাংলা সীমান্তে, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় এই ধরনের হামলা চলছে। কয়েকদিন আগে মাননীয় সদস্য হরিদাস মিত্র মহাশয় এই হাউসে একটা এাডজোর্নমেন্ট মোশান এনেছিলেন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাকিস্তানীদের হামলা সম্বন্ধে এবং সেই প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পুলিসমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার মনে হয় সেই আশ্বাস আপাততঃ কয়েকদিন যাবৎ নদিয়া সীমান্তে কার্যকরী হয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে নদিয়াতে গিয়েছিলাম এবং আমি দেখেছি বলেই একথা বলছি যে, সত্যসত্যই যে আশ্বাস গভর্নমেন্টের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল, নদিয়া সীমান্তে আপাততঃ বোধ হয় সেটা কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে যে, এরকমভাবে কতদিন চলতে পারে, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কতদিন এরকমভাবে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন গ্রামের উপর বা বিচ্ছিন্ন কোন একটা এলাকার জনসাধারণের উপর এরূপভাবে অত্যাচার করে চলবে? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে পাকিস্তান রেডিও। পাকিস্তান রেডিও বরাবর বেপরোয়া মিথ্যা প্রচার করে আসছে যে, য়্যাগ্রেশান ভারতবর্ষের তরফ থেকে হচ্ছে আমরা এরকম জাজ্বল্যমান মিথ্যা কথার কল্পনাও করতে পারি না। ভারতবর্ষ একটা ডেমোক্রেটিক দেশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যদি কোন একটা অন্যায় কাজ করেন, শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও যদি কোন গাফিলতির কাজ করেন তাহলে তাঁকে আসামীর মত আইনসভায় অভিযুক্ত করাই হচ্ছে আমাদের দেশের রেওয়াজ। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের একজন লোকও যদি বলতে পারেন যে ভারতবর্ষের সৈন্যরা পাকিস্তানের উপর হামলা করেছে, য়্যাগ্রেসিভ হয়েছে তাহলে সেই কথা আমরা মেনে নিতে পারি। ভারতবর্ষে বহুলোকের বাস, বহু মতাবলম্বী মানুষের বাস। সবাই গভর্নমেন্ট পক্ষীয় লোক নয়। আমরা বিরোধী পক্ষীয় ও আমাদের মত বহু লোক দেশে আছে। আমরা গভর্নমেন্ট পক্ষকে পরিবর্তন করে বিকল্প গভর্নমেন্ট গঠন করতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সব দলের লোক সম্পূর্ণ একমত যে, ভারতবর্ষের তরফ থেকে ভারতবর্ষের সৈন্য কিম্বা ভারতবর্ষের পুলিস পাকিস্তানের উপর কোনদিন হামলা করে নি। আমরা ভেবেছিলাম যে, পাকিস্তান বোধ হয় সভ্যজাতির মত বসবাস করার অভ্যাস করবে। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী সভ্যদেশের সৈন্যবাহিনীর মত ব্যবহার করে না কারণ সৈন্যবাহিনী বা পুলিসের যদি একটা গুলী ছুড়তে হয় কোন একটা বিদেশী এলাকাতে, তাহলে তাদের উপরওয়ালার নির্দেশ নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হয়। সে দেশে পুলিসের উপর সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস আছেন, সৈন্যবাহিনীর উপর কমান্ডার আছেন। সেখানে যদি কমান্ডার কিম্বা সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিসের হুকুম না থাকে অথবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা গভর্নমেন্টের হুকুম না থাকে তাহলে কেমন করে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনী ভারতবর্ষের উপর হামলা করে, গুলী চালায়, লুঠপাট করে এবং জোরজবরদস্তি করে মানুষের ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে পালিয়ে যায়? পাকিস্তানী হামলাকারীরা এই যে ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে চলে যায় এর পিছনে যদি সত্যিসত্যি পাকিস্তান সরকারের উস্কানি না থাকতো তাহলে এই রকম ঘটনা, এই জিনিস, এই রকম দৌরাত্ম্য ভারতবর্ষের উপর সম্ভব হত না। সেজন্য আমরা অনুভব করি, সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের জীবন, সম্পত্তি তাঁরা নিজেরা যেমন রক্ষা করছেন তেমনি আমাদের

সরকারেরও কর্তব্য তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা। যে গভর্নমেন্ট এই কাজ না করতে পারে সেই গভর্নমেন্টের সরে যাওয়া উচিত, এবং যদি তাঁরা অক্ষম হন তাহলে এই দায়িত্ব আর বহন করা উচিত নয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর সীমানা রক্ষা করবার দায়িত্ব রয়েছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিস এই ব্যাপারে সক্ষম না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁদের লেখা উচিত যে, আমরা অসমর্থ হয়েছি, পুলিসের দ্বারা পারছি না। এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলব—জনসাধারণের এই ব্যাপারে অনেক কিছু কর্তব্য আছে। পশ্চিম বাংলার বহু লোক পাকিস্তানের সঙ্গে চোরাকারবার করে দিবারাত্র। এরই ফলে পাকিস্তান একটা অজুহাত ও সুযোগ পায় যে, ভারতের লোক এসে পাকিস্তানে গোলমাল করে, তাই আমরা গোলাগুলি চালাতে বাধ্য হই। সুতরাং আমাদের গভর্নমেন্টএর কর্তব্য সীমান্তের এলাকায় যাতে চোরাকারবার না হতে পারে সেদিকে নজর রাখা। পাকিস্তান রেডিও ভারতের বিরুদ্ধে অনবরত মিথ্যা কথা প্রচার করে সেইসব প্রচারের দ্বারা ভারতবর্ষের কিছু কিছু লোকের মন বিষাক্ত হয়ে উঠে। এইসব প্রোপাগান্ডার কথা ভারতবর্ষের লোক যখন শোনে তাদের মনে প্রোপাগান্ডার ফল নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ফলে। তাই পাকিস্তান রেডিও সম্বন্ধে আমাদের খুবই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত এবং ভারতের যত কম লোকে পাকিস্তান রেডিও শোনে, ততই ভাল।

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তার উপর আমি দুই-একটা কথা বলব। এই প্রস্তাব যে আপনি আলোচনা করতে দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদিও ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই কারণ আপনার বাড়ীর কাছেই এই ব্যাপারটা বেশি হচ্ছে যদিও আপনি কলকাতায় থাকেন সেইজন্য হয় তো আপনি খবর না-ও রাখতে পারেন। নদিয়া জেলার কথা বলছি—নদিয়া ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর বেশিরভাগ পাকিস্তানে চলে গিয়েছে অল্প এদিকে আছে। নদিয়া একটা সীমান্ত এলাকা, এর সীমানা হচ্ছে ১৬৫ মাইল। এই সীমানার ওপারে পাকিস্তান এবং তাদের হামলা লেগেই আছে। কেন যে হামলা হয় তা আমরা বুঝতে পারি না। তারা বোধ হয় ভাবে হিন্দুস্থান তাদের এবং এটা দাবী বলেই তারা মনে করে। র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তের ফলে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে প্রায় গোলমাল হত। গরু চুরি, ধান চুরি, মানুষকে পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায় এবং অন্ধকার রাত্রিতে লুঠপাট এসমস্ত প্রায় লেগেই ছিল। স্যার, আপনি জানেন ১৯৫৭ সালে অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বহু চুরি, ডাকাতি এবং হাঙ্গামা হয়েছে। এবং সে সময় বেশিরভাগ গরু চুরি হত। সে সময় আপনি জানেন শিকারপুর ইউনিয়নে শ্রীকৃষ্ণ প্রামানিক এবং রাজাপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস মণ্ডল পাকিস্তানের হামলাদারদের গুলিতে নিহত হয়েছিল। নদিয়ার হেহট্টু থানায়, ভাটুপাড়ায় এবং জয়নগরের অধিকার নিয়ে এক সময় বহু গোলমাল শুরু হয়েছিল। পরে উভয় সরকারের জরীপ বিভাগের লোক থেকে জরীপ করে একটা বিনিময় হয়ে যায়। এবং জয়নগর পাকিস্তানে যায়, ভাটুপাড়া হিন্দুস্থানে থাকে। সকলেই ভাবল যে, মিটমাট হয়ে গেল, আর কিছু হবে না, তা হল না। কিছুদিন পরে আবার হামলা আরম্ভ হল। এটা তারা দাবী বলে মনে করে। এটা তারা নিয়ে নিবে। এই গোলমাল লেগেই আছে। নিত্য গরু চুরি, ধান চুরি লেগেই আছে এবং এটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, আমরা কিছুই এর প্রতিকার করতে পারি না।

[6-15—6-25 p.m.]

এটা তাঁদের একটা সুপরিকল্পিত ব্যাপার। তাঁরা আসাম সীমান্তে গুলী চালিয়ে গেল, সেখানে যখন তারা তাড়া খেল, তখন মুর্শিদাবাদে গেল। সুখের বিষয় একজন অপোজিশন মেম্বর মুর্শিদাবাদ এলাকার নিরাপত্তার জন্য অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু তিনি যেভাবে আমাদের সরকারকে ক্রিটিসিজম করে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন সেখানে একটিও মিলিটারী গাড়ি যায় নি, সেটা ঠিক নয়। আমি জানি শান্তিপুরের উপর দিয়া বর্ডার এলাকা সেখানে এক রাত্রে ৬০-৭০ খানা মিলিটারী লরী গিয়েছিল এবং সেখানে যা করা উচিত সেই অনুযায়ী স্টেপ লওয়া হয়েছিল। তবে এটা ঠিক, নদিয়ার যে ১৬৫ মাইল জুড়ে সীমান্ত অঞ্চল, সেখানে ২০টি বর্ডার আউটপোস্ট আছে; কিন্তু সেখানে যেসমস্ত ফোর্স রাখা হয়েছে, পাকিস্তানের তরফ থেকে যে

হামলা চলেছে তা রুকবার জন্য তদুপযুক্ত নয়। এই ফোর্সকে আরও বাড়ান দরকার। সেখানে আমাদের তরফ থেকে যারা পাহারা দেয়, তারা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সত্য কিন্তু অপরদিকের পাকিস্তানী সৈনারা জানে এবং মনে করে, আমরা যদি হিন্দুস্থানের মধ্যে কিছু হামলা করি, তাহলে হিন্দুস্থানের সৈনারা কিছুই করতে পারবে না, কারণ তাদের গুলী চালাবার হুকুম নেই, ক্ষমতা নেই। ১৯৫০ সালে যখন পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসছে এবং হিন্দুস্থান থেকে মুসলমানরা চলে যাচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে বর্ডারে কাজ চলেছে, সেই সময় আমি সেখানে ছিলাম। আমি সেখানে দেখেছি আমাদের একজন মোবাইল ডাক্তারকে পাকিস্তান থেকে গুলী করে মারে, এবং তাঁকে গুলী করে মারবার পরও পাকিস্তান থেকে আমাদের উপর গুলী বর্ষণ চলতে থাকে। আমাদের বর্ডারে যেসমস্ত আর্মড্ পুলিস বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, তাদের আমরা বললাম পাকিস্তান গুলী করছে, তোমরাও গুলী করো। তারা তখন বলে "গুলী করনেকো আস্তে হামলোককো হুকুম নেহি হায়"। তারপর যখন উপর থেকে অর্ডার এলো, এস, পি, গেলেন ব্যারাকপুর থেকে মিলিটারী পুলিস সঙ্গে নিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট গেলেন, এবং গুলী করবার অর্ডার দিলেন তখন তারা ফায়ার শুরু করলেন এবং পাকিস্তানের হোস্টাইল সৈনারা সরে গেল। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো বর্ডার এলাকায় যে ফোর্স রাখা হয়েছে তাদের যেন এই ক্ষমতা থাকে যে দরকার হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবে। অর্থাৎ "শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ"। এখানে মায়া, ধর্ম দেখালে চলবে না। অহিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে কাজ করা এখানে চলবে না। যদিও আমরা পঞ্চশীলে বিশ্বাসী, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাই না। কিন্তু তাই বলে অন্য রাজ্য যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে তা আমরা সহ্য করবো না। মহাভারতে আছে শিশুপালের মাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তার একশোবার পর্যন্ত অপরাধ মাপ করবেন। আমার মনে হয় পাকিস্তানের একশোবারের উপর অপরাধ হয়ে গিয়েছে, অতএব আর সহ্য করা উচিত নয়। তারা যখনই আক্রমণ করবে, আমাদের আরও বেশী করে আক্রমণ করতে হবে। তবেই তারা বুঝবে হিন্দুস্তানের জোর আছে, হিন্দুস্তানী সৈনারা লড়তে জানে এবং তখন তারা আর আমাদের আক্রমণ করবে না।

সেইজন্য আমার মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বিশেষ অনুরোধ, বর্ডার এলাকায় বা সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁদের নিরাপত্তার জন্যই আপনারা মিলিটারী পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করে রেখে কাজ করে চলেছেন, এই মনোভাব যাতে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে আসে, সেইরকম ব্যবস্থা করুন।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা শুনেছিলাম যে, পাকিস্তানের কাশ্মীর দাবী স্বীকৃত না হলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলে গোলমাল সৃষ্টি হবে। আজ আমরা দেখছি একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ফলেই পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে এবং আসামের সীমানায় গোলমাল সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আপনি, স্যার, জানেন যে, ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীতে যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে তার মধ্যে একটি। এবং তাঁরা যে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের স্বাধীনতার দাবী নিয়ে লড়েছেন সেদিক থেকেও পৃথিবীতে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি যে-সমস্ত দেশগুলিকে শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের স্বার্থ পূরণ করছিলেন, আজ সেই-সমস্ত দেশগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে এবং আজ তাঁদের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই, তার মধ্যে ভারতবর্ষেরও যে নেতৃত্ব রয়েছে সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য এই ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, ভারতবর্ষকে ছোট করবার জন্য, ভারতবর্ষ যাতে আর বড় না হতে পারে, তারজন্য এই পাক-মিলিটারী চুক্তি তারজন্য বাগদাদ প্যাক্ট, তারজন্য সিয়াটো চুক্তির দ্বারা নানারকমভাবে এই ভারতবর্ষকে জড়িয়ে রাখবার চেষ্টা চলছে। সেজেই পশ্চিম বাংলার উপর যে হামলা পাকিস্তান চালিয়েছে, এ একটা সুনির্দিষ্ট নীতির

ফলেই হচ্ছে, সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এটা ঠিক এবং আমরা সকলেই একমত যে, আ
কারো কোন দেশ আক্রমণ করতে চাই না কিন্তু নিজেদের দেশকে রক্ষা করবার জ
আমাদের উপর যদি আক্রমণ হয়, আমাদের ধনমান বিপন্ন হয়, আমাদের উপর যদি অত্যা
অন্যায় হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা হোতে দেবো না এবং নিশ্চয়ই সেদিকে আমা
গভর্নমেন্ট সজাগ হবেন, সচেতন হবেন, তাদের রক্ষা করবেন এ-বিষয় কোন সন্দেহ নে
কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ এক বৎসরের উপর হল বাংলা দেশে, সেদিক থেকে সরকা
যতটা সজাগ ও সচেতন হওয়া উচিত ছিল ততটা সজাগ ও সচেতন হন নি। অনেক লোক
সীমানা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তাদের জেলে পুরে রেখে মারধর করেছে, এই লালগো
থেকে যে-সব মৎস্যজীবীদের তারা ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের অনেককে ১৪ বৎসরের জেল দি
দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের সীমান্তে ২৬ হাজার স্কয়ার মাইলস যে জমি পাকিস্তানকে দি
দিলেন তার ফলে দুপশত মৎস্যজীবী তারা বেকার হয়ে গিয়েছে। তারা ভিখারী হ
গিয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের কোনরকম ব্যবস্থা সরকার করেন নি। কাজেই একদিকে
যে পাকিস্তানের হামলা সেটাকে যেমন রোথবার জন্য আমাদের সকলকেই সজাগ ও সচে
হতে হবে, তেমনি যেখানে সামরিক বলের প্রয়োজন সেই বলের আয়োজন করতে হবে সে-বি
কোন সন্দেহ নেই। সরকারকে এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে একজন নাগরিকেরও জী
বিপন্ন না হয়, তাদের ধন-সম্পত্তির উপর পাকিস্তানীরা হামলা না করতে পারে। আজ
পাকিস্তানের অযথা হামলা করার ফলে যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হচ্ছে, বেকার হয়ে যাচ্ছে, তা
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কাে
সেদিক থেকে মুর্শিদাবাদে প্রায় দুইশত মৎস্যজীবী পরিবার যারা লালগোলার গঙ্গায় ম
ধরতো, তারা আর সেই গঙ্গায় মাছ ধরতে পারবে না, ফলে এই দুইশত পরিবার ত
ছিন্নমূল হয়ে গেল, তাদের কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই। কাজেই সেদিক থেকে যে
সীমানা রক্ষা করবার জন্য আমাদের আয়োজন করতে হবে, সামরিক বলের ব্যবস্থা কর
হবে, তেমনি যাতে কোন মতেই পাকিস্তানের এই অযথা হামলা সম্ভব না হয় তার প্রতিকা
করতে হবে। আর অপর দিকে সেখানকার লোকদের মধ্যে যাতে কনফিডেন্স আসে, ত
যাতে বুঝতে পারে যে, হ্যাঁ, বাংলা গভর্নমেন্ট তাদের পিছনে আছে তারা অসহায় নয়, ত
নিঃসহায় নয়, তারা পথে বসে নেই, তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে, একটা রাে
নাগরিক, কারো ক্ষমতা নেই তাদের গায়ে হাত দেয়, তাদের চুলে হাত দেয়, এইরকম আস্থ
ও মনোবল যাতে তাদের মধ্যে আনতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সরকার
সেদিক থেকে বিশেষভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Jagannath Majumder:

স্পীকার মহোদয়, আজকে মাননীয় নরেন সেন মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তা
সমর্থনে বলছি। এই যে সীমান্তে ঘটনা কিছুদিন ধরে ঘটছে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘ
নয়। এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই ঘটনাগুলির পশ্চাতে রয়েছে পরস্পর সহযোগ
এবং সংযোগ, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন পাকিস্তানের বলে মনে হয়। এর অ
পাকিস্তানের যে জঙ্গী মনোভাব তার গোড়ার কথা দেখতে গেলে আমাদের পূর্বতন বাগ
চুক্তি অন্বেষণ করতে হবে। বাগদাদ চুক্তি যখন বানচাল হয়ে যায়, তখন পাকিস্তান আমেরিক
সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করে। পাকিস্তানীদের জঙ্গী মনোভাবের অন্যতম ক
হল আমেরিকার সঙ্গে সামরিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। পাকিস্তানের কাছ থেকে আমেরি
বহু সামরিক ঘাটি পেয়েছে এবং তাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে, একজন সা
শ্রীদুর্গাপদ সিংহ কয়েকটি বুলেট এনেছেন, খুব সম্ভব এগুলি স্টেন গান-এর, এইরকম
হাজার বুলেট - পাকিস্তানী বুলেট মুর্শিদাবাদের চর-অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুত
এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে এই অস্ত্র সরবরাহই পাকিস্তানের উস্কানি মনোবৃত্তির পে
রয়েছে। আর একটা কারণ হচ্ছে, তাদের জঙ্গী-মনোভাবের, কিছুদিন আগে পাকিস্ত
গণতন্ত্রের অবসান হয়েছে এবং মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ স্থাপিত হয়েছে, ফলে পাকিস্ত
জঙ্গী-মনোভাব আরও বেশী কায়েম করে ফেলেছে। এবং পাকিস্তানের বর্ডার বরাবর
পাকিস্তান বর্ডার রাইফেল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমাদের যেমন বর্ডার জেলাগুলি

জেলা এস-ডি-ও-এর কর্তৃত্ব কায়েম আছে, তেমনি পাকিস্তানে ঈস্ট পাকিস্তান রাইফল-এর কম্যান্ডার-এর কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর কর্তৃত্ব নাই। এরই জন্য জঙ্গী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ-ছাড়া বেরুবাড়ী হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে বর্ডারবাসীরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছে।

এ-ছাড়া নেহরু-নুন চুক্তির ফলে বেরুবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে ঐ বর্ডারের লোকে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তারা জানে জোরজবরদস্তি কোরে, বা অন্যরকমে অনুপ্রবেশ করলে বা জবরদখল করলে কিংবা কোন জায়গা হাতে রাখলে হয় ত ভবিষ্যতে বেরুবাড়ীর মত কোন অঞ্চল তারা হস্তগত করতে পারে এবং সেজন্য হিন্দুস্তানের ঐ সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী হানাদারেরা হানা দিচ্ছে। এই সীমান্তের ঘটনাগুলির পারম্পর্য সম্পর্কে আমি বলতে চাইছি যে, এগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তানের সরকারের কর্মচারী এবং সীমান্তের অধিবাসিগণ একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই-সমস্ত কাজ করছে। সেইজন্য শুধু চেষ্টা রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সুবিস্তৃত সীমান্ত অঞ্চলে যে ব্যাপক অত্যাচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে, তা খণ্ড খণ্ডভাবে হয় না; তারা দেখছে কোথায় টুকেরগ্রামের মত অধিকার করতে পারে। আসামের করিমগঞ্জে গুলিবর্ষণ হয়েছে, নদীয়ার সীমান্তও লঙ্ঘিত হয়েছে, গরু-মহিষ অপহৃত হয়েছে এবং জোর কোরে সীমান্তের মাঠের শস্য কেটে নিয়ে যাচ্ছে, এমন কি মানুষ পর্যন্ত অপহরণ কোরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মুর্শিদাবাদ সীমান্তের চরগুলিও দখল কোরে নিচ্ছে। এই-সমস্ত ঘটনাপরম্পরা থেকে মনে হয়, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে পাকিস্তান এই পথে পরিচালিত হচ্ছে। এই-সমস্ত মুভমেন্ট কোরে দেখছে তারা আরও বেশী কোরে এই অঞ্চলে হানা দিতে পারে কিনা। এইটাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য।

তারপর কিছুদিন পূর্বে নদীয়া জেলায়, বালুরঘাট অঞ্চলে, এবং মাজদিয়া অঞ্চলে এবং আমার বন্ধু হরিদাসবাবু বলে গেছেন ভাটপাড়া অঞ্চলে লোকের সম্পত্তি হরণ কোরে নিয়ে গেছে এবং পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা ভরতপুর অঞ্চলেও এইরকম ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। গরু চুরি একটা নিত্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার গুলীবর্ষণ কোরেও পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীরা অধিকতর বিভীষিকা অনেকখানি সৃষ্টি করতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার আমাদের সরকারী কর্মচারীরাও পাকিস্তানী কর্মচারীদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করেন।

Mr. Speaker: I must intervene. You are making a bald statement against all Indian officers.

Sj. Jagannath Majumder: Not against all.

Mr. Speaker: You can put words of caution but you have got to be very very careful.

Sj. Jagannath Majumder: What I say is that they should not be careless about the border happenings.

আমার বলার উদ্দেশ্য যে, আমাদের সরকারী কর্মচারীদের এই বর্ডারের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচকিত থাকা উচিত। মোটেই উদাসীন থাকা উচিত নয়। আমি জানি অনেক কর্মচারী আছেন যাঁরা খুব সতর্ক আছেন, কিন্তু এমন কর্মচারীও আছেন যাঁরা তেমন সতর্ক নন। বিশেষ কোরে যাঁরা বর্ডারের বাহিরে আছেন তাঁদেরও সতর্ক এবং সৎ হওয়া উচিত। তাহলেই আমাদের বর্ডার রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা হতে পারবে। ভারতবর্ষ জঙ্গীবাদ চায় না, বিশেষ কোরে পাকিস্তানের মত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে জঙ্গীবাদের কথা ওঠে না। খালের জল বা কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদির আমরা আপোষ নিষ্পত্তি চাই। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তানীদের মতান্তর বা মনান্তর রয়েছে। ভারতবর্ষ পঞ্চশীল মহামন্ত্রের উদ্গাতা। পাকিস্তান সম্বন্ধেও সেই নীতিরই অনুসরণ চাই। কিন্তু পঞ্চশীল সমর্থন করি বোলে

আমরা ক্লৈব্য বা নিষ্ক্রিয়তা চাই না। আমরা চাই সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী। সীমান্ত অঞ্চলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যার ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে। তারজন্য চাই ভাল রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। তা ছাড়া উপযুক্ত পুলিশ ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থার সহযোগ। সর্বোপরি সীমান্তের অধিবাসীদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান কোরে তাদের আত্মরক্ষায় প্রস্তুত করতে হবে। বর্ডার আউট-পোস্টের সংখ্যা এবং তার লোকসংখ্যাও বাড়াতে হবে। তারা ঠিকমত কাজ করছে কিনা বা চোরা কারবারীদের সাহায্য করছে কিনা তাও দেখতে হবে।

[6-35—6-45 p.m.]

Sj. Nikunja Behari Gupta:

বন্ধু নরেন সেন মহাশয় বর্ডারের ব্যাপার নিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করে বলতে চাই যে, যে মোশন এনেছেন সেটা প্রধানতঃ নদীয়াতেই ছিল। কিন্তু তারপরে—আরও বিস্তৃত হয়ে এখন মালদহ এবং ওয়েস্ট দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এই মোশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে হাউসের সমস্ত সদস্যই উপলব্ধি করেছেন।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীজগন্নাথ মজুমদার মহাশয় যে-কথা বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আমি কেবল এইটুকুন বলতে চাই যে, আমাদের মালদহ জেলার অনেকগুলি অংশ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেখানে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হচ্ছে সেগুলিকে আমরা কাউ লিফ্‌টিং বা ক্যাটেল লিফ্‌টিং বলে অনেক সময় অবহেলা করেছি। এই সীমান্ত পাকিস্তান-হিন্দুস্তান বর্ডার সংলগ্ন। আমি পূর্বে এই হাউসে বলেছি যে, এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক ঘরে শুয়ে ছিলেন, তখন পাকিস্তান বর্ডার থেকে জানালার ভেতর দিয়ে গুলি করে—অবশ্য তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। এইরকম ঘটনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়। মুর্শিদাবাদেও এইরকম ঘটনা ঘটেছে এবং সে-সম্বন্ধে খবরের কাগজে রিপোর্টেও আমরা দেখেছি। আমার মনে হয় এগুলি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এসব একটা ওয়েল প্ল্যান্ড স্কীম। অর্থাৎ পশ্চিম-বাংলার পূর্ব সীমান্তকে যেন একটা পরিকল্পনা করে আক্রমণ করা হচ্ছে। ওধারে আসাম সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে এধারে মালদহ গঙ্গার এপারে মালদহ আর ওপারে মুর্শিদাবাদ একটা পরিকল্পনা করে কাজ চলছে। সুলতানপুর, মুর্শিদাবাদে যেখানে ঘটনা ঘটে গেছে, সেখান থেকে বেশী দূর নয়—মাঝে কেবল ভাগীরথীর ব্যবধান। সুতরাং দক্ষিণ-উত্তর সীমানা আসাম থেকে আরম্ভ করে মালদহ সীমানার সব অংশ, আবার ওদিকে উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়া সীমান্ত পর্যন্ত যদি আমরা একটা রেখা টানি তাহলে দেখবেন যে একটা ওয়েল প্ল্যান্ড স্কীম চলছে। সুলতানপুরে কেবল ক্যাটেল লিফ্‌টিং বা যাকে বলা হয় ট্রেসপাস, সেই ট্রেসপাস নয়, এখানে একজন পুলিশ কনস্টেবল ইনজিওর্ড হয়েছে এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। সেখানে এইরকম ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে আমার এর উপর বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ক্যালকাটা হেড কোয়ার্টার্স থেকে অনেক দূরে যার ফলে সরকার ইচ্ছা করলেই একটা ইমিডিয়েট স্টেপ নিতেও পারছেন না এবং তার পাল্টা জবাব দিতে পারছেন না। এ-ছাড়া সেখানকার আতঙ্কিত ব্যক্তিদের একটু ভরসাও দিতে পারেন না যে আমরা তোমাদের পশ্চাতে আছি। কিন্তু আমরা অতি দূরে আছি, সেখানে যাবার ভাল কমিউনিকেশন নেই এবং যেতে হলে গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হয় এবং এর ফলে যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে সেখানে আশ্বাস দেবার, রক্ষা করবার মত কোন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য সরকারের কাছে দাবী যে, নর্থ-বেঙ্গলের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, নেহেরু-লিয়াকৎ যে চুক্তি হয়েছিল, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের —বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু সেই চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষিত হয় নি। সম্প্রতি নেহেরু-নূন চুক্তি হয়েছে বর্ডার ট্রাবল দূরীভূত করবার জন্য। অথচ দুঃখের সঙ্গে

আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্ডার ট্রাবল দূরীভূত হয় নি, বরং বেড়েই চলেছে। এর কারণ আমরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বক্তৃতা থেকেই পাই। তিনি সম্প্রতি একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের চিরমৈত্রী থাকবে যখন কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা হবে এবং খালের জলের বিরোধের নিষ্পত্তি হবে। অর্থাৎ এই দুটো বিরোধের নিষ্পত্তি যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্ভবপর নয়। এবং এই যে বর্ডার ইন্সিডেন্ট, এই বর্ডার ইন্সিডেন্টই সেই নীতির পরিচায়ক। এটা শুধু আয়ুব খাঁর নীতি নয়; পাকিস্তান যেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই পাকিস্তান ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই নীতি গ্রহণ করেছে। বর্ডার রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটা পর্যাপ্ত নয়। আমি মনে করি বর্ডার সুরক্ষিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত হচ্ছে একটা বর্ডার ফোর্স ক্রিয়েট করা এবং সেজন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নেসেসারী পার্মিশন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য নিতে হবে। উপযুক্ত বর্ডার ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারলে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যে বর্ডার ট্রাবলের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা চিরকালের জন্য দূরীভূত করতে পারা যাক্ বা না যাক্ সেটাকে অন্ততঃ কিছুটা বন্ধ করতে পারা যাবে এবং আমাদের দিকে বর্ডার-এ যে-সমস্ত লোক বসবাস করে তাদের মনোবল সুরক্ষিত হবে, তাদের ভেতর নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসবে। কাজেই আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করবো যে, তাঁরা যেন একটা শক্তিশালী বর্ডার ফোর্স ক্রিয়েট করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

Sj. Durgapada Sinha:

শ্রদ্ধেয় সভাপাল মহাশয়, আমি এখানে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের সীমারেখা লইয়া যে আলোচনা চলিতেছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমাদের সীমারেখা ভারত-সরকার কর্তৃক তথা বাংলা সরকার কর্তৃক সুরক্ষিত করিবার বিষয় লইয়া প্রতিবাদ বা সমালোচনা করিবার কিছুই নেই। এটা সকল ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাংলার অধিবাসীবৃন্দ সর্বান্তকরণে সমর্থন করিবে বা চাহিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই সপ্তাহ পূর্বে মুর্শিদাবাদের দুবরাজাপুরে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে সেই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং সীমারেখার অন্তবর্তী জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল এ-কথা অস্বীকার করিবার কারণ নেই। কিন্তু শুধু গুলির দ্বারা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এ-কথা সর্বৈব সত্য নয়।। অনেক সময় জন-নেতাদের দায়িত্ব ও ভিত্তিহীন সমালোচনা এবং সংবাদপত্রে অনুরূপ সংবাদ প্রকাশও এই ভীতি বৃদ্ধির কারণ হইয়া ওঠে। এখানে যে-সকল বক্তা বক্তৃতা দিলেন তাঁহারা সত্য সত্যই যদি বর্ডারের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসিতেন এবং বাস্তব অবস্থার বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন জনসভায় এবং বিধান-সভায় সমালোচনা করিতেন তাহা হইলে আমার মনে হয় মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হইয়া পাকিস্তানের কবলে যাইবার যে অহেতুক আশঙ্কা সাধারণের মনে দেখা দিয়াছিল, তাহার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পাইত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিলে বাংলা সরকার তথা ভারত-সরকার সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে সে কর্তব্য তো তাঁহাদের রহিয়াছেই· ইহা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি যে-কোন ভারতবাসী বা বাংলা দেশের কোন বাঙালী বুকের রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার কার্য হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

গত বারো বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা যাহা দেখিয়াছি, মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য-সামন্ত চলাফেরা করে, ভারতবর্ষেরও সীমান্তরক্ষী পুলিশ ঘাঁটিও রহিয়াছে। সীমান্ত এলাকাবর্তী জমির ফসলাদি লইয়া এবং অ-সামাজিক ব্যক্তিদের বে-আইনী পাচার কার্যের ফলে মাঝে মাঝে ছোটখাট গণ্ডোগোল বর্ডারে লাগিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে গুলি বিনিময়ও হইয়া থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-হরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিবার শক্তি বা সাহস পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেই। আমরা যদি সীমান্ত রক্ষার জন্য সু-ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং সীমান্তের সর্বপ্রকার অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে আমার মনে হয় তাহারাও (পাকিস্তান) তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইবে। কিন্তু সত্বর আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তের সকল প্রকার

অবৈধ ও অ-সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সীমান্তে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা সহসা বন্ধ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। এখানে অনেকে বলিয়াছেন যে, বাংলা সরকারের দ্বারা এই ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাদের দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। আমি মনে করি এ-কথা সম্পূর্ণ অ-সত্য। কারণ, যে-সকল সাংবাদিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সীমান্তরক্ষী পুলিশ বাহিনীকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন—পুলিশ যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সত্যই পুরস্কার ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য। তারপর আমাদের জেলা-শাসক সম্বন্ধে এখানে অহেতুক সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের এই ডি. এম. মিলিটারী ফেরতা, আমি মনে করি তাঁহার কার্যাদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার কোনই অবকাশ নেই।

[5-45—6-55 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাব আলোচনার প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আমি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেটা সমগ্রভাবে সীমান্ত অঞ্চল। আমাদের অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় প্রোটেকশন ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশ বাহিনীর এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স-এর ক্যাম্প কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্ডারে প্রায়ই একটা না একটা ঘটনা লেগে থাকে, এমন কি লোক পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলে যায়। মৎস্যজীবীদের সেখানে নিরাপদে থাকবার উপায় নাই। আমরা এটা দেখতে পেয়েছি যে, পাকিস্তানির এলেকাধীন সমস্ত অঞ্চলই যাতে মিলিটারীর আয়ত্বাধীন করা যায় তারজন্য সেখানে রীতিমত প্রস্তুতি হচ্ছে এবং সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল মিলিটারী ফোর্স দিয়ে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্য আমাদের অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধের অভাব সাংঘাতিকভাবে দেখা দিয়েছে। লোকের মনোবল কমে যাচ্ছে। সেজন্য আমরা মনে করি লোকের মনোবল যাতে না ভাঙ্গে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর, আমাদের অঞ্চলে কমিউনিকেশন-এর ব্যবস্থা খুব কম। সেজন্যই আমার কথা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে, কারণ, সাধারণ মানুষের যদি মানসিক এবং শারীরিক প্রস্তুতি না থাকে তবে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা সীমান্তের হামলা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

আমার আর একটা কথা আছে। আমি দেখেছি ওখানে আর একটা মিলিটারী, পাল্টা ফৌজ আছে, যাদের কাছে দেশ নেই, জাতি নেই, সীমান্ত অঞ্চল বলে কিছু নেই। সেই ফৌজের কাজ হচ্ছে ব্ল্যাকে কারবার চালান। তারা সশস্ত্রবাহিনী, তারা তাদের খুসীমত যা কিছু করতে পারে। তাদের দেশের প্রতি কোন ভালবাসা নেই—দেশ বিপন্ন হোক, দেশ জাহান্নমে যাক, তাতে তাদের কিছু আসে-যায় না। এই ফৌজ স্বকীয়ভাবে সেখানে আছে। তারা ব্ল্যাকের এই-সমস্ত কাজের সঙ্গে লিপ্ত আছে। তাদের প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা আছে আমার জানা নেই। সেইজন্য আমি বলতে চাই, এইগুলি বন্ধ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ঐ অঞ্চলে যদি নূতন করে মানুষের শক্তিকে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা না হয় এবং দেশের ভাল ভাল মানুষ, দেশপ্রেমিক যাঁরা, এইরকম মানুষের শক্তির অধীনে যদি প্রস্তুতি না হয় তাহলে ওদিকে যে শক্তি গড়ে উঠেছে, তার দ্বারা যে-কোন সময় আমাদের দেশ বিপন্ন হতে পারে। আমি আশা করি সরকার এ-বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, নরেন সেন মহাশয় যে প্রস্তাব আজ এখানে উপস্থাপিত করেছেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই।

নরেনবাবু তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন পাকিস্তানের হামলাদার বা হানাদাররা অনধিকারভাবে আমাদের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে এবং অনেক জায়গায় তারা আমাদের নাগরিকদের উপর অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছে। শুধু কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করলেই সমস্ত সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয় না। ঘটনা কয়েকটা বিক্ষিপ্ত

বটে, মুর্শিদাবাদের চর অঞ্চলে এই কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তারপরে আমরা দেখলাম মালদহে ও সুলতানপুরে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। নদিয়ার অন্তর্ভুক্ত বেতিয়া ও নফরচন্দ্রপুরে গ্রামে পাকিস্তানের হামলার কথা শুনেছি। আজ খুব আনন্দের কথা যে, পরিষদের ও বিধানসভার সকল দলের লোকেই এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রস্তাব বাংলার সমস্ত জনতার কাছে এক নূতন জ্ঞানের সঞ্চার করবে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি। এই উপলক্ষে আমি আর একটা কথা নিবেদন করতে চাই। কিছুদিন পূর্বে যখন বিধানসভায় মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের হামলা সম্পর্কে প্রথম একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন এসেছিল, মুলতুবী প্রস্তাব আসে, তখন আমি তাকে উপলক্ষ করে একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এ-সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং সেখানে কোন ভীতি বা আশঙ্কার কারণ নেই, এই আশ্বাস আমরা দিয়েছিলাম। এবং সেই আশ্বাস যে রূপায়িত হয়েছে সে কথা ওদিক থেকে মিহিরবাবু, যিনি সম্প্রতি নদিয়া সফরে গিয়েছিলেন, তিনিও এই আশ্বাস বাণীর কার্যকারিতা স্বীকার করেছেন। আমি কয়েকদিন পূর্বে মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণ করি, ইন্সপেক্টর-জেনারেল, ডি, আই, জি অফ পুলিশ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাঁরাও আমার সঙ্গে ছিলেন।

[6-55—7-5 p.m.]

আমরা প্রতিটা গ্রামে যেখানে ঘটনা ঘটেছে, পদ্মার উপকূলবর্তী সেই-সমস্ত চরে আমরা গিয়েছিলাম তখন সেখানে পাকিস্তান হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তার পাল্টা জবাব পাবার পর, পাল্টা জবাব না পেলে তাদের সুবুদ্ধির উদয় হয় না, কিন্তু আমরা নীতির দিক থেকে, রাষ্ট্রের নীতির দিক থেকে এবং ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা আমাদের কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন মনোভাব আমরা পোষণ করি না এবং আমরা তাদের উপর কোনরকম হামলা করবার পরিকল্পনা কখনও করি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মরক্ষা করবার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে, প্রতিটি রাষ্ট্রের আছে এবং তার সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে যাতে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কার্যে পরিণত করা যায়, জনতার মধ্যে উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করা যায় এদিকে লক্ষ্য রেখেছি। এই ১৩ শত মাইল বাংলা এবং পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সেখানে আমাদের শুধু যে বর্ডার আউট পোস্ট আছে তা নয়, বর্ডার আউট পোস্ট-এর শক্তি সম্বন্ধে অনেক বন্ধু যে উক্তি করেছেন, কিন্তু তাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই যে, বর্ডার আউট পোস্ট-এ আমাদের কিরকম শক্তি আছে এবং সম্প্রতি সেই শক্তিকে আমরা আরো বাড়াবার চেষ্টা করেছি, সেই শক্তি বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করছি এবং যানবাহন রাস্তা-ঘাট মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার বর্ডার-এ নেই এ কথা ঠিক কিন্তু ঐ সমস্ত জায়গায় সুপ্রশস্ত রাজপথ বর্ডার এলাকার ধার দিয়ে ৫ মাইলের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখান থেকে বর্ডার আউট পোস্ট-এ যাবার ফিডার রোডের ব্যবস্থা করেছি যাতে অতি সহজেই সেখানে প্রয়োজন হলে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে পাঠাতে পারি। আন্তর্জাতিক রীতি এবং নীতি অনুসারে আপনি জানেন স্পীকার মহোদয়, যে ৫ মাইলের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ সম্ভবপর নয়, সেটা আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ। কাজেই সেখানে সৈন্য সমাবেশ প্রয়োজন হলেও সম্ভবপর নয়। আমাদের কোন এ্যাগ্রেসিভ ডিজাইন নেই, কিন্তু তাই বলে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে দায়িত্ব সরকারের আছে। এখানে ঔদাসিন্যের স্থান নেই, এখানে কমপ্লেসেন্সি, প্রয়োজনের প্রশ্ন আসে না। আজ সরকার তার দায়িত্ব সম্বন্ধে শুধু যে কেবল সচেতন তা নয়, সেই দায়িত্বকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। আপনারা জানেন আমাদের একাধিক পুলিশ বাহিনী ব্যারাকপুরে রয়েছে শুধু আমাদের সীমান্ত সংশ্লিষ্ট যে-সমস্ত আউট পোস্ট, সেখানকার যে পুলিশ সমাবেশ হয় তাদের ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্য আরো অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা রয়েছে। এবং তাদের নানা-সামরিক কায়দায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। আমরা সৈন্য সেখানে পাঠাতে পারি না। বহরমপুরের কথা যদি বলেন, সেখানে যে-সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চল, চর এলাকা, আমি বিস্তৃতভাবে সে-সমস্ত এলাকা দেখে

এসেছি এবং সেখানে আমাদের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাদের সৌর্য-বীর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু আমাদের নয়, এমন কি সকল সংবাদপত্রে তারা প্রশংসা অর্জন করেছেন।

সকল সংবাদপত্রের প্রশংসা অর্জন করেছে এবং তাদের সঙ্গে যে-সমস্ত বাহিনী ছিল ব্যক্তিগতভাবে নানা প্রশ্ন করেছিল, তাদের সঙ্গে যখন আলোচনা করি, তারা যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছিল তাতে সেই-সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলে চর রাজানগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেখানে আমাদের পক্ষে সভা করা সম্ভবপর হয়েছিল, সেখানে আগেকার দিনে গুলি চলেছে এবং শুধু যে পুরুষ মানুষই সভায় উপস্থিত ছিল তা নয়, অনেক মহিলাও ছিলেন, যাঁরা গুলিবর্ষণের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্থানান্তরে চলে গেছলেন, তাঁরা অনেকেই ফিরে এসেছিলেন। এবং সভায় আমাকে বললেন যে, বাইরে দু-চারজন যারা রয়েছে- আজ যে অবস্থা দেখছি, পরিবেশ দেখছি, সরকারের যে ব্যবস্থা দেখছি, যে আয়োজন আমরা দেখছি তাতে আমাদের আর কোন সংশয় নাই, আমাদের কোন উদ্বেগ নাই, আমরা আবার ফিরে এসে চাষবাস করবো। বর্ডার অঞ্চলে বিশেষতঃ চর অঞ্চলে সীমারেখা অনেকটা কাল্পনিক। এমন ঘটনা রয়েছে যেখানে এক অংশ ক্ষেতের পড়েছে পাকিস্তানে আর এক অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে, তারা যখন ফসল কাটতে যায় তখন পাকিস্তানে যেয়ে ঢুকে পড়ে, সেইরকম পাকিস্তানেরও যারা অধিবাসী তাদেরও অনেকের জমি আমাদের দিকে রয়েছে কিন্তু ভ্যালিড পাসপোর্ট অর ভ্যালিড ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে যে তারা চলাফেরা করে তা করে না। তাই আমরা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার সকল কিছু আয়োজন আমরা করেছি এবং স্পীকার মহোদয়, আপনি বোধ হয় জানেন, সেখানে আমাদের অনেক সৈন্য বাহিনী রয়েছে, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য, ইন এইড অফ দি সিভিল পাওয়ার—মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে সেদিন বলেছিলেন, সেখানে তারা শিবির সন্নিবেশ করেছে এবং তারা থাকার ফলে মুর্শিদাবাদ শহরে এক সভা আহ্বান করেছিলাম, তাতে আমাদের অনেক বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, বিরোধী পক্ষের শশাঙ্কবাবু এবং আরও বহু ছিলেন। তাঁদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আজকার দিনে কি আর কোন আতঙ্ক বা উদ্বেগের কারণ আছে বলে আপনারা মনে করেন? তাঁরা স্পষ্টভাবে আমাকে জানিয়েছিলেন এখন মুর্শিদাবাদের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মনোবল ফিরে এসেছে। তার ফলে আবার গিয়ে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ তারা করছে।

মুর্শিদাবাদের পরে নদিয়ার কথা। নফরচন্দ্রপুর থেকে কিছুদিন আগে আমাদের দুজনকে পুলিশ বাহিনীর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানেও এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে পাকিস্তানের হানাদার-হামলাদাররা সেদিকে আসছে না। আর একটা কথা, কোন কোন সদস্য তুলেছেন, আমরা সেখানে রিলিফ-এর ব্যবস্থা করি নি। রিলিফের ব্যবস্থা আছে, সরকার রিলিফ-এর ব্যবস্থায় কোন কার্পণ্য ঘটবে না, এমন কি লালগোলায় যে-সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার আবার উদ্বাস্তু হয়ে ফিরে এসেছে বিশেষ করে মৎস্যজীবী ভাইয়েরা, তাদের সকলকে আমরা লালগোলার কাছে থাকবার জন্য তাঁবুর বন্দোবস্ত করেছি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে তাদের ডোল দেওয়া হচ্ছে।

[7-5—7-10 p.m.]

তারপর ভারত-সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যাতে এরা উদ্বাস্তু পর্যায়ভুক্ত হতে পাবে। যাতে তাদের সাহায্য দিতে পারি, রিলিফ দিতে পারি, সে বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছি।

মনোবলের কথা বলেছেন। মনোবল কেবল সরকারী সাহায্যে, পুলিশ বা সশস্ত্র সৈন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না, জনতার মনোবল রক্ষার সহজ উপায় যা, সেই উপায় অবলম্বন কোরে সীমান্তে যে-সমস্ত রক্ষীবাহিনী রয়েছে, তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। দেশবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা করবার জন্য নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে অনেকগুলি রক্ষীবাহিনী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে সীমানা রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তে যে-সব রক্ষীবাহিনী সুনামের সঙ্গে কাজ করছে তাদের অনেককে

আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েছি এবং তারা তার সদ্ব্যবহারই করেছে; কোনরকম অপব্যবহার করেছে এ-কথা শুনি নি।

এই প্রসঙ্গে মাননীয় জ্যোতিবাবু এবং মাননীয় পাঁচুবাবু যে দুটি সংশোধন প্রস্তাব এনেছেন সে-সম্বন্ধে বলি যে, আমরা এই বিধানসভায় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। কাজেই তার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে, এবং যে প্রস্তাব নরেনবাবু এনেছেন, এবং আমেরিকান অস্ত্র সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লোকসভায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং আমেরিকাকে জানিয়েছেন। আমেরিকা যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন, সেই-সবের কোন অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে না, এ আশ্বাস আমেরিকান সরকার থেকে পাওয়া গেছে। এ-কথা আমেরিকান এ্যাম্বাসাডোর জানিয়েছেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

নরেনবাবু বলেছেন, আমেরিকান বুলেট হাজার হাজার পাওয়া গেছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমেরিকান বুলেট কিরকম জানি না, বা তার এক্সপার্টও নই।

Mr. Speaker: The amendments are not pressed. So, I shall put the resolution to vote. I take it for granted that there will be no division—it will be passed unanimously by the House, in any event.

The motion of Sj. Narendra Nath Sen that whereas the frequent attacks and firings by Pakistani armed forces on the borders of West Bengal in the districts of Murshidabad and Nadia, looting of crops and other properties of Indian nationals, abduction, assault and killing of Indian citizens have created great panic and dislocation in these areas and whereas in the opinion of this Assembly immediate steps should be taken by the Government in order to protect the lives and properties of the Indian people and to create confidence in the minds of the people of this area, this Assembly requests the Government of West Bengal to immediately take up this matter with the Government of India so as to take all measures for the safety of the lives of the people, to give relief to the affected people and to enthuse the people of the areas with a spirit of self-reliance and determination to meet the distressing situation was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The resolution is passed unanimously.

The House is adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-10 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 26th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 26th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Dy. Speaker (SHRI ASHUTOSH MULLICK) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 8 Deputy Ministers and 201 Members.

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

[3—3-10 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that in view of the fact that Article 45 of the Constitution calls for free and compulsory education throughout the State for all children until they complete the age of 14 years by 1960, this Assembly is of opinion that Government should without delay appoint a Committee to find facts relating to primary education in the State and to recommend suitable measures for the implementaton of the directive principle enunciated in the aforesaid Article of the Constitution by the end of August, 1959.

আমি এই প্রশ্ন উত্থাপন করছি এইজন্য যে, আমাদের কনস্টিটিউশন-এর আর্টিকেল ৪৫-তে বলা হয়েছে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে যাতে সারা দেশে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায় সেইরকম ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য এই আর্টিকেল ৪৫- এটা ম্যান্ডেটোরি প্রভিশন নয়, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল তাহলেও এর গুরুত্ব খুব বেশী। সেইজন্য এখন আমাদের দেখা দরকার যে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের রাজ্যে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেই ব্যবস্থায় এই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য কতখানি উপযোগী এবং কতখানি উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ১৮৬৮ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি আছে তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁদের পলিসি স্টেটমেন্ট-এ এনেছিলেন যে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে মহামতি গোখলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য একটা বিল এনেছিলেন এবং কংগ্রেসের জন্মদিন থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য আন্দোলন ও প্রস্তাব গ্রহণ কংগ্রেস করে এসেছেন।

তারপর ১৯৪৮ সালে দেখা গিয়াছে যে, তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এলিমেন্টারি এ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। আমাদের কনস্টিটিউশন-এও ঠিক এই এলিমেন্টারি ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন-এর রাইট প্রত্যেক মানব-শিশুর আছে এ-কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নি। অবশ্য স্বাধীনতা আসবার পর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এদেশে যে ব্যবস্থা ছিল তার চেয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। স্কুল-বোর্ড তখন মাত্র কয়েকটি জেলাতে ছিল। দেশ বিভাগের পর, এবং দেশ স্বাধীন হবার পর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকজেলায় স্কুল-বোর্ড প্রবর্তিত হয়েছে এবং স্কুলের সংখ্যাও আগে যা ছিল তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে স্পেশাল কেডার স্কুল অনেক করা হয়েছে, কিন্তু স্পেশ্যাল কেডার স্কুল করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য ততখানি হয় নি, যতখানি শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকারত্ব দূরীভূত করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। যতটুকু হয়েছে তাতে একদম কিছু হয় নি বলি না, কিন্তু যতটুকু হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যে স্কুল হয়েছে তাও প্রত্যেক জেলায়

লোক-সংখ্যার অনুপাতে সমান নয়। যে স্কুলগুলি হয়েছে তা শতকরা ৫০ জন ছাত্রের পক্ষেও উপযুক্ত নয়। আর যে-সমস্ত ছাত্র যায়, তার মধ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ যেন ভদ্রলোকের বা বর্ণ-হিন্দুর ছেলে। যারা তপশীলভুক্ত তাদের ছেলে যায় খুব কম এবং তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যবস্থাও কম। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে সরকার অনেক কথাই বলেন কিন্তু মেয়েদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্কুলের ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করলেন না। স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষক বেড়েছে, কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় ডিস্ট্রিবিউশন যদি দেখা যায় তাহলে দেখি বিভিন্ন এলাকায় ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য এবং বিভিন্ন উপজাতি এবং তপশীলভুক্ত জাতি অর্থাৎ সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইবস-এর দিক থেকে বিচার করলে স্কুলের ডিস্ট্রিবিউশন খুব অনুপযুক্ত।

বর্ধমান জেলার সদর সাবডিভিশনে যত স্কুল আছে, তার হারাহারি হিসাব নিলে, আর বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের পরিচালনায় যত স্কুল আছে, সেখানকার পপুলেশন আর এরিয়ার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক জায়গায় ঠিকমত স্কুল নাই। তাহলে স্কুলের ডিস্ট্রিবিউশন যে এরিয়া বা পপুলেশন যে-কোন দিক থেকেই বিবেচনা করা যাক - শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে তা খুব অপর্যাপ্ত। শিক্ষকের সংখ্যাও ঐরূপ। বর্তমান ব্যবস্থায় দেখা যায় ৬০ জন পর্যন্ত ছেলে না হলে কোন স্কুল দুটি প্রাথমিক শিক্ষক পাবে না। আর ৩-টি শিক্ষক দিয়ে ১৩৫-টি ছাত্রকে পড়াতে হবে। এটা ঠিক যে, শিক্ষকের পক্ষে ছেলেদের দিকে মনোনিয়োগ করা এতে আদৌ সম্ভবপর নয়। উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া ত দূরের কথা, যে-সমস্ত শিক্ষক আছেন তাদেরও উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নাই। আর যে ট্রেনিং স্কুল সে দুরকমের এক বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একরকম দেওয়া হয়, আর জি. টি. ট্রেনিং আর একরকম দেওয়া হয়। শিক্ষার আদর্শ এবং মেথড এই নিয়ে খুব গোলযোগ রয়েছে।

[3-10—3-20 p.m.]

সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার রূপ হবে বুনিয়ার বেসিক--এটা স্বীকার করা হয়েছে। এটা স্বীকার করা হলে সাধারণ প্রাইমারী স্কুলকে নিম্ন-বুনিয়াদীতে কন্ভার্ট করা হচ্ছে। কিন্তু এটা যেন মনে হয় হাফহ্যাজার্ড, এতে যেন কোন পলিসি নেই। কিরকম করে বর্তমান ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা যায় এর জন্য খুব বেশী একটু কিছু করা দরকার হয় না। গ্রামাঞ্চলের জন্য রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট, কোলকাতার জন্য একরকম এ্যাক্ট, আবার মিউনিসিপ্যালিটির জন্য আর একরকম আইন। সেকেন্ডারী বোর্ড অফ এডুকেশন যেমন আছে তেমনি প্রাইমারী বোর্ড অফ এডুকেশন করা উচিত। এই প্রাইমারী এডুকেশন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যদি অরগানাইজড করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় কাজ ভালই হবে। অর্থাৎ এইরকম রিসোর্স নিয়ে বোর্ড তৈরী করা হলে কাজ এখানে বেশী হবে। এটা কি মেথডে হবে সে-সম্পর্কে গভর্নমেন্টের জানতে কোন অসুবিধা হয় না। বোলপুরের শিক্ষানিকেতনে এ-বিষয় নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলছে। এখানে দেখা গেছে যে, তপশীলী এবং উপজাতির ছেলে-মেয়েদের যদি শিক্ষা দিতে হয় তাহলে এদের অন্ততঃ একবেলা খেতে দিতে হবে, বই দিতে হবে। এদের সন্তানদের অল্প-বয়স থেকে অপরের বাড়ীতে কাজ করতে হয়। সুতরাং এদের যদি খেতে এবং বই দেওয়া যায় তাহলে তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা যেতে পারে। ১৯৬০ সাল তো এসে গেল, এখন এই ব্যবস্থার পুরোদস্তুর পরিবর্তন করা দরকার। সরকার সমস্ত তথ্য জেনে যদি সমগ্র পশ্চিম বাংলার জন্য এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটা কমিটি নিয়োগ করুন এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Mr. Deputy Speaker, Sir, I wholeheartedly support the resolution that has been moved by Shri Phakir Chandra Ray. The resolution consists of two parts. First, free and compulsory eight-year course of education as embodied in the directive principles of our Constitution, and, second, setting up of a Commission to go into the conditions of

primary education in West Bengal mainly for the purpose of implementing the directive principles of the Constitution as well as, I believe it is an implied thing, of improving upon the conditions of the present system of primary education.

Sir, primary education is the foundation on which the whole structure of education is based. If the foundation is weak there is the danger of the whole building collapsing. Therefore, the foundation must be strong. I know, immediately the question of quality and quantity would be raised, but I say, Sir, it is a false cry, because when I say that the education should be made compulsory for all boys and girls for eight years that means the quantity is hundred per cent., and it is so obvious that I do not like to lay stress on it. If we want to improve the quality I cannot understand where is the objection if the quantity is hundred per cent. Do you mean to say that after keeping only quantity there should be no consideration for quality? Then there would be chaos in education. If quantity is hundred per cent. I cannot make it one hundred and five—of course I remember during our school days some Maulavi Sahebs used to give 105 marks to some students in 100 We cannot do that. So, quantity can be hundred per cent. but the quality should be there

Then there is no conflict between quality and quantity here. It must be absolutely clear But at the University stage or the higher stage we have got to limit. It has been said that only in bourgeois countries or capitalist countries there is restriction. But even in Russia where they spend a huge amount of money on education there is restriction. I have got the Soviet Budget for 1958 from U.S.S.R. Information Service. They have spent for education, primary and secondary, for 1958 69 thousand million roubles, one rouble being ·861 Indian rupee. That means it is more than 5 thousand crores of rupees for primary and secondary education. For education in science it is only 15 thousand million roubles. That means 13 hundred crores of rupees for scientific education The population of Russia is 20 crores and our population in West Bengal is 2·8 or 2·9 crores. I have consulted the budget speech of the Chancellor of Exchequer of Great Britain for 1958. They spent 435 millions for school education, primary and secondary education and 49 million sterling for the University education Federal Germany spent 7,100 million deutsch marks. That means about 840 crores and their population is 5·1 crores. That is their education budget In India currency about 94 crores is only for scientific education at the University level. So we cannot base our educational system either on Russia or on America or on Federal Germany or on Great Britain even We have not got the resource and I do not know whether even in the foreseeable future we shall have that resource. We cannot spend 400 crores for education within 25 or 30 years in West Bengal. So we cannot ask our Education Minister to plan his budget on the model of either Germany or England or America or Russia. America and Russia spent almost the same amount, more or less the same amount. I could not get the complete picture from the American Embassy. The figure that I got was of 1953. That is about 5 thousand crores of rupees in Indian currency. Their population is 16 crores. So that is the picture. Anybody who says that we must do on the model of European countries is living in a Utopia. We cannot have it. But at the same time we must base our education in such a way that all people may have equal opportunity so that we may not create a Herrenvolk class. It must be clear. That is the objective of socialist society. Therefore, I say, Sir, that between the age group of 6 and 14 education should be compulsory and free. I know that there is difficulty as my friend Sj. Phakir Chandra Roy has said and many other members in the past have said that. On economic grounds, the Harijans and Scheduled Castes or Scheduled Tribes,—and not merely the

Scheduled Castes or Scheduled Tribes—and I have seen even Brahmins in Bankura cannot go to school on financial grounds. So there are many who cannot go to school on financial grounds. Unless the financial condition of the people be improved, even making it compulsory will sometimes be a harsh thing and an oppression on the people.

[3-20—3-30 p.m.]

But we have got to do it. At some stage or other, we must begin. We must plan for ten years. I will forget the past seven years if our Education Minister wants to begin from now—not from 6 to 11, but 6 to 14; because if it is from 6 to 11, what I really find is that most people lapse into illiteracy. Not merely that; the number of students in class I is almost four times the number of students in class V. That means there is huge wastage. They come in class I and disappear after some time, some after two years, some after three years. Those who have studied only for two years or three years are bound to lapse into illiteracy. I have not got the up-to-date figures, but the West Bengal Government have published some papers upto 1953. I have got that. There, the ratio between class I and class IV is 4:1. That is the ratio. That means tremendous wastage. We have slender resources, and we cannot afford to waste our slender resources. It must be made absolutely clear that those boys who come in class I, it must be compulsory for them to remain upto the end. Otherwise it is tremendous wastage. Financial implication of course is there. It is a great thing. Even our Prime Minister has said that when it was introduced in the directive principles of our Constitution he did not fully realise the financial implication of it. It is a strange thing for the Prime Minister to say it. But, I know the financial implication of it. In West Bengal, from 6 to 14 it is likely to be 3·5 million students; one-eighth of the total population is generally counted. On that basis 3·5 million students, and the number of teachers should be 1 lakh. 35 students per teacher. My friend Shri. Phakir Ray was objecting to 40 students per teacher, but I say, Sir, that even in rich countries, like Germany, there are more than 30 students in a class; 35 students in a class. I believe in Denmark it is still more. So we need not grumble; but we must have efficient teachers. That is the thing, and we must pay them properly also. It is not merely to say, "Oh, education is a noble profession. Teachers should do this and do that." But teachers have also got their stomach. Teachers cannot live on air and they have their families to look after. Therefore, they should be properly paid, as properly as people in other departments. If the Education Secretary requires Rs.2,750 and members of his family requires sufficient balanced diet, teachers also require that. These are the elementary things on which there should be no difference between the teacher and the Education Secretary or the Education Minister. So, the minimum should be there. And, if the average is Rs.125 per month, it will come to Rs.15 crores annually. For buildings and equipments, another Rs.5 crores. So, Rs.20 crores would be necessary for primary education, upto the age of 14. And out of these 20 crores I know—for 6 to 11 years, as is reported in the press, our Education Minister has said,—6 crores of rupees are spent, out of which Government spend 4 crores and 2 crores come from other sources. That is the report in the press. And if it goes up to fourteen then instead of six crores it will be ten crores. Out of that, six and a half crores are spent by the Government and three and a half crores comes from other sources. So if it is twenty crores then the Government will have to find rupees twelve or thirteen crores instead of six and a half crores. So that six and a half crores is the necessity and our Government should see to it that this very

important thing is looked after and there is reduction in other departments. But no system of education can thrive—and in fact, no system anywhere could thrive—unless the men who run the system are efficient. Unless the teachers are efficient, however, good the system may be, that system will not work whether it is a multi-purpose school or an American 12-year system or German 13 years system—nothing will work unless the teachers are efficient. Now, what has been done to make the teachers efficient? My friend Sj. Phakir Ray has referred to the special cadre teachers and the "educated unemployed". But then they suffer from inferiority complex. As soon as a man is labelled "educated unemployed", he is appointed as a teacher. Appoint a teacher as a teacher. If he is qualified, appoint him as a teacher. If he is not qualified, don't dump him in the Education Department and spoil our future generation. You have no right to spoil the future generation. Make those persons permanent if they are qualified. If you are going to spend for education, make them good teachers, but do not give them the label of "educated unemployed" and appoint them. They will suffer from inferiority complex. They are bound to fail as teachers.

Then, Sir, there should be equal opportunity for all. As I have said before, at the higher level, at the University stage in every country there are less number of students. In Germany there are 6.6 million students in the primary schools and secondary schools, 2.4 millions in the vocational schools, but only 1 lakh 40 thousand at the University level. So it must be clear to us that at the University level there should be a limitation. But where should be the restrictions? Today what happens? The restriction is there, but it is restriction on financial grounds. I propose that there should be no restriction on financial grounds. There should be restriction on grounds of merits only. That means poor students, sons of rich men, sons of poor men and teachers—everyone should be given an equal opportunity. If a student is a son of a poor man Government should give him stipend amounting to Rs 75 or even Rs 100. I am sorry to see, Sir, that a scholarship which was Rs 25 before has been reduced to Rs 20 now although the money value has become less. I hope our Education Minister will remember that while we were students the scholarship was Rs.25 for the I.A. student, but now it has been reduced to Rs 20. Therefore, I say that stipends should be more—Rs 75 to Rs 100. Even in a rich country like Germany they give sufficient number of stipends. In Great Britain 75 per cent of the students reading in the University get some stipend or the other. Therefore, make it an equal opportunity for all. But today what is going on? Anybody who says that the present system should go on, I must say that he is the spokesman for the sons and teachers of the intellectual bourgeoisie and he will only represent the intellectual bourgeoisie class. That should not be here. It should be for all.

Then, after independence some idea has developed which we consider as an epidemic. It is a sort of disease creation of new Herrenvolk schools. The Education Minister, Chief Minister—everybody begins to say that this kind of school is very good, that kind of school is very good which has a monthly school fee of Rs 50 or Rs 30. Sir, only the sons of bourgeoisie class and the wards of the aristocrats can go there.

[3-30—3-40 p.m.]

This should be abolished. In England even there is a move—an agitation for removing schools like Harrow and Eton. They say only sons and daughters of the bourgeoisie read there. Our Education Minister is shaking his head. I had a talk with Mr Gaitskell on this point and he says the Labour Party is against it. He said by examination students should be taken and if there are sons of poor men the State should give them money.

He told me that they wanted to abolish these schools like Harrow and Eton. They say that equal opportunities should be for all and not merely that, if one student gets 2 or 5 marks less, he should be given more care and attention. Sir, after our independence when we claim and shout from every platform that ours is a socialistic State when we must not have these Herrenvolk schools and we must vehemently protest against this sort of schools. Our Education Minister's children would go to schools like Loretto. Let the educational system as a general improve. Of course our Minister can say that to these Loretto and other such schools the entry will be forbidden of the ordinary people. Only Congress bourgeoisie and higher Government bourgeoisie will send their children there. So, I say that so far as this thing is concerned it should be stopped by legislation—these schools where Rs.50 is charged for fees and where there is one teacher for 9 students—these schools should be abolished by legislation and equal opportunities should be given to all if you want to establish a socialistic society. This sort of class-consciousness—that these are Birla's sons and they are the sons of such and such people they are reading here,—should be abolished.

There is another question—medium of instruction. Sir, in this House we passed a resolution unanimously to which our Education Minister was a party and our Speaker and the Chairman of the Council also were there when we drafted the resolution. We said that medium of instruction should be Bengali. The other day our Education Minister when we were talking about the medium of instruction in the University got up and said that it was the function of the University to decide what should be the medium of instruction there. Sir, he is entirely wrong. University is autonomous subject to the statutory form here but if he says that the University is absolutely autonomous, they can do anything they like, then I do say, Sir, our Education Minister should be functus officio because if you have the medium of instruction in Bengali at the lower stage and then all on a sudden in the University stage if you introduce English, those students who did not have English will not understand the lectures delivered in English. You will be spoiling their career. When the resolution was passed either he was ignorant or unconscious of his power or he passed with some mental reservatiaon. He was a party to the resolution. Why did he not point out then that you have no power to pass the resolution?

Sir, we passed the resolution unanimously. Then the Education Minister gets up and says "We have no power". What is this? Of course, we have the power. If we, the representatives of the people, have no power to change the educational system and direct the educational policy, I cannot understand wherefrom those powers of the University come. Are they from the air? We have every right to do so, we have every right to direct them that Bengali will be the medium of instruction up to the highest stage. If the Education Minister has any doubt on this point, he may consult the High Court or the Supreme Court. Even if it is so, we can change the rules, we can pass an Act—University Act—and we can do it and we must do it, otherwise there is no hope.

In today's paper—I believe it is Ananda Bazar Patrika—there is a report that a Primary School Inspector went to visit certain schools and in six schools he found no teacher. I know this is the condition of primary schools in many parts of the State. If we think simply by seeing the figures—so many thousands, so many lakhs—that we are quite all right, then I am sure we will be living in a fool's paradise. Sir, that is the condition in many places. Schools do not exist, but still the teachers are drawing their salary. That is the report I have received. In many places, one man is appointed as teacher and he appoints somebody else as his substitute on half the salary and he is doing other jobs, such as going to

the court and acting as tout and so on. I know this. These are the facts of our primary schools. So, we must not simply say that everything is all right.

Therefore, Sir, I wholeheartedly support this resolution. I hope our Education Minister also will support this resolution and he will have the guts and try to get a little more money from the Finance Minister and make education compulsory with qualified teachers—not dumping the educated unemployed as teachers. I must say that our Matriculates—most of them pass in the third division—cannot write even two sentences of Bengali correctly, not to speak of English. They cannot write two sentences of Bengali correctly, and to dump them as teachers will be committing suicide on behalf of the nation—you will thereby be jeopardising the interest of not merely this generation but of the future generations. So, in the name of the future generations, in the name of the children of Shri Bijoy Singh Nahar and his grandchildren, I would appeal to the Education Minister to make education compulsory for all and with qualified teachers. Sir, I wholeheartedly accept this resolution.

Sir, with these words I close.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that in lines 4 to 7, for the words beginning with "appoint" and ending with "August, 1959", the following be substituted, viz.,—

> "a Primary Education Commission consisting of eminent educationists and teachers' representative. The Government should also immediately adopt suitable measures providing, among other things, for—
>
> (i) the formation of a State Board of Primary Education consisting mainly of educationists and the representatives of teachers and guardians which will formulate policy and supervise its implementation,
>
> (ii) reconstitution of the existing District School Boards on the above principle, and
>
> (iii) a decent and uniform scale of pay and conditions of service for all teachers in Primary Schools."

স্যার, আমি আমার সংশোধনীটা আর পড়ছি না তাতে খানিকটা সময় বেঁচে যাবে। ফকিরবাবুর প্রস্তাবের যে মূল উদ্দেশ্য তার সমর্থনে আমি এই সংশোধনী দিয়েছি, কারণ তাতে ফকিরবাবুর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করার সাহায্য করবে। আমার এই সংশোধনীর তিনটি অংশ, একটি হল প্রাইমারী এডুকেশন কমিশন গঠন করুন, দ্বিতীয় হচ্ছে স্টেট বোর্ড অফ প্রাইমারী এডুকেশন গঠন করুন, তৃতীয় হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডগুলিকে ঐ প্রিন্সিপল-এ গঠন করতে হবে, যেটা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কাজ করবে, আর এ ডিসেন্ট এ্যান্ড ইউনিফর্ম স্কেল অফ পে এ্যান্ড কন্ডিশনস অফ সার্ভিস।

প্রথম আমি এই জিনিস বলতে চাই যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বহুবার এখানে বলা হয়েছে, সময় অল্প তার আর পুনরাবৃত্তি করবো না। কিন্তু একটা শুধু বলতে চাই—প্ল্যানিং কমিশন ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত করেছেন, সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলকে কাজে পরিণত করা বাস্তবে সম্ভব নয়, এ-কথা আমরা মানতে রাজী নই। ইচ্ছা থাকলেই করা যাবে। কাজেই এর জন্য কি প্রয়োজন, কি ফাইনেন্সিয়াল ইম্পিলিকেশন সেটা ১৯৫৯ সালে বোঝা ও বুঝে আমাদের দেবার চেষ্টা করছেন, শিক্ষামন্ত্রী বা সরকারের কর্ণধারেরা তা আমরা বুঝতে রাজী নই। তারপর যে ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি যে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত ছেলেদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন

করছি কাজেই সেখানে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন দাবী না কোরে আমরা দাবী করছি রাজ্যের ভিত্তিতে, এবং সেটা করা সম্ভব। কারণ, রাজ্যের ভিত্তিতে আগে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে যে কমিশন করেছেন, সেইরকম এখানেও প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন করার কোন বাধা নাই। প্রাথমিক শিক্ষা আজ যেভাবে চলেছে, বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যক্রমের ভিতর সামঞ্জস্য নাই, কোনরকম নির্দিষ্ট সিলেবাস নাই, কিউরিকুলাম নাই; যা পড়ান হয় সেটা বাস্তব-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। জনসাধারণের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার নামে মস্ত বড় ধাপ্পা চলছে, এর একমাত্র কারণ হ'ল জনসাধারণ সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গী এদের মধ্যে আজও রয়ে গেছে। ডাঃ ঘোষ বলে গেছেন ওয়েস্টেজ-এর কথা। আমি বলছি ওয়েস্টেজ-এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস, প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেটাকে সমস্ত শিক্ষাবিদ্ বলেন স্ট্যাগনেশন। এর বিভিন্ন কারণ দেওয়া হয়েছে তার ভিতর আছে—যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের যোগ্যতার অভাব; দ্বিতীয়, আর একটা জিনিসও রয়েছে ইরেগুলার এ্যাটেন্ডেন্স, সঙ্গে সঙ্গে—

overburdened by defective curriculum, faulty method of examination, wrong conception of standard of education

ইত্যাদি অনেক জিনিস রয়েছে। এইসব বিরাট সমস্যা জমা হয়ে রয়েছে, বৈদেশিক শাসনের আমল থেকে। সেই জঞ্জালকে দূর কোরে, জনসাধারণের শুভবুদ্ধিশক্তিকে গঠিত কোরে, প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদ শক্ত কোরে গড়ে তুলতে চাই। তাহলে নূতন কোরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমগ্র সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিচার কোরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই জিনিসটাকে সব চেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে কটা স্কুল বাড়ল, কটা ছাত্র হল এর চেয়েও বড় জিনিস প্রাথমিক শিক্ষার মারফৎ কি শিক্ষা দেওয়া হল, সেটা শিক্ষার্থীদের কতখানি যোগ্য ক'রল, এর সঙ্গে আরও অনেক বাস্তব সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যাগুলির কথা বলতে গেলে সময় বহু হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন যদি গঠন করা হয়, এবং তারা যদি এই সমস্যাকে বিস্তৃতভাবে দেখেন তাহলে জনসাধারণের আর্থিক সমস্যা অভিভাবকদের সমস্যা বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা গ্রামের সমস্যা, সমস্ত কিছু মিলিয়ে, এই জিনিস করা যেতে পারবে। তৃতীয় কথা হল আমি সংশোধন প্রস্তাবে দাবী করেছি যে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড অবিলম্বে গঠন করা হউক। তাকে আইনসঙ্গত করবারও ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ফকির রায় করেছেন। এর প্রয়োজনের কথা এখানে বহুবার বলা হয়েছে, আবার তার পুনরুল্লেখ করছি। শিক্ষাক্ষেত্রে দুরকম জিনিসের জন্য করতে হবে। একটা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, আর একটা শহরের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। এ দুয়ের ভিতর কোন সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই। শহর অঞ্চলে, এমন কি কলিকাতার মত জায়গায়ও ভিন্ন ভিন্ন সীমা থেকে বার বার অভিযোগ করা হয়েছে যে কলিকাতায় যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে সেখানকার পাঠক্রম সম্পূর্ণ আলাদা। তাই শিক্ষার ও নিয়ম কানুনের ভিতর বিশৃঙ্খলা চলেছে। এখানে শিক্ষকের ঘাড়ে দোষ চাপালে চলবে না। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যে গাফিলতী শিক্ষা-দপ্তর এবং সরকার করে এসেছেন, তার ফলে ঐ অবস্থা তো হবেই। যাঁরা এখানে সুন্দরভাবে অধিষ্ঠিত আছেন, নিজেদের ছেলেদের জন্য পাবলিক স্কুলে ব্যবস্থা করছেন, তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার উপর যে দৃষ্টিভঙ্গী দিচ্ছেন তা ঐ প্রাথমিক শিক্ষক, যাঁরা জীবিকার দায়ে চাকরী করছেন, তাঁদের থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। তাহলে শিক্ষকের যে মহান ভূমিকা, তাতে তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন, এই পরিবেশে, এ আশা করা নিবুদ্ধিতা এবং আইন অনুযায়ী এ আশা করা প্রতারণা বা ভণ্ডামী। তারজন্য আজকে প্রয়োজন সমস্ত রাজ্যের জন্য গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে নয় শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিয়ে শিক্ষা বোর্ড গঠন করা এবং জেলা স্কুল বোর্ডও নূতনভাবে গঠন করা। আজ জেলা স্কুল বোর্ডে একজনও শিক্ষক প্রতিনিধি নাই। যে পদ্ধতিতে নেন তাকে একটা ধাপ্পা বলতে বাধ্য হচ্ছি। নিয়ম কি? না, সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, অমুক দিন, অমুক কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে হবে। তাদের সেজন্য ভাতা দেওয়া হয় নি; আসবে কি কোরে? নিয়ম ত এসে ভোট দিতে হবে।

[3-50—4 p.m.]

তার জন্য তাদের কোন ভাতা দেওয়া হয় না বলে তারা আসতে পারে না। সুতরাং তারা এখানে ভোট দিতে পারে না। একজনের নাম দিয়ে কোনরকমে একজন লোক সেখানে শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে গেল। অতএব যদি সত্যি সত্যি শিক্ষক প্রতিনিধি নিতে হয় তাহলে তাকে ভোট দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক জেলাতে যেখানে শিক্ষক সংগঠন জোরদার নয় সেখানে নির্বাচন না করেই এ'রা মনোনয়ন করে নেন। সেজন্য বলব যে, আপনারা এই প্রহসন শেষ করে জেলা স্কুল বোর্ডকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করুন অন্ততঃ, এখানে ½ অংশ শিক্ষক প্রতিনিধি নিন এবং বাকিটা অভিভাবকদের, শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হোক। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে—মিউনিসিপ্যাল সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে প্রাইভেট স্কুলের কোন সামঞ্জস্য নেই। এই সামঞ্জস্য করবার জন্য জেলা স্কুল বোর্ডকে এমনভাবে গঠিত করতে হবে যাতে সে জলার অধীনে যে শহর এলাকাগুলি রয়েছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে দিয়ে রাজ্য-বোর্ডে নীতি নির্ধারিত করতে হবে এবং জেলা বোর্ডগুলি এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে কাজে পরিণত করবার দায়িত্ব নেবে। এই ব্যবস্থাকে অবিলম্বে সংশোধন করে আইন প্রণয়ন করা দরকার। শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে আমার পরবর্তী বক্তা বলবেন, কিন্তু শিক্ষকরা যে ১০০ টাকা ন্যূনতম বেতন দাবী করেছেন, সেটা তাঁরা হঠাৎ করেন নি। জাকির হোসেন কমিটি যেটা ১৯৫৯ সালে গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটি নিম্নতম বেতনের যা সুপারিশ করেছিল, সেই অনুসারে যদি আজ মূল্যমানের হিসেব আমরা দেখি তাহলে ১০০ টাকা ন্যূনতম বেতন তাঁদের হওয়া উচিত। নিম্নতম বেতনের সংগে সংগে এ-কথাও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, শিক্ষকদের আপনারা যোগ্য মর্যাদা দিন -তাঁদের একটা শোষণের যন্ত্র হিসাবে, কেরাণী হিসাবে বিচার করবেন না। কিন্তু সে জিনিসই করা হচ্ছে। জেলা স্কুল বোর্ড শিক্ষকদের অকারণে অপদস্থ করেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁদের বদলী করা হয় ইত্যাদি নানাভাবে তাঁদের হয়রানী করা হচ্ছে। আজ এঁরা কথায় কথায় বলে থাকেন যে, শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্য শিক্ষকদের যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সমর্থন করি না। কিন্তু শিক্ষকদের জাতি-গঠনের যে ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা যদি তাঁদের দিয়ে পালন করাতে হয় তাহলে তাঁদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে। আপনারা শিক্ষার সংস্কার করছেন, কিন্তু কোন স্তরে আপনারা শিক্ষকদের কি কোন পরামর্শ নিয়েছেন? জেলা স্কুল বোর্ডে সেখানে শিক্ষক প্রতিনিধিদের প্রহসন করে রেখেছেন। শহরে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের কোন ভয়েস নেই। এই মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমি জানি না, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের মনে এই সমস্ত কথাগুলি কি পরিমাণে সাড়া দেবে। কিন্তু কংগ্রেস পক্ষের মধ্যে যাঁরা শিক্ষাবিদ্ আছেন বা যাঁরা শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেন বা দেশকে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যে, গতানুগতিক চিন্তাধারা ছেড়ে দিয়ে, শিক্ষা-দপ্তর যে রিপোর্ট দেন সেগুলিকে ছেড়ে দিয়ে এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নগুলিকে আপনারা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বক্তৃতা শুনে যে কয়েকটা কথা আমার মনে জেগেছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। ডাঃ ঘোষ একজন দূরদর্শী ব্যক্তি—আনন্দবাজারে কেন ৬-টি শিক্ষক ঠিক সময়ে উপস্থিত ছিলেন না বা তাঁদের উপস্থিত দেখতে পান নি এ-কথাটা তিনি বলেছেন। এটা ঠিক যে অনেক স্কুল যেভাবে চলা উচিত সেইভাবে চলছে না কিন্তু এর দ্বারা যদি তিনি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, প্রাইমারী এডুকেশন দেশে একেবারে চলছে না এবং সমস্তটাই একদম গলদে পরিপূর্ণ তাহলে আমাকে এ-কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে, ওঁর কথার মধ্যে পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় নি। বৃটিশ আমলের একটা ছবির কথা আমার মনে পড়ে। এক গ্রাম্য স্কুলে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, রাস্তার ধারে সেই স্কুল ছিল—গিয়ে দেখি যে মাস্টার মহাশয় ঘুমিয়েছেন এবং স্কুলের মেঝেতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বসে গুঞ্জন করছে নিজেদের মধ্যে। স্কুলের ঘরের

মধ্যে গিয়ে ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের কেমন পড়াশুনা হয় এবং স্কুলে এত মাটি এবং ধুলো কেন? তারা বললে যে, মাস্টার মহাশয় আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের গাঁয়ের জোটের একটা ষাঁড় আছে সেই ষাঁড় এসে এখানে রাত্রিতে থাকে, আর দিনের বেলায় স্কুল হয়, সেজন্য স্কুলের এইরকম অবস্থা। মাস্টার মহাশয় ইতিমধ্যে জেগে গেলেন এবং তাঁকে আমি অভয় দিলাম যে, আমি স্কুল ইন্সপেক্টর নয় যে আপনার চাকরী যাবার সম্ভাবনা আছে। একটা কথা, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ডাঃ ঘোষকে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করছি যে, তিনি ত সারা বাংলা দেশ ঘুরে বেড়ান - তিনি কি সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কোন পরিবর্তন দেখতে পেলেন না - কত নতুন নতুন স্কুল হয়েছে, কত নতুন শিক্ষকরা সব এসেছেন। এটা ঠিক যে ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করা যদি মাস্টার মহাশয় সব আমরা রাখতে পারতাম তাহলে ভাল হত, কিন্তু আমাদের বহু নতুন নতুন স্কুল হয়েছে এবং প্রায় বোধ হয় ৮৫ পার্সেন্ট অফ দি চিল্ড্রেন সেই-সব স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষিত হচ্ছে কত প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। এটা যদি উনি স্বীকার না করেন তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে সবটা সত্য কথা বলার সাহস উনি রাখেন না। আমার একজন বন্ধু বলেছেন যে, জুনিয়ার বেসিক এডুকেশনের সঙ্গে সিনিয়ার বেসিক এডুকেশনের কোন সম্পর্ক নেই, এটাও বোধ হয় ঠিক কথা নয়। যেখানে জুনিয়ার বেসিক স্কুল হচ্ছে, গভর্নমেন্ট সেখানে অটোমেটিক্যালী সিনিয়ার বেসিক স্কুল করবেন এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সঙ্গে সিনিয়ার বেসিক স্কুলের একটা অংগাংগী সম্পর্ক রয়েছে। গরুর গাড়ীর সঙ্গে একটা ফোর্ডের ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে দুটো শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলে যে উনি দেখাবার চেষ্টা করেন এটা ঠিক নয়, একটা শিক্ষার সঙ্গে আর একটা শিক্ষা আপনিই মিশিয়ে যাবে এবং সেই ব্যবস্থাও হচ্ছে। যে-সমস্ত জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে, সেগুলিকে অটোমেটিক্যালি সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পরিণত করা হবে এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সঙ্গে কন্টিনিউইটি যাতে বজায় থাকে সিনিয়ার স্কুলে পড়বার সময় সেদিকেও চেষ্টা করা হয়েছে। আমার আর একজন বন্ধু বলেছেন যে, এইসব স্কুলের শিক্ষকদের কংগ্রেসের ইলেকশনের কার্যে ব্যবহার করা হয়, কংগ্রেসের যেন এঁরা প্রতিপালক। নদিয়াতে যে ইলেকশন হয়ে গেল সেই ইলেকশনে আমার নিজের ধারণা যে বহু শিক্ষক এ্যাক্টিভলি বামপন্থী দলের হয়ে কাজ করেছেন এবং কংগ্রেসের পক্ষেও কাজ করেছেন। যাঁরা বামপন্থী দলের হয়ে কাজ করেছেন সেইসব শিক্ষকরা এখনও পর্যন্ত সেই সমস্ত স্কুলেই কাজ করছেন - তাঁদের চাকরী নিয়ে টানাটানি করা হয় নি, এটা হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট। ইট ইজ এ সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক স্টেট। সুতরাং কোন শিক্ষক যদি কংগ্রেস পক্ষের হয়ে কাজ করেন এবং কোন শিক্ষক যদি কমিউনিস্ট বা প্রজাসোশ্যালিস্ট পার্টীর হয়ে কাজ করেন তাহলে তার জন্য আমরা তাঁদের উপর কোন জোর করি না এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষক বাছাই হয় নি, শিক্ষক বাছাই হয়েছে শিক্ষাদানের কাজ করবার জন্য। কাজেই কেউ যদি এ-কথা বলেন যে ইলেকশন প্রোপাগান্ডা করবার জন্য এঁরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন তাহলে আমি বলবো যে এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, এর মধ্যে কোন সত্য নেই।

[4—4-10 p.m.]

এটা ঠিক যে এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রীও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বেসিক এডুকেশন যেভাবে চলা উচিত ছিল দেশে সেভাবে চলছে না। ক্রাফ্‌ট সেন্টার এডুকেশন প্রোডাকশন লেবার কেন্দ্র করে এসব শিক্ষা-ব্যবস্থা চলা উচিত এবং এটাই বেসিক এডুকেশন-এর মূল কথা। অনেক স্কুল আছে যে স্কুলে প্রোডাকশন ওয়ার্ক-এর সদ্ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয় না। যখন ইন্সপেক্টর আসেন তখন পুরানো জিনিস দেখিয়ে দেওয়া হয়, এবং ছেলেরা গার্ডেনিং, কারপেন্টারি করে না এ-কথা সত্যের খাতিরে নিশ্চয়ই বলা উচিত। তাই আমি বলতে চাই, যদি বেসিক এডুকেশন-এ আমাদের তেমন বিশ্বাস না থাকে তাহলে বেসিক এডুকেশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত, শিক্ষকেরা বেসিক এডুকেশন চালাবেন অথচ বেসিক এডুকেশন-এ বিশ্বাস করবেন না এরকম মেন্টাল রিজার্ভেশন নিয়ে বেসিক এডুকেশন চালান উচিত নয়। বেসিক এডুকেশন ইনস্টিটিউশন দেশে যথেষ্ট হয়েছে এ-কথা আমি বলছি না। জাকির হোসেন বেসিক এডুকেশন সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, তিনি লেটেস্ট লেকচারস-এ

পরিষ্কারভাবে বলেছেন, যদি মেন্টাল রিজার্ভেশন নিয়ে আমাদের বেসিক এডুকেশন চালান হয় তাহলে এই বেসিক এডুকেশন চলতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং এটা আমাদের ভাল করে বাজিয়ে দেখা উচিত, যদি আমরা সত্যি-সত্যি বেসিক এডুকেশন-এর ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল্‌ বিশ্বাস করি তবেই বাংলা দেশে যে-সমস্ত স্কুল চলছে, যেখানে সত্যি-সত্যি চরকা চলে, হাতের কাজ চলে, সেখানে, যাতে শিক্ষকেরা প্রকৃতই এসব কাজে ব্রতী থাকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ডাঃ ঘোষ দেশে শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, শিক্ষা-দান এমন একটা কাজ, যখন অন্য কাজ জুটল না, দারোগাগিরি ভাগ্যে জুটল না, অতএব শেষ পর্যন্ত স্কুল-মাস্টার হলাম ঠিক এরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষা-দান কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়—শিক্ষা-দান কার্যের মধ্যে মৌলিক আদর্শের উপর যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁদেরই বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করা উচিত, এ-বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে আমরা যদি মনে করি যে, অল্পকাল মধ্যে দেশের সেন্ট পার্সেন্ট লোককে প্রাইমারী এডুকেশন-এ শিক্ষিত করে তুলতে পারব তাহলে সেটা ঠিক হবে না, কারণ, আমরা জানি ১৯৬৫ সালেও প্রাইমারী এডুকেশন-এর কন্সেপশন আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব না। ডাঃ ঘোষ খুব ভাল করে জানেন, মহাত্মা গান্ধী এইরকম চেয়েছিলেন যে, বেসিক এডুকেশনের মাধ্যমে ছাত্ররা যে-সমস্ত জিনিস উৎপাদন করবে, সেই-সমস্ত জিনিস বিক্রয় করে তবে আমাদের মাস্টারদের মাইনে দেওয়া যেতে পারে। এইটা তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল বেসিক এডুকেশনের মাধ্যমে ক্রাফ্‌ট-এর দ্বারা তারা যে-সমস্ত জিনিস উৎপাদন করবে, সেটা বিক্রয় করে মাস্টারদের মাইনে দেওয়া চলবে। তিনি খুব ভালভাবে এই শিক্ষা জগতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, কোন গভর্নমেন্টের পক্ষেই সম্ভব নয় সমস্ত মাস্টারদের মাইনে দেওয়া। তিনি জানতেন যে, কোন গভর্মেন্টেরই এত আয় হতে পারে না, যার দ্বারা সমস্ত মাস্টারদের মাইনে দিয়ে দশ বছরের মধ্যে আমাদের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি। এটা কখনই সম্ভব নয়। এরজন্য যে কোটি কোটি টাকা দরকার সেই কোটি কোটি টাকা কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, দেশের শতকরা একশো জন ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য যে টাকার দরকার হবে স্কুলের মাস্টারদের মাইনে দেবার জন্য, সেই মাইনের টাকাটা স্কুলের ছাত্রেরা ক্রাফ্ট-এর দ্বারা যে-সমস্ত জিনিস উৎপাদন করবে, সেই সকল উৎপন্ন জিনিস বিক্রয় করে তবে মাস্টারদের মাইনের টাকা আসবে। এটা তিনি পরিষ্কার করে জানাতেন। সুতরাং আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এটা যদি মনে করে থাকেন যে যেহেতু আমাদের কনস্টিটিউশন-এ রয়েছে ১১ বছরের ছেলে-মেয়েদের দশ বছরের মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, অতএব এটা পশ্চিম বাংলা সরকারকে করতেই হবে। কিন্তু আমি জোর করে বলবো এত টাকা ঢেলে কোন গভর্নমেন্টের পক্ষেই এটা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এঁরা যে-সমস্ত প্রস্তাব করেছেন, সেইসব প্রস্তাব আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছি, তা সত্ত্বেও আমি সমস্ত বিষয়ে একমত হতে পারলাম না, এবং আমার মত আপনার মাধ্যমে সভার কাছে পেশ করলাম।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, শ্রদ্ধেয় ফকিরবাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তাকে সমর্থন করতে যেয়ে আমার কয়েকটা কথা মনে পড়ছে। বিজয়বাবু পূর্বে যে কথা বললেন, এবং ডাঃ ঘোষের সমস্ত কথা তিনি ভালভাবে না শুনে গভীরভাবে সমালোচনা করে গেলেন। কিন্তু পরে আবার তিনি তাঁর কতকগুলি কথা স্বীকার করলেন, যে বেসিক এডুকেশন যদি বাংলা দেশে না চলে তাহলে তুলে দেওয়া উচিত। আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ফকিরবাবু এখানে প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলা দেশে কম্পালসারি ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশন করা হোক। কিন্তু আমাদের যে কনস্টিটিউশন, আমাদের যে গঠনতন্ত্র, তাতে এই প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু আজকে এগার বছর হয়ে গেল, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, অথচ পশ্চিম বাংলা সরকার, বিশেষত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সেই রাস্তার দিকে যাচ্ছেন না, এবং কবে যে ফ্রী এ্যান্ড কম্পালসারি প্রাইমারী এডুকেশন সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে প্রবর্তন হবে তার সঠিক নির্দেশ আজ

পর্যন্ত তাঁরা দেন নি। যদি ফ্রী এ্যান্ড কম্পালসারি প্রাইমারী এডুকেশন বাংলা দেশে প্রবর্তন করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এর সুযোগ তপশীল জাতির ছেলেরা এবং উপজাতির ছেলেরা বেশী পাবে। আজ তাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠাম, তারজন্য, সরকার বর্তমানে যে-সমস্ত স্কুল স্থাপন করেছেন, সেখানে তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে পারছে না। কারণ, তাদের ধারণা তাদের ছেলে-মেয়েদের যদি এই-সমস্ত স্কুলে পড়ান হয় তাহলে তারা বাবু হয়ে যাবে এবং তাদের বাপ-মাকে আর মানবে না। এ ছাড়াও আরও নানা-রকম কারণ আছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য, তার চাপে পড়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভাল জামা-কাপড় দিতে পারছে না। এই-সমস্ত অসুবিধা আজ তাদের মধ্যে রয়েছে।

তারপর আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে, পঞ্চায়েত সিস্টেম হবার পর স্কুল বোর্ডগুলি যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে বহু জায়গায় স্কুল বোর্ড-এর নির্বাচন হয় নি। এমন জায়গার খবর জানি, বীরভূমে নির্বাচন হবার জন্য সরকার থেকে একটা নির্দেশ দেওয়া হল কিন্তু কি কারণে পঞ্চায়েত হবার জন্য সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। সরকারের আগেই নির্ধারণ করা উচিত ছিল যে, পঞ্চায়েতগুলি হবার পর স্কুল বোর্ডগুলি কিভাবে সংগঠিত করা হবে। ১৯৩০ সালের যে এডুকেশন এ্যাক্ট আছে সেটার পরিবর্তন করা প্রয়োজন কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার তা করেন নি এবং বহু জায়গায় এইভাবে স্কুল বোর্ডগুলির নির্বাচন হয় নি, যার ফলে স্কুল বোর্ড এর যারা পরিচালক তারা মাস্টারদের নিজেদের খুসীমত যত্রতত্র ট্রান্সফার করছে এবং তার ফল হচ্ছে যে, এই-সমস্ত অল্প বেতনের মাস্টার তারা ঠিকভাবে তাদের সংসারযাত্রা চালাতে পারছে না। তারপর স্কুল বোর্ড-এ কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, যার ফলে মাস্টারদের মাইনে পেতে অনেক দেরী হয় এবং স্কুল বোর্ড এর দৈনন্দিন কর্মে ব্যাঘাত ঘটে। এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিষয়ে আমি কোয়েশ্চেনও করেছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কোয়েশ্চেন-এর উত্তর পাইনি।

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Binoy Kumar Chatterjee:

শ্রদ্ধেয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি এই ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশন সম্বন্ধে এই হাউস-এ যে বক্তৃতা হল তা আমি মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেছি। আমি একটা কথা বলবো যে, প্রাইমারী ফ্রী এডুকেশন-এর জন্য আজকে যদি আমরা গ্রামে গ্রামে যাই তাহলে দেখবো যে প্রচুর স্কুল হয়ে গিয়েছে এবং সেই স্কুলে নানা-রকম ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট থেকে যা করা হয়েছে তা প্রচুরভাবেই করা হয়েছে। তবে একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই যে, বেসিক এডুকেশন যেটা আমরা প্রবর্তন করছি যে আস্তে আস্তে বেসিক এডুকেশনকে বেসিক স্কুল-এ কনভার্ট করান হচ্ছে, তারমধ্যে এই বেসিক স্কুল-এর যে মূল উদ্দেশ্য ঠিকমত হচ্ছে না, কতকগুলি কারণে। কারণ, বেসিক স্কুল ঠিকমত চালাতে হলে সেই স্কুলের যিনি মাস্টার হবেন তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা থাকা দরকার। এবং সব স্কুলে বেসিক ট্রেইন্ড টিচার না থাকার জন্য বেসিক স্কুল-এ যেভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত ঠিক সেইভাবে দেওয়া হচ্ছে না। বেসিক স্কুল-এ আমরা দেখতে পাই, সাধারণতঃ গ্রামের স্কুলে, পুরাতন পদ্ধতিতে শুধু টেক্সট বুক-এর উপর আমরা বেশী জোর দিয়ে থাকি এবং প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কস-এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া, যা বেসিক স্কুল-এর উদ্দেশ্য তা ঠিকমত আয়োজন করে উঠতে পারা যায় নি, যার ফলে, বেসিক এডুকেশন-এর যে মূল উদ্দেশ্য তা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এ-কথাও বলবো যে, সোশ্যাল এনভাইরনমেন্টস গঠন করা বেসিক এডুকেশন-এর যে উদ্দেশ্য সেদিকে শিক্ষকরা একটু দৃষ্টিপাত কম করছেন। এইগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে না দেখা যায় তাহলে বেসিক স্কুল-এর যে মূল উদ্দেশ্য সেটা ঠিকমত হবে না। যেখানে যেখানে স্কুল হয়েছে, সেখানে হয় ত জমি আছে কিন্তু জমি থাকলেও যেমন গার্ডেন করার যে ট্রেইনিং সেই ট্রেইনিং স্কুলের মাস্টাররা ঠিকমত দিয়ে থাকেন না। এবং উপযুক্তভাবে যদি ট্রেইনিং না দেওয়া যায় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে যে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হওয়া উচিত তা ঠিকমত হতে পারছে না। যাতে করে তারা সেইরকম ট্রেইনিং পায় এবং বেসিক স্কুল-এর যে উদ্দেশ্য তা যাতে ঠিকমত হয় সেদিকে যদি

ইন্সপেক্টররা একটু লক্ষ্য রাখেন তাহলে এর উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করবো। স্কুল-এর যে টিচার আছেন, তাঁদের যে মাইনে দেওয়া হয়, সত্যি কথা বলতে গেলে তাতে তাঁদের সংসার চলে না এবং তাঁদের সমস্ত এনার্জি এই বেসিক স্কুল-এর দিকে দিতে পারে না। তাঁদের মাইনে যাতে কিছু বাড়ান যায় সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা দরকার।

Dr. Maitreyee Bose:

স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমে যাঁরা বলেছেন, তাঁদের কথা শুনি নি- কিন্তু যখন শুনলাম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, তখন দু-চার কথা বলবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ১৫।১৬ বছর ধরে আমি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা যেটা এখানে আমার সহকারী যে অনারেবল মেম্বার্স বসে আছেন, তাঁদের কাছে আপনার মাধ্যমে নিবেদন করতে চাই। বুনিয়াদী শিক্ষা, গান্ধীজী যা বলেছেন, তার মূল কথা যতদূর আমি বুঝেছি, ১৫।১৬ বছর ধরে চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে কোরিলেশন, সেটা ক্রাফ্‌টস কেন্দ্রিক নিশ্চয়ই, কেন না, ক্রাফ্‌টস কেন্দ্রিক না হলে কোরিলেশন হয় না কিন্তু মূল কথা হচ্ছে হাতের কাজের সংগে বুদ্ধির যে উন্মেষ সেটাকে মিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার মূল কথা। সেখানে রোজগার করতেও পারে নাও করতে পারে। আজকে যদি দেশ আমাদের খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে যায়, আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েরা রোজগার করে, মাস্টারদের মাইনে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু আমাদের গরীব দেশে মাস্টারদের মাইনে দেওয়ার জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষা চাই তা নয়। সেখানে যদি হাতের কাজের মাধ্যমে যে জিনিস তৈরী হবে তা বিক্রী করে মাস্টারদের মাইনে দিতে পারি, খানিকটা সাহায্য দেওয়া যায় খুবই ভাল কথা কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সেটা নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা, জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা, আমরা যা করি রোজগারের সংগে আমাদের যে নৈতিক বিকাশ, সেটাকে মিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা। সেদিক দিয়ে জাতিকে নূতন করে গড়ে তোলার কল্পনা করেই গান্ধীজী সেটা ভেবেছিলেন এবং ডাঃ জাকির হোসেন সেটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাঁরা উন্নতি করার চেষ্টা করেছিলেন এই নয়াতালিম অনেকেই চেষ্টা করেছেন এবং অনেকখানি উন্নতি করেছেন, সেখানে আমরা যে এগিয়ে যেতে পারি না তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই আমাদের যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের শিক্ষার অভাব, তাঁদের শিখিয়ে নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা মানে খাদি বুনতে হবে তা নয়। যদি এমন দেশ হয়, যেখানে খাদির দরকার নাই, সেখানে নিশ্চয়ই খাদি বুনব না, যেখানে যে জিনিসের দরকার সেটা করব। যেখানে উল-এর কাপড় বুনতে হয় সেখানে আমরা সুতার কাপড় বুনব না। যেখানে সিল্কের কাপড় বুনতে হয় সেখানে আমরা মোটেই কাপড় বুনব না, কারণ সেটার দরকার নাই। যেখানে কাপড় বুনা মোটেই দেশের দরকার নাই, দেশের ইকনমি যেখানে এমন জায়গায় পৌঁছেছে কাপড় বুনবার দরকার নাই, অন্য জিনিসের দরকার আছে, তার ভিতর দিয়েই আমরা করব, যে ক্রাফ্‌ট-টাকে যেভাবে উন্নতি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে, সেভাবে শিক্ষাকে তার সংগে মিলিয়ে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার আসল কথা। জীবন থেকে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে একটা থিওরিটিক্যাল প্রিন্সিপল দিয়ে প্রথম থেকে ছোট ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধিকে জর্জরিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ হাতের কাজের মাধ্যমেই তারা ইন্টারেস্ট পাবে, তার ভিতর দিয়েই শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে তবেই শিক্ষা সহজ ও সরল হবে। একটা ছোট ছেলেকে যেভাবে অ, আ লিখতে শেখান হয়, তাতে তাকে যদি ব্ল্যাক বোর্ড-এ নিজের নাম লিখতে বলা হয়, তাহলে সেটা তারা সহজে লিখবে, কারণ প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে তাদের নিজের নাম সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ রয়েছে এবং ঐ নাম লিখতে লিখতেই অক্ষর পরিচয় সহজ হবে।

[4-20—4-30 p.m.]

সেইরকমভাবে বেসিক এডুকেশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি প্রাইমারি এডুকেশন গড়ে উঠবে, তাহলে দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে, এবং তাতে দেশে অনেক বেশী ছেলেপেলে অনেক তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে কাজ শিখবে। ১৫।১৬ বছর ধরে

এটা কোরে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং তাতে দেখেছি এতে অনেক বেশী ইন্টারেস্ট লাগে এবং অনেক কাজ করতে ইন্টারেস্ট পায়। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মনকে এমন একটা জিনিসে জড়িয়ে ফেলি যে সুতো কাটতে হবে ও তাঁত বুনতে হবে, নইলে বেসিক এডুকেশন হবে না, সেটা ঠিক কথা নয়। যে দেশের যা প্রয়োজন সেইভাবে তা করতে হবে। আমাদের গরীব দেশে যদি সুতার লাচি বানায় তাহলে নিশ্চয় সেখানে কোন অপরাধ হয় না। অনেকে ছোট ছেলেপিলে নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা বলেন ছোট ছেলে কাজ করতে ভালবাসে। সেখানে ইউজফুল এই কথাটি মনে রেখে কাজ করতে হবে। সেই জিনিসটা মনে রেখে বেসিক সিস্টেমে কাজ করতে হবে। রঙ্গীন পুঁথি বানিয়ে বা ঐরকম অন্য কাজ না কোরে— তাদের যদি যোগ-বিয়োগ শেখান হয়, এবং সেটা যদি প্রেসার দিয়ে করা হয়, মাস্টারের মাহিনা তুলবার উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা তাদের পক্ষে ভার হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য সেটা সেইভাবে না দেখে যদি হাতের কাজের ভিতর দিয়ে কিছু রোজগার হয় তাহলে সেটাকে এগিয়ে দেওয়া হবে। নইলে মনে হয় বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা যা তাকে নষ্ট করা হবে।

Sj. Cobardhan Das:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয় আমি নিজে একজন প্রাথমিক শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ-দুর্দশার আমি স্বয়ং ভুক্তভোগী, সেইজন্য তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা আমি এখানে কিছু বলতে চাই। জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে যে-সব শিক্ষক আছেন তাঁদের যা বেতন তা দ্বারা ভদ্রভাবে পরিবার প্রতিপালন ও জীবনধারণ সম্ভব নয়। সেই সামান্য টাকা যা নাকি তাঁরা পান, তাও সময়মত পাওয়া যায় না, সেইজন্য টাকার চিন্তায় অস্থির থাকতে হয়, কাজেই তাঁরা শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিবেন কি করে? এবং শিক্ষার মানই বা উন্নত করবেন কি করে?

তারপর আর একটা প্রশ্ন এই যে, তাঁদের ছুটিরও কোন ব্যবস্থা নাই। অসুখ হলে পর্যন্ত তাঁরা মাত্র অর্দ্ধেক বেতনে ছুটি পেয়ে থাকেন। তা ছাড়া তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটির কোন সুযোগ-সুবিধা পান না। তার ফলে সারা জীবন শিক্ষকতা করে, যখন অবসর গ্রহণ করতে হয় তখন তাঁদের নিঃসম্বল অবস্থায় অপরের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

আর একটা ব্যাপারের প্রতি আমি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অনেক স্থলে দেখা গেছে জেলা স্কুল বোর্ড কোনরকম অনুসন্ধান না করে বা বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পেয়েও কেবল পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে রাজনৈতিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষকদের বরখাস্ত করে থাকেন। আবার অপর দিকে দলীয় রাজনৈতিক কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষকদের অনেক দূরে দূরে বদলী করা হয়, কোন কোন জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটেছে। এইভাবে বদলী হলে পর অল্প বেতনভোগী প্রাথমিক শিক্ষকেরা নিজ অন্ন সংস্থান করবেন না পরিবারের অন্ন সংস্থান করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

সরকারের কাছে তাই দাবী, যদি তাঁরা দলীয় নীতি বর্জন করে শিক্ষকদের প্রকৃত উন্নতি করতে চান তাহলে অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণ করা উচিত :

প্রাথমিক শিক্ষকদের—

(১) নিম্নতম বেতন—১০০ টাকা।

(২) অবিলম্বে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করা।

(৩) যে-সব শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সময় এসে গেছে তাদের চাকুরী জীবনের মেয়াদ হিসাব করে গ্র্যাচুইটি দেওয়া হোক।

(৪) পূর্ণ বেতনে ১৫ দিন অর্জিত ছুটি, ও ১৫ দিন অসুস্থতার জন্য ছুটি দিতে হবে।

(৫) যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবেন তাঁদের পরীক্ষার আগে বেতনসহ দু-মাস ছুটি দিতে হবে।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষকগণের পুত্র-কন্যাদের বিনা ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) গরীব প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট হতে উচ্চহারে শিক্ষা-কর আদায় করা হয়, তা থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে হবে।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে—ছেলে যেমন মায়ের কাছে খেতে চাইলে খাবার প্রস্তুত থাকলে মা যেমন অতি যত্নসহকারে তাকে খাবার এনে দেন এবং যদি তৈরী না থাকে এনে দিচ্ছি বলে আশ্বাস দেন, সেইরকম বুভুক্ষু শিক্ষকেরা সরকারের নিকট কোন কিছু দাবী জানালে সরকার সেটাকে যেন রাজনৈতিক দলের বলে মনে না করেন।

আর এ-বৎসর প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল হয়েছিল, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, ভবিষ্যতে যেন এরকম প্রশ্ন না হয়।

Sj. Trailokyanath Prodhan:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখা যাচ্ছে অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁদের বলতে চাই, দুইশত বৎসর ইংরাজের আমলে প্রাথমিক শিক্ষার যে অবস্থা ছিল, আজ আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর পরিকল্পনার সাত বছরে তার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের সর্বত্র আজ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেগুলি ভাল স্কুলই হয়েছে, কেন না, লোকেরা সাধারণত নিজেরা চেষ্টা কোরে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী কোরে দিয়েছে। আজ মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৫,০০০ বিদ্যালয় চলছে। বেসিক বা বুনিয়াদী কিছু-সংখ্যক হয়েছে-১০০ এরও কম হবে। সরকার তাদের ঘর তৈরীর জন্য টাকা দিয়েছেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত এই যে ৫,০০০ বিদ্যালয় গৃহ হয়েছে, এ-দেশের লোকেরাই টাকা দিয়ে অধিকাংশ স্কুলের বেশ ভাল ঘর তৈরী কোরে দিয়েছে। আজ এমন গ্রাম নাই যেখানে বিদ্যালয় নাই। এমন কি বড় বড় গ্রামে ২।৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আমাদের জেলায় প্রায় ৭৫০ লোকের জন্য, বা তার চেয়েও কম লোকের জন্য একটি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে গেছে।

তারপর শিক্ষকের কথা বলতে গেলে আমি বলব, যে, ১৯৪৯ সালের পূর্বে পাঠশালায় হয় ত উচ্চ প্রাথমিক পড়া শিক্ষক ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতেন। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে তা বারণ কোরে দেওয়া হয়েছে। এখন কোন পাঠশালায় নন-ম্যাট্রিক শিক্ষক নূতন নিয়োগ হবে না। আর এই নূতন নিয়মের ফলে এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। একটা কথা উঠেছে এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড পারসনকে শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্য শিক্ষার ভাল রকম উন্নতি হচ্ছে না। আমি কিন্তু এ-কথা স্বীকার করি না। এডুকেটেড পিপুল আনএমপ্লয়েড হলে তারা যে খারাপ শিক্ষক হবে এটা কখন বিশ্বাসযোগ্য নয়। মেদিনীপুর জেলায় শিক্ষিত বেকার বহু সংখ্যক। আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা কোরে, লিখতে দিয়ে, তবে শিক্ষক নির্বাচিত করেছি। কাজেই দেখা গেছে তাঁরা শিক্ষিত বেকার হতে পারেন কিন্তু যাঁকে আমরা শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করেছি তিনি ভাল শিক্ষকই হয়েছেন।

আর একটা কথা উঠেছে যে, এ'রা কংগ্রেসের কাজ করে। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি দেখেছি আধুনিক ছেলেরা, যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা প্রায়ই বামপন্থী মত পোষণ করে। যদি তা না হ'ত তাহলে বিধান পরিষদে শিক্ষক নির্বাচকমণ্ডলী এবং গ্রাজুয়েট নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বামপন্থী মতবাদী লোক কখনও নির্বাচিত হতে পারতেন না।

[4-30—4-40 p.m.]

তারপর আমি সিলেবাসের কথা বলব। বুনিয়াদী বা সাধারণ বিদ্যালয়, অর্থাৎ সকল বিদ্যালয়ের জন্যই নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে এবং সেই সিলেবাস অনুসারে বিদ্যালয়ে পড়ান হয় ও পরীক্ষা হয়। সিলেবাস অনুসারে সরকার থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য, ও অঙ্ক বিষয়ে কিশলয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এবছরই নূতন করে ভূগোল ও বিজ্ঞানে টেক্সট

বুক প্রকাশ করা হবে বলে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত সরকার থেকে টেক্সট বুক প্রকাশ করা হয় নি ততদিন পর্যন্ত টেক্সট বুকের দাম বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ ছিল, কিন্তু সরকার থেকে এই টেক্সট বুক প্রকাশ করার ফলে অভিভাবকের পক্ষে ছেলেদের জন্য বই কেনা সহজ হয়েছে। আবার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভূগোল ও বিজ্ঞানের বই এই বছর প্রকাশ হলে দেশের অভিভাবকের খুব উপকার হবে। [এ ভয়েস:—বই কি সস্তায় হবে?] নিশ্চয় হচ্ছে। কারণ তা যদি না হয় তাহলে পাবলিশার্সরা বইয়ের দাম যা বাড়াবে তাতে সাধারণ লোকের পক্ষে বই কিনে তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া খুব কষ্টকর হবে।

তারপর আমি পরিদর্শন সম্পর্কে বলব। পরিদর্শক আগে খুব কম ছিল। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় আগে মাত্র ১৬ জন পরিদর্শক ছিলেন, এখন তার স্থলে ৫৩ জন অবর-পরিদর্শক হয়েছেন এবং এ ছাড়াও জেলা পরিদর্শক আছেন। এই প্রসঙ্গে আমি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। পরিকল্পনার শুরু থাকতেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করবার জন্য কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। আমি আমার জেলার কথা বলব যে, সরকার সেখানে বাধ্যতামূলক করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, বরং আমরা তার প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণ যেখানে আমাদের দেশের লোক গ্রামে গ্রামে ছাত্র-সংখ্যা বেশি দেখিয়ে বিদ্যালয় সৃষ্টি করে সেখানে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই। দেশে যখন স্কুল এবং শিক্ষক যথেষ্ট হয়ে যাবে তখন সব বাড়ীর ছেলেই আসবে এবং যাদের ছেলেরা একান্ত কোন কারণে আসতে পারবে না তখন সরকার তাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি যে পরিকল্পনা মতে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভালই হচ্ছে।

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Deputy Speaker, Sir, with your permission I move a short-notice amendment to the resolution moved by Shri Phakir Chandra Ray. The amendment runs thus:

After the word "appoint", in line 4, the following be substituted, namely:

"a Primary Education Commission consisting mainly of eminent educationists and teachers' representatives to examine all the problems relating to primary education in the State and recommend suitable measures for the implementation of the directive principle enunciated in the aforesaid Article of the Constitution as well as to recommend proper and suitable scales of pay and conditions of service of the primary teachers."

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রস্তাবক মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ ও অন্যান্য বন্ধুরা শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে যেসমস্ত কথা বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি মোটামুটিভাবে একমত। শিক্ষা-বিস্তার দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত, এ-সম্বন্ধে আমাদের কারো সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার যে বিনা ব্যয়ে ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা আবশ্যিক করতে হবে সে-সম্পর্কেও আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে সংবিধানে স্পষ্ট বিধান আছে এবং সেই বিধানটাকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কথা হচ্ছে যে, আমাদের আর্থিক সংগতি যা আছে তার সীমার মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র এই বিধানটা কার্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা? এ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে, যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা হয়ত এখন আমাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এ সম্বন্ধে আমরা যদি অন্যান্য রাজ্যগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখি তাহলে দেখবো যে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ-ব্যাপারে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি। যদি আমরা শতকরা কতজন বালক এবং বালিকা আমাদের এখানে লেখাপড়া শেখে সেদিক দেখি, তাহলে দেখতে পাবো অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের এখানে শিক্ষার্থী বালক-বালিকার সংখ্যা অনেক বেশী। এ-সম্পর্কে সেকেন্ড প্ল্যানিং কমিশন যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, কাজটা এত বেশী দুরূহ, জটিলতা

এত ব্যাপক যে শীঘ্র এই ৪৫ ধারাটি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য এ-কথা বহুবার বলা হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরে যে আমাদের দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে এ-কথা আমি জোর করে বলতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বীকার করি যে, আমাদের শিক্ষাদানের মান এত নিচু যে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করার কিছু নেই। এ-কথা ঠিক যে, আমাদের এমন বহু শিক্ষক আছেন, যাঁরা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের কোনরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে এখানে এসেছেন, কিন্তু এ-কথা আমাদের মেনে নিয়েও শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য আমি বলি যে, শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা যাতে করা যেতে পারে তারজন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, যদি আমরা এই প্রস্তাবের দিকে একবার লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, এই প্রস্তাবের মূল কথা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সমস্ত তথ্য এতকাল সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি আমাদের ভাল করে জানা উচিত এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই-সমস্ত তথ্য বহুবার এখানে পরিবেশন করেছেন—আমরা আশা করি তিনি পুনরায় আজকে সেই-সমস্ত তথ্য এখানে পরিবেশন করে আমাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করবেন। আমি যা জানি তাতে করে এ-কথা বলতে পারি যে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এ-কথা আমরা স্বীকার করি যে, বিভিন্ন শিক্ষালয়ের মধ্যে যে তারতম্য, বিভেদ রয়েছে, উঁচু-নিচু শ্রেণী-বিভাগ যা রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করা প্রয়োজন। সাথে সাথে আমি আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের কাছে আবেদন করবো যে, তাঁরা যেন শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক আবিলতা না আনেন। আমরা এটা শুনেছি যে, বারে বারে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে আমরা নাকি রাজনীতির দাবা খেলায় বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করি এটাকে সম্পূর্ণরূপে অসত্য কথা বললেও সব বলা হয় না। আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এ-কথা জানেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের স্ব স্ব রাজনৈতিক মত পোষণ করেন এবং নির্দিষ্ট পথে তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে পারেন। তা সত্ত্বেও এরকম অভিযোগ যে এখানে করা হয় এবং আজও করা হল, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা-বিস্তার ও উন্নতি প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে শিক্ষকদের বেতনের হার আগের চেয়ে বর্তমানে বেশী হলেও প্রয়োজনানুরূপ নয়—তা ছাড়াও কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা তাঁদের পাওয়া উচিত, যেমন, ছেলে-মেয়েদের বিনা-বেতনে পড়ার সুযোগ। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the resolution that has been moved by my friend Sri Phakir Chandra Ray and the amendments of my friends Shri Satyendra Narayan Mazumdar and Shri Ganesh Ghosh place before the legislature four points for our consideration. The first is about appointment of a Committee or Commission consisting of educationists and teachers' representatives, etc., to assess the progress that has been made and advise as to how best we can approach the target of the directive laid down in the Constitution. The second point that has been raised in the resolution is that a State Board of Primary Education should be formed. The third point is reconstitution of the District School Boards, and fourthly, the amended resolution demands decent and uniform scale of pay and conditions of service for all teachers in primary schools.

Now, Sir, it is too late in the day to demand that Committees or Commissions should be formed to advise us as to how best we can give effect to the directive of the Constitution. Sir, all educational development and

reorganisation are now being done under the advice of the Central Planning Commission. Planning Commission, again, is advised by the Education Panel of the Commission which is composed of experts, educational experts of All-India repute. If according to the opposition they are no educational experts then the case may be different. (Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: এই প্যানেল আগেও ছিল) No, there was no panel for the First Five-Year Plan. Everybody knows it. Therefore, Sir, only a Rip Van Winkle would say that Commissions and Committees should be appointed to hasten our progress towards fulfilment of the directive principle as laid down in our Constitution. Sir, in accordance with the advice of the Planning Commission and in accordance with the development plans of the Central Government we have provided for sufficient funds for educational developments and we are proceeding apace to reach the target. The Planning Commission has laid down that by the end of the Third Five-Year Plan, i.e., by 1965-66 we should make facilities of primary education available to all children of the age group of six to eleven years. Now, in the middle of the Second Five-Year Plan, i.e., only seven years after the First Five-Year Plan was introduced, we have been able according to the Central Government's statistics ..

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyaya: Your statistics, not of the Central Government.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Statistics as checked by the Central Government. Sir, I fully explained that last morning in the Council and Dr. Chatterjee will bear me out that I explained the alleged discrepancies in this way, viz., that if you work out the percentage on the population basis of 1951 census, that will yield one percentage. If you, on the other hand, take into account the refugee influx and also the areas that have come to West Bengal, viz., Purulia and Islampur, the percentage will work out in a different way. I explained all that and Dr. Chatterjee heard that from the visitors' gallery.

Then, Sir, not only there is a Central Planning Commission but there is the Central Advisory Board of Education, which are assessing the progress of educational development in the different States. Apart from that, the Central Government have appointed more than one committee to confer about and assess the development of education in different States, namely, an All-India Committee for Secondary Education, an All-India Committee on Elementary Education, and a third All-India Committee for Technical Education. Now, from the report of the first meeting of the All-India Council of Elementary Education you will find the statistics of the progress of primary education in all the States. There it is stated that so far as West Bengal is concerned it has been assessed that nearly 85 per cent. of the students of the age group have been brought in our primary schools. Dr. Prafulla Chandra Ghose has advised us that we should make education compulsory up to class 8 as the Constitution demands. Quite true. That is our objective. There is no doubt about it. We are trying to reach that goal as fast as possible. But Dr. Ghose ought to know that having regard to the resources available to us the Planning Commission itself does not say that it will be possible for India to reach the target even by the end of the Third Five-Year Plan. Therefore, they have laid it down that at least those students who belong to the age group of six to eleven should be brought within the fold of primary schools by the end of the Third Five-Year Plan.

[4-50—5 p.m.]

Sir, I shall compare the objective laid down in our Constitution. With the objective laid down in the Constitution of the U.S.S.R. Article 45

of our Constitution says "The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. That is to say, Sir, up to class VIII of the secondary school. Whereas Article 21 of the Constitution of the Union of Soviet Republic says "Citizens of the U.S.S.R. have the right to education, right is ensured by universal and compulsory elementary education." Not education up to class VIII or up to the age of 14 years. About education above the elementary stage U.S.S.R. Constitution says "If any one comes voluntarily to secondary school he should be given free education up to the 7th grade", i.e., it is not to be compulsory. But our Constitution provides that it should be the endeavour of all the States of India to reach the target to provide facilities for primary and compulsory education up to class VIII within 10 years. Now, Sir, members of the Planning Commission are certainly aware of the directive of our Constitution. The Central Government are also aware of the same thing but having regard to the resources of the country it is not possible to make education compulsory and free for all up to the age of 14 years within a period of 10 years. Dr. Ghose opened his speech by referring to Germany where they spend so many deutsch marks and to Russia where they spend so many roubles, but I would have been glad if he had said how within our limited resources it was or could be possible to give effect to the directive when Russia had taken Five-Year plan periods, to make education compulsory and free not for all but in big cities and large factory establishments only.

The next question is about the setting up of a State Board for Primary Education. It may be advisable under totalitarian system. In a democratic country there cannot be any such board for primary education. In England the primary education is carried on in a decentralised manner and not in a centralised manner under the Act of 1944 in England. I bought this copy in 1945 not many copies were available here then- and I may quote some sections from this Act to illustrate my point.

Sir, section 7 runs thus:

> "The statutory system of public education shall be organised in three progressive stages to be known as Primary Education, Secondary Education and further education. It shall be the duty of the Local Authority in every area so far as their powers extend to contribute towards the moral, mental and physical development of the community by securing that efficient education throughout those stages shall be available to meet the needs of the population of their area."

Next section 8 runs thus:

> "It shall be the duty of every local Authority to secure that there shall be available for their area sufficient schools for providing Primary Education, that is to say, full-time education suitable to the requirements of junior pupils and for providing Secondary Education, that is to say, full-time education suitable to the requirements of senior pupils other than such full-time education as may be provided for senior pupils in pursuance of a scheme made under the provisions of this Act relating to further education."

Sir, so far as I know, there is no such Board, as has been proposed in the resolution, in democratic countries. I do not know—I am not acquainted with the practice and procedure in totalitarian countries.

As regards the second proposition, viz., reconstitution of the existing District School Boards on the above principle, I would like to say that not many States in India have an Act providing for compulsory and universal primary education. West Bengal is one of the States which has got such a

legislation. We have again amended the Act so far as was necessary in 1950 to introduce compulsory and universal primary education. I do not know whether the Opposition members are really aware that about 11 per cent. of the total area of West Bengal is covered by the system of compulsory primary education. Out of 33,969 sq. miles, 3,885 sq. miles, that is about 11.4 per cent., have already been covered by measures for compulsion and the villages covered by compulsory primary education number 5,745. So, Sir, we are proceeding steadily to give effect to the directive laid down in the Constitution and, I think, there is no necessity to accept any of the proposals made either in the resolution or in the amendments. To the other points sufficient replies have been given by my friends on this side of the House and I need not dilate on those points.

So, I am sorry I cannot accept either the resolution or the amendment. I oppose them. Sir, I thank you for the time that you have given me.

Sj. Phakir Chandra Ray:

মন্ত্রীমহাশয় প্ল্যানিং কমিশনের কথা বলেছেন। কিন্তু স্টেট সাবজেক্ট যা, স্টেট গভর্নমেন্টের ডাইরেক্টিভ যে প্রিন্সিপল সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি প্ল্যানিং কমিশন প্রোগ্রাম রাখতে বলতে চাই। ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলএর যে অবজেক্টিভ উইদিন দি ফিক্সড পিরিয়ড এ বিষয়ে যদি সিরিয়াসনেস থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন কিন্তু সিরিয়াসনেস নাই একথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। এবং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রাইমারী এডুকেশনের ক্ষেত্রে একটা কেয়স ই চলছে। সংবিধানের যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য এবং তার যা অবজেক্টিভ তাকে সংবিধানে উল্লিখিত উইদিন দি ফার্স্ট পিরিয়ড এই ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য যে সিরিয়াসনেস থাকা চাই সেই সিরিয়াসনেস এই সরকারের মধ্যে নাই। এবং সেইজন্য আমরা দেখতে পাই এলোমেলো ভাবে প্রাইমারী এডুকেশন এখানে সেখানে কিছু কিছু প্রবর্তিত হলেও কম্পালসরি প্রাইমারী এডুকেশন আমাদের সব রুরাল এরিয়ায় কতটুকু হয়েছে তা আপনারা সবাই জানেন। এ্যাকটে যে প্রভিশন রয়েছে সেই অনুসারে হয়ত কোথাও কোথাও ম্যানেজিং কমিটি একমত না হতে পারে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ স্কুল বোর্ডের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, গার্ডিয়ানকে কম্পেল করবার জন্য কোন প্রসিকিউসান করা হয়েছে? কোথাও নয়। সুতরাং সরকারের তরফ থেকে যেটুকু কাজের ফিরিস্তি দেওয়া হয় সে কেবল আইওয়াস। আসল কথা প্রাইমারী এডুকেশনকে কম্পালসরি করবার ক্ষেত্রে সরকারের পলিসি অত্যন্ত দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত। তাই আমি জোরের সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কেউ কিছু করতে চান তাহলে রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্টকে এ্যামেন্ড করতে হবে। তা নৈলে কোথাও কম্পালসরি প্রাইমারী এডুকেশন হচ্ছে না। কেবল স্কীম ছাড়া বাস্তবে কোথাও কিছু নাই। একটা পেনাল মেজারএর প্রয়োগ ছাড়া আমাদের গ্রামাঞ্চলের যা অবস্থা তাতে সহজে এ বস্তু হবার নয়। ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস ব্লকের মাধ্যমেও একাজে অনেকটা অগ্রসর হওয়া চলতে পারে আমি সেইজন্য পুনরায় বলব—আপনারা যদি প্রকৃতই চান যে, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলএর যা অবজেক্টিভ সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন তাহলে নিজেদের নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে হবে। প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যানিং কমিশনের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে কাজ হবে না। প্রাইমারী এডুকেশনের ক্ষেত্রে আজ একেবারে কেয়টিক অবস্থা চলছে। আর কালহরণ না করে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে প্রাইমারী এডুকেশনের মেথড এবং মডেল কি তা রিয়ালাইজ করে সেগুলি কার্যকরী করবার ব্যবস্থা করুন। ডাঃ ঘোষ যা বলেছেন সেইভাবে কাজ করুন। অন্য স্টেটে যেগুলি পরীক্ষা দ্বারা গৃহীত হয়েছে সেগুলি আপনাদের স্টেটে যাতে কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। অনেক ফ্যাক্টস সরকারের ডাইরেক্টরেটে জমা আছে। অনেক ফ্যাক্টস সরকার ইচ্ছা করলে সংগ্রহও করতে পারেন। আমাদের কথা হচ্ছে বর্তমান আয়ের মধ্য থেকে কি করা যায় সে বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য একটা কমিটি আপয়েন্ট করা উচিত। সেই কমিটি আপয়েন্ট করলে সরকারের পক্ষে ভাল হবে। এই কয়েকটি কথা বলে গণেশ ঘোষ মহাশয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি।

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that after the word "appoint", in line 4, the following be substituted, namely:—

"a Primary Education Commission consisting mainly of eminent educationists and teachers' representatives to examine all the problems relating to primary education in the State and recommend suitable measures for the implementation of the directive principle enunciated in the aforesaid Article of the Constitution as well as to recommend proper and suitable scales of pay and conditions of service of the primary teachers"

was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that in lines 4 to 7, for the words beginning with "appoint" and ending with "August 1959" the following be substituted, viz.,—

"a Primary Education Commission consisting of eminent educationists and teachers' representative. The Government should also immediately adopt suitable measures providing, among other things, for—

(*i*) the formation of a State Board of Primary Education consisting mainly of educationists and the representatives of teachers and guardians which will formulate policy and supervise its implementation,

(*ii*) reconstitution of the existing District School Boards on the above principle, and

(*iii*) a decent and uniform scale of pay and conditions of service for all teachers of Primary Schools."

was then, by leave of the House, withdrawn.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that in view of the fact that Article 45 of the Constitution calls for free and compulsory education throughout the State for all children until they complete the age of 14 years by 1960, this Assembly is of opinion that Government should without delay appoint a Committee to find facts relating to primary education in the State and to recommend suitable measures for the implementation of the directive principle enunciated in the aforesaid Article of the Constitution by the end of August, 1959, was then put and lost.

[*At this stage the House was adjourned for 15 minutes.*]

[**After adjournment.**]

[5-20—5-30 p.m.]

LOCK-OUT IN THE RAJABAGAN DOCK.

Sj. Panchanan Bhattacharyya: Sir, I want to mention a very important matter. There is a lock-out in the Rajabagan Dock. I handed over a memorandum to the Hon'ble Labour Minister. There was also an adjournment motion. But nothing has been heard about removing the difficulties of the workers. Sir, we want to know what the Government is going to do in the matter.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

রাজাবাজার ডকইয়ার্ড'এর বহুসংখ্যক শ্রমিক এখানে উপস্থিত হয়েছে—সভার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার।

Mr. Deputy Speaker:

তাঁকে বলুন তাদের সঙ্গে দেখা করতে ও কথাবার্তা বলতে।

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Mr. Deputy Speaker: We will take up Resolution No. 3. Resolution No. 2 is held over. Yes, Mr. Ghosh.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in view of the fact that large number of properties consisting of land, buildings, houses and industrial concerns have been purchased by the State Government from private parties during the last 10 years for various purposes;

This Assembly is of opinion that a non-official committee consisting of one representative from each political party and group in the West Bengal Legislative Assembly and Council should be set up to enquire into these purchases:—

(1) with a view to find out how far these purchases have been economical;

(2) with a view to find out how far they will serve the purpose for which they have been purchased and advise the Government as to how they can be most profitably utilised; and

(3) lay down guiding principles for future purchases of such properties.

মিঃ ডেপ্‌টি স্পীকার, স্যার, এটা পড়ার দরকার নেই, আমি এটা ম্‌ভ করছি। আমি যা বলে যাব তাতে রিজলিউশনটা কভার করবে।

গেল দশ বছরে এই পশ্চিম বাংলা সরকার বহু সম্পত্তি কিনেছেন। এইসব সম্পত্তির মধ্যে জমি আছে, বাড়ী আছে, প্রাসাদ পর্যন্ত আছে, এবং কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানও সরকার কিনেছেন। এইসব সম্পত্তির দাম কয়েক কোটি টাকা হবে। জনসাধারণের অর্থ দিয়ে এই যে সম্পত্তি কেনা হয়েছে, এই সম্পত্তি কি উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে, কবে কেনা হয়েছে, কেন কেনা হয়েছে, এবং যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা ন্যায্য মূল্য কিনা, বা বেশি দাম দেওয়া হয়েছে কিনা, যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি কেনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের উপযোগী কিনা, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। জনসাধারণও কিছুই জানে না। অত্যন্ত দুঃখের কথা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন হোয়াইট পেপার বা কোন পত্রিকা বা পেপার কিছুই প্রকাশ করেন নি, এবং আমরা কিছুই জানি না। একটা ছোট বই বার করলে আমরা জানতে পারি এই কিনেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে। যেমন সেদিন একটা কথা বললেন যে, লালগোলার রাজার বাড়ী একটা মেণ্টাল হসপিটালএর জন কিনেছেন। এখন আমরা জানতে পারলাম, তার আগে আমরা জানতে পারি নি। এ সম্পর্কে বিধানসভায় বহুবার বলা হয়েছে, এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে খুব গুরুতর অভিযোগও এখানে করা হয়েছে। এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে, মন্ত্রীসভার যাঁরা প্রিয়পাত্র, মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁদের সেই সমস্ত সম্পত্তি কেনা হয়েছে, এবং অনেক সময় ন্যায্য মূল্যের চেয়েও অনেক বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই রকম যে অভিযোগ করা হয়েছে এগুলি সত্য, না মিথ্যা, এগুলির কি জবাব, আমরা শুধু সেই কথা জানতে চাই।

প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা এ সম্বন্ধে জানতে চাই এবং এই প্রস্তাবে সেজন্য লেখা আছে যে, একটা কমিটি করা হোক যে কমিটি এই সম্পত্তিগুলোর উপযোগিতা, তার মূল্য, তার ইকনমিক স্যুটেবিলিটি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করবে এবং ভবিষ্যতে এইসব সম্পত্তি আরও কেনার প্রয়োজন হবে কিনা সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপদেশ দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের সরকার যেহেতু এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি বলে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আরও গভীরতা করা হচ্ছে—বরং এ বিষয়ে আমরা অনেক অভিযোগ করেছি কিন্তু সেগুলোকে চেপে যাওয়ার চেষ্টাও অনেক সময় হয়েছে বলে আমরা দেখেছি। আগে যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু রিপিট করব, এবং নূতন নূতন কয়েকটা দেবার চেষ্টা করব এবং এও আশা করব যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এ সম্বন্ধে কিছু জানাবেন। এইসব অভিযোগের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়

একদিন বলেছিলেন যে, টাকা য়্যাসেস করেই দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকা দিয়েই কেনা হয়েছে। এই উত্তরটা তাঁর দিক থেকে বলা ঠিক। কিন্তু আমরা একথা বহুবার শুনেছি যে, প্রথমে কালেকটর যেটা য়্যাসেস করে বসেছেন সরকার পক্ষ থেকে সেটার উপর প্রভাব করে, প্রেসার দিয়ে তাকে একটা ইনফ্লেটেড রেটে য়্যাসেস করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেইভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি যেগুলি বলব সেগুলি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি আমাদের আলোকপাত করেন তাহলে আমাদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আরামবাগে পল্লীশ্রী বলে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে—সেটা হচ্ছে মেসার্স বি কে রায় এ্যান্ড কোম্পানি (প্রাইভেট, লিমিটেড। ১৯৫১ সালে আরামবাগে এই পল্লীশ্রী স্থাপিত হয়। এ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ বলে যে, এই পল্লীশ্রীর আসল মালিক হচ্ছেন শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষ। আমাদের সরকার এই কোম্পানিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই পল্লীশ্রী অনেক বড় বড় বাড়ী করেছেন। আমাদের সন্দেহ আরও প্রমাণিত হয় এই সমস্ত খবর জেনে যে, মন্ত্রীসভার নির্দেশে বর্ধমান ডিভিশনের এ আর সি পি অফিস বর্ধমান শহর থেকে স্থানান্তরিত করা হল আরামবাগে এবং এরজন্য পল্লীশ্রীর বাড়ী ভাড়া হল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি বোধহয় এ খবর রাখেন না যে, এই সরকারী অফিস ভাড়া থেকে পল্লীশ্রী মাসে ১½ হাজার টাকা পায়। এইভাবে নানা সন্দেহজনক পন্থায় পল্লীশ্রীকে সাহায্য করা হয়। আবার এই পল্লীশ্রী সরকারী সাহায্যে ৫০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন—এরমধ্যে কিছু চর জমি আছে। ঐ জমিতে একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম করা হয়। কিন্তু ঐ এগ্রিকালচারাল ফার্মে কিছু ফসল তৈরী হয় না। সরকারী ট্রাকটরে সেখানে চাষ করা হয়েছিল। সেই জমি অত্যন্ত খারাপ বলে তাতে কিছু ফসল হয় না। আমাদের সরকার ঐ জমি থেকে ২৫ একর জমি ২৫ হাজারে কিনে নিয়েছেন। কি উদ্দেশ্যে ঐ জমি কেনা হল বা ঐ জমির দাম হিসাবে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া উপযুক্ত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে চাই। গেল বছর মার্চ মাসে জমি রেজিস্ট্রি করে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান আরামবাগ রোডের উপর খানিকটা অল্প জমি ও ছোট একটা গুদাম সরকার ঐ পল্লীশ্রীর কাছ থেকে ২৭ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন। ঐ ২৭ হাজার টাকা উপযুক্ত দাম কিনা বা কি উদ্দেশ্যে কেনা হল সেটা আমরা জানতে চাই। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি যে, ঐখানে ঐ জমি ও গুদামের দাম কিছুতেই ৫০০ টাকার বেশি হতে পারে না। হয়ত ৫০০ টাকা আন্ডার-এস্টিমেট হয়েছে এবং তা না হয়ে ৫ হাজার যদি হয় তাহলে ২৭ হাজার টাকায় কেন কেনা হল সেটা জানালে আমরা খুশি হব। গেল মার্চ মাসে সরকার এটা একোয়ার করে টাকা দিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য এইসব জিনিসগুলো এনকোয়ারী করার জন্য একটা কমিশন করার প্রস্তাব আছে। স্যার, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই কারণে যে, শ্রী বি কে রায়, যিনি এই এগ্রিকালচারাল ফার্ম করেছেন, তিনি সরকারের কাছ থেকে এগ্রিকালচারাল লোন বাবত ৮০ হাজার টাকা লোন নিয়েছেন।

[5-30—5-40 p.m.]

অথচ এগ্রিকালচারাল ফার্মে কিছুই হয় না। আপনি জানেন গ্রামের কৃষকদের এক জোড়া বলদ কেনার জন্য এগ্রিকালচারাল লোন স্যাংশন হয় ১৫০-২০০ টাকা যা দিয়ে একটা বড় ছাগলও কেনা যায় না অথচ এঁকে ৮০ হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়েছে কেন সেটা একটু জানতে চাই—কাজেই এ সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান কমিটি করা হোক। তারপরে বেলগাছিয়ায় কুমার জগদীশ সিংহের ৮০ বিঘা জমি ছিল—তিনি সেটা বিক্রি করে দেন ক্ষীরোদবালা ডিমানীওয়ালা ট্রাস্টের কাছে, ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালে দুটো কিস্তিতে বিক্রি করে দেন এবং ৮০ বিঘা জমির দাম তখন স্থির হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা। যে য়্যাটর্নী এটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীযুত এম আর ডালমিয়া এ্যান্ড কোং। তারপরে সরকারের পরামর্শে হোক, কিম্বা নির্দেশে হোক কিম্বা উপদেশেই হোক, কুমার জগদীশ সিংহ ঐ জমিটা আবার ৭ লক্ষ টাকায় ফেরত দিলেন। তারপরে ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পশ্চিম বাংলা সরকার ঐ ৮০ বিঘা জমি থেকে মাত্র ৪০ বিঘা জমি কিনলেন ১০ লক্ষ টাকায় অথচ একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ৮০ বিঘা জমি কিনেছিলেন ৭ লক্ষ টাকায় এবং ওখানে নাকি মিল্ক কলোনী হবে কিন্তু এটা যে কেনা হল এটাকে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে কেনা হয়েছে। কাজেই এটা একটু আমাদের জানা দরকার। এরকম আরো কয়েকটা উদাহরণ আপনার কাছে রাখবো। উত্তরপাড়াতে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত তারকনাথ

মুখোপাধ্যায়ের একটা বাড়ী আছে—উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভ্যালুয়েশন অনুসারে ঐ বাড়ীর দাম এ্যাসেস করা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা কিন্তু পশ্চিমবাংলা সরকার সেই বাড়ী কিনেছেন ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে। এই ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কেন বেশি দেওয়া হল সেটা আমরা জানতে চাই। অবশ্য সেখানে একটা হাসপাতাল করার ইচ্ছা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে এটা ভাল জিনিস, হওয়া উচিত এবং শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় হাসপাতালের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা করলেও এই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কেন বেশি দেওয়া হল তা দেশের লোক নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা হাসপাতাল করার পরিকল্পনা হয়ত সরকারের ছিল কিন্তু সে ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপের আগে যে একটা পদক্ষেপ তারও কিছু ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ীটা এমনি পড়ে আছে হেল্থ ডিরেক্টরেটের এমপ্লয়িজরা সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে পিকনিক করেন অথচ সরকারের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপরে বেলঘোরিয়ায় এ কে সরকার ইণ্ডাস্ট্রিজ বলে একটা পুরাণো কারখানা আছে, সেই কারখানায় শুনেছি হেরিকেন, ল্যানটার্ন তৈরী হ'ত। সেটা অতি পুরাণো কারখানা এবং সেখানকার যন্ত্রপাতি সব অকেজো হয়ে গিয়েছে কিন্তু জানি না কেন সরকার এই কারখানাটা কিনলেন। আজকাল বড় বড় কারখানা তৈরীর জন্য চেষ্টা হচ্ছে কিম্বা ছোট ছোট কারখানা সরকারের পক্ষ থেকে যাতে নির্মাণ করা হয় আমরা তারজন্য বলি, কিন্তু জানি না সরকার কেন এই পুরাণো কারখানাটা কিনলেন যার মেসিনারিজগুলি একেবারে জ্যাম হয়ে গেছে বলে ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্টরা বলেছেন। সেই কারখানাটা কিনবার জন্য সরকার বহু টাকা খরচ করেছেন ৪০ বিঘা জমির উপর কারখানা আশেপাশেও ৬ বিঘা পরিমাণ জমি—সেই জমিও সরকার কিনেছেন। বেলঘোরিয়াতে ভাল জমিও ৫৫০ টাকার বেশি কাঠা নয়। এই কারখানার মেসিনারী সম্পর্কে কোম্পানির খাতাপত্র না দেখেই সরকার মনোনীত দুইজন অফিসার, ডেপুটি ডাইরেকটর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ, এন কে বিশ্বাস, আই এ এস এবং শ্রীউদয়ন চ্যাটার্জি এরা খাতাপত্র না দেখেই বললেন যে, এর দাম ৮ লক্ষ টাকা হবে। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় ভূপতিবাবুর ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্টস তা পরিদর্শন করে বললেন, কিছুতে ৮ লক্ষ টাকায় কেনা উচিত নয়। এই কারখানায় আরো ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় না করলে চালু হবে না। এ কে সরকার ইন্ডাস্ট্রিজ চাপ সৃষ্টি করলেন, প্রভাব বিস্তার করলেন, তাতে আমাদের সরকার ৮ লক্ষ টাকায় সেইসব ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি কিনে নিয়েছেন। এই ৮ লক্ষ টাকা ন্যায্য দাম হয়েছে কিনা এবং সেইসব ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ চালু করা যাবে কিনা আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানতে চাই। লোকে এ সম্বন্ধে নানা রকম বলাবলি করছে। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আরেকটা কথা, বাগবাজারের শ্রীপশুপতি বসুর একটা বাড়ী আছে তা কি দামে কেনা হয়েছে আমি প্রিসাইজ ফিগার দিতে পারব না, কিন্তু অনেক বেশি দামে—বাড়ীর যে দাম এ্যাসেস্‌ড হয়েছে তার চেয়ে অন্ততঃপক্ষে দেড় লক্ষ টাকা বেশি দামে কেনা হয়েছে একথা লোকে বলাবলি করতে, মন্ত্রীমহাশয়ের কোন প্রিয়পাত্রকে ঋণমুক্ত করবার জন্য ন্যায্য মূল্যের অনেক বেশি দিয়ে সরকার এই বাড়ী ক্রয় করেছেন এটা সত্য কিনা আমি জানতে চাই। সত্য না হলে আনন্দিত হব এই ভেবে যে, দরিদ্র জনসাধারণের টাকা এই সরকারের হাতে অপচয় হচ্ছে না। যদি মন্ত্রীমহাশয় কিছু না বলেন তাহলে আমাদের সন্দেহ দৃঢ় হবে এবং আন্দোলন করব যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা এনকোয়ারী কমিশন হয়। সরকারের বাড়ী কেনার উদাহরণ দিলাম, কিরকম পরিকল্পনাহীনভাবে বাড়ী কেনা হয়েছে তাও দেখিয়েছি। আমরা শুনেছি পশুপতি বাবুর বাড়ী স্টুডেন্টস হোম কি নাকি কি হবে কিন্তু যে টাকা দেওয়া হয়েছে এর জন্য সেই টাকায় আরো ভাল বাড়ী পাওয়া যেত। 'স্বাধীনতা'র যে বাড়ীটা মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন—এ সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি এবং এটা শুধু আমার কথা নয়—আমাদের পার্টিকে যাঁরা ভালবাসেন এবং কংগ্রেসকে যাঁরা পছন্দ করেন না এঁদের সকলেরই এই মত যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এবং "স্বাধীনতা" প্রকাশে যাতে অসুবিধা হয় শুধু এইজন্যই বাড়ীটা কিনেছেন। যাই হোক, এই যে পরিকল্পনাহীনভাবে বাড়ী ক্রয় করা হচ্ছে প্রচুর টাকায় সেই টাকার প্রতিদান পাবে না সরকার এটা ঠিক। তারপর, বৌবাজারের ২২নং গৌর বাবু লেনে যেখানে আমরা প্রেস বসাতে পারি—এই বাড়ীটা সরকারী রিসিভারের হাতে রয়েছে। আগে এখানে ছাত্রদের হস্টেল বা বোর্ডিং ছিল।

[5-40—5-50 p.m.]

এই বাড়ীটা খোঁজ নিয়ে দেখা গেল অফিসিয়াল রিসিভারের হাতে রয়েছে। মিঃ ডেপ্‌টি স্পীকার, স্যার, এই বাড়ীটায় ছেলেদের একটা হস্টেল, বোর্ডিং ছিল। বাড়ীটার ঘরগুলি খুব ছোট ছোট। আমরা ঠিক করলাম ঐ বাড়ীটা নিতে পারলে, সেখানে ছোট ছোট ঘর হলেও, সেখানে আমাদের অফিস হতে পারে, পার্টি মিটিং হতে পারে, এবং উঠানে আমাদের প্রেসের বড় মেসিনটা বসিয়ে কাজ চালাবো। তখন আমরা অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে প্রস্তাব দিলাম ঐ বাড়ীটা আমরা চাই। কিছুদিন পরে ডিসেম্বর মাসে রিসিভারের কাছ থেকে চিঠি পাই। আমাদের এটর্নি মেসার্স এস কে গাঙ্গুলী এ্যান্ড কোং স্বাধীনতার পক্ষ থেকে বিস্তৃত করে টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশন্স অফ হায়ার এ্যান্ড লীজ সম্বন্ধে রিসিভারের কাছে লেখেন। ডিসেম্বর মাসে অফিসিয়াল রিসিভারের কাছে এটা পাঠানো হয়। ঐ বাড়ীর মালিক হচ্ছেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি বাড়ীটা নিলামে কিনেছিলেন। তাঁর কাছেও আমরা ঐ বাড়ীটা নেবার জন্য প্রস্তাব করি, তাতে তিনি জানান তাঁর কোন আপত্তি নেই। তিনি বাংলা সরকারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে লিখলেন কমিউনিস্ট পার্টি একটা বৈধ পার্টি, তাঁরা আমার বাড়ীটা চান, আমার আপত্তি নেই, এবং আশা করি আপনারও এতে আপত্তি নেই। এর পরে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীযুত মুজাফ্ফর আমেদ এবং আমাদের এটর্নি অফিসিয়াল রিসিভারের সঙ্গে দেখা করেন। এবং ২৫শে ডিসেম্বর এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে বলে ঠিক হয়। ঐদিন আবার এঁরা অফিসিয়াল রিসিভারের সঙ্গে দেখা করেন, সেখানে আলোচনা হল কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল না। তারপর ২৫শে ফেব্রুয়ারি আর একটা দিন আলোচনার জন্য ধার্য হয়, সেদিনও কোন সিদ্ধান্ত রিসিভার নিলেন না। তারপর আবার দিন পড়লো তিন মাস পরে ৩রা মে তারিখে, সেদিন আলোচনার পর অফিসিয়াল রিসিভার বললেন যত প্রস্তাব তাঁর কাছে এ পর্যন্ত এসেছে তার মধ্যে স্বাধীনতার প্রস্তাবটা হল খুব প্রফিটেবল। তখন তিনি আরও বলেন হাই কোর্টের সামনে এই জিনিসটা প্লেস করে জজের পার্মিশন নিয়ে এই বাড়ীটা যেন স্বাধীনতাকে দিয়ে দেওয়া হয়। জজের কাছে আমরা প্রেয়ার করি, এবং ৯ই তারিখে তার হিয়ারিং ছিল যে, ঐ বাড়ীর ট্যাক্স, রিপেয়ার প্রভৃতির খরচের টাকাটা কোথা থেকে আসবে? ঐ ৯ই তারিখে হিয়ারিংএর দিনে, স্বভাবতই আমাদের পক্ষ থেকে লোক গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে যে, জজের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে ঐ বাড়ীটা দখল করবেন বলে। কিন্তু সেদিন সেখানে গিয়ে শোনা গেল পশ্চিম বাংলা সরকার সেই বাড়ীটা রিকুইজিশন করছেন। উদ্দেশ্য হল—ডাঃ রায় কিছুদিন আগে যে-কথা বলেছিলেন যে, নানা কলকাতায় যত কমার্শিয়াল কলেজ আছে, তাদের নিয়ে একটা সেন্ট্রাল কলেজ করবেন। এ সম্বন্ধে দেশমুখের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তিনিও এতে রাজী ছিলেন। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ঐ বাড়ীটার ছোট ছোট ঘরে যে কলেজ হস্টেল ছিল সেখানে এই রকম একটা সেন্ট্রাল কলেজ হতে পারে কি? কমন সেন্সএ বলে কি? কমন সেন্সএ বলে তা হতে পারে না। তবে, ঐ বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলে, স্থান করে নিয়ে বড় বাড়ী তৈরী করলে হতে পারে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সরকারের তরফ থেকে ঐ বাড়ীটা নেওয়া হল সেখানে ক্লাশ রুম করবার জন্য নয়, স্বাধীনতাকে বন্ধ করবার জন্য। তাকে ক্রাশ করবার জন্য বাড়ীটা নেওয়া হয়েছে, এইটেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্বাধীনতাকে একদিন ডাঃ রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার লাইব্রেরী থেকে ২৫ হাজার টাকার বই নিয়ে যাওয়া হল ঐ ১৩ নম্বর লর্ড সিনা রোডে, সেখানে বইগুলি বন্ধ করে ফেলে, রেখে নষ্ট করা হচ্ছে। স্বাধীনতাকে বন্ধ করা হল, তার বই নষ্ট করা হল, সব মেসিন বিক্রয় হয়ে গেল, কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ হল, তার কিছুই থাকলো না। কিন্তু সেই কমিউনিস্ট পার্টি আবার বৈধ হল, এবং সেই কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে দাঁড়িয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করছি। যে উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ীটা নিয়েছেন, সেটা সৎ উদ্দেশ্য নয়। এমনি করে কমিউনিজমের মতবাদকে কি ঠেকান যায়? দুদিন হয়ত অসুবিধা হচ্ছে, আজকে স্বাধীনতার মেসিনগুলি গুদামে পড়ে পচছে বটে। অসুবিধা নিশ্চয়ই কিছু ভোগ করবো, কিন্তু কলকাতার সব বাড়ী রিকুইজিশন করে কি চিরকালের জন্য স্বাধীনতাকে বন্ধ করতে পারবেন? তা কখনই পারবেন না, এবং আমি আবার ডাঃ রায়কে বলছি —এই রকম করে কমিউনিজমের মতবাদকে কখনও ঠেকান যায় না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কয়েক বৎসর আগে বড় বড় ডিকটেটর, যারা পৃথিবীকে নিয়ে ফুটবল খেলতে চেয়েছিল তারাও রোম, বার্লিন, টোকিওকে একসিস করে কমিউনিজমকে ঠেকিয়ে

রাখতে চেয়েছিল. ইতিহাস তাদের ভুলে গিয়েছে কিন্তু অর্ধেক পৃথিবী আজ কমিউনিজমের মতবাদকে গ্রহণ করেছে। তাই আজকে এই যে বাড়ী নেওয়া হয়েছে এই বাড়ী কি উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্যটা উপযোগী কিনা তা আমরা জানতে চাই। এবং সেইজন্য একটা কমিশন করতে চাই। ডাক্তার রায় হয়ত বলে দেবেন যে, হ্যাঁ ওখানে আমরা একটা ক্লাশ টাস করবো ইত্যাদি এবং বলবেন যে, দেশমুখ বলেছিল। কি কি কারিকুলাম পড়ান হবে সেগুলি ডিটেল বলা হবে. আমরা হয়ত বুঝবোও না কিছু। ছয় ঘণ্টা ক্লাশ হচ্ছে সে কথাও আমরা শুনবো এবং কি রকম পরীক্ষা হবে, প্রশ্নপত্র হবে সব শুনলো কিন্তু আসল কথাটা শুনবো না। আসল কথাটা ডাক্তার রায় বাইপাশ করে চলে যাবেন। এই সম্বন্ধে একটু আলোকপাত আজকে উনি করুন, কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত যে, এই বাড়ীটা সৎ উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় নি। আর একটা কথা আপনাকে বলি মিঃ ডেপুটি স্পীকার, সোদপুরে একটা এস বি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি আছে। এটার উদ্দেশ্যটা সরকারের ছিল ভাল, সেই এলাকাটাকে যাতে উন্নত করা যায়, সেখানে যাতে কিছু লোক বসতি করতে পারে এই উদ্দেশ্যে সরকার করলেন কি ওখানকার কৃষকদের তাড়িয়ে দিলেন। ৩৫ টাকা কাঠা জমি নিয়ে—২১ লক্ষ টাকার একটা প্ল্যানও সরকারের আছে· তারজন্য তারা কিছু জমি একোয়ার করলেন ৩৫ টাকা করে কাঠা দিয়ে। যখনই এই প্ল্যান প্রকাশিত হল সঙ্গে সঙ্গে ওখানে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেস নেতা· কংগ্রেস এম এল এ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখার্জির চেয়ারম্যানশিপে। যখনই ঐ স্কীম প্রকাশিত হল তখনই এস বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (প্রাইভেট) কোং নামে একটা কোম্পানি হল শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। সরকার ৫ হাজার বিঘা জমি নিলেন ৩৫ টাকা করে কাঠা। তাও ভাল, আপত্তি নেই, নিয়ে তারা দিলেন ঐ কোম্পানিকে এবং শর্তে দিলেন যে, সেই জমিটা ডেভেলপ করিয়ে, রাস্তাঘাট করে, স্কুল কলেজের জায়গা করে সেই জমিগুলি ডেভেলপ করে যারা ওখানে সেটেল করতে চায় তাদের কাছে ন্যায্য মূল্যে, এ্যাপ্রুভড প্রাইসে বিক্রি করবেন। কিন্তু শেষ অবধি তা হল না, সরকার চোখ বুজে রইলেন, কানে আঙ্গুল দিয়ে রইলেন। ঐ কোম্পানি করলো কি এস বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কোং বিশেষ কিছু ডেভেলপ করলো না মাত্র কয়েকটি রাস্তা করেছে এবং যারা ওখানে সেটেল করতে গিয়েছে তাদের কাছ থেকে ৩২৫ টাকা করে কাঠা নিয়েছে ৭½ লক্ষ টাকা তারা মুনাফা লুটেছে এবং লুটের পর কোম্পানি লিকুইডেশনে চলে গিয়েছে। যারা ওখানে সেটেল করেছে তারা কি অসুবিধায় পড়লো বলুন ত। তারা আশা করেছিল ডেভেলপমেন্ট হবে, ন্যায্য মূল্যে জমি পাবো। তারা এই ৭½ লক্ষ টাকা লুঠ করে কোম্পানি লিকুইডেশনে দিয়েছে, সরকার কেন তাদের ধরেন নি? কেন এখনও তাদের ধরছেন না, কেন তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না, কেন তাদের বিরুদ্ধে চিটিং চার্জে মামলা হচ্ছে না কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না? সরকার প্রত্যক্ষভাবে এর মধ্যে জড়িত নয় জানি, কিন্তু সরকারের সম্মতিতে, সরকার চোখ কান বুজে ছিল বলে কতকগুলি অসাধু লোক লুঠ করে নিয়ে গেল। আজকে তাদের ধরার উপায় নেই এবং আমার বিশ্বাস· ডাক্তার রায় যদি আমাকে কন্ট্রাডিক্ট করেন খুশি হব ঐ কোম্পানি যে কোম্পানি এত বড় একটা অন্যায় কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা করবেন না।

[5-50—6 p.m.]

যদি উনি বলেন করবো, তাহলে খুশি হব, ধন্যবাদ দেব। এই যে অন্যায়ভাবে টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা যে তার শুধু প্রতিবাদ করেছি তা নয়, ডাঃ রায়ও নিশ্চয় স্বীকার করবেন এই মন্ত্রিসভার ভিতরও এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ হয়েছে এটা প্রকাশ করা খবর, ভাল ভাল কাগজেও বেরিয়েছে, আপনি পড়েন নি, সেজন্য জানেন না। কিছুদিন আগেও জে এস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে ২ লক্ষ টাকা বেশি পাইয়ে দেবার জন্য পুনর্বাসন বিভাগ থেকে বেশি দাবী করা হয়েছে। অবশ্য ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী আপত্তি করেছেন, আজও দেওয়া হয় নি। আর একটা বিষয় এমনি একটা মনোভাব—অন্তত সে বিষয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভার ভিতরও প্রতিবাদ হয়—সে বিষয়টা জাপুরে কোম্পানির জাপুর স্টেটের ২১ একর জমি সরকারী পুনর্বাসন বিভাগ কিনে নেয় এবং যে নিয়ম আছে ১৯৪৬ প্রাইসএ এর কম্পেনসেশন দেওয়া হবে। ১৯৪৬ প্রাইসএ এর দাম হয় ৪১ হাজার টাকা—আশ্চর্য ! যারা কাটকাবাজারী করে তারা অকস্মাৎ

হলেন, তারা এসে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন—চেষ্টা তারা করেছিলেন; পুনর্বাসন বিভাগ থেকে বলা হল ৪৯ হাজার টাকার বেশি দিলে তাদের লোকসান হয়। বর্তমান কারেন্ট প্রাইসএ তাই দিতে হবে। কারেন্ট প্রাইস যদি দেওয়া হয় তাহলে ৩,১৭,৫০০ টাকা হয়। ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আপত্তি করেছে কেন দেবে? সেই সময়কার পুনর্বাসন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী এ ডি খান আপত্তি করেছেন। ১৯৪৬ প্রাইস দেওয়া হবে, বিশেষ কোন জমিকে কেন দেওয়া হবে। স্পেকুলেটিং কোম্পানি ফাটকাবাজারী করে। এ ডি খান আপত্তি করেছেন, ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আপত্তি করেছেন এবং পুনর্বাসন বিভাগ খুব জোর চাপ দিচ্ছে, আমাদের এই যে সন্দেহ ডাঃ রায় কন্ট্রাডিক্ট করুন আমরা চাইছি সেটা—ভাঙ্গুর কোম্পানিকে ৩,১৭,৫০০ টাকা কেন দিচ্ছেন? যেখানে লিগাল প্রাইস ৪৯ হাজার টাকা এ্যাট ১৯৪৬ প্রাইস সেখানে ৩,১৭ হাজার দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? যদি সত্যসত্যই কোন যুক্তি থাকে আমরা সে যুক্তি শুনতে চাই।

লালগোলার এ্যাডভোকেট জেনারেল ব্যানার্জীর কথা বলতে চাই না- শুধু একথা বলতে চাই - এ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সন্দেহ আছে আমাদের মনেও সন্দেহ আছে। যেখানে শিক্ষা খাতে টাকা ব্যয় করতে পাচ্ছেন না, লেক মেডিকেল হসপিটাল যেটা সবচেয়ে ইকুইপড্ হসপিটাল ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল, সেখানে গরীব লোককে নয় বড়লোককে টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা অন্যায় অযৌক্তিক এটা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি করা হোক, যে কমিটির কথা প্রস্তাবে বলছি।

Sj. Sisir Kumar Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, গত বছর বাজেট আলোচনার সময় আমরা অনেক কথা বলেছিলাম, তখন সেসব কথার উত্তর খানিকটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিয়েছিলেন কিন্তু তার জবাব দেওয়ার সুযোগ পাই নি; সে জবাব আজ ভাল করেই দিব। কেরালা গভর্নমেন্ট কিছু চাল কিনে ফেল্লে মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট থেকে, তাতে অনেক কিছু ভুলচুক হয়ে গেছে, তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এই অভিযোগ আনাতে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, নাম্বুদ্রিপাদ সে বিষয়ে একটি এনকোয়ারি কমিশন করে দিলেন তাদের ভুল বলে মন্ত্রী বলে কোর্ট থেকে জজ এনে কমিশন হল তার একটা রায় বেরুল তার ফলে আমরা জানতে পেরেছি, জনমত জানতে পেরেছি কিন্তু আমাদের বিধানবাবু তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করুন না কেন বিশেষ করে কোন গণতান্ত্রিক লোক বলে

I am a great democrat. I am pure in heart. Therefore, I possess the strength of ten.

সুতরাং হৃদয় যদি তাঁর ক্রিয়াব থাকে যদি এই কেনবেচার মধ্যে গোলমাল না থেকে থাকে, তবে কেন কমিশন এ্যাপয়েন্ট করেন না তার জবাব চাই। যদি প্রত্যেকটি বিল ঠিক থাকে তবে কেন কমিশন য়্যাপয়েন্ট হবে না? গত বৎসব, বলেছিলাম ২৪টি বাড়ী কিনেছেন এবং আরো জায়গা জমিও কিনেছেন, সে সমস্তগুলির তথ্য কেন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে না? আমরা এই লেজিসলেটিভ এসেম্বলির মেম্বার আমরাই জানতে পারছি না কোন বাড়ী কেনা হয়েছে, কবে কেনা হয়েছে, কিভাবে কেনা হয়েছে, আমরাই জানতে পারছি নে, পাবলিক তো দূরের কথা! কেরালা সরকারের কথা বলা হয় এখানে কংগ্রেস পক্ষীয় বন্ধু লাফিয়ে উঠে বললেন কেরালা সরকারের কোন প্ল্যান নাই। তাদের এ ব্যাপার আমরা বুঝতে পারি কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস সরকারের বিরোধী। সুতরাং তারা না হয় প্ল্যান ছাড়া বলতে পাবেন। কিন্তু আপনারা জানেন বিধানবাবু অতি বিজ্ঞ লোক তিনি কেন ঐ ভুল করবেন? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন আমি এসব এনকোয়ারী করতে দেব না। তিনি বলবেন—আমি অপোজ করছি। কিন্তু একটা কথা বলি—সময় চিরকাল তাঁর সমানভাবে যাবে না। কোনও দিন এমন হতে পাবে এ পাশের লোকেরা ঐ পাশে (কংগ্রেস বেঞ্চ নির্দেশ করিয়া) গিয়ে বসবে। আমরা তখন একটা কমিশন করব বিধানবাবুর কৃত কর্মের জন্য। কিন্তু আমার একটু ভয় আছে বিধানবাবু তার আগেই ফাইলগুলি সরিয়ে ফেলবেন, কিছুই পাওয়া যাবে না। সুতরাং সে ভরসা নাই। বিধানবাবুকে ধরে কার সাধ্য? এত বড় ঘুঘু লোক তিনি কি সহজে ধরা দেবেন? [হাস্য।] তবু ২-৪টা ঘটনার কথা বলছি—বিধানবাবুর কাছ থেকে উত্তর পেলে খুশি হব। ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট বলে যে একটা এ্যাক্ট

আছে সেই এ্যাক্ট অনুসারে কোন ইনস্টিটিউশন বা কোন ডিপার্টমেন্টের যদি কোন জমি জায়গার দরকার হয় তাহলে তারা রিকুইজিশন করে গভর্নমেন্টের কাছে যে আমাদের এই জমিটা কিনে দাও। তিনি যেসব বাড়ী বা জায়গা জমি কিনেছেন -কোন্ ডিপার্টমেন্ট তার কাছে রিকুইজিশন করেছিল যার ফলে তিনি ঐসব বাড়ী ও জমিগুলি কিনেছেন -আমরা জানতে চাই। কি তাঁর অথরিটি ছিল? কে তাঁকে সে অথরিটি দিল? ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কি এই ক্ষমতা আছে সব কিছুই যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন? তার জন্য একটা ক্ষমতা নেওয়া দরকার। কার কাছ থেকে তিনি এই ক্ষমতা পেলেন?

[6—6-10 p.m.]

তিনি যে বাজেট প্লেস করেছেন তাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় নাই, মেম্বাররা কেউই টের পায় নাই। ডেভেলপমেন্টের দরকার এই বলে জমি কিনে নিলেন! যদি পাবলিক ইনস্টিটিউশনের জন্য দরকার হয় কোন জমি রিকুইজিশন করার তাহলে ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট অনুসারে কতকগুলি যে প্রসিডিওর আছে তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ভ্যালুয়েশন ঠিক করা হয় তারপর অবজেকশন ওঠে তার রেফারেন্স হয় তারপর দাম ঠিক হয় তারপরে কেনা হয়। আর এখানে? জমিদার এসে অফার করলেন আর বিধানবাবু কিনে নিলেন। আন্ডার হোয়াট অথরিটি কিনলেন? হু অথরাইজড ইউ? সেই অথরিটি আমরা দেখতে চাই। লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে টাকা স্যাংশন না হলে একটা পয়সা খরচ করবার উপায় নাই। কে অথরিটি দিলে? দিয়েছে স্যাংশন লেজিসলেটিভ এসেম্বলি? পাবলিক ফান্ড খরচ করতে হলে একটা পাবলিক পার্পাস তো থাকবে? তবে ত আপনি কিনবেন। না সস্তায় পেলেন বলেই অমনি কিনে ফেলবেন? তারপর বাড়ীর সম্বন্ধে যেসব কথা বললাম তার আর পুনরুক্তি করব না। এখন কথা হচ্ছে যে বাড়ীগুলি কেনা হয়েছে আমরা অনুমান করেছি সেগুলি উনি যে দামে কিনেছেন তাতে ঢের বেশি দামে কেনা হয়েছে। রাসবিহারী এভিনিউতে একটা বাড়ী কিনেছেন জমিদারের বাড়ী ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে। সেখানে হয়েছে কি? না গার্লস স্টুডেন্টস ডে হোম। সেই স্টুডেন্টস ডে হোমে ১০-১২টির বেশি ছাত্রী থাকে না। ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে এই কাজ কেউ করে? আসল কথা, জমিদার বন্ধুর বাড়ীটা কিনে নিতে হবে। জমিদারী নাই, আয় নাই সুতরাং জমিদার বন্ধুকে কৃতার্থ করবার জন্য বাড়ীটা কিনে নিলেন। ১৫টি ছাত্রীর ডে হোমের জন্য যে ৮ লক্ষ টাকার বাড়ী কিনতে গেলেন একে কি বলব? বেআইনীভাবে অন্যায় কাজ করেছেন। ফেস দি এনকোয়ারী কমিশন তাহলে বোঝা যাবে কতখানি মোরাল- কতখানি পিওর এ্যাট হার্ট উনি। 'এ ভয়েস ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চেস: প্রাইমা ফেসি কেসটা কি বলুন।' প্রাইমা ফেসি কেস? আচ্ছা বলছি। গত বছর আমি বলেছি চন্দননগরে এ্যাডভোকেট-জেনারেল এস এম বোসের বাড়ী সাড়ে চার লাখ টাকায় কিনেছেন এখানে বলেছেন তিন লাখ। শুনেছি সেটার ভ্যালু সাড়ে চার লাখ টাকা ধরেই কেনা হয়েছে হবে না কেন? বিধানবাবুর বন্ধু ত, তখন উনি বলেছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টাকা, কিন্তু কে কিনেছে? বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কি কোন হাত নাই? তাঁর এর মধ্যে কোন লেসই কি নাই একেবারেই? কিছুই আমরা জানি না এ সম্বন্ধে। এই রকম ও'র আরও বন্ধু আছেন -প্রত্যেক বন্ধুর পেছনেই ও'র হাত আছে। গত বছর লালগোলার বাড়ীর কথা বলেছি। উনি সে সময় বলেছিলেন সেখানে নাকি মেন্টাল হসপিটাল, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ও'রা যেমনভাবে করছেন ঐ মেন্টাল হসপিটালও তাই। বক্তৃতার জোরে সব কিছু উড়িয়ে দিতে চাইলেও সব ফাঁকি উড়ে যায় না। আমার এক বন্ধু সেদিন প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন মেন্টাল হসপিটালের ব্যাপার। সেখানে মেন্টাল ফিমেল প্রিজনারদের যেখানে নাকি একোমোডেশন রয়েছে মাত্র ৫০ জনের সেখানে ৬৪ জন রয়েছে। আর বেটাছেলেদের যে মেন্টাল হসপিটাল তাতে ৫০ জনের থাকার সিট তাতে রয়েছে ৬০ জন। কি চমৎকার ব্যবস্থা হচ্ছে! একি জমিদারী ও'র? যে যা ইচ্ছা তাই করবেন? আর আমাদের সম্মুখে বসে হেসে চলে যাবেন? আর আমাদের ওদিককার বন্ধুরাও নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে বসে আমরা যা বলি তা হেসে উড়িয়ে দেন। আপনারা হাসবেন, কিন্তু দেশ কাঁদছে। দেশের টাকাগুলি এই রকমভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? আমরা যখন বলি যে পরিকল্পনার জন্য টাকা দিন দু'দশ হাজার বা বড় জোর ১ লক্ষ টাকাই বা তখন কোন কথা শোনা যায় না। তখন

ওঁদের টাকা নাই। এই যে প্রায় ১ কোটি টাকা গেল এইসব পুরাণা বাড়ী কিনতে তখন টাকার অভাব হয় নি।

আপনারা হাসছেন কিন্তু দেশকে কাঁদাচ্ছেন। দেশের টাকাগুলো এই রকমভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমরা যখন ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার জন্য ২-১০ হাজার টাকার কথা বলি তখন টাকা নেই বলা হয়। কিন্তু এইরকম বেআইনীভাবে আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। সেজন্য চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে প্লেস এভ্রিথিং অন দি টেবল অফ দি হাউস উইথ অল ডিটেলস। অর্থাৎ তখন বোঝা যাবে যে আপনারা আইনত না বেআইনীভাবে এইসব বাড়ীগুলো কিনেছেন এবং তখনই আমরা স্যাটিসফাইড হব। তারপর যখনই কোন ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হয় তখনই বলা হয় "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী, ভাঙ্গা ইট পোড়া কাঠে গিয়াছে ভরি।" [কংগ্রেস পক্ষ হইতে: এটা কার?] রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'। [কংগ্রেস পক্ষ হইতে: এর সঙ্গে গলায় দড়ি মিলবে ভাল।] গলায় দড়ি তো আপনারাই একচেটিয়া করেছেন। সেজন্য বলছি যে এনিমিস কাম ওয়ান ডে এবং সেদিন আপনারা রক্ষা পাবেন না।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাবটা সমর্থন করতে উঠে আমার বক্তব্য আমি খুব ছোট করে রাখব, কারণ আমার আগের বক্তারা বিশদভাবে এ সম্বন্ধে বলে গেছেন। আজ সত্যি এমন একটা দিন এসেছে যখন পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ আজ এই প্রশ্ন করছে আমাদের বিরোধীপক্ষের জনকয়েক সদস্যদের মুখ দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল যে গত ১০ বছরে সরকারী তরফ থেকে পরিকল্পনাহীনভাবে যে সম্পত্তি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে বা হচ্ছে তার মূল্য সত্যি ঠিক মতন দেওয়া হয়েছে কিনা এবং সেগুলো ক্রয় করার প্রয়োজন ছিল কিনা? সেজন্য এই প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে একটা এনকোয়ারী কমিটি গঠন করার দাবী করা হয়েছে। অনেকগুলি কেস সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে এবং আমি এমন কয়েকটা কেস সম্বন্ধে বলব। সরকার পক্ষ থেকে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি কেনার প্রস্তাব উঠেছে এবং উঠছে। এই গ্যাস ওরিয়েন্টাল কোম্পানি যে প্রোসেসে তৈরী করে আমার যদ্দুর জানা আছে সেটা অত্যন্ত ওল্ড মডেল এবং তাদের প্ল্যান্টস এবং মেসিনারী অত্যন্ত পুরাতন। দুর্গাপুরে গ্যাস তৈরী হচ্ছে গ্যাস গ্রিডের মারফৎ এবং সেই গ্যাস কোলকাতায় সাপ্লাই করা হবে। গ্যাসটা মনোপলি করার জন্য সরকারী পক্ষ থেকে যদি ঐ কোম্পানিকে কেনা হয় তাহলে গ্যাস ট্রেডকে মনোপলি করা হয় কিন্তু এখানে সে প্রয়োজনের চেয়ে আমরা মনে করি সরকার যেভাবে বড় বড় জমিদারদের কৃপা বর্ষণ করছেন এ ক্ষেত্রেও বড় বড় ক্যাপিটালিস্টদের কৃপা বর্ষণের প্রচেষ্টা চলছে বলে আমরা মনে করি। এই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি একটা অত্যন্ত পুরাতন কোম্পানি এবং এর প্রোসেস অত্যন্ত পুরাণো মডেলের, সুতরাং এটা কেনার স্বার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আর একটা উদাহরণ দেব। আমাদের হাওড়া জেলার ভাণ্ডারগাছা গ্রামে এস ব্যানার্জির জমি ও বাড়ী কেনার কথা চলছে।

[6-10—6-20 p.m.]

আমরা শুনেছি সেই বাড়ী সরকারের পক্ষ থেকে এর মধ্যে প্রায় ৭-৮ হাজার টাকা খরচ করে সারানো হয়েছে—ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন অফিস হাওড়া জেলার সদর আমতা উলুবেড়িয়া এবং পাঁচলা সার্কেলের অফিস নাকি সেখানে করা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ভাণ্ডারগাছি একটা গণ্ডগ্রাম এবং সেখানে যাতায়াতের বহু অসুবিধা আছে। সেখানে সরকারের এরকম একটা প্রয়োজনীয় অফিস স্থাপন করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি না। [এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চ: কার বাড়ী খুলে বলুন না।] সেই বাড়ীটা হচ্ছে শ্রী এস ব্যানার্জি, মেম্বার, বোর্ড অফ রেভিনিউর বাড়ী। অথচ ওখানকার অধিবাসীরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ঐ অফিস সদরে কিম্বা উলুবেড়িয়ায় ট্রান্সফার করা হোক, কারণ সেখানে অফিস থাকলে জনসাধারণের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে। আমি আর উদাহরণের সংখ্যা বাড়াতে চাই না—আমার বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট যে সরকারের তরফ থেকে তাঁদের বিভিন্ন প্রিয়পরিজনকে এবং বড় বড় জমিদার এবং ক্যাপিটালিস্টদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা এভাবে যে

জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করেছেন তারজন্য একটা ইনকোয়ারী কমিটি হওয়া দরকার। আমি ডাঃ রায় এবং সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা যদি মনে করেন যে তাঁরা ধোয়া তুলসী পাতা, তাঁদের ভেতর কোন কলঙ্ক, কোন দোষ নেই তাহলে তাঁরা একটা ইনকোয়ারী কমিটি করে জনসাধারণকে দেখান যে তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা যেসমস্ত কথা বলছি তা সবই মিথ্যা। শুধু ডাঃ রায় এসেম্বলী ফ্লোরে জবাব দিয়ে চলে যাবেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হব না। তাঁদের যদি সত্য থাকে তাহলে একটা ইনকোয়ারী কমিটি করে এসমস্ত জিনিসগুলি তদন্ত করান এবং আমি আশা করি তাঁরা এটা করবেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি এখানে শুধু ২-১টা প্রশ্ন রাখব সেটা হচ্ছে যে একদিকে বড় বড় লোকদের মোটা টাকা দিয়ে তাঁদের বাড়ী এবং জমি নেওয়া হচ্ছে, আর অন্যদিকে যারা খুব গরীব লোক, যাদের আগে ন্যায্য টাকা পাওয়া উচিত সেক্ষেত্রে যেহেতু সেখান থেকে প্রতিবাদ খুব বেশি ওঠে না, তার ফলে সেই সমস্ত অঞ্চলে নিম্নতম কম্পেনসেশন দেবারও কোন ব্যবস্থা সরকারের নেই। বিভিন্ন রাস্তাঘাট যেসমস্ত জায়গায় হয়েছে, যেমন উদাহরণ দিতে পারি হাসনাবাদ থানায় হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত নয় মাইল রাস্তা ৩ বছর হল তৈরী হয়েছে, সেখানে বহু গরীব কৃষকের যাদের ২-১ বিঘা জমি ছিল, বাড়ী ঘর দোর ছিল তারা এখন বাস্তুহারা হয়ে গেছে। অথচ এই তিন বছরের মধ্যে তাদের নিম্নতম টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা সরকার করেন নি। যেসমস্ত এমব্যাঙ্কমেন্ট হচ্ছে, যেমন সন্দেশখালি থানায় নূতন স্কীম অনুযায়ী যেসমস্ত এমব্যাঙ্কমেন্ট হচ্ছে সেই সমস্ত এমব্যাঙ্কমেন্টের অধীনে বহু কৃষকের জমি বাড়ী ঘর দোর পড়ে গেছে অথচ বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করার দিকে এবং নিম্নতম টাকা পয়সা দেওয়ার দিকে সরকারের কোন নজর নেই। আমার এটা মনে হয়েছে যে যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন লোক তাঁদের দুদিন পরে দিলে বা কিছু কম দিলে চলতে পারে। এদিকে সরকার বলেন যে গরীব লোকদের দিকে আমরা সবচেয়ে বেশি নজর দিই কারণ আমরা সোসালিস্টিক প্যাটার্ন করতে যাচ্ছি, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠন করতে যাচ্ছি কিন্তু আমরা মনে করি যে গরীব লোকেরাই সবচেয়ে বেশি আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেসমস্ত জমি একোয়ার করা হচ্ছে, এমন কি, যা একোয়ার করা হয় নি জোর করে যেসমস্ত জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত তা এ্যাকুইজিশন করা হয় নি। ডাঃ রায় জানেন কিনা জানি না, তবে খগেনবাবু জানেন, হাড়োয়া থানার রাস্তা তৈরী হয়েছে, সন্দেশখালি থানায় ১৫ মাইল রাস্তা হয়েছে ১৮নং ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে তাতে অনেকগুলি আদিবাসী গ্রাম এবং অনেক সাধারণ লোকের জমি পড়েছে, ঘরবাড়ী পড়েছে; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর আবেদন সত্ত্বেও এ্যাকুইজিশন হয় নি, কম্পেনসেশন দেওয়া হবে কিনা ঠিক নাই। এই সমস্ত গরীব লোক এইভাবে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কিন্তু যাঁরা অর্থবান, যারা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যাদের সরকারী দপ্তরে যোগাযোগ আছে তাদের টাকা তো দেওয়া হচ্ছেই, বরং বেশিই দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশে এমন একটা নীতি চলছে যেখানে, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি নেওয়া হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের নাম করে সেইসব গরীব লোককে ন্যায্য দাম দেওয়া তো দূরের কথা, ৪-৫ বছর ধরে ১ পয়সাও দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমি পূর্বেই বলেছি যারা তদ্বির করতে পারেন তারা যেটা পাওয়া উচিত নয় তাও পাচ্ছেন, যারা তদ্বির করতে পারে না তারা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমি মনে করি একটা তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মাননীয় ঘোষ মহাশয়, পল্লীশ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন -এটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি- এতে শ্রীপ্রফুল্ল সেন বা শ্রীঅতুল্য ঘোষের কোন শেয়ার নাই, বা কোন স্বার্থ নাই। পল্লীশ্রীর কোন জমি বা রাস্তা কোন সরকারী গৃহের জন্য একোয়ার করা হয় নি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে থানা সীড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্মএর জন্য কিছু জমি একোয়ার করা হয়েছে—এসেসমেন্ট করে দিয়েছেন সেখানকার কালেকটর। অন্যান্য থানা ফার্ম যে দামে, যে দরে কেনা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কম্পেয়ার করলে ফেভারেবল দরেই কেনা হয়েছে—কাজেই ঘোষ মহাশয় এখানে যে অভিযোগ করেছেন তা সর্বৈব অসত্য।

[6-20—6-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I was wondering why this motion was brought in. I find that there are two objects that have come out during the discussion. One is that Shri Ganesh Ghosh wants to satisfy himself and satisfy others that the Communist Party is not going to be baited in this fashion. Shri Sisir Das says "I will one day occupy your chair, beware". I would only say that my chair would not be big enough for him. I will tell you exactly how things go, so that the members may be satisfied once and for all. There is no property which is acquired except for public purpose. We have to declare that we want a property for public purpose. There is no property which has been acquired except through the Land Acquisition Collector. In every case the law and the rules have been followed, award has been made, and even if there is a private offer that offer has to be below the award made by the Land Acquisition Collector before we accept that. Besides the Land Acquisition Act there is also an Act which is called Land Development and Planning Act which was enacted by this Legislature in 1949 mainly for the purpose of acquiring land for the refugees. This Act, so far as the refugee portion is concerned for which the price of 1946 has to be paid has been made part of the Constitution, Ninth Schedule. Therefore, we cannot take any land for the refugees except on the price of 1946. This has become obligatory since the change in the Constitution. Then the next point is that if there is an agreement with the owner of the property that agreement is only arrived at or secured in order that the owner may not go and apply to the court for the increase of the award. If he agrees to a particular price which has been awarded by the Collector, he cannot go up to the court, but he will be bound down by the agreement which has been arrived at.

Sir, my friend opposite Shri Bhattacharjee is like Sancho Panza fighting with an imaginary devil. I have said here before that the Oriental Gas Company can only be taken through an Act passed by this Legislature and that the Legislature will have the full opportunity of discussing the price, quality, quantity, type of the building and the type of machinery, etc., etc. With regard to S. Banerjee I have made an enquiry. He has a house at Howrah and our offices are located there. So long as he was in service until March he allowed our offices to remain there without charging any rent.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: What is the cost incurred to repair the house?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot tell you. The difficulty is that you throw out at this stage certain particular incidents. If you do not give an opportunity to know that you are going to raise this issue, it becomes difficult for us to answer. As a matter of fact, the proper course for getting an information regarding any property about which you want details is to ask a question; and the question will be answered, there will be no difficulty in that matter, because as I have said the whole thing is absolutely clear so far as this Government is concerned.

I would like to answer one or two points which have been raised by my friend Shri Ganesh Ghosh. He has said about the Pashupati Bose's house for which we have paid more. The award given was Rs.8,65,000 and Rs.8,65,000 has been paid. This property has been taken by the Education Department. Then about the Sinha's property in Belgachia about which he was talking, I can say that this property was valued by the Land Acquisition Collector at Rs.12,17,106. We have paid him Rs.10,50,000. There is another property about which there has been criticism—it belongs to A. K. Sarkar. He had two properties—one has been taken for the Home (Police) Department for building tenement for the police. We have paid

Rs.8,75,754 which was the award of the Collector. The factory portion has been taken for Ceramic Department. The payment has not been made as the award has not been received. About Lalgola House, we have paid exactly what was the award, namely, Rs.8,09,824. Up to now the total number of properties taken is 36 and the total amount paid is Rs.1,59 lakhs—some of the properties have not yet been paid for—and the total amount that we have been able to get through negotiation to reduce the price awarded by the Land Acquisition Collector is Rs.10 lakhs 60 thousand. Now, the question arises why we are buying the houses. You will find of the 36 properties 16 have been taken for the Education Department, some for Health Department, some for Home (Defence) Department, some for Commerce and Industries Department, some for Agriculture, Animal Husbandry like the dairy department in Belgachia. We are purchasing with the money received from the Government of India. Sir, everybody knows about the difficulty of obtaining lands at the current price and moreover we have often to start offices or buildings or structures or organisations as quickly as possible and it is not possible always to get the materials in time for starting these offices under the Five-Year Plan. Sj. Ganesh Ghose has raised this issue of a particular house over and over again and I have said once and I repeat again. This particular proposition of having a Central Commerce College was mooted when Sj. Deshmukh came here in 1957. He offered Rs.8 lakhs for a central place. This particular plot has got some land and some houses. Sj. Ganesh Ghose says that the land would not be suitable for this particular purpose. Sir, the University Grants Commission met in Madras sometime in February or in the beginning of March and this has been done after that Moreover, Sir, one of our Congress organisation wanted this House but we did not give them. So, we had not decided that simply it would be occupied by the Communist Party and therefore we did not give it, that is not a fact.

[6-30—6-34 p.m.]

One was Paschim Banga Samaj Sebak Samiti—they wanted the building, but we could not give them because that particular area is easily approachable by students belonging to the Commerce Colleges in the neighbourhood. You may believe it or you may not believe it. I do not bother about it. Here I have repeated what I said before.

Mr. Sisir Das has been kind enough to say that I said "I am a great democrat." I never said that. What I said I may repeat here. I said "When my heart is pure, I have the strength of ten." I work in a particular manner and I am perfectly satisfied with myself that the work that has been has been done above board.

Now, Mr. Bhattacharjee said "When you say you have done nothing wrong, why should you not agree to have an Enquiry Committee?" I say, you may have done nothing wrong in your house, but will you agree to have such an Enquiry Committee to enquire into your activities? The man in charge of the administration—the administrator—may feel that a certain action has to be taken, that a property has to be purchased. They follow certain rules and regulations and they purchase the property. That is an administrative affair. You are entitled to ask question, you are entitled to stop their grants, you are entitled to cut down their allotments, but if you say that unless a committee is formed, they will not be allowed to purchase a particular property, I cannot agree to it for the simple reason, as was pointed out by Mr. Ganesh Ghosh, that if there is a committee consisting of representatives of political parties to lay down guiding principles for future acquisition of properties, then good-bye to the administration being carried on. One member of the committee may try and get the building for

"Swadhinata" and somebody else in the committee may like to get it for something else—for another purpose—then how is the Government to carry on the administration?

Mr. Sisir Das may feel very upset that this party is still ruling. But so long as we are the ruling party, we want to rule, we want to administer and we want to administer in the interests of the people of this country.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি এক মিনিটে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—মাদ্রাজে এডুকেশন গ্র্যান্ট কমিশনের যে রিপোর্ট হয়ে গেল সেটা বুঝলাম। সমাজ সেবক সমিতি যে ভাড়া দিতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে চেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি; তাই স্যাটিসফাইড হলাম না, আপনি যে জিনিসটা পড়লেন সেটার একটা কপি কি আমাদের দেবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will ask the department to issue a White Paper about this. There is nothing to hide about it.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in view of the fact that large number of properties consisting of land, buildings, houses and industrial concerns have been purchased by the State Government from private parties during the last 10 years for various purposes:

This Assembly is of opinion that a non-official committee consisting of one representative from each political party and group in the West Bengal Legislative Assembly and Council should be set up to enquire into these purchases:—

(1) with a view to find out how far these purchases have been economical;

(2) with a view to find out how far they will serve the purpose for which they have been purchased and advise the Government as to how they can be most profitably utilised; and

(3) lay down guiding principles for future purchases of such properties,

was then put and lost.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-34 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 28th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the !8th March, 1959, at 9-30 a.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 193 Members.

Arrests under P.D. Act.

9-30—9-40 a.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার পার্মিশন নিয়ে একটা বিষয় আমাদের পুলিসমন্ত্রীর নজরে আনতে চাই।

২৪-পরগনার একজন কৃষক-নেতা নিহত হয়েছেন, এ-কথা আপনার কাছে বলা হয়েছে। তার পরে পুলিসের সন্ত্রাস সে জায়গায় বেড়ে গিয়েছে। আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বহু জায়গায় পুলিস ক্যাম্প করা হয়েছে, বহু ব্যক্তিকে পি ডি এ্যাক্ট-এ এরেস্ট করা হয়েছে—কোন স্পেসিফিক ক্রাইমে নয়। পুলিস ক্যাম্প থাকাতে স্থানীয় লোকেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ সবগুলোয় সাধারণ কৃষকেরা ভুগছে, জোতদারদের পুলিস সমস্ত রকমে সমর্থন করছে। আপনি অবিলম্বে এ বিষয়ে একটু হস্তক্ষেপ করুন, না হলে সাধারণ লোকের ওখানে শান্তিতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সাধারণ লোকের শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে ঐ পুলিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য দেখা করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন সেখানে সন্ত্রাসবাদ উপস্থিত হয়েছে। তারা আমার সংগে দেখা করেন নি, একখানা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। খুনের পরে স্থানীয় অনেক লোক এরকম অভিযোগ করেছিল যে তাদের জীবন বিপন্ন, এবং তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিস পাঠান হোক।

যদি পুলিসের কাজের বিরুদ্ধে যে অন্যায় আচরণের কথা বলেছেন, তারা যদি সেখানে তা করে থাকে তাহলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করব, এবং যথাবিধি ব্যবস্থা করব।

Sj. Jyoti Basu: What have your Police done?

Mr. Speaker: We are going beyond............

Sj. Jyoti Basu:

সন্ত্রাসবাদ আসলে এইজন্য যে, কমিউনিস্ট পার্টির একজন লোকের গলা কেটে দিলে, আর এদিকে পি ডি এ্যাক্ট করলেন। গলা কাটা যে গেল সে বিষয়ে কি করলেন? কমিউনিস্টের গলা কাটায় খুব খুশি হয়েছেন, বিড়লার দালালী করছেন, আর আমাদের এখানে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে।

Mr. Speaker: I object.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি অবজেক্ট করতে পারেন; কিন্তু দেখছেন না একটা লোকের গলা কাটা গেল, আর এদিকে পি ডি এ্যাক্ট করা হচ্ছে।

Mr. Speaker: Mr. Ganesh Ghosh told me only this much, that there have been several arrests under the P.D. Act. He said, "May I mention it because this is an extraordinary measure?" I said, "You mention it". Thus far liberty was given—not to enter into long, lengthy controversy. Government has exercised its powers under the P.D. Act—either it is justified or it is not—we cannot hold a debate.

Election at Rishra.

Sj. Jyoti Basu:

আর একটা কথা। রবিবার রিষড়ায় একটা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সেখানে কিছু লোক মামলা করে নির্বাচন স্থগিত রাখবার জন্য হাইকোর্ট থেকে একটা ইনজাংশন অর্ডার বার হয়েছে। এটা ২৯ তারিখে হতে পারবে কিনা—একটা ইনজাংশন তো দেওয়া হয়েছে।

তখন বিভিন্ন দিক থেকে সরকারের কাছে তাঁরা মুভ করেন যে, এই অর্ডারটাকে ভেকেট করান। উকিল গিয়ে হাইকোর্টে কথাটা তোলেন। তারপর যখন হিয়ারিং হবার কথা, জজরা সময় দিলেন আলোচনা হবে, ওঁদের পয়েন্ট ওঁরা বললেন, তখন দেখা গেল যে, যাকে ভার দেওয়া হয়েছিল তিনি থাকলেন না এবং তাঁর এ্যাসিস্টেন্ট উঠে বললেন যে, আই হ্যাভ নো ইনস্ট্রাকশন টু মুভ ইন দি ম্যাটার। অর্থাৎ যাতে করে এই ইলেকশন না হয় সেই ব্যবস্থাই হল। আমাদের রিপোর্ট হচ্ছে যে, প্রফুল্লবাবু এটা করিয়েছেন। অর্থাৎ ওখানে ইলেকশন হলে বোর্ডটা কংগ্রেসের হাতে থাকবে না অন্যের হাতে চলে যাবে এইজন্যই এই ঘটনা করা হয়েছে। কারণ তা না হলে আমি বুঝলাম না যে কেন তিনি বললেন যে, কোন ইনস্ট্রাকশন নেই। অথচ একটা ইলেকশনের অর্ডার সরকার দিয়েছেন।

Mr. Speaker: I cannot tell you anything. What you say should not have happened. But in the High Court why the Government Counsel or the Government Advocate or the Government Pleader did not say anything at all, cannot be the subject-matter of discussion in this House.

Sj. Jyoti Basu:

আমি আপনার ও হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Ganesh Ghosh:

কালিবাবু বললেন যে হাউসে বলেছেন তাঁর নাম তিনি দেবেন।

Mr. Speaker: I will ask the Minister not to answer that.

Sj. Ganesh Ghosh: It is better not to say anything after creating police terrorism.

Mr. Speaker: You may take it at that.

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Mr. Speaker: There is a Resolution by Sj. Elias Razi and Sj. Deo Prakash Rai. I carefully looked into it and I definitely hold it out of order. Therefore the next Resolution of Dr. Suresh Chandra Banerjee will now be moved.

[At this point Sj. Deo Prakash Rai rose to speak.]

I may tell you Mr. Rai that the first thing in the morning my Secretary did was to draw my attention to the language of your Resolution. I have carefully looked into the language of your Resolution and my reading is that it is meaningless.

Sj. Deo Prakash Rai: But day before yesterday the Deputy Speaker said that I shall move it today.

Mr. Speaker: He reserved his ruling.

Sj. Deo Prakash Rai: He did not say that he would give his ruling.

Mr. Speaker: The point is that you have given a new resolution. You have put in a fresh resolution under the joint signature of yourself and another honourable member, Sj. Elias Razi. Now, under the rules it must be placed in ballot and after that it can be discussed.

Sj. Deo Prakash Rai: It was done on a clear understanding with the Chair that the corrected version will be circulated among the members.

Mr. Speaker: How can there be an understanding with the Chair? There can be no understanding. Rules must be implicitly followed. But I can do this for you. The resolution may be moved in its proper order and not as you want it. If you had not put in this new thing, your old resolution might have retained its place. Therefore, this fresh resolution can be moved only in its proper order.

Sj. Jyoti Basu: Then what is your ruling? Is it out of order?

Mr. Speaker: My ruling on the last three lines of the resolution is that it is out of order because he has asked Government to suggest remedial measures.

[9-40—9-50 a.m]

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that with a view to remove the chronic famine-like condition in this State due to shortage of foodgrain produced, the Government should adopt the following short and long-term measures:—

(a) Redistribution of lands among actual tillers of the soil,

(b) Improvement of irrigation facilities in the State (i) by supplying Damodar, Mayurakshi and other canal water at a cheap rate; (ii) by sinking a large number of tube-wells; (iii) by digging ordinary wells; (iv) supplying diesel pumps; (v) excavation of new tanks and reclamation of old ones, (vi) supply of good seeds, suitable manures and insecticides in time, of required quality, and at a cheap price; (vii) provision of better credit facilities in the villages with a view to ensure on easy terms, timely supply of sufficient amount of agricultural and cattle purchase loan to the agriculturists; (viii) establishment of medium sized cottage industries in different parts of the State with a view to remove unemployment and thereby increase the purchasing capacity of the people.

Short-term measures.—(i) Regular supply through Modified Rationing Shops of good rice at the rate of one and half seers per week per adult at Rs 18 a maund and of good wheat at the rate of one seer per week per adult at Rs 15 a maund with a view to make sure the availability of rice in the open market at the rate controlled as per price control order; (ii) taking forthwith measures necessary for unearthing hoarded foodgrain stores of millers and big dealers; (iii) building up by the Government of a reserve stock of six lakh tons of rice by procurement from outside States, e.g., Orissa, Assam, Nepal, Bihar, etc., and also by procurement from inside the State; (iv) not pressing for realisation of full quota of land revenues and loans but remaining satisfied by what the people pay or have paid of their own initiative.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা গত কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি খাদ্যশস্য ঘাটতির দরুন। কোন বৎসর ৫ লক্ষ টন ঘাটতি, কোন বৎসর ৭ লক্ষ টন ঘাটতি—এবার বলা হচ্ছে ৯ লক্ষ টনের মত ঘাটতি হবে। যদি আমাদের এই অবস্থা হতে অব্যাহতি পেতে হয় তবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে সর্বপ্রথম যারা সত্যিকারের কৃষক, যারা নিজেদের হাতে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে তাদের ভেতর ভূমিবণ্টন করে দিতে হবে এবং এই বণ্টন যদি সুষ্ঠুভাবে করতে হয় তবে মধ্যস্বত্ব বিলোপ করতে হবে, অর্থাৎ সরকার আর চাষীর মধ্যে আর কোন শ্রেণী থাকতে পারবে না—একদিকে গভর্নমেন্ট এবং অন্যদিকে চাষী থাকবে। এই ব্যবস্থা যদি করা হয় তবে জমি সত্যিকারে কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা হবে। প্রশ্ন উঠলো সিলিং কি হবে - প্রতি কৃষক পরিবারকে কতখানি করে জমি দেওয়া হবে? এ সম্বন্ধে নানা মত ভারতের নানা স্থানে আছে। উড়িষ্যা বিধানসভায় সেদিনও এই ব্যবস্থা পাশ হয়েছে যে, ১৫ একর করে দেওয়া হবে। সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে এখানে কোন মত প্রকাশ করতে চাই না- এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট বিশেষ অনুসন্ধান করে যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। আমি শুধু বলছি যে যারা সত্যিকারের চাষী তাদের ভেতর জমি সুষ্ঠুভাবে বণ্টন না হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তারপরে জমি যদি বণ্টন করা হয় এবং সিলিং যদি বেঁধে দেওয়া হয় তবে নিশ্চয়ই কিছু বাড়তি জমি বেরুবে। প্রশ্ন হল এই বাড়তি জমি সম্বন্ধে কি করা হবে? এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট দুটো মত আছে- এক মত হচ্ছে এই যে জমি পল্লী পঞ্চায়েতকে দেওয়া হবে এবং পল্লী পঞ্চায়েত কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চাষ করার ব্যবস্থা করবে। আর অন্য মত হচ্ছে যে এই বাড়তি জমি দেওয়া হবে ভূমিহীন কৃষকদের, যাদের জমি নেই তাদের। অবশ্য আমি পল্লী পঞ্চায়েতকে দেবারই পক্ষপাতী। বিনোবা ভাবে যদিও পল্লী পঞ্চায়েতের কথা বলেন নি তবুও তিনি ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা রাখতে চান নি এবং তা রাখলে ভালও হবে না। সুতরাং যাতে করে এই জমি পল্লী পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয় এবং পল্লী পঞ্চায়েত যাতে কো-অপারেটিভ মারফৎ এই জমি চাষ করতে পারে সেই চেষ্টা করাই ঠিক হবে। আর একটা কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। পাটের দর আগের বছর ২৫।২৬।২৭।২৮ টাকা মণ ছিল কিন্তু এ বছর পাট যখন বাজারে বেরুলো তখন তার দাম মাত্র ১২।১৩।১৪ টাকায় দাঁড়ালো। কৃষকদের যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তবে কখনও উৎপাদন বাড়তে পারবে না। সুতরাং চাষীরা যাতে তাদের জিনিসের দাম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারে সেজন্য চাষের সময়ের আগেই পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, ফ্লোর প্রাইস, মিনিমাম প্রাইস এর নিচে হতে পারবে না।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমি সত্যিকার চাষীদের মধ্যে সুষ্ঠু বণ্টনের পর প্রয়োজন সেচের সুব্যবস্থা করা। পশ্চিম বাংলায় ৩টা বড় বড় সেচপরিকল্পনা আছে—ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী। ময়ূরাক্ষীর কাজ শেষ হয়েছে বললেই হয়, সামান্য বাকী, দামোদরের কাজ শেষ হয়ে এল বলে, কংসাবতীর কাজ ১৯৫৬ সালে আরম্ভ হয়েছে, ১৯৬১ সালের প্রথম পর্যায়ে শেষ হবে। এসব বড় বড় পরিকল্পনা হতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ, ঠিক সময় জল দেওয়া হয় না; দ্বিতীয়ত, ওয়াটার রেট অনেক বেশি। ওয়াটার রেট বেশি বলে জনগণের ভেতর অসন্তোষ বিরাজ করছে, ফলে জলেরও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। রবিশস্যের জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। সে সময়ে জল যদি চাষীদের না দেওয়া যায় তাহলে বেশি টাকা খরচ করে সেচপরিকল্পনা করলেও আমাদের দেশের খাদ্যঘাটতি কমান যাবে না। ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী পরিকল্পনার দ্বারা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলায় সেচের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা নদিয়া, মালদহ, ২৪-পরগনা ইত্যাদি অঞ্চলের সেচব্যবস্থা সম্ভব হবে না। ২৪-পরগনা সবচেয়ে বড় জেলা, লোকসংখ্যাও অনেক বেশি -এই জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা না হলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ঘাটতি কখনও কমবে না। কিন্তু ২৪-পরগনা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না; তদ্রূপ নদিয়া সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা নাই, মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলা সম্পর্কেও একই কথা। এসব জেলার জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ যাতে শীঘ্র কার্যকরী হয় তার চেষ্টা করতে হবে। সুখের কথা, গত ২৩শে মার্চ কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, ফারাক্কা ব্যারেজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার নিঃসন্দেহ, এ ব্যাপারে যেসব টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি ছিল তা দূর হয়েছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখন এই পরিকল্পনার কাজে হাত দিতে প্রস্তুত। আমরা জানি ফারাক্কা ব্যারেজ ছাড়া কলকাতা শহর বাঁচবে না, কলকাতা বন্দর বাঁচবে না, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার ভিতর ভাল করে

যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে না, ২৪-পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় সেচের ব্যবস্থা করা যাবে না—এসব জেলায় নদীনালাগুলিকেও বাঁচান সম্ভব হবে না। নানা প্রয়োজন রয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজের। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যখন প্রস্তুত হয়েছেন তখন আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টএর জোরে চাপ দিতে হবে, যাতে ব্যারেজের কাজ অনতিবিলম্বে আরম্ভ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ফারাক্কা ব্যারেজের কাজ কবে আরম্ভ হবে, কবে শেষ হবে বলা কঠিন। এই ফারাক্কা ব্যারেজ যতদিন না হবে ততদিন নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগনায় কোন বড় সেচপরিকল্পনা হতে পারবে না। ফারাক্কা ব্যারাজের জন্য বসে থাকলে এই জেলাগুলি মারা যাবে। আমি নদিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমি দেখছি, ২-৩ বৎসর ধরে বৃষ্টির ইরেগুলারিটির জন্য শস্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, শস্য উৎপাদন হচ্ছে না বললেই চলে।

[9-50—10 a.m.]

দু'বছর আগে এই জেলার চাষীদের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে এখন তাদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে, এইভাবে যদি আরও দু-তিন বৎসর চলতে থাকে তাহলে দেশের লোকরা না খেয়ে মারা যাবে। সুতরাং ফারাক্কা ব্যারেজ যখন হবে তখন হবে, কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এই সমস্ত জেলায় নদীর পাড়ে যে চরা জমি আছে, সেখানে পুকুর কেটে জল সেচন সম্ভব নয়। সেখানে জল সেচন করতে গেলে হয় ডিপ টিউবওয়েল বসাতে হবে কিম্বা জায়গায় জায়গায় ডিজেল পাম্প বসিয়ে জল পাম্প করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাঙ্গা অঞ্চলে পুকুর কেটে কিংবা ডিপ টিউবওয়েলএর সাহায্যে সেচনের ব্যবস্থা করতে হবে। গত বাজেট ভাষণে সেচমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এবং পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে টিউবওয়েল ইরিগেশনে বিগ ইরিগেশন প্রজেকটের চাইতে খরচ লাগে বেশি। তাঁর ফিগারে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি নি, এ ফিগার সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশন ছাড়া নদিয়ার মত জেলাকে বাঁচান সম্ভব নয়। সুতরাং খরচ যাই হোক না কেন, এই জেলাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশনএর ব্যবস্থা করতেই হবে এবং দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে শীঘ্র তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে এই জেলাকে বাঁচবার।

শুধু সেচের ব্যবস্থা করলেই যে দেশে খাদ্যশস্য খুব বেশি বাড়বে তা নয়, কারণ বর্তমানে চাষ যেভাবে করা হয় তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কোন মাঠের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটা আধমরা বলদ ছোট একখানা লাঙ্গল টানছে, ফলে খুব সামান্য মাটিই উঠছে। এইভাবে যদি চাষের কাজ চলে তাহলে বড় বড় ইরিগেশনএর ব্যবস্থা যতই করুন না কেন, তার দ্বারা খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে না। চাষের জন্য ভাল বলদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষকদের হাতে উন্নত ধরনের আধুনিক লাঙ্গল দিতে হবে। বলদের উন্নতিসাধন করতে না পারলে আধমরা বলদ কখনও ঠিকভাবে লাঙ্গল টানতে পারবে না। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

তারপর ঋণের কথা। এ বিষয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। আমাদের দেশে পূর্বে যে ধরনের মানি লেন্ডিং বিজনেস প্রচলিত ছিল, তাতে কৃষকরা অতিরিক্ত সুদ দিয়ে তাদের প্রয়োজন মত টাকা পেতে পারত। বর্তমানে সেই প্রথা উঠে গিয়েছে ভালই হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে কোন প্রথা চালু বা প্রবর্তন করতে আমরা পারি নি। এখন দেখতে পাই চাষের সময় বহু কৃষক কৃষি-ঋণের জন্য দরখাস্ত করে, তার ওয়ান-ফোর্থও মঞ্জুর হয় না। যেই সামান্য টাকা মঞ্জুর হয় তাও পেতে হয় বহু খোসামোদ করে, নানা প্রকার ঘুস দিয়ে। ঋণদানের ব্যাপারে আগাগোড়া নিপোটিজম এ্যান্ড করাপশনএর রাজত্ব। এইভাবে তারা যে সামান্য টাকা পায় তাও ঠিক সময়মত পায় না। এখন যদিও সেই পূর্বের মত ঋণ-প্রথা নেই, কিন্তু সরকারী ঋণদানের কুব্যবস্থার ফলে কৃষকরা নিজেদের জমি প্রায় বিক্রি করে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। এর ফলে বহু কৃষকের জমি প্রাকটিক্যালি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমি ডাঃ রায়কে লিখি, তিনি বলেন যে এমন কোন আইন নেই যার দ্বারা এদের রক্ষা করা যায়। কিন্তু এরকম অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। তাই আমার গভর্নমেন্টের কাছে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা এ

সম্বন্ধে একটা কমিটি বা কমিশন গঠন করুন এবং সমস্ত জিনিসটা একটু ভাল করে স্টাডি করুন। এইভাবে কমিটিতে আলাপ আলোচনা করে সেই কমিটির রিপোর্ট আইনসভার সামনে রেখে ভালভাবে আলোচনা করে একটা আইন করুন যাতে করে কৃষকরা ঠিক সময়মত যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ পেতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক, তা না হলে দেশের অবস্থা, কৃষকদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

তা ছাড়া চাষের উন্নতি করতে হলে ভাল সিড ও সারের প্রয়োজন; কীটনাশক ঔষধেরও প্রয়োজন। সরকারের তরফ থেকে বীজ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখেছি একটা এলাকায় পাটের বীজ দেওয়া হল, সেই পাটের বীজ কৃষকরা লাগালেন এবং পাটের গাছ দু-তিন হাত বাড়তে না বাড়তেই তাতে ফুল এসে গেল, পাট আর বাড়লো না। বীজ এত দেরীতে দেওয়া হয় যে তা অনেক সময়ে কাজেই লাগান যায় না। ফার্টিলাইজারের অবস্থা তাই, ইনসেকটিসাইডের অবস্থাও তাই। ঠিক সময়মত পাওয়া যায় না, পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। গত বৎসর যখন পাটে পোকা লেগেছিল তখন আমি দেখেছি কৃষকরা কত চেষ্টা করেছে সামান্য একটু কীটনাশক ঔষধ পেতে, দাম দিয়ে, বেশি পয়সা দিয়ে, কিন্তু তারা পায় নি। এইগুলিরও ব্যবস্থা করা দরকার। যা বললাম তা কাজে করা খুব কঠিন নয়। গভর্নমেন্ট এসব জানেন, করছেনও কিন্তু কোন কাজই গভর্নমেন্ট ভাল করে করেন না, সুতরাং তাতে ফলও ভাল পাওয়া যায় না। গভর্নমেন্ট সিড দেন, ফার্টাইলাইজার দেন, সেচের জল দেন, লোন দেন কিন্তু কি কারণে জানি না, আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি কোন কাজই গভর্নমেন্ট ঠিকমত করেন না। এইভাবে কাজ করলে দেশের কিছুতেই উন্নতি হবে না। আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছি যে, কম কাজে হাত দিন কিন্তু যেটুকু করবেন সেটুকু ভাল করে করুন। এইসব কাজ ঠিকমত করা হলে ফুড প্রোডাকশন বাড়বে এবং বর্তমানে আমাদের যে খাদ্য ঘাটতি আছে তা অনেক পরিমাণে দূর হবে। কিন্তু তাহলেও যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা শেষ হয়ে যাবে তা নয়, কারণ যে জমি আমাদের আছে তা অতি কম। খুব কম লোকেরই ইকনমিক হোল্ডিং আছে, অধিকাংশ লোকের ২-১ একর বা ২-১ বিঘা করে আছে। এ সম্বন্ধেও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এইজন্য আমি আমার প্রস্তাবে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছি। আরো আয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। যখন লোকের কোন কাজ থাকে না তখন তারা ঘরে বসে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে কিছু আয় করতে পারে। কুটিরশিল্পের মধ্যে অম্বর চরকাই উৎকৃষ্ট। অম্বর চরকা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একটি মেয়ে যদি অবসর সময়ে দিনে ৮ ঘণ্টা অম্বর চরকায় কাজ করে তবে সে মাসে অনায়াসে ২০-২৫ টাকা আয় করতে পারে। এক পরিবারে যদি ২-৩ জন কাজ করে তাহলে সহজেই ৫০ টাকা আয় করতে পারে এটা আমি নিজে দেখেছি। আরও অনেক রকম কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি ধারে কাছে কোনও মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রি থাকে তাহলে সেই ইন্ডাস্ট্রিতে পুরুষরা কাজ করতে পারে আর মেয়েরা ঘরে বসে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে কিছু অর্জন করতে পারে। এটা যদি করতে পারে তাহলে বড়লোকের মত না হলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের মত দিন চলে যাবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমি সরকারকে অবহিত হতে অনুরোধ করছি। কুটিরশিল্প বললেই যে অম্বর চরকা বোঝা যায় তা নয়, এ ছাড়াও ঢেঁকি আছে তাঁত আছে, নানা রকম কুটিরশিল্প আছে। ১২ রকম কুটিরশিল্প আছে। এতে করে কুটিরশিল্পেরও উন্নতি হতে পারে। চরখা ১৯২০ সালে যা ছিল এখন আর তা নেই ২ বৎসর আগে যা ছিল তাও নেই। অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে অম্বর চরকায় ৭টা তকলি ছিল এখন ৫টা হয়েছে এখন অনেক প্রোডাকশন বাড়ছে। কিন্তু যতই উন্নতি হোক না কেন, কুটিরশিল্প কিছুতেই কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারবে না। কল এখন চলে স্টীম ও ইলেকট্রিসিটিতে। কিছুদিনের মধ্যে চলবে এটোমিক এনার্জিতে। কাজেই কুটিরশিল্পের যত উন্নতিই করা যাক, কলের সঙ্গে তারা পারবে না। সেইজন্য আমরা চাই কলের সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পও চলুক কিন্তু দুটোর কর্মক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ ডিলিমিট করে দিতে হবে। স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে এইসব বিষয়ে কুটিরশিল্প চলবে, এইসব বিষয়ে কল চলবে। যেমন বস্ত্রশিল্পে কুটিরশিল্প চলতে পারে, ধানশিল্প চলতে পারে, ঘানি চলতে পারে। এই রকমভাবে কয়েকটি জিনিস যদি কুটিরশিল্পের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় তাহলে দেশের চেহারা ফিরে যেতে পারে এবং আমাদের বর্তমানে যে দারিদ্র্য, দুঃখ তা অনেক পরিমাণে লাঘব হতে পারে।

[10—10-10 a.m.]

আমার প্রস্তাবে লং টার্ম মেজার যেগুলি আছে, দীর্ঘমেয়াদী যেসব পরিকল্পনা সে সম্বন্ধে বললাম। এইসব ব্যবস্থা দ্বারা দুর্ভিক্ষ ধীরে ধীরে প্রতিহত হবে কিন্তু এখনও যে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থায় আছে তারজন্য কিছু করা দরকার। সর্ট টার্ম মেজার স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা কিছু করা দরকার। ডেফিসিট যে এরিয়া আছে যেমন চাকদহ, নদিয়া, এমন আরও অনেক জায়গা আছে যেগুলি সব আমি জানিও না—সেইসব জায়গায় তিনটি কাজ করতে হবে। এ সম্বন্ধে আগেও বলেছি, বার বার বলেছি কিন্তু গভর্নমেন্ট তা ঠিকমত করেন না। এম আর শপ থেকে চাল এবং গম দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে। এখন কোন কোন এলাকায় ১৷৷ সের করে চাল এবং এক সের করে গম দেওয়া হয়। ১৮ টাকা মণ দরে চাল, ১৫ টাকা মণ দরে গম। দেড় সের করে চাল সব জায়গায় দিতে হবে এবং ঠিকমত দিতে হবে। যে চাল দেওয়া হয় তা সিদ্ধ নয়, আতপ। আতপ বাঙ্গালীরা খেতে চায় না। চাল যদি ঠিক কোয়ালিটির দেওয়া হত এবং রেগুলারলি দেওয়া হত তাহলে হাহাকার অনেকটা কমবে। রেশন সপ্তাহে একবার করে দেওয়া হয়। যারা এম আর শপ থেকে চাল নেয় তারা খুবই গরীব। দিন আনে দিন খায়। এদের জন্য যদি প্রতিদিন নেবার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ভাল হত। সেজন্য গভর্নমেন্টকে বার বার বলেছি সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার করে দেওয়া দরকার। গভর্নমেন্ট এভাবে দিতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত সপ্তাহে দুবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নি। আর একটা কথা বলছি - গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করছি যেটা খুব ডেফিসিট এরিয়া, যেটা খুব দরিদ্র সেখানে সপ্তাহে দু'সের করে চাল দিতে পারলে ভাল হয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, খোলা বাজারে কন্ট্রোল্ড দরে চাল পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৷৷ সেরের বদলে যদি ২ সের করে চাল দেওয়া হয় তাহলে খুব ভাল হয়, অভাব অনেকটা মিটতে পারে। একথা গভর্নমেন্টকে বলেছি প্রফুল্লবাবুকেও বলেছি। আশা করি বিশেষ করে ডেফিসিট এরিয়াতে এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ করে ২ সের করে চাল রীতিমত সপ্তাহে ২ বার করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। আর একটা কথা এই ব্যবস্থা যদি চালু রাখতে হয় তাহলে গভর্নমেন্টকে ৬ লক্ষ টন, অন্ততপক্ষে ৫ লক্ষ টন চালের রিজার্ভ স্টক গড়ে তুলতে হবে নইলে শেষকালে এমন অবস্থা আসবে যখন এম আর শপের মারফৎ আর চাল দেওয়া সম্ভব হবে না। এখন থেকে চেষ্টা করলে উড়িষ্যা থেকে হোক, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে হোক কিংবা এখান থেকে প্রোকিওর করে যদি রাখেন তাহলে এম আর শপ মারফৎ রীতিমত চাল দেওয়া সম্ভব হবে। এমন একদল ব্যাপারী আছে কারবারী আছে যারা গভর্নমেন্টকে প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার চালু রাখতে দিতে চায় না। চক্রান্ত করে তারা এটা বন্ধ করে দিতে চায়, এদের সায়েস্তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারকার দুর্ভিক্ষের আশংকা গত দু'বছরের চেয়েও বেশি, অথচ গভর্নমেন্ট টেস্ট রিলিফ ও জি আর সম্বন্ধে উদাসীন। গত দু'বছর টেস্ট রিলিফের কাজ যেভাবে চলেছিল এবার গভর্নমেন্ট যেন সেভাবে টেস্ট রিলিফের কাজ চালাতে চান না। আমি মফঃস্বলে ঘুরে দেখেছি সেখানে টেস্ট রিলিফ বলতে কিছু নাই। লোকেরা যদি কাজ না পায়, রোজগার করতে না পারে, অতি সস্তা দরে চাল দিলেও তারা তা কিনতে পারবে না। পল্লী অঞ্চলে প্রতি ইউনিয়নে এবং টাউনে মিউনিসিপাল এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু রাখতে হবে। গ্রাটুইটাস রিলিফ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গভর্নমেন্ট দু'বছর আগে একটা সার্কুলার জারী করে-ছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যারা ডীফ ডাম্ব, ব্লাইন্ড ইনফার্ম এ্যান্ড ওল্ড তাদের জি আর দেওয়া হবে। এদের অনেকেই খয়রাতী সাহায্য পায় না। যারা অসহায় বিধবা, তারা আগে পেত এখন তাদের দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যেসব পরিবারে উপার্জনকারী কেউ নাই, বিধবা স্ত্রীলোক কতকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে, তারা গ্রাটুইটাস রিলিফ পেত। যেসব পরিবারে লোকসংখ্যা তিনের বেশি, উপার্জনকারী মাত্র একজন এবং সে টেস্ট রিলিফে কাজ করে দিনে ১ টাকা মাত্র উপার্জন করে সেক্ষেত্রে তিনজনের বেশি লোকদের জি আর দেওয়া হত। কেন জানি না এখন জি আর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই গভর্নমেন্টকে বলছি এম আর শপ যদি ঠিক মতন চলেও, সঙ্গে সঙ্গে যদি টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক না চলে এবং যদি জি আর বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেশে দারুন সংকট দেখা দেবে। তাই বলছি লোক যাতে না খেয়ে না মরে যায় সেজন্য গভর্নমেন্টকে অবহিত হতে হবে। এই কথা বলে আমি আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি।

[10-10—10-20 a.m.]

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে তিনি নূতন কিছু বলছেন না। সমস্ত জিনিসই গভর্নমেন্ট কর্তৃক চালু আছে। বাস্তবিক এটা ঠিক কথা, আজকে দেশের যা অবস্থা এবং যা সমস্যা তাতে উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে কৃষি এবং কুটিরশিল্পের উপরই নির্ভর করতে হয়; এবং সেদিকে আমাদের জাতীয় সরকার নজর দিয়েছেন।

আমার বন্ধু দাদা সুরেশবাবু নদিয়ার কথা বলেছেন। তিনি নদিয়ায় নূতন এসেছেন, তাঁর বাড়ী ছিল আগে অন্য জায়গায়। তিনি দীর্ঘ দিন দেখেন নাই। নদিয়ার অবস্থা আগে ভাল ছিল না, এখন ভাল হয়েছে। বাস্তবিক নদিয়া অন্য জেলা থেকে খাদ্যশস্য চিরকাল আনত। তারপর দেশ বিভাগের পর অবস্থা খারাপ হয়। সম্প্রতি অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে।

সুরেশবাবু নদিয়ার মডিফায়েড রেশন শপের কথা বলেছেন। আমরা জানি নদিয়ায় উপস্থিত যে মডিফায়েড রেশন দেওয়া হয় তাতে ফ্লাড এফেকটেড এরিয়া বলে যেটা একদিনে নেবার কথা সেটা সেখানে ২-৩ দিনে দেবার ব্যবস্থা আছে। যদি কোন লোকের অবস্থা খারাপ হয় সে একদিনে যদি সবটা রেশন না নিতে পারে তাহলে দুদিনে নিতে পারবে এ ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর তিনি নদিয়ার রেশন সম্বন্ধে বলেছেন যে, চাল খারাপ। আমি জানি আগে খারাপ ছিল। উনি নিজে চালের নমুনা দেখেছেন এবং বলেন নি যে, "না, এ চাল চলবে না।" অথচ এখানে অন্য রকম কথা বলছেন! এটা কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না। অন্যান্য যেসব কথা উনি বলেছেন ঠিকই বলেছেন, সেগুলি হওয়া দরকার। গভর্নমেন্ট বলেছেন যেসমস্ত নদীনালা খাল বিলের ভাগীরথীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে সেগুলিতে ব্যারাজ না হওয়া পর্যন্ত হাত দেওয়া হবে না। আমরা বলি যতদিন ফারাক্কা ব্যারাজ না হবে ততদিন অন্য রকম ব্যবস্থা একটা করা উচিত। নদিয়ায় শান্তিপুরের যে খাল সেটার যাতে সংস্কার হয় তার বন্দোবস্ত করা উচিত। মন্ত্রীমহাশয় নিজে বলেছেন ১০০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয় কিন্তু যে খরচ হবে তা দ্বারা আয় যা হবে তাতে খরচ পোষাবে না। কিন্তু সেদিক দিয়ে বলছি ঐ ১০০ বিঘার ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেদিক দিয়ে কিছু একটা করা দরকার বলে আমরা মনে করি। তারপরে টিউবওয়েল ডিপ টিউবওয়েল ও ইরিগেশন টিউবওয়েল খুঁড়ে চাষের জল দেবার জন্য ব্যবস্থা সরকার করেছেন। তিনি যদি একটু ঘুরে ফিরে দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন।

একটা বিষয় আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব: টিউবওয়েল ত হয়েছে, কিন্তু চাষীরা জল যখন চায় তখন দরখাস্ত করতে হয়। সেই দরখাস্ত করার পর স্যাংশন হতে যাতে দেরী না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। লোকাল অফিসারের কাছে দরখাস্ত দিলেই যেন চাষীরা জল পায়। পরশুদিন একটা এলাকার চাষী আমার কাছে এসেছিল, তার জলের খুব দরকার, জলের জন্য দরখাস্ত করেছে অথচ জল পাচ্ছে না। আমি এরিয়া অফিসারকে জানিয়ে দিলাম—যে ব্যবস্থা হয় তাঁরা যেন শীঘ্র করেন। তিনি বলেন আমাদের এতে হাত নাই। ডিপার্টমেন্ট হয়ে এলে তবে আমরা করতে পারব। সে ব্যবস্থা লোকাল অফিসারই যাতে করতে পারেন সেইটে যেন করা হয়। তারপর ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা, যেখানে যেখানে ইরিগেশন টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে সেখানে হয়েছে। যেখানে যেখানে ইলেকট্রিক যায় নাই সেখানে সেখানে ডিজেল সংযোগে যাতে টিউবওয়েলের বন্দোবস্ত হয় তার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তার জলসেচের জন্য যেসমস্ত খাল বিল যা ভূমিবণ্টন আইনের ফাঁকে জমিদাররা দখল করে রেখেছিল সেগুলি গভর্নমেন্টের হাতে এসে যাচ্ছে। সেইসব খাল বিল প্রভৃতির যাতে সংস্কারের ব্যবস্থা হয় তা যেন শীঘ্র শীঘ্র করা হয়।

মাননীয় সদস্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে, টেস্ট রিলিফ ও গ্রাটুইটাস রিলিফ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি নদিয়া জেলার প্রতি দরদ দেখিয়ে বলেছেন, নদিয়া জেলায় গত বৎসর টেস্ট রিলিফের ওয়ার্কে নগদ ৫ লক্ষ টাকা এবং হুইট ও হুইট প্রোডাক্টে দেওয়া হয়েছে ২,৩১,৩৮০ মণ। এটা কম কথা নয়। এর এই বায়ে টেস্ট রিলিফের কাজের দ্বারা বহু রাস্তার ও কিছু খাল বিলের সংস্কার হয়েছে। এবারেও অনেক খাল বিল সংস্কার করা হবে। তা যদি হয় তবে সুখের কথা। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলব—ছোট ছোট খাল বিল সংস্কারের জন্য

কাজ ইরিগেশন বিভাগ থেকে যাতে টেস্ট রিলিফের মারফৎ হয় সেদিকে তিনি যেন একটু মনোযোগ দেন।

আর ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮ থেকে ২১-২-৫৯ পর্যন্ত নদিয়া জেলায় এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

প্যাডি হাস্কিং লোন দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার ৫০ টাকা, আর্টিজ্যান লোন দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা, জি আর ক্যাশ দেওয়া হয়েছে ৭৬ হাজার ২০০ টাকা, জি আর রাইস দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ১৯৫ মণ, হুইট ৭৬ হাজার ৮৬২ মণ ইত্যাদি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি বলছেন যে আরও দেওয়া হোক। কিন্তু আমি বলতে চাই যে জি আর দিয়ে লোককে বাঁচিয়ে না রেখে কাজের মাধ্যমে যদি তাদের সাহায্য করা হয় তাহলে সেটাই উপযুক্ত হয় বলে আমি মনে করি। কেবলমাত্র জি আর দিয়ে কোন রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না। হাউস বিল্ডিং গ্রান্টও মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়েছে, সার, বীজ ইত্যাদিও দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলি যে ঠিক সময় দেওয়া হয় না তা কতকাংশে সত্য। আগে এগ্রিকালচারাল এ্যাসিস্ট্যান্ট যাঁরা ছিলেন তাঁরা হাতে কলমে বিশেষ কিছু জানতেন না। কারণ যে বীজ তিনি দিতেন তাতে আমন ধান হবে কি পাট হবে তাও তিনি জানতেন না এবং এর ফলে অনেক জায়গায় পাটের বদলে মেস্তা হয়েছে বা আমনের জায়গায় আউশ হয়েছে। কিন্তু এখন যেখানে পঞ্চায়েত হয়েছে সেখানে এগ্রিকালচারাল এ্যাসিস্টেন্টরা গ্রামসেবক, গ্রামসেবিকারা ফ্রি ট্রেনিং নিয়ে যাচ্ছেন বলে সময়মত বীজ ও সার দেওয়া হচ্ছে। নদিয়া জেলায় যেখানে পঞ্চায়েত হয়েছে সেখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এইগুলি হচ্ছে। অতএব আমি জানি না নদিয়া জেলা সম্পর্কে এইসব খবর উনি কেন বললেন।

তারপর ভূমিবণ্টন সম্পর্কে একটু বলব। আজকে দেশের অবস্থার কথা সরকার চিন্তা করেন এবং সেইমত ব্যবস্থা করতে তাঁরা চেষ্টা করেন। আমি বলব যে, যারা এ্যাকচুয়াল টিলার্স তাদের হাতে শীঘ্র যাতে জমি যায় সে ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু জমি দিলেই হবে না সেই জমিতে সমবায় প্রথায় চাষ না করলে হবে না। আজ যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করতে হয় তাহলে সমবায় প্রথায় চাষ না করলে হবে না। এ বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আজকে যখন গভর্নমেন্ট বলছেন যে সমবায় প্রথায় চাষ করতে হবে সেখানে তখন একদল লোক গিয়ে বলেন যে এই রকম করো না তাহলে সমস্ত জমি বেহাত হয়ে যাবে। অতএব এখানে এক রকম বলব আবার চাষীকে গিয়ে তার মনের মতন করে বোঝাব তাহলে কোনদিনই দেশের উন্নতি, চাষের উন্নতি হবে না। সেজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব যে, এই সমস্ত কাজ করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা করা দরকার। তিনি যেসমস্ত লং টার্ম ও শর্ট টার্মের কথা বলেছেন সেসমস্ত আমাদের জাতীয় সরকার গ্রহণ করেছেন এবং এগুলি যাতে কার্যকরী হয় সেবিষয়ে চেষ্টা করছেন। অনেকে বলেন যে গভর্নমেন্ট সহযোগিতা চান না, কিন্তু আসলে তা নয় গভর্নমেন্ট সহযোগিতা চান। আজকে গভর্নমেন্ট যেসমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন তাকে কার্যকরী করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত দরকার। আজকে মাননীয় সুরেশ ব্যানার্জি মহাশয় যে রেজলিউশন এনেছেন সে রেজলিউশন ভাল। কিন্তু এটা আরও কিছুদিন আগে হলে ভাল হ'ত, যেমন যেসমস্ত কথা তিনি রেজলিউশনের মধ্যে বলেছেন আমাদের জাতীয় সরকার সেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যে যাতে এই পরিকল্পনা শীঘ্র রূপায়িত হয় সেবিষয়ে তিনি দৃষ্টি দেবেন এবং ব্যাপকভাবে টিউবওয়েল ও অন্যান্য ছোট ছোট সেচব্যবস্থা করে চাষের যাতে সুব্যবস্থা হয় সেদিকে তিনি নজর দেবেন।

এরপর আমি কুটিরশিল্প সম্বন্ধে বলব। আমি দেখেছি গ্রামের চাষীরা বছরে ৪-৫ মাস কাজ পায় এবং বাকী সময়ে তাদের বসে থাকতে হয়। আমরা আগে দেখেছি এবং কাগজেও পড়েছি যে গ্রামে মেয়েছেলেরা পর্যন্ত বাকী সময়ে ছোট ছোট কুটিরশিল্প, গ্রামীনশিল্পে কাজ করে তাদের সংসারে সাহায্য করতেন। কিন্তু আজকে সেই সমস্ত শিল্প ধ্বংস হতে বসেছে। যদিও সরকার গ্রামীন শিল্পের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং সেগুলিকে সাহায্য করছেন কিন্তু আগে যেসমস্ত ছোট ছোট গ্রামীনশিল্প ছিল সেগুলি আজকে ধ্বংসের মুখে চলে গেছে এবং যাচ্ছে—এগুলি পুনরুদ্ধার করা দরকার, কারণ তাতে শুধু ব্যাটাছেলেরা নয়, মেয়েরাও

পর্যন্ত সেই গ্রামীনশিল্পে কাজ করে সংসারে কিছু সাহায্য করতেন। আমি সেজন্য অনুরোধ করব যে ছোট ছোট গ্রামীন কুটিরশিল্পকে যাতে সাহায্য করে উন্নত করা যায় সেদিকে যেন সরকার একটু দৃষ্টি রাখেন। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Pravash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন হবার পর প্রত্যেক দেশের গভর্নমেন্ট সে দেশের খাদ্যসংকটের সমাধান করেছেন—চীনদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচায়না প্রভৃতি দেশের কথা আমরা জানি যে সেখানে খাদ্যসংকট দারুণভাবে ছিল কিন্তু সে দেশের সরকার সেখানকার কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি বণ্টন করে, উপযুক্ত সেচ, সার এবং কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে সে দেশের কৃষকদের উন্নতিসাধন করে অতিরিক্ত ফসল ফলাবার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং খাদ্যসংকটের সমাধান করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে বার বছর কংগ্রেস রাজত্বে আমরা উল্টো জিনিস দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা আলোচনা করলে দেখতে পাই যে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় ১৯৫৬ সালে একটি হিসাব দাখিল করেছিলেন এই বিধানসভায়। সেই হিসাব দাখিল করে তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ৪৬ লক্ষ টন খাদ্য লাগে বাংলাদেশের মানুষকে খাওয়াবার জন্য এবং বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর ৪৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়—তিনি বলেছিলেন ৩ লক্ষ টন খাদ্য কম পড়বে। গত বৎসর প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন যে, ৭ লক্ষ টন খাদ্য কম পড়বে এবং এ বৎসরের হিসাবে পাচ্ছি যে ৯॥ লক্ষ টন খাদ্য কম পড়বে অর্থাৎ যতই দিন যাচ্ছে ততই খাদ্যের ঘাটতি বাড়ছে এবং খাদ্য-সংকট সমাধানের পরিবর্তে খাদ্যসংকট দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। এইভাবে কংগ্রেস সরকার আজকে পশ্চিম বাংলাকে খাদ্যসংকটের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে অনাহারে উপবাসে মারবার ব্যবস্থা করেছেন—এই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃত ছবি। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বার বার এই দাবী করেছি যে, প্রকৃত ভূমিসংস্কার করে যেসমস্ত মালিকের ৭৫ বিঘার বেশি জমি রয়েছে সেইসব জমি ধরা হোক এবং সেইসব উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে আমাদের দেশের খাদ্যসংকট সমাধানের পথ পরিষ্কার করা হোক। আইনসভার ভেতরে এবং আইনসভার বাইরে যখন দেশ জুড়ে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হয় তখন কংগ্রেস সরকার ভূমিসংস্কার আইন আইনসভায় উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। কিন্তু সেই ভূমিসংস্কারের মূল কথা ছিল উদ্বৃত্ত জমি ধরে কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বিলি বণ্টন করা এবং তার মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক খাদ্যসংকট সমাধান করা সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষকের এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা।

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ৬ লক্ষ একর জমি আমাদের হাতে আসবে। কিন্তু আমরা জানি মাত্র ১ লক্ষ ২২ একর জমি সরকারের হাতে এসেছে। ১॥ লক্ষ একর জমি বেনাম হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আজকে যেসব জমি লাটদার জোতদাররা ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত করে ফেলেছে তাদের ধরার জন্য এগিয়ে না এসে এবং তাদের গ্রেপ্তার না করে, তাদের বিরুদ্ধে পি ডি এ্যাক্ট প্রয়োগ না করে, তাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রয়োগ না করে যারা বেনাম ধরার জন্য আন্দোলন করে সেসব কৃষকদের আমি এখানে দুই-একটা নামোল্লেখ করব যেমন, গুণধর মাইতি, রাসবিহারী ঘোষ, হৃষিকেশ মাইতি এদের বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে একশ'র উপর কৃষক কর্মীর উপর সিকিউরিটি এ্যাক্ট জারী করা হয়েছে, হাজার হাজার কৃষককে ৩৯৫, ১০৭, ১৪৪ ধারায় নাজেহাল করা হচ্ছে। এবং সুন্দরবন অঞ্চলে হাজার হাজার চাষীর ধানের গাদার উপর ১৪৪।১৪৫ ধারা প্রয়োগ করে এ্যাটাচ করা হচ্ছে। হাজার হাজার বিঘা জমি আটক করা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে কিনা আজকে সরকার খাদ্যঘাটতি সমাধানের চেষ্টা করছেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য অনতিবিলম্বে যারা বেনাম করেছে তাদের বিরুদ্ধে পি ডি এ্যাক্ট, সিকিউরিটি এ্যাক্ট জারী করে এবং যারা আইনভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। যেসব কৃষককর্মীর বিরুদ্ধে পি ডি এ্যাক্ট ইত্যাদি জারী করা হয়েছে তা তুলে নেওয়া হোক।

সুন্দরবন অঞ্চলে অন্তত ১০টা পুলিস ক্যাম্প, মথুরাপুর থানায় ১২টি পুলিস ক্যাম্প বসান হয়েছে এবং কালীপদবাবুর পুলিস আজকের দিনে কৃষক আন্দোলন সর্বপ্রকারে ব্যাহত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আমি মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, মথুরাপুর থানায় ৫(ক) ধারা অনুযায়ী যেসমস্ত বেনামের দরখাস্ত হয়েছে এবং যেসমস্ত উচ্ছেদের মামলা হয়েছে মালিকদের তরফ থেকে ভাগচাষ বোর্ডে, সেখানে পরিষ্কার ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও যে তারা মামলায় বিচার করতে পারবে না, এবং কৃষককে ৬০ ভাগ দিয়ে দিতে হবে এই আইন লঙ্ঘন করে ভাগ-চাষীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের রায় দেওয়া হয়েছে। ২॥ হাজার ভাগচাষীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা চলছে। আমি একটা কথা এখানে আপনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে সরকারকে জানাতে চাই যে, যদি সরকার আমাদের সঙ্গে হাত মিলাতে চান, বেনাম ধরার জন্য তাহলে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিও সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে হলে যে মূলনীতি গ্রহণ করা দরকার, যেমন, ভূমিসংস্কার করে কৃষকদের হাতে জমি বণ্টন করা, খাজনা বৃদ্ধি রোধ করা, এবং চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করা তা গ্রহণ না করলে দেশের খাদ্যসংকট কখনও মোচন হতে পারে না।

[10-30—10-40 a.m.]

দেশের শিল্প যদি বিকাশ করতে হয়, যদি কৃষকের আর্থিক উন্নতি করতে হয়, যদি মধ্যবিত্ত জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি করতে হয়, যদি ছোট ছোট দোকানদারদের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হয়, যদি গ্রাম থেকে বেকারী দূর করতে হয় এবং কলকারখানায় কাজের ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তার যে মূল নীতি, সেই প্রকৃত ভূমিসংস্কার, সেই নীতি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তা সরকার যতদিন না গ্রহণ করছেন ততদিন সরকার সমগ্রভাবে খাদ্যসংকটের হাত থেকে, কি বেকারীর হাত থেকে, সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থার হাত থেকে পশ্চিম বাংলাকে সরকার বাঁচাতে পারবেন না। তাঁরা যতই বড় বড় কথা বলুন না কেন, কিছুই হবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—খাদ্যসংকট সমাধান করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে সেচব্যবস্থা। এবং এই সেচের জন্য সরকার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এবং ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনা করে শত শত টাকা, কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের যেদিকে সবচেয়ে বেশি করে মূল নজর দেওয়া উচিত ছিল সে হচ্ছে মাঝারী ধরনের সেচ পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, যে সম্বন্ধে আমরা বার বার এই বিধানসভার মাধ্যমে উত্থাপন করেছি। কিন্তু এই মাঝারী ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা করার জন্য আমরা বার বার দাবী করা সত্ত্বেও তা তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। যার ফলে আজকে বাংলাদেশে শুধু নয় সারা ভারতবর্ষে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে এবং যেজন্য পণ্ডিত নেহেরু এই কথা বলেছেন "হ্যাঁ, আমরা ভুল করেছি, মাঝারী সেচ পরিকল্পনা ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার যে গুরুত্ব, তা আমরা বুঝি নি।" আমি সরকারকে আজ পুনরায় দাবী জানাচ্ছি ও অনুরোধ করছি মাঝারী ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দিকে তাঁরা যেন বেশি জোর দেন এবং তার জন্য বেশি টাকা বরাদ্দ করুন। এই উপলক্ষে আমি আমার জেলায় চাঁডিয়ার খাল ও তারাখাল এবং ব্যারাকপুরের কয়েকটি বেসিনের কথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট বলতে চাই। এই খালগুলি এবং ব্যারাকপুরে যে বেসিন রয়েছে, সেগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করলে ২৪-পরগনায় দু-তিন লক্ষ একর জমিতে আবাদ করে দু-তিন গুণ শস্য বেশি উৎপন্ন হতে পারে। সুতরাং এইসকল ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের সেচ পরিকল্পনার দিকে অতিরিক্ত জোর দেবার জন্য আমি সরকারকে আবার অনুরোধ করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উপযুক্ত ঋণ দেবার ব্যবস্থা করুন। তা ছাড়া কৃষকরা যাতে তাদের উৎপন্ন জিনিসের ন্যায্য মূল্য পায়, তার জন্য ব্যবস্থা করলে, তবেই সংকট সাধনের স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে।

এখন আমি আশু খাদ্যসংকটের কথা আপনার মারফৎ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে আমরা দেখছি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ২৪।২৫।২৬ টাকা দরে চাল বিক্রয় হচ্ছে যদিও প্রাইস কন্ট্রোল আইন করেছেন। এই কন্ট্রোল আইনে চালের দর ১৮ টাকা থেকে ২২ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কোন জায়গায়ই এই দরে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই আজ যারা চোরা-কারবারী করছে, যারা লক্ষ লক্ষ মণ ধান, চাল নিয়ে, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে

তাদের কয়জনকে বিনা-বিচারে আটক করেছেন? আমি এর জবাব চাই। তাদের কোনদিনই গ্রেপ্তার করতে দেখছি না, তাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি এ্যাক্ট জারী হচ্ছে না। আজকের খাদ্য-সংকটের দিনে, চোরাকারবারীদের ধরবার জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদেরই আপনারা গ্রেপ্তার করে জেলে পুরছেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম পি ডি এ্যাকটের আসামী হিসাবে তখন দেখেছি গ্রামের বিধবা মেয়েরা অর্থের অভাবে মাত্র পাঁচ, ছয় সের চাল মাথায় করে নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে নেমেছে কলকাতায় বিক্রি করে কিছু পয়সা পাবে বলে, অমনি তাদের সরকার গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্সী জেলে। এই রকমভাবে শত শত মা, বোন ভিখারীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়েছে। কিন্তু আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যারা লক্ষ লক্ষ মণ চাল নিয়ে গিয়ে চোরাবাজারে বিক্রয় করছেন তাদের কি কখনও এ্যারেস্ট করেছেন? তা করতে আমরা ত কখনও দেখি নি। আজকে এ'রাই ত খাদ্য সংকট বাড়িয়ে তুলেছে।

আজকে কিছু কিছু চাল কন্ট্রোল দরে এম আর শপ মারফৎ দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু এম আর শপ মারফৎ দিলেও, গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছে, এবং বেকারের সংখ্যা এত বেড়েছে, যার ফলে আজকে এই কন্ট্রোল দরে চাল কেনবার ক্ষমতা তাদের নেই। যার ফলে আজকে ২১ টাকা, ২২ টাকা দরে সেই চাল কিনবার ক্ষমতা গ্রামের মানুষের নেই। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেই চাল কিনতে পারছে এবং অধিকাংশ চাল দোকানে পড়ে আছে। আমি কয়েকদিন আগে আমার কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গা আমি ঘুরে এসেছি। সেখানে আমি বিভিন্ন এম আর শপের ডিলারদের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি, তাঁরা বলছেন এই কথা যে, অনেক মানুষ কিনতে পারছে না, যারা গরীব মানুষ তারা এই দরে কিনতে পারছে না যার ফলে ইতিমধ্যেই আমাদের কিছু কিছু চাল জমে যাচ্ছে। এবং এ'রা বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করেছেন যদি গম না নেয় তাহলে চাল দেওয়া হবে না বলে মাননীয় প্রফুল্লবাবু নিজে নির্দেশ দিয়েছেন সেই সার্কুলার আমি নিজে দেখে এসেছি এবং কন্ট্রোলার ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছেও সেই কথা শুনেছি। এ-কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং আজকে মানুষের যেখানে চাল কিনবার পয়সা নেই সেখানে তিনি বাধ্য করছেন গম না কিনলে বা আটা না কিনলে চাল দেওয়া হবে না। সুন্দর ব্যবস্থা। এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামে আজকে তাঁরা নূতন করে হাহাকারের সৃষ্টি করছেন। আজকে সেইজন্য দাবী করছি গ্রামে এই কন্ট্রোল রেটের জায়গায় সাবসিডাইজড রেট চালু করা হোক। এবং চাল ১৭॥ টাকা দরে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক, গম ১৫ টাকা দরে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক। যে দর আগে ছিল সেই সাবসিডাইজড রেট দিয়ে গ্রামের মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হোক। আজকে ব্যাপকভাবে ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জি বলেছেন যে, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে কাজ চালু রাখলেই হবে-- আমি মনে করি গ্রামে যেরকম বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে তাতে প্রতি ইউনিয়নে একটা কাজ চালু করা মানে খুব জোর ২০০ লোক কাজ করতে পারে। আজকে প্রতি ইউনিয়নে কমসে কম ২-৩ হাজার লোক কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে এই রকম টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করা দরকার। এবং তা যদি করতে হয় তাহলে কমসে কম ছোট ইউনিয়নে ৫টা এবং বড় ইউনিয়নে ১০টা কাজ এক সংগে চালু রাখা দরকার। আমরা এ-কথা বলি না যে মানুষ ভিখারী থাকবে, শুধু রিলিফ নেবে কাজ করবে না এ-কথা আমরা বলি না। আমরা এটা চাই যে গ্রামে মানুষকে কাজ দেওয়া হোক। সুতরাং আজকে গ্রামে ব্যাপকভাবে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করার জন্য দাবী করছি। এবং তাঁরা যে কৃষিঋণ মঞ্জুর করেছেন, রিলিফের খরচে বরাদ্দ করেছেন, প্রতি বৎসর তা কম করেন, ২-২॥ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংকটের ঠেলায় পড়ে ৫-৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে বাধ্য হন। সেইজন্য সংকটকে ছোট করে না দেখে সংকটকে প্রকৃতভাবে দেখে সেইভাবে কৃষিঋণ ও টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করার জন্য আমি দাবী করছি।

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বাংলাদেশে খাদ্যের অবস্থা ডেফিসিট হবার জন্য আমাদের মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, মূলতঃ সে প্রস্তাব ভাল কিন্তু গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে না হয়েছে এবং কি কাজ করা হয়েছে না হয়েছে এটা না জানা পর্যন্ত আমরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি কি না পারি তা বিচার করতে হবে। তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব হবার জন্য ফেমিনের মত অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তার সংগে

আমি এক মত হতে পারছি না। সারা দেশে ফেমিনের মত অবস্থা হয়েছে তা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন জায়গাতে ফসল কম হওয়ার জন্য কোন কোন সময়ে সেই স্থানে দেশের জনগণের কিছু অসুবিধা হয় এটা আমরা স্বীকার করি। সেইজন্য গভর্নমেন্ট কি করেছেন, গভর্নমেন্ট কতগুলি ব্যবস্থা করেছেন তাহা দেখা যাউক। প্রথম হচ্ছে যেখানে ডেফিসিট হয়, ফসল হয় না যেখানে ফসলের ঘাটতি হয় সেখানে তাঁরা কতকগুলি পথ ধরেন। প্রথম ধরেন এই যে, সেখানে জনগণকে কিছু ডোল দেন, তারপর এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে এগ্রিকালচারাল লোন ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, এবং গত বৎসর টেস্ট রিলিফের কাজে ৭ কোটি টাকা খরচা হয়েছিল। লোকদের যে শুধু লোন দেওয়া হয়েছে তা নয়, শুধু যে ডোল দেওয়া হয়েছে তা নয়, যাতে লোকে কাজ পায়, বসে না থাকে, সেইজন্য ৭ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফে খরচ করা হয়েছে। এই ৭ কোটি টাকার দ্বারা রাস্তা সংস্কার হয়েছে, খাল সংস্কার হয়েছে, বাঁধ সংস্কার হয়েছে।

[10-40—10-50 a.m.]

কাজেই গভর্নমেন্ট কিছুই করছে না একথা বলা যায় না। তারপর এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হচ্ছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা তাহা এবারের বাজেটে ধরা আছে। এর আগে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা টেস্ট রিলিফের জন্য নেওয়া আছে, আরও ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এই বাবদ ধরা আছে, এই টাকা যদি ব্যয় হয়ে যায় আরও অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হবে। গত বৎসর ৭ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফে খরচ করা হয় অথচ এই ৭ কোটি টাকা বাজেটে ধরা ছিল না অথচ কার্যকালে যখন আবশ্যক হল তখন লোকেদের অসুবিধা দূর করার জন্য ঐ টাকা খরচ করা হয়েছে। আর একটা কথা ডাক্তার সুরেশবাবু বলেছেন যারা হোর্ডার আছে তাদের সম্বন্ধে যারা মিল ওনার্স, যারা বড় বড় ল্যান্ড হোল্ডার তাদের ধান যাতে আটক করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। তাদের কাছ থেকে তো ধান নেওযার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করেছেন এবং কিছুদিন পূর্বে আইন পাশ করে এই ব্যবস্থা হয়েছে, কিছু কিছু গ্রেপ্তার করাও হয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে ডাক্তার সুরেশবাবুর যে প্রস্তাব তা আনার মানে হয় না। তার পরে এম আর শপ থেকে সপ্তাহে ১॥ সের করে চাল এবং এক সের করে আটা দিতে বলেছেন। কলকাতা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার যেসমস্ত ডেফিসিট এরিয়া যেখানে ফসল হয় নি বা অজন্মা হয়েছে সেখানেই তো এম আর শপ করা হয়েছে এবং সেইসব স্থানে ১॥ সের করে চাল এবং ১ সের করে আটা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই নূতন করে এম আর শপ করার যে প্রস্তাব তার কোন আবশ্যকতা দেখছি না।

তারপর তিনি আর একটা কথা বলেছেন, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টএ লোন আদায় করার জন্য যেন পীড়াপিড়ি না করা হয়। ৩ কোটির উপর লোন দেওয়া হয়েছে গত বছর এবং পূর্বের এরিয়ার রয়েছে আরও দু' কোটি টাকা। সি পি লোনের পরিমাণ ২৮ লক্ষ, তার আগে ৩০ লক্ষ, এই ৫৮ লক্ষ লোন আদায় করতে যেন পীড়াপিড়ি না হয়, লোক স্বেচ্ছায় দিলে নেওয়া হবে। এ যদি হয় তাহলে তো আদায় হবে না এবং আদায় না হলে পরের বছর যে এরিয়ার ধান হলে সেখানে ডবল কিস্তিতে শোধ করতে গেলে তো লোক মারা পড়ে যাবে, অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে যাবে। কাজেই আদায় করতে হবে তবে ধান যেখানে একদম হয় নি, ফসল হয় নি, সেখানে তো আদায় না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে। গভর্নমেন্ট বলেছেন যে, যেখানে ধান বিনষ্ট হয়েছে সেখানে লোন আদায় করার জন্য কোন চাপ দিচ্ছি না। সুতরাং গভর্নমেন্ট থেকে কোন চাপ দেওয়া হচ্ছে না, কাজেই দেখতে পাচ্ছি গভর্নমেন্টের যে পলিসি এ পলিসি তো খুব ভাল। নূতন করে প্রস্তাব আনার দরকার নাই। তারপর উনি খাজনা আদায় বন্ধ করতে বলেছেন, এটা তো ঠিক নয়। খাজনা স্বেচ্ছায় দিলে আদায় করা হবে নইলে আদায় করা হবে না। এরকম যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে আমাদের দেশ এমন অবস্থায় এখনও আসে নি যে, লোক স্বেচ্ছায় খাজনা দিতে আসবে। খাজনা তাহলে আদায়ই হবে না, এরিয়ার পড়ে যাবে। রাজস্ব ঘাটতি পড়ে যাবে। এবং রাজস্বে যদি ঘাটতি পড়ে তাহলে গভর্নমেন্ট খরচ করবে কোথা থেকে, টি আর দেবে কোথা থেকে, আর রাস্তা ঘাট ইত্যাদিই বা হবে কোথা থেকে? এসব তো চলে ফান্ডের টাকা দিয়েই। কাজেই খাজনা যদি আদায় করতে না পারেন, সংগ্রহ করতে না পারেন, জাতীয় ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন সারা দেশ দেওলিয়া হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের প্রস্তাব

গ্রহণ করতে পারি না। মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু সর্ট টার্ম এ্যান্ড লং টার্ম লোনএর কথা বলেছেন। রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যান্ড যেটা সেটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যান্ড মানে কি? সমস্ত জমি কি এক জায়গায় জমা করে বিলি করা হবে? তাও বলছেন না। পরিষ্কার কি বলছেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন বিগ ল্যান্ড ওনার্সদের যে একসেস ল্যান্ড আছে সে জমি ল্যান্ডলেস পার্সন্সদের দিয়ে দাও। কিন্তু আর তো জমি নাই। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাকটে যে ব্যবস্থা আছে তাতে আমরা ল্যান্ড ওনার্সদের কাছ থেকে যে জমি পাব সে জমিটা ভূমিহীন কৃষকদের দিতে হবে। তবে সুরেশবাবু যতখানি বলেছেন অত জমি পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন বেনামা অনেক জমি রয়েছে। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। কিছু জমি বেনামা থাকতে পারে, কিন্তু পার্টিকুলার এরিয়ার হিসাব নিয়ে দেখেছি যেসমস্ত লোকের জমি বেশি ছিল তারা বিভিন্ন লোককে আইন জারী হওয়ার পূর্বে জমি বিক্রি করেছে। আর অতিরিক্ত জমি নাই যে বিক্রি করবে। সেক্ষেত্রে দেখছি জমির রিডিস্ট্রিবিউশন এক রকম হয়ে গেছে। তা বাদে একসেস জমি যা পাওয়া যাবে তা গভর্নমেন্ট বন্টন করবেন।

তারপরে ট্যাঙ্ক এক্সক্যাভেট করার কথা বলা হয়েছে। এ বছর ঐজন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে, কাজেই ট্যাঙ্ক এক্সকাভেট করা হবে এবং গভর্নমেন্ট সেটা করছেন। স্মল ইরিগেশন প্রোজেকটের কথা বলা হয়েছে। এ বছর দেখতে পাচ্ছি ১২ লক্ষ টাকা স্মল ইরিগেশন প্রোজেকটের জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। কাজেই স্মল ইরিগেশন প্রোজেকটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কুয়া ইত্যাদি থেকে জল তোলার জন্য ৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সেজন্য বাজেটে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তারপরে টিউবওয়েল সম্বন্ধে বড় বড় ইরিগেশন টিউবওয়েল করবার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে; বাজেটে তার ব্যবস্থা আছে। তবু কেন যে প্রস্তাব এসেছে তা বুঝি না।

তারপরে 'সীড'এর উন্নতি করবার কথা বলেছেন। সেজন্য বাজেটে ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০টা 'থানা সীড সেন্টার' করা হবে; তার মধ্যে ৯৪টা ইতিমধ্যে হয়েছে, বাকী ক'টা এ বছর করা হবে। ১০টা 'স্টেট সীড সাপ্লাই সেন্টার' করা হবে, কাজেই সীড সরবরাহেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। তা ছাড়া সারেরও ব্যবস্থা আছে। ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বাজেটে সেজন্য ধরা হয়েছে। কাজেই সারের যে ব্যবস্থা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সারের জন্য 'গ্রীন ম্যানিওর'এর জন্য ধঞ্চে বীজ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গত বছর ২ লক্ষ ৬৫ হাজার প্যাকেট বীজ দেওয়া হয়েছিল। এর দ্বারা চাষের খুব সুবিধা হচ্ছে। এ বছর ৬ লক্ষ প্যাকেট দেওয়া হবে। কাজেই গভর্নমেন্ট যে ব্যবস্থা করেছেন তারপরে নূতন করে কোন প্রস্তাব করবার কিছুই নাই।

Sj. Monoranjan Misra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রায় দু'ঘন্টা ধরে বিতর্ক হয়ে গেল; আলোচনার মাধ্যমে নানা সমস্যার কথা শুনতে পেয়েছি। আজকে শেষদিনে ডাঃ ব্যানার্জি যেসব প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন ডাঃ ব্যানার্জির প্রস্তাবের সঙ্গে আমি অনেকস্থলে একমত। কিন্তু আজকে চিন্তা করে দেখতে হবে ডাঃ ব্যানার্জির প্রস্তাব আমাদের সরকার কার্যকরী করার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন কিনা। আমরা বাজেট স্পীচে ভালভাবে জানতে পেরেছি যে, ডাঃ ব্যানার্জির এই স্কীম সরকারের পরিকল্পনায় আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সরকারকে অনুরোধ করব যে শুধু বাজেটে বরাদ্দ করলেই স্কীম কার্যকরী হ'ল এ বোঝা যায় না।

Improvement of irrigation facilities by supplying Damodar, Mayurakshi and other canal water at a cheap rate.

এই হ'ল ডাঃ ব্যানার্জির এক নম্বর সাজেশন এটা বুঝতে পারা যায়। দামোদর ভ্যালি, ময়ূরাক্ষী ইত্যাদির যেসব অঞ্চল সেখানে ইরিগেশন স্কীম টেক আপ করা হয়েছে; সেইসব অঞ্চল ছাড়াও বাকী অঞ্চলেও জল দিতে হবে। আজ উত্তর বাংলায় ঐরকম একটিও ইরিগেশন স্কীম গ্রহণ করা হয় নি। সেখানে আমাদের চীপ রেটএ জল দিতে হবে। আজকে এ জিনিস আমাদের বুঝতে হবে। আজ আমাদের উত্তরবঙ্গে চীপ রেটে জল দেওয়া ত হয় নি, বিশেষ বড় রকমের কোন কাজও আরম্ভ করা হয় নি। সেজন্য আজ রেটএর প্রশ্ন নয়, সেখানে আজ [illegible] সমস্যা

এসে দাঁড়িয়েছে, কেননা উত্তরবঙ্গে এখনও সেরকম ইরিগেশন স্কীম টেক আপ করা হয় নি এবং এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দুবৎসর হতে চলল, তৃতীয় বর্ষ শীঘ্র আরম্ভ হবে, কিন্তু উত্তর বাংলায় একটিও টেক আপ করা হয় নি। আজকে এই জিনিসের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আমাদের যা বক্তব্য সেই বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দেবেন, এবং উত্তর বাংলার দিকে মন দেবেন যাতে ইরিগেশন স্কীম টেক আপ করা হয় এবং চীপ রেটে জল দেওয়া হয়।

[10-50—11 a.m.]

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—

Excavation of new tanks and reclamation of old ones—

এ টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় করা হচ্ছে, আমাদের মালদহ জেলায়ও বহু ট্যাঙ্ক এক্সকাভেশন স্কীমে টেক আপ করা হয়েছে; কিন্তু বহু জায়গা থেকে রিপোর্ট আসছে যে, সেখানকার জল শুকিয়ে গিয়েছে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব যেসমস্ত ট্যাঙ্ক এক্সকাভেট করা হচ্ছে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে এবং যা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি যাতে সত্যসত্যই শুকিয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মালদহ জেলায় যেসব টিউবওয়েল টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে হয়েছে, তার বহু ট্যাঙ্কের জল শুকিয়ে গিয়েছে। সেগুলো যাতে শুকিয়ে না যায় এবং সরকারের অর্থের অপচয় না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার।

তারপর বলতে চাই যে,

supply of sufficient amount of agricultural and cattle purchase loan to the agriculturists—

যা দেওয়া হয় তা টাইমলি হওয়া উচিত। এদিকে ডাঃ ব্যানার্জির কথায়ও বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন প্রকার লোন দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে, তা টাইমলি দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি। সত্যই সরকার থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, একথা স্বীকার করি, কিন্তু তা টাইমলি দেওয়া যে হয় না এটা অনেক জায়গায়ই সত্য। তাই সরকারকে অনুরোধ করব যেপ্রকার লোনই দেওয়া হোক না কেন, তা যেন টাইমলি দেওয়া হয়।

চতুর্থ কথা হচ্ছে

Establishment of Cottage Industries in different parts of the State—

এই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি সত্যই আজ এমন একটা জিনিস যা প্রত্যেক জেলায় স্থাপন না করলে বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব হবে। আমি জানি আমাদের মালদহ জেলায় কটেজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিছুই করা হয় নি। আমি অনুরোধ করব যে মালদহ জেলায় বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ একর্ডিং টু প্ল্যান স্থাপন করা হবে।

কিছুদিন আগে মাননীয় ভূপতি মজুমদার মহাশয়কে আমাদের জেলার কবলার্স প্রবলেম বা মুচিদের সমস্যা সম্বন্ধে একটা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। তার প্রতি আমি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশে এই মুচিদের সমস্যা একটা বিরাট জাতীয় সমস্যা। আমি তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সম্প্রদায়কে সত্যই যাতে কাজ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাতে অনেক ভাববার কথা আছে। অবশ্য এখানে যে-সমস্ত বক্তৃতা শুনলাম তাতে নূতন কিছুই শুনলাম না। রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের সময়ও সেইসব শুনেছিলাম; আবার আয়-ব্যয় আলোচনাকালে সাধারণ বিতর্কের সময়ও সেইসব কথা শুনেছি। আবার সেচ খাতে,

ভূমি খাতের বা কোমিন খাতের যে বায়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করা হয় তখনও সেইসব কথা শুনেছি। মোটামুটি এইসব কথার জবাব দিতে গেলে পুনরায় সে সবে কি করা হয়েছে সেইসব কথা বলতে হবে। কিন্তু যখন মাননীয় স্পীকার মহাশয় সময় দিয়েছেন দেড় ঘণ্টা-পৌনে দু ঘণ্টা মাত্র তখন তার মধ্যেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ করা উচিত।

প্রস্তাবগুলির প্রথমে আছে আমাদের জমি ঠিকভাবে যাতে বিলি বন্দোবস্ত হয় তার কথা।

আমাদের পশ্চিম বাংলার এক কোটি একর জমি চাষ হয়। ভূমি-সংস্কার আইনের পর ২৫ একরের বেশী কেউ আর জমি রাখতে পারবে না। আমাদের এখানে এমন লক্ষ লক্ষ কৃষক আছে—প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার হবে, যাদের জমি আছে কিন্তু সে-সমস্ত জমিতে ফলন খুব বেশী ফলছে না। কাজে কাজেই জমি বণ্টনের কথা আমরা নিশ্চয় ভাবব। আমি আমাদের ভূমি-রাজস্বমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি যে, এ-বছর ওঁরা ১ লক্ষ ২২ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমি দখলে নিয়েছেন এবং জমি বণ্টনের পরিকল্পনা নিয়েছেন—হয় ত আগামী বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমি বণ্টন হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, প্রদেশে ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার আছে এবং বর্গাদার আছে—অর্থাৎ ভাগে চাষ করে ১৪ লক্ষ পরিবার, তাদের মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার একর জমি বণ্টন করলেই আমাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কারণ, তা যদি হোত তাহলে ভূমি-সংস্কার আইনের পর লক্ষ লক্ষ কৃষক, যাঁরা নিজেদের জমি নিজেরা দখল করছেন, তাঁরা খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে পারতেন। আমাদের দেশে সেচ-ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে, তবে যতটা আমরা চাই ততটা হয় নি এ-কথা সত্যি। কিন্তু যেটুকু সেচ-ব্যবস্থা হয়েছে তার ১৬ আনা ফল আমরা পাচ্ছি না। কারণ সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের কৃষক ভাইরা ইন্টেনসিভ কালটিভেশন করতে পারছে না। আমাদের এখানে রাসায়নিক সারের কিছু কিছু প্রয়োগের ফলে ফলনও কিছু কিছু বেড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে জৈব-সার বা সবুজ সারের প্রয়োগ আশানুরূপ হচ্ছে না। জৈব সার যদি আমরা প্রয়োগ করতে চাই তাহলে সরকারের চেষ্টার চেয়ে বাহিরের চেষ্টার ফল বেশী হবে। একজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে, চীন দেশে ফসলের ফলন খুব বেশী হয়েছে। চীন দেশে যুগ-যুগান্ত থেকে তাঁরা মানুষের মল এবং গ্রামের আবর্জনাকে সারে পরিণত করেছেন। অবশ্য আমাদের দেশে একটা কুসংস্কার আছে যে, মল আমরা স্পর্শ করব না। কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি জেলাতে টাউন কম্পোস্ট তৈরী করবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা যত আছে তাকে কম্পোস্ট-এ পরিণত করার জন্য সরকারের তরফ থেকে সেখানে চেষ্টা করা হয় এবং সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিকেও কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তৈরীও করেছিলেন, কিন্তু সে কেউ ব্যবহার করতে চায় না। সুতরাং আমাদের দেশের যে পরিস্থিতি তাতে আমরা সকলে যদি চেষ্টা করি তাহলে এর ব্যবহার আমরা নিশ্চয় করতে পারব এবং মানুষের মলের সম্পূর্ণটুকু ব্যবহার যদি আমরা করাতে পারি তাহলে কেমিক্যাল সার অত লাগবে না। কেমিক্যাল সারের প্রয়োগ যে আমরা চাই না তা নয়, সিন্দ্রিতে যে ৩১।৪ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট হয় তাতে আমাদের কিছুই হয় না। আমরা হয় ত আরও কিছু উৎপাদন করতে পারব, কিন্তু তাও পর্যাপ্ত হবে না। আমরা ২০ লক্ষ থেকে ২৩ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করেছি, ময়ূরাক্ষী, ডি. ভি. সি. ইত্যাদির দ্বারা। প্রায় ৪ হাজার ট্যাঙ্ক আমরা সংস্কার করেছি, অনেক বাঁধও হয়েছে। এইরকম নানাভাবে এইসবগুলির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ একর হবে।

[11—11-10 a.m.]

এই জমি তিন-ভাগে ভাগ হতে পারে—ভাল জমি, মাঝারী জমি এবং নিকৃষ্ট জমি। নিকৃষ্ট জমি যদি আমরা বাদ দিতে পারতাম চাষ থেকে, তাহলে আমাদের দেশের কল্যাণ হত এবং সেই জমিতে যদি আমরা এ্যাফরেস্টেশনের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে বাংলা দেশের সর্বদিক দিয়ে কল্যাণ হত এবং জমির উর্বরাশক্তিও বাড়ত। যেটা মাঝারী জমি তাও আমাদের ধীরে ধীরে বাদ দিতে হবে। যেটুকু ভাল জমি আছে তাতে সেচের ব্যবস্থা আছে—২০ লক্ষ একর জমিতে। এক একর জমিতে একশো মণ ধান করা এমন কিছু নয়। আমাদের জমি যদি ঠিকমত সেচ পায় তাহলে আমরা তাতে একশো মণ ধান করতে পারি। আমি

একটু আগে আমাদের কৃষি-বিভাগের উপমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এবার যিনি বেশী ধান উৎপন্ন করে পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি কত উৎপন্ন করেছেন? তিনি বললেন যে, একরে ৭৬ মণ করেছেন। তিনি যদি একরে ৭৬ মণ উৎপন্ন করে থাকেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একশো মণ উৎপন্ন করতে পারি। আমি জানি না কবে আমাদের সমস্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারবো। এত টাকা আমাদের আছে কিনা এবং ট্যাঙ্কগুলি কতটুকু কার্যকরী করতে পারবো তাও জানি না। এখানে এক জায়গায় নলকূপের দ্বারা সেচের কথা বলা হয়েছে—নলকূপের দ্বারা সেচ করতে গেলে আমাদের রেকারিং এক্সপেন্ডিচার হবে—ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের কথা আমরা ভাবি না—১৫ থেকে ২৫ টাকা পার একার। এখন আমাদের ময়ূরাক্ষীতে যে ১০ টাকা একার করেছে তাই-ই লোকে দিতে চাচ্ছে না। আগেকার যে-সমস্ত সেচের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ২ টাকা থেকে ৬৷৷৹ টাকা পর্যন্ত একর আছে তাতেও অনেক সময় আপত্তি হয়। কাজে কাজেই জমি বণ্টন নিশ্চয়ই করতে হবে এবং তা হচ্ছেও। তবে আমাদের যা কিছু শক্তি আছে তা এবং বাইরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমস্ত শক্তি এই ব্যাপারে নিয়োগ করা উচিত যে, কি করে আমরা বেশী করে উৎপন্ন করতে পারি, কি করে আমরা ইণ্টেনসিভ কাল্টিভেশন করতে পারি এবং আমাদের দেশে যে-সমস্ত জৈব সার আছে তা আমরা কি করে ব্যবহার করতে পারি। আমি কৃষি-বিভাগের একটা হিসাব দেখছিলাম যে, গত বছর তাঁরা ২ লক্ষ ৬ হাজার প্যাকেট ধঞ্চে বীজ বিলি করেছেন ২ লক্ষ কৃষকের মধ্যে। এটা খুব ভাল বীজ। ধঞ্চেচারায়, মানুষের মল যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের অনেক উন্নতি হবে। আমি সেদিন বলেছিলাম যে, পশ্চিম বাংলায় ১ কোটি ১১ লক্ষ গরু আছে এবং পশ্চিম বাংলায় লোক-সংখ্যা হচ্ছে ৩ কোটি। চীনদেশে লোক-সংখ্যা বোধ হয় ৬০ কোটি এবং সেখানে গরু আছে মাত্র ৭ কোটি। চীনদেশে এক-একটা এমন অঞ্চল আছে যেখানে মানুষকে জুড়ে দেওয়া হয় লাঙ্গলের সাথে। কাজেই আমরা এত গরুর গোবর নষ্ট করছি। অনেক মাননীয় সদস্য জানেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, সেখানে তাঁরা গোবর থেকে গ্যাস বের করছেন এবং সেই গ্যাস ফুয়েল হিসাবে ব্যবহার করছেন, সেই গ্যাসকে আবার ব্যবহার করছেন পাম্প করবার জন্য, তার থেকে আলোও বিলোচ্ছেন। আর যেটা রেসিডিউ থেকে যাচ্ছে তা অত্যন্ত ভাল সার, তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে তাতে কোনরকম দুর্গন্ধ নেই এবং সেটা তাঁরা জমিতে দিচ্ছেন। এ-বিষয়ে সরকারের যথেষ্ট কর্তব্য আছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বাইরে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছেন তাঁদের সকলের দেখা উচিত যাতে করে আমাদের দেশে প্রতিটি মলের খাশ ব্যবহৃত হয়। চীনদেশের একটা গল্প আমার মনে পড়ে গেল—রবীন্দ্রনাথ যখন চীনদেশে গিয়েছিলেন তখন একদিন তিনি সকালে উঠে দেখলেন যে তাঁর মল নেওয়ার জন্য কয়েকজন লোক এসেছেন। তিনি মনে করলেন, আমি এত বড় একজন কবি সেজন্য আমার মলেরও বোধ হয় মূল্য আছে। মলের কত দাম এ নিয়ে বচসা হচ্ছে।

ঐ দেশে এতটুকু মলও নষ্ট করা হয় না, প্রতি খাশ মল জমিতে দেওয়া হয়, যাতে জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে। তারপর, নলকূপের দ্বারা সেচ-ব্যবস্থার অসুবিধা ছাড়াও ১৫—২০ টাকা খরচ, তারপর আছে রেকারিং কস্ট। এক্সপ্লরেটরি টিউবওয়েল-এর স্যাংশন পাওয়া গিয়েছে। আমাদের এখানে বর্তমানে তার সংখ্যা হবে ২৭টা, তার মধ্যে ৩৫ জায়গায় সাইট সিলেকশন হয়ে গিয়েছে। ১৮টি টিউবওয়েল বসান হয়েছে, এক-একটা টিউবওয়েল থেকে ৩৫০ একরে জল পাবে—তারপর পৌনঃপুনিক খরচ—আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৫—২০ টাকা—এটা কৃষকেরা দিতে পারবে কিনা আমি জানি না—এখন আমাদের আত্যন্তিক কাজে, ইন্টেনসিভ কাল্টিভেশন-এর উপর জোর দিতে হবে এবং সমবায়-পদ্ধতির মারফৎ কৃষিকার্য করতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, এই জিনিস জোর করে করবার জিনিস নয়; আমরা যদি সমবায়-পদ্ধতিতে এবং আভ্যন্তিক উপায়ে চাষ করি তাহলে ফলন একরপ্রতি ১০০ হতে পারে। বাঁকুড়া জেলায় গরু থাকলেও দুধ চাইলে এক ফোঁটাও দিতে পারে না লোকে—তবে গরু রেখেছে কেন জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, নাদবে, তাই রেখেছি। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চাষের উন্নতির কথা ভেবে সরকারের কর্তব্য সরকার নিশ্চয়ই পালন করবেন। আমাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের বিষয়ে শর্ট টার্ম মেজার-এর কথা প্রস্তাবের উত্থাপক বলেছেন। এটা নতুন কথা নয়। এটা আমাদের এখানে চালু আছে। আর সদস্য মোটামুটিভাবে আমাদের

রেশন-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট আছেন, তবে তিনি বলেছেন, রেশন যাতে লোকে নিয়মিতভাবে পায়। আমি তাঁকে জানাতে পারি, কৃষিঋণ আরো বেশী দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্রপ লোন ২॥ কোটি করে দেওয়া হয়েছে—৩।৪ কোটি দেওয়া হবে শেষ পর্যন্ত। কৃষিঋণ ২ কোটি ৩৫ লক্ষ—ক্রপ লোন এবং ক্যাটল পারচেজ লোন মোট আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা সকলে মিলে যদি ইন্টেনসিভ কাল্টিভেশন-এর উপর জোর দিই তাহলে নিশ্চয়ই খাদ্য-সংকটের সমাধান হবে। তারপর, আমার কাছে নানাভাবেই খবর আসে—আমি খবর পাচ্ছি কলকাতায় এখন ন্যায্য দামে চাল পাওয়া যাচ্ছে। বীরভূমের রাইস মিল ওনারদের ঘরে ৫০ হাজার মণ চাল জমা আছে। সরকারের ২৫% লেভি দিয়েও তাঁরা বলেছেন, তাঁদের ঘরে ৫০ হাজার মণ চাল জমা আছে। তাঁদের খদ্দের ছিল কোচবিহার, মালদহ, কিন্তু সেখানে দাম কম। তাঁরা আমাদের বললেন, আমাদের চাল নিন, আমি বললাম, নিশ্চয়ই নেব। তাঁদের একটা কথা ছিল, ভবিষ্যতে যে লেভি বলবেন তা থেকে কাটান দিতে হবে। আমি বললাম, তা হবে না। আপনারা কোচবিহারে নিয়ে যান। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি চালের অভাব থাকত তাহলে বীরভূম জেলার ধানকলের মালিকেরা নিশ্চয়ই এ-কথা বলতেন না। সরকার অবস্থা অনুযায়ী কাজ করছেন। আমরা আমাদের কর্তব্য করছি, বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করলে ভাল হয়।

[11-10—11-20 a.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্পীকার মহোদয়, আমার রাইট অফ রিপ্লাই আছে। হরিদাস দে মহাশয় শান্তিপুরের মেম্বর। তিনি যে-সমস্ত কথা বললেন তা শুনে মনে হ'ল, হয় ত তাঁর এলাকায় আমার এলাকার চেয়ে ভাল করে চাল দেওয়া হয়। তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন। তাঁর কথা শুনে মনে হল, যে-সমস্ত এলাকার মেম্বর কংগ্রেসী, সেই-সমস্ত এলাকায় সরকার যতটা নজর দেন, কংগ্রেস বিরোধী মেম্বরদের এলাকায় সরকার ততটা নজর দেন না। হরিদাসবাবু যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয় এবং তাঁর এলাকায় যদি ঠিক সেইভাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠে অ-কংগ্রেসী মেম্বরদের এলাকায় সেভাবে দেওয়া হয় না কেন? আমার এলাকা সম্বন্ধে যা বলেছি তা ঠিক, তার চেয়ে বেশী দেওয়া হয় না। প্রভাস রায় মহাশয় আমাকে বোধ হয় একটু ভুল বুঝেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নাকি বলেছি যে, প্রতিটি ইউনিয়নে মাত্র একটি করে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক-এর ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমি তা বলি নি। আমি বলেছি যেখানে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক একেবারে চালু নেই, সেই-সমস্ত এলাকায় এখনই অন্তত একটা করে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক চালু করতে হবে। যেখানে একটি টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক চালু আছে, সেখানে যদি ৪০০ লোকের চেয়েও বেশী লোক কাজ করতে আসে, তবে সেখানে আরও টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক চালু করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক চালু করতেই হবে এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক চালু করতে হবে। আমি এ-কথা বলি নি যে একটি মাত্র টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক করলেই যথেষ্ট হবে। তিনি যদি এ-কথা বুঝে থাকেন, তবে ভুল বুঝেছেন। তারপর, মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম। তিনি বলেছেন আমি নাকি আমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, গভর্নমেন্ট যা বলেন তা যদি কার্যে ঠিকমত করেন, তাহলে আমাদের অভিযোগ করার বিশেষ কিছু থাকে না। এ-কথা সত্য গভর্নমেন্ট এম, আর, শপ-এ চাল দেন, গমও দেন, জি, আর-ও কিছু কিছু দেন; সব কিছুই করেন কিন্তু কোন কাজই ভাল করে করেন না। সুতরাং বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ কিছু হয় না তবু শর্ট টার্ম মেজার সম্বন্ধে আমি প্রফুল্লবাবুকে বলি, বিশেষ করে অনুরোধ করি যে, এম, আর, শপ-এর মারফতে ১½ সেরের জায়গায় ২ সের করে চাল ডেফিসিট এরিয়াতে যদি দিতে পারেন তাহলে ভাল হয়। চাল আমি প্রফুল্লবাবুকে দু-একবার দেখিয়েছি চাল খাদ্যযোগ্য হওয়া দরকার এবং তার সাপ্লাই রেগুলার হওয়া দরকার। এ-কথা আমি প্রফুল্লবাবুকে বলেছি। স্টেট ফুড কমিটির মিটিং-এ বলেছি যে, সাপ্লাই রেগুলার হয় না এবং চালের কোয়ালিটি ও গমের কোয়ালিটি সব সময় ভাল

থাকে না। সুতরাং রেগুলার সাপ্লাই হওয়া দরকার, গুড রাইস হওয়া দরকার; এবং গুড হুইট হওয়া দরকার কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ হয় না। বর্তমানে টেস্ট রিলিফ-এর কাজ প্র্যাক্টিক্যালি চালু নেই, জি, আর, প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জি, আর-এর কথাও প্রফুল্লবাবু বলেছেন কিন্তু কাজে ঠিকমত হচ্ছে না। এই কথা বলেই, এ আশা নিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি যে, গভর্নমেন্ট আমার প্রস্তাব মেনে নেবেন।

[11-20—11-30 a.m.]

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that this Assembly is of opinion that with a view to remove the chronic famine-like condition in this State due to shortage of foodgrain produced, the Government should adopt the following short and long-term measures:—

(a) Redistribution of lands among actual tillers of the soil;

(b) Improvement of irrigation facilities in the State (i) by supplying Damodar, Mayurakshi and other canal water at a cheap rate; (ii) by sinking a large number of tube-wells; (iii) by digging ordinary wells; (iv) supplying diesel pumps; (v) excavation of new tanks and reclamation of old ones; (vi) supply of good seeds, suitable manures and insecticides in time, of required quality, and at a cheap price; (vii) provision of better credit facilities in the villages with a view to ensure on easy terms, timely supply of sufficient amount of agricultural and cattle purchase loan to the agriculturists; (viii) establishment of medium sized cottage industries in different parts of the State with a view to remove unemployment and thereby increase the purchasing capacity of the people.

Short-term measures.—(i) Regular supply through Modified Rationing Shops of good rice at the rate of one and half seers per week per adult at Rs.18 a maund and of good wheat at the rate of one seer per week per adult at Rs.15 a maund with a view to make sure the availability of rice in the open market at the rate controlled as per price control order; (ii) taking forthwith measures necessary for unearthing hoarded foodgrain stores of millers and big dealers; (iii) building up by the Government of a reserve stock of six lakh tons of rice by procurement from outside States, e.g., Orissa, Assam, Nepal, Bihar, etc., and also by procurement from inside the States; (iv) not pressing for realisation of full quota of land revenues and loans but remaining satisfied by what the people pay or have paid of their own initiative was then put and a division taken with the following result:

NOES—115

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. .C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar

Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jamadar.
Hansda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra.
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath.
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—56

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala.
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarthi

The Ayes being 56 and the Noes 115 the motion was lost.

Ruling of Mr. Speaker on three points of order

Mr. Speaker: Before the next resolution is taken up I may inform the honourable members that I promised to give my ruling on three points of order. I have signed the rulings and they are placed on the library table.

(1) Sj. Siddhartha Shankar Ray raised a point of privilege on the 11th February last. He said that because he had addressed a conference of the West Bengal Ministerial Officers' Association at Bankura, the Association had been served with a notice to show cause why the recognition accorded to it by the Government should not be withdrawn. I had, on the very day, given my opinion that prima facie there was no breach of privilege. Subsequently, I was requested by Sj. Jyoti Basu, the Leader of the Opposition, to reconsider my decision as it was a matter of some importance.

I have reconsidered the matter very carefully and I adhere to the view which I expressed earlier. It is true that a notice has been served on the West Bengal Ministerial Officers' Association to show cause why its recognition should not be withdrawn on the ground that outsiders had taken part in the deliberations of the conference. Whether that notice is valid or justified or whether some other members of the Assembly addressed such conferences previously without any previous permission of the Government and that the Government did not take any action—these are matters on which I am not called upon to express any opinion. I also take it that the Association had been served with a notice to show cause because Sj. Siddhartha Shankar Ray had addressed the conference.

Government Servants' Association is granted recognition inter alia on the condition that outsiders should not be allowed to take part in the deliberations of the conference, be he an M.L.A. or not. If the Association violates any of the conditions for recognition, Government can call upon the Association to explain why its recognition should not be withdrawn. It is a condition entered into by the Government servants with the Government. Government is not taking any action against the M.L.A. as such nor questioning the right of any M.L.A. to address any meeting. It is only an accident that in this case it happened to be an M.L.A. The Chief Guest might be an outsider as well. I, therefore, hold that no prima facie case of breach of privilege of this House or of any members thereof has been committed by the issue of the notice complained of.

I have looked into the reports and proceedings of the House of Commons. I find that apart from the Select Committee set up by the House of Commons in connexion with Sandy's case, another Select Committee was set up to consider the general question of the manner in which members can properly make use of information supplied to them in contravention of the Official Secrets Acts. The Committee advised that while members are themselves privileged from prosecution under the Acts for disclosure made in the House *the privilege does not entitle a member to solicit or knowingly receive information from public servants in contravention of the Acts.* On the same analogy, there is no such privilege as that an M.L.A. is entitled to address an association of public servants *in contravention of the rules.* These rules contemplate recognition by Government on, *inter alia,* the condition that the association does not allow an outsider to address its meetings (except with Government's previous permission). If an association, which has been granted recognition by Government *on this condition* still invites an outsider (including an M.L.A.) to address its meetings, it does so in full awareness of the risk it runs, viz., that its recognition may be withdrawn. As already said a member's privilege does not extend to donig something which involves others in violation of rules. Even if there is such a privilege, it is personal to the member himself and he can complain of breach of privilege

only if any steps are proposed to be taken *against him* for his action. In Sandy's case, Sandy obtained information about official secrets in contravention of the Official Secrets Act and disclosed them in the House and the action proposed to be taken against him on the Attorney-General's advice, viz., sending of a summons to him, was held to be a breach of privilege. In the present case, there is not even any suggestion that action should be taken against the M.L.A. for his addressing a meeting of an association, so that no question of breach of privilege can arise, even if there is any privilege of addressing an association of public servants in contravention of the rules.

A Parliamentary privilege is a technical concept and not just any and every right which a member thinks he ought to have.

There is another aspect of the matter. The rationale of a privilege is that it is necessary in the discharge of the member's parliamentary duties. Addressing an association of Government servants even though the association is under the rules bound not to allow any outsider to address its meetings must be justified as being necessary in the discharge of the member's parliamentary duties.

In an article by Sir Frederic Metcalfe published at page 131 of the Journal of the Society of Clerks in Empire Parliaments there is a discussion of the Pritt case in 1952. Mr. Pritt was appearing for the defendants in the Magistrate's Court at Kapenguria in Kenya. Four M.P.s who had been raising in U.K. Parliament questions about the conduct of this case sent a cable to Mr. Pritt asking for further information about the case. Mr. Pritt sent them a lengthy cable in the course of which he said: "It amounts in all to a denial of justice." One of these four M.P.s thereafter raised as "a breach of privilege" the starting of proceedings for contempt of court against Mr. Pritt in respect of his cable, arguing that Mr. Pritt had been placed in jeopardy as a result of supplying information asked for by those four M.P.s. As the Attorney-General said that no contempt of court had actually been started against Mr. Pritt. Mr. Speaker did not think that there was at all a case of breach of privilege.

It thus appears that the Pritt case did not add anything to the law of Parliamentary privilege in so far as no decision was taken. A breach of privilege was only *alleged* by saying that Mr. Pritt had been placed in jeopardy as a result of supplying information asked for by certain M.P.s in the course of their Parliamentary duties. There was no finding that there *was* a breach of privilege. Even if there was at all any breach of privilege the present case is different. One can at least understand that, in the course of discharge of Parliamentary duties, when an M.P. *himself* asks for certain information from somebody, the latter should not be put into trouble by reason of something said by him in the course of supplying that information. In the present case the Member did not himself ask that he should be invited to address a meeting of the Association. It was the Association itself which deliberately invited the Member to address its meeting, knowing full well that under the rules it was precluded from doing so on pain of withdrawal of its recognition. If anybody placed himself in jeopardy, it was the Association itself. It was not the Member who placed the Association in jeopardy. We have necessarily to distinguish the two cases even if it be held that it amounts to a breach of privilege when a person called upon by a Member to supply some information commits an offence in the course of supplying that information and is punished for that.

In Rex *vs.* Rule which is referred to by Sir Metcalfe and which is reported in [1937] 2 All E.R. 772 the question of privilege which was raised was entirely different from Parliamentary privilege. This case dealt with the question of the circumstances in which the making of certain libellous statement was privileged. Rule wanted to bring to the notice of the Home Secretary or the

Minister of Health certain matters alleging grave and criminal conduct against the Detective Sergeant and also a Justice of the Peace. If he had sent a communication to the Home Secretary direct, it is indisputable that it would have been a privileged communication. Instead of doing so, however, Rule wrote to the M.P. of his constituency asking the latter to arrange an appointment with the Home Secretary but the M.P. said that it was impossible for him to ask the Home Secretary for an appointment unless he had first intimated to him what the purpose of the appointment was. Rule thereupon wrote two letters to the M.P. containing allegations of grave and criminal conduct against a Detective Sergeant and also a Justice of the Peace. He was charged with publishing defamatory libels and was convicted. In appeal the conviction was set aside by the Court of Criminal Appeal, Lord Hewart L C J delivering the judgment. Lord Hewart held that Rule was not actuated by malice and, although these libels were wholly untrue Rule honestly believed them to be true and in publishing them was not influenced by any wrong or indirect motive. Lord Hewart quoted with approval the following observation from Harrison *vs.* Bush:

> "A communication made *bona fide* upon any subject-matter in which the party communicating has an interest, or in reference to which he has a duty, is privileged if made to a person having a corresponding interest or duty, although it contains criminatory matter which, without this privilege, would be slanderous and actionable."

What was thus decided in Rex *vs.* Rule was not a question of Parliamentary privilege. It was the ordinary question whether a communication containing libellous statements would in certain circumstances become privileged. Rex *vs* Rule merely extends the number of privileged occasions so as to include the case of a constituent writing to his M.P. upon an allegation of improper conduct by a public official. In connection with the law of libel and slander, Halsbury had made an exhaustive treatment of the subject of "privileged occasions" as a part of the larger subject of qualified privilege, *vide* Hailsham Edition, Vol. 20, pp. 470-478, paras. 573-574. This subject of qualified privilege in connexion with the law of libel and slander is quite different from the law of Parliamentary privilege. For example the well-known case of Wason *vs* Walter which is often cited as a case of Parliamentary privilege, really lays down the ordinary law of privilege in connection with slander and libel. This case recognises, although the matter is not one of Parliamentary privilege, that the common law accords the defence of "qualified privilege" to the publication of unauthorised reports of parliamentary proceedings whether in newspapers or elsewhere, if such reports are fair and accurate. Cockburn CJ after remarking that reports of Parliamentary proceedings were on the same legal footing as judicial proceedings observed that it was of paramount public and national importance that Parliamentary proceedings should be communicated to the public which has the deepest interest in knowing what passes in Parliament. Hence the proposition really was that the unauthorised publication of proceedings, whether judicial or parliamentary, was privileged against an action for libel and slander if such reports were fair and accurate. This is really a matter of common law privilege and not one of Parliamentary privilege.

If a person is put in jeopardy because of his communication to or association with a member in the course of his Parliamentary duties a breach of privilege may be committed for any action or threat of action which may impede the discharge of Parliamentary duty of a member within the meaning of proceedings in Parliament will not be tolerated. But here Sj. Ray did not address the conference in the discharge of his Parliamentary duties.

I quote a few lines from Herbert Morrison's well-known book, "Government and Parliament". There he says:

> "I am not sure what would happen if circumstances arose which required an extension of privilege in order properly to protect the collective work of the House. It is important to realise that the word 'privilege' in this connection has a relationship to the dignity and the free functioning of the House as a whole. It is not a question of the privileges of individual M.P.s except in so far as they are related to the functioning of the House as a whole. The desire not to extend the privileges of Parliament stems from a general feeling among us that the last thing we should do would be to extend Parliamentary privilege in ways which would limit the civil and democratic rights of the people."

I have exhaustively dealt with the matter and I am of opinion that there has been in this case no *prima facie* case of breach of privilege.

(2) A point of order was raised by Sj. Basanta Kumar Panda that the Appropriation Bill, 1959, could not be introduced as it was *ultra vires* of the Constitution, on the ground (*a*) that the beginning of the year for which the money was granted had not been mentioned; (*b*) that the Bill did not provide for appropriation as required by Article 204 but only provide for payment and application; and (*c*) that the Bill provided for only charged amounts and not for the voted amounts.

I allowed the Bill to proceed and promised to give a written ruling which I propose to do now. As regards objection (*a*), it may be pointed out that when the day on which a particular year is to end is given there is no difficulty in finding out the beginning of the year. As the last day of the year is given in the Appropriation Bill as the 31st day of March, 1960, it is obvious that the beginning of the year according to the English year will be the first day of April, 1959. There is, therefore, no ambiguity so far as the year for which the money has been granted is concerned.

As regards objection (*b*), it will be noted that under Article 204, Clause (3) no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this Article. Sj. Basanta Kumar Panda seems to have noticed only Clause (2) of the Bill which provides for the issue of the total sum (voted and charged) out of the Consolidated Fund. It is Clause (3) which provides expressly for the appropriation of the money to the several services and purposes mentioned in the Schedule.

As regards objection (*c*), Sj. Panda referred to the word "charges" in Clause (2). "Charges" in that Clause does not refer to the expenses charged on the Consolidated Fund; it only means expenses. In the Schedule the sums which have been voted by the Assembly and which are charged on the Consolidated Fund have been clearly and separately shown.

As regards the contention that the Civil Budget Estimate which was presented on the 11th of February last mentioned the year 1959-60. I do not think there can be any difficulty in ascertaining the year for which the money was asked for. In the financial statements which the Finance Minister made in the House he expressly stated that he was presenting "the Budget Estimates of the State of West Bengal for the Financial year 1959-60". "Financial Year" as Sj. Panda has himself pointed out begins on the first of April of a year. Therefore the Financial year 1959-60 means the year which begins on the first of April, 1959 and ends on the 31st March, 1960.

There is, therefore, no substance in Sj. Panda's argument.

(3) Dr. Jnanendra Nath Majumder mentioned another point that there should be three Bills and not one Bill and he said that the Public Debt Account could not be included in the Appropriation Bill. Dr. Majumder apparently made a confusion between "Public Debts" and "Public Account". No Bill is necessary for the withdrawal of any money out of the Public Account. Appropriation Bill is necessary only for the purpose of withdrawal of money out of the Consolidated Fund. Payment of Public Debt and Interest thereon has to be made out of the Consolidated Fund and therefore the Public Debt is included in the Appropriation Bill. There is nothing in this objection also.

Non-official Resolution.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that in view of the fact that the stage in West Bengal is in a decadent condition and Bengali artistes, dramatists and writers are unable to give expression to their talents and afford healthy entertainment to the people for arousing their aesthetic sense;

This Assembly is of opinion that the State Government should immediately take the following measures:—

(1) Establishment of a national theatre and formation of Committee of Management with eminent litterateurs, artistes and dramatists;

(2) Provision for adequate financial assistance to talented and needy artistes and writers; and

(3) Taking steps to save the amateur stage from the burden of paying entertainment tax.

Sir, I consider this resolution to be of great significance and urgency because we on this side of the House have felt that it is a matter of national dishonour for West Bengal that after 11 years of freedom our State continues to be in such a decadent state and our artistes, writers, dramatists and others who are connected with the stage or have been connected have very little opportunity of expressing their talents, through the medium of the stage or of serving the country in the social, political or other nation-building spheres by rousing the noble sentiments of the people by means of dramas and through the stage yet there was a time in Bengal when we could be proud of our achievements in this sphere during the British days. Of course those were glorious days when these dramatists and artistes played night after night in absolutely packed and crowded houses. We have also seen their social and political themes and super acting. The Bengali stage played a significant role by both entertaining people and rousing their social and political consciousness.

I suppose it was because of this rousing of social and political consciousness that the foreign rulers passed this Dramatic Performance Act of 1876 and did gag several plays and *jatras* at that time. In this connection, one cannot but remember with pride the names of Ramnarayan Tarkaratna, Michael Madhusudan Dutta, Dinabandhu Mitra and Girish Ghosh. Later on, films came into the scene, specially talkies, and appeared as a serious competitor to the stage. It became apparent soon after 1930 that the professional stage could not exist on its own without some form of aid from outside, whether it be by private financiers or by the State. Again, during the Second World War and after it, a new movement of realistic drama, based on the hopes and aspirations of the people, took shape under the auspices of the amateur group of artists throughout West Bengal. I was reading the other day in a particular paper that outside the professional stage, in Calcutta alone, about 1,300 plays are staged annually by these amateur groups, despite the usual difficulties of lack of stage, amusement tax, high rents and sometimes police interference with these dramas and

plays. Now, if it be true that such a large number of plays are staged by our amateur artists, then it is a great source of inspiration because from the amateurs developed our great professional stage in West Bengal at one time. At the moment there are only four professional houses and one of the greatest actors of our time, a genius in histrionic art, Shri Sisir Kumar Bhaduri, unfortunately sits at home in oblivion, having lost his theatre and being discarded by the Philistines who rule West Bengal, headed by our Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy. This is, indeed, a shame and dishonour for West Bengal. We are unable to honour such a living dramatist and actor and his talents cannot be utilised by the Government of West Bengal for the purpose of developing our stage. In this matter I was trying to find out as to what the Government has done up-to-date. I find that year after year in the budget during the last few years some moneys are spent for folk entertainment. These give employment to some unemployed artists no doubt, but sometimes I am told that third-rate Congress propaganda is carried on by this troupe of artists and in this way art is debased and a lot of money wasted. I believe that in this sphere where Government is spending some money with regard to folk entertainment, no proper Board has been formed with people who are trained in this sphere, but it is the Government itself and some of its officers who dictate the whole show. I also find that there is an Academy of Dance, Drama and Music—a school of histrionic art—run by the State Government. But here again I have been trying to find out but nobody knows what is the status of this Academy because here again there is no proper Board functioning with eminent artists, dramatists, litterateurs, writers and so on.

[11-30—11-40 a.m.]

Here again it seems the Chief Minister along with the Secretary of the Education Department, Shri D. N. Sen, dictate the whole show. It had been decided, it seems; earlier when the academy was formed that training would be given to some 20 or 25 students and then a degree would be given to them, but unfortunately now it has been decided that some sort of a certificate will be given to them instead of a degree. I am also told that not even these 20 or 25 students are found regularly coming for training in this academy. A very great artist is, of course, there as the dean in this organisation, Shri Ahindra Chowdhury, but unfortunately something somewhere must be wrong in the organisation about the future of these people who are being trained here; otherwise I cannot understand why if they have a certain future after being trained here, not even adequate number of students are found where the academy is attempting to spend some money.

Now, what should be done in this sphere? That is the suggestion which I have tried to give in my resolution. The first thing I feel is that it is a long-standing demand not only of the upper layers of society but I think of the whole of West Bengal that a national theatre should be built and it should be administered by a body of public trustees with a director who will have full control of the artistic side of the movement. When I say "a national theatre" I do not mean a nationalised theatre where an officer of the I.A.S. or I.C.S. cadre will be put in charge. I do insist that if such a theatre is formed, funds must be found by the Government. A person who understands the artistic side of dramas should be put in charge, and not just an administrator. I also feel that a Board should be formed where eminent representatives of these arts should be represented and which should not be filled—like the R.T.A. or some other organisation—by some Congressmen picked up from here and there,—but by people like Shri Sisir Kumar Bhaduri, Shri Ahindra Chowdhury and so on along with others. A sort of non-official Board should be formed to guide the affairs of such a national theatre. For the time being the entire funds for a number

of years must be provided, even at the risk of loss, by the Government and a permanent cadre of actors should be associated with such a theatre. Then together with the permanent cadre of actors I feel groups of artists should be permitted to stage their shows in this national theatre with the permission of the Board which shall be formed, so that an opportunity is given to them to express their talents, opportunity should be given to writers, to experiment with the dramas which they undertake to write, and then only we shall find our writers, our dramatists delving into the past, what was best in the past, reviving those plays and dramas, taking whatever is best in the present, writing dramas on those subjects and presenting them to the people. At the moment we do not have an insufficient number of writers, but the point is where they find that they have not the slightest opportunity of staging the shows anywhere, what should they do but try and write cinema scripts, go to the cinema world and take up cheap things because otherwise it is impossible for them to live together with their families under these conditions. I feel that in this permanent cadre which will be there the amateur groups should be given a chance to stage their performances in the National Theatre and also go round the districts so that the districts are not deprived of these shows.

Thereafter I feel that the municipalities in different areas should be given adequate finances and funds in order to build at least one theatre in each municipal area which shall again be helped by the Government through the funds which they provide for the municipality specifically for the purpose of a theatre.

Thirdly I feel that the local amateur clubs and Jatra parties which are there in quite a large number should be helped by the Government, by the local authorities, especially by the Government and of course I say that without political strings these funds should be provided for them—not that the Government, because it provides the fund will dictate to them as to the kind of dramas which they should stage. The representatives who may be in these committees can surely discuss but it is not for the Government to dictate to them as to what kind of plays they must stage or what kind of Jatras they must perform.

Then I feel that the entertainment tax on the amateur stage should be withdrawn immediately. This has been a long-standing demand. I believe it was Janab Fazlul Huq, I do not know whether I am correct, who withdrew the entertainment tax from the professional stage at one time after seeing the performance of Sirajuddaula in the professional stage. But it is a long time since that day when it was withdrawn. This was a noble thing of Janab Fazlul Huq if he had done that. I believe now after 11 years of freedom, why should not the Government by themselves have felt the necessity of withdrawing this entertainment tax because this is a great burden on the amateur artistes and any group of artistes will tell the Government that I am right, that this is so.

Lastly, in this respect we also feel that the vicious Act of 1876 should immediately be scrapped. I do not know what is the necessity for that Act to continue. It has a very sordid history at this Dramatic Performance Act of 1876—I am sure the Chief Minister knows about it—in order to gag the national plays, in order to suppress patriotic dramas, this Act came into existence and yet following on the footsteps of the British, the Congress Government after 11 years of freedom, of Congress rule, has yet kept it on the statute book and unfortunately it is not there merely as a scrap of paper. This Act has been during the Congress regime in these 11 years used in order to suppress some of the plays, some of the dramas. There were questions and answers in this House long time back in 1953, 10th November, when in answer to a question of Sjkta. Manikuntala Sen it came out that the Police Commissioner had asked the Indian People's Theatre Association to submit all the scripts whether there are plays of Rabindranath Tagore or of some unknown person

to the Police Commissioner. There is a list of 59 such dramas. It was insisted upon by the Police Commissioner that the list should be supplied to him and it seems that during the time of question and answer the Chief Minister supported this move of the Police Commissioner. Therefore, I say that this Act should go immediately.

[11-40—11-50 a.m.]

Then my suggestion would be that the training course which has been introduced by the West Bengal Government through this Academy should not be conducted in the present form. I think this should be handed over to the Calcutta University and in the Calcutta University a Department on histrionic arts should be started. In this sphere of art why over a body like that should the Government Department and the Government officers have such control, or be in charge of training people in dramatic art? Therefore, I say that this thing should also be thought over by the Government.

Lastly, I feel that the artists and writers have got to be helped—the artists and writers who are alive—and the artists and writers who are dead—their families have got to be helped. We must show some respect for these people in whose hands we have left the building up of the nation's mind, of the people's mind. Unfortunately the West Bengal Government, the Ministry, as I see composed of a lot of philistines—it seems that they have no trace of inclination to think of helping such people and their families. They are a nation's asset and yet how do we look at them? I shall give just one or two examples. Take for instance, Kazi Najrul Islam—a poet who is alive but unfortunately being alive he is dead because his mind is not functioning; but he has a family. I myself went to the place where the poet is living with his family and I found them living in such conditions that immediately I came back I wrote to the Chief Minister saying that a proper house should be found out for them. His wife is also ill. The letter was perhaps sent to the Department dealing with the requisitioning of houses. But nothing happened. I asked for two flats consisting of four rooms in the Karaya Housing Estate. I was written back saying that the Government could give only two rooms. Only that much even could not be provided. Now, of course, through their own efforts they have got a proper house, but this was the condition. How can we expect from such a Government that they will look after our art, our drama, our literature, our artists, our litterateurs and our poets and so on, if this sort of treatment could be meted out to Kazi Najrul Islam? Yet, I know there are gentlemen who have houses outside where their families are living and are given shelter in the Government houses where they get double flats with four rooms but for a poet like Najrul Islam they are not available. I never wanted to mention this in this House, because there are people outside India who will do propaganda against us that we treat Najrul Islam in this manner, but unfortunately, what can I do when such things have happened. Therefore I decided to mention this.

Then I will give another example and that is about Sj. Jagadish Gupta.

He is one of the fathers of modern literature. He is the author of so many books. I need not read the names of the books. They are quite well-known. I believe his wife is now almost a camp refugee. Has not the State a duty to look after her and the family?

Late Manick Bandopadhyay—I sent an application from his wife to the Chief Minister and I think the Chief Minister sent it to the Education Department. I know the family because Manick Bandopadhyay belonged to our party. He is one of the greatest writers of modern Bengali in West Bengal. I know the condition that his family is in. Therefore I sent this application. Later

on after some time she had been given some help, I think, about Rs.500 or so. It was good of the Government. But I wanted that some permanent help, however little it may be, should be provided. What will she do with Rs.500 as lump sum? Unfortunately as yet this has not been done by the Education Department or by the Chief Minister.

Sj. Amarendra Nath Ghose—the gentleman came to see me. I think he has written 16 or 17 novels. He is in great distress and penury. But unfortunately he has not been helped. I wrote a letter to the Chief Minister. Not even a reply has come. Usually the Chief Minister replies to my letters. But about this I do not know whether it is misplaced. I had not got any reply to Sj. Amarendra Nath Ghose's application. What I mean to say is that you can well understand that unless some sympathy is shown for these people—not only sympathy, it is the national duty—unless this is felt by the Government and by all of us, I do not think we shall have any flowering of our culture in art, literature and so on. I shall also remind our Chief Minister in this respect that Sangit Natak Academy, New Delhi, had a seminar, I think, in March, 1956 and there they had made some recommendations. This was held by the Government and the Government set up this body. In this seminar some recommendations were there almost on the same lines which I have just stated and which is there in my resolution. In the opinion of the seminar, the Dramatic Performance Act of 1876 is wholly out of place in the present context and should be repealed. The seminar commends the steps taken by some governments in exempting dramatic performances, both amateur and professional, from the entertainment tax and strongly urges upon all other State Governments to take similar steps so that the drama which is much more than an entertainment and which in the present condition needs incentive should prosper. Then it goes on giving assistance. Then there are recommendations with regard to construction of theatres, commercial troupes, amateur groups and how they should be helped with regard to training. These are all the recommendations and these recommendations are there since 1956. But unfortunately even though the recommendations of the seminar organized by the Central body, Sangit Natak Akademy, have been there before the State Government, nothing so far practically has been done. Therefore the urgency of my resolution, therefore my earnest request to the Government is that even at the late stage accept my resolution and please act according to this resolution, say, within the next one year.

[11-50—12 noon.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, হুগলী জেলার এক ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক লিখেছিলেন। এই অব্যাহতভাবে আজ অবধি চলে আসছে। নাটক ক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় আলোড়ন দেখা গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। আগেকার ধারা ছিল—ভারতের নাট্য শাস্ত্র অনুযায়ী, সূত্রধারের চণ্ডীপাঠ এবং তাতে কি ধরনের রংএর কাপড় ব্যবহার করা হ'ত ইত্যাদি বিষয়ে একটা নির্দেশ দেওয়া আছে। তাদের এই ধরনের নির্দেশগুলি পালন করে আমাদের বাংলার নাটকগুলি আগে এইভাবে অভিনীত হত। আমাদের দেশে চিরকালই অন্যান্য ক্ষেত্রে,—যাকে বলে সভ্যতায় অপরের জিনিস গ্রহণ করা, তাতে কার্পণ্য করে নি। নাটক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেটা দেখা গিয়েছে। তার প্রমাণ "যবনিকা" এই কথাটা। আইওনিয়াস গ্রীক্‌দের নাম থেকে কথাটার উদ্ভব। যবনিকার ব্যবহারও আমাদের দেশে হয়েছিল গ্রীক্‌দের কাছ থেকে অনুকরণ করে। এই ভারতের নাট-শাস্ত্রের ধারা প্রবর্তিত হ'ল ইংরাজ আমলে কয়েকজন বিশেষ ধরনের প্রযোজকের চেষ্টায়। তার মধ্যে একজন ছিলেন রুশ দেশবাসী। তিনি এখানে নাট্য প্রযোজনা করে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। তাঁর থিয়েটারে সেরকম লোক জুটত না বলে বহু পয়সা লোকসান দেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনেক

জিনিস শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে দ্রুততার সঙ্গে আমাদের দেশে নাট্য সাহিত্য এগিয়ে চলে, আর নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে চলে আমাদের যাত্রা সাহিত্য। তারও খুব দ্রুত অগ্রগতি হয়। আমরা ভাগ্যবান যে, আমাদের এখানে মাইকেল মধুসূদনের মত নাট্যকার, গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকার, দীনবন্ধু মিত্রের মত নাট্যকার, অমৃতলাল বসুর মত নাট্যকার, ক্ষীরোদপ্রসাদের মত নাট্যকার, রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকার এবং পরবর্তী কালে আরও বিভিন্ন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁরা নানাদিক থেকে আমাদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন যা গোড়ায় বলছিলাম—জাতীয়তাবাদ এবং সমাজ-সংস্কার, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁরা প্রায় সকলেই চলেছেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে, অন্যধরনের একটু দার্শনিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আমরা শুনেছি অধ্যাপক মন্মথ বসুর নাম, যিনি একজন পাব লোক এই নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে। তখনকার দিনে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যে একটা আলোড়ন হয়েছিল—তার প্রভাবে নাটকের লেখকরা এবং অভিনেতারা উদ্বেলিত হয়ে বই লিখতেন এবং অভিনয় করতেন। ছাতুবাবুর নাম আমরা জানি এবং তাঁর নামে ছাতুবাবুর বাজার এখনও আছে। ওঁদের বাড়ীর জামাই, তিনি স্টেজের ভিতর ঘোড়া ছুটিয়ে আসতেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয়ে বারংবার "যবন" কথার উল্লেখ ছিল, তাঁরা সেটাকে ইনসিস্ট করেন। সেই সময় আমরা জানি কলকাতার তদানিন্তন পুলিশ কমিশনার অভিনেতাদের ডেকে বলেন "যবন" কথাগুলি কেটে দেবার জন্য এবং পরে সেগুলি কেটে দেওয়া হয়। তারপর সিরাজদ্দৌলা নাটকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক নারী-চরিত্র আনতে হ'ল। এইরকমভাবে নানারকম কায়দায় তাঁরা জাতীয়তাবাদকে প্রচার করেছেন। সেই ধরনের প্রচেষ্টা বর্তমানে বোধ হয় আমাদের দেশে আর নেই। এখনকার নাটকের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এর ভেতর একটা পেশাদারী জিনিস এসেছে।

আমি যদিও জ্যোতিবাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে একমত, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, আজকাল আমাদের দেশের লোকের মধ্যে নাট্য প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছে। অলিতে-গলিতে, পাড়ায় সর্বত্র থিয়েটারের রিহার্সেল হচ্ছে এবং সকলেই ভাবে যে প্রথম চেষ্টা হচ্ছে এ্যামেচার থিয়েটার, তারপর হচ্ছে সিনেমার তারকা হবার সৌভাগ্য, তারপর হচ্ছে বোম্বেতে পাড়ি, বোম্বাইতে পাড়ি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও আমি থিয়েটার ও সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই, কিন্তু আমার এমন অনেক বন্ধুবান্ধব ও জানাশোনা লোক আছেন যাঁরা ভাল ভাল গায়ক ও অভিনেতা। কিন্তু আমাদের দেশের অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার এমন দুর্ভাগ্য যে, ভাল বাদক, ভাল গায়ক এবং ভাল অভিনেতা হলে, তাঁকে পয়সা রোজগারের জন্য যেতে হয় বোম্বাইতে, কারণ, এখানে তাঁদের পেট ভরে না। নাট্য-পরিচালক, সিনেমার ডাইরেক্টর, তাদের যেতে হয় বোম্বাইতে। আমরা অনেকেই হয় জানি না যে, বোম্বাই-এর শতকরা ৯০ জন মিউজিশিয়ান বাঙ্গালী। তাঁরা সেখানে অবাধ একচ্ছত্র রাজত্ব করছেন, বাংলা দেশে তাদের অন্ন জোটে নি বলে, অন্য কোন কারণ এর মধ্যে ছিল না। যাইহোক, এই অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে। অবশ্য এ্যামেচার থিয়েটার-এর মধ্যে আর একটা জিনিস এসে পড়েছে। আমি জানি কলিকাতা শহরে ২৫ জন কি ৩০ জন মহিলা অভিনেত্রী আছেন, যাঁরা ঘুরে ঘুরে সবগুলি এ্যামেচার ক্লাব-এ অভিনয় করে থাকেন এবং তাঁরা পয়সা নেন। তাঁরা বিনা পয়সায় অভিনয় করেন না। আমি শুনেছি তাঁদের পারিশ্রমিকের হার সাধারণ ক্ষেত্রে পেশাদার অভিনেতাদের চেয়ে কম নয় এবং তার মধ্যে ২।১ জন গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে ঐ সৌখিন সম্প্রদায় থেকে পেশাদার সম্প্রদায়ে এসেছেন এই অবস্থা। এটা আছে এবং এটাও বিবেচনা করবার আছে। আর একটা কথা আছেঃ কলিকাতা শহরে বর্তমান থিয়েটারগুলি খুব খারাপ চলছে বললে ভুল হবে। ১৯৫৯ এবং ১৯৫৮ সালে, যাঁরা ভাল দিন থিয়েটারে কিছু এসে থাকে এই গত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে, এই দেড়-বৎসরে এসে দিন কিছুটা ভাল চলছে। তার কারণ কি বলা কঠিন কিন্তু একটা জিনিস দেখা যায় যে, ঐ কেবল অহীন্দ্র চৌধুরী ও রানীবালা অর্থাৎ কিনা যাঁরাই সিনেমার তারকার গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁরাই আবার থিয়েটারে অভিনয় করেন। এবং আমি অন্ততঃ একটা হাউসের খবর রাখি যেখানে মত্তাবস্থায় অভিনেতাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, তারজন্য আবার অন্য লোককে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছে। এবং যাঁরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকেছিলেন তাঁরা তাতে একটু গোলমাল করেছিলেন। এইসব ঘটনাও ঘটে থাকে, এই জিনিসগুলি

আমাদের বিবেচনা করা দরকার। এখন কথা হল, যাঁরা নাটক লেখেন। আমি একজন যাত্রার ই লেখেন এইরকম এক ভদ্রলোককে জানি, তিনি খেতে পান না। তাঁর হয়ে অনেক চিঠিপত্র াক্তার রায়ের কাছে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের অপরাধ তিনি [illegible] দিক থেকে আমাদের দল অর্থাৎ প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি আমাদের সঙ্গে ১৯৫৭ সালে জেলে গিয়েছিলেন, তার আগে বস্তি আন্দোলনেও জেলে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম পূর্ণচন্দ্র রায়। বোধ হয় ৬০ খানা কি ৬৫ খানা যাত্রার বই লিখেছেন। আমি তাঁর হয়ে অনেক চিঠি লিখেছিলাম এবং সুধীর চৌধুরী মহাশয়ও চিঠি লিখেছিলেন, তিনি অত্যন্ত দুরবস্থায় আছেন এবং বর্তমানে বলা যেতে পারে তিনি ভিক্ষোপযোগী। তাঁর দুরবস্থার কাহিনীটা একটু বলি, তার মানে অন্যান্য যাঁরা গীতিনাট্য লেখেন তাঁদের অবস্থাটা ক। একখানা বই লিখে ২৫।৩০ টাকায় কপিরাইট বিক্রি করতে হয়। সেই বই হয় ত ২ শত কপি ইম্প্রেশন হল, ২২ শত কপি ছাপা হল, পাবলিশাররা লাভবান হলেন কিন্তু যাত্রার বই যিনি লিখলেন তিনি ২৫ টাকায় তাঁর স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দিলেন। এই অবস্থায় আমাদের দেশে এক-শ্রেণীর লোকের পেট চলতই এই যাত্রার বই লিখে, তাদের পক্ষে আর তে পেট চালান সম্ভব নয়, যেমন, আমি একজনের উদাহরণ দিলাম যে, তিনি প্রায় ভিক্ষোপযোগী হয়েছেন। আমাদের দেশে থিয়েটারের বই অর্থাৎ স্টেজ-এ যা অভিনয় হয় সেইসব বই-এর লেখকদের সেই একই অবস্থা, ১২½ পার্সেন্ট রয়্যালটি, এই হচ্ছে নিয়ম, টাকায় দুই আনা বিক্রির উপর লেখকরা পান। দুঃখের বিষয় তিন হাজার বই ছাপান হলে তাকে বখান হয় ৫০০ এবং এর মধ্যে আবার কিছু উ‍ইএ খায়, কিছু ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন হয়, কিছু খবরের কাগজওয়ালাদের দেওয়া হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি করে দেখা গেল যে, কুল্যে হয় ত ৪০০ ই বিক্রি হয়েছে এবং ৪০০ বই-এর লাভ তিনি এেলেন হয় ত ১২ শত আনা বা ১৬ শত আনা অর্থাৎ ১০০ টাকা লাভ নিয়ে নাট্যকার খুব খুসী হলেন। অর্থাৎ নাট্যকারদের প্রথম এক্সপ্লয়টেশন হয় পাবলিশারদের হাতে, দ্বিতীয় এক্সপ্লয়টেশন হচ্ছে যাঁরা অভিনয় করেন। অভিনয় যাঁরা করেন তাঁরা এই নাট্যকারের বই-এর উপর ভিত্তি করে নামটাম করেন। ভাল ইতে ভাল পার্ট পাবার জন্যে এই এ্যামেচার ক্লাব-এ এমন অনেক অভিনেতা আছেন, অর্থবান সম্প্রদায়ভুক্ত, পয়সাও খরচ করেন, যে আমাকে সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজদ্দৌলার পার্ট দিতে বে অথবা আলমগীরে আলমগীরের। এই নিয়ে আমার একটা হাস্যকর গল্পের কথা মনে ড়লো যে, স্যার, আমি সব জিনিসেরই অভিনয় করেছি একেবারে নাম-ভূমিকায়, তার মধ্যে াঁখের করাতে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছি এবং শান্তি ও শাস্তিতে দুইটিরই নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছি। সেইরকম অর্থবান সম্প্রদায়ের মধ্যে ২।১ জন ছেলে-ছোকরা আছে, তারা সিনেমার তারকা হবার জন্য খুব উৎসাহী, তারা পয়সা খরচ করে ঐ ধরনের অভিনয় করে াকেন অর্থাৎ নাম-ভূমিকায় বা প্রধান পার্ট যাতে তাঁকে দেওয়া হয় তারজন্য তাঁরা পয়সা রচ করেন।

12—12-10 p.m.]

কিন্তু যে বইয়ের দৌলতে নাম হবে সেই বইয়ের লেখক একটি পয়সাও পান না। অর্থাৎ লেখকরা প্রথম কিস্তিতে পাবলিশারদের হাতে পর্যুদস্ত হলেন, যাঁরা কপিরাইট বিক্রি না রে কোনরকমে টিঁকে রইলেন, তাঁদের এই অবস্থা দ্বিতীয় কিস্তিতে অভিনেতা সম্প্রদায় এ্যামেচার হোক আর থিয়েটার হাউস হোক, তাদের হাতে এক্সপ্লয়টেড হলেন—এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেখতে হবে। কিন্তু এর পরিণাম কি দাঁড়াচ্ছে? একে লেখকের দুর্গতি হচ্ছে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা খারাপ, বিমলবাবু এখানে নেই, তিনি হয় ত কিছু কিছু জানেন, বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দাঁড়িয়েছে অমুকের নাট্যরূপ আর তমুকের বড় বড় লোকের লেখা, উপন্যাস ও গল্প নিয়ে নাট্যরূপ লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ অরিজিন্যাল লেখা বাংলা সাহিত্যে প্রায় উঠেই গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অবস্থা যেমন বাংলার ছোট গল্প দুনিয়ার যে-কোন গল্পের সঙ্গে তুলনীয়, আমি অন্য জিনিস ছেড়েই দিলাম। ছোট-গল্পের মধ্যেই নাটক এবং মাঝারী গল্পের মাল-মশলা খুঁজে পাওয়া যায়। যাঁরা ছোট গল্প লিখতে পারেন, তাঁরা নাটকও লিখতে পারেন কিন্তু নাটক লেখেন না, যেহেতু ইজ্জত নাই, জাতও যায় পেটও ভরে না। সুতরাং যদি আমাদের নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করে

থাকি তাহলে লেখকদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর আমরা কতদূরে পিছিয়ে আছি সেদিন ইয়োরোপীয় নাট্য-সাহিত্য পড়তে পড়তে দেখলাম, একজন ফ্যাসিস্ট লিডার একটি থিয়েটার লিখেছিলেন। নাম আমার মনে নাই—এক দৃশ্যে শুধু হাত দেখান হল, আর এক দৃশ্যে শুধু পা দেখান হল, এরকম ধরনের সব কায়দা-কানুন—যা করতেন মনে হয় খুব হাস্যকর কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে অনেক এগিয়ে গেছেন, যেমন, শিল্পে সুর রিয়ালিজম এবং ইম্প্রেশন-এর স্থান এসেছে, নাট্য-সাহিত্যেও এসেছে। সম্প্রতি আমি দুখানা ছবি দেখেছি—একখানা রাশিয়ার, অন্যটি ওয়েস্ট জার্মেনীর, দু-জায়গায় মিলিয়ে দেখলাম সেখানে অদ্ভুত ধরনের স্টেজ শয্যা, তার সাঙ্কেতিক উপলব্ধি করে শয্যাবিভাগ ব্যবস্থা করেছে। আমরা জানি রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিশেষ করে নাটক পরিবেশনের দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু ধরনের প্রচেষ্টা হয়, যার পরিণতিতে আজকে থিয়েটার-এর ক্ষেত্রে বলশেভিক থিয়েটার-এর নাম সর্বাগ্রে গণ্য হয়ে আছে। সেখানে নানারকম প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হল যারা অভিনেতা এবং যারা দর্শক, এদের মিলিয়ে দেওয়া। আমাদের শিশির ভাদুড়ী মহাশয় বাংলা দেশে চেষ্টা করেছিলেন খুব সফল হন নি। কারণ আমাদের দেশের যারা দর্শক তারা খানিকটা পিছিয়ে আছে। যাঁরা প্রযোজক তাঁরা ফরমাইস করেন, অমুক অমুক জায়গায় একটা গান দিতে হবে এবং তার মধ্যে নানা ধরনের এ্যাপিল ঢুকিয়ে দিতে হবে। নইলে বইয়ের কমার্শিয়াল ভ্যালু কিছু থাকবে না। অতএব সৎ-লেখক যিনি, তিনি তা থেকে দূরে সরে দাঁড়ান, অথচ আমাদের প্রযোজনায় ত্রুটি রয়েছে, নাটকের ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে, সেদিক থেকে দেখতে পাব বাংলা দেশের সৃজনী-প্রতিভার একটা দিক্‌। নাট্য-সাহিত্যে নাট্য পরিবেশনের দিকে বাংলা সরকারের করণীয় আছে, আমি এক্ষেত্রে সঙ্গীত নাটক একাডেমী যার সমালোচনা জ্যোতিবাবু করেছেন, করতে চাই না—কিন্তু জানতে চাই শিশির ভাদুড়ী মশায়কে কেন অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে। ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত খাতির আছে জানি, অথচ তাঁকে আমরা কাজে লাগাতে পাচ্ছি না, এবং তিনি যদি কোনদিন মারা যান তাহলে সেদিন বড় সভা করে আমরা হাঁড়ি হাঁড়ি চোখের জল ফেলবো। আজকে তাঁকে কাজে লাগাবার মত বুদ্ধি আমাদের নাই। এই প্রসঙ্গে রেডিওর কথাও এসে পড়ে, সেটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাপার নয়, কিন্তু রেডিওতে যেসব নাটক হয়, সেখানে যে অভিনয় হয়, সেখানে যদি চেষ্টা করেন তাহলে যাদের সত্যিকারের অভিনয় করবার ক্ষমতা কিছু আছে, অভিনয়ে তারা খানিকটা আরও এগিয়ে যেতে পারে।

সবশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের দেশে নাটক সম্বন্ধে শিক্ষার কথা বলেছি—মজার কথা এই যে, আজকাল উচ্চ-শিক্ষিত লোক এবং মাঝারী শিক্ষিত লোকের মধ্যেই এই নাট্য-প্রবণতা গড়ে উঠেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মজার কথা এই যে, আজকাল উচ্চ শিক্ষিত লোক, অল্প-শিক্ষিত লোক, এবং মাঝারি-শিক্ষিত লোক সকলের মধ্যেই নাট্যপ্রবণতা জেগে উঠেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়ান হবে, পড়াবেন কে? আমরা জানি নাট্য-সাহিত্য শেখান একজন ভদ্রলোক তাঁর নামের আগে ডাক্তার লেখা হয়,—সম্ভবতঃ কোন ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের কোন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার—তিনি নাম করছেন। তাঁকে অনেকে জানেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন;—তিনি নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানেন না। এইসব লোক ধরে যদি নাট্য-সাহিত্য পড়ান, তাহলে বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেটুকু কাজ হচ্ছে সেটাও নষ্ট হবে। ,

তাই আমি জ্যোতিবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে ২।৩।৪ জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা তাঁরা করুন।

[12-10—12-20 p.m.]

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

স্পীকার মহোদয়, অন্য পক্ষের বন্ধুদের বক্তৃতা কিছু কিছু আমি শুনেছি এবং সে-সম্পর্কে দু-একটা কথা বলবার ইচ্ছা আছে। প্রথমেই আমার বলা দরকার যে, নাট্য-সাহিত্যকে উৎসাহিত করবার জন্য এই সরকারের পক্ষ থেকে একটা সত্যিকারের চেষ্টা চলেছে। কিছুকাল আগে, আমাদের নদিয়া জেলায় যে নাট্য-সমিতি আছে, সেখান থেকে আমাদের জেলায় যে

জনসাধারণের বহু নাট্য-সমাজ আছে, তাদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়, সেই অভিনয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং আমি তাদের ব্যাপার খুব ভাল করে জানি; কারণ, যে কমিটি তাদের প্রতিভার বিচার করবার জন্য গঠিত হয়েছিল সেই বিচারক সভার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তাতে দেখেছি, সর্বদলীয় অভিনয়—সমস্ত দলের অভিনেতাগণই তাতে অভিনয় করেন, তাতে কোনরকম দল-বিচার বা দল বাছাই হয় নাই। আমি জানি বামপন্থী পরিচালিত গণনাট্য-সমাজ, সেই সমাজের সেখানে অভিনয় হয়েছিল, আমি তারও বিচারক ছিলাম। সুতরাং জোরের সঙ্গে বলতে পারি—নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, এই যে নাট্য-সমাজগুলিকে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি বা প্রজা সোশ্যালিস্ট নিয়ে কোন বাছ-বিচার করা হয় নাই। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

তারপর, আমি নিজে মনে করি কোনরকম সাহিত্য বা নাটক যাই বলুন—এ-সমস্ত ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকা উচিত নয়। কারণ, বড় যে সাহিত্য সে সাহিত্য ঠিক অর্ডার মাফিক তৈরী হয় না। মানুষের মধ্যে যে ক্রিয়েটিভ আর্জ আছে, তার মধ্যে যে সৃষ্টির আগুন জ্বলছে—সেই আগুনে বড় বড় সাহিত্য তৈরী হয়, সেটা কোন মন্ত্রী বা ডিক্টেটরের ফরমায়েসে হয় না। দেখা গেছে বহু জায়গায় রাষ্ট্র তার বড় বড় সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছে। যেমন, রাশিয়ায়, টলস্টয়ের অনেক লেখা তখনকার দিনের জারের শাসনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সেইজন্য জার চেষ্টা করেছিলেন টলস্টয়ের লেখা যাতে রাশিয়ায় না চলে। এবং তাঁর লেখা পর্যন্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যান্য দেশে বিদেশীরা যখন তাঁর বই ছাপবার চেষ্টা করল তখন আর জার পেরে উঠেন নি। দ্বিতীয়তঃ, হিট্‌লারের রাজত্বে টমাসম্যান, এমিল লাডউইক্ প্রভৃতিকে তাড়ানো হয়, এমন কি আইনস্টাইনকে পর্যন্ত সেখান থেকে চলে এসে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে হয়। এইরকম, অনেক ডিক্টেটর, অনেক রাজা চেষ্টা করেছেন যে লেখকগণ তাঁদের লেখনী দ্বারা যেন তাঁদের গুণগান করেন। নেপোলিয়নের মতন লোকও চেষ্টা করেছিলেন গেটেকে দিয়ে একখানা এপিক কাব্য লেখাতে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে, অবশ্য গেটে সেদিকে পা দেন নি। সুতরাং লিটারেচারের ইতিহাস, নাটকের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, যদি আমরা কিছু পরিমাণে আলোচনা করি, তাহলে দেখব যে, আবহমান কাল থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ডিক্টেটরের আসন থেকে, রাজার আসন থেকে, বহু কবি, নাট্যকার এবং লেখকদের ব্যবহার করিয়েছেন নিজেদের শাসনকে অনুমোদিত করবার জন্য। (এ ভয়েসঃ ঠিক কথা।) আমি আগেই বলেছি, এরকম জিনিস হওয়া উচিত নয়। আর আমি এটাও জানি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এই আমাদের রাষ্ট্র, ইট সুড বি সিকুউলার ডেমোক্র্যাটিক স্টেট এবং ডেমোক্র্যাসিকে পূর্ণভাবেই সমর্থন করে থাকেন। চীনদেশে অথবা রাশিয়ায় যেমন মানুষের মনকে বন্দী করবার চেষ্টা হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রে মোটেই তা করা হয় না। এবং তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে-রকম ভাষায় কংগ্রেস গভর্নমেন্টের সমালোচনা করে থাকেন আমি জানি—রাশিয়ায় অথবা চায়নায় সেইভাবে সেই শাসনতন্ত্রের সমালোচনা সহ্য করা হ'ত কিনা।

আমার বন্ধু পঞ্চানন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, বড় বড় লেখকদের আমাদের রাষ্ট্র কেন ব্যবহার করেন না তাঁদের কাজ করবার জন্য। তিনি শিশিরবাবুর কথা বলেছেন, তাঁকে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। এই সাহিত্যিক ও এই নাট্যকার কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার নয় যে বলব—যে আমাকে এই ধরনের একটি মূর্তি গড়ে দাও। বার্নার্ডশকে ইংলন্ডের কোন সরকার বা রাজা কি কখনো ব্যবহার করতে পেরেছেন যে আমার রাষ্ট্রের জন্য তোমার বইয়ের ভিতর প্রপাগান্ডা কর, যেমন ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান বইয়ে। পঞ্চম জর্জ কি পেরেছেন তাঁকে ব্যবহার করতে যে, মহাশয়, আপনি আমাদের একটু প্রপাগ্যান্ডা করুন। বার্নার্ডশ ব্রিটীশ মিউজিয়মে ফরাসী ভাষায় কার্লমার্কসের বই প্রথম পড়েন। সেই যে সোশ্যালিজমের আইডিয়া তাঁর মনে ঢোকে, সারা-জীবন নিজের লেখার ভিতর দিয়ে ইংলন্ডে বসে তাই প্রকাশ করেছেন। কোন বড় নাট্যকারকে কি ব্যবহার করা যায়? তাঁর ভিতর যে সৃজনী-শক্তির উন্মাদনা থাকে, যে আইডিয়া, যে শক্তি থাকে, তাকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। তাঁর নিজের যা ক্রিয়েটিভ ইম্পাল্‌স্ সেই ইম্পাল্‌স্ যে তাঁর ভিতরে রয়েছে সেইটেই হচ্ছে বড়

কথা, তাকে কেউ ব্যবহার করতে পারে না। বহু বড় বড় কবিকে থাবা দিয়ে চেপে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু চেপে রাখা যায় নি। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি।

সভাপতি মহাশয়, নজরুল সম্পর্কে কথা বলেছেন ঐ পক্ষের বন্ধু। তাঁর বক্তৃতা সাধারণত জোরালোই হয়, তবে আজ একটু বেশী মাত্রায় ধারালো। আমি অনেক সময়েই মনোযোগের সঙ্গে তিনি যা বলেন সে জিনিস শুনি এবং বোঝবার চেষ্টা করি। তিনি একটু বাড়িয়ে বলেছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে আমি জানি। তিনি কৃষ্ণনগরে অনেক দিন ছিলেন তিনি আমার বিশেষ বন্ধু; আমরা একই জেলে ছিলাম। আমি যতদূর জানি গভর্নমেন্ট তাঁকে ২০০ টাকা কোরে মাসে মাসে দেন। তাঁর ছেলে অনিরুদ্ধবাবু একজন রেডিও আর্টিস্ট

তাঁর ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ, তিনি একজন ভাল রেডিও আর্টিস্ট। একে গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করছেন এবং তিনি যথেষ্ট অর্থ পান। সেজন্য নজরুল সম্পর্কে যে খুব বেশী অবিচার করা হচ্ছে বলে আমি অন্ততঃ মনে করি না। গভর্নমেন্ট যদি ওঁকে আরও বেশী দিতে পারতেন তাহলে তো ভালই হোত, কিন্তু একজনকে বেশী দিতে গেলে আরও অনেককে বঞ্চিত করা হয়। উনি খুব ভালো করেই জানেন যে, বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে কত অখ্যাতনামা কবি, প্রভাবশালী লোক রয়েছেন, যাঁদের আমরা প্রোভাইড করতে পারছি না। ওঁর একজন উপযুক্ত ছেলে থাকা সত্ত্বেও যিনি ভালই রোজগার করেন—গভর্নমেন্ট ওঁকে ২০০ টাকা করে সাহায্য দিচ্ছেন। আমার সব চেয়ে বেশী ভয় হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত আমরা সাহিত্যকে রাজনীতি দলাদলির মধ্যে এনে না ফেলি। সাহিত্য কোন রাজনীতির ধার ধারে না। তাঁদের সম্বন্ধে প্রোপাগ্যান্ডা হলেই তিনি পাদরী সাহেব হবেন এবং তা না হলে যে তিনি হবেন না এ-কথা আমরা মানি না, অর্থাৎ প্রোপাগ্যান্ডা হলেই যে সাহিত্যিক হবেন তা না হলে যে হবেন না এ-কথা আমরা মনে করি না। "মাদার" বলে যে বই গোর্কী লিখেছেন তার মধ্যে সোশ্যালিজমের প্রোপাগ্যান্ডা রয়েছে। বার্নার্ড শ-র নাটকগুলির মধ্যে সোশ্যালিজম-এর প্রোপাগ্যান্ডা রয়েছে। প্রোপাগ্যান্ডা করে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। যাঁর মধ্যে কোন আইডিয়া নেই তাঁকে প্রোপাগ্যান্ডা করে সাহিত্যিক করা যায় না। সাহিত্যকে জোর করে সৃষ্টি করা যায় না। শেলীর স্কাইলার্ক, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে। সেজন্য আমি বিশেষ করে বিরোধী বন্ধুদের কাছে বলছি যে, সাহিত্যের ভেতর কোনরকম দলাদলি আমাদের না আনাই উচিত। এটা ঠিক যে, আমাদের ড্রামাকে আজ একটা বিশেষ মূল্য দেবার দিন এসেছে। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে নূতন নূতন আইডিয়া আমাদের জনসাধারণের মনের মধ্যে দিতে হবে। কারণ, অন্তরের মণিকোঠায় যে-সমস্ত আইডিয়া আমরা পোষণ করি, সেই-সমস্ত আইডিয়ার রঙে আমাদের সমস্ত জীবন রাঙিয়ে যায়। সেজন্য জাতীয় জীবনকে গড়ে তুলতে হলে বিপ্লবাত্মক আইডিয়ার প্রয়োজন নিশ্চয় হবে এবং রেভলিউশনারী যে আইডিয়া, সেই আইডিয়াগুলোকে ছড়িয়ে দিতে গেলে আমার মনে হয় গল্প বা প্রবন্ধের চেয়ে নাট্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাহন। এইজন্য বিরোধী বন্ধুরা যে একটা জাতীয় নাট্য-সমাজ গড়বার কথা বলেছেন, সে-বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত কিন্তু আমার তাঁদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ যে, দলাদলি, বাকবিতণ্ডা আমরা এই এসেম্বলী হাউসের মধ্যে করে থাকি, সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন আমরা না করি। সেখানে গান্ধীয়ান আইডিয়া বড় হবে না, মার্ক্সিসিয়ান আইডিয়া বড় হবে সেই আইডিয়ার লড়াই আমাদের এখানেই থাক সেখানে যদি হয় তো হবে। অর্থাৎ যারা মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করে তারা তাদের মতন করে নিশ্চয় লিখবে এবং যারা গান্ধী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে তারা তাদের মতন করে ঠিক বলবে, এর জন্য বাহিরে থেকে একটা প্রশ্রয় দেবার প্রয়োজন নেই।

এই যে বিনোবা ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করছেন, জল, বৃষ্টি, রোদ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে, কোন্ রাষ্ট্র তাঁর পেছনে রয়েছে, কোন্ জওহরলাল তাঁকে বলছেন যে, তুমি এ কাজ কর? মানুষের ভেতরে যে অন্তর্নিহিত আইডিয়া আছে সেই আইডিয়ার মধ্যে যদি জোর থাকে, মানুষ সেই আইডিয়া প্রকাশ করবে। যার সৃষ্টির প্রতিভা আছে সে তার মত করে তা প্রকাশ করবে। সে যদি গান্ধীবাদী হয় তাহলে গান্ধীর আইডিয়াকে সে প্রচার করবে আর সে যদি মার্ক্সবাদী হয় তাহলে মার্ক্স-এর আইডিয়াকে সে প্রচার করবে—এর জন্য রাষ্ট্রের

প্রশ্রয় দেওয়া না দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেজন্য বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের কাছে আমার সবচেয়ে বড় অনুরোধ হচ্ছে এই যে, সাহিত্য বা নাট্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে-সমস্ত আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াগুলি নিয়ে যেন তাঁরা কেবল লড়ালড়ি বা দলাদলির সৃষ্টি করার চেষ্টা না করেন, এই আমার বক্তব্য।

[12-20—12-30 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রদ্ধেয় বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে-কথা বললেন, আমি তাঁর কথা দিয়ে আমার বক্তৃতা শুরু করছি। তিনি বলেছেন যে, কোন বড় নাট্যকারকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় না—আমি সেখান থেকেই আমার বক্তৃতা শুরু করছি। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, যাঁর মীরকাশিম, যাঁর কারাগার আমরা ভুলতে পারি না, এই সেদিনও তাঁর নাটক ধর্মঘট ট্রামের শ্রমিকরা দিনের পর দিন অভিনয় করে যাচ্ছেন—সেই মন্মথ রায় বাংলা দেশের লোকরঞ্জন শাখার জন্য একটা নাটক লিখেছেন বা তাঁকে দিয়ে লেখানো হয়েছে, যার নাম হচ্ছে গুপ্তধন। এই গুপ্তধন গ্রামে গ্রামে দেখানো হচ্ছে। এর বিষয়বস্তু দেখলে বুঝা যাবে যে, শ্রীমন্মথ রায়ের যে প্রতিভা সেই প্রতিভাকে কত নীচে নামানো হয়েছে। এই গুপ্তধনের মধ্যে বেকার সমস্যা, দারিদ্র, দুঃখ ইত্যাদি নিয়ে নাটক শুরু করা হল। শেষ দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে একটা সিন্দুক খোলা হচ্ছে। দর্শকদের সাসপেন্স চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে কি বেরুবে। পরে সিন্দুকের থেকে বেরুল একজোড়া রাম-সীতার মূর্তি এবং তারপর রামধুন গীত। আমি আজকে শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে দুঃখ, দারিদ্র, বেকারী এইসবের সমাধান হবে কি ঐ রাম-সীতার মূর্তি আর রামধুনের মধ্য দিয়ে? এই যদি নাট্যকারকে দিয়ে করানো হয় এবং বাংলা দেশের লোকরঞ্জন শাখা যার জন্য সরকার ৫০।৬০ হাজার টাকা খরচ করছেন তাতে যদি আজকে এই ব্যবস্থা হয় তাহলে নাট্যকারদের দিয়ে কি করানো হচ্ছে তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমি লোকরঞ্জন শাখা সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলতে চাই যে, এদের কাজ হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ২।৪টা খোল-কর্তাল বিলি করা। এখানে যদি পরিষ্কার কিছু কাজ করার চেষ্টা হত তাহলে আমরা একে অভিনন্দন জানাতে পারতাম। যেসব ফোক ফর্ম আছে সেগুলিকে জিইয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। সেখানে পুরানো ফর্ম নূতন কনটেন্ট দিয়ে যদি গড়ে তোলার ব্যবস্থা হত, মাঝে মাঝে সম্মেলন করা হত ফোক ফর্মের আর্টিস্ট শিল্পীদের জীবিকার কথা আমরা সবাই জানি, তাঁদের অর্থনৈতিক মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের- তাঁদের সাহায্যের যদি ব্যবস্থা করা হত, প্রাইজের ব্যবস্থা করা হত এবং তাঁদের জীবিকার যদি ব্যবস্থা করা হত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে লোকরঞ্জন শাখা কিছু কাজ করছেন। আমি বলতে চাই এটা একটা ইলেকটিভ বডি করা হোক- যাঁরা প্রতিভাসম্পন্ন, যাঁদের টেলেন্ট আছে, তাঁদের নেওয়া হোক। ট্রেনিং সম্পর্কে অন্য ব্যবস্থাবলম্বন করা হোক, এবং ট্রেনারদের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দিন, যাতে করে তাঁরা কালচারাল টেলেন্ট জায়গা জায়গা থেকে পিক আপ করতে পারেন। সাহায্য করুন এবং নাট্য-সাহিত্যামোদী ও নাট্যকারদের সাহায্য নিয়ে উৎসাহিত করুন। নাটকের একটা ক্যাটালগ তৈরী করুন। ভাল নাটকের অভাবে অনেক জায়গার মঞ্চ বন্ধ হয়ে যায়, এবং টেলেন্ট-এর বিকাশ হয় না। কোচবিহারের শ্রীরমেশচন্দ্র রায় নিজের চেষ্টায় একটা স্টেজ করেছিলেন কিন্তু ভাল নাটকের অভাবে চালাতে পারেন নি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভাল নাট্যকার অর্ডার দিয়ে তৈরী করা যায় না, হুকুম দিয়ে ভাল নাট্যকার করা যায় না। মন্মথ বাবুর "গুপ্তধনে"র মত লোকরঞ্জনী শাখা দিয়ে নাটক বের করতে হবে। তা নয়, যার স্বাভাবিক-প্রবণতা, ইম্পালস আছে তা বিকাশে সাহায্য করা দরকার। জ্যোতি বসু মহাশয় এবং পঞ্চাননবাবুর আলোচনার পর বিজয়বাবু বলেছেন যে, জ্যোতিবাবু এবং পঞ্চাননবাবু জীবনের যেসব সমস্যার কথা বলেছেন সেগুলি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তা বিবেচনার বিষয়। যাইহোক, আমার বলবার কথা হচ্ছে, যাঁরা নাট্যশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁরাই এটা ঠিক করে দেবেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, শিল্পীদের যেভাবে সাহায্য করা দরকার তা তো দূরের কথা, জনাব মজিদ খাঁ, জনাব কেরামতুল্লার বাপ- যাঁর

তবলার বাদনে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সকলেই জানেন—তিনি একটা স্কুল করেছেন, তাতে মাসিক ২০০ টাকা রোজগার, কিন্তু তার উপর সরকার ইনকাম-ট্যাক্স ধার্য করেছেন। এই চেতনা নিয়ে আজকে কি করে আমাদের নাট্যকলার বিকাশ হবে বুঝতে পারি না। আমি এখানে আরেকটা কথা বলব, এশিয়ার গৌরব, এশিয়াটিক সোসাইটি, সেখানে ভাল ভাল বই নষ্ট হতে বসেছে নানাপ্রকার পোকার উপদ্রবে। যোগেশ বিদ্যানিধির মত পণ্ডিতের ব্যাকরণ ও অভিধানও রিপ্রিন্ট করা হচ্ছে না, নগেন ভট্টাচার্যের বিশ্বকোষ সেকেন্ড এডিশন বের হচ্ছে না টাকার অভাবে। দীনেশ সেনের "মৈমনসিংহ-গীতিকা", "বৃহৎ বঙ্গ" যেটা ত্রিপুরার মহারাজা বের করেছিলেন, সেই এডিশন পাওয়া যায় না, রিপ্রিন্ট করা দরকার।

এগুলি বলছি এইজন্য যে, এর মধ্য থেকে পুরান বাংলা দেশের যে মাল মশলা পাওয়া যাবে তাতে বর্তমান বাংলা দেশের সাহিত্যিক, নাট্যকার, এবং শিল্পী উৎসাহিত হবেন। আমি এইজন্যই বিশেষ করে এই জিনিসগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শেষে একটা কথা আমি বলতে চাই যে, আজকে বাংলা দেশে সত্যই এই পল্লীগাথা, ফোক-সঙ্গগুলিকে যদি আমরা জিইয়ে না তুলি তাহলে বাংলা দেশের সত্যিকারের সাংস্কৃতিক দিকটা অপূর্ণ থেকে যাবে। আমি স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ-বঙ্গের ভূমিকা থেকে এই কথা উদ্ধৃত করে বলছি—তিনি বলেছিলেন যে, বাংলা দেশের যে সংস্কৃতি গ্রামাঞ্চলে দেখেছি সেটা এসেছে ঐ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকে। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা দেশে যে পল্লী-গীতিকা বা কৃষ্ণ-যাত্রা বা যে-সমস্ত পালা গান আছে তা কেউ রচনা করে নি, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসে নি, তা এসেছে তাদের কাছ থেকে, যাদের আমরা অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছি, যাদের আমরা হরিজন বলি। বাংলার সেই কামার, কুমোর এবং ক্ষেতের কৃষক, তারাই এগুলি তৈরী করেছিলেন এবং আজকে এগুলি কিছু কিছু বেঁচে থাকলেও অর্থনৈতিক অভাবে সেগুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে সেগুলি জিইয়ে তুলুন এবং সেইসব পুরান জিনিসগুলিকে পুনরুদ্ধার করে—আমি আগেই যে কথা বলেছি যে, ওল্ড ফরম-এ নিউ কনটেন্টস দিয়ে, পরিষ্কারভাবে দেশের সামনে আনুন। আমাদের সাংস্কৃতিক মান যতখানি উঁচুতে উঠেছিল আজও সেটা সেইরকম উঁচুতে উঠতে পারে যদি সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া যায়। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে বলতে চাই, বিজয়বাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে, তিনি ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন। আজকের বিষয়-বস্তুটা হৃদয়ঙ্গম করলে ভাল হ'ত, এবং আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই এটা করবেন; এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[12-30—12-40 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

স্পীকার মহাশয়, আমি বক্তৃতা দিতে চাই না, শুধু দু-একটা প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তুলে ধরতে চাই। বছর দুই আগে আমি হোম ডিপার্টমেন্ট-এর পাবলিসিটি বিভাগের মিনিস্টারকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু এ-পর্যন্ত তার কোন জবাব পাই নি। সেগুলি পুনরায় আমি বিধানবাবুর সামনে উপস্থিত করছি, আশা করি তিনি তার জবাব দেবেন।

জ্যোতিবাবু লেখকদের সাহায্য দেবার কথা বলেছেন। আমি সেই সাহায্যের আশা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু "পথের পাঁচালী" বই লিখেছেন শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সেই বই সিনেমা করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়, অথচ সেই সিনেমা থেকে আমাদের পশ্চিম বাংলা সরকার নাকি অনেক টাকা রোজগার করেছেন বলে শুনতে পাই। পশ্চিম বাংলা সরকার কত টাকা উপার্জন করেছেন এই বই থেকে, তার হিসাব চাওয়া হয়েছিল দু-বছর আগে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পাওয়া যায় নি। যাইহোক এই বই থেকে যা আমদানী সরকারের হয়েছে তার কতখানি অংশ ঐ বইয়ের লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়েছে, বা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সেটা দয়া করে জানাবেন কি? আমি যতদূর জানি প্রায় সমস্ত টাকাটা গভর্নমেন্টের পকেটে গিয়েছে, বইয়ের লেখক বা সিনেমা শিল্পীকে

সাহায্য করবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নি। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের এই কাজ করতে যত খরচ হয়েছিল, তার উপর তিনি কিছু পারিশ্রমিক পেয়েছেন কিনা, সেটা যদি বিধানবাবু জানান তাহলে আমরা খুসী হবো, কারণ এ-সম্বন্ধে দু-বছর আগে প্রশ্ন করেও জবাব পাই নি। সত্যজিৎ রায়ের এই অবদান ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম। আর সারা-পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতে এটা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অবদানের সমকক্ষ বলে মনে করি। সেই সত্যজিৎ রায় এবং বই লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্নমেন্টের লাভের কতখানি ভাগিদার হলেন সেটা জানতে পারলে আমরা অত্যন্ত সুখী হবো। এটা আমাদের জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদিও এ-কথা হয় তো সত্য যে কথা বিজয়বাবু বলেছেন যে আংশিকভাবে তাঁরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পেলে তাঁরা কি করে উৎসাহিত হবে, অগ্রসর হয়ে যাবে? অর্থনৈতিক সাহায্য পেলে সৃষ্টিকে অগ্রসর করা যায়। সুতরাং এই অর্থনৈতিক সাহায্য পাবার যদি সুনিশ্চিত বন্দোবস্ত না থাকে তাহলে সেটা কখনও ফলপ্রদ হতে পারে না। লেখক ও শিল্পীদের ঠিক এইভাবে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ারই চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের মনে সন্দেহ হয়।

আমাদের হোম, পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এর মালিকরা "পথের পাঁচালী"র মেডেলটা আনবার জন্য দৌড়িয়েছিলেন। এ-সম্বন্ধে খবরের কাগজে যে খবর বেরুল, তাতে মনে হল "পথের পাঁচালী" ছবি সৃষ্টির জন্য প্রধান কীর্তিমান হলেন পশ্চিম বাংলা সরকারের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট। যাইহোক মেডেল তাঁরা আনুন, বুকে ঝুলিয়ে বেড়ান কিন্তু সেই মেডেলের পিছনে যাঁরা আছেন শিল্প-সৃষ্টিকারক, তাঁদের কি হল সেটা আমরা নিশ্চয়ই জানবার দাবী করতে পারি।

তারপর ধরুন, এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স-এর কথা। অপেশাদারদের উপর থেকে এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স তুলে দেবার কথা জ্যোতিবাবু বলেছেন। আমাদের বাংলা দেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে সাহায্য করার দরকার আছে নিশ্চয়ই তা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, বর্তমান কালে, গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের অভিনয়ের যে প্রকান্ড অবদান এবং যে ঐতিহ্য আছে তাতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের চাইতেও অনেক বেশী সার্থকভাবে বহণ করে নিয়ে চলেছেন বাংলা দেশের অপেশাদার রঙ্গমঞ্চ। বাংলা দেশের "বহুরূপী" সম্প্রদায়, তারাই বাংলা দেশের নাটককে, বাংলা দেশের অভিনয়কে সারা ভারতবর্ষের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পুরস্কার পেয়েছেন, স্বীকৃত হয়েছেন। এমনিধারা আরো অসংখ্য অপেশাদার সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা বর্তমান সময়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের চেয়ে বেশী করে বাংলা দেশের অভিনয়কে সারা-ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছেন। তাঁদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন সরকারের স্বীকার করা প্রয়োজন।

কিন্তু সাহায্য দূরে থাক এই অপেশাদার রঙ্গমঞ্চ যাতে টিকে থাকতে না পারে, যাতে তাদের আর্থিক সঙ্গতি না হয় সেইজন্য তাঁরা এদের উপরে এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স চাপিয়ে রেখে দিয়েছেন। এটার কি কারণ হতে পারে তা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন। আমি বিধানবাবুকে অনুরোধ করবো যে, এই ট্যাক্স তুলে দিয়ে, অন্ততঃ তাঁরা ভাল যদি নাও করতে পারেন, অন্ততঃ মন্দ করবেন না -এই ট্যাক্স-এর বোঝা চাপিয়ে, এইটুকু প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিন।

তারপর, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত এবং নাট্যকলা একাডেমী আছে শুনেছি। সেই একাডেমীর নিয়ম-কানুন কি, গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, কিভাবে তাঁরা সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি প্রশ্ন দিয়েছি দুই বৎসর হল। কিন্তু গভর্নমেন্টের মন্ত্রী, কি তাঁর হোম (পাবলিসিটি) ডিপার্টমেন্ট থেকে দুই বৎসরের মধ্যেও এই অতি সাধারণ প্রশ্নের আমি জবাব পেলাম না। প্রতি সেশন-এর শেষেই ক্যারি-ওভার প্রশ্নের তালিকায় সেটা স্থান পায়, দেখতে দেখতে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিধানবাবু আজকে খোলসা করে বলুন যে, এইগুলি পরিচালনার ব্যাপারে গভর্নমেন্টের নীতি কি এবং এই সংস্থাগুলির সঙ্গে গভর্নমেন্টের সম্পর্ক কি, কিভাবে তাঁরা এইগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিন: যেমন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিধর নাট্য-প্রতিভাকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন, অস্বীকার করেছেন শিশিরকুমারকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর যাঁকে জনমতের চাপে একসময় নৃত্যকলা একাডেমীতে নিয়েছিলেন, ভাল কাজ করেছিলেন, তাঁকেও অস্বীকার করেছেন। উদয়শঙ্করের পক্ষে কেন সম্ভব হল না সেই একাডেমীতে কাজ করা, কেন তাঁকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হল, কি অসুবিধা হয়েছিল, সেই প্রশ্নের জবাবও আমি আশা করি আজকে বিধানবাবু দেবেন। দুই বৎসর আগে আমি প্রশ্ন করেছিলাম এই সমস্তর কিন্তু তার জবাব আজ পর্যন্ত পাই নি। খবরের কাগজে যেটুকু দেখেছিলাম তাতে দেখেছিলাম যে উদয়শঙ্কর নাকি অভিযোগ করেছিলেন যে, সামান্য সামান্য খরচার ব্যাপারেও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে লাল ফিতার বাঁধনের নীচে অর্থাৎ ঐ মেডেল আনয়নকারী কর্মচারীদের, যাঁরা অপরের মেডেল নিজের বুকে আটকান, সেই-সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রাধীনে কাজ করতে হয়। স্বভাবতই একজন বিরাট প্রতিভাবান মানুষ, যাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ করার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে দেওয়া উচিত, তাঁর পক্ষে হয় ত তা সম্ভব হয় না এবং তার মধ্যে দিয়ে কৃষ্টিও বিকশিত হয় না। সেই বিষয়ে আমি আশা করি বিধানবাবু জবাব দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নেরও জবাব দেবেন যে, গোড়ারদিকে যখন আমাদের নাটক এবং সঙ্গীত একাডেমীর কথা প্রথম উঠে, তখন এ-কথা কি সত্য যে স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রস্তাব করেছিলেন যে, একটা ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হোক—গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হোক এবং সেই থিয়েটার খোলার জন্য গভর্নমেন্ট অর্থ সাহায্য করুন কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার শিশিরকুমার ইত্যাদির মত সার্থক অভিনেতা, সার্থক স্রষ্টাদের হাতে থাক। সেই কারণেই কি তাঁর সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল? এবং তার বদলে অভিনয় একাডেমী খোলা হয়েছে বটে এবং তাতে কিছু কিছু প্রতিভাবান শিল্পীকে নিয়ে আসা হয়েছে সত্য কিন্তু প্রতিভার তারতম্য আছে। কথাটা বললে খারাপ শোনাতে পারে, কিন্তু তাহলেও বলতে হয় যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী অভিনেতা ভাল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু ভাল অভিনেতা এক আর শিশিরকুমারের মত অভিনেতা, যাঁরা বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে আধুনিক যুগকে প্রবর্তন করলেন, যাঁরা বাংলা দেশের অভিনয় রীতিকে নূতনভাবে সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন, তাঁরা আর এক। তাঁদেরকে ব্যবহার না করে, তাঁদের প্রস্তাবকে গ্রহণ না করে, অন্য আর্টিস্টদের নিয়ে পরিচালনার মধ্যেই কি গভর্নমেন্টের নীতিটা পরিস্ফুট হচ্ছে? সে নীতিটা কি এই, যে আর্টিস্ট যদি প্রতিভাধর হন; আর্টিস্ট যদি প্রকৃত স্রষ্টা হন তাতে গভর্নমেন্টের কিছু এসে যায় না। গভর্নমেন্টের একমাত্র দ্রষ্টব্য যে, তাঁরা গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে, তাঁদের যে বিধিনিষেধ; তাঁদের যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং তাঁদের যে সাইকোফেন্সী তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কার্য পরিচালনা করতে থাকবে। স্বার্থের খাতিরে সেইরকম আর্টিস্টস নিয়ে, মেডিওক্রিটি হলে ক্ষতি নেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকতে হবে এইরকম আর্টিস্ট নিয়ে পরিচালনা করাই কি তাঁদের নীতি? সেইজন্যই কি শিশিরকুমার, সেইজন্যই কি সত্যজিৎ এঁরা বঞ্চিত হন এবং এই মেডিওক্রিটি আর্টিস্ট নিয়ে পরিচালনা করে চলেন? আমি আশা করি এই প্রশ্নের জবাবও বিধানবাবু আজকে দেবেন।

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I am afraid my friend Sj. Somnath Lahiri has got a knack of asking questions on the floor of the House thinking that they would be answered. If he had kindly informed me previously that these questions would be asked I could have given him the answer. (Sj. SOMNATH LAHIRI: Two years ago these questions were put.) May be, I cannot remember everything that happened two years ago. Sir, I do not understand this sort of thing—of asking question on the floor of the House. It is not possible for any human being, even for a super human being like Sj. Lahiri to answer like this. (Interruption from Sj. LAHIRI.) You may shout but you won't get any reply, because I have not got the figures with me. Now, Sir, he has talked ab—' Sj. Banerjee's wife—the writer of Patherpanchali—we have

given her Rs.18,000. I got the information from my Director of Publicity who is present here. (Interruption.) Please do not interrupt me or disturb me. I didn't disturb them while they were speaking. Sir, the resolution can be divided under three heads, namely, (1) establishment of a national theatre and formation of committee of management with eminent litterateurs, artistes and dramatists, (2) provision for adequate financial assistance to talented and needy artistes and writers, and (3) taking steps to save the amateur stage from the burden of paying entertainment tax.

Sir, I will take up first (2) and (3) and then come to (1)—regarding national theatre. At the present moment we are giving every year over Rs.4,000 to dramatic clubs and associations as help to the extent of Rs.45,000. We also give grant of Rs.60,000 and another Rs.9,000 to institutions which teach music. We also give some permanent pensions to individuals and litterateurs like Kazi Nazrul Islam, Sj. Gopeswar Banerjee, Sj. Hare Krishna Mukherjee, Sj. Sourindra Bhattacharyya of the value of Rs.23,550. We also give some of the litterateurs pension for one year to be continued if necessary and that amounts to Rs.10,000. We also gave to the writers in 1958-59 Rs.20,000 for publishing different books. One point I would like to mention about Kazi Nazrul Islam as my friend Sj. Jyoti Basu has spoken about him

It is true he wrote to me that he wanted two flats side by side in the Karaya area. I said I could not possibly give him two flats side by side, but we are considering the question of giving him facilities in the new tenement houses which are being built in Gariahat Road and very likely we would be able to accommodate him there. About him I may say that besides literary pension, a good deal of help from the medical point of view has been given to him because of his illness.

Sir, the next point that I would like to address myself to is taking steps to help the amateur theatres. I would take up the question of giving relief to amateur theatres and not to cinemas. Sir, Mr. Jyoti Basu is wrong. It was not Mr. Fazlul Huq who withdrew the amusement tax. It was in 1926—from that time onwards except with short breaks in 1945 and 1947—that four theatres —the Biswarupa, the Rangmahal, the Minerva Theatre and the Star Theatre— have been exempted from paying the amusement tax, the reasons being that a professional theatrical organisation has to keep a large number of permanent staff of actors and actresses, unlike cinema houses, and has to incur a large recurring expenditure in other ways also. They stage not more than five shows a week whereas a cinema house would probably have fifteen shows a week. The basic rates of admission are, therefore, much higher in the former than in the latter. The theatrical profession and business cannot, therefore, survive, we thought, in competition with the cinema if it is called upon to pay the amusement tax also. In fact, the permanent theatrical stages have so far survived in Calcutta only and they are not to be seen anywhere else in India and I may declare here once and for all that so long as I have anything to do with it, we shall see that the permanent theatrical stages are not affected by the imposition of the amusement tax because I thing this is a speciality of Bengal and Bengal wants to keep that speciality although other places have lost that The theatrical art is considered to be a glorious heritage of Bengal and we would do nothing which would lead to the disappearance of the permanent stage because it would be a matter of great regret for everybody.

With regard to the casual theatrical shows that sometimes are conducted by amateur clubs, the rules that we follow are that if these shows are shown and there is no profit motive behind the club, i.e., if all the realisation of the show is given for any charitable purpose, e.g., for some hospital, school and so on, we do not charge any amusement tax. Further, if the total expenditure of any

show is less than 25 per cent. of the total receipts for a particular day, even then they get exemption. Then, if a particular show is mainly for educational or religious purpose, then also, on application, we do not charge any amusement tax. We have been thinking further that if any casual theatrical organisation—I am not thinking of established theatres like the Rungmahal—would register itself under the Registration Act and ask for exemption, we would consider—as they are doing in Madras—the question of allowing them exemption provided they give at least two shows a month for public purpose free of cost and if they would make arrangements for giving shows in different parts of the State.

[12-50—1 p.m.]

It would be better if they could make an arrangement to have the shows in different parts of the State. This is so far as the amusement tax is concerned.

Now with regard to the national theatre. As far back as 1953 I sent for most of he acors as well as dramatists and many of the authors. I found out that besides the authors and the actors there was a third party, the owner of the theatre who would not agree—unless the actor or the author was prepared to accept the terms of the middleman—to allow that theatrical hall to be used for such purposes. I felt that that was a wrong approach. I, therefore, approached various countries for giving us information regarding their methods of doing this work. We wrote to seven countries—U.S.S.R., England, U.S.I.S., China, and others. We have not got from them information as regards the way in which they are carrying on their organisation. The matter is with my Construction Department; the scheme is going to be finalised, but it would cost us 18 lakhs or more of money. The position became a little difficult so far as money was concerned, because in 1955 for the Second Five-Year Plan we got the sanction of the Government to give money to Rabindra Bharati. Rabindra Bharati, as my friends know, is an organisation started by Sj. Suresh Mazumdar through which he purchased the property which belonged to Gaganendra Nath Tagore and Abanindra Nath Tagore. He purchased the property from a Marwari gentleman who had purchased it before. The price was awarded by the Land Acquisition Collector in 1952 but he appealed to the court and the decree was that the court awarded another 4 lakhs of rupees to be paid to the Marwari gentleman. Under these circumstances, Shri Suresh Mazumdar came to me to save the property. He did not have any money. Therefore, I agreed that if we were allowed the use of these buildings for the purpose of having a dance, drama, music institution, we could advance this money; and there was agreement between the Rabindra Bharati and the Government that we were taking over their property. We have also built it according to the specification which was accepted by Sj. Ahindra Chowdhury and Sj. Ramesh Banerjee, and also at that time we had with us Shri Udayshankar—and the house has been built at a cost of Rs.7 lakhs. We had to pay nearly 4 lakhs to Rabindra Bharati to meet the cost of the man outside. This dance, drama, music institution has got a council or Karma Samity in which there are the Vice-Chancellor of the University, the Dean of the Faculty of Music, Calcutta University, 3 representatives of Rabindra Bharati, 5 persons in the field of fine arts like Sj. Suresh Chakravorty, Sj. Jnan Prakash Ghosh, Sjkta Indira Debi Chowdhurani, Swami Sraddhanand, representatives of the Government of West Bengal 4, and three heads of Departments—Shri Udayshankar, Shri Suresh Mazumdar and Shri Ramesh Banerjee. They manage the work at present. I understand that they admit altogether 60 boys each year—20 in each of these three sections.

I would draw the attention of the House to the fact that the Calcutta University has got a degree course in music. It has no degree in Dance or

Drama. Therefore we approached the Calcutta University to allow our students to appear for their graduate course. The arrangement was that any student who would join this dance, drama and music section and would want to go up for the Music degree will have to submit to a preliminary examination by the University authorities before they would be allowed to go in and appear for the examination.

Sir, in this connection two questions have been raised about personalities. I do not want to go into personalities. To my mind, we have given sufficient and suitable encouragement to our great artiste in dancing, namely, Udayshankar. We gave him as much facility as possible. After a little while he came and gave conditions which the Council could not accept and which, if accepted, other Deans would also like to have and this was not possible.

With regard to Sisir Bhaduri, he is one of the first men to whom I approached. He is a very eminent man. I know him for years. I think he is one of the pioneers of histrionic art in West Bengal. Therefore I approached him. His difficulty was that he did not want a Council. He wanted a Solo performance so far as the Institute was concerned. But we could not agree on that condition and we left it at that.

The present position is that we realise that it is necessary in the interest of our culture, in the interest of our language, that we should have a National Theare. The question is when we shall have the money for it. I am hoping that it would be possible to include it in the Third Five-Year Plan if the other preliminaries have been completed by then. Meanwhile, Sir, I felt that this progress in music, art and drama should not be limited to Calcutta in a single Theatre. Therefore we started a folk entertainment section under the great singer, Pankaj Mullick. Last year they had over 250 shows in different parts of West Bengal in which they tried to revive the old folk songs and the different forms of *tarja* and so on. I feel, Sir, that the culture of Bengal—why culture, the language of Bengal has been preserved through these folk songs and folk entertainments and we feel that this group in which Shri Pankaj Mullick has gathered together about 90 persons has been of great value not merely to give to the people of the villages an idea of what histrionic art should be but also to spread the culture and language of Bengal which is the speciality of this Province. We give State awards for the best play and the best acting.

I do not want to take any more time of the House.

[1—1-10 p.m.]

But I can say that so far as the resolution is concerned although it is not yet time for us to be complete with our programme of a National Theatre we have gone ahead with another aspect of the National Theatre, viz., education of our youths in dance, drama and music on the one hand, creation of small associations on the other to whom help is given so that they can in their own way develop, and to have a degree—that is my ambition—in Dance, Drama and Music. Sir, I do not think I shall be divulging any secret if I say that Government have felt that the best tribute they could pay to Rabindra Nath Tagore on his hundredth birthday would be to establish a University of Dance, Drama and Music, more or less centred round the houses which belonged to the Tagore family. We have already taken on rent that portion of the house in which Rabindra Nath died and his father lived and died. We have already, as you know, taken over the Rabindra Bharati and we are negotiating with the Visva Bharati for taking over the house on the northern side or rather the western side of the main building—the red building. We have already built a theatrical unit there and the whole unit should be our gift to the nation as Rabindra Nath

Dance, Drama and Music University. There is no question—here I join with my friend Shri Bijoylal Chattopadhyay—of any particular party or political party to come in and butt in. It should be controlled entirely by those who have knowledge and the expert qualifications to be able to run this institution now and the University afterwards.

With these words, Sir, I request my friend Shri Jyoti Basu to withdraw his resolution at the present moment hoping that it would be possible for us to give effect to the resolution in the near future.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I am happy to get some more news than I had got earlier from the Chief Minister about Rabindra Bharàti and the Dance, Drama and that other University which is going to be established, and that is welcome. But as far as the establishment of the National Theatre is concerned it is merely a wish for the future. We have been waiting for eleven years. Under the circumstances, I think that I am unable to accede to the request of the Chief Minister to withdraw the resolution.

The motion of Sj. Jyoti Basu that in view of the fact that the stage in West Bengal is in a decadent condition and Bengali artistes, dramatists and writers are unable to give expression to their talents and afford healthy entertainment to the people for arousing their aesthetic sense;

This Assembly is of opinion that the State Government should immediately take the following measures:—

(1) Establishment of a national theatre and formation of Committee of management with eminent litterateur, artists and dramatists;

(2) Provision for adequate financial assistance to talented and needy artistes and writers; and

(3) Taking steps to save the amateur stage from the burden of paying entertainment tax,

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—120

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghish, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Luftal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath

Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda.
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—59

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Bhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntla
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 120, the motion was lost.

Mr. Speaker: I have a message to give. I have it in command from Her Excellency the Governor that the House do stand prorogued.

Prorogation

The House was accordingly prorogued at 1-10 p.m.

WBGP-61/2-946A-700